

জাতীয় শাস্ত্রপ্রচার :-

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় :

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

পরম ভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী বিরচিত

ডঃপদ্মনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ হইতে পুনঃ-মুদ্রিত



দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

চৈতন্যদ্বন্দ্ব ৪৩৭

মূল্য ১৥০ দেড় টাকা।

কলিকাতা, ১৯৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, বহুমতী ইলেকট্রিক্স “মেন্সন যন্ত্রে”
ঐপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

ভূমিকা ।

ভক্তমাল গ্রন্থের নূতন বিত্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পরমভক্ত শ্রীমৎ নাতাজী প্রার্থয়ে হিন্দী ভাষায় ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করেন, শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ তাহার টীকা-রচয়িতা। সেই মূল গ্রন্থ এবং তাহার হিন্দী টীকা এই দুইখানি গ্রন্থ অবলম্বন পূর্বক তাহার আভাস মাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস বাবাজী বজ্রভাষায় এই ভক্তমাল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। যদিও হিন্দী গ্রন্থের অবলম্বনে ও অনুসরণে ইহা বিরচিত, তথাপি কৃতবিদগণকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বাবাজী ভক্তমালরচনার কৃষ্ণদাস বাবাজীর কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে ভগবদ্ভক্তির অস্তঃকরণ আগ্রত হয় এবং কর্ণকুহরে যেন অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে। সাধুসকল যেমন সংসারসাগর উত্তরণের তরঙ্গী বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই ভক্তমাল গ্রন্থও বজ্রপ সন্দেহ নাই। কারণ, এই পবিত্র গ্রন্থে অনেকগুলি সাধুর ভক্তিপূর্ণ চরিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভক্তগণের পবিত্র-চরিতরূপ অসংখ্য মালা একত্র গ্রহণ করিয়াই এই ভক্তমাল গ্রন্থ বিরচিত। যদিও অস্ত্রান্ত বৈষ্ণবগ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থখানি আধুনিক, যদিও অনুমান দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহার রচনা ও প্রচার নিঃশেষ করা যায়, তথাপি বৈষ্ণবগ্রন্থ-সমূহের মধ্যে ভক্তমাল যে একখানি অতুলনীয় পবিত্র গ্রন্থ, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হইবে। বস্তুতঃ এই মালা গৃহীমাজেরই কঠোর হারস্বরূপ ও বোগিজনের কণ্ঠবিভূষণ; বিশেষতঃ বৈষ্ণবকুণ্ডলকগণের হৃদয়ের শোভাবিন্দন অমূল্য মণিবরূপ।

আমাদিগের দেশে প্রাচীনকালের জীবনচরিত নাই বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না, কিহু এই ভক্তমাল গ্রন্থ জীবনচরিতের আদিশ্রবণ অধিকার করিবার বোধ্য। ইহাতে নাতাজী, গোপালভট্ট, চন্দ্রহাস, অটাবু, বিভীষণ, হনুমান্‌জী, বায়ীক, কৃষ্ণানন্দ, অমরকণ্ঠী, রত্নদেব, অন্নদেব, বিদ্যদেব, বাকা-রাঁকা, শুক্লদেব, নামদেব, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভক্তের মহিমা, চরিত্র, কীর্তি ও অলৌকিক শক্তির বর্ণনা আছে। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে বিস্মিত, বিমোহিত, অভিহিত ও চমকিত হইতে হয়; হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বাসিনা বলবতী হইয়া উঠে এবং সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিয়া মন বৈরাগ্যপথের অনুসরণে প্রধাবিত হয়। বস্তুতঃ যদি ইচ্ছিতরূপে শ্রবণ করিতে হয়, সংসারে মান-অপমান তুলা জ্ঞান করিবার বাসনা থাকে, অর্থসম্পদ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভক্তগণ কি কারণে বৈরাগ্যপথের পথিক হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা যদি অন্তরমন্দিরে সমুদিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত অটল ভক্তির সহিত এই ভক্তমাল গ্রন্থ অধ্যয়ন ও শ্রবণ পূর্বক মিরস্তর এই পবিত্র মালা কণ্ঠভূষণ করিয়া যথার্থ কৃতবিদ্য, বিবেকী ও মুমুকুগণের একমাত্র কর্তব্য সন্দেহ নাই।

আমরা করখানি হস্তলিখিত পুথি এবং অধুনামুদ্রিত করখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, পদম্পন্ন পাঠসামগ্রস্ত মিলাইয়া সাধানত যত্নে এই গ্রন্থের বিত্তমতাসম্পাদনে যত্নের ক্রটি করি নাই। এক্ষণে সাধুগণ কৃপাকটাক্ষে গ্রহণ ও এই ভক্তিমাল্য গলদেশে ধারণ করিলেই আমরা সন্তোষ প্রবর্ত্ত হইব, কিমিধিকমিতি।

সূচিপত্র ।

| খণ্ড | বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|------|---|--------|
| ১ম | শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মঙ্গলাচরণ ... | ১ |
| ২য় | চৈতন্যপার্বদ-গুণবর্ণন ... | ৭ |
| ৩য় | গৌরাঙ্গপার্বদ-রূপবর্ণন ... | ২০ |
| ৪র্থ | হাদিশমহাভাগবতাদিচরিত্রবর্ণন ... | ৩২ |
| ৫ম | কুন্তী-আদিভক্তমহিমা-কথন ... | ৪৫ |
| ৬ষ্ঠ | পুরু-ইক্ষাকু-আদিগুণকথন এবং ভক্তসেবা-অঙ্গ ও ভক্তিদেবীগুণকীর্তন ... | ৫৭ |
| ৭ম | প্রজ্ঞানভক্তরাজগুণকথন ... | ৮০ |
| ৮ম | অজ্ঞানভক্তগুণচরিত্রবর্ণন ... | ৯২ |
| ৯ম | শ্রীমদ্ভক্তপরিচয়গুণনাম-গুণবর্ণন ... | ৯৮ |
| ১০ম | চতুঃসম্প্রদায়-আচার্য্য-গুণবর্ণন ... | ১১৭ |
| ১১ম | শ্রীশ্রীভক্ত-আদিভক্তগুণবর্ণন ... | ১২২ |
| ১২ম | শ্রীভগবদেব-আদি-ভক্তগুণবর্ণন ... | ১৩২ |
| ১৩ম | শ্রীভাবুকব্রাহ্মণাদিভক্তচরিত্রবর্ণন ... | ১৪৩ |
| ১৪ম | শ্রীশিলাপিল্লাসেবিরাজ-কর্তাদিচরিত্রবর্ণন ... | ১৫৪ |
| ১৫ম | ছোটবিগ্রহবিগ্রহ-আদিভক্তচরিত্রবর্ণন ... | ১৬৫ |
| ১৬ম | শ্রীকৃষ্ণদাস-আদিভক্তচরিত্রবর্ণন ... | ১৭৭ |
| ১৭ম | গোবিন্দকবিরাজ-আদিভক্তচরিত্রবর্ণন ... | ১৮৫ |
| ১৮ম | শ্রীরাধাকবীন্দ্রনারায়ণরায়ের চরিত্রবর্ণন ... | ১৯৩ |
| ১৯ম | শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ-আদিগুণবর্ণন ... | ২০৯ |
| ২০ম | শ্রীপুরাণাস-আদি-ভক্তগুণবর্ণন ... | ২২১ |
| ২১ম | বাক্য-রাক-আদিভক্তগুণবর্ণন ... | ২৩৩ |
| ২২ম | নরসী-ভক্ত-আদিগুণকথন ... | ২৪৩ |
| ২৩ম | নিবাহিগ্রামীর-সাধু-আদিভক্তগুণবর্ণন ... | ২৫৪ |
| ২৪ম | মাধবসিংহরাজরাণী-আদিভক্তগুণবর্ণন ... | ২৬৫ |
| ২৫ম | কৃষ্ণদাস-সোণার-আদিভক্তগুণবর্ণন ... | ২৭৬ |
| ২৬ম | শ্রীকৃষ্ণলীলা সহ শ্রীকৃষ্ণাবনমহিমা-বর্ণন ... | ২৯৮ |
| ২৭ম | গ্রন্থসূচক ... | ৩৩১ |
| | ফলশ্রুতি ও উপসংহার ... | ৩৩৫ |
| | শ্রীরাধাকৃষ্ণসঙ্গীত ... | ৩৩৬ |

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে জয়তি ।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

প্রথম মালা

—*—

গুৰ্বাদিবন্দন ও মঙ্গলাচরণ ।

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীমুতপদ-
কমলং শ্রীগুরুন বৈষ্ণবাংশচ,
শ্রীকৃপং সাগ্ৰজাতং সহগণ-
রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম ।
সাদৈতং সাবধুতং পরিজন-
সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যাদেবং,
* রাধাকৃষ্ণপাদানু সহগণ
ললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশচ ॥

আমি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি ;
অগ্ৰজসম্বৃত শ্রীকৃপা, সঙ্গিগণসহ শ্রীরঘুনাথ এবং
শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব-গুরুদিগকে বন্দনা
করিতেছি । অদৈতসহিত এবং অবধুতবৃন্দ ও পরি-
জন-সহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাদেবকে এবং ললিতা-বিশাখা-
সহগণ সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণদ্বয়কে আমি বন্দনা
করিতেছি ।

শ্রবণমনসকীর্তনাদিভক্ত্যা মুরারেখদি,
পরমপূমর্ষং সাধয়েৎ কোহপি ভদ্রম্ ।
মম তু পরমপারপ্রেমপীযুষসিক্তোঃ,
কিমপি রসরহস্যং গৌরধাম্নো নমস্তম্ ॥

যদি কেহ শ্রীহরির শ্রবণ-মনন-সংকীর্তন ও ভক্তি-
দ্বারা পরমপুরুষার্থ-স্বরূপ কল্যাণ-সাধন করিতে
শীল হইল, তাহা হইলে অপার প্রেমসুখা-সিক্ত রস-
রহস্যরূপ শ্রীগৌরাক্ষধাম আমার কি পরম নমস্যা ।
আমার অশেষ নমস্যা) ।

ঈশং ভজন্ত পুরুষার্থচতুষ্টয়াশা,
দাসা ভবন্ত চ বিধায় হরেকৃপাসাম্ ।
কিঞ্চিদ্রহস্যপদলোভিতধীরহং তু,
চৈতন্যঃশ্রুচরণং শরণং করোমি ॥

ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-লাভকারী
ব্যক্তির জগদীশ্বরের ভজনা করুন এবং শ্রীহরির
উপাসনা করিয়া তাঁহার দাস হউন ; কিঞ্চিদ্রহস্য-
পদ-লোভিত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট আমি শ্রীচৈতন্য-
চন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করি ।

হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ ।
হর্কৃত্তা বা স্মৃতা বা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥

হরিভক্তিপরায়ণ ও হরিনাম-নিষ্ঠ হর্কৃত্ত বা
স্মৃতা সকলকেই আমি বার বার নমস্কার করিতেছি ।

ভগবন্তুপাদাজপাদুকাভ্যো নমোহস্ত মে ।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যাঞ্চাখিলসত্তমম্ ॥

যাহার সাধন ও সঙ্গ-হেতু অখিলের কল্যাণ
সাধিত হয়, ভগবন্তুপাদাজপাদুকাভ্যো সেই
পাদুকাতেও আমি নমস্কার করিতেছি ।

শ্রীগুরুচরণ বন্দ অস্তম পরমানন্দ
ভক্তি-মুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিদাতা ।
আলম্বন উদ্দীপন, ত্রিজগৎ-রসায়ন,
স্বয়ং কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেমদাতা ॥ *

* “স্বয়ং হন কৃষ্ণ ‘প্রেমদাতা’—গাঠান্দর

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

দ্বাদশগুণের অসংখ্য, সিন্ধুমধ্যে স্বতঃসিদ্ধ,
 উপাস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ।
 দ্বাদশ-মধ্যে শ্রেষ্ঠধন, প্রেমভক্তি বিতরণ,
 করিয়া করয়ে আত্মসম ॥
 পঞ্চপুরুষার্থ সনে, চতুর্ভুজ চেড়ীগণে,
 আর সাধা জ্ঞানযোগ আদি ।
 বেড়ি যেন দ্বিজরাজে, তারি অগর্ভন সাজে,
 মণিহার-মধ্যে পদ্মনিধি ॥
 ভক্তবেশ অবতারী, চৈতন্যরূপে অবতারি,
 করে জীবগণেব নিস্তার ।
 প্রেমভক্তি দান করি, সাক্ষাৎ চৈতন্য হরি,
 করুণাময় দয়াব সাগর ॥
 মোরে কৃপাবান্ হও, শ্রীচরণ শিরে দাও,
 করুণা-কটাক্ষ দৃষ্টি করি ।
 বহুত্বখে তোমা ধন, পাইলু যে করি পণ,
 দেখ প্রভু অন্তরে বিচারি ॥
 লোকধর্ম অভিনাষ, বন্ধুবান্ধবের আশ,
 ছাড়িয়া পাইয়া কদর্ঘনা ।
 তোমা হেন গুণধাম, নারায়ণ অভিরাম,
 আঁচলে বাঁধিয়া দিলা সোনা ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ।
 কলিযুগপাবন অদ্বৈত সুচরিত ॥
 শরণ্য শরণাগতবৎসল দয়াময় ।
 তিন রূপ এক আত্মা সর্বগুণালয় ॥
 অঞ্জলি মস্তকে ধরি দস্তে তূণ করি ।
 একান্ত ভাবেতে বন্দে চরণ-মাধুরী ॥
 হে নাথ দীনবন্ধো করুণা-সাগর ।
 পূরাও মনের আশা শরণ তোমার ॥
 তুনি মালীরূপে প্রেমফল বিলাইলে ।
 আমার জঠর জলে মোরে কি করিলে ॥
 জগাই মাধাই মহাপাপী উদ্ধারিলে ।
 আমার উপার প্রভু তবে কি করিলে ॥
 প্রতিজ্ঞা করিলে ত্রিভুবনের নিস্তার ।
 তবে কেন ওহে নাথ দুর্গতি আমার ॥
 সত্য সঙ্গর তব সাধুলোক গায় ।
 আমার হৃদেই তাহা কিছু না কুলায় ॥
 ওহে নাথ ওহে প্রভো অগতির গতি ।
 একবার কৃপাদৃষ্টি কর দীন প্রতি ॥

যে ফল বিলাসিলে অর্জিতে 'মানী হঞ' ।
 সেই ফল কিছু দেহ য়োর মুখ চাঞ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসনাতন ভক্তদ্বন্দ্বনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দ্বাসবদ্বনাথ ॥
 এই ছয় গোসাঁঞের কবেরে চরণ বন্দন ।
 যাহা হইতে বিশ্বনাথ অভীষ্টপূরণ ॥
 শ্রীগৌরদ প্রেরিত যে জগতে আচার্য্য ।
 বৈষ্ণব-আখ্যান-পথে সকলের আর্ষ্য ॥
 প্রেমভক্তি-রসের যে পথ-প্রদর্শক ।
 সর্বশাস্ত্র মধি শুদ্ধ সাধুর্ষা-স্থাপক ॥
 নানা গ্রন্থ প্রকাশিয়া সিদ্ধান্ত-স্থাপিনা ।
 যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ হইলা ॥
 সে সব সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র সাগরের নীরে ।
 অবগাহি জগতেব জুড়ায় শরীরে ॥
 স্বরূপ-দামোদর আদি অগ্রবন্দনীর ।
 প্রভুসঙ্গে সদা স্থিতি অতি রমণীর ॥
 গৌরানন্দভক্ত বন্দে, অনন্ত অপার ।
 বিশেষ শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার ॥
 তাঁর পদদ্বয় বন্দো লুটীঞা ধরণী ।
 চৈতন্যের আবেশাবতারে যারে গণি ॥
 যমুনার জলক্ৰীড়ার কুণ্ডল পড়িলা ।
 যেই খুঁজি পারীজীর কর্ণে পরাইলা ॥
 অনেক তারিলা তেঁহ কহিতে না জানি ।
 যার পরিবাব প্রিয়দাস গুণধনি ॥
 বন্দো শ্রী অগরদাস যার শিষ্য নাভা ।
 তেঁহো কৈলা ভক্তমাল সজ্জনের লোভা ॥
 চারি যুগেব ভাগবতগণের চরিত্র ।
 ভক্তমালগ্রন্থ কৈল পবন পবিত্র ॥
 যাহার শ্রবণে উপজয় কৃষ্ণ রতি ।
 বৈষ্ণবচরণরজে হয় দৃঢ়মতি ॥
 মহা-তমোমতি অতি নিম্নুক বা হয় ।
 অবশ্য শ্রবণে তার শ্রদ্ধা উপজয় ॥
 চারি যুগের ভক্তগণেব অপূর্ব চরিতে ।
 প্রিয়দাসে আজ্ঞা দিলা টীকা বিস্তারিতে ॥
 বৃন্দাবনবাসী প্রিয়দাস মহামতি ।
 বিচক্ষণবুদ্ধি শুদ্ধভক্তিমত্তরতি ॥
 অজ্ঞাকরে বহু অর্থ অল্পপ্রাস যমক ।
 ভক্তগণেও রীতি বর্ণে সন্ধান পূর্বক ॥
 তাঁহার চরণ বন্দো অভীষ্ট লাগিয়া ।
 গ্রন্থ প্রকাশিলা যিনি টীকা বিস্তারিয়া ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

গ্রন্থ হই অজ্ঞানতা সবে বুঝে নাহি ।
সে হেতু গৌড়ী বাক্যে শ্রেণীমত কহি ॥
রচনাপূর্ব্বক কহিবারে নাহি জ্ঞানি ।
যথাশক্তি ঘোড়োঁড়াড়ে মিলাইয়া ভনি ॥
উপহাস কেহ নাহি করিহঁ ইহাতে ।
বৈষ্ণবের গুণগান করি যে কোনমতে ॥
অভেদ টীকার অর্থ বুঝি সাধ্যমতে ।
রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে ॥
যথা তথা প্রিয়াদাস সংক্ষেপেতে অতি ।
বর্ণিলা তা প্রবেশয় সাধারণমতি ॥
সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কি ।
বিস্তার করিয়া কহি তাঁর পাছু পাছু ।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে কর অঙ্গীকার ।
সমাপন করি ইহ বাসনা আমার ॥
সকল বৈষ্ণবপদে করিয়া প্রণতি ।
কৃষ্ণদাস করে শরিহার নতি স্তুতি ॥

অথ মঙ্গলাচরণ

(দৌহা—মূল হিন্দী)

মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনোহর জুকে
চরণকো ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে ।

অন্তার্থঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম রূপ ।
বদনেতে গাঙ হৃদে ধরহঁ অরূপ ॥

ভক্তিরূপ ।

(টীকা হিন্দী)

শ্রদ্ধাই ফুলের ওর উবটনো শ্রবণ কথা
মইল অভিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে ।
মনন সুনীর অরুবার অঁগুছায় দয়া ।
নবনি বসন প্রণসেঁ। বোলে লগাইয়ে ॥
আভরণ নাথ হরি সাধুসেবা কর্ণফুল
মানসী সুনথ সঙ্গ অনঙ্গ বনাইয়ে ।
ভক্তি মহারাণীকে। শিখার চাক্র বীড়ি চাহ
রঙ্গ জো নেহারি লহে লাল পারী গাইয়ে ॥

অন্তার্থঃ ।

ভক্তি মহারাণীর যে শিখার সেবন ।
স্বাক্ষরিতে রাখ যত্নে করহ শ্রবণ ॥

শ্রদ্ধা সুগন্ধ তৈলে শ্রীঅঙ্গ মর্দনে ।
কর্ণজানময়্য ছুটাও শ্রবণ উবটনে ॥
মনন-নীরে স্নান দয়া আলোচায় মোছন ।
নিষ্ঠা সুবস্ত্র হরিসেবা আভরণ ॥
সাধুসেবা কর্ণফুল স্রবণ সুনথ ।
সংসঙ্গ অঙ্গন অমুরাগ বীড়ি কত ॥
এইমত ভক্তিদেবীর সেবন করিয়া ।
লাল পারীরসে রং মগন হইয়া ॥

অথ ভক্তির পঞ্চরস বর্ণন ।

(দৌহা—মূল হিন্দী)

শান্তি দান্ত সখা বাৎসল্য ওর শৃঙ্গার চাক্র
পাঁচো রস সার বিস্তার নীকে গায় হৈ ।
টীকাকো চিমৎকার জ্ঞানোণে বিচারি মন
ইন্কে স্বরূপমে অরূপ লে দিখায় হৈ ॥
কিন্কে ন অশ্রপাত পুণকিত গাত কতু
তিন্হকো ভাবসিন্ধু বেরোসি ছকায় হৈ ।
জেলোঁ। রহে দূরি রহে বিমুখতা পূরি হিরো
হোই চুর চুর নেক শ্রবণ লাগায় হৈ ॥
পঞ্চ রস সোই পঞ্চরঙ্গ ফুল থকে নীকে
পীরকে পৈরায়বেকো রচিকে বনায় হৈ ।
বৈজয়ন্তী দান ভাববতী অলি নাভা নাম
লই অভিরাম শ্রামমতি ললচাই হৈ ॥
ধারী উর প্যাবী কো। হ করত ন ন্যারী অহো
দেখো গতি নারী চরি পারনিকো আই হৈ ।
ভক্তি ছবিভার তাতে নমিত শৃঙ্গার হোত
হোত রস লখে জোই আতে জানি পাই হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

পঞ্চরস ভক্তি মিলি বৈজয়ন্তীমালা ।
শ্রেম-মকরন্দ তাহে সুগন্ধি রসালা ॥
ভাববতী অলি নাভা অভিরাম মতি ।
লালসার উর দিয়া পিরে মধু মাতি ॥
অহো তাহার মতি গতি কিছু ন্যারি ।
ভক্তি শ্রাম ছবি হেরি বহে শ্রেমবারি ॥

অথ সংসঙ্গ-প্রভাব

(টীকা হিন্দী)

ভক্তিতরু পৌধা তাহি বিয়হর ছেরিহকো
বারদে বিচারবারি সিঁচো সংসঙ্গলো ।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

নাগোই বচন গোদা চহঁ দিশি কচনসো
চচন আকাশ কস কৈলো বহুদসো ॥
সন্তের আলবালশোভিত বিশাল ছায়া
জীব জীব জাল তাপ গয়ে যো প্রসঙ্গসো ।
দোখা বচবার জাহি আজাহকী শকাহতী
তাহো পেড় বন্ধে বুটৈ হাখী জীত জঙ্গসো ॥

অন্তার্থঃ ।

ভক্তি নব বৃক্ষ তাহে সংসঙ্গসিধনে ।
পালন করহ ভাই পরম যতনে ॥
বিচার যে বাড় দেহ বন্ধার কারণে ।
অসংসঙ্গ গো-ছাগল না করে ভরণে ॥
তবে যেই বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা হইয়া ।
আকাশে উঠয়ে নানাবন্ধে বেয়াপিয়া ॥
কদি আলবালে শোভি কবি স্নিগ্ধছায়া ।
সর্বজীবে হবে দুঃখ পাপ তাপ মায়া ॥
যবে সেই ভক্তিবৃক্ষ বলবান্ হয় ।
তুটসঙ্গ-করী হৈতে বিন্ন না জন্মায় ॥

অথ শ্রীনাভাজীব বর্ণন ।

(টীকা হিন্দী)

যাকো যো স্বরূপ সো অনুপ লে দেখাই দিয়ো
কিরো যো কবিত্ত পট মিহি মধি লাল হৈ ।
গুণপৈ অপার সাধু কহে অঙ্ক চাবিহীমে
অর্থ বিসতার কবিরাজ টঙ্কাল হৈ ।
সুনি সন্তসভা যুগি রহী অলিশ্রৌণী মানো
যুমিরহী কহে য়হ কহাধৌ রসাল হৈ ।
গুনে হৈ অগব অব জানেনৈ অগরসহী
চোবা ভএ নাভা ও স্নগন্ধ ভক্তমাল হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

ভক্তগণ যাব সেই স্বরূপ কখন ।
অপূর্ব কবিত্ত স্নগন্ধ রক্তিম বসন ॥
নাভাজীব গুণ আর অপার মহিমা ।
কবিত্ত টাঁকাল অর্থ কত নাহি সীমা ॥
পরম রসাল গুনি সাধুগণ বুঝে ।
কমলের গন্ধে ঘেন অলিকুল ভ্রমে ॥
অগুরু চন্দনময় নাভাজীব-স্বরূপ ।
তার গন্ধ ভক্তমাল গ্রন্থ অপরূপ ॥

অথ ভক্তমালস্বরূপ ।

(টীকা হিন্দী)

বড়ে ভক্তিমান নিশিধিকি গুণগান করে ।
হবে জগপাপ জাপ হিহো পরিপূর হৈ ।
জানি সুখ মানি হরি সন্তসনমান সচে
বচেউ জগত রীতি প্রীতি জানি মূর হৈ ॥
তেউ ছরারাদ কোউ কৈসেটৈ আরাধিতৈক
সমঝো ন জাত মন কল্প ভয়া চূর হৈ ।
শোভিত তিলক ভাল মাল উর বাঁজৈ অটৈপ
বিনা ভক্তমাল ভক্তিরূপ অতিদূর হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

অহো ভক্তিমান কবে দিবানিশি গান ।
স্বতঃসিদ্ধ-ভক্তিময় ভক্ত অভিমান ॥
জগতেব পাপ তাপ হায়ে আনন্দে ।
হরে সারুসন্মান উপদেশে মূঢ় মন্দে ॥
দগতেব বোত দেখে বোহ মন্দমতি ।
ছরারাদ্য তাহে সিদ্ধবস্ত্র নহে প্রাপ্তি ॥
ভাবিতে জগতগতি মনে হৈত দুঃখ ।
স্বতঃ প্রকাশিয়া জীব ভাবিতে উন্মুখ ॥
ললাটে তিলক কণ্ঠে তুঙ্গসর মাল ।
হবিগুণগানে মত্ত স্বভাবদয়াল ॥
ভক্তমাল ভক্তিময় ভক্তিদানে শুর ।
ভক্তমাল বিনা ভক্তিরূপ অতি দূর ॥

(অর্থ মঙ্গলাচরণ)

(দোহা—মূল হিন্দী)

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুৰ নাম বপু এক ।
ইন্কে পদ বন্দন কবৈ নাটৈ বিঘন অনেক ॥

অন্তার্থঃ ।

ভক্ত আর ভক্তি গুরু আর ভগবান্ ।
এক বপু চারি নাম চাবি মাত্র ভাণ ॥
যার পদবন্দনাতে সর্ববিঘ্ন নাশে ।
সাধ্য বস্ত্র সাধন সেউ বেদে ইহা ভাষে ॥

অথ ভক্তনিশেষলক্ষণ ।

(টীকা হিন্দী)

হরিগুরুদাসনিসেঁ। সাঁচো সোই ভক্ত সহী
গহী এক টে ক ফিরি উরতে না টরী হৈ ।

ত্রীতীতমাল গ্রন্থ ।

ভক্তিরসরূপকো স্বরূপ যাই ছবিসাব,
চারু হরিনাম লেত অশ্রবনি যবী হৈ ॥
বহী ভগবন্ত সন্ততীতিকো বিচার করে
ধরৈ দূরি ঈশ তাহ পাণ্ডোনীসে। করী হৈ ।
গুরু গুরুভাইকী সচাই লে দিখাই জাহি
গাই ত্রীতপ হরিজুকী রীতি রতভরী হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

হবি গুরু ভুক্ত যেই এক কবি জানি ।
ইহাতে না টলে মতি সেই শ্রেষ্ঠ মানি ।
ভক্তির স্বরূপ নাম সর্বানর্থ নাশে ।
সর্ব-স্বার্থ লভ্য হয় কিঞ্চিৎ আভাষে ॥
ভগবানে ভক্তে আর গুরু চরণে ।
প্রেম ভাব কেহ দিতে নাারে তেই বিনে ॥
স্বয়ং ভগবান্ তন আপনি মহাস্ত ।
ভুয়ং গুরুদেব তন স্বয়ং ভক্তিমন্ত ॥
রাধাকৃষ্ণ বসবস্ত স্ত কৃষ্ণ নাম ।
অতএব যত্ন হৃদে রাখ অবিবাম ॥
নিজ স্বার্থ তাজি যেই এ সকল স্মৃত্তে ।
আনন্দকৌতুকে যে পিরীতিভাবে বর্ত্তে ॥
সেই ধন্য শ্রেষ্ঠমধ্যে তাহার গণনা ॥
নতুবা বর্ণিব কাবে নহে অন্য জনা ॥ *
মূলের তাৎপর্য্য অর্থ প্রিয়াজী কহিলা ।
নাভাজীর মনোবৃত্তি যে জন জানিলা ॥

অথ আজ্ঞাদান ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

মঙ্গল আদি বিচারি হই বস্তু ন ঔব অনুপ ।
হরিজনকে যশ গায়তে চবিজন মঙ্গলরূপ ॥
সন্তন মিলি নির্ণয় কিয়ো মথি পুরাণ ইতিহাস ।
ভজবেকো দোই সুধর কৈ হবি কৈ হরিদাস ॥
অগ্রদেব আজ্ঞা দই ভক্তনকো যশ গাব ।
ভবসাগরকে তবণকো নাহিন আন উপায় ॥

অন্তার্থঃ ।

সর্ববিচারেব পান, সর্বমঙ্গলের সার,
সারাংসার বস্তু চমৎকার ।
হরিজনের গুণগান, হরিরস আশ্বাদন,
নিতান্ত সিদ্ধাস্তপারাবার ॥

* “নতুবা বর্ণিব বৃত্তি করে অন্য জনা”—পাঠান্তর ।

ভজ কৃষ্ণ বৈষ্ণবচরণ ।
মথিরা শ্রুতি পুরাণ, ইতিহাস দরশন,
সিদ্ধান্ত যে কহে মহাজন ॥
শ্রীগুরু অগ্রদাস, গাইতে ভক্তের হৃদ,
কৃপা করি আজ্ঞা মোরে দিলা ।
অপার সংসারপার, উপায় নাহিক আর,
“নাভা ইহা নিশ্চয় করিলা ॥

আজ্ঞাসময়ের প্রসঙ্গ ।

(টীকা হিন্দী)

মানসী স্বরূপমে লগেই অগ্রদাসজুয়ে
করত বসার নাভা মধুর সঁভারসে। ।
চটো হৈ জাহাজ পৈ জু শিষ্য এক আপদামে
কবো ধান থিচো মন ছুটয়ে। রূপসরসে। ॥
কহত সমর্থ গয়ো বোহিত বহুত দুবি
আরও ছবি পুরি ফিবি চরে। তাহ তারসে। ।
লোচন উবারকৈ নিহাবি ক'ও বোলে। কোন
বহী জোন পালে। শীথ দৈদৈ স্বকুমারসে। ॥

প্রভু ভব ।

(টীকা হিন্দী)

আচবজ দয়ো নয়ো ইহালো প্রবেশ ভয়ো
মন স্থথ ছয়ো জাতো সন্তনপ্রভাবকো ।
আজ্ঞা তব দই যাই ভই তোপে সাধু-কৃপা
উন্থীকো রূপ গুণ কহো হিয়ভাবকো ॥
বোলোকর জোরি যাকো পাবত ন ওর ছোর
গাউ রামকৃষ্ণ নহি পাউ ভক্তদাবকো ।
কহি সমুঝাই বেই হৃদে আর কহে সব
জিন লে দিখাই দিয়ো সাগবমে নাবকো ॥

অন্তার্থঃ ।

অগ্রদাস অন্তর্মনা ধ্যানাবিষ্ট আছেন ।
মন্দ মন্দ বায়ু নাভা পশ্চাৎ করিছেন ॥
জাহাজে চড়িয়া অগ্রদাসের শিষ্য এক ।
কোথার বাণিজ্য যাইতে লাগি গেল ঠেক ॥
আপদে পড়িয়া গুরু-স্মরণ করিল ।
অমনি ধ্যানস্থ গোসাঞি অতুল হৈল ॥
জাহাজে চলিল গোসাঞি দয়াবান্ হৈঞা ।
তথাপিহ মনোযোগ সেবক লাগিঞা ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

পাছ হৈতে নাভাজীউ বলে যুহুধরে ।
আহাঙ্ক ছুটিগ এবে আইস নিজ ঘরে ॥
ইহা শুনি আঁধি মেলি কহে কেটা তুমি ।
নাভা কহে বুঁটাধোর সেই হই আমি ॥
তৌহ কহে বৈষ্ণবের সেবার শক্তি ।
কৃতার্থ হইলা ইহা হইল প্রতীতি ॥
অতএব বৈষ্ণবের চরিত্র বর্ণন ।
যতন পূর্বক তুমি কবহ গ্রন্থন ॥
নাভা কহে ভক্তরীত জানিব কেমতে ।
সাগরে নারের কথা জানিলে যেমতে ॥

অথ নাভাজীর আদি অবস্থা ।

(টীকা হিন্দী)

হনুমান্বংশহী মৈ জনম প্রসিক্ত জাকো
ভরো দৃগহীন সো নবোন বাত ধারিয়ে ।
উমর বরস পাঁচ মানিকৈ অকাল আঁচ
মাতু বন ছোরি গই বিপতি বিচারিতৈ ॥
কীল্হ ঔর অগর তাহি ডগর দরশ দিরো
লিরো যো অনাথ জানি পুঁছি সো উচারিতৈ ।
বড়ে সিদ্ধ জল লে কমণ্ডলুসেঁ। সৌঁচ নৈন
চৈন ভরে খুলে চক্ষু জোড়াকো নিহারিতৈ ॥
পার পরি আনু আর কৃপা করি সঙ্গ ব্যার
কীল্হ আজা পার মত্ৰ অগর শুনার হৈ ।
গলটৈ প্রগট সাধুসেবা সো বিরাজমান
জান অহুমান তাহি টলহ লাগারো হৈ ॥
চরণ প্রকাল সন্ত নীতসেঁ। আনন্দ প্রীতি
জানি রসরীতি তাতে হুঁমৈ রজ ছারা হৈ ।
ভই বড়বার তাকো পাবে কোন পারাবার
জৈসো ভক্তরূপসো অনুপ গিরা গারো হৈ ।

অস্যার্থঃ ।

হনুমান্বংশে জন্ম অক্ষ দুটি নেত্র ।
কোটা আঁধি তার দেহ বেই হরিভৃত্য ॥
পঞ্চবর্ষ বয়ঃ নাভা আকাল সময় ।
উমরের দাঁহে মাতা বনে ছাড়ি যায় ॥
কীল্হ অগর হুই তাই দয়ার নিধান ।
অনাথ দেখিয়া তারে পুছেন কারণ ॥
কমণ্ডলুয় জল-ছিটা চক্ষেতে মারিলা ।
ভক্তরূপে হুই চক্ষু প্রকাশ পাইলা ॥

ভবিষ্যৎ কৃষ্ণভক্ত কুঁড়িম'ন্ ধোঁৱ ।
দৌহার চরণে পড়ে চক্ষে বহে নীর ॥
কীল্হকী-স্বাক্ষার অগর সেবক করিলা ।
নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণবসেবার বাধিলা ॥
বৈষ্ণবের পদসেবা উচ্ছিষ্ট-ভোজন ।
করিতে করিতে হৈল কৃপার ভাজন ।
বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি তাণ্ডা যার ফলে ।
ত্রিভুবনে অলভ্য কি আছে তার বলে ॥
সাধুরূপা হৈতে যদে কি রজ ছাড়িল ।
ভক্তি শক্তি অপার লাগর উধলিল ॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত দৌহার চবিত ।
অপরূপ চমৎকাব অমৃত-নির্মিত ॥ *
বর্ণিয়া শ্রীনাভাজীউ জগৎ তারিলা ।
বৈষ্ণব মঙ্গল ভক্তমাল প্রকাশিল ॥

চাক্ষুশ অবতার বর্ণন ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

জয় জয় যীন বরাহ কমঠ নরহরি বলি বামন ।
পবত্তরাম রঘুবীর কৃষ্ণ কীর্ত্ত অগপাবন ॥
বুদ্ধ কঙ্কা ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর ।
যজ্ঞ ঋষভ হরগ্রীব ধ্রুব বরদৈন ধন্বন্তর ॥
বদ্রীপতিদত্ত কপিলদেব সনকাদিক করুণা করো
চৌবীশ রূপ লীলা রুচির অগ্রনাসউব পদ ধরো ।
যেতে অবতার সুখসাগর ন পারাবার ।
কটৈ বিসতার লীলা জীবনি উধারকো ॥
যাহি রূপমাহি মন লটৈ যাকো পপে তিহি
জটৈ হিরে ডাব বহী পাবে কোঁ। ন পারকো ।
সবহী হৈ নিত ধান করত প্রকাঠৈ চিত্ত
জৈসে রক্ত পাটৈ বিত্ত জো পৈ জটৈ সারকো ॥
কৈশনি কুটিলতাই এসে যীন সুখদাই
অগর সুরীতি ভাই রনো উর হারকো ॥

অস্যার্থঃ ।

জয় জয় জয় যীন বরাহ শ্রীকমঠ ।
জয় জয় নরহরি বামন উত্তট ॥
জয় ভৃগুপতি রাম রাঘব বুদ্ধ কঙ্কা ।
ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর বঙ্কি ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

যজ্ঞ ঋষভ শ্রীধরসুহৃৎ হরগ্রীব ।

বৃন্দীপতি বনকাদি শ্রীকপিলদেব ॥

আর দত্ত এই যে চক্ৰিশ অবতার ।

অবতরী কৃষ্ণচন্দ্র সর্বরূপ ধার ॥

করুণা করিয়া অগ্রদাসের হৃদয় ।

ধব ধর অস্তর সুন্দর পদদ্বয় ॥

যত অবতার সব সুখপারাবার ।

লীলা বিস্তারিয়া করে জীবের উদ্ধার ॥

যার চিত্তে যেইরূপ লাগে দৃঢ় করি ।

তার চিত্তে জাগে সদা দিবসপর্যন্ত ॥

তারমধ্যে অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের রীতি । *

দরিদ্রের ধন হেন সভার পিরীতি ।

রূপ গুণ লীলা নামে যার চিত্ত ভোবে ।

প্রাকৃত বস্তুতে নাহি তার মন কোভে ॥

চক্ৰিশ যেরূপ চৌদ ভুবন-মন্দিরে ।

ধিরাজ করয়ে অগ্রদাসের অন্তরে ॥

অথ চরণচিহ্ন বর্ণন ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা ।

অকুশ অম্বর কুলিশ কমল জব ধ্বজা বৈষ্ণবদ ॥

শঙ্খ চক্র স্বস্তীক জম্বুফল কলশ সুধাহর

অষ্টচক্র ষট্‌কোণ যৌন বিন্দু উরধরেখা ।

অষ্টকোণ ত্রিকোণ ইন্দ্রধনু পুরুষ বিশেষা ॥

সীতাপতিপদ নিত বসত এতে মঙ্গলদায়কা ।

চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা ॥

(চীকা হিন্দী)

সন্তনিসহায়কায ধারে নৃপরাজ রাম-

চরণসরোজনমে চিহ্ন সুখদাইয়ে ॥

মন হৈ মতঙ্গ মতবারো হাথ আয়ে নাহি ।

তাকে লিয়ে অকুশ লে ধাতোয়া হিয়ে ধাইয়ে ॥

ঐসেহী কুলিশ পাপপর্কতকে ফোরিবেকো ।

ভক্তিनिधि জোরিবেকো কল্প মন ল্যাইয়ে ॥

জোটেই বৃধবস্ত রসবস্ত গুণ সম্পত্তিই

কবুলে বিচার সব নিশি দিন গাইয়ে ॥

অসার্থঃ ।

রামচন্দ্র নৃপরাজ চরণকমলে ।

ভক্ত রক্ষা হেতু অস্ত্র রাখে চিহ্নহলে ।

সুন্দর সুখদ স্নিগ্ধ মনোজ মাধুর্য্য ।

ভক্তের হৃদয়ানন্দ তদিতর বর্জ্যা ॥

মন মাতঙ্গ মন্ত নিবারণ কাজে ।

অকুশ-ধরয়ে পদে সুন্দর বিরাজে ॥

তথা যে কুলিশ পাপ-চূর্ণের কারণে ।

বজ্র ধরে শ্রীচরণে স্নেহ-বিতরণে ॥

ভক্তিनिधिপ্রাপ্তি হেতু পদনিধি ধরে ।

ইত্যাদি ধারণে রিপু নাশি সুখী করে ॥

সেই বুদ্ধিমন্ত শান্ত ধন্য তার জন্ম ।

উনবিংশ বাবাস্রয় সেই জানে মর্ম্ম ॥

স্বব স্বব স্বব ভাই দিবানিশি গতি ।

শ্রীচরণসুধারসসিদ্ধ অবগতি ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীকৃষ্ণদেবদাস মঙ্গলাচরণ

প্রথম-মালা

দ্বিতীয় মালা ।

—*—

চৈতন্যপার্বদগুণবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।

জয়দৈবতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বন্দন-আদি মঙ্গলাচরণ ।

করিল কহিব এবে মূল প্রয়োজন ॥

প্রথমে গাইব গুণ গৌরানন্দপার্বদ ।

যাহার প্রসাদে ঘটে অমর-বিবাহ ॥

শ্রীলান গানঙ্গ প্রভু আনন্দ-চন্দ্র ।

শ্রীচরণ-আশ্বাদিত যত ভক্তবৃন্দ ॥

তা সভার শ্রীচরণ হৃদয়ে ধরিয়া ।

গাইব শ্রীগৌরদেবের পিরীতি লাগিয়া ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোদিশি বিস্তারী

গৌড়দেশ পাখণ্ডমে টিকিয়ে ভজনপরায়ণ ।

করুণাসিদ্ধ কৃতজ্ঞ ভরে অগতিন গতিদায়ন ॥

* "শ্রীকৃষ্ণকীর্তি"—পাঠ্যভাষ্য ।

দশধা রস আক্রান্ত মহতজনচরণ উপাসে ।
নাম লৈতে মিলিপাপ ছরিত তিহি নরকে নাশে ॥
অবতার বিদিত পূরব মণী উভে মহাদেহী ধরী ।
শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোদিশি বিস্তারী ॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ।

(টীকা হিন্দী)

গোপিনকে অহুরাগ আগে আপ হারে শ্রম
জানো। যহ লাল রস কৈসে আবে তনয়ে ।
এতো সব গৌর তন নখ শিখ বনী ঠনী
খুলো। ঘো। সুরঙ্গ অঙ্গ অঙ্গ রঙ্গে বনমে ॥
শ্রামতাই মাঝ সো ললাইছ সমাই জাহি,
তাসে মেবো জান কিবি আই যহ মনমে ।
যশোমতীসুত সোই শচীসুত গোব ভ'য়
নয়ে নয়ে নেহ চোজ নাচে নিজগণমে ॥
অবৈ কভু প্রেম হেব পিণ্ডবত তন হোত
কভু সন্ধি সন্ধি ছুটি অঙ্গ বটি জাত হৈ ।
ওর এক নাবী রীতি অঙ্গ পিচকাবী মানো
উভে লাল প্যারী ভাবসাগর সমাত হৈ ।
ইশতা বখানি কহা করো সো প্রমাণকো ।
জগন্নাথ ক্ষেত্র নেত্র নিরখি সাক্ষাত হৈ ।
চতুর্ভুজ ষট্ভুজ রূপ লৈ দিখায় দিয়ো
দিয়ো। গো অনুপহিত বাত পাত পাত হৈ ॥
কৃষ্ণচৈতন্য নাম জগন প্রগট ভয়ে।
অতি অভিযাম লে মহন্ত দেহি করী হৈ ।
জিতো গোড়দেশ ভক্তি লেশহ ন জানে কোউ
সোউ প্রেমসাগরমে বোরো কহি হরি হৈ ॥
ভয়ে শির মোর এক এক জগ তারিবেকো
ধারিবেকো কোন সখি পেখিনমে ধরি হৈ ।
কোটি কোটি অজামীল বারি ডারে ছুটত পৈ
এসেহ মগন কিয়ৈ ভক্তি ভূমি ভরী হৈ ॥

মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ।

(টীকা হিন্দী)

আপ বলদেব সন। বাকুণীস। মন্ত রহৈ
চহৈ মন মানো। প্রেম মহন্তাই চাহিয়ে ।
সোই নিত্যানন্দ প্রভু মহন্তক দেহ ধরি
ভরি সব আনি ওউ পুনি অভিলাষিয়ে ॥
ভুয়া বোঝ ভারি কোহ জাত ন সম্ভারী অব
ঠৌর ঠৌর পারিষদমাঝ ধরি রাখিয়ে ।

কহত কহত ও। সুনত সুনত জাকে
ভয়ে মতবারে কহ গ্রন্থ তাকী সাখিয়ে ॥

অন্তর্ভাষ্যঃ ।

নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিরসে ।
দশদিক নিস্তাবিয়া অমঙ্গল নাশে ॥
কৃষ্ণভক্তিহীন গোড়দেশ যে পাষণ্ড ।
দলন করিল দিয়া ভক্তি-ভীক্ষদণ্ড ॥
সর্বাই ভজনপবারণমতি হৈল ।
করাগাসাগর অগতির গতি ভেদ ॥
দশরসভাবাক্রান্ত মহান্ত সজ্জনে ।
চরণ উপাসে ভিজে প্রেম-ববিষণে ॥
কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈতে ।
মুক্ত হৈল সবে। ভবহর্গতি হইতে ॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ভূবি অবতবি ।
মহী উদ্ধাবিল। দোহে ভক্তরূপ ধবি ॥
ব্রজে বলদেব মন্ত বাকুণী-পানেতে ।
এবে নিত্যানন্দরূপে মন্ত প্রেমবীতে ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি জগৎ তারিলা ।
ধরি ধাব হবিনাম সবে লগুয়াইলা ॥
নিজ পারিষদ সহ প্রেমে মাতোয়াব ।
তার সাক্ষী সাধুগণ বহু গ্রন্থ আর ॥

আনন মাধুবা, চমকিত হেরি,
রাধাব পরাণ নাথ ।
এ হেন মাধুবা, রাধিকা সুল্লসী,
আস্থানে সখিসাথ ॥
কত সুখে ভাসে, না জানি কি রসে,
প্রেমের সাগরমাঝ ।
এতেক ভাবিতে, উছলিল চিতে,
কণে না সহে বাজ ॥
রাধা-ভাবামৃত, আস্থাদিতে চিতে,
আইলা গটুডমাঝ ।
নবদীপসিদ্ধ, কুমুদিনীবদ্ধ,
উদয় যে দ্বিজবাজ ॥
রাধারূপরস, চিস্তিয়া উল্লাস,
ভাবিতে ভাবিতে মনে ।
আনন্দে ভুলিল, সেই রূপ ভেল,
গউর হেমবরণে ॥

গৌরাঙ্গী কাগিনী, মিশাল হইয়া, গৌবান্ধক, পারিষদ বত,
 গৌরাঙ্গী সরস ভেল । এক জন এক নিধি ।
 কালিয়া ঢাকিয়া, ব্যাপক হইয়া, অপার মহিমা, করিবারে সীমা,
 নিজ রূপ প্রকাশিল ॥ কে আছে এমন সুধী ॥
 নবদ্বীপে আসি, গৌরা রূপরাশি, গৌব গুণধাম, পূরাইতে কাম,
 গণের সহিতে নাচে । হেন কি জগতে আছে ।
 সে রূপ-রতনে, যে দেখে নয়নে, দয়ার সাগর, তারিতে পাশর,
 সে কি পরাণেতে বাঁচে ॥ কত নাহি আগে পাছে ॥
 সে নৃত্য সে প্রেম, সে ববুণ হেম, কোটি অশ্রুধারা- সম ভূটীয়া,
 সে সব সঙ্গিয়া সনে । অগাই মাধাই ছিল ।
 দেখিল নয়নে, তখন যে জনে, তাহা হই জনে, কৃপাকলোকে,
 সে আনন্দ সেই জানে ॥ অনায়াসে ত বাইল ॥
 কিবা চমৎকার, প্রেমের বিকার, গৌবান্ধব রূপা, অমৃত স্বরূপা,
 নাহি লোক বোধ শুনি । ব্যাপিত দেখে ভুবনে ।
 কত হেমতলু, মল্লিপুষ্প জলু, অধম চণ্ডাল, অতিমন্দ ভাল,
 কত পদুবাগ মণি । একা কৃষ্ণদাস বিনে ॥
 কত হেমপিণ্ড, কত খণ্ড খণ্ড এ হেন গৌরাজ গুণনিধি পারিষদ ।
 অস্থিসন্ধি ছুটি যায় । গুণগান কবির মনেতে বড় সাধ ॥
 কত লোমকূপে, রক্তধারা ব্যাপে, গৌবান্ধব প্রেম-গুণ-আশ্বাদ লাগিয়া ।
 অশ্রু পিচকারিপ্রায় ॥ তাঁর ভক্তগণ গাই অভেদ জানিয়া ॥
 বুঝি প্রেমরস, হইয়া সরস, তাঁর ভক্তগণ গাই অভেদ জানিয়া ॥
 উপছি বহিয়া যায় ।
 মণিমুক্তা যথা, অমূল্য তথা, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ।
 সুভগ সোণার গায় ॥ (দোহা—মূল হিন্দী)
 প্রকাশি ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের ধুর্য্য, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী গরুড় জ্যো
 দেখায় ভক্তগণেবে ।
 কত চতুর্ভুজ, কত ষড়ভুজ, সিংহ পোরি ঠাড়ে রহে ॥
 কি নাম রূপ ধরে ॥ শীতকাল সকলাত বিদিত
 কত রাধা সহ, নীলকান্তি দেহ, পুরুষোত্তম দীনী ॥ ইত্যাদি ।
 মুরলীবদন রূপে ।
 সংকীর্ণন-মাঝে, কীর্তনে বিবাজে, (ঢাকা হিন্দী)
 কত বহুরূপে ব্যাপে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নাম মহাধন, অতি অমূল্য ঘর-সম্পত্তিসো রহো পাণ্ডি
 প্রকট করি জগতে । তাহ করি ত্যাগ নীলাচল কিয়ো বাস হৈ ।
 উদ্ধারিল লোক, গেল রোগ-শোক, ধন্থকো পঠাবে পিতা তৌপৈ নহি ভাবৈ কহু
 মগ্ন হৈল প্রেমাম্বিতে ॥ দেখ্যো সুহাটৈব মহাপ্রভুজুকো পাশ্বে ॥
 গৌড়দেশ ধনু, যাহা অবতীর্ণ, অন্ত্যর্থাঃ ।
 গৌরাজ পরশমণি ।
 কম্বী জানী বত, ছিল যথাযথ, মূল লিখিবার বহু পুস্তক বাঢ়য় ।
 সবে ভেল প্রেমাদীনী ॥ অতএব অল্পমাত্র লিখিয়ে আশয় ॥

এ হেন গৌরাজ গুণনিধি পারিষদ ।
 গুণগান কবির মনেতে বড় সাধ ॥
 গৌবান্ধব প্রেম-গুণ-আশ্বাদ লাগিয়া ।
 তাঁর ভক্তগণ গাই অভেদ জানিয়া ॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী গরুড় জ্যো
 সিংহ পোরি ঠাড়ে রহে ॥
 শীতকাল সকলাত বিদিত
 পুরুষোত্তম দীনী ॥ ইত্যাদি ।

(ঢাকা হিন্দী)

অতি অমূল্য ঘর-সম্পত্তিসো রহো পাণ্ডি
 তাহ করি ত্যাগ নীলাচল কিয়ো বাস হৈ ।
 ধন্থকো পঠাবে পিতা তৌপৈ নহি ভাবৈ কহু
 দেখ্যো সুহাটৈব মহাপ্রভুজুকো পাশ্বে ॥

অন্ত্যর্থাঃ ।

মূল লিখিবার বহু পুস্তক বাঢ়য় ।
 অতএব অল্পমাত্র লিখিয়ে আশয় ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

শ্রীমান্ রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী ।
 প্রচণ্ড বৈরাগ্য যার মহাভক্ত প্রেমী ॥
 অহুরাগ-পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা-গোবিন্দে ।
 দিবানিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে ॥
 শ্রীগৌরানন্দ-কৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল ।
 পিতার যে রাজ্যাস্পদ তাতে ঘৃণা হৈল ॥
 স্নানরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত ।
 বিষতুল্য মানে তাহা হেবিয়া কম্পিত ॥
 সর্বভাগ কবিয়া শ্রীগৌরানন্দ-চরণে ।
 ঘাইয়া প্রসন্ন হইবাবে হৈল মনে ॥
 নিকবিয়া যায় পুনঃ পুনঃ ধরি আনে ।
 পিতা-মাতা কাতর লদাই দুঃখ মনে ॥
 নবলক্ষের রাজ্যাস্পদ সঁপিল তাহাবে ।
 অঙ্গরীর তুল্য যে যুবতী নারী ঘরে ॥
 তখাচ রাখিতে নারে কৃষ্ণ অহুবাগে ।
 সে সকল তুচ্ছ বিষয়ে সদা ভয় লাগে ॥
 অনেক পহরা চৌকী বাধিয়া হারিল ।
 শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত বান্ধিয়া রাখিল ॥
 রঘুনাথ উৎকণ্ঠাতে গৌরান্দ বলিয়া ।
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সাধু ভ্রমেতে পড়িয়া ।
 কেহ শিষ্ট লোক বলে অমুচিত ইহ ।
 নির্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে নারহ ॥
 এ হেন ঐশ্বর্য্য আব এ যুবতী নারী ।
 হেন রজ্জু ছিঁড়িয়াছে তারে পরিহারি ॥
 পট্টরজ্জু দিয়া কি বাধিয়া বাধা যায় ।
 হেনু বৃথা বাক খুলি দেহ হায় হায় ॥
 এত শুনি বন্ধন খুলিয়া নিজজন ।
 অনেক বুঝায় সবে করিয়া ক্রন্দন ॥
 তেঁহ হেঁটমাথেরে' রয়ে কিছু নাহি কহে ।
 গৌরান্দ হৃদয়ে যথা গ্রহ চাপে দেহে ॥
 লোক চৌকী রাখি সবে সতর্কে রহিল ।
 রাজ্যযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল ॥
 অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্নতের প্রায় ।
 দিক্-বিদিক্ ফিরি বুলে গ্রাম না তাকায় ॥
 জল কি জঙ্গল তৃণ কণ্টক শরকরা ।
 নাহি মানে ধায় মাত্র বাতুলের পারা ॥
 বারো দিনে উত্তরিলা শ্রীপুরুষোত্তম ।
 তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা আহার যে নাম ॥
 পুরুষোত্তম গিয়া শ্রীমান্ চৈতন্য-চরণে ।
 পড়িলা হঠাৎ গিয়া করিয়া ক্রন্দনে ॥

শড়া মহাপ্রসাদ যাগা কুণ্ডেতে ডায়রে
 ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যে থাকয়ে ॥
 তাহাট আহার মাত্র প্রাণ রক্ষাকাজে ।
 বিষয়সুখেব লেশমাত্র নাহি স্নেহে ॥
 প্রভু তাহা শুনি অতি আনন্দিত হিয়া ।
 প্রশংসেন অন্য ভক্তগণে শুনাইয়া ॥
 প্রভুব আজ্ঞায় দাস গোসাত্ত্বিক মহান্ ।
 কথোদিনে কৈল বৃন্দাবনতে গমন ॥
 শ্রীবাধাকুণ্ডেব তীবে করিলেন বাস ।
 দিবানিশি সদা বাধাকৃষ্ণ প্রমোদ্যাস ॥
 বাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত ।
 সদা হাহাকার ক্ষণে স্থি বনহে চিত্ত ॥
 হে হে বৃন্দাবনেশ্বরী তে বঙ্গনাগব ।
 দেখাইয়া শ্রীচরণ প্রাণ বাধ মোব ॥
 নিদ্রা হবি নাহি সদা কনয়ে ফুৎকার ।
 বাহ্যস্মৃতি নাহি সদা যেন মাতোয়াব ॥
 দাস-গোস্বামীব পূর্ক্যাপব যত লীলা ।
 কহিতে নাবিয়ে কিছু সংক্ষেপে বর্ণিলা ॥
 পতিতপাবন দাসগোস্বামীচরণ ।
 তাহা সভাব পবন উপায় অতি ধন ॥
 তে শ্রীগোস্বামী প্রভু রূপাদৃষ্ট কব ।
 কৃষ্ণদাস-মন্তকে চরণাপন্ন ধব ॥

শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী

(দোহা - মূল হিন্দী)

শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিজল ।
 শ্রীজীব গোস্বামী সর গভীব ।
 বেলা ভজন সুপক কষায়ন কবছ' নাটুলাগি ।
 বৃন্দাবন দৃঢ়বাস যুগল চরণনি অহুরাগী ।
 পুথি লেখনি পানি অঘট অক্ষয় চিত দীনো
 সদগ্রন্থকো সাব সবে হস্তামল কৌনো ।

অস্যার্থঃ ।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব গোস্বামী ।
 হরিভক্তিমূর্তির প্রকট নব-ভূষি ॥
 প্রেমাকারাকারবৃত্তি অষ্ট যে সাত্বিকী ।
 তরঙ্গ বহয়ে সদা চরকি চরকি ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

সর্বশাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত অগাধ ।
 সিদ্ধান্ত স্থাপিতা অসম্ভাখ্যা * করি বাদ ॥
 • সুনীল সুধীর শুভমতি শিষ্ট শাস্ত ।
 প্রিয়বদ পর-উপকারেতে একান্ত ॥
 সর্বগুণাকর গুণ कहেনে না যায় ।
 ত্রৈলোক্যপাবন মহা-মহাস্ত-আশ্রয় ॥
 নানাগ্রীষু কৈল সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ।
 প্রাকৃত পণ্ডিতে যার নাহি পায় অন্ত ॥
 পরম উপায় যাহা আশ্রয় করিয়া ।
 কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব পায় জগত ভরিয়া ॥
 কৰ্মজ্ঞানে লোক সব জড়িত আছিল ।
 শুদ্ধভক্তি অমৃতের স্বাদ আশ্বাদিল ॥
 এ হেন দয়ার নিধি ভুবনে আইল ।
 জীবজাণ হেতু বুঝি বিধি সিরজিল ॥
 গুণ কে कहিত পারে যাহার সদৃশ্যে ।
 বশীভূত শ্রীগোরাঙ্গ আপন বাথানে ॥
 বৃন্দাবন হৈতে যদি আইসে কোন জন ।
 তাহারে পুছয়ে প্রভু করিয়া যতন ॥
 কেমনে আছয়ে মোর শ্রীবৃন্দাবন ।
 কেমনে আছয়ে মোর রূপ-সনাতন ॥
 সৌভাগ্যের সীমা যাতে গুণের সাগর ।
 পূজ্য আরাধ্যমধ্যে জগতের সার ॥
 মহাভক্তি মহাপ্রেম মহান্ পাণ্ডিত্য ।
 মহাশ্রী তেজস্বী মহাগুণবান্ নিত্য ॥
 শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুই সহোদর ।
 উজীর আছিল দোহে গোড়িয়া পাংশাব ॥
 দবীরধাস নাম আর সাকর মল্লিক ।
 খেতাব দোহার সর্বখেতাবে অধিক ॥
 বড় বুদ্ধিমান বড় প্রতাপে উন্নত ।
 অর্থে পরিপূর্ণ যথা লক্ষ্মী বশীভূত ॥
 ভাগ্যের দেখহ সীমা দয়ার গোরাঙ্গ ।
 পূর্ণ কৃপা করে যাতে কৈল সর্ববন্ধ ॥ †
 প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন গমন উত্তমে ।
 প্রভু কানাইর নাটশালা নামে গ্রামে ॥
 আইলেন যবে শুনি রূপ সনাতন ।
 রাত্রিযোগে গিয়া লৈল চরণে শরণ ॥

বহু স্তুতি নতি কুরি চরণে পাড়ি ।।
 আত্মসমর্পণ কৈলা কাতর হইয়া ॥
 প্রভু বড় কৃপা কৈলা দয়াজ হইয়া ।
 সংক্ষেপে कहিলা কিছু উপদেশ দিয়া ॥
 বিষয় তেজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস ।
 পশ্চাৎ মিলিব মুক্তি कहিল বিশেষ ॥
 প্রভুরে দেখিতে লোক লক্ষ লক্ষ আইসে ।
 সঙ্গ নাহি ছাড়ি চলে ঘেরি চারিপাশে ॥
 সনাতন কহে প্রভু লোক লক্ষ কোটি ।
 সহ বৃন্দাবন যাওয়া নহে পরিপাটি ॥
 সনাতনবাক্যে প্রভু আনন্দিত হিয়া ।
 অতি গ্রাহ কৈলা সেই বাক্য প্রশংসিয়া ॥
 রূপ-সনাতন নাম দোহাকারে দিয়া ।
 পুন ফিরি পুরুষোত্তম গেলেন চলিয়া ।
 প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণে দৃঢ় অহুরাগ ।
 জন্মিল যাহাতে আর পরম বৈরাগ্য ॥
 প্রথমে শ্রীরূপ গেলা বিষয় ছাড়িয়া ।
 কৃষ্ণাবেশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া ॥
 শ্রীল সনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন ।
 বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখিয়া নয়ন ॥
 রাজকর্মে নাহি জ্ঞান বিরলেতে বসি ।
 শাস্ত্র অশুশীলন করেন দিবানিশি ॥
 পাতশা ডাকিয়া লোক পাঠাইলে কহে ।
 কহ গিয়া তার কিছু পীড়া হয় দেহে ॥
 পীড়া শুনি পুন রাজা বৈজ পাঠাইলা ।
 বৈজ আসি পরখিয়া স্তম্ভ দেখি গেলা ॥
 স্তম্ভ শুনিঞা রাজা উদ্বিগ্ন হইয়া ।
 আপনি আইলা সনাতনেরে চাহিয়া ।
 আন্তে-বাস্তে সনাতন সম্মান করিয়া ।
 বসাইল উপযুক্ত আসন অর্পিয়া ॥
 রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা ।
 কার্যো নাহি:যাহ নাহি বুঝি কি করিবা ॥
 এক ভাই তোমার ফকির হৈয়া গেলা ।
 তুমিও তাহাই বুঝি করিবে ডাবিলা ॥
 তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম ।
 আশা হৈতে আর নাহি চলিবুক কর্ম্ম ॥
 তত্ত্ব বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে ।
 কয়েদ রাখিলা কিন্তু বিবাদ অন্তরে ॥
 দৈবাৎ চলিলা রাজা দক্ষিণদেশেতে ।
 • কোন প্রতিযোগী সনে বিগ্রহ করিতে ॥

* পাঠান্তর—“অসং ভাষা ।”

† পাঠান্তর—“পূর্ণ কৃপা কৈলা যাতে ছুটে সর্বসঙ্গ ।”

ফেঁদা বন্দিখানার যে প্রধান যবন ।
 তাহারে মিনতি করি কহে সনাতন ॥
 আমি তব আজ্ঞায় যে উপকার কৈলু ।
 তার প্রতাপকার মোব কর কিছু জলু ॥
 মোরে বন্দিখানা হৈতে যদি ছাড়ি দেহ ।
 গোসাঞি তরাবে তব বাপদাদা সহ ॥
 আর পাঁচহাজার যে মুদ্রা আগে লহ ।
 ধর্ম অর্থ লাভ হবে সদ্যপি করহ ॥
 জমাদার কহয়ে যে আজ্ঞা কর পারি ।
 কিন্তু যে তঙ্কির হৈলে প্রাণে পাছে মরি ॥
 তেঁহ কহে ভয় কি যুক্তি আছে ভাল ।
 রাজারে কহিবে তেঁহ জলে প্রবেশিল ॥
 গঙ্গাতে লইয়া গেহু স্নান কবাইতে ।
 আপ দিয়া ডুবিয়া মবিল বিবেকেতে ॥
 এ দেশে না রব মুঞি হৈয়া দরবেশ ।
 দেশান্তর যাব বাজা না পাবে উদ্দেশ ॥
 তথাচ যবন-মন প্রশন্ন নহিল ।
 তবে আর মনে কিছু যুক্তি কবিল ॥
 সাত হাজার মুদ্রা আনি যবনেব আগে ।
 ধরিলা যবন সেই মুদ্রা-অনুরাগে ॥
 খালাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিলা ।
 ঈশান নামেতে ভূতা সহিত চলিলা ॥
 লুকাইয়া পঞ্চদশ মোহর ঈশান ।
 পথের সম্মুখ হেতু বান্ধি লইলেন ॥
 বনপথে চলে গোসাঞি নগব ছাচিয়া ।
 ফল মূল জল মাত্র আহা করিয়া ॥
 কথোক-দিবসে গেলা পাতড়া-পর্কতে ।
 তথা এক দম্ভা হয় কুটুম্ব-সহিতে ॥
 ভূঞা বলি খাত হয় হাত-গণনাতে ।
 যার স্থানে যেই দ্রব্য-পারয়ে কহিতে ॥
 উত্তরিলো অপরাহ্ন-সময় যাইয়া ।
 হাত গাণ নিজ স্বার্থ জানি সেই ভূঞা ॥
 গোসাঞিরে বহু সমাদরে সেবা কৈলা ।
 রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তিতে লাগিলা ॥
 এই ব্যক্তি বিনে পরিচয়ে কেনে মোরে ।
 যথোচিত্ত প্রণয় আদর ভক্তি করে ॥
 বিরলে ডাকিয়া কিছু পুছেন ঈশানে ।
 সত্য কহ কিছু দ্রব্য আছে তব স্থানে ॥
 ঈশান কহেন আছে পনের মোহর ।
 গোসাঞি কহেন এই কৃতান্তের চর ॥

কেন আনিয়াছ সাথে করিয়া যতন ।
 তাগ'কব এখনই যাইবে জীবন ॥
 এত কহি মোহর ঈশান-স্থান হৈতে ।
 মাগিয়া লইলা সুদী দত্ত সমর্পিতে ॥
 একটি ঈশানে দিয়া চৌদগু লইয়া ।
 ভূঞাব হস্তেতে দিল। বিনয় কবিয়া ॥
 হাসিয়া কহয়ে ভূঞা সুবুদ্ধি যে তুমি ।
 ইহা হেতু রাতে গোমায় মারিতাম আমি ॥
 চৌদগু মোহর দিলে আর এক হয় ।
 ভাল ভাল থাকু নাহিক কিছু ভয় ॥
 ভাল কৈলে দ্রব্য দিলে আপন ইচ্ছায় ।
 তুষ্ট হৈলু নাহি লব দিব যে তোমায় ॥
 এত বলি মোহর ফিরিয়া পুন দিল ।
 গোসাঞি একান্তে তাহা লৈতে না চাহিল ॥
 তথাচ যতন করি তাঁব হস্তে দিল ।
 গোসাঞি লইয়া মুদ্রা ঈশানে সঁপিল ॥
 তাহারে কহিলা এই স্বর্ণমুদ্রা লও ।
 মোব লঙ্গ ছাড়ি তুমি গৃহে চলি যাও ॥
 বোদন কবিয়া তেঁহো গৃহে চলি গেলা ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোসাঞি চলিলা একেলা ॥
 চলিত চলিতে হাজিপুর গ্রামে গিয়া ।
 রাতে এক বাগিচাতে বহিলা পড়িয়া ॥
 তাঁর ভগ্নিপতি ঘোড়া-খরিদ-কারণ ।
 আসিয়াছে সেই বাগিচাতে বাসস্থান ॥
 হাওয়াখানা টুঙ্গি উপবে বসিয়াছে ।
 নিকটে গোসাঞি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফুকারিছে ॥
 স্বর শুনি মনে কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া ।
 নামিয়া আপনি তথা গেলেন চলিয়া ॥
 দেখে গিয়া বসি বাজমন্ত্রী সনাতন ।
 চমৎকার হৈল মুখে না সবে বচন ॥
 হাহাকার করিয়া অঙ্গুলি নাকে ধরি ।
 কহয়ে খেদোক্তি করি চক্রে বহে বারি ॥
 এ কি দশা আহা যেন রাজ্যপদ ছাড়ি ।
 মলিন বসন কেনে ভূমে গড়াগড়ি ॥
 এ হেন সুখের দেহে এতক কেলেশ ।
 কেমনে সহিব এ দুঃখের নাহি শেষ ॥
 বৈরাগ্য না কব গৃহে বসি কৃষ্ণ ভজ ।
 আইস আইস গৃহে মলিন বস্ত্র ত্যজ ॥
 সনাতন বলে ভাই ও কথা না কহ ।
 মোর ভাগ্যে গাছ আছে তুমি বরে বাহ ॥

উৎকট বুঝিয়া তেঁহ পুন না কহিল ।
 শীতনিবারণ হেতু শাল আনি দিল ॥
 'গোসাঞি হাসিয়া তাহা দূরে তেয়াগিল ।
 তাহা দেখি পুন এক বনাত আনিল ॥
 উত্তম জানিয়া সাধু তাহাও না নিল ।
 তবে তেঁহ মনে কিছু বিচার করিল ॥
 বুঝিয়া আশ্রয় এক ভোট যে কহিল ।
 আনিয়া দিলেন তবে চক্ষে বহে জল ॥
 তাহাই লইয়া অঙ্গে উঠিলা গোসাঞি ।
 চলিলা পশ্চিম দিকে সঙ্গে কেহ নাই ॥
 শ্রীচৈতন্য-শ্রীচরণ লক্ষ্য যে করিয়া ।
 উত্তরিলা সাধুতম কাশীপুরে গিয়া ॥
 শ্রীচৈতন্য বলিয়া ফুকারে বারেবার ।
 গদগদভাবে বহে গলদশ্রদ্ধাব ।
 যারে তারে পুছে ভাই গৌরাঙ্গসুন্দর ।
 কেহ দেখিয়াছ কোথা গুণেব সাগর ॥
 উন্নতবে প্রায় সাধু খুঁজিয়া বেড়ায় ।
 চন্দ্রশেখরের ঘরে জানিলা নিশ্চয় ॥
 দ্বারে গিয়া ভাবে সাধু ভিতবে যাবাব ।
 নীচ অধম আমি নাহি অধিকাব ।
 এত ভাবি-বাহিব-দুয়াবে বসি আছে ।
 সর্বজ্ঞের শিবোমনি তাহা জানিয়াছে ॥
 ঘব হৈতে কহে প্রভু কোন নিজজনে ।
 দেখ ত বাহিব কেহ বৈষ্ণব ওখানে ॥
 বসিয়া থাকয়ে যদি বোলাইয়া আন ।
 তেঁহ দেখি আসিয়া প্রভুরে কহে পুন ॥
 বৈষ্ণব না হয় এক কান্দাল আছয় ।
 প্রভু কহে বোলাইয়া আন যেহ হয় ॥
 যতন করিয়া তবে ডাকিয়া আনিল ।
 প্রভু সর্বশনে সাধু আনন্দে ভাসিল ॥

তুই গোছা তৃণ করে, এক গোছা দস্তে ধরে,
 পড়িলা গৌরাঙ্গ-বাক্সা-পায় ।
 ছনয়নে শতধারা, রাজদণ্ডিজন-পারা,
 অপরাধী আপনা মানয় ॥
 তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি,
 সংসার-ভ্রমণে সদা ফিবি ।
 শিখা বিষয়ভোগ, কামাদি বড় রোগ,
 তাহে ভ্রমি সুখবুদ্ধি করি ॥

নীচসঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ-ব্যবহারে মতি,
 নীচকর্মে সদাই উল্লাস ।
 এ হেন দুর্লভ পাইয়ে কি কৈলু কর্ম,
 'ল উপহাস ॥
 শরণ লইলু প্রভু, হে নাথ গৌরাজ বিতু
 করণ মোরে কর ।
 ও রান্দা চরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সারগতি
 এ অধম জনারে বিচার ॥
 সনাতনের আর্তনাদ, শুনিয়া দৈন্ত-বিবাদ,
 চলছল প্রভুর নয়ন ।
 আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন পিছে ধায়,
 কহে মোরে না কর স্পর্শন ॥
 তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু, মুক্তি ছার নহি কভু,
 ঘৃণাস্পদময় এই দেহ ।
 পাপময় স্কন্ধদর্যা, সাধুর সত্য বর্জ্য,
 মোবে স্পর্শ কভু না কবহ ॥
 প্রভু কহে সনাতন, দৈন্ত কর সংবরণ,
 তোর নৈশ্চৈ ফাটে মোর বুক ।
 কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ নী গণয়,
 হইল যে তোমার সম্মুখ ॥
 কৃষ্ণকৃপা তোমা'পরি, যতেক কহিতে নারি
 উদ্ধারিলা বিষয় কুপেতে ।
 নিস্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহ,
 তোমা স্পর্শ পবিত্র হইতে ॥
 সনাতন-হাতে ধরি, বসাইয়া গৌরহরি,
 আগমন শুভবার্তা পুছে ।
 ভোট-কছল গায়, প্রভুরে নাহিক ভায়,
 বিষয়ের শেষ কিছু আছে ॥
 অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটপানে ঘন চায়,
 সনাতন তৎক্ষণে বুঝিলা ।
 কণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া আহবীর তটে,
 মনে কিছু যুক্তি করিলা ॥
 ভোট কছলখানি, এক যে বৈষ্ণব জানি,
 তাঁরে দিয়া তাঁর কান্দাখানি ।
 পবিবর্ত করি লৈল, তেঁহ তাহে তুষ্ট হৈল,
 গোসাঞি লৈল শ্রাবা মধুনি ॥
 সেই কাছা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া,
 দণ্ডবত করিয়া পড়িলা ।
 প্রভু গলে কাছা দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
 উঠাইয়া আলিঙ্গন কৈলা ॥

প্রভু কহে সনাতন,
কৃষ্ণ যে রতনধন,
অনেক যে দুঃখেতে মিলয় ।
দেহ গেহ পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর, *
সর্ব আশা যদি তেয়াগয় ॥

তবে প্রভু সনাতনে বড় কৃপা কৈলা ।
শক্তি সঞ্চারিরা নিজ তত্ত্ব জানাইলা ॥
সুমধুর নানা তত্ত্ব যে কহিলা বাণী ।
মূৰ্খ মুঞি সে সকল কহিতে না জানি ॥
সনাতনে কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া ।
ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারিয়া ॥
যতেক কহিল মুঞি এইমত সার ।
সিদ্ধান্ত যে এই হর শাস্ত্র অমুসার ॥
মহিষী-হরণ আদি লোকে না বুঝিয়া ।
কুব্যাখ্যা করয়ে যত মৰ্ম্ম না জানিয়া ॥
সে সব ভঞ্জন করি সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া ।
অবৈত বিরুদ্ধমত নিরাশ করিয়া ॥
নানাগ্রন্থ বর্ণন করহ লোকহিতে ।
কৃষ্ণ-কৃপা তোমায়ে হইবে অচিরাতে ॥
সনাতন কহে প্রভু এ সব বিচার ।
মূৰ্খ হইয়া কেমনে কহিব মুঞি ছার ॥
প্রভু কহে মোর আজ্ঞায় বেদ শাস্ত্র যত ।
হৃদয়ে উদয় হবে সুসিদ্ধান্ত মত ॥
এক চতুরাই কৈলা তবে সনাতন ।
পুছয়ে প্রভুর স্থানে করিয়া যতন ॥
গুরু রক্ত তথা পীত ইত্যাদিক করি ।
যুগ যুগে অবতার করেন যে হরি ॥
তিনযুগে যে যে অবতার তা কহিলে ।
পীতবর্ণ কলিতে কে তাহা না বলিলে ॥
প্রভু কহে সনাতন চতুরাই ছাড় ।
এই বাক্যে নিজ তত্ত্ব কহিলা যে দড় ॥
সংক্ষেপে কহিলু প্রভু সহিত মিলন ।
তবে চলি গেলা গোসাঁঞি শ্রীবৃন্দাবন ॥
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঁঞির প্রেম ।
বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত নেম ॥
মুর্খিমান মহাতেজ সমুদ্র গভীর ।
সাগরাস্ত্র পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর ॥
প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস ।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস ॥

বৃক্ষতলে বসি সদা গ্রন্থাভুশীলন ।
অলস্ক্য করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন ॥
এক লীলা গোসাঁঞির শুন চমৎকার ।
যাহার অবশে হরভক্তি নিধি পার ॥
একদিন গোসাঁঞি স্নান করিতে যমুনা ।
স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোণা ॥
মনে ভাবে কোন দান দরিদ্র দেখিয়া ।
তোবে দিব এখন কোথাও রাখি লৈয়া ॥
স্পর্শ না কবিয়া থাপবাতে ধবি লঞা ।
কোন স্থানে রাখিলা মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া ॥
দৈবযোগে গোড়দেশে এক ঘে ব্রাহ্মণ ।
বর্দ্ধমান দক্ষিণেতে মান করেতে ভবন ॥
জীবন তাহার নাম বলত কুটুম্ব ।
সুদরিদ্র কিছুমাত্র নাহি অবলম্ব ॥
বিবেকী হইয়া কাশাপুরেতে যাইয়া ।
অর্থাকাজ্ঞা হইল বৎসর ব্যাপিয়া ॥
শিব আবাদনা কৈল তীব্র তপ করি । *
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি ॥
বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম ।
সাধুব নিকটে গিয়া পূর্ববেক কাম ॥
বহুধন পাবে তগা পাবে দরিদ্রতা ।
লোকেতে দুর্লভ বাহা সর্বদুঃখহস্তা ॥
কিবা দয়ময় দেখে দেবদেববর ।
গরল চাহিতে দিলা অমৃতসাগর ।
শিবের আজ্ঞাতে ব্রহ্ম নেনব আশাতে ।
বৃন্দাবনধাম তবে চলি হবিত্তে ॥
বিপ্রের সংসার-ক্ষয় উন্মুখ সময় ।
তাহা নাহি জানে ধন চিন্তয়ে হৃদয় ॥
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখীজনে ।
গুণলি খুঁজিতে হস্তে মিলয়ে রতনে ॥
কথোদিনে বৃন্দাবনধামে সনাতন ।
নিকট হইল গিয়া স্মৃতি ব্রাহ্মণ ॥
গোসাঁঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি ।
আনন্দ-আবেশে রহে করঘোড় করি ॥
গোসাঁঞি প্রণাম করি করি ঘোড় কর ।
পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্টবাক্য প্রিয়ঙ্কর ॥
কে তুমি ঠাকুরমহাশয় কিবা অর্থে ।
আগমন করি কৃপা হৈল মোর মাথে ॥

গোসাঁঞেব নমুতাসুমিষ্টে বাক্য শুনি ।
 দ্রবিল বিপ্ৰেব চিত্ত চমৎকার গনি ॥
 বিপ্ৰ কহে মহাশয় আমি সুদরিদ্র ।
 অর্থ লাগি বহুকাল ভজিলাম রুদ্র ॥
 রূপা করি মহাদেব আদেশ করিলা ।
 তোমার চরণে মোবে আসিতে কহিলা ॥
 বৃন্দাবনে সনাতন গোসাঁঞের স্থান ।
 যাউলে পাইবে অর্থ ইথে নাহি আন ॥
 গোসাঁঞে কহেন মুঞি অর্থ কোথা পাব ।
 মহাদেব মোব স্থানে কি হেতু পাঠাব ॥
 ভিক্ষাজীবী মুঞি মোব অর্থ কোথা হয় ।
 ইহা শুনি ব্রাহ্মণেব বিদবে হৃদয় ॥
 হা হা মোব ভাগো কি ঈশ্বর প্রচারিলা ।
 কিংবা মুঞি স্বপনে কি প্রলাপ দেখিলা ॥
 ব্রাহ্মণ কাতর দেখি বলেন গোসাঁঞে ।
 আকাশ পাতাল ভাবি কুল নাহি পাই ॥
 দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত ।
 আশ্বাস কবিয়া ব্রাহ্মণেব কবে শান্ত ॥
 হয় হয় ঠাকুর মোর শ্রবণ হইল ।
 মিথ্যা নহে শ্রীমদমহাদেব যে কহিল ॥
 স্পর্শমণি লবে চল দেখাইয়া দিই ।
 বিস্মৃত হইলু তে কাবণে কহি নাই ॥
 রাখিবার কাজ থাকুক স্পর্শ নাহি কবে ।
 স্পর্শেব থাকুক কাজ ঘুণায় না হেবে ॥
 আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি ।
 তপ করি ঈশ্বরসেবনে অনুবাগী ॥
 ছি ছি মোবে ধিক্ ধিক্ হেন তুচ্ছ বস্তু ।
 যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ ॥
 ব্রাহ্মণেরে লঞা যমুনাব তীরে গিয়া ।
 বামহস্ত-তর্জনী-অঙ্গুলী হেলাইয়া ॥
 কহে এইখানে দেখ মুক্তিকা খুদিয়া ।
 ব্রাহ্মণ খুদিয়া বুলে না পাই খুঁজিয়া ॥
 গোসাঁঞেরে কহে কোথা দেহ উঠাইয়া ।
 তেঁহ কহে না স্পর্শিব সিনান কবিয়া ॥
 পুন তল্লাসিতে বিপ্ৰ মণি যে পাইল ।
 গোসাঁঞেবে দণ্ডবৎ কবিয়া চলিল ॥
 পথে চলি যায় বিপ্ৰ ভাবে মনে মনে ।
 এ হেন পদার্থ গোসাঁঞে দিলা কি কারণে ।
 এতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া ।
 গোসাঁঞের চরণে শরণ লব গিয়া ॥

তেঁহ যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল ।
 তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল ॥
 তাঁহার চরণে গিয়া শরণ লইব ।
 বিনিম্যল তাঁব পায় বিক্রীত হইব ॥
 এতক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কবিয়া ।
 বটেশ্বর-গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া ॥
 গোসাঁঞেব পদে গিয়া পড়ি বিশ্ববর ।
 নিজ অভিলাষ যাহা কহিলা বিস্তর ॥
 এ তুচ্ছ বস্তুন মোব নাহি কিছু কাম ।
 রূপা কবি প্রভু মোরে কর আশ্বাস ॥
 শরণ লইলু তব অভয় চরণে ।
 কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণপ্রেমধনে ॥
 গোসাঁঞে কহেন তুমি তাহা না পাবিবে ।
 যবে গিয়া কৃষ্ণ ভজ সংসার তরিবে ॥
 তেঁহ কহে নাহি যাব তোমার চরণে ।
 শরণ লইলু রূপা কর মুচকনে ॥
 গোসাঁঞে কহেন তবে পাব যোগ্য হৈতে ।
 স্পর্শমণি যদি শক্ত হও তেয়াগিতে ॥
 এত শুনি বিপ্ৰ স্পর্শমণি লৈয়া করে ।
 টান মাঝি ফেলি দিল যমুনামাঝাবে ॥
 গোসাঁঞে দেখিয়া তবে আনন্দিত হৈয়া ।
 ব্রাহ্মণেবে ধবি গাঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥
 প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র-দোক্ষা দিবা ।
 কৃতার্থ কবিলা কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিয়া ॥
 অতএব শ্রীমান্ সনাতন স্পর্শমণি ।
 যাব পদ দৃষ্ট-স্পর্শ-মাত্র হৈল ধনী ॥
 প্রাকৃতিক তুচ্ছধনে বিবস্ত্রিত হইল ।
 গবমরতন কৃষ্ণপ্রেমধন পাইল ॥
 সর্বদুঃখ দূবে গেল ধনাঢ্য হইল ।
 ত্রিজগতে ধন্য মান্ত পূজ্যতম ভেল ॥
 তাঁহার নন্দন শ্রীল ভাগবত নামে ।
 তাঁহার সম্মান কাঁটামারগাঁয়ে গ্রামে ॥
 অতাপিহ আছেন গোসাঁঞে বলি ধাত ।
 পূর্ব মানকর এবে মাঁড়াগা বসত ॥
 বিপ্ৰ যবে স্পর্শমণি যমুনায ডারিল ।
 এককর পাংশা পবস্পরায শুনিল ॥
 মণি উঠাইতে বহু যতন করিল ।
 হস্তিপদে জিজির বাকিয়া নাড়াইল ॥
 যমুনার জলে ইতি-উতি কিবাইতে ।
 শিকল সুবর্ণ হৈল ঠেকিয়া মণিতে ॥

যদি না পাইল নানা উপায় অজিয়া ।
 ঈশ্বরের কৃপা বিনে কে পায় খুঁজিয়া ॥
 গোস্বামীর লীলা হয় অনন্ত অপার ।
 পরমপবিত্র পদে পদে চমৎকার ॥
 সব কে কহিতে পারে কিঞ্চিৎ কহিল ।
 আরো কিছু কহিবারে উৎসাহ বাড়িল ।
 মন-মোহনিয়া শ্রীমদ মদনমোহন ।
 শ্রীমতী কুবুজা মহিবীর প্রকাশন ।
 মধুরাচৌবের নারী করেন সেবন ।
 নিতি মাধুকুরি হেতু যান সনাতন ॥
 ঠাকুরের মাধুরী দেখিয়া প্রে- হয় ।
 কিন্তু অনাচারে সেবে দেখি দুঃখ পায় ॥
 আচার করিয়া সেবিবারে সনাতন ।
 ক্রমত কহি দিলা করিয়া যতন ॥
 চৌবের ধরনী তাহা নাহি সমুঝিলা ।
 নিজমত প্রেমভাবে সেবিতো লাগিলা ॥
 আর দিন সনাতন দেখিতে ইচ্ছিল ।
 চৌবের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হৈল ॥
 চৌবের বালক সহ মদনমোহন ।
 একত্র বসিয়া অন্ন করেন ভোজন ॥
 আচার বিচার কিছু না করে গণন ।
 ভক্তবাহা পূর্ণ করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
 গোসাঞি দেখিয়া তাহা প্রেমে মুচ্ছা হয় ।
 চৌবের ধরনী প্রতি স্তবন করয় ॥
 গোসাঞি যে আপনারে অপরাধী মানি ।
 বিনয় করয়ে তাঁরে করি যোড় পাণি ॥
 মাতা তুমি যেমত আচারে কর সেবা ।
 সেইমত সেব অকৃত্যমত না করিবা ॥
 তেঁহ কহে ভাল ভাল তাহাই করিব ।
 দিন চলি যায় আচার করিতে নারিব ॥
 গোসাঞি কহেন মাতা নিবেদন করি ।
 আজি যদি মোরে কিছু দেহ মাধুকুরি ॥
 তোমার শিশুর এই পাত্র অবশেষ ।
 বাহা থাকে তাহা দেহ করি কৃপালেশ ॥
 তাহি উঠাইয়া মাতা গোসাঞিরে দিলা ।
 গোসাঞি পাইয়া কৃতকৃতার্থ মানিলা ॥
 সাক্ষাতে দেখিলা মদনমোহনে থাইতে ।
 মদনমোহন দেখাইলা তারে জানাইতে ॥
 প্রসাদ পাইয়া সাধু আনন্দে বিহ্বল ।
 মদনটেরেতে বাস যথা অর্কলোল ॥

যাত্রিকালে স্বপনে শ্রীমদনমোহন ।
 শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীরে কহেন ॥
 তুমি মোরে চৌবের ভবন হৈতে আনি ।
 সেবা কর দিয়া মাত্র তুলসী আর পানি ॥
 হেথা চৌবে ঠাকুরাণী প্রতি কহে করি ।
 সনাতনে দেহ মোরে সমর্পণ করি ॥
 প্রাতে সনাতন হর্ষভরে তথা গিয়া ।
 ঠাকুরাণী প্রতি কহে বিনয় করিয়া ॥
 মদনমোহন আজ্ঞা করিল আমারে ।
 মনে সাধ হৈল বনে বাস করিবারে ॥
 ঠাকুরাণী কহে হবে সত্য হয় বটে ।
 শঠের বিজ্ঞায় পারগ বটে ঘটে ॥
 আমারেও কহিল যাইব অন্তস্তরে ।
 পূর্বের স্বভাব যে তা ছাড়িতে না পারে ॥
 টিয়া পক্ষী যথা প্রতিপালন করয় ।
 শিকল কাটিয়া পাখি উড়িয়া পলায় ॥
 শ্রীমতি যশোদা প্রাণপণেতে পালিলা ।
 ক্ষণমাত্র বৃকে শেল হানি পলাইলা ॥
 যার যে স্বভাব হয় তাহা কোথা যাবে ।
 যায় যাউক আমার তাহাতে কিবা হবে ॥
 যতপি অন্তরে দুঃখ সহিতে না পারি ।
 বরঞ্চ মরিব দেহ যমুনায় ডারি ॥
 মাতার মাধুর্য্য গাঢ় প্রেমের কখন ।
 শুদ্ধবাৎসল্য তাহে প্রেমের ভৎসন ॥
 শুনিঞা শ্রীসনাতন প্রেমের সাগরে ।
 ডাসিয়া আনন্দধারা বহে গলচ্চারে ॥
 মাতা আর্জুনাদ করি শ্রীলসনাতনে ।
 মদনমোহন দিয়া পড়ে অচেতনে ॥
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দে মাতা ভূমে গড়ি যায় ।
 যশোদা মাতার দশা যথা পূর্বে হয় ॥
 সনাতন মদনমোহন যে পাইয়া ।
 আপন আশ্রমে আনে অতি দৃষ্ট হিয়া ॥
 দরিদ্র যেমন নিধি পাইয়া আহ্লাদ ।
 হস্তেতে পাইলা যথা আকাশের চাঁদ ॥
 সূর্য্যঘাট-নিকট সুরম্য টিলা পরি ।
 ঝোপড়া বান্ধিলা এক তৃণ জড় করি ॥
 চুটকি মাড়িয়া আনি আঙা কড়ি করি ।
 হরিষবিবাদে স্কুমার-আগে ধরি ॥
 মদনমোহন কহে লবণবিহনে ।
 থাইতে না পারি মোর না রুচে বদনে ॥

সনাতন কহে যদি খাইতে নারিব ।
 লবণ নিতানি তবে মুঞি কোথা পাব ॥
 আর দিন লবণ মা'জিয়া আনি দিল ।
 পুন কহে কথ আঙা খাইতে নারিল ॥
 তেঁহ কহে যত শর্করা কোথা পাব ।
 বিষয়ীর স্থানে মুঞি মা'জিতে নারিব ॥
 ক্রমে ক্রমে তুমি নানা বাহেনা করহ ।
 আমা হৈতে নাহি লবে চাহ করি লহ ॥
 দৈবযোগে ঐক মহাজন দ্রব্য লৈয়া ।
 মধুবাষ যায় সেই জুহায়ে চড়িয়া ॥
 আটকিয়া গেল তরী চড়ায় লাগিয়া ।
 মহাজন সর্বনাশ হইল গণিয়া ॥
 হাহাকার কবি নানা উপায় চিন্তয় ।
 রাত্রিযোগে দেখে তবে এক মহাশয় ॥
 গদগদভাবে কৃষ্ণনাম বসি জপে ।
 এক শ্রীবিগ্রহ তথা তেজ বন বাপে ॥
 অতি আর্তি হই মহাজন কান্দি কহে ।
 শবণ লইলু প্রভু বক্ষা কর মোহে ॥
 রূপা ক'ব সঙ্কট এবাব কব বক্ষে ।
 প্রতিজ্ঞা কবিলু মুঞি কায়মনোবাক্যে ॥
 এবার বাণিজ্য যত উপসত্ত্ব হব ।
 সমুদায় শ্রীচরণপদ্মে সমর্পিব ॥
 মন্দিরনির্মাণ কবি সেবার শৃঙ্খলা ।
 কবি দিয়া পশ্চাৎ করিব গৃহে মেলা ।
 স্নাতক প্রার্থনা কবি মহাজন গিয়া ।
 জাহাজে চড়িবামাত্র চলিল খাইয়া ॥
 মধুবা যাইয়া হৈল বাণিজ্য দ্বিগুণ ।
 জানিল করিল ইহা মদনমোহন ॥
 যত লাভ হৈল ত্যজি অন্তর সঙ্কোচ ।
 মদনমোহন-অর্থে কবিল। খবচ ॥
 বৃহৎ মন্দির তাব নাটশালা আদি ।
 বিহাবেব স্থান নানা আর বস্ত্রবেদী ॥
 সেবার শৃঙ্খলা নানা জাতি ভোগবাগ ।
 বন্ধান বনান কৈল কবি অমুরাণ ॥
 শ্রীল সনাতন তাকে অতি হুই মন ।
 বসাইয়া সেবে তাকে মদনমোহন ॥
 অত্যাপিহ সেই যে মন্দির বর্তমান ।
 গোবামি-পাদেব সেই বসিবার স্থান ॥
 কৃষ্ণদাস অভাগিয়া তাঁহার চরণ ।
 পরম উপায় জানি লইল শরণ ॥

শ্রীমদ্রূপগোবামীর অপার মহিমা ।
 যথা সনাতন তথা মহিমাব সীমা ॥
 রূপ-সনাতন বলি জগত'বখ্যাত ।
 শ্রীগৌরাদ্বৈতপ্রসন্নতম গৌর যার নাথ ॥
 অতএব রূপগোবামীর কিছু গুণ ।
 গাইব আপন মতি শোধন কারণ ॥
 • অনন্ত অপার লীলা শ্রীরূপের হয় ।
 কিঞ্চৎ কহিব সব কথা নাহি যায় ॥
 একদিন ব্রহ্মকুণ্ডতীরেতে বসিয়া ।
 অনাগারে বহে কৃষ্ণে মানস কবিয়া ॥
 • অনাহার জানি কৃষ্ণ দয়াদ্র' হইয়া ॥
 গ্রাম্যবালকের রূপ ধাবণ কবিয়া ॥
 একভাণ্ড দুগ্ধ আনি খাইবাবে দিল ।
 দুগ্ধ দিয়া বালক চলিয়া পুন গেল ॥
 শ্রীরূপ ভাবিয়া স্থির করিতে নাবিলা ।
 দুগ্ধ লইয়া পান করিতে লাগিলা ॥
 দুগ্ধের আশ্বাদ নহে আলৌকিক স্বাদ ।
 কোটি কোটি অমৃতের স্বাদ মাত্র বাদ ॥
 খাইতে খাইতে উথলিল প্রেমভাব ।
 অপ্রাকৃত বস্তু তার এমতি স্বভাব ॥
 দুগ্ধ পান কবি ভাণ্ড রাখিতেই মাত্র ।
 আপনি চলিয়া গেল অপ্রাকৃত পাত্র ॥
 শ্রীমৎ সনাতন শুনি এ স' বারতা ।
 চলিয়া আইল দ্রুত রূপ বসি যথা ॥
 অমুখোগ কৈল বহু আর্তনাদ কবি ।
 কৃষ্ণে দুঃখ দেহ কেনে অনশন করি ॥
 মাধুকুর 'ভক্ষা করি উদব ভবহ ।
 সুকুমার কৃষ্ণচক্ষে দুঃখ নাহি দেহ ॥
 আর অপরূপ শুন গোবিন্দ প্রকটে ।
 হইলা যেমতে বৃন্দাবনে যোগপীঠে ॥
 শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিলা শ্রীমদ্রূপেবে ।
 যোগপীঠে হই মুঞি মৃত্যুক। ভিতরে ॥
 এক গাভী নিতি আসি দাণ্ডায় যথায় ।
 শুন হৈতে দুগ্ধ করে আমার মাথায় ॥
 মোবে লক্ষ্য করি সেই স্থান যে খুদিয়া
 উঠ ও আমাবে সেব তথায় স্থাপিয়া ॥
 এত শুনি শ্রীরূপগোসাঞি হুইমনে ।
 উঠাইয়া গোবিন্দ স্থাপিলা সিংহাসনে ॥
 অভিষেক আদি কবি আনন্দকৌতুকে ।
 সেবন করয়ে সদা থাকে প্রেমসুখে ॥

হে শ্রীমদ্রূপগোস্বামী কর দয়া ।
কৃষ্ণদাস শিরে ধব শ্রীচরণ ছায়া ॥

শ্রীজীবগোস্বামী হন তৎতুলা মহাস্ত ।
প্রেমে পরাকাষ্ঠা যে গুণের নাহি অন্ত ॥
ক্রমসন্দর্ভ আর ঘটসন্দর্ভ আদি ।
নানাগ্রন্থে ভক্তি স্থাপি নিবাসিলা বাদী ॥
শ্রীকাপের ভ্রাতৃপুত্র মন্ত্রশিষ্য হন ।
শ্রীচৈতন্যরূপাপাত্র পার্শ্বক প্রধান ॥
তাঁহার চরিত্রলীলা কহা নাহি যায় ।
কিছু গুণগান করি পবিত্র আশয় ॥
ঘটসন্দর্ভ প্রকাশি জীবের হিত কৈলা ।
অতি চমৎকার বড় সিদ্ধান্ত স্থাপিলা ॥
সন্দেহভঞ্জন হেন নাহি ক্ষিণ্তিলে ।
যত শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ লোকে জল্পি বোলে ॥
পণ্ডিত অভিমানী যত কুব্যাখ্যা করিয়া ।
অজ্ঞের সভায় কহে ভঙ্গী প্রকাশিয়া ॥
ঘটসন্দর্ভ একব ব যে করে শ্রবণ ।
অন্য কণকলে তাব নাহি ফিরে মন ॥
যেই জন ঘটসন্দর্ভ গ্রন্থ না দেখিল ।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সেই কভু না জানিল ॥
পণ্ডিত গম্ভীর জীবগোস্বামীর বিনে ।
হেন বুঝি আর নাহি এ তিন ভুবনে ॥
দিগ্‌বিজয়ী এক সর্বত্র জিনিয়া ।
ব্রজ রূপ-সনাতনপণ্ডিত জানিয়া ॥
বিচার করিতে আইল গোস্বামীর স্থানে ।
নির্ম্মলসর অহঙ্কারশূন্য দুই জনে ॥
বিচার না করি জয়পত্র লিখি দিলা ।
পুনশ্চ শ্রীজীবগোস্বামীর স্থানে গেলা ॥
যমুনার শ্রীজীবগোস্বামীর স্নান করে ।
হস্তী অশ্ব সহ দিগ্‌বিজয়ী গিয়া তীরে ॥
কহে রূপ সনাতন বিচারের ডরে ।
জয়পত্র লিখি দোহা দিগা যে আমারে ॥
তুমিহ বিচার কর নহে লিখি দেহ ।
গোস্বামীর শুনিয়া কিছু হইল অসহ ॥
মনে মনে চিন্তে এই পণ্ডিতাভিমানী ।
রূপ-সনাতনের মহিমা নাহি জানি ॥
পরানুব হৈল বলি করিয়াছে গর্ব্ব ।
তাঁহার উচিত আজি করিব মে গর্ব্ব ॥

ইহা ভাবি কহে তুমি রূপ-সনাতনে ।
বিনে শাস্ত্র প্রসঙ্গেতে জিনিলে কেমনে ॥
সে যা হউ তাঁহা সমা সূহিত বিচারে ।
তুমি ত না হও যোগা তেঁহ থাকু দূরে ॥
আমি তাঁহা সভার ক্ষুদ্র শিষ্য অভিমানী ।
মোরে পবানুব কর তবে তোমা জানি ॥
এত কহি বিচার তাহাব সনে কৈল ।
দিগ্‌বিজয়ী বিচারে হারি দর্প-গর্ব্ব হৈল ॥
এ কথা শুনিয়া রূপগোস্বামীর কুপিয়া ।
জীবগোস্বামীর কহে ভূৎসন করিয়া ॥
তুমি ত বৈবাগী হাবি-জিত তেঁজি হৈলে ।
তবে কেন জিতবারে আগ্রহ কবিলে ॥
সেই ব্যক্তি হারি নিত অভিমানময় ।
তাঁহার ক্ষদয়ে হন জয়-পবানুব ॥
তুমি কেনে পবানুব আপনি হইয়া ।
না দিলে তাহাব মান দীনতা করিয়া ? ॥
তেঁহ কহে কৈল মোব গুরুর নিন্দন ।
বিধি অনুসারে তাব কবিল শাসন ॥
জীবগোস্বামীর কভু অভিমান নাই ।
তাঁহাও বুঝিয়াছেন শ্রীরূপগোস্বামীর ॥
তথাপিহ শাসন করয়ে ভঙ্গী করি ।
লোক শিখাবাব ততু তাঁহাব উপরি ॥
কহে আজি হৈতে তব না হেবির মুখ ।
বজ্রতুলা বাক্য শুনি কাঁপি গেল বুক ॥
কাতব হইয়া বহু স্বতি নতি কৈলা ।
যতপি গোস্বামীর তাহে প্রশ্ন নহিলা ॥
অমল তেয়ারাগতে যমুনার তীরে ।
গোস্বামীর পদমাত্র ধ্যান অন্তরে ॥
পড়িয়া বহিলা দুনয়নে ধারা বহে ।
বিশীর্ণ হই 'দেহ প্রাণ মাত্র রহে ॥
কথোক দিবস বাজে বিশেষ কথন ।
শুনিলো খেদিও হৈলা শ্রী সনাতন ॥
শ্রীরূপের নিকটে যাঁঠয়া ধীরে ধীরে ।
বাক্যছল করি তাঁরে এক প্রশ্ন করে ॥
সদাচার যতেক তাঁহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
কিবা শ্রব করিয়াছ সকলের ইষ্ট ॥
শ্রীরূপ কহন প্রভু যোর বিবেচনে ।
জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে ॥
গোস্বামীর কহেন তবে কেনে নাহি হয় ।
বাক্যের শ্রবণে তেঁহ বুঝিলা স্বয় ॥

যে আজ্ঞা বলিয়া জীব গোসাঞিরে ডাকি ।
আলিঙ্গন করি মিলে ছলছল আঁখি ॥
• শ্রীজীবগোসাঞি ক'রুতার্থ মানিয়া ।
শতেক প্রণাম করে চরণে পড়িয়া ॥
তাহার স্বভাব শুণ গান্তার্য্য প্রভাব ।
কহিবারে পারে যেই সেই অমুভাব ॥
মুক্তি মুখ' নিরোধ অধম দুর্ভাচার ।
সে সব কথনে মোর নাহি অধিকার ॥
তবে যে করিতে চাহি তাহার বর্ণন ।
অন্ধ যেন শিল্প রচনার করে মন ॥
অতএব মোটামোটি চাছাবাছা করি ।
কোন মতে সে অভয় শ্রীচরণ অরি ॥

শ্রীগোপাল ভট্ট ।

(দোহ—মূল।হন্দা)

শ্রীবৃন্দাবনকা মাধুরী ইনামাল আশ্বাদন কিয়ো
সর্বস্ব রাধারমণ ভট্টগোপাল উজাগব ॥
শ্রীমান্ গোপাল ভট্ট অদ্ভুত চারিত্র ।
ভুবনমঙ্গল কথা পরমমহত্ব ॥
শ্রবণমঙ্গল ভববন্ধা বমোচন ।
কৃষ্ণ-প্রেমবসমধ ভ কুর জনন ॥
ভট্ট-গোস্বামী মহাপ্রভু 'প্রিয়পাত্র ।
প্রীত হইয়া দিলা হবিনাম মন্ত্র ॥
যার-প্রেম-অনুরোধে শ্রীরাধারমণ ।
শালগ্রাম হইতে হৈলা মূর্খলীবদন ॥
তাহার গুণের কথা কে কাহতে পারে ।
কিছু গান করি মতি শোধনের তরে ॥
তৌহ মোর প্রভু তাঁর চরণেতে রতি ।
জন্মে জন্মে রহে যেন এই মোর গতি ॥
শ্রীমুখমহাপ্রভু যবে তাঁর ভ্রমে গেলা ।
ভট্টমারি গ্রামে চাতুর্মান্যাস্থিতি কৈলা ॥
শ্রীমান্ বেকট-ভট্ট নামে মহাশয় ।
তাঁহার গৃহেতে রহে হইয়া সদয় ॥
তাঁহার নন্দন শ্রীগোপাল ভট্ট নাম ।
সদাই করয়ে যে প্রভুর সেবা কাম ॥
প্রভু তাঁরে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিলা ।
হরিনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা ॥

রাধাকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শুদ্ধ প্রেমভক্তি দিলা ।
কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব আদি জানাইলা ॥
বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিলা ।
শ্রীরাধারমণরূপে বড় কৃপা কৈলা ॥
তাঁহার বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার ।
কোন যুগে কোথায় উপমা নাহি আর ॥
এক শালগ্রাম সেবা করেন গোসাঞি ।
প্রেমানন্দে * মগ্ন দিবা নিশি জানে নাঞি ॥
অন্ত অন্ত মহাস্তরের বিগ্রহসেবনে ।
এই ধনী আসি সব করি দরশন ॥
শ্রদ্ধাক্রমে সর্ববিগ্রহের সেবায়োগা ।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার আর নানা ভোগা ॥
সামগ্রী আনিয়া দিলা প্রত্যেকে প্রত্যেকে ।
সেইমত দিলা শালগ্রামের সম্মুখে ॥
অপূর্ব গহনা বস্ত্র বেধিয়া গোসাঞি ।
উদ্দীপন হইয়া পড়িলা মূরছাই ॥
পুন উঠি ভাবে মনে হেন প'রচ্ছদ ।
ঠাকুবে পরান'-হেতু মনে হয় বেদ ॥
শালগ্রাম আমার যে যত্নপি ইহার ।
প্রকাশ হইত অবয়ব পদ-কর ॥
তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত ।
কি শোভা হইত তবে কি আনন্দ হৈত ॥
মনোরথ কারি গোসাঞি নিশি পোহাইলা ।
রাত্রিমধ্যে শালগ্রাম কৃপা প্রকাশিলা ॥
ভক্তাধীন নিজ প্রিয়ভক্তের ইচ্ছায় ।
নানারূপ হৈল পূর্বে প্রসিদ্ধ যে হয় ॥
তাঁহে নিজ-স্বরূপ-ধারণে কি আশ্চর্য্য ।
যাতে শ্রীগোপালভট্ট ভক্তমধ্যে আর্ষ্য ॥
ত্রিভঙ্গভ'ঙ্গমা রূপ মূরলীবদন ।
সুচিকণ অঙ্গ রূপে ভুবনমোহন ॥
গোসাঞি হেবিয়া শুভ আনন্দে ভাসিল ।
দরিদ্র যেমন মহানিধি প্রাপ্ত হৈল ॥
শ্রীরাধারমণ নাম বলিয়া রাখিল ।
ঐকান্তিক মনোবধ সকল হৈল ॥
নিজশিষ্য শ্রীল-ভক্তদাস পুজারিরে ।
সেবা সমর্পিয়া প্রভু গেলা নিজপুত্র ॥
তাঁহার সন্তান তাঁর দোহিত্র সন্তান ।
অত্যাঁপ করেন সেবা শ্রীরাধারমণ ॥

অন্তাবধি সেই রাধাবরণ বিরাজে ।
বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনমাবো ॥
ননীর পুতলী যেন দেখিতে কোমল ।
সৎ-চিৎ-আনন্দময় অঙ্গ ঝলমল ॥
বিচার করিয়া দেখ আশ্চর্য্য কথন ।
রাধাবরণব দেহ কিসেতে গঠন ॥
অন্ত যে বিগ্রহ পূর্বে পাষাণে নির্মাণ ।
নির্মাণ হইলে তেঁহ অপ্রাকৃত হন ॥
শ্রীরাধাবরণ পূর্বে নাম শিলা মণি ।
অতএব পূর্বে হৈতে চিন্তা নন্দ মানি ॥
গোপীগণ সহ নিজ প্রকাশ-অরূপ ।
শ্রীরাসমণ্ডলে যৈছে হৈলা বহুৰূপ ॥
ভট্টেশ্বরীয়া গুণ কত কথা যায় ।
প্রেমভক্তি পাণ্ডিত্যাদি তুলনা না হয় ॥
লোকেব হিতের লাগি অপূর্ণ সংগহ ।
হরিভক্তিবিলাস করিয়া শুভবহ ॥
হরিপরিকর নিত্য ব্রজপুর হৈত ।
প্রভুসহ আইয়া যৈহ লোক নিস্তাবিতে ॥
পরম-আশ্চর্য্য-রূপে উপদেশ দিল ।
শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে জগত ছ ইল ॥
জগত-উদ্ধার ধ্যান ধারণা করিলা ।
ইহা শুনি কৃষ্ণদাস শরণ লইলা ॥

শ্রীমধুপাণ্ডিত ঠাকুর ।

শ্রীলোকনাথ ভৃগুর্ভ গোসাত্ত্বিক কৃষ্ণদাস ।
আদি করি নাজাজুউ বর্ণে নবা-বশ ॥
প্রত্যেকে সভার গুণ বর্ণিতে নাবিল ।
কহি কিছু যাতে গোপীনাথ প্রকটিল ॥
শ্রীল মধুপাণ্ডিত ঠাকুর মহাপ্রেমী ।
বৃন্দাবন গমন করিলা ভ্রমি ভ্রমি ॥
বৃন্দাবন যাইয়া চৌদিকে নেহাবয় ।
কৃষ্ণ-অন্বেষণ করে দেখিতে না পায় ॥
কুংকার করয়ে দারা বহে ছনমনে ।
দরশন নাঃপাইয়া উৎকণ্ঠিত মনে ॥
প্রতি বনে বনে লতাকুঞ্জে কুঞ্জে ঢুঁড়ে ।
বিরহে কাতর কভু ভ্রমিতলে পড়ে ॥
যমুনার তীরে বংশীবটের তলায় ।
অনাহার ক্ষিতিতলে পড়িয়া রহয় ॥

হেনকালে শ্রীমদ্বংশীবটের সমীপে ।
দেখে নবধন তিনি ত্রিভুজি রূপে ॥
গোপীনাথ স্বয়ং অঙ্গি প্রতিমারূপেতে ।
দরশন দিলা প্রিয়ভক্তের পীরিতে ॥
পণ্ডিত চমকি উঠি ক্রততর গিয়া ।
উঠাইয়া লইল যে পাখালি করিয়া ॥
ছুটিয়া পলায় যথা তঙ্করের দ্বায় ।
রতন পাইয়া যেন বিষ আশ্চর্য্য ॥
রাধিবার স্থান চুড়ি হাঁথ উঁথি ধায় ।
মহানিধি কেহ যেন পাছে কাড়ি লয় ॥
যমুনাব তীরে কেশীবটের নিকটে ।
সেবার শৃঙ্খলা কৈলা প্রেমের সম্পূটে ॥
কালে কোন্ ভাগাবান্ পুৰী শ্রীমন্দর ।
নির্মাণ করিয়া দিলা পরম সুধীর ॥
অতএব শ্রীমধুপাণ্ডিত মহাশয় ।
তাঁহার মহিমা গুণ কণ নাহি যায় ॥
তাঁহার চরণে মাত বহুক আশ্রয় ।
মো-সম দুর্ভাগ্য আর যতক সভার ॥
তবে সবে মৌলি তার এ দুঃখ সংসারে ॥
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে ভাসি সুখেব সাগরে ।
যতক প্রভুব গণ সবে নিত্যসিদ্ধ ॥
আগে তার কহিব বিস্তার যে প্রসিদ্ধ ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে চৈতন্যপার্বণ গুণবর্ণনঃ
দ্বিতীয় মালা ॥ ২ ॥

তৃতীয় মালা ।

—*—

গৌরাঙ্গ-পার্বদম্বরূপবর্ণন ।

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভূমি পুরা সচ্চিদানন্দসাক্ষো
গৌরাঙ্গাভিঃ স শক্চাভিঃ শ্রামধামা ননর্ভ ।
তাসাং শব্দদুর্ভৱপরীরন্তসম্ভৱতঃ কিং
গৌবাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥

সেই সচ্চিদানন্দ ধনশ্রী শ্রীকৃষ্ণ—ধিনি পূর্বে
শ্রীবৃন্দাবনধামে সমানরূপসম্পন্ন গৌরাঙ্গী গোপ-
রমণীগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন , তিনিই কি

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

নিরন্তর সেই গৌরাদীগণের দৃঢ়তর আলিঙ্গন-
সম্মিলন-অন্ত গৌরকান্তি প্রাপ্ত হইয়া নবদ্বীপে অব-
তীর্ণ হইয়া অম্ব যুক্ত হইয়াছেন ?

নমস্ত্রায়োহৈশ্বর্য প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহরঃ,
প্রভোরদৈতাদানপি ভগদঘৌষকরকৃতঃ ।
সমানপ্রেমাণঃ সম গুণগুণাস্তল্যাকরণাঃ,
স্বরূপাচ্চা যেহমী সরসমধুবাস্তানপি স্ময়ঃ ॥

সেই ভগৎ-পাপ-নাশী, বৎসল-প্রাণ, প্রভুব প্রিয়
পরিজন অদৈতাদি প্রভুদিগকেও নমস্কার করি,
আর সেই তুল্য-প্রেমপূর্ণ, তুল্যগুণগণযুক্ত, তুল্য-
করণাপরায়ণ, সরসমধুরহরর শ্রীস্বরূপ আদিকেও
প্রণাম করি ।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতাবং ভক্তাখ্যং নমাষি ভক্তশক্তিকম্ ॥

সেই ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত-
নামধেয়, ভক্তশক্তিকারক, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে
আমি প্রণাম করি । *

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমান্ দয়াল গৌরানন্দ ।
জীবের নিস্তার লাগি কৈলা গৌলারঙ্গ ॥
কিবা অপরূপ কিবা চমৎকার লীলা ।
স্ময়ং যে দুর্গভ তাহা লোকে দেখাইলা ॥
দুর্গভ যে প্রেমরত্ন সাধারণলোকে ।
বিলাইয়া নীচ উচ্চ বৃদ্ধাদি বালকে ॥
হরিনাম মহামন্ত্র প্রকাশ করিয়া ।
যারে তারে দিয়া নাচে আনন্দিত হিয়া ॥
পঞ্চতত্ত্বে মেলি পঞ্চতত্ত্ব বিলাইয়া ।
পঞ্চতত্ত্বে নাচে পঞ্চতত্ত্ব আশ্বাদিয়া ॥
পঞ্চতত্ত্বেব অর্থ শুনহ চমৎকার ।
পর্যাপ্ত বস্ত্র যাহা লোকবোঁসার ॥
ভক্তরূপ গৌবচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন ।
শ্রীভক্তস্বরূপ শ্রীমদনিত্যানন্দ রাম ॥

ভক্তাবতার শ্রীশ্রী অদৈত আচার্য্য ।
মহাবিক্রম যৈহ য়াতে শিবের সাযুজ্য ॥
ভক্তাখ্য শ্রীশ্রীনিবাস আদি ভক্তরূপ ।
শ্রীশ্রী-গদাধরপণ্ডিত ভক্তশক্তি যে অরূপ ॥
শ্রীমদবিশ্বমুখবদৈত শ্রীমান্ নিত্যানন্দ ।
শ্রীশ্রী প্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসুখানন্দ ॥
তার মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
দুই প্রভুর প্রেমাস্পদ যৈহ অগ্রগণ্য ॥
পার্বদ যতেক প্রভুর সকল মহান্ত ।
নিত্যসিদ্ধ সকলি যে মহিমা অনন্ত ॥
তাব মধ্যে বাহ যৈহ প্রভুর অংশাংশ ।
অনেক হয়েন অত্র ভক্ত অবতংস ॥
শ্রীশ্রী নিত্যানন্দগণ যতেক গোপাল ।
ব্রজে গোপ শিশু সখা যত পিশুপাল ॥
এতদ্ব্যক্কে অন্য উপগোপাল সত্তম ।
নালাচল আশ্রয়ে মহত্তর এই নাম ॥
দক্ষিণদেশীয়-আদি যতেক মহন্ত ।
প্রভুব দর্শনে হেন সর্বোপায় তাবন্ত ॥
যতেক মহান্ত সবে নিজ নিজ মতে ।
শ্রীমদবদ্বীপধামে কহে নানা রীতে ॥
কেহ কহে সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনধাম ।
কে কহে শ্রীমান্ গোলক অভিরাম ॥
কেহ কহে শ্বেতদ্বীপ কেহ পরবোঁস ।
কেহ অঘোষাদি কহে নিজ ভাবসম ॥
অতএব জয় জয় শ্রীমদবদ্বীপ ।
আশ্চর্য্য মহিমা সর্বধামের অধিপ ॥
সকল সম্ভবে যাতে শুন তার কথা ।
সর্বরূপ প্রভুদেহে কৃষ্ণরূপ যথা ॥
তথাই সে সর্বধাম নবদ্বীপে স্থিতি ।
বৈষ্ণবে যে নিজ-নিজ-নায়ক সংহতি ॥
শ্রীমান্ মহাপ্রভু হন সর্ব-অবতার ।
শ্রীশ্রী নবদ্বীপ সর্বধামময় সার ॥
পূর্বব্রহ্মসনাতন শ্রীচৈতন্য প্রভু ।
শ্রীমদবদ্বীপব্রহ্ম সনাতন বিভূ ॥

মন্যাহাপ্রভুর শুভ লীলাচেষ্টারসে ।
সর্বপারিষদগণ আসিয়া প্রকাশে ॥
তাহা সভাব পূর্বাপব নাম-রূপ লীলা ।
কহিব বিশেষ যৈহ যেক্রপ হইলা ॥
শ্রীচৈতন্য অবতাবে অপরূপ লীলা ।
প্রেম প্রচারিয়া চমৎকার দেখাইলা ॥

* শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদৈত আচার্য্য, শ্রীবাসাদি ও
শ্রীগদাধরাদি যথাক্রমে ভক্ত, ভক্তস্বরূপ প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বাত্মকরূপে
অভিহিত হন ।

চারি যুগে চারি যুগ-অবতাব হয় ।
সত্যে শুক্লবর্ণ শুক্ল নামেতে উদয় ॥
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ পুষ্টিগর্ভ নাম ।
দ্বাপরে বরুণ শ্যাম নাম হয় শ্যাম ॥
কলিযুগে কৃষ্ণ-বর্ণ-নাম অবতার ।
পূর্বে কলিযুগে চাষপক্ষ-বর্ণধর ॥
কলিযুগে হরি নাম একমাত্র ধর্ম ।
যেই নাম সেই হরি ইথে বুঝ মর্ম ॥

পাঠ্যে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুকো নিত্যমুক্তোহভিন্নহায়ামনামিনোঃ ॥

শ্রীহরির নাম—চিন্তামণি, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যরস
বিগ্রহ, পূর্ণ, শুক ও নিত্যমুক্ত, নাম ও নামী অভিন্ন
অর্থাৎ ভগবানে ও তাঁহার নামে কোনই পার্থক্য
নাই ।

কলি আর দ্বাপরেব যুগ অবতাব ।
কৃষ্ণ আর গোবাক্ষ যবে হয়েন প্রচার ॥
দৌহা রূপে দৌহারূপ একত্রে মি লয়া ।
গৃঢ়রূপে যুগধর্ম সাধে প্রকটয়া ॥
সর্ব-অবতার-রূপ সর্ব অবতাবি ।
দয়াল চৈতন্যপ্রভু ক্রিতি অবতারি ॥
নাম প্রেম ভক্তি দিয়া জীব নিস্তারিলা ।
পরমরহস্য ভক্তপথ দেখাইলা ॥
অতএব কলিযুগে চৈতন্যপৌসাই ।
পরম উপায় হেন আব কেহ নাই ॥
মাধ্বী-সম্প্রদায় আদি সর্বশিরোমণি ।
এবে সম্প্রদায় শিষ্য হইলা আপনি ॥
লোকে ধর্ম প্রচারিতে ভক্তরূপ ধরি ।
করিলা অপূর্ব লীলা আশ্চর্য্য-মাধুরী ॥
রাধাভাব মধুপান মূল যে কাবণ ।
গন্ধর্বনর্তনে তার হয় বিবরণ ॥
সম্প্রদায়প্রমাণ পদ্যপুবাণে বিদিত ।
জগতে প্রসিদ্ধ চারি সম্প্রদায় উদিত ॥

তথাহি পাঠ্যে—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।
শ্রী-ব্রহ্ম-কৃষ্ণ সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্রিতিপাবনাঃ ॥

অতএব কলিযুগে শ্রী কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও সনকনামক
ধরণীপবিত্রকারী চারিটী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব
হইবে ।

মাধ্বী সম্প্রদায় গুরুপ্রণালী পাবন ।
প্রসঙ্গে তাহার কিছু করিব কীর্তন ॥

যথ'—

পরব্রাহ্মেশ্বরশ্রাদীং শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতি ॥
তস্য শিষ্যা নাবদোহভূতবাসস্তস্তাপি শিষ্যতাম্ ॥

বিশ্বপতি ব্রহ্মা পরব্রাহ্মেশ্বর নারায়ণের শিষ্য
ছিলেন । নারদ ব্রহ্মার শিষ্য হইল এবং ব্যাসদেব নারদ-
দেবের শিষ্য হইল কথিত ছিলেন ।

শুকো ব্যাসস্ত শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাববোধনাৎ ।
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ ।

ব্যাসদেবের জ্ঞান অবরোধ-জন্য, শুকদেবে তদীয়
শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীতে তাঁহার
বহু শিষ্য প্রশিষ্য আছেন ।

ব্যাসাঙ্গকৃষ্ণদীক্ষো মধ্ব চার্য্যো মহাশয়াঃ ।
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসো সংহিতাং শতদ্বয়ীম্ ॥
নিগুণাৎ ব্রহ্মণা যত্র সগুণস্ত পাবিক্রিয়া ।

মহাশয়শ্চ মধ্বাচার্য্য, ব্যাসদেবের সমীপে কৃষ্ণ
মন্ত্র লাভ করেন, শতদ্বয়ী সংহিতা প্রণয়নে তিনি
বেদসমূহকে বিভাগ করিয়াছেন এবং ঐহাতে নিগুণ
ব্রহ্ম অপেক্ষা সগুণ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত
করেন ।

তস্য শিষ্যোহভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ ।
তস্য শিষ্যা নবহবিস্তৃচ্ছি য্যা মাংবো দ্বিজঃ ॥
অকোভস্তস্য শিষ্যোহভূতচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিদ্ধস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ ॥

মহাশেতা পদ্মনাভাচার্য্য মধ্বাচার্য্যের শিষ্য হন ।
পদ্মনাভাচার্য্যের শিষ্য নবহরি ও নরহরির শিষ্য
দ্বিজমাধব । মাধবেব শিষ্য অকোভ ও অকোভের
শিষ্য জয়তীর্থক । তাঁহার শিষ্য জ্ঞানসিদ্ধ এবং
জ্ঞানসিদ্ধের শিষ্য মহানিধি ।

বিদ্যানিধিস্তস্তশিষ্যো রাভেদ্রস্ত সেবকঃ ।
জয়ধর্মমুনিস্তস্ত শিষ্যো বঙ্গগমধ্যতঃ ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুত্রী যন্ত ভক্তিবত্নাবলীকৃতিঃ ॥
জয়ধর্মস্ত শিষ্যোহভূৎ ব্রজাঃ পুরুষোত্তমঃ ।
বাসন্তীর্থস্তস্ত শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্ ॥

মহানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি, বাজেন্দ্র বিদ্যানিধিব
সেবক । রাভেদ্রের শিষ্য জয়ধর্ম মুনি । জয়ধর্মের
শিষ্য ভক্তিবত্নাবলীবচয়িতা শ্রীমদ্বিষ্ণুপুত্রী এবং
ব্রজা পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমেব শিষ্য বিষ্ণুসংহিতা
বচয়িতা ব্যাসতীর্থ ।

শ্রীমৎলক্ষ্মীপতিস্তস্ত শিষ্যো ভক্তিরসাত্মকঃ ।
তস্ত শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্রম্মোহয়ং প্রবর্তিতঃ ॥

বাসন্তীর্থের শিষ্য ভক্তিরসাত্মকী শ্রীমৎলক্ষ্মীপতি
এবং লক্ষ্মীপতির শিষ্য এই বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক
শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ।

কল্পবৃক্ষস্তাবতাবো ব্রজধর্মনি তিষ্ঠতঃ ।
শ্রীতা প্রয়োবৎসলতোজ্জলাখ্যফলধাবিণঃ ॥

ব্রজধামে যে শ্রীতি প্রেম-বৎসল-উজ্জল-আখ্যা-
ধাবী ফলবান কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান আছে, তিনি
(মাধবেন্দ্র পুরী) তাহারই অবতার ।

তস্য শিষ্যোহভবচ্ছীমানীশ্ববাখাপুত্রী যতিঃ ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গাবফলাশ্রুকঃ ॥

যতি শীমান্ ঈশ্বরপুত্রী ঐ মাধবেন্দ্রের শিষ্য ।
শৃঙ্গাবফলাশ্রুক কল্পবৃক্ষ শৃঙ্গাবরসেব তিনি প্রাধান্ত
বিস্তার করিয়া গিয়াছেন ।

অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্তনখো ফলে উভে ।
শ্রীমান বঙ্গপুত্রী হেষ বাৎসল্যো যঃ সমাপ্তিতঃ ॥

অদ্বৈত গোস্বামী দাস ও সখা কলয়ামেব
প্রাধান্ত বিস্তার করেন, বাৎসল্যের সমাপ্তয়ে শ্রীমৎ
বঙ্গপুত্রী প্রথিত ।

ঈশ্ববাখাপুত্রীং গোব উবরীকৃত্য গোববে ।
অগদাপ্রাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥

শ্রীগোবিন্দদেব সগোববে ঈশ্বরপুত্রীকে গুরুত্ব
বরণ করিয়া প্রাকৃতাত্মক এই অগৎকে (প্রেমবন্তায়)
প্রাণিত করিয়াছেন ।

স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তিঃ পূর্বসুহৃদরে ।
অন্তর্বহী-রসান্তোদিঃ শ্রীনন্দ-নন্দনোহপি সন্ ॥

ইনিই সেই অন্তর্বাহ রসসমুদ্রময় শ্রীনন্দতনয়
শ্রীকৃষ্ণ, পূর্বের সুহৃদব শ্রীরাধার ভাবকান্তি অধুনা
স্বীকার করিয়াছেন ।

আন্তবাহোহপি চৈতন্যমবিশদ্যঃ পুরে পুরা ।
বিচক্ষোভ মনো যন্ত দৃষ্টা গন্ধর্বনর্তনম্ ॥

সেই আন্তবাহ নাবায়ণ,—পূর্বে যিনি গন্ধর্বদিগের
নৃত্যদর্শনে বিক্ষুব্ধমনে প্ৰথমো অবস্থান করেন,—
তিনিও এই শ্রীচৈতন্যশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন ।

দ্বাবকাস্তোহপি ভগবানবিশং শ্রীশচীশ্রুতম্ ।
নানাবতারঃ স্মৃতবামেককালপ্রভাবতঃ ॥

সেই দ্বাবকাপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই শচীনন্দন
শ্রীগোবিন্দেব দেহে অবস্থিতি করিতেছেন । স্মৃতবাং
সর্গদেবতাব প্রভাব বিদ্যমান হেতু শ্রীচৈতন্যদেব
নানা অবতারের স্বরূপ ।

যথা শ্রীমাহবিশং কৃষ্ণং ভগবন্তং পুরা স্বয়ম্ ।
যোগমায়াবলাদেত তিষ্ঠন্তোহন্যত্র যদাপি ।
তথাপি প্রাবিশন্ গোরেহচিন্তালক্ষণলক্ষিতাঃ ॥

স্বয়ং ভগবান শীকৃষ্ণের মতো পূর্বে যেমন শ্রীম
(বাম) অবতার বিদ্যমান ছিলেন, এবং যোগমায়া-
শক্তিপ্রভাবে যদিও অন্যান্য অবতার সমূহ অন্তত
অবস্থিত, তথাপি অচিন্তালক্ষণযুক্ত শ্রীশরীরেও
তাঁহারা (সেই বিবিধ অবতার) সন্নিবিষ্ট ।

যথোক্তং প্রভাসথও—

অচিন্তাঃ খনু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ইতি
প্রভাসথওও একপ উক্ত আছে যে:—
যাহা অচিন্তাতত্ত্ব, তদ্বিসরে কখন তর্কের যোজন
ক'বিও না ।

রঘুনাথং প্রবিশ্যপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবঃ ।
এবং শীনারদমুখান্তিষ্ঠন্ত্যাণ্যেধু ধামসু ।
তথৈব প্রভূণা সার্কং দীব্যস্তি শ্রুতিদ্রবৎ ॥

ভার্গব যেমন শ্রীবাচ্চন্দ্র-মধ্যেও প্রবেশ করিয়া
বিদ্যমান এবং শীনারদ প্রভৃতি যেমন অন্যান্য ধামে
অবস্থিত, সেইরূপ শ্রুতি বা বেদ প্রভুর সহিত দেহবৎ
বিরাজিত ।

কিন্তু যদ্যন্তুগণ' যদ্যন্তাবিলাসিনঃ ॥
তন্তুভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূতগতিঃ ॥

যে যে ভক্তবৃন্দ যে যে ভাবের বিলাসী, তত্তৎ
ভাবানুসারেই ব্রজধামে তাহারা গতি লাভ করে
গৌরচন্দ্রোদয়েই তৎপ্রতি গৌরবচো যথা—
দাস্তে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যো ক এবোভয়ে,
রাধামাধবৈর্নিষ্ঠকাঃ কতিপয় শ্রীধারকাধীশিতুঃ
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে,
মর্য্যাবদ্ধদোহধিলান্ বিতনতৈ বৃন্দাবনা সঙ্গিনঃ ॥

ওতদ্বিষয়ে গৌরচন্দ্রোদয়ে অদ্বৈত প্রতি গৌরা-
ঙ্গের উক্তি, যথা—

কেহ দাস্তভাবে, কেহ সখ্যভাবে, কেহ বা এই
উভয়ভাবে অমুরক্ত, কাহারও বা রাধামাধবের
প্রতি, কাহারও বা দ্বাবকানাথের প্রতি নিষ্ঠা,
কাহারও বা (বৃন্দাবননাথ ও দ্বারকাধিপতি) উভ-
য়ের প্রতি প্রীতি, কেহ বা আমার অন্যান্য অবতারে
আসক্ত ; আমি অখিলের সকলের মন একত্র করিয়া
আমাতে আবদ্ধ করিব এবং বৃন্দাবনাসক্তির ভাব
সকলকেই প্রদান করিব ।

প্রণালীর মূলশ্লোক ইহাতে জানিবে ।
তার মধ্যে প্রভু শিষ্য হৈলা প্রেমভাবে ॥
নারদেব শিষ্য এক কোন যে গন্ধর্ব্ব ।
গন্ধর্ব্বলী সহ করে কৃষ্ণলীলাপর্ব্ব ॥
নারদেব কৃপাশক্তি সঞ্চার-প্রভাবে ।
যথা অমুকরণ করয়ে সেই ভাবে ॥
একদিন দ্বাবকাতে কৃষ্ণের সমীপে ।
আইলা ধর্ম্মিয়া তারা রাধাকৃষ্ণরূপে ॥

অতিচমৎকার যথা অভেদ-স্বরূপ ।
নৃত্য হাস্য কৌতুক রসের অমুরূপ ॥
নিজ লীলা অভেদ দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ।
মোহিত হইয়া প্রকাশিলা প্রেমামনন্দ ॥
আপনি আপন রূপ দেখি চমকিত ।
মনে কিছু অভিলাষ হইল উদিত ॥
হেন রূপ বস আশ্বাদে শ্রীবাধিকা ।
না জানি কেমন রস কি রসে রসিকা ॥
রাধিকা উচিত প্রেমরস আশ্বাদিব ।
আমুখক কলির জীব নিস্তার করিব ॥

এত ভাব রাধা-ভাক-কাস্তি অদীকরি ।
নবদ্বীপে উদয় করিলা আসি হরি ॥
অদ উপাধি অস্ত্র পারিষদ সহ ।
চমৎকার লীলা করে ধরি গৌরদেহ ॥
শ্রীল-কবিকর্ণপুর রূপসনাতন
আদি করি অন্ত যে পারিষদগণ ॥
তঁহা সভার একেক শক্তিতে বুঝহ ।
পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ তেজঃপুঞ্জ-দেহ ॥
মহাপ্রেমভাব অলৌকিক ব্যবহার ।
যাঁহা সভার বাক্য হয় বেদবিধিহার ॥
তঁেহ সব সাক্ষাৎ দেখিয়া যে কঁহিল ।
সেই বাক্য সপ্রমাণ শতবেদতুলা ॥

তথা হি শ্লোকঃ—

যে তান্ত্রগর্ভবিষয়ঃ সুধিয়ো মহান্তঃ,
শাস্ত্রান্তর্গাঃ পবিত্রায় কৃতপ্রবন্ধাঃ ।
তেষাং বচো যদি ন সশংসহারি তৎ তে,
দুর্ভাগমত্র বদ কেন বিমোচনীয়ম্ ।

যাঁহারা অখিলবিষয়-পরিভাক্ত, শাস্ত্রানুসারী,
সুধী ও মহান্ত, যাঁহারা স্বগতেব হিতার্থ জন্য প্রবন্ধ
(শাস্ত্রগ্রন্থ বচনা কবিয়াছেন, তঁহাদিগের বাক্যও
যদি তোমার সন্দেহ দূর না হয়, তবে আর তোমার
দ্রাস্ত বাবণা কে দূর কাঁতে সক্ষম ?

তাহাতে প্রতিতি নেই মূঢ় না জন্মায় ।
তার ভ্রান্তি দূর কবিবারে কে পারয় ॥
অচিন্ত্য ঈশ্বরচেষ্টা দুকহ দুর্গম ।
তর্কেতে যোজনা না হ করে শিষ্টতম ॥
ব্রজপরিকর আব অন্য অন্য ধামে ।
যতেক পার্ষদ সহ অবতীর্ণ ভূমে ॥
সেই সেই ধামে পবিকর সেই রূপে ।
ধাকিয়া প্রকাশরূপে আইলা নবদ্বীপ ॥
ভার্গব প্রবেশ যথা দেহে রঘুনাথ ।
শ্রুতিগণ যথ ব্রজে গোপীদেহে রত ॥
অদ্বৈত প্রভুবে স্বয়ং প্রভু যে কহিলা ।
যাঁহা শুনি ভক্তসবে আনন্দিত হৈলা ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য ভাবেতে ॥
অন্য অবতার ভক্ত কিংবা দ্বারকাতে ॥
মোরে যে ভজয়ে মোতে প্রসন্ন হইয়া ।
তার সনে লীলা করি ব্রজে বাস দিয়া ॥

কোন্ পারষদ কোন্ রূপে অবতার ।
 কোন্ মহাশয় কোন্ রসে অধিকার ॥
 এবে কিছু বর্ণিব যে আনন্দিত হৈয়া ।
 শ্রীল-কবিকর্ণ-পদ স্মরণ করিয়া ॥
 শ্রীমদ্বৈতভক্তপুত্রী ধর্মপ্রবর্তক ।
 কল্পবৃক্ষসম সর্বরস প্রযোজক ॥
 তাঁর শিষ্য শ্রীমান্ ঈশ্বরপুত্রী যতি ॥
 যদুবরসাক্ষর সেই প্রেমানন্দমতি ॥
 শ্রীমান্ মাধবশিষ্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ।
 দাস্যসখ্যরসপ্রযোজক মহাবিভু ।
 শ্রীঅদ্বৈত নিহ্যানন্দ সকলে সমর্থ ।
 তথাপিহ দাস্য গথো কিছু বিশেষত্ব ॥
 শ্রীমান্ বঙ্গপুত্রী হন বাৎসল্য-আশ্রিত ।
 শ্রীগৌরঙ্গ ঈশ্বরপুত্রীতে অঙ্গীকৃত ।
 শ্রীবাধাব ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করি ॥
 জগত প্লাবিত কৈলা প্রেমের লহরী ॥
 আত্মবাহু শ্রীচৈতন্য শ্রীনন্দ-নন্দন ।
 সর্বধামনায়ক সর্ব-অবত বচন ॥
 সর্বরূপে যে যে মাতা পিতা আদিগণ ।
 গৌবান্ধলীলায় হয় সভার গমন ॥
 পর্জন্য নামেতে গোপ কৃষ্ণ পিতামহ ।
 শ্রীহট্টে অশ্লীলা আসি পঞ্চপুত্র সহ ॥
 তাঁহার মহিষী নামে গোপী ববীষসী ।
 কৃষ্ণ-পিতামহী হন গুণেতে সবসী ॥
 শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র আর কমলাবতী নাম ।
 পঞ্চপুত্রযথো জগন্নাথ গুণধাম ॥
 নবদ্বীপে আসি তেঁহ কবিলেন বাস ।
 অন্য নাম পুরন্দর লোকে মহাশয় ॥
 তাঁর পত্নী জগন্মাতা শচী ঠাকুরাণী ।
 জগন্নাথ শ্রীল নন্দ শচী নন্দরাণী ॥
 সবে কহে নিজ নিজ উপাসনা-মত ।
 অদ্বৈত কল্প আর কোশল্যা দশরথ ॥
 কেহ কহে বাসুদেব দেবকী বোহিণী ।
 নহিলে কেমনে বিশ্বরূপেব জননী ॥
 শ্রীল বিশ্বরূপ বলদেব অবতার ।
 পুন গিয়া হইলা পদ্মাবতীর কোণর ॥
 ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয় ।
 যথা দেবকীতে টেহতে যোহিণীতে যায় ॥
 অতএব সর্বমাতা শচী ঠাকুরাণী ।
 সর্ব অবতার পিতা মিশ্র দ্বিজমণি ॥

সর্ব অবতার যথা শ্রীচৈতন্য বর্ডে ।
 মাতা পিতা যথা শচীমাতা জগন্নাথে ॥
 এতএব পুরন্দর মিশ্র শচীমাতা ।
 ত্রিলোকের পবন আরাধ্য একজাতা ॥
 তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ যে লও ।
 সর্ব-অভিলাষ তাজ ঐকান্তিক হও ॥
 শ্রীমান্ বলরাম স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ ।
 • তাঁহার মহিমা আগে কহিব প্রবন্ধ ॥
 তাঁর মাতা পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ ।
 রাতে স্থিত যাহাব গৃহতে পূর্ণচন্দ্র ॥
 অস্ত্র মাম চাড়াই পণ্ডিত লোকে খ্যাত ।
 শুদ্ধ যে লোকক ভাব সামান্যের মত ॥
 শ্রীশ্রীমিত্র দশরথ অবতার দৌহ ॥
 শ্রীমান্ সঙ্গের ভাব নিত্যানন্দে রহে ॥
 পৌর্বমাসী ব্রজে যাব কৃষ্ণস্থখে প্রীত ।
 তেঁহ শ্রীগোবিন্দাচার্য গায়ক পাণ্ডিত ॥
 অধিকা নামে ত পূর্বগাত্রী যে জননী ।
 এবে শ্রীনা'লনীনাম শ্রীগঙ্গুহিণী ॥
 অধিকাগাতার ভগ্না শ্রীলক'ল'স্বকা ।
 নাবান্ধলী নাম যাব গুণেতে অধিকা ॥
 কৃষ্ণবামুতপানে য়েহ মত্ত হৈলা ।
 যার প্রেমাবেশ দেখি প্রভু প্রশংসিলা ॥
 মিথিলাব পাঁচ শ্রীমান্ জনক রাজন ।
 তেঁহ শ্রীবল্লভাচার্য বপ্র তপোধন ॥
 ভীষ্মক বাজন হন কাণ্ডাব সম্মত ।
 শ্রীজানকী শ্রীকৃষ্ণ দৌহাতে মিলিত ॥
 লক্ষ্মীনায়ে সূতা সেই বল্লভাচার্যের ।
 ত্রৈলোক্য-ঈশ্বরী হর্তা কতা জগতের ॥
 একদিন স্বর্গোদ্রে গঙ্গাস্রোত যান ।
 প্রভুদৃষ্টিপাতমাত্রে পড়ি গেল মন ॥
 সনাতন মিশ্র সেহ সত্যজিত রাজা ।
 জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া যাহাব আত্মজা ॥
 পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা সত্যভামা হন ।
 পৃথিবী যাহার অংশ বেদে করে গান ॥
 শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দ্বিতীয় মহিষী ।
 পবনবিদম্বা সর্বগুণে গরীয়সী ॥
 শ্রীবামের বিবাহে ঘটক বিশ্বামিত্র ।
 সদানন্দব্রাহ্মণ সেহ কৃষ্ণীপ্রোক্ত ॥
 তেঁহ দুই মিলি এবে বনমালী আচার্য ।
 প্রভুর বিবাহে য়েহ ঘটক সূচর্য ॥

সন্নিবিষ্টপ্রেরিত ঘটক বিপ্র য়েহ ।
 এবে কানীনাথ ঘটক বিপ্রবর তেঁহ ॥
 কেহ কহে তেঁহ পূর্বে কান্ধীগীপ্রেরিতা ।
 তাহাতে কান্ধীগীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা ॥
 কোন অবাস্তর মতে কহে সাধুজন ।
 নতুবা যে একতত্ত্ব একবস্ত হন ॥
 রূপান্তরে শ্রীমতী সত্যজামার প্রকাশ ।
 শ্রীমান্ জগদানন্দ পণ্ডিত সুবশঃ ॥
 মতান্তরে কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র িলা য়েহ ।
 অবস্তাতে বাস সান্দীপনি মূনি তেঁহ ॥
 কেশবভারতী য়েহ গৌরাদে সন্ন্যাসী ।
 করিয়া লইয়া গেলা নবদ্বীপ-শশী ॥
 রামচন্দ্রগুরু শ্রীবিশিষ্ট তপোধন ।
 তাঁহার প্রকাশ গজাদাস সুদর্শন ॥
 তাঁহা দৌহা স্থানে প্রভুর বিজ্ঞাভাস-লীলা ।
 অনেক চাঞ্চল্য প্রভু তাহাতে করিলা ॥
 বৃকভানু মহারাজ ব্রজপুরধাম ।
 তেঁহ শ্রীপুণ্ডরীকাক বিজ্ঞানিধি নাম ॥
 স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব গোবিন্দ শ্রীহরি ।
 বিজ্ঞানিধি বাপ বলি কান্দিলা ফুকবি ॥
 প্রেমপরাকাষ্ঠা দেখি প্রেমনিধি নাম ।
 রাখিলা আনন্দে প্রভু গৌর গুণধাম ॥
 মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য গৌরবের পাত্র ।
 তাঁহার প্রকাশ হন শ্রীমাধব মিশ্র ॥
 রত্নাবলী নাম তাঁর পত্নী শ্রীকীর্তিনা ।
 লীলা অমূল্যারে সবে নাম ধরে দ্বিধা ॥
 আত্মবাহু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গৌরদেহ ।
 বলদেব বিশ্বরূপ দ্বিতীয় যে ব্যাহ ॥
 নিত্যানন্দ অবধূত তাঁহার প্রকাশ ।
 গৌরাদেবের প্রেমে তেঁহ সদাই উল্লাস ॥
 কলি ধর্মরাজ প্রতি গৌরাদেবের লীলা ।
 দৃঢ়ভাবে সর্ব হর্ব বিষাদে কহিলা ॥
 গৌরাদেবের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ মতি ।
 দারপরিগ্রহ নাহি কৈলা হৈলা যতি ॥
 শ্রীমান্ জৈনরূপীতে রাখি নিজশক্তি ।
 অপি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি ॥
 নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি প্রকাশিলা ।
 ভক্তগণমধ্যে ভেজঃপূর্ণরূপ হৈলা ॥
 সহস্রসংখ্যার ভেজ ধারণ করিলা ।
 শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা ॥

যার অংশে শেষ য়েহ সন্ধিনীশকতি ।
 কৃষ্ণ ধাম বাস ভূমি সর্বরূপে স্থিতি ॥
 বাক্গী রেবতী দৌহে বসুধা জাহ্নবা ।
 নিত্যানন্দপ্রিয় দৌহে অতুলনা প্রভা ॥
 সূর্যাসমভেজঃ শ্রীল সূর্য্যদাস য়েহ ।
 পূর্বে যে ককুদ্রী নাম মহারাজ তেঁহ ॥
 রেবতীর পিতা এবে প্রভুব পাণদ ।
 করিতে আইলা লীলা অপূর্ব বিনোদ ॥
 বসুধা জাহ্নবা কল্যা জগল্লক্ষ্মীময়ী ।
 ভাগ্যের নাহিক সীমা সৌভাগ্যবিজয়ী ॥
 কেহ কহে বসুধাক্ষী সরস্বতীরূপ ।
 অনঙ্গমঞ্জরী হন জাহ্নবাস্বরূপ ॥
 ছুই যে স্বরূপ হয় পূর্বজায়মতে ।
 ইহাতে সন্দেহ নাহি সাধুব সম্মতে ॥
 তাঁহাদিগের মহিমা অপার সাগর ।
 কে কহিতে পারে বেদবিধি-অগোচর ॥
 সাক্ষাতে দেখহ শ্রীল গোপীনাথ-পার্শ্বে ।
 শ্রীজাহ্নবাক্ষী অচ্যাপি বিরাজ করে হর্ষে ॥
 তাহার বৃত্তান্ত কিছু সংক্ষেপে কহিব ।
 যাহা শুনি ভক্তগণে আনন্দ হইব ॥
 অগ্রকটকালেতে জাহ্নবা ঠাকুরাণী ।
 আপন প্রতিমা এক প্রকাশ আনি ॥
 তাহে আবির্ভাব করি কহে বৃন্দাবনে ।
 বসাই লইয়া গোপীনাথের আসনে ॥
 আজ্ঞার প্রমাণে বৃন্দাবন লঞা গেলা ।
 পুজারী প্রভূতি সবে বৃত্তান্ত শুনিলা ॥
 সঙ্কোচ করিয়া পার্শ্বে বসাইতে নারে ।
 গোপীনাথ আদেশ করিল সভাকারে ॥
 অনঙ্গমঞ্জরী ইহ আমার প্রেমসী ।
 বামেতে বসাই মনে সঙ্কোচ না বাসি ॥
 পারিজাতীকে ডাহিনে বসাই তাঁরে বামে ।
 বসাইলা সবে গোপীনাথ-আজ্ঞাক্রমে ॥
 তাহাতে হইল মান পারিজাতীর মনে ।
 আদেশ করিলা কোন নিজপক্ষ জনে ॥
 কোণাকারে কান্ধালিনী আসিয়ে বসিলা ।
 বামে হৈতে মোরে উঠাইয়া আসি দিলা ॥
 পুন যদি বামদিকে বসিতে নাহি পাই ।
 অমঙ্গল নাহি ধাব দাঁড়াইলু এই ॥
 এত শুনি চমক পড়িলা সব মনে ।
 ইহার বিহিত কিবা কর্তব্য এখানে ॥

ছজন্য ছই যত ইহার কি হবে ।
 পাখারে পড়িয়া সবে পরস্পরে ভাবে ॥
 জয়পুরের রাজা তনি আইলা স্বরিতে ।
 সাধুবর্গ লইয়া বিচারে মানামতে ॥
 শ্রীমতীর পক্ষ প্রায় সকল ভকত ।
 কিন্তু যে জাহ্নবাজীর বড় উপরোধ ॥
 তথাচ শ্রীপার্বীজীর প্রেম-অমুরোধে ।
 পক্ষপাত করি গোপীনাথের বিরোধে ॥
 বামভাগে বসাইলা শ্রীমতীরে লয়া ।
 দক্ষিণে বসিলা শ্রীজাহ্নবাজী গিয়া ॥
 গোপীনাথ তাহে আশ্চর্য্য মন হৈলা ।
 পার্বীজীর মান দেখিবারে ভকী কৈলা ॥
 শ্রীমতীর ছোটভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী ।
 স্নেহপাত্র আর তাহে কৃষ্ণপ্রেমে ভরি ॥
 তথাচ ভাগ্যেতে এক ভকী উঠাইলা ।
 শ্রিয়সুখহেতু নিজমান প্রকাশিলা ॥
 গোপীনাথ মনে আর কারণ আছিল ।
 ছলে শ্রীজাহ্নবাজীর তত্ত্ব জানাইল ॥
 পরেতে শ্রীমতীজীর অমুমতিক্রমে ।
 জাহ্নবাজী বসিলেন গোপীনাথ-বামে ॥
 পরিবর্ত হৈল সম্মতিতে দোহাকার ।
 আজ্ঞা হৈল যবে তবে নাহিক বিচার ॥
 সঙ্কর্ষণের ব্যাহ শ্রীপয়োহকিশায়ী ।
 চৈতন্য অভিন্ন বীরচন্দ্র যে গোসাঞি ॥
 কোন কার্য্য অমুরোধে তাঁহাতে আবেশ ।
 নিশঠ উল্লুক * ছই আভীরবিশেষ ॥
 মীনকেতন রালদাস সঙ্কর্ষণব্যাহ ।
 নিত্যানন্দসুতা গঙ্গা গঙ্গানাম সহ ॥
 শান্তনু রাজন শ্রীমান্ মাধব আচার্য্য ।
 পতিভাবে তাহে কৈল যেহ সব আর্ঘ্য ॥
 ব্যাহ তৃতীয় প্রহ্মা য়েহ বৃন্দাবনে ।
 প্রায়ধর্ম্মসখা নিত্য উজ্জল আখ্যানে ॥
 শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত-তমুর সমান ।
 তেঁহ প্রিয় পারিষদ শ্রীরঘুনন্দন ॥
 ব্যাহ চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তিশক্তিমান্ ।
 বক্রেশ্বর পণ্ডিত য়েহো প্রেমের নিধান ॥
 কৃষ্ণাবেশে নিত্য প্রভু সুখ লাগি মাগে ।
 সহস্র সায়ক নিজ দেহ অমুরাগে ॥

প্রকাশভেদেতে তেঁহ শব্দী রেখা সখী ।
 এইরূপে এক দেহ গৌরমুখে সুখী ॥
 গৌরান্বিত আবেশে নকুল ব্রহ্মচারী ।
 তথা প্রহ্মামিশ্র সমান তাহারি ॥
 গৌরান্বিত কলা ধন্য ভগবান আচার্য্য ।
 গোপীনাথচার্য্য ব্রহ্ম বিজগত আর্ঘ্য ॥
 নববাহে সদাশিব ব্রহ্ম আবরণ ।
 য়েহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চৈতন্য অভিন্ন ॥
 য়েহ গোপেশ্বর বৃন্দাবনে গোপবেশে ॥
 নৃত্য কৈলা কৃষ্ণ আগে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ।
 শিবাত্মে কহে শুন ইহার প্রমাণ ।
 তৈরব শ্রিয়র সনে কহিলা যেমন ॥
 এক কার্তিকেশ্বর দীপধাত্রা মহোৎসবে ।
 রামকৃষ্ণ সখাসনে নৃত্য করে ধরে ॥
 মোর গুরু মহাদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে ।
 হেরিয়া উন্নত হৈল প্রেমানন্দমদে ॥
 গোপীশিশু রূপ ধরি গোপালসহিতে ।
 ক্রন্দন যথা লাগিলা নাচিতে ॥
 কুবের গুহ্যকেশ্বর মহাদেব মিত্র ।
 তুষিলা শ্রীদেবদেবে জপি দিগ্ধমস্ত্র ॥
 প্রসন্ন হইয়া কহে কি বর মাগহ ।
 তেঁহ কহে তুমি মোর পুত্রজন্ম লহ ॥
 তথাস্ত বলিয়া শিব অজীকার কৈলা ।
 কোনোকালে তব পুত্র হব বর দিলা ॥
 সেই কালে প্রতীক্ষা করিয়া যক্ষরাজ ।
 কষ্টেতে যাপন সেই কাল করে ব্যাজ ॥
 প্রভুর পার্শ্বে আসি তেঁহো জনমিলা ।
 সে তপেও কুবের তাঁহার নাম হৈলা ॥
 তাঁহার নন্দন শ্রীশ্রীঅদ্বৈত গোসাঞি ।
 তাঁহার গৃহিণী সীতা শ্রী-নামনী ছই ॥
 ছই ঠাকুরাণী যোগমায়া প্রকাশ ।
 মহাপ্রভু প্রতি ধার স্নেহের বিলাস ॥
 সীতাঠাকুরাণীপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ ।
 কার্তিকেশ্বর রূপে পূর্বে য়েহ জিনি চন্দ্র ॥
 অচ্যুতানামেতে পূর্বগোপী কহে কহে ।
 ছই রূপ মিলি প্রকাশয়ে এক দেহে ॥
 কৃষ্ণমিশ্র তাঁহার অমুজ বিচক্ষণ ।
 তাঁহারেও কার্তিকেশ্বর কহে সাধুজন ॥
 নন্দিনী জঙ্গলী ছই সীতা-সহচরী ।
 পূর্বে য়েহ শ্রীজয়া-বিজয়া অমুচরী ॥

যোগমায়া-প্রতিবিম্ব উমা মায়াকৃতি ।
 অভেদ করিয়া কহেন যোগমায়া উক্তি ॥
 শ্রীবাসপণ্ডিত ধীমান্ নারদ আসিত ।
 শ্রীমান্ পর্বতমুনি শ্রীরামপণ্ডিত ।
 শ্রীমুরারি গুপ্ত হনুমান কপিবর ।
 শ্রীঅঙ্গদ শ্রীমান্ পণ্ডিত পুরন্দর ॥
 শ্রীসুগ্রীব কপিরাজ শ্রীগোবিন্দানন্দ ।
 বিভীষণ মহারাজ পুত্রী রামচন্দ্র ॥
 জটিল রাধিকামঙ্গল তাহাতে মিলিত ।
 যে হেতুক প্রভু 'ভক্তাসঙ্কোচনে রত ॥
 ঋচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেহ ।
 প্রহ্লাদ তাহার সহ মিশ্র এক দেহ ॥
 হরিদাসরূপ যেহ নামেব মহিমা ।
 বাহু তুলি কহিলেন করিবা গরিমা ॥
 তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কখন ।
 প্রভু নৃত্য কৈলা যারে করি আ লঙ্ঘন ॥
 যবনের কূলে জন্ম হৈল যে কারণ ।
 পিতৃ-আভিশাপ শুন তার বিবরণ ॥
 পিতা শ্রীঋচাক মুন তাঁহার আজ্ঞাতে ।
 তুলসী আনিয়া দেন নিাত নিাত প্রাতে
 একদিন অধোত তুলসী আনি দিলা ।
 বালুকা আছিল দোখ শাপান্ত কারলা ॥
 কৃষ্ণভক্ত জন যে যবন কি ব্রাহ্মণ ।
 হানিলাভ কিসে তার সকলি সমান ॥
 বৃন্দাবনে অষ্টাসক্তি অগ্নিমা-আদিক ।
 অষ্ট-ভক্তরূপ প্রভুপদে প্রেমাদিক ॥
 অনন্ত গোবিন্দ রঘুনাথ সুখানন্দ ।
 দামোদর কেশব রাঘব কৃষ্ণানন্দ ॥
 ব্রহ্মপুত্র উর্দ্ধরেতা সমদর্শী সাধু ।
 নব ভাগবত জন্মে যথ। নব বধু ॥
 গৃহ মাতা পিতা ভেজি সম্যাস করিলা ।
 প্রভুসঙ্গে সদা থাকি তোষ জন্মাইলা ॥
 নৃসিংহানন্দ-তীর্থ ভারতী সত্যানন্দ ।
 শ্রীনৃসিংহ জগন্নাথ তীর্থ চিদানন্দ ॥
 বাসুদেব তীর্থ আর শ্রীপুরুষোত্তম ।
 গুরুভ্রাতৃ অবধূত আর গোপেন্দ্র শ্রীরাম ॥
 শঙ্কনিধি পদ্মনিধি আদি নবনিধি ।
 নিধি ব্রহ্ম শঙ্ক নাম গর্তে নব সুধী ॥
 পদ্মনিধি শঙ্কনিধি আর শ্রীশ্রীনিধি ।
 শ্রীগর্ত শ্রীকবিরত্ন আর সুধানিধি ॥

রত্নবাহু বিদ্যানিধি আর গুণনিধি ।
 প্রভুপ্রিয় বিজ্ঞপ্রোক্ত ভক্তিনন্দ সুধী ॥
 স্মৃথ নামেতে গোপ শ্রীযশোদা-পিতা
 নীলাধর চক্রবর্তী পিতা শচীমাতা ॥
 গর্গমুণি সহ তেঁহ হয় এক দেহ ।
 কহিলা প্রভুর ভাবি জন্মকথা যেহ ॥
 যশোদা মাতাব মাতা পাটলা-নামিনি ।
 শচীমাতার মাতা নীলাধরের বরনী ॥
 পুবাণপাঠক দেবানন্দ যে পণ্ডিত ।
 শ্রীভাণ্ডারী মুনি পূর্ব ব্রজে পুরোহিত ॥
 সনকাদি চতুঃসমুচ্চার নাথে খ্যাত ।
 কানীনাথ রামনাথ শ্রীনাথ শ্লোকনাথ ॥
 শ্রীলবেদবাস শ্রীমান্ দাস-বৃন্দাবন ।
 সখা শ্রীকৃষ্ণখাপীড় তাঁহাতে মিলন ॥
 শ্রীশুকদেব মহামহিমা অপার ।
 তেঁহ শ্রীবল্লভট্ট প্রভু প্রাণ যার ॥
 শ্রীমান্ গঙ্গাদাস আর জগন্নাথচার্য্য ।
 দুইরূপ হয়েন দুর্কস। মুণিবর্ষ্য ॥
 শ্রীচন্দ্রশেখর আব শ্রীউদ্ধবদাস ।
 চন্দ্রের আবেশে দৌহে করেন প্রকাশ ॥
 নিশাপতি বলি প্রভু ডাকিলা যাহাবে ।
 বিশ্বেশ্বর আচার্য্য যে হন দিবাকরে ॥
 ভাস্কর ঠাকুর পূর্ব বিশ্বকর্মা হন ।
 ভিক্ষুক বনমালী যেহঃ সুদামা ব্রাহ্মণ ॥
 প্রভুসঙ্গধন প্রাপ্তে দুঃখভ্রম গেল ।
 প্রেমভক্তিনিধি মিলি মহা আচ্য হৈল ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠদ্বারপাল শ্রীজয় বিজয় ।
 গোবিন্দ গুরুদ দৌহে প্রভু প্রিয় হয় ॥
 এবে শ্রীগুরু পণ্ডিত হয় যেহ ।
 অকুর হয়েন যেহ গোপীনাথসিংহ ॥
 কেহ কহে অকুর যে কেশবভারতী ।
 পুরী শ্রীপবমানন্দ উদ্ধবেব মূর্তি ॥
 ইন্দ্রদ্রায় রাজা শ্রীধনু রাজা প্রতাপরুদ্র ।
 সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য দেবগুরু ভদ্র ॥
 প্রিয়নন্দসখা অর্জুন পাণ্ডব অর্জুন ।
 মিলি রায় রামানন্দ প্রভুর স্বজন ॥
 কেহ কহে অর্জুনীয়া নামে গোপী সহ ।
 পান্দোত্তরখণ্ড সহ বিচার করহ ॥
 পাণ্ডব অর্জুন ব্রজে গোপীদেহ হৈল ।
 অর্জুনীয়া বলি নাম তাঁহার হইল ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

আরো যে প্রমাণ প্রভুবাণ্য বলবত্ত্ব ।
 ভুবানন্দ প্রতি প্রভু কহিল যে তত্ত্ব ॥
 তুমি পাণ্ডু হও তব পাঁচ যে নন্দন ।
 পাণ্ডব হয়েন পঞ্চ গুণে অগণন ॥ •
 ইহাতে অর্জুন তার নাহিক সন্দেহ ।
 অতএব তিনরূপে হন এক দেহ ॥
 প্রভুর অধিক প্রিয় সদাই আসন ।
 প্রভু ভৃত্যে দৌড়ে মিলি কৃষ্ণকথারঙ্গ ॥
 গৌরান্দ ভকত যত ব্রজপরিকর ।
 সংক্ষেপে করিব কিছু বর্ণন তাহার ॥
 শ্রীমান শ্রীদাম শ্রীল-অভিরাম ভেল ।
 ষোড়শাঙ্গের কাঁঠ য়েঁহ বংশী বাজাইল ॥
 সুন্দর ঠাকুর য়েঁহ পূর্বে শ্রীসুদাম ।
 পাণ্ডিত শ্রীধনজয় তেঁহ বসুদাম ॥
 প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত শ্রীগৌরীনাথ সুবল ।
 কমলাকব পিপিলাই য়েঁহ মহাবল ॥
 সুব হ গোপাল য়েঁহ উদ্ধাবনত্ত ।
 মহাবাহু সখা শ্রীমান মহেশ পাণ্ডিত ॥
 স্তোককৃষ্ণ য়েঁহ তেঁহ দাস পুরুষোত্তম ।
 নাগর পুরুষোত্তম য়েঁহ পূর্বে ব্রজে ধাম ॥
 অর্জুন নামেতে সখা পরমেশ্বরদাস ।
 লবঙ্গ নামেতে সখা কালা কৃষ্ণদাস ॥
 খোলাবেচা শ্রীধর পাণ্ডিত যে ব্রাক্ষণে ।
 খোলা কাডাকাড়ি প্রভু কৈলা যার সনে
 তেঁহ য়েঁহ হন ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল ।
 হলায়ুধ প্রভু হন পুরবে প্রবল ॥
 বলদেবসখা তেঁহ নাম যে প্রবল ।
 গুহেতে সমান প্রায় সমান যে বল ॥
 স্বরূপেতে কৃষ্ণকথা শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত ।
 গন্ধর্ব-আখ্যান কুমুদানন্দপাণ্ডিত ॥
 পূর্বে য়েঁহ ব্রজে চোট ভৃঙ্গার ভঙ্গুর ।
 প্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ কানীশ্বর ॥
 ব্রজে পূর্বে দাস প্রিয় রক্তক পত্রক ।
 বৈষ্ণব হরিনাম আদি অন্য যে সেবক ॥
 নীরসংস্কারী পূর্বে পমোদ বারিদ ।
 রামাই নন্দাই ভূত্য প্রভুমনবেষ্ণ ॥
 ব্রজের গায়ক মধুকণ্ঠ মধুত্রয় ।
 মুকুন্দ শ্রীবাসুদেব নায়ক বিদিত ॥
 নট চন্দ্রমুখ এবে মকরধ্বজ-কর ।
 প্রভুসুখে সুখী য়েঁহ গুণের সাগর ॥

ব্রজে য়েঁহ মৃদঙ্গ বায়েন সুধাকর ।
 ডম্ববাণ্ডে বিজ্ঞ তেঁহ ঘোর শ্রীশঙ্কর ॥
 চন্দ্রহাস নৃত্যরসে গুণের অবধি ।
 পাণ্ডিত শ্রীজগদীশ নর্ত্তনবিনোদী ॥
 কৃষ্ণের মুরলী মালা রাখে মালাধর ।
 এবে তেঁহ বনমালা পাণ্ডিত সুন্দর ॥
 বৃন্দাবনে শারী শূরা দক্ষ বিচক্ষণ ।
 শিবানন্দপুত্রবধো দুই ভ্রাতা হন ॥
 কবিকর্ণপুরের অগ্রজ গুণধাম ।
 শ্রীচৈতন্যদাস রামদাস দৌহানাম ॥
 অতঃপব বল্লবীগণের যে প্রকাশ ।
 কাঁহব কিঞ্চিৎ যে যে চৈতন্যে বিলাস ।
 প্রেমের স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী ।
 তেঁহ শ্রীমদগদাধরপাণ্ডিতকপধারী ॥
 বৃন্দাবনলক্ষ্মী শ্যামসুন্দরলক্ষ্মী ॥
 গোবৎসপ্রেমলক্ষ্মী গোবা-অঙ্গ কাস্তি-প্রভা
 বাধাকৃষ্ণ দুই তনু মিলিয়া গোবাজ ।
 গদাধর শ্রীধর দ্বিধাক্রমে বসরঙ্গ ॥
 শ্রীরাধার প্রাণসমা ললিতাসুন্দরী ।
 নিজনামতুলা নাম অহুগাধা করি ॥
 তেঁহ শ্রীবাধাব কপ গদাধরদেহে ।
 চৈতন্য শ্রীবাধা যথা তথা মিলি রহে ॥
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে ।
 এবং শ্রীস্বরূপগোবিন্দমীর বর্ণনাতে ॥
 শ্রীবাধা শ্রীগদাধর নাহিক সন্দেহ ।
 কাম্বীদেবীর সহ মিলি কহে কেহ ॥
 সে সত্য য়েঁহ লক্ষ্মী রাধিকাব অংশ ।
 সর্বলক্ষ্মীময়ী রাধা সর্ব-অবতংস ॥
 মহাপ্রভু নৃনা কৈলা ধরি রাধা-বেশ ।
 গদাধর হৈলা তবে ললিতা আবেশ ॥
 ইহাতে নাটকমতে প্রমাণ যে হয় ।
 সকল সম্ভব অলৌকিক যে বিষয় ॥
 গদাধরপ্রকাশ ব্রহ্মচারি ঐবানন্দ ।
 ললিতাব কপ করি কহে ভক্তবৃন্দ ॥
 প্রভুদেহে শ্রীরাধাশ্রীললিতাবিলাস ।
 ললিতার অংশে কিবা দ্বিতীয় প্রকাশ ॥
 শ্রীবাধাবিভূতি চন্দ্রকাস্তি পূর্বে ব্রজে ।
 তেঁহ এবে গদাধরদাসরূপে রাজে ॥
 পূর্ণানন্দা গোপী য়েঁহ বলদেব-প্রিয়া ।
 বিরাজয় অন্য গদাধর প্রকাশিয়া ॥

চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রিয়াবলীর প্রধানা ।
 কবিরাজ সদাশিব প্রকাশ অধুনা ॥
 পূর্বে ভদ্রাসখি এবে শঙ্কর পণ্ডিত ।
 যেহ তাকো পালি দৌহ ব্রজে অবস্থিত ॥
 এবে জগন্নাথ শ্রীগোপাল দৌহরূপে ।
 দামোদর পণ্ডিত চণ্ডীসীধর স্বরূপে ॥
 কার্যবিশেষেতে সরস্বতীর আবেশ ।
 প্রভুর যে প্রিয় গুণ নাহি যার শেষ ॥
 স্বয়ং শ্রীললিতাদেবী স্বরূপ গোপাম্বী ।
 চৈতন্যের প্রিয় চৈতন্যেতে মহাপ্রেমী ॥
 রাধাকৃষ্ণগুণলীলা কেহ যদি বর্ণে ।
 রসভাস হৈলে প্রভু নাহি শুনে কর্ণে ॥
 প্রথমে শ্রীস্বরূপগোসাঞি পরধেন ।
 তবে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন ॥
 কেহ কহে শ্রীবিশাখা রূপ তেঁহ হন ।
 শ্রীরাধারে যেহ কলাবিলাস শিখান ॥
 বেশরচনার পট যেহ চিত্রাসখী ।
 বনমালী কবিরাজ প্রভুসুখে সুখী ॥
 চম্পকলতিকা রাধাসুখের বিলাসী ।
 রাঘবপণ্ডিত তেঁহ গোবর্দ্ধনবাসী ॥
 ভক্তিরত্নপ্রকাশ নাম গ্রন্থ চমৎকার ।
 বর্ণিয়া করিলা যেহ ভক্তির প্রচার ॥
 সর্বশাস্ত্রবেত্তা তুঙ্গবিদ্যা রসবতি ।
 তেঁহ প্রবোধানন্দ-সরস্বতী যতি ॥
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত আদি কর্ণপেয় ।
 বর্ণিলেন গ্রন্থ সুধাধি উপাদেয় ॥
 ইন্দুলেখা সখী চন্দ্রমুখী রাধাপ্রিয় ।
 শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস ব্রজচারী-নামধেয় ॥
 রত্নদেবী সুরদিনী ভট্টগদাধর ।
 সুদেবী অনন্তাচার্য্য গৌরাক্ষিকর ॥
 কাম্বীশ্বরগোপাম্বী শশিরেখা যেহ পূর্বে ।
 ঘনিষ্ঠা শ্রীরাঘবপণ্ডিত যেহ এবে ॥
 ব্রজে কৃষ্ণে বনে খাড়াবস্ত্র লঞা দেন ।
 হেথা প্রভুহেতু ঝালি সাজাইয়া যান ॥
 গুণমাল তাঁহার ভাগিনী দয়রস্বতী ।
 কিবা স্নেহময় তাঁর গৌরাক্ষে পিরীতি ॥
 রত্নলেখা কৃষ্ণদাস কৃষ্ণানন্দ যেহ ।
 ব্রজে পূর্বে সখী কলাবতী নাম তেঁহ ॥
 শৌরসেনী এবে নারায়ণবাচস্পতি ।
 পীতাম্বর যেহ তেঁহ কাবেরী স্মৃতি ॥

সুকেনী মকরধ্বজ মাধবী যে গোপী ।
 মাধব আচার্য্য যশ যার পৃথ্বীব্যাপী ॥
 ইন্দ্রিয়া রূপসী যেহ শ্রীজীবপণ্ডিত ।
 স্মধুর নামে তুঙ্গবিদ্যাসহ শ্রীত ॥
 তেঁহ বিদ্যাবাচস্পতি শুভ্রদেশীর ।
 সুবিজ্ঞ পরম ধীর গৌরাক্ষেব প্রিয় ॥
 বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমধুরেক্ষণা ।
 চিত্রাকী শ্রীনাথমিশ্র শিষ্ট মহামনা ।
 কবিচন্দ্র যেহ তেঁহ মনোহরা সখী ।
 সারঙ্গ ঠাকুর তেঁহ যেহ নান্দীমুখী ॥
 প্রহ্লাদের আবেশ তাঁহাতে কেহ কহে ।
 শিবানন্দসেন দে মহাস্তমতে নহে ॥
 কলকঠি সুরকঠি যে গঙ্করী-আখ্যান ।
 বসু রামানন্দ আর সতারাঙ্গ-খান ॥
 কাত্যায়ানী নামেতে গোপী শ্রীকান্ত-সেন ।
 বৃন্দাবনে বনদেবী বৃন্দা যে আখ্যান ॥
 তেঁহ শ্রীমুকুন্দদাস খণ্ডবাসী হন ।
 বীরা নামে দূতী তেঁহ শিবানন্দ সেন ॥
 সর্বগোপীদূতী যেহ সর্বসমঞ্জস ।
 কৃষ্ণসুখে সদা সুখী কৃষ্ণে রসোল্লাস ॥
 ব্রজে বিন্দুমতী যেহ তাঁহার ঘরণী ।
 কবি শ্রীমান কবিকর্ণপুরের জননী ॥
 পূর্বমধুমতী ব্রজে এবে যে প্রভুর ।
 প্রিয়তম নরহরি সরকার ঠাকুর ॥
 ব্রজে প্রাণসখী যার নাম রত্নাবতী ।
 এবে তেঁহ গোপীনাথচার্য্য মহামতি ॥
 কৃষ্ণপ্রিয় সে বংশী বংশীদাস সে ঠাকুর ।
 শ্রীরূপমঞ্জরী রূপে গুণেতে প্রচুর ॥
 তেঁহ শ্রীমান রূপ নাম গোপাম্বী প্রসিদ্ধ ।
 সর্বগুণধাম সর্বজগত আরাধ্য ॥
 গৌরাক্ষের দ্বিতীয় যে কলেবর হয় ।
 যেহ বিনে কলিজীবের কি হৈত উপায় ॥
 শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রেষ্ঠা শ্রীরতিমঞ্জরী ।
 তাঁর নামভেদ হয় লবঙ্গ মঞ্জরী ॥
 তেঁহ শ্রীমান সনাতন গুণের সাগর ।
 শ্রীচৈতন্য-অভিন্ন তাঁহার কলেবর ॥
 সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বরাধ্য অমূল্য-রতন ।
 তাহাতে প্রবেশ চতুঃসন-সনাতন ॥
 জগতে আচার্য্যরূপে উপদেশ দিয়া
 ছদ্মভ মাধুর্য্য ভক্তিরস প্রচারিলা

শ্রীমান্ লবঙ্গমঞ্জরী য়ে প্রকাশ ।
 শিবানন্দ চক্রবর্তী বৃন্দাবনে বাস ॥
 পতিতপাবিন শ্রীগোপালভট্ট য়েহ ।
 শ্রীশ্রীমঞ্জরী রাধাকৃষ্ণপ্রিয় সেহ ॥
 সমুদ্র গভীর যাব আশ্রয় অগম্য ।
 নিদ্রাহার বিহারাদি দেবধর্ম সাম্য ॥
 কৃষ্ণপ্রেমপবাকষ্ঠা যে প্রেমের রসে ।
 শালগ্রামরূপ তেজি ত্রিভঙ্গ প্রকাশে ॥
 অনঙ্গমঞ্জরী সখী তাঁহাতে প্রবেশ ।
 সাধুগণ কহে য়েহ জনসে বিশেষ ॥
 শ্রীমান্ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহান্ ।
 গৌরাজ সর্বত্র যার গৌরাজ-পরায়ণ ॥
 পণ্ডিত সুশাস্ত মহাগভীর স্বভাব ।
 শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে ঐকান্তিক ভাব ॥
 ব্রজ তেঁহ শ্রীব্রতিমঞ্জরী আর রাগ ।
 চুই রূপে এক দেহ সর্বত্র বিরাগ ॥
 শ্রীমান্ দাস-বঘুনাথ ব্রজে শ্রীবসমঞ্জরী ।
 চৈতন্যকৃপার পুন বাস ব্রজপুরী ॥
 বিরক্ত উদার মহা মহাপ্রেমবান্ ।
 কৃষ্ণের দুঃখ জানি নিজ কুটীর বানান ॥
 সদা কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হৈতে রক্ষার কাবণে ।
 লণ্ডহস্তেতে ফিরে শ্রীকৃষ্ণের বনে ॥
 গোসাঞি জানিয়া ঘর বান্ধিয়া রহিলা ।
 কৃষ্ণের ব্যামচ জানি সহিতে নারিলা ॥
 শ্রীব্রতিমঞ্জরী কহে তাঁহারে কহেন ।
 নামভেদে ভানুমতী যাহাব আখ্যান ॥
 শ্রীবল্লভাঙ্গ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী ।
 বিলাসমঞ্জরী য়েহ ব্রজে পূর্বনামী ॥
 শত মুখ হৈলে তাঁর গুণ কহা যায় ।
 কিছু বিজে পারে মো-সবার সাধ্য নয় ॥
 এই ছয় গোস্বামীর মঞ্জরী আখ্যান ।
 কহিলাম সাধুজনাব যেমত বর্ণন ॥
 ভৃগুভট্টাকুর তেঁহ শ্রীপ্রেমমঞ্জরী ।
 লোকনাথ গোস্বামী শ্রীগীলা যে মঞ্জরী ॥
 কলাবতী রঙ্গোলাসী গুণতুঙ্গা ব্রজ ।
 শ্রীবিলাসকুন্তলীতে রাধাকৃষ্ণ পূজে ॥
 তাঁহা সবার প্রকাশ যে গুণেতে জানিহ ।
 গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব য়েহ ॥
 রাগলেখা কলাকেলি রাধাদাসী দুহ ।
 শ্রীশিখিমাহাতি মাধবী ভগ্নী সেহ ॥

পুলিন্দতনয়া মল্লী কালীদাস এবে ।
 শুক্লাধব ব্রজচারী যজ্ঞপত্নী পূর্বে ॥
 যাব স্থানে মহাপ্রভু অন্ন মাগি খান ।
 কেহ কহে ব্রজচারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ॥
 অজ্ঞ যজ্ঞপত্নী য়েহ অগদীশ হিরণ্য ।
 একাদশী-দিনে প্রভু মাগি খাইলা অন্ন ॥
 মথুরায় কৃষ্ণপ্রিয়া সৈরিক্রী সুনন্দরী ।
 তেঁহ কাশীমিশ্র বাস নীলাচলপুরী ॥
 মালতী শ্রীচন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা আদি ।
 শুভানন্দ শ্রীধরাদি নাহিক অবধি ॥
 সহস্র সহস্র গোপী চৈতন্তপার্ষদ ।
 পুরুষকপেতে কবে প্রেমের আশ্বাদ ॥
 নানালীলা করে নানাদেশে অবতারি ।
 লোকিকের ত্রায় রূপ স্বভাব আচরি ॥
 অসংখ্য গণন কহিবারে না পারিয়া ।
 কিঞ্চিৎ কহিল নিজ পবিত্র লাগিয়া ॥
 মহাস্ত য়ে কহে কহে উপ য়ে মহাস্ত ।
 সকলেই গুণসিদ্ধ সকলেই শাস্ত ॥
 ধনুবাসী নবহরি আদি আর যত ।
 গৌরাজপার্ষদগণ কত শত শত ॥
 সকল কহিতে নাহি পারয়ে অনন্ত ।
 কিঞ্চিৎ কহিল যাহা প্রকাশে মহাস্ত ॥
 শ্রীমান্ কবিকর্ণপুর শিবানন্দ স্মৃত ।
 তাঁহার মহিমা কিছু শুনিতে অদ্ভুত ॥
 শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু পূর্ণ কৃপা কৈলা ।
 শিশুকালে যার মুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলা ॥
 পাদাঙ্গুষ্ঠদান-ছলে ভক্তি সঞ্চারিলা ।
 গর্তে যবে তবে পুর্বদাস নাম দিলা ॥
 মহাকবি য়েহ মহাকাব্য প্রকাশিলা ।
 শ্রীজ্ঞানানন্দবৃন্দাবন চম্পু য়ে বর্ণিলা ॥
 নিজ নিত্যসিদ্ধ নাম দৈন্তেতে না কহে
 গুরুনাম নাহি কহে অপ্রকাশ যাহে ॥
 শঠ মীমাংসক আর তর্কিকের স্থানে ।
 গোপন করিবে সদা বদাচ না শুনে ॥
 ইতি গৌরগণোদ্দেশ কহিল সংক্ষেপে ।
 বৈষ্ণবের গুণগান গাহি কোনরূপে ॥
 শ্রীনাভাজীর মনের আশ্রয় জানিয়া ।
 গৌরগুণ কহিহু কিছু বিস্তার করিয়া ॥

গৌরাঙ্গভক্তগণ, গুণসাগরের কণ,
ব্রজা শিব না পাবে কহিতে ।
অস্তুর শক্তি কোথা, পশুর পর্বত যথা,
অসম্ভব লঙ্ঘন করিতে ॥
কি আশ্চর্য্য গৌরাঙ্গ-পার্বদে ।
দ্বিজগতে সুদুর্লভ, প্রেমানন্দ অমুভব,
হেন প্রেম দীপ্ত পদে পদে ॥
কিবা নৃত্য কিবা গীত, কিবা নিষ্কপট রীত,
নির্ম্মলসর দয়ালু সাগর ।
অনন্ত শুদ্ধ ভক্তি, মাধুর্য্য পিরীতি বীতি,
স্বাভাবিক যুগলে সভার ॥
গৌবান্দে পিরীতি-ভাব, অলৌকিক অসম্ভব,
কোটি প্রাণ হৈতে অতিশয় ।
গৌরাঙ্গভক্ত যত, গৌরাঙ্গের অভিমত,
দ্বিজগতে তুলনা না হয় ॥
মহাপ্রেম মহাভাব, মহাসংকীৰ্ত্তন-রব,
মহানৃত্য গীত-বাক্য আদি ।
মহারসেব উল্লাসে, আনন্দসাগরে ভাস,
অক্ষয়লে বহি যায় নদী ॥
প্রভুর স্বরূপশক্তি, যতেক ভক্তপংক্তি,
চিদানন্দসন্ধিনী শক্তি ।
আহাব বিহার যত, সকলি ত্রিগুণাতীত,
সৎ-চিৎ আনন্দ মুরতি ॥
প্রভুর ভক্ত বিনে, তাঁর মর্ম্ম কে না জানে,
প্রাকৃত বলিয়া অস্ত্রে কহে ।
শ্রীমুর্ত্তি তার্কিক জনে, যেমন প্রাকৃত মানে,
তথা যুটজনে দেখে তাহে ॥
গৌরাঙ্গভক্তপদে, যে জন বিষয়মদে,
শব্দ না লৈল যুটমতি ।
তার জন্ম বৃথা হৈল, পশুবত জনমিল,
ফল মাত্র তাহার দুর্গতি ॥
মাধুর্য্য না শুনিয়া, শাস্ত্রে নাহি প্রবেশিয়া,
দস্তে নানামত আরোপিয়া ।
নানা বোনি সদা ফিরে, কদর্যা উদ্ভব করে,
হেরি কাঁপে কৃষ্ণদাস হিয়া ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগৌরাঙ্গপার্বদস্বরূপবর্ণনঃ
তৃতীয়-মালা ॥

চতুর্থ মালা ।

দ্বাদশমহাভাগবতাদি চরিত্রবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈতচন্দ্র জয় গোবিন্দজুবন ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীশ্রী গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
দ্বাদশ মহাস্ত ভাগবত আদি কথা ।
শুনহ আশ্চর্য্য তার বিবরণ যথা ॥

(দোহা —মূল হিন্দী)

বিধি নাবদ শঙ্কর সন কাদিক কপিল দেবমনভূপ ।
নরহরিদাস জনক ভীষ্ম বলি শুক মুণিধর্ম্ম স্বরূপ ।
অস্তরঙ্গ অমৃতর ইবিজ্ঞাজ জো ইনু কোয়শ গায়ৈ ।
আদি অন্তলো মঙ্গল তিনকে শ্রোতা বক্তা পায়ৈ ॥
অজামীল পবন সহ নিবৈ পবন ধর্ম্মকো জান ।
ইনু কি রূপা ঔব পুনি সমুখে দ্বাদশ ভক্তপ্রধান ॥

(চীকা হিন্দী)

দ্বাদশ প্রসিদ্ধ ভক্তরাঙ্গ কথা ভাগবত
অতি সুখদাই নানাবিধি কাব গায়ৈ হৈ ॥
শিবজীকি বাত এক বহবা ন জানৈ কোউ
শুনি সরসানে তিয়ে ভাব উব ঝায়ৈ হৈ ॥
সীতাকে বিয়োগ রান বিকল বিপিন দেখি
শঙ্কর নিপুণ সতীবচন শুনায়ে হৈ ।
কৈশে যে প্রবীণদ্রশ কোতুকো নবীন দেখো
মনেউ করত অঙ্গ বৈসেতি বনায়ে হৈ ॥
সীতাকে স্বরূপ বেশ লেশহঁ ন ফেরফার
রামজু নিহারি নেকু মনমে ন আই হৈ ।
তব্ ফিবি আরকৈ শুনার দই শব্দবকো
অতি দুখ পায় বহুবিধি সমুঝাই হৈ ॥
ইষ্টকো স্বরূপ ধরো তাতে তন পবহারো
পরো বড়ো শোচ সতি অভিতবমাই হৈ ।
এসে প্রভুভাবপগে পোখিনমে জগমগে
লাগে মোকো পায়ৈ রহ বাত রিঝি গাই হৈ ॥

চলে মগ জাত উভে ধরে শিব দীর্ঘ পবে
করে পরণাম হিয়ে ভক্তি লাগি প্যারী হৈ ।
পারবতী পুছে কিয়ে কোনকো জু-কহো মোসো
দিশউ ন জন কোউ তবলো উচারি হৈ ॥
বরষ হাজার দশ বিতে তাঁহা ভক্ত ভয়ে
নয়ো ঔর হৈসেই দুজে ঠোর রীতে ধারী হৈ ।
শুনিকে প্রভাব হরিদাসনসো ভাব বড়ো
রহো কৈসে জাত চড়ো বঙ্গ অতি ভারী হৈ ॥

• অস্তার্থঃ ।

দ্বাদশভক্তরাজকথা জগবতে গায় ।
তাহে শিবজীর এক কথা শুহ হয় ॥
ভক্তিপ্রবীণতাচার্য্য শ্রীশঙ্কর হয়ে ।
যাহা শুনি বৈষ্ণবের আনন্দ বাড়য়ে ॥
বনমধ্যে রামচন্দ্র সীতার বিয়োগে ।
বিকল দেখিয়া শিব ব্যস্ত সতী-আগে ॥ :
কৌতুকে পার্করী সীতারূপ ধরি আইলা ।
রামচন্দ্র তার পানে ফিরি না চাহিলা ॥
ফিরি আসি মহাদেব হাসিয়া কহিলা ।
তাহা শুনি দেবদেব মনে দুঃখ পাইলা ॥
দেহত্যাগ কবি পুন দেহান্তর ধর ।
ইহা শুনি সূচ মনে কিবা যুক্তি কর ।
এ প্রশ্ন হয়ে কোন শাস্ত্র-অভিমতে ।
যেহেতুক দেহত্যাগ দক্ষের যজ্ঞেতে ॥
এক গ্রামস্থান দেখে আকাশে চলিতে ।
দেখি মাত্র ক্ষণেক স্তম্ভিত হৈল চিতে ॥
নামিয়া প্রণাম কবে গদগদ-ভাব ।
সতী কহে শূন্যস্থানে প্রণমহ কিবে ॥
তঁহ কহে বৈকুণ্ঠাদি তুল্য এই স্থান ।
অমৃত বৎসর পূর্বে ছিল এক মহান ॥
আর এক বৈষ্ণবস্থিতি ভবিষ্যৎস্থানে ।
প্রণাম করিলা বহুসংখ্য নমনে ॥
হরিদাসের প্রভাব শুনি গিরিশনন্দিনী ।
রঙ্গ চাড়ি গেল চিত্তে অদ্ভুত কাহিনী ॥

—

শ্রীঅজামিলজীউ ।

(ঢাকা হিন্দী)

ধরো পিতৃ মাতৃ নাম অজামীল সাচো ভয়ে
কিরো অজামীল ছোটী ভিয়া শূন্যজাতকী ।

কিরো মদ্যপান সো শয়ান গৃহি দূরি ডাডো
মারো তন বাহি সো জুকীনো লেকে পাতকী ॥
করি পরিহাস কাহ ছুটেনে পাঠায়ো সাধু
আর গৃহ দেখি বুদ্ধি আর গই সাতকী ।
সেবা করি সাবান সন্নি বিদ্যার লিয়ো
নাবারণ নাম ধরো গর্তবাল বাতকী ॥
• আর গহো কাল মোহজালমে লপটি রহো
মহাবিকরাল যমদুতছ দিখাইয়ে ।
বহি সূত নারায়ণ নাম জাকুপা কৈ দিয়ো ।
লিয়ো সো পুকারি সুর আরতি শুনাইয়ে ॥
শুনতহি পারবন আয়ে বাহি ঠোর দোরি
তোবি ডারে পাশ কহো ধর্ম সমুখাইয়ে ।
হারলো বিড়ারে জায় পতিপৈ পুকারে কহি
শুন বঙ্গমারে মতি জালো হরি গাইয়ে ॥

অস্তার্থঃ ।

অজামিল নাম এক-ব্রাহ্মণ-কুমার ।
সর্বধর্মবহিস্কৃত অধর্ম অপার ॥
গোব্রাহ্মণসহস্রা মদ্যপ মাংসানী ।
ব্যাধের আচারে করে হত্যা রাশি রাশি ॥
গৃহ-স্ত্রী-ত্যাগী বেষ্ঠা-সনে বনে বাস ।
তাহে চারি পুত্র এক গর্তেতে নিবাস ॥
দৈবযোগে এক সাধু অতিথি আইলা ।
অজামিল আতিথের ছুটে কহি দিলা ॥
অহো অজামিলের জ্ঞান উন্মুখ হইল ।
ভাগবশে সাধুর পাদস্পর্শ গৃহে হৈল ॥
পত্নী তাঁর ভক্তিভাবে আতিথ্য করিল ।
সাধু তবে তাহাদিগের বৃত্তান্ত জানিল ।
সাধু পরহুখে দুঃখী দয়া উপজিল ।
তাহার মজল কিছু মনে বিচারিল ॥
কৃষ্ণনাম উপদেশ ইহার না লবে ।
কেমতে এহেন পাপী উদ্ধার হইবে ॥
ইহা ভাবি মনে এক উপায় চিন্তিলা ।
বিনয়ে বেষ্ঠার স্থানে কহিতে লাগিলা ॥
ভোজন করাঞা মোরে তুট কৈলে যোবা ।
তেমতি আমার এক নেহারো রাখিবা ॥
তোমার গর্তেতে এবার যে পুত্র জন্মিবে ।
নারায়ণ বলি তার নামটী রাখিবে ॥
বেষ্ঠা হাসি হাসি কহে ইথে কি লাগিব ।
ভাল ভাল ঐ নাম অবশ্য রাখিব ॥

হাস্তরূপে সে দিন হৈতে সেই নাম দিল । *
 সাধুদর্শনসুখা বিধাতা সিঞ্চিল ॥
 কথোদিনে সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইল ।
 পিতার প্রিয়তমদেহ পীড়িত আছিল ॥
 নারায়ণ হেতু পুন নারায়ণ নাম ।
 ছুই করে লয়ে পুত্রে রাখে অবিরাম ॥
 মৃত্যুকালে যমদূত পাশদণ্ড লঞা ।
 ঘেরিল আসিয়া সব পাপিষ্ঠ জানিঞা ॥
 ভয়ে নিজপুত্রে ডাকে বলি নারায়ণ ।
 - সর্বপাপ ছুটি হৈল সংসারমোচন ॥
 শ্রামলসুন্দর ছুই বৈকুণ্ঠের দূত ।
 হা হা হরি-ভক্তে দণ্ডে এ কি অদভূত ॥
 বলিতে বলিতে আসি যমদূতগণে ।
 গদ্য আর পদ্য আর তাড়নভৎসনে ॥
 অস্ত দস্ত কার কার হস্ত পাদ ভাঙ্গি ।
 কহিতে লাগিল ওরে মৃত্যুভি চন্দ্রি ॥
 নিম্পাপ নিগুণ অজামিল মহামতি ।
 এহেন জনেরে দণ্ড কি তোর শক্তি ॥
 ধর্মরাজদূত মোরা তোমরা কে হও ।
 অপমান কর আর পাপীরে ছুটাত ॥
 তেঁহ কহে তোর ধর্মরাজ কি এমতি ।
 ধর্ম তো সে নাহি জানে অহঙ্কার মতি ॥
 জন্মিয়া যে একবার ডাকে নারায়ণে ।
 তারে পাপী কহে তবে কি ধর্ম সে জানে ॥
 ইহা শুনি দূতগণ যমালয়ে গিয়া ।
 কাঁদিয়া কহরে দণ্ড পাশ আছাড়িয়া ॥
 কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার ॥
 ত্রৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চলিবে আর ।
 ধর্মরাজ কহে দূত কি অন্তায় হৈল ।
 দূত বলে আমাদের নাক কাটা গেল ॥ *
 অজামিল মহাপাপী নাহি পুণ্যলেশ ।
 তোমা লজ্জি তারে লৈয়া গেল কোন্ দেশ ॥
 কি জানি কাহার নাম নারায়ণ হয় ।
 পুত্রকে ডাকিল সেই নাম অমুখায় ॥
 হেনকালে ছুই মহাপুরুষরতন ।
 নবধন যিনি রুচি কমল-নয়ন ॥
 আসি মাত্র কৈল তার বন্ধন-মোচন ।
 মো-সত্য গতি এই দেখ বিস্তমান ॥

ইহা শুনি ধর্মরাজ হর্ষভয় পাইল ।
 কণকাল মোনে বুক হইয়া রহিল ॥
 কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ স্বরভেদ
 প্রেমের বিকার হৈল নানামত হে দ ॥
 ধৈর্য্য হৈয়া কহে রাজা গিয়াছিল কোথা ।
 কি কার্য্য করিলে বাপু খাঞা মোর মাথা ॥
 হের আইস শুন কহি অতিশুভ কথা ।
 প্রভুর নাম লৈল, কেনে গিয়াছিলি তথা ॥
 ত্রৈলোক্যের নাথ হরি জগতনিলাস ।
 তাঁর নাম লৈল সেই মুঞি যার দাস ॥
 কোটা কোটা মহাপাপ অস্তি পাপ হয় ।
 অগ্নিযোগে * তুলাবাশি যৈছে ভস্ম হয় ॥
 ইহা শুনি দূতগণ চমৎকারচিত্ত ।
 অনিমিধে রহে যেন পুতলিকা চিত্ত ॥
 ধীরে ধীরে কহে তবে ধর্মবাজভাগে ।
 হেন যদি তবে কেন না কহিলে আগে ॥
 তোমাব প্রভুব জনে কিবা রীতি হয় ।
 তবে কেহ আর মোরা না যাব তথায় ॥
 হরিনামগুণকথা যথায় শুনিবে ।
 তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে ॥
 নমস্কার করি তথা দ্বপথে যাবে ॥
 মুঞি তাঁবে নমস্কারি কাশ্মন-রবে ।
 মোব বাক্য না শুনিলে পাবে অমৃতাপ ।
 দূত কহে বুঝিলাম আর না রে বাপ ॥
 শ্রীল নাভাজীব এই তাৎপর্য্য অর্থ ।
 কৃষ্ণদাস কহে যাব পদরজস্বার্থ ॥

(দোহা—মূল হিন্দী)

মো চিত্তবৃত্তি নিত তঁহা রহো

যহাঁ নারায়ণপারবদ ॥

বিষকুসেন অয় বিজয় এবল বল মঙ্গলকারী ।

নন্দ সুন্দর সুভদ্র ভদ্র জগ-আমর-হারী ॥

চণ্ড ঐচণ্ড বিনীত কুমুদ কুমুদাক্ষ করুণালয় ।

শীল সুশীল সুসেন ভাবভক্তন প্রতিপালয় ॥

লক্ষ্মী পতি-প্রীণন প্রবীণমহ

ভজনানন্দভক্তনি হৃদ ।

মো চিত্তবৃত্তি নিত তঁহা রহো

যহাঁ নারায়ণপারবদ ॥

অস্তার্থঃ ।

অস্তার্থঃ ।

বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের পারিষদগণ ।
 তাঁহাদের শ্রীচরণে রহি চিত্ত-মন ॥
 বিঘক্‌সেন জয় বিজয় প্রবল আর বল ।
 নন্দ সুন্দ ভদ্র সুভদ্র মঙ্গল ॥
 চণ্ড প্রচণ্ড শুভ করুণানমিত ।
 কুমুদ কুমুদাক্ষ প্রভু বিনীত পুনীত ॥
 শীল সুশীল ভক্তপালক সুসেন ।
 লক্ষ্মীপতি প্রেমানন্দে সেবানন্দে মন ॥
 মোক্ষপারিষদ প্রভুর মহা-অনুভব ।
 সনকাদি প্রেরি কৈল অজ পুনর্ভব ॥
 জয় বিজয়েব প্রতি প্রতিকূলভাব ।
 যুদ্ধবস নহে বিনে সমান বৈভব ॥
 নিজ-পারিষদ-সনে সরস কোতুক ।
 অঙ্গহায়াসনে যেন খেলয়ে বালক ॥
 তিনজন্ম পবে নিজ আলয়ে আনিয়া ।
 নিত্যপ্রেমানন্দরসে রাখে ডুবাইয়া ॥

(দোহা—মূল হিন্দী)

হরিবল্লভ সব প্রাবথো
 যিনি পদরজ-আশা ধরি ॥
 কমলা গরুড় সুন্দর আদি
 ষোড়শ প্রভুপদরতি ।
 হনুমন্ত জাম্ববন্ত সুগ্রীব
 বিভীষণ শবরী জগপতি ॥
 ঐব উদ্ধব অম্বরীষ বিহর অক্রুব সুদামা ।
 চন্দ্রহাস চিত্রকেতু গ্রাহ গজ পাণ্ডবনামা ॥
 কোষাবব কুন্তাবধু পট ঐক্যত লজ্জা হরি ।
 হরিবল্লভ সব প্রাবথো যিনি পদবজ আশা ধরি ॥

(টীকা হিন্দী)

হরিকে যে বল্লভ হৈ ছল্লভ ভুবনমায়
 তিনহিকি পদবেলু আশা জিয় করি হৈ ।
 যোগী যতি তপা তাসো মেরো কছু কাজ নাহি ।
 প্রীতিপরতীতি রীতি মেবী যতি হাব হৈ ॥
 কমলা গরুড় জাম্ববান সুগ্রীবাদি সর্ব
 স্বাদরূপ কথা জাকি পোখিনমে ধরি হৈ ।
 প্রভুসো সচাই জগ কীরতি চলাই অতি
 মেরে মন ভাই সুধদাই রসভরী হৈ ॥

হরির বল্লভ যেই জগতছল্লভ ।
 বাহার চরণরজে সর্বার্থ সুলভ ॥
 সেই বজ-আশা-মাত্র করি অবিরাম ।
 যোগী যতি তপী সনে নাহি কিছু কাম ॥
 ভক্তপদরজমাত্র অর্থ করি মানি ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থে না বাধানি ॥
 কমলা গরুড় জাম্ববান সুন্দাদি ।
 ষোল মহাভাগবত প্রভুপদে রতি ।
 হনুমান সুগ্রীব বিভীষণ অম্বরীষ ।
 জগপতি শবরী ঐব গ্রাহ গজ-ঈশ ॥
 উদ্ধব বিহর অক্রুব চন্দ্রহাস ।
 সুদামা চিত্রকেতু ষাব হুদে হরিবাস ॥
 পাণ্ডব কুন্তাবধু গ্রাহ কোষাবব নামী ।
 যা সভার শ্রীচরণ অগতির স্বামী ॥
 বেদে গায় যাব কীর্তি কবির বাধান ।
 ভুবনপাবন হয় যাব গুণগান ॥

হনুমানজী ।

(টীকা হিন্দী)

রতন অপার সাব সাগর উদার কিরে ।
 লিয়ে হিত চায়কে বনার মালা করি হৈ ॥
 সব সুধসাজ রঘুনাথ মহারাজজুকে
 ভক্তসো বিভীষণজু আনি ভেট ধরি হৈ ॥
 সভাহিকি চাহ অবগাহ হনুমান গরে
 ডারি দই সুধি ভই যতি অরবরী হৈ ।
 রামু বিহু কাম কোন কোরি মণি দৌনে ডারি
 খোলি হুগ নামহি দিখায়ো বুদ্ধি হরি হৈ ॥

অস্তার্থঃ

হনুমান কপিপতি, ভক্তরাজ মহামতি,
 পরম উদার মহাশয় ।
 জগতের পূজ্যতম, যার স্নেহই মনকাম,
 যার নামে সর্বসিদ্ধ হয় ॥
 রামচন্দ্র-প্রিয়তম, জগতের অভিরাম
 উদারমহত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ।
 যত পারিষদগণ, লক্ষ কোটি অগণন,
 শ্রেষ্ঠমধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ ।

তরু-প্রেমানন্দধাম, অদ্ভুত যাহার কাম,
 তার মধ্যে শুন এক কথা ।
 ত্রিভুবনে সবে জানে, প্রসিদ্ধ শ্রীরামায়ণে,
 দেব-নর গায় যেই গাথা ॥
 বিভীষণ মহারাজা, রত্নাকর যার প্রজা,
 তার স্থানে লয়া সারমণি ।
 অহুয়োগে হার গাধি, রামচন্দ্র প্রাণপতি,
 গলে লয়া দিল ধন্য মানি ॥
 রামচন্দ্র হার লয়া, চারিপানে দেখে চায়া,
 ভাবে কোথা মোর হনুমান ।
 সুগ্রীবাদি যত জন, সবে ভাবে মনে মন,
 'না জানি কে প্রসাদভাজন ॥
 তবে হনুমান-গলে, অমূল্য রতনমাণ্ডলে,
 পরাইয়া হরিষে নিরখে ।
 হার পায়া মহাশয়, আনন্দে মগন হয়,
 ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে ॥
 রামনাম নাহি দেখি, মনে হৈলা মহাদুঃখী,
 প্রভু মোরে একি বিড়ম্বিতা ।
 পুনঃভাবে বুঝিলাম, ইহার অন্তরে নাম,
 একটা মণি দশনে ভাঙ্গিলা ॥
 ভাঙ্গিয়া নিরখে পুন, না দেখিয়া বামগুণ,
 পুন ভাঙ্গে পুন না দেখয়ে ।
 এইমত কটমটে, ভাঙ্গি ডারে ক্রিতিতটে,
 প্রভু দেখি মুচকি হাসয়ে ॥
 আরে বৎস হনুমান্ কি তোমার বিবেচন,
 হেন দ্রব্য হেলায় ডারিলে ।
 হনু কহে কিবা দ্রব্য, কিবা গুণ কিবা লভ্য,
 রাম নামবিহীন বিকলে ॥
 পুন চক্ষু মুখ কর, দেখ ত তোমার হয়,
 অস্থিচর্মমাংসময় মাত্র ।
 তাহে রামনাম কোথা, তবে কেন ধর বুধা,
 কি বিচারে কর নাম মিত্র ॥
 ইহা শুনি কপিরাজ, উঠে সেই সভামাঝ,
 নখে ধরি কাড়ে বক্ষস্থল ।
 তারকব্রহ্ম রামনাম, চমৎকার অভিরাম,
 'অস্থি-সন্ধি অঙ্কিত সকল ॥
 জনকমলিনী সীতা, স্নেহানন্দে পুলকিতা,
 রঘুমণিমুখপানে চাহে ।
 হর্ষ শোক স্নেহ মোহ, ক্রোধ মান হর্ষ সহ,
 ছনয়নে জলধারা বহে ॥

হন গুণ আত্মোপাস্ত, সঙ্করিয়া স্নেহবস্ত,
 শোকে মোহে অকৃত্রিম জ্ঞানী ॥
 প্রিয় প্রতিক্রোধ মান, হনুমানে কিবা দান,
 প্রত্যাশকাব কি করিলে জানি ॥
 তবে দয়াময় স্নেহে আলিঙ্গিয়া হনুদেহে,
 প্রভু ভূতা দৌহে অচেতন ।
 সুগ্রীবাদি বিভীষণ, দেবতা গন্ধর্বগণ,
 জয় জয় করে ঘনে ঘন ॥
 হনুমতে যোড়করে, হর্ষ স্তুতি নতি করে,
 ধন্য ধন্য করয়ে জগতে ।
 মুক্তি দীনহীন অতি, ভকতি-বঞ্চিত মতি,
 পদযুগ ধর মোর মাথে ॥

শ্রীবিভীষণজী

(টীকা হিন্দী)

ভক্তি যো বিভীষণকি কহে ঐশে কোন জন
 ঐশে কহু কহি জাও শুনো চিত লাগকে ।
 চলত জহাজ পরি অটক বিচার কিয়ো
 কোউ অঙ্গহীন নর দিয়ো লে বহারকে ॥
 যায় লগো টাপু তাহি বাক্সসনি গোদ লিয়ে
 মোদভরি বাজাপাস গয়ে কিলকায়েকে ।
 দেখত সিংহাসনতে কুদি পবে নৈন ভবি
 রা হিকে অকাব রাম দেখে ভাগ পায়কে ॥
 রচি সো সিংহাসনতৈপ লৈ বৈঠায়ে তাহি ছিন
 বাক্সসিনি রিয়া দেত মানি শুভ ঘরী হৈ ।
 চাহত মুখারাবন্দ অতিহি আনন্দভরি
 ঢবকত হৈ নৈন নার টেক ঠাটো ছড়ি হৈ ॥
 তউ ন প্রসন্ন হোত ছিন ছিন ছিন জোতি
 ছজিয়ে কুপাল কহো মেবি মতি ডরি হৈ ।
 করো সিন্ধুপার মোরে রহি সুখসার দিয়ৈ
 রতন অপার লাএ বাহি ঠোর ফিরি হৈ ॥
 রামনাম লিখি শীষমধ্য ধরি দিয়ো থাকে
 য়হি জলপার করে তার সাচো পায়ো হৈ ।
 তাহি ঠোর বৈঠো মানো নরো ঔর রূপ ভয়ো
 গরো যো জহাজ সোই ফিরি করি আয়ো হৈ ॥
 লিয়ো পহিচানি পুছো সবসো বখান কিয়ো
 হিয়ো হলসায়ো শুনি বিনৈকে চটায় হৈ ।
 পরো নীর কুদি নেকু পাপ ন পরশ করো
 হরো মন দেখি রঘুনি ধনাম ভায়ো হৈ ॥

অন্তর্ভুক্তঃ ।

বিভীষণ মহারাজ, অতুলন ভক্তমাখ,
মহিমার বর্ণন না হয় ।
ভাই বন্ধু রাজ্যভোগ, অনায়াসে করি ত্যাগ,
শ্রীচরণ করিলা আশ্রয় ॥
শ্রীপুরুষ ছইজন, সেবে রাজ্য শ্রীচরণ,
ভাসিয়া যে আনন্দসাগরে ।
সরমা শরণাভাবে, ঠাকুরাণীর পদ সেবে,
আপনি সেবয়ে ঠাকুরেরে ॥
যারে মৈত্র্যভাব কুরি, আলিঙ্গন করে হরি,
নিজহস্তে রাজ-অভিষেক ।
শ্রীহস্ত বুলায়ে আদ্র, পিরিতি কোতুকরঙ্গ,
বরদান করিলা অনেক ॥
ভক্তির চমৎকার, নাহি যার পারাবার,
তাঁহে এক অপক্লপ গুণ ।
এক সদাগর হয়, জাহাজ লইয়া যায়,
চরে লাগি আটকিল পুন ॥
জাহাজ-উপরে কেহ, আছে হীন অঙ্গ দেহ,
সিকুজলে তারে ডারি দিল ।
অন্নবুদ্ধি সদাগর, শ্রেয় হেতু ডারে নর,
ভাসি ভাসি লঙ্কায় লাগিল ॥
দেখিয়া রাক্ষসগণে, এ কি জন্তু ভাবে মনে,
খিল খিল হাসয়ে সবাই ।
কৌতুকেতে সবে তাঁর, উঠাইয়া লয়া করে,
রাজা আগে রাখে লয়া য'ই ॥
রাজা চমকিত মন, যেন দরিদ্রের ধন,
লক্ষ দিয়া উঠাইয়া লৈল ।
রামচন্দ্র নরাকৃতি, উদীপন হৈল মতি,
দেহ অঙ্গ পুলকে ভরিল ॥
রত্নসিংহাসন আনি, বসাইয়া নিজ পাণি,
তলে করে চরণসেবন ।
নানা বস্ত্র অলঙ্কারে, সাদরে পূজয়ে তারে,
চমকিত নিশাচরণ ॥
স্বর্ণ-আশা করে লয়া, চিবুকে ঠেকনা নিয়া,
দূরে দাড়াইয়া মুখ হেরে ।
মর-চিতে ভীত অতি, প্রসন্ন না হয় মতি,
কানিয়া কহয়ে উচৈঃস্বরে ॥
কুপানু হইয়া মোরে, দেহ লয়া সিকুপারে,
সেই বহু রত্নলাভ মোর ।

বাহুফুর্তি হর্যা রাজা, পাইয়া দৈব লজ্জা,
ভৃত্য কহে দেহ করি পার ॥
রামনাম লিখি শিরে, ফেলে সমুদ্রের নীরে,
যে নৌকায় ভব হয় পার ॥
হেনই সময় পুনঃ রামনামের কিবা গুণ,
আইল সেই নৌকা পুনর্বার ॥
সদাগর প্রেমে ভরি, ঝরয়ে নরনে বারি,
উঠাইয়া পুছে সমাচার ।
ভক্তরাজ-গুণকথা, নামের মহিমা তথা,
প্রেমামনে কহে তবে নর ॥
অহো সাধুসঙ্গ গুণ, সাক্ষাৎ দেখহ পুন,
তৎক্ষণাৎ ভক্তিরত্ন-লাভ ।
পশুসম যে আছিল, কণমাত্র সাঙ্গ হৈল,
আপনি তরিল আর তরাইল সব ॥
অতএব ক্রীতি স্মৃতি, আগম পুরাণ আদি,
ফুকারিয়া পুনঃ পুনঃ কহে ।
বৈষ্ণবের সঙ্গ কর, হরি-অনুরাগ ধর,
[ইহা বিহু আর কিছু নহে ॥
নাভাজীর শ্রীচরণ, ধূলি শিরে বিভূষণ,
করি এই অভিলাষ মনে ।
বৈষ্ণবের গুণগান, করিব অমৃতপান,
জন্মে জন্মে প্রেমদেবী সনে ॥

শ্রীশবরাজী ।

(টীকা হিন্দ)

বনমে রহত নাব শবরী কহত সব
চহতি টহল সাধু তন নানতাই হৈ ।
রজনীকে শেষ ঋষি আশ্রম প্রবেশ করি
লকরীন বোঝ ধরি আবে মন ভাই হৈ ॥
হাইবেকো মগ কারি কাকরিন বিনি ডারি
বেগি উঠি যাই নেক জাতি ন লখাই হৈ ॥
উঠত সবার কহে কোন ধোঁ বহারি গুরো
ভরো হিরে শোচ কোউ বড়ো সুখদাই হৈ ॥

অন্তর্ভুক্তঃ ।

পঞ্চবটীবনে এক চণ্ডালের কন্যা ।
মহাভাগ্যবতী তেঁহ ব্রজগতে যত্না ॥

শ্রীরামচরণে যার দৃঢ়ভক্তিযতি ।
 অতএব সাধু মহাপূজ্য মহাত্তমী ॥
 অপূৰ্ণ তাহার কথা শুন দিয়া মন ।
 যাহার শ্রবণে সৰ্বপাপবিমোচন ॥
 বনমধ্যে কৃষ্ণভক্ত সাধু মুনিগণ ।
 তাঁহাদিগের সেবা শবরীর হৈল মন ॥
 বন হৈতে শুককাষ্ঠ বোঝা বান্ধি আনে ।
 আশ্রমে রাখয়ে রাত্রে কেহ নাহি জানে ॥
 নদী যাইবার পথ বোহারি করয় ।
 কাঁটা কুটা কাঁকর সব দূরেতে ডারয় ॥
 প্রতিদিন করে ঋষিগণ ভাবে মনে ।
 কেবা পথ কাঁটি দেয় কেবা কাষ্ঠ আনে ॥
 একদিন শিষ্যগণ জাগিয়া রহিল ।
 দেখে রাত্রে কাষ্ঠ লয়া শবরী আইল ॥
 ধরিয়া তাহারে সবে চৌদিকে বেড়িল ।
 জ্ঞাসে মুখ হেঁট করি কাঁপিতে লাগিল ॥
 ঋষিগণমধ্যে কেহ হারভক্ত ধীর ।
 ভক্ত-মৰ্ম জানে মহা পণ্ডিত গম্ভীর ॥
 সাধুসেবাযতি দেখি আর্জ হইলা চিত ।
 রামনাম দীক্ষা দিলা করিয়া পিরীত ॥
 যত যত ছিল তথা বহির্গুণগণ ।
 জাতিপংক্তি হৈতে তারে করিল বর্জন ॥
 তেঁহ কহে অজ্ঞ যে তোমরা নাহি জান ।
 বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করি শ্রেষ্ঠ মান ।
 তথাচ না বুঝি তাঁরে অসংগ্রহ কৈল ।
 মুনি বিজ্ঞতম তাহে কাতর না হৈল ॥
 শবরীরে কহে মোর কাল পূর্ণ হৈল ।
 শ্রীরামচন্দ্রের লীলা দেখিতে না পাইল ॥
 তুমি ভাগ্যবতী শীঘ্র দেখিবে নয়নে ।
 মোরে পরম্পোক বাইতে হইল এখনে ॥
 রামচন্দ্রের আগমন আত্মোপাস্ত লীলা ।
 উপদেশ দিয়া মুনি তত্ত্ব জানাইলা ॥
 দেহত্যাগ করি তবে বৈকুণ্ঠে চলিলা ।
 শবরী গুরু শোকে কাতর হইলা ॥
 এতদিন মুনিগণ নদীতে প্রত্যাষে ।
 স্নানকালে শবরীও গেলা এক পাশে ॥
 মুনিদিগের ঘাটে স্নান করে চণ্ডালিনী ।
 ইহা বলি ভৎসনা করিলা কটু বাণী ॥
 ভক্ত অপরাধ পূর্বে হৈতে এবে দেখ ।
 ক্রমে নানা ভিন্ন মতি হৈল নানা দৃশ্য ॥

তৎক্ষণাৎ নদীর জল হৈল রক্ত প্রায় ।
 কুমি কীট হৈল দেখি উঠিয়া পলায় ॥
 তথাচ না বুঝে সব ব্রাহ্মণের গণ ।
 বলে হার জল কেনে হইল এমন ॥
 পত্রের কুটীর এক ঝোপড়া বান্ধিয়া ।
 শবরী রহেন রামচন্দ্র-পথ চায়া ॥
 তৃষিত চাতকী যেন মেঘ-আগমন ।
 প্রতীক্ষা করিয়া থাকে উৎকণ্ঠিত মন ॥
 বনমধ্যে ফলমূল আনে বহু দৃশ্যেণ
 মিষ্ট হৈলে রামচন্দ্রে দিব বলি রাখে ॥
 চাখিতে চাখিতে যেই ফল মিষ্ট লাগে ।
 যতনে রাখয়ে তাহা অতি অনুরাগে ॥
 শবরীর আশাবৃক্ষ সফল হইল ।
 কথোদিন পবে প্রভু আগমন কৈল ॥
 দয়ার সাগর বায় বন প্রবেশিয়া ।
 প্রথমেই ডাকি মোর শবরী বলিয়া ॥

অমৃতনিন্দিত বাণী, ভুবনমোহন ধনি,
 আব তাহে স্নেহের সহিত ।
 শবরীর কর্ণে আসি, প্রবেশিল সুধারাশি,
 কর্ণ পাতি রহে চমকিত ॥
 চারিদিক্ পানে চায়, উন্নত পাগলী প্রায়,
 শুভ্র যেন দাগিয়া রহিল ।
 হেন কালে দয়াময়, স্নেহে নেত্রে ধারা বয়,
 তথা আসি উপনীত হৈল ॥
 চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়, অনিষিদ্ধ নয়নে চায়,
 রামরূপে ডুবিল হৃদয় ।
 ক্রমে উঠি নানা ভাব, সুধাজিনি প্রেমার্ণব,
 রোমাঞ্চাদি দেহেতে ব্যাপয় ॥
 প্রভু-ভূত্যে দৌহে কান্দে, দৌহাপ্রেনে দৌহা বান্ধে,
 দুহু জনে স্থির নাহি থাকে ।
 শ্রীলক্ষ্মণ সুকুমার, প্রেম দেখি দৌহাকার,
 তেঁহ পুন ফুল ফুলি কান্দে ॥
 তবে স্থির বান্ধি মান, সেই ফলমূল আনে,
 আনন্দের আজু সীমা নাই ।
 উজ্জিষ্ট শুকুনা ফল, ভাঙ্গা মৃৎ-পাত্রে জল,
 পত্রাসন রচিল তথাই ॥
 দয়াল শ্রীরামচন্দ্র, সহিত অমুজানন্দ,
 বৈসে সেই কুটীরদ্বারে ।
 অমৃতের স্বাদুপ্রায়, সেই ফল জল খায়,
 কিবা ভক্তবৎসল ঠাকুরে ॥

শ্রীকামেশ অপরা নাচে, দুন্দুভিবাঞ্জন বাজে,
 পুষ্পবৃষ্টি ধন বরিষয় ।
 অহো কি দয়াল হরি, ধন্য শ্রেয়মাধুরী,
 ধন্য ধন্য শবরী যে হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণসমূহগণ, দেখি প্রভুর আচরণ,
 কেহ তুষ্ট কেহ ত বিমন ।
 কন্যী জানী নানা জন, নাহি ভক্তিরসজ্ঞান,
 তারা কহে এ কি বিবরণ ॥
 তার মধ্যে ভক্তিধর্ম, যে জানে পরমধর্ম,
 তার মন উল্লাসিত হৈল ।
 জাতিপাতি পণ্ডিত্যদি, ধিক্ ব্রহ্মসতকৃতি,
 ইহা বলি নাচিতে লাগিল ॥

নদীতটে গিয়া প্রভু পুছয়ে ব্রাহ্মণে ।
 জল রক্ত কুমি হৈল কিসের কারণে ॥
 মুনিগণ বলে প্রভু কারণ না জানি ।
 আচম্বিতে একদিন হইল অমনি ॥
 সর্ষঙ্গের শিরোমণি পরম ঈশ্বর ।
 শবরীহেলায় হৈল কহে পূর্বাপর ॥
 তখন বুকিল সব ব্রাহ্মণের গণ ।
 শবরীরে স্তুতি নতি করয়ে বাধান ॥
 রামচন্দ্র কহে শবরীর পদতল ।
 জলে স্পর্শ কৈলে জল হইবে নির্মল ॥
 তবে মুনিগণ সবে শবরীরে লগ্না ।
 জলে নামাইয়া দিল যতন করিয়া ॥
 তৎক্ষণে নদীর জল নির্মল হইল ।
 মহাতীর্থ হৈল মহামাহমা বাড়িল ॥
 প্রভু ছলে নিজভক্ত-মহিমা দেখাইল ।
 শবরীরে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে পাঠাইল ॥
 অতএব বেদের যে সিদ্ধান্ত যুক্তি ।
 যবন চণ্ডাল কৃষ্ণভক্তে করে নতি ॥
 কৃষ্ণভক্ত সেবে যেই নিষ্কপট মন ।
 কৃষ্ণদাস মাগে তার চরণে শরণ ॥

খগপতি জটায়ু ।

(টীকা হিন্দী)

জানকী হরণ কিয়ে রাবণ মরণকাজ
 তনি সীতাবাগী খগরাজ দৌড়ি আয়ো হৈ ।
 বড়িয়ে লড়াই লীন দেহ বারি ফোরি দীন
 জটায়ু প্রাণ রামমুখ দেখেবো স্নহায়ো হৈ ॥

আএ আপ গোরা সীস ধারি দুগধার লীচো
 দেই স্নিগ্ধ দেই গতি তনহু জরায়ো হৈ ।
 দশরথতাত মানি কিয়ে জলদান যহ
 অতি সনমান নিজরূপ ধাল পায়ো হৈ ॥

অস্বার্থঃ ।

শ্রীজানকী জগন্মাতা দুষ্টায়া রাবণ ।
 হরি লগ্না যায় করি রথ আরোহণ ॥
 রাম রাগ বলি মাতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 খগরাজ মহামতি দেখে হৈতে দূরে ॥
 রামচন্দ্র-মহিমো ত্রি-জগতের মাতা ॥
 রাক্ষসে লইয়া যায় মনে পায়্যা ব্যথা ॥
 ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু অঙ্গ ফুলাইয়া ।
 প্রচণ্ড বেগেতে যায় হুকার করিয়া ॥
 কে রে দুষ্ট থাক্ থাক্ এতেক যোগ্যতা ।
 মুণ্ডি বর্তমানে মোর লগ্না যায় মাতা ॥
 আজি তোরে যমালয়ে পাঠাব নিশ্চয় ।
 ইহা বলি এক পক্ষ আঘাত করয় ॥
 শ্রীরামভক্ত তাণে কে জিনিতে পারে ।
 কিন্তু তার বধ্য ন'হ সে হেতু না মরে ॥
 পাখাঘাতে বেদনা পাইয়া নিশাচর ॥
 জন্তগতি যায় পুন হইয়া সোসর ।
 পুনর্বার খগরাজ রথের সহিতে ।
 গুপ্ত বিস্তারিয়া গেলা প্রচণ্ড কোপেতে ॥
 গিলিয়া ভাবয়ে মনে কি কৈলু প্রমাদ ।
 গিলিলু জানকী সহ বড় বিসম্বাদ ॥
 ইহা ভাবি কণ্ঠ হৈতে উগারিয়া ডারে ।
 নানা অস্ত্র শেল শূন রাবণিয়া মারে ॥
 এইমত মহায়ুদ্ধ হৈল দুই জনে ।
 জটায়ু পক্ষ কাটি চলিল সদনে ॥
 শ্বাসমাত্র আছে খগরাজের শরীরে ।
 শ্রীমুখ হেরিয়া আশা প্রাণ ত্যজিবারে ॥
 প্রাণ বাউক তাহে দুঃখ নাহি জটায়ুর ।
 এ দুঃখ সিংহের ভার হরয়ে কুকুর ॥
 কথোক্ষণে শ্রীরামের দেখি শ্রীবদন ।
 কহিতে নারিলা সব ত্যজিলা জীবন
 পক্ষরাজ মহামতি দশরথের সখা ।
 পিতার বিয়োগ-শোক মনে দিল দেখা ॥
 কান্দেন শ্রীরাম জটায়ুরে কোলে করি ।
 বিলাপ করিয়া কত ফুকারি ফুকারি ॥

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

পিতৃকর্ম তায় ক্রিয়া লৌকিক করিলা
ভক্তরাজ ভাগ্যবান্ বৈকুণ্ঠে চলিলা ।
তাঁর পদরঞ্জে মুক্তি লুট বারে বার ।
এ জন মাগয়ে মাত্র সেই ধন সার ॥

অম্বরীষ মহারাজা ।

(টীকা হিন্দী)

অম্বরীষ ভক্তকি জু রীশ কোউ করে ঔর
বড়ো মতিবোর কোহ জাত নাহি ভাষিয়ে ।
দুর্কাসা ঋষি সীধ তনি নহি কাহ সাধু
মানি অপরাধ শির জটা খেচি নাখিয়ে ॥
লেই উপজাই কালকৃত্য বিকরালরূপ
ভূপ মহাধীর রহো ঠাটো অভিগাষিয়ে ।
চক্রহুঃখ মানিকৈ কৃণামুতে রাখ করি
পরী ভীর ব্রাহ্মণকো ভাগবত সাখিয়ে ॥

অন্তার্থঃ ।

অম্বরীষ মহারাজার সম্যক প্রকারে ।
গুণযশ মহিমা যে চাহে কহিবারে ।
উন্মাদ বাউল সেই বাউল হইয়া ।
চান্দ ধরিবারে চাহে হাত বাড়াইয়া ॥
আপন পবিত্র হেতু কিঞ্চিৎ মহিমা ।
গাউ বাছা করি তেজি অন্তর গরিমা ॥
কৃষ্ণভক্তজনের দেখ মহিমা প্রচণ্ড ।
দুর্কাসা অপরাধী হয়্যা ভ্রমিল ব্রহ্মাণ্ড ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেহ নারিলা রাখিতে ।
রক্ষা হৈল সেই ভক্ত শরণ লইতে ॥
অভেব বৃত্তান্ত তাঁর শুন মন দিয়া ।
বিশেষ কথন কিছু কহি বিবরিয়া ॥
মহান্ তপস্বী ঋষি দুর্কাসা মহর্ষি ।
বাদশাহ প্রত্যুষে অতিথি হৈলা আসি ॥
মহারাজ অম্বরীষ সম্মান করিলা ।
শিষ্যসকল মূনিবর স্থান হেই গেল ॥
অভূক্ত অতিথি গৃহে ভাবে মহীপাল ।
বাদশাহ অন্নকণ পারণের কাল ॥
বিচার করিয়া মনে জলবিন্দু থাইলা ।

হেন কালে ঋষি আসি বৃত্তান্ত জানিলা ॥

ভক্ত

ক্রমে নানা —

ক্রোধে মহাচণ্ড মুণি কহয়ে রাজারে ।
জলপান কৈলি আগে উপেক্ষিয়া মোরে ॥
ইহা কহি এক জটা ছিড়িয়া ফেলিলা ।
দীপ্ত এক অগ্নিকৃত্য তাহাতে জন্মিলা ॥
মহাবিকরাল সেই রাজারে ধাইলা ।
নির্ভয়েতে মহারাজা দাণ্ডায়া রহিলা ॥
সর্বতেজের আত্মা মহাতেজ-চূড়ামণি ।
ভক্তরক্ষা হেতু সদা ফিরয়ে আপনি ॥
তাঁর তেজ কণামাত্রে নির্মমমণ্ডিতে ।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে হুঃ ভস্মপাতে ॥
সেই প্রভুচক্র সূর্যশন উপনীত ।
দেখে কৃত্য ভক্তদ্রোহ করিতে উত্তত ॥
দেখিয়া ক্রোধেতে হৈলা প্রলয়-অনল ।
কৃত্য অগ্নি গ্রাস * কৈলা যেন বিন্দুজল ॥
তবে দুর্কাসারে ভস্ম করিতে ধাইলা ॥
জাসে মুনি শলাঘনপরায়ণ হৈলা ॥
মুনিরাজ পিছে চক্ররাজের ধাবন ।
ভস্মে কম্পাবিত মুনি সংশয় জীবন ।
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত ।
রক্ষ রক্ষ বলি ব্রহ্মার চরণে পতিত ॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মা কর্ণে হাত দিল ।
রাখিতে নারিব শীঘ্র হেথা হৈতে চল ॥
বৈষ্ণবাপরাধী তার না করি সম্ভাষ ।
শীঘ্র যাও মোরে কেন করহ বিনাশ ॥
নিরাশ হইয়া পুন শিবলোকে গেলা ।
সেখানেও ওই মত বচন শুনিলা ॥
বৈকুণ্ঠেতে গেলা যথা স্বয়ং লক্ষ্মীপতি ।
বর্ষাক্ত শরীর কম্পাবিত জাসমতি ॥
উচ্চৈঃস্বরে কহে রক্ষ রক্ষ জগন্নাথ ।
সূর্যশন আজি মোরে করয়ে নিপাত ॥
পূর্বাপর অন্তর্যামী শুনি তাঁর স্থানে ।
অন্তরে জন্মিল ক্রোধ চাহে মুনি-পানে ॥
মুহু মুহু স্বরে কিছু কহিতে লাগিলা ।
যাহা শুনি মূনিচিতে চমৎকার হৈলা ॥
ভক্ত মোর প্রাণ মুক্তি ভক্তের অধীন ।
মুক্তি ভক্তহৃদে বসি আমাতে অভিন ॥

* “নাশ”—গাঠান্দর ।

এ দেহ বিক্রীত মোর ভক্তের স্থানে ।
 হেন ভক্তদ্রোহ তুমি কৈলে কি কারণে ॥
 পণ্ডিত বেদজ্ঞ গুণ অভিমান দণ্ড ।
 কি বিচার করি অধরীষে দণ্ড কর ॥
 শরণাগতের রক্ষা এ মোর প্রতিজ্ঞে ।
 কিন্তু বিনে মোর ভক্তদ্রোহিজন অজ্ঞে ॥
 তথাচ উপায় কহি শুন সাবধানে ।
 সুদর্শন হৈতে যদি বাঁচিবে পরাণে ॥
 শীঘ্র অধরীষের শরণ লও গিয়া ।
 তা বিনে কোথাও রক্ষা না পাবে ভ্রমিয়া ॥
 এত শুনি মূনি ভয়ে লজ্জা পাঞা মনে ।
 বায়ুগতি চলিল প্রণমি শ্রীচরণে ॥
 হোথা মহারাজ সেই দিবস হইতে ।
 অনাহারে সেইস্থানে আছে বর্ষ হৈতে ॥
 নিজ বিষ না গণয় সাধু মহাশয় ।
 বিষাকুল এই পাছে ব্রহ্মহিংসা হয় ॥
 হেনকালে ঋষি গিয়া চরণে পড়িয়া ।
 বহুস্ততি কৈলা ভক্ত-মহিমা আনিয়া ॥
 সুদর্শন দণ্ড করুক তাহে নাহি ভয় ।
 কৃষ্ণভক্তদ্রোহী কৈলু এ বড় সংশয় ॥
 আগে নাহি জানি তোমা সভার মহিমা ।
 এবে জানিলাম মহামহিমার সীমা ॥
 তপ যোগ সাধি মোরা করি অভিমান ।
 তোমা সভা ভক্তিসিদ্ধ নহে এক কণ ॥
 যুগে যুগে সাধি মোরা কি ফল পাইলু ।
 তুমি সব ধন্য মুণ্ডি প্রত্যক্ষে দেখিলু ॥
 ব্রাহ্মণের কাকূবাদ অতি শুনি রাজা ।
 মহাকূষ্ঠ হৈলা যেন রাজদণ্ডী প্রজা ॥
 সুদর্শনে বহু স্তুতি করে করযোড়ে ।
 ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥
 তবে চক্ররাজ অপরাধ ক্ষমা কৈলা ।
 দুর্কীসা মহর্ষি তবে স্বস্থানে চলিল ॥
 আর এক কথা শুন অপূর্ব কাহিনী ।
 কৃষ্ণে দৃঢ়মতি উপজয়ে যাহা শুনি ॥
 দেশান্তরে এক রাজকন্তা ভাগ্যবতী ।
 অধরীষ কৃষ্ণভক্তি শুনে মহামতি ॥
 বিধি হেন পতি দেয় এই বাহ্য হৈল ।
 লজ্জা ত্যাগ করি মাতা পিতারে কহিল ॥
 অধরীষ রাজা যদি মোর স্বামী হয় ।
 নতুবা ত্যজিব প্রাণ কহিলু নিশ্চয় ॥

এত শুনি রাজা তথা পত্র পাঠাইলা ।
 অধরীষ রাজা শুনি উপেক্ষা করিলা ॥
 পুনশ্চ বৃত্তান্ত কহি বিজ্ঞ পাঠাইলা ।
 শুনি অদৌকার করি খড়্গ তাহে দিলা ॥
 হর্ষ হইয়া বিপ্র সেই খড়্গটি আনিলা ।
 শুভলগ্ন খড়্গসহ বিবাহ হইল ॥
 পতিগৃহে আইলা তবে কৌতুকবিধানে ।
 • রহে রাজ্যী যোগ্যস্থানে আসনে-ভূষণে ॥
 প্রাতঃকালাবধি রাজা কৃষ্ণসেবা করে ।
 গৃহমার্জনাদি ইহা বিদিত সংসারে ॥
 রাণী ব্রাহ্মমুহুর্তে উঠি সব সমাধরে ।
 রাজা আসি দেখে মোর কৰ্ম কে করয়ে ॥
 একদিন দেখে রাজা সন্ধান করিয়া ।
 সেবাকৰ্ম নই-রাণী করিছে আসিয়া ॥
 রাজা মনে ভুই কিন্তু কষ্টভাবে কহে ।
 মোরে বঞ্চ তুমি হেন উপযুক্ত নহে ॥
 হেন প্রজা যদি হয় বিগ্রহরূপধারী ।
 সেবন করহ তবে নিজ মাথে ধরি ॥
 রাজার আজ্ঞাতে রাণী বিগ্রহ স্থাপিয়া ।
 সেবানন্দে নিশিদিন যত্ন হৈল হিয়া ॥
 রাণীর চরিত্র রাজা শুনিয়া আনন্দ ।
 ভাব ভক্তি-দেখিবারে অন্তরে প্রবন্ধ ॥
 একদিন রাত্রিযোগে করিয়া গোপন ।
 রাণীর মহলে গেলা আনন্দিত মন ॥
 প্রকাশিতে দাসীগণে নিবারণ করি ।
 সন্ধিস্থানে দাড়াইয়া দেখে উঁকি মারি ॥
 বীণা বাজাইয়া রাণী গায় প্রভু-আগে ।
 অশ্রু-পুলক-তনু প্রেমে ডগমগে ॥
 দেখিয়া পুলক রাজা সন্নিকটে গেলা ।
 সেবার শূন্যলা দেখি চমকিত হৈলা ॥
 অন্য অন্য রাণীগণ সম্মুখে উঠিল ।
 নই-রাণী প্রেমে যত্ন ফুর্তি না হইল ॥
 দাসীগণ আন্তে-বাস্তে চেতাইতে চাহে ।
 রাজা হাত তুলি পুন মানা করে তাহে ॥
 দণ্ডেক বিসর্জে রাণীর বাহুফুর্তি হৈল ।
 রাজা দেখি চমকিয়া সম্মুখে উঠিল ॥
 গদগদভাবে রাজা বহু প্রশংসিলা ।
 শ্রীমতম মানি পুন নিজস্থানে গেলা ॥
 নই-রাণী-সঙ্গে লক্ষ রাণী ভক্ত হৈলা ।
 কৃষ্ণ-প্রেমরসে পুরে হাট বসাইলা ॥

কোটা কোটা জনমের পুণ্যপুণ্য দিয়া ।
যতনে রতন কেনে সেই হাটে গিয়া ॥
সে মূল্য যদি না মিলে মূল্য আছে আর ।
সাধুসঙ্গে লোভমাত্র উপায় তাহার ॥
তথা হি—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ,
কীর্ত্তাঃ যদি কুতোহপি লভ্যতে ।
তত্র লৌণামপি মূল্যমেকলঃ,
জন্মকোটিমুকুটৈন লভ্যতে ॥

কৃষ্ণভক্তিরসপূরিত চিত্ত, যদি কোন স্থানে প্রাপ্ত
হও, তাহা ক্রয় কর । কোটি-জন্মসঞ্চিত পুণ্যে
তাহা পাওয়া যায় না, একমাত্র তাহার মূল্য—তৎ
প্রতি অনুরাগ ।

সেই মহারাজা আর রাণীর চরণ ।
কৃষ্ণনামের কবে হবে মস্তক-ভূষণ ॥

শ্রীবিদুরজী ।

(টীকা হিন্দী)

হাতহি বিদুরনারী অঙ্গান প্রক্ষাল করি
আর গণ দ্বার কৃষ্ণ বোলিঠেক শুনায়ে হৈ
শুনতহি সুরসুধি ডারি লৈ নিভরী মানো
রাধ মদ ভরি দোরি আনিকৈ চিতায়ে হৈ ॥
ডারি দিয়ো পীত পট কটি লপটাই লিয়ো
হিয়ো শকুচায়ো বেশ বেগহি বনায়ে হৈ ।
বৈঠি টিগ আই কেরা ছিলি ছিলকা থরাই
আয়ো পতি খীজো দুঃখ কোটি শুণো পায়ো হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

বিদুরের নারী স্নান করে বস্ত্র রাখি ।
হেনকালে আইলা কৃষ্ণ বাহির খিড়কি ॥
ডাকেন মধুরস্বরে বিদুর বলিয়া ।
আনিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারে দাণ্ডাইয়া ॥
স্বরমাত্র শুনি প্রেমে উন্মত্ত হইলা ।
ব্রাহ্ম তুলি ঐমনি বিবশে চলি গেলা ॥
তাব বুকি কৃষ্ণচন্দ্র নিজ পীতাম্বর ।
উত্তরীয় বস্ত্র ডারি দিলা অঙ্গোপর ॥

বস্ত্র অঙ্গে জড়াইতে উঠিতে পড়িতে ।
কৃষ্ণকর ধরি লগ্না আইলা গৃহতে ॥
আনন্দে বিহ্বল কি করিবে নাতি আইসে ।
পাদ ধোয়াইতে মালা পরাইতে বৈসে ॥
বস্ত্র অলঙ্কার খুঁজি খেমি ঝাঁপি পাড়ে ।
পাড়িতে না সহ্য ব্যাক ছুড় ছুড় ডারে ॥
কিছুই নাহিক ঘরে নহিল পূরণ ।
খাণ্ডসামগ্রীপাত্র আছে বর্তমান ॥ *
সুদারিড্যা দশা মোর বিধাতা করিলা ।
ইহা চিন্তি খেদে অতি বিকল হইলা ॥
সুবাসিত জল আর মর্ন্তমান রত্তা ।
তাহা খাওয়াইতে মনে হইল অতি আশা ॥
চান্দমুখ হেরি হেরি বিহ্বল হিয়ার ।
নিকটে বসিয়া স্নেহে কদলী খাওয়ার ॥
ছিলিকা ফেলিয়া রত্তা শ্রীহস্তেতে দেয় ।
কখন বা শস্ত্র ফেলি ছিলিকা খাওয়ার ॥
চন্দ্রমুখ ভক্তাধীন অমৃতে অমৃত ।
ছোবা কলা দুই খান সুধাপরিমিত ॥
হেন কালে শ্রীমদ্বিদুর মহাশয় ।
শুনিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায় ॥
আশ্বেষ্যন্তে উঠিয়া চলিল নিজগৃহে ।
যাইয়া দেখয়ে পূর্ণচন্দ্রে সুধা বহে ॥
শ্রীচন্দ্রবদন তাহে সুধা মৃদুহাসি ।
হেরিয়া নাচয়ে সাধু প্রেমসিকু ভাসি ॥
আজি মোর ধন্য জন্ম ধন্য মোর গৃহ ।
সফল হইল মোর এ মানব দেহ ॥
ইহা বলি মুখচন্দ্র হেরে বার বার ।
দেখয়ে কলার ছোবা শ্রীহস্ত-উপর ॥
নারীরে ভৎসয়ে হা রে দুর্ভাগা পামরী ।
শ্রীহস্তে তুলিয়া দেহ ছোবা শস্ত্র ডারি ॥
তাহা শুনি ভাগ্যবতী উঠে চমকিয়া ।
শ্রীহস্ত হইতে ছোবা লইল কাড়িয়া ॥
বাহ্যক্ষুণ্ণি হৈয়া বহু আর্তনাদ কৈল ।
হা হা মুণ্ডি শ্রিততমে ছোবা খাওয়াইল ॥
সেই দুই নাবী আর পুরুষ-চরণ ।
লক্ষ লক্ষ পরণাম মোর কায়মনে ॥

* "মাত্র" পাঠান্তর ।

শ্রীসুদামাজী ।

(টাকা হিন্দী)

বড়ে নিহকাম সের চুনহ ন খামটিগ
আই নিজ ভাম প্রীতি হরিষো জনাই হৈ ।
শুনি শোচপরো হিরো ধরো অরবরো মন
গাবো লেকে করো বেলো হাঁজু সরসাই হৈ ।
জাবো একবার বহ বদন নিহারি আবো
জোটৈ কছু খা বো লাবো মোকো সুখদাই হৈ
কহি ভলি বাত সাত লোক মৈ কলক হৈসাই
আনিয়ত রাহি লিয়ে কিহি মিত্রতাই হৈ ॥

অন্তার্থঃ ।

সুদামা বিপ্রের কথা সম্পূর্ণ কথন ।
যাহার তত্ত্বসকল খাইলা ভগবান ॥
অতিশয় নিহকাম যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
নের অন্ন নাহি হবে করিতে ভক্ষণ ॥
ভিক্ষা-উপজীবী কষ্টে দিবসযাপন ।
কভু বা আহার মিলে কভু অনশন ॥
একদিন তাহার ঘরনী শাস্তমতি ।
পুরাতনী বার্তা কহে স্বামীর সংহতি ॥
কৃষ্ণ যে তোমাব সখা দ্বারকার নাথ ।
দ্রাবিড়ভঞ্জন প্রভু জগতের তাত ॥
তঁার স্থানে গেলে সর্বদুঃখ হবে নাশ ।
তাহা শুনি ব্রাহ্মণের হৈল উল্লাস ॥
সত্য বটে মোর সখা দ্বারকার পতি ।
কি দ্রব্য লইয়া যাব তাঁহার সংহতি ॥
তত্ত্বলের কণাগুলি আছিল গৃহেতে ।
পুঁটুলি বান্ধিয়া লৈল ভেটের নিমিত্তে ॥
চলিলা ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ পথ না ই দেখে ।
খুদের পুঁটুলি কাঁখে কৃষ্ণ বলি ডাকে ॥
কথোদিনে দ্বারকার উপনীত হয়ে ।
পুরীর সৌষ্ঠব দেখি মনে বিচারয়ে ॥
মোব সখা কৃষ্ণের কি এতেক ঐশ্বর্য্য ।
কিংবা কোন ধনী হয় কিংবা রাজবর্ষ্য্য ॥
এত ভাবি ধীরে ধীরে চলে পুৰীদ্বারে ।
অহে কৃষ্ণ অহে সখা বলিয়া ফুকারে ॥
ব্রাহ্মণের অবাবিত দ্বার সবে জানে ।
লয়া গেলা ব্রাহ্মণেরে অন্তঃপুর-স্থানে ॥

চারিপার্শ্বে চাহি দেখে মণিমুক্তাময় ।
ধীরে ধীরে খুদ-পুঁটুলি বগলে লুকায় ॥
কৃষ্ণের লক্ষ্মীসনে বসুসিংহাসন ।
দেখিয়া মুচ্ছিত হয়া পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥
কৃষ্ণ আসি আগুঁরি উঠাইয়া লৈলা ।
আইস আইস সখা বলি আলিঙ্গন কৈলা ॥
প্রিয়বাক্যে তুমি বহু পাদ ধোয়াইয়া ।
পুছেন মঙ্গলবার্তা গৃহে বসাইয়া ॥
পুরাতনী গুরুগৃহে পাঠের বারতা ।
চরচা পড়িল কাষ্ঠ আনিবার কথা ॥
কৃষ্ণ কহে সখা তোমার কক্ষে কিবা হয় ।
সুদামা কহেন সখা না না কিছু নয় ॥
ইহা বলি লজ্জা পাই খুদের পুঁটুলী ।
ইখি উখি চাহে আর দাবে কাঁথ-তালি ॥
টানিয়া লইয়া কৃষ্ণ একমুষ্টি খাইলা ।
লক্ষ্মীদেবী কর পাতি একমুষ্টি লইলা ॥
পুন একমুষ্টি কৃষ্ণ লইয়া খাইতে ।
‘কাঁপিয়া ধরিয়া’ হা ন তুলি ধরে মাথে ॥
মোর দিবা যদি সখা পুন আর খাও ।
তোমার অযোগ্য ইহা তুমি যোগ্য নও ॥
কথোক দিবস বিপ্র তথায় থাকিয়া ।
বিদায় হইয়া মনে ভাবে পথে যায়্যা ॥
সখা মোর অতিশয় সম্মান করিলা ।
কিন্তু অর্থ সম্বল মোরে নাহি কিছু দিলা ॥
পুন ভাবে না দিলা যে সেই বহু দিলা ।
অর্থে রতমবৃদ্ধি ইহা বিচারিলা ॥
অতএব নিজপদে মতির স্থাপন ।
ধন নাহি দিলা মোরে ইহার কারণ ।
পুন ভাবে ঘরে কিছু নাহিক সম্বল ।
গৃহে যাই ব্রাহ্মণীরে বলিব কি বোল ॥
ভাবিতে ভাবিতে নিজ গ্রামে উপনীত ।
নিজগৃহ নাহি দেখি হৈলা চমকিত ॥
কোন্ ধনী ইহা আসি কৈলা রত্নকার ।
মহা ঠাটবাট দেখি দাসী অতুচর ॥
ব্রাহ্মণী কোথায় মোর কি করি উপার ।
হেনকালে বিপ্র দূরে হৈতে সে দেখয় ॥
এক নারী শত শত দাসীগণ সনে ।
নানা মণিমুক্তায় ভূষিত আভরণে ॥
নিকটে আলিয়া ডাকি সমাদর করি ।
বিপ্র কহে কে তুমি ডাকহ কার নারী

হাসিয়া ক । মুখি তোমার বরণী ।
 লক্ষ্মীনারায়ণ কৃপা কৈল ভক্ত জানি ॥
 তাঁহার আজ্ঞায় বিশ্বকর্মা আসি কৈল ।
 এ বরদ্বার ধনধান্য বহু দিল ॥
 তখন বুঝিলা বিপ্র সখার এ কর্ম ।
 আসিতে কিছু না দিল এই তার মর্ম ॥
 নবযুবাক্রমে দৌহে ভুঞ্জে নানাভোগ ।
 যার শ্রীচরণরঞ্জে খণ্ডে ভবরোগ ॥
 জন্মমৃত্যু জরা রোগ শোক গেল দূরে ।
 ডুবিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অমৃতসাগরে ॥

শ্রীচন্দ্রহাস রাজা ।

(ঢাকা হিন্দী)

হতো নৃপ এক তাকো স্মৃত চন্দ্রহাস ভরো
 পরি যো বিপত্তি খাই লাই ঔর পুর হৈ ।
 রজোকো দিবান তাকে রহি ঘর আনি বাল^০
 আপনে সমানসঙ্গ খেলৈ রস দূব হৈ ॥
 ভরো ব্রাহ্মভোজ কোউ ঐসোই সংযোগ বন্তো
 আরে বে কুমার যই বিপ্রনকো স্মর হৈ ।
 বোলি উঠে সর্বৈ তেরি স্মৃতাকো জুপতি রহৈ
 হবো চাইহে জানি শুনি গরো লজ যুর হৈ ॥

অন্তার্থ:

এক রাজপুত্র তার চন্দ্রহাস নাম ।
 বিপদকালেতে লয়া রাখে অন্যধাম ॥
 অন্য সেই দেশাধিপ রাজার দেওয়ান ।
 শিশু লয়া ভেট দিলা নৃপতির স্থান ॥
 পালন করিয়া রাজা রাখে নিজঘরে ।
 দাসীপুত্র ন্যায় থাকে নাহি সমাদরে ॥
 একদিন রাজপুরে ব্রাহ্মণভোজন ।
 সেইখানে গেলা শিশু সঙ্গে শিশুগণ ॥
 সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দেখি শিশুবর ।
 রাজার জামাতা হবে কহে পরম্পর ॥
 রাজ্য তাহা শুনিয়া কোভিত হৈলা মন ।
 মোর কঙ্কাযোগ্য এই দাসীর নন্দন ॥
 এত তাবি বিচারিল বালকে মারিতে ।
 জ্বলাদেরে আজ্ঞা দিল মশানে লইতে ॥
 স্বাভাবিক বালকের কৃষ্ণপরে রক্তি ।
 অজ্ঞেয় অভেদ হয় বেদের সঙ্গতি ॥

শিশুরে লইয়া গেল কাট্টিতে মশানে ।
 কৃষ্ণে যার মতি তার কি করিবে আনে ॥
 চন্দ্রহাস কহে মোরে হইবে মরিতে ॥
 কিন্তু এক কথা মোর নেহোরা রাখিতে ॥
 অঁখি মুদিতে মুহূর্ত্তেক বসিয়া থাকিব ।
 শির হেলাইব যবে খড়া হানিব ।
 ইহা বলি কৃষ্ণ পদে মন নিয়োজিল ।
 শির হেলাইয়ে খড়া হানিতে কহিল ॥
 কৃষ্ণ করুণায় মহাবলবানু হয় ।
 আজ হৈল সেই নীচগণের হৃদয় ॥
 কেহ কহে ছাড়ি দেহ যাক অন্তস্তরে ।
 মারিলু বলিয়া ছলে কহিব রাজারে ॥
 কেহ বলে কিছু চিহ্ন লহ দেখাইতে ।
 অঙ্গুলি কাটিয়া লহ প্রতীত হইতে ॥
 বালকের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলি ছিল ।
 বৃদ্ধ দুই অঙ্গুলির এক কাটি নিল ॥
 ঈশ্বরের কৃপা দেখ হয় গটতর ।
 রাজ যোগা নাহি হয় ছয় অঙ্গুলি নর ॥
 এই হেতু তার এক অঙ্গুলি কাটিল ।
 পরে নৃপাসনযোগা ছলে করাইল ॥
 নীচগণ লইয়া অঙ্গুলী দেখাইল ।
 চন্দ্রহাস যাইয়া অরণ্যে প্রবেশিল ॥
 ঐ রাজাব প্রতিযোগী কোন রাজা অন্য ।
 মৃগয়া করিতে গিয়া ঘেরিল অরণ্য ॥
 তার মধ্যে দেখে এক অপূর্ব বালক ।
 আনিয়া রাখিল ঘরে বৎসর কথোক ॥
 পুন সেই রাজা স্থানে ঐ যে বালক ।
 আর কত দাস দাসী ধনাদি যতক ॥
 আপনেতে ভেট দিল বিনয়পূর্বক ।
 চমকিয়া নৃপতি চাহিয়া রৈল মুখ ॥
 এনা বালকেরে পূর্বে কাটে মোর দূত ।
 পুন কোথা হৈতে আইল এ কি অদভূত ॥
 রাজা বুদ্ধিমানু মনে বিচার করিলা ।
 দূতগণ ছাড়ি মোরে প্রবঞ্চনা কৈলা ॥
 বালক কৃষ্ণভক্ত অবিবাহ নির্বন্ধ ।
 তখাচ না বুঝে রাজা মুমূর্ষুতি মন্দ ॥
 পুন মারিবারে চেষ্টা করয়ে নৃপতি ।
 কিছু দূরে উপবনে পুত্র আছে তথি ॥
 ভ্রাতা-অচ্যুত রাজকন্যা নাম বিখে ।
 ভ্রাতার নিকটে থাকে স্নেহেতে অধিকে ॥

বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রহাসে মারিবারে ।
 উপায় চিন্তিলা উপবনে পুত্রদ্বারে ॥
 পত্র লুপ্তে পুত্র ইহঁ যে দণ্ডে যাইবে ।
 সেই ক্ষণে বালকেরে বিষ সমর্পিবে ॥
 পত্র চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি ।
 উপবনে পুত্র স্থানে যাহ শীঘ্রগতি ॥
 পত্র লয়া শীঘ্র দিলা রাজপুত্র-স্থানে ।
 পত্র পড়ি বালক দেখিরা হর্যমনে ॥
 সুনন্দর কুমার দেখি বিচারয়ে মনে ।
 রাজা পাঠাইলা বিধে কন্যার কারণে ॥
 ইহা বুঝি রাজপুত্র সেইক্ষণ মাত্রে ॥
 ভগিনীর বিবাহ দিলেক সেই পাত্রে ॥
 হরিভক্তি-মহিমার মর্ম্ম কে জানয় ।
 বিষ দিতে বিধে দিলে এ বড় বিষয় ॥*
 বর কন্যা বরে আইলা মঙ্গলাচরণে ।
 বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা নিন্দয়ে আপনে ॥
 ছি ছি ধিক্ ধিক্ মোরে এ ছার জীবনে ।
 এত অপমান মোর না সহে পরাণে ॥
 মোর কন্যা হেন বরে বিধি ঘটাইল ।
 গর্ত্বাসে মোর কেনে মৃত্যু না হইল ॥
 শিশু কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নিষেধ ॥
 তখাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ ॥
 পুন মারিবারে তবু উপায় চিন্তয় ।
 কন্যা রাঁড় হয় হোক স্বাকার করয় ॥
 বিবাহের পরে দেবীপূজা কুলকর্ম্ম ।
 করিবারে গেলা বর লয়া শুভকর্ম্ম ॥
 রাণীগণ রাজপুত্রগণ সবে গেলা ।
 চন্দ্রহাসে মারিবারে দূত পাঠাইলা ॥
 ভালমন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে ।
 মনবুদ্ধি সদা মাত্র কৃষ্ণের চরণে ॥
 দেবীরে প্রণাম যে করিতে সবে কহে ।
 সেই তর্কে দূতগণ খড়্গহস্তে রহে ॥
 কৃষ্ণভক্ত-হিংসা দেবী সহিতে নারয় ।
 প্রতিমা ফাটিয়া উগ্রমূর্ত্তি বাহিরায় ॥
 খড়্গাঘাতে রাজপুত্র আদি নীচগণে ।
 মস্তক কাটিয়া করে কন্দুক-ক্রীড়নে ॥
 রাজা শোকাকুলি হয়্যা যায় দেবী-আগে ।
 আত্মঘাত করি নিজ পরাণ তেয়াগে ॥

কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অব্যর্থ সন্ধান ।
 চন্দ্রহাস বৈসে সেই রাজসিংহাসন ॥
 অতএব বিষের বিষ হরির ভক্ত ।
 তাঁর পদে যার যতি সেই এইমত ॥
 চন্দ্রহাস রাজসিংহাসনেতে বসিয়া ।
 শাসন করিলা রাজ্য কৃষ্ণভক্তি দিয়া ।
 এ ছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই ।
 সেই রাজ্যে প্রজা হয়্যা গেন জন্ম লই ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে দ্বাদশ-মহাজাগবত-আদিচরিত্রবর্ণনং
 চতুর্থ মালা ।

পঞ্চম মালা ।

কুন্তী-আদি-ভক্তমহিমা-কথন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 জয় রূপ-সনাতন ভক্ত-রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীকুন্তীজী ।

(টীকা—হিন্দী)

কুন্তী করতুতি কৈসে কঠের কোন ভূত প্রাণী
 মাগত বিপাক্ত বাসে ভাজে সব জন হৈ ।
 দেখো মুখ চাহো লাল দেখে বিন হিরে সাল
 হজিরে কৃপালু নাহি দিজে বাস বন হৈ ॥
 দেখি বিকুলাই প্রভু আঁখি ভরি আই কিরি
 বরহিকো লাই কৃষ্ণ প্রাণ তন ধন হৈ ।
 প্রবণ বিষোগ শুনি তন্নক রহো গরো
 ভরো বপু নারো অহো এতি সাচোপন হৈ ।

অন্তার্থঃ ।

ভাগ্যবতী কুন্তীজীর মহিমা অপার ।
 কিঞ্চিৎ শক্তি কারো নহে কহিবার ॥
 অলভ্য অগম্য গুহ্যতমাত্মিক গুহ্য ।
 অসম্ভব অলৌকিক মহিমাপ্রাচুর্য্য ॥
 কৃষ্ণকৃপা-অমৃতের রতন ভাজন ।
 যার কৃপা শুভদৃষ্টি মাগে জগজন ॥

* “বিষ দিতে বিধে দিলে এ বড় বিষয়”—পাঠান্তর ।

তাঁহার চরিত্রকথা বর্ণন না হয় ।
 যেন সিদ্ধজল সেন্টি শেষ নাহি পায় ॥
 ধীর সর্বেশ্বর্য্যাপদে মন না যাইল ।
 বিপদ-ঐশ্বর্য্য পুন প্রার্থনা করিল ॥
 কৃষ্ণপ্রেম-মকরন্দ আশ্বাদের মর্ম্ম ।
 যারে বেদ্য হয় সেই ভুলে দেহধর্ম্ম ॥
 অতএব কুন্তীজীর মহিমা অপার ।
 পর না পাইয়া করি সংক্ষেপে বিচার ॥
 তাঁর কণাভিক্ষা-আশে হৃদয় পসারি ।
 দরিদ্র আমবা আছি নিরীক্ষণ করি ॥
 হে দেবি, কৃপাব দারিদ্র্য ভঞ্জন ।
 শূন্য মোর চিত্তগৃহ দেহ প্রেমধন ।

শ্রীদ্রৌপদীজী ।

দ্রৌপদী-সতী কি বাত কঠৈ ঐসা কোন পটু
 খেঁচতহি পট পট কোটিগুণ ভএ হৈ ।
 ঘরিকাকে নাথ কহি বোলি যব সাথ ছতে
 ঘারিকাসো ফিরি আএ ভক্তি বানি নস হৈ

অস্তার্থঃ ।

দ্রৌপদীসতীর অসাধারণ মহিমা ।
 গুণের সাগর বার নাহি হয় সীমা ॥
 ধীর গুণ গাইতে ভারত-ঐতিহাস ।
 উল্লাসে উপরি ঘন রূপরি বহে শ্বাস ॥
 সভামধ্যে লইয়া দুর্ম্মতি দুঃশাসন ।
 বিবস্ত্রা কবিত্তে করে বস্ত্র আকর্ষণ ॥
 কৃষ্ণ হে বলিয়া সতী ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।
 উৎকর্ষা হইয়া আসি বস্ত্ররূপ ধরে ॥
 বিপক্ষ যতেক বস্ত্র টানিয়া খসায় ।
 ততই আইসে তার শেষ নাহি হয় ॥
 নানাচিহ্নবিচিহ্ন অমূল্য বসন ।
 রাশি রাশি হৈল কত না যায় গণন ॥
 সভাসদ দেখি সতে চমৎকার হৈল ।
 বিপক্ষ হ্রাবিয়া কিছু পার না পাইল ॥
 মহারাজগণ সবে বুঝিলেন মর্ম্ম ।
 অমুভাবে পাণ্ডবনাথের এই কর্ম্ম ॥
 একদিন বনবাসে পাণ্ডবের স্থানে ।
 বিপক্ষপ্রার্থিতে সে দুর্কীসা শিষ্যাসনে ॥

ভোক্তনের পরে দিবা অবসান-সমে ।
 দশ হাজার শিষ্য সনে আইলা আশ্রমে ॥
 ভক্ষ্যসামগ্রী কিছু নাহিক কুটীরে ।
 উদ্বিগ্ন হইলা অতি কম্পিত অন্তরে ॥
 সূর্য্যদত্ত পাকস্থলী পাক কৈলে তায় ।
 লক্ষ লোক খাইলে নাহিক ক্ষুদ্রায় ॥
 কিন্তু সে দ্রৌপদী যে পর্য্যন্ত নাহি ধায় ।
 খাইলে স্থানীর অন্ন তৎক্ষণাৎ ফুবার ॥
 একেতে অতিথি তাহে দুর্কীসা তেজস্বী ।
 করিবে এখনি কটাক্ষেণ ভয়রাশি ॥
 সন্ধ্যা করিবারে মুনি গে'য়া নদীতীর ।
 দ্রৌপদীসহিত সতে ভাবিয়া আশ্রয় ॥
 দ্রুপদনন্দিনী সতী ভাবিলা যুক্তি ।
 পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিনে নাহি গতি ॥
 হে কৃষ্ণ হে সখে ও'হ শ্রীমধুসূদন ।
 এইবার রক্ষা কর লইলু শবণ ॥
 তোমার পাণ্ডবকুল আজি যে ভইতে ।
 বিনাশ হইল বাথ এই সঙ্কটেতে ॥
 ইহা বলি উচ্চৈঃস্ববে কান্দিতে লাগিলা ।
 তেনকালে শৌর্য কৃষ্ণ উপনীত হৈলা ॥
 কৃষ্ণ কহে কেন সখি কাদ কি কারণ ।
 চমকিয়া উঠি চর্যে কহে বিবরণ ॥
 কৃষ্ণ কহে যে হয় সে পশ্চাতে করিহ ।
 সম্প্রতি আমার ক্ষুণা খাইতে কিছু দেহ ॥
 বিপদ ভুলিয়া স্নেহ চমাকত হৈল ।
 কৃষ্ণমুখ শুক দেখি অন্তর বিকল ॥
 হা হা ঘবে কিছু নাহ কি দিব খাইতে ।
 কৃষ্ণ কহে বহুদ্রব্য আছে পাকপাত্রে ॥
 দ্রৌপদী কহেন পাত্র রেখেছি ধুইয়া ।
 কৃষ্ণ কহে আছে দেখ আশপাশ চাও ॥
 দেখয়ে আছয়ে মাত্র এক পাককণা ।
 কৃষ্ণ জোরাবরি দিলা বদনে আপনা ॥
 বিশ্বস্তর সেই কণায় তৃপ্ত যদি হৈলা ।
 অগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূর গেলা ॥
 হেথা ঋষি দশহাজার শিষ্য সাহিতে ।
 উদরস্পন্দন কেহ না পারে চলিতে ॥
 নানা মিষ্ট সামগ্রীর উদগার উঠয়ে ।
 হেউ হেউ করি পেটে স্বহস্তে বুলয়ে ॥
 পরস্পরে সতে সভার মুখপানে চাচে ।
 উদয় ফাটিয়া উঠে সবে সবার কহে ॥

রাজা স্থানে না বাইয়া কারে না কহিয়া ।
অমনি শিবোর সহ গেল পলাইয়া ॥
কৃষ্ণ যারে রক্ষা করে তৈলোক্যের মাঝে ।
কোথা পরাভব তার কেবা তারে ব্যাঞ্জে ॥
অতএব কৃষ্ণ-কৃপা পূর্ণ দ্রোপদীতে ।
লজ্জা নিবারিলা, পুন রাখে ঋষি হৈতে ।
অনেক প্রকারে কৃপা যায় বৈলা কৃষ্ণচন্দ্র ।
অতএব সৌভাগ্যের নাহি যার অন্ত ॥
তাঁহার চরণরজঃ ধরি মস্তকেতে ।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিनिधि লভ্য যার হৈতে ॥

শ্রীশ্রীভক্তদেব ।

যোগেশ্বর-আদি হরিরসে সুপ্রবীণ ।
তার মধ্যে শ্রীভক্তদেব কহি প্রেম চিন ।
হরি গৃহে আইল দেখি প্রেমে ভরি গেলা ॥
বস্ত্র উড়াইয়া ঘুরি নাচিতে লাগিলা ॥
উর্দ্ধবাহু হস্তা ঘুরি নাচিয়া বেড়ায় ।
‘ধম্মোহং ধম্মোহং’ বুলি বলে উচ্চরায় ॥
উন্নত পাগল যেন ক্ষণে উঠে পড়ে ।
কম্প অশ্রু কণ্ঠরোধ বাক্য গড়ে বড়ে ॥
যত সাধু সেবা সঙ্গে বিনয় প্রসঙ্গ ।
করিলা যে শ্রীভক্তদেব তাহারি এ রঙ্গ ॥
অতএব সাধুসেবা সাধুসঙ্গে মজ ।
দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ ।
বৈষ্ণবের পদরঙ্গ শিরের ভূষণ ।
করিয়া এড়াও ভাই সংসার-বন্ধন ।
কৃষ্ণপ্রেম সুখা-সুখসার-মহার্ণবে ।
অবগাহিবারে কেহ বুদ্ধিমান হবে ॥
একান্ত নিশ্চয় তবে এই সুসিদ্ধান্ত ।
বৈষ্ণবচরণে লও শরণ একান্ত ॥
কুতর্ক না কর ইথে তর্কে বহুদূর ।
অতিদূরে তেজ সঙ্গ তার্কিক অসুর ॥
সাধুশাস্ত্রমতে সৎ-সম্পদানুক্রমে ।
যজ যদি আশা কর রত্ন কৃষ্ণপ্রেমে ॥
প্রবেশ করিয়া মতি অন্তরে বিচার ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-রস আন্বাদন কর ॥

শ্রীপ্রাচীনবর্হি রাজা ।

(দৌহা—মূল হিন্দী)

অংত্রী-অম্বুজ-পাংসুকো জনম জনমহৌ যাঁচিহৌ ।
প্রাচীনবর্হি সত্যব্রত বহুগণ সগর ভগীরথ ।
বাল্মিকী মিথিলেশ গএ জে জে গোবিন্দপথ ॥
কৃষ্ণাঙ্গদ হরিচন্দ ভারত দধীচি উদার ।
স্বরথ সুধম্মা শিববি সুরমতি অতি বলিকি দার ।
নীল মোরধ্বজ তাম্রধ্বজ অলক কীরাতিকিচিহৌ ॥
অংত্রী অম্বুজ পাংসুকো জনম জনমহৌ যাঁচিহৌ ॥

অন্তার্থঃ ।

সত্যব্রত বহুগণ সগর ভগীরথ ।
প্রাচীনবর্হি কৃষ্ণাঙ্গদ বাল্মিকি ভারত ॥
মিথিলেশ হরিচন্দ্র দধীচি উদার ।
স্বরথ সুধম্মা শিব ভবনিধিপার ॥
তাম্রধ্বজ অলক আর নীল মোরধ্বজ ।
বসুমতী অতি বলিদার পাদরজ ॥
জনমে জনমে করি মস্তকে ভূষণ ।
ইহা বিত্ত নাহি মাদো আর কিছু ধন ॥

(টীকা হিন্দী)

জনম জনমকো ন মেরে কিছু শোচয়দো
সন্তপনকজরেণু শৌষণ্য ধারিয়ে ।
প্রাচীনবর্হিকৈ আদি কথা পরসিদ্ধ জগ ।
উঠে বাল্মীকি বাত চিততে ন টারিয়ে ॥
ভএ ভীল সঙ্গে ভীল ঋষিসঙ্গ ঋষি ভএ
রামদর্শন পায় লীলা বিস্তারিয়ে ।
জিহ্নে জগ গাই কোহ শকৈ ন অদাই চাই
ভাই ভরি হিহৌ ভরি নৈন ভরি ডারিয়ে ॥

অন্তার্থঃ ।

প্রাচীনবর্হি আদি কবি প্রসিদ্ধ যে হয় ।
যেন রবি শশী পরিচয় না ঘুয়ায় ॥
তথাপিহ তার মধ্যে কিঞ্চিৎ কহিয়ে ।
বিবরণ মাত্র নিজ পবিত্র লাগিয়ে ॥
আর কিছু শোক মোর নাহিক অন্তরে ।
বৈষ্ণবের পদরেণু মাত্র ধরি শিরে ॥
প্রাচীনবর্হি আর ভূট বোম্বাইক ।
এক ভীলকূলে জন্মি হইলা অধিক ॥

আরে বিগ্রহকূলে জগ্নি ভীলসদ হৈল ।
 পশ্চাৎ সংসদ হৈতে ত্রৈলোক্য তারিল ॥
 তাঁহা দৌহার মহিমা যে পশ্চাতে কহিব ।
 প্রাচীন বর্হির কথা কক্ষিৎ বর্ণিব ॥
 প্রাচীনবর্হি রাজা পূর্বাবস্থায় কক্ষী হয় !
 নারদ দেবর্ষিয়ার ঘুগাইলা সংশয় ॥
 প্রাণেশ প্রমাণ কুশা পাতি যজ্ঞ করে ।
 দ্বিতীয় যজ্ঞেব দীক্ষা সেই কুশা অগ্রে ॥
 পশ্চিম-সাগর হৈতে পূর্ব-জলনিধি ।
 সঙ্কর করিলা যজ্ঞ নাহিক অবধি ॥
 দয়ালু নারদ ঋষি থাকিয়া আকাশে ।
 দেখিয়া ভাবেন মূর্খ না জানে বিশেষে ॥
 কর্মরজোরজে ইহার চক্ষু অন্ধ হয়ে ।
 অন্ধকারে সূর্য্যের কিরণ না দেখয়ে ॥
 অতএব হঠাৎ ভক্তিবোগ কহিব ।
 প্রথমেতে এক ইতিহাসেতে বুঝাব ॥
 ইহা চিন্তি দেবর্ষি তথাতে আইলা ।
 বুঝি বহুকালে নৃপের ভাগ্য প্রকাশিলা ॥
 বহু সমাদর করি আসন অর্পিলা ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া দণ্ডবৎ স্তুতি কৈলা ॥
 ঋষি কহে কিছু বার্তা চাহি কহিবারে ।
 মনোযোগ কর যদি স্তম্ভির অন্তরে ॥
 গোসাঞি দয়ার নিধি অপূর্ব কাহিনী ।
 কহেন শুনরে রাজা করি ঘোড়পাণি ॥
 পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নামেতে মিথুন ।
 অপূর্ব পুরীতে বৈসে রতনে জটন ॥
 পুরী নবদ্বার নবদিকেতে বিহরে ।
 রূপ-রস-শব্দ আদি ভোগ দ্বারে দ্বারে ॥
 পূর্বাগর ভূত ভবিষ্যৎ দিবানিশি ।
 কিছু নাহি জানে মাত্র যশস্বধরাশি ॥
 পঞ্চশিরসী সর্প তাহে পুরী রক্ষা করে ।
 দস্ত-অহঙ্কার-বসে আপনা পাসরে ॥
 কিছুকাল এইরূপ করয়ে বাপন ।
 কালকন্যা রাক্ষসী জরা করিয়া আখ্যান ॥
 ত্রৈলোক্য বিজয়ী সেই আসিয়া পশিল ।
 পুরী ভূজিবারে তথা উদ্যোগ করিল ॥
 পঞ্চশিরসী যে সর্প রক্ষক সহিতে ।
 বিগ্রহ করিয়া তারে হানে পদাঘাতে ॥
 পরাভব করি তার কপাট ভাঙ্গিয়া ।
 ক্রমে ক্রমে গৃহ ভাঙ্গে পুরী প্রবেশিয়া ॥

ভাঙ্গিয়া চূর্ণিত করি দেহ খেদাড়িয়া ।
 পুন বৈসে অন্য পুরী নির্মাণ করিয়া ॥
 পুন ঘাই জরা পুন পুরী ভাঙ্গি ডারে ।
 খেদাড়িয়া দেন আর পদাঘাত করে ॥
 এইমত কোটি কোটি পুরীতে বসয় ।
 সকলি ভাঙ্গয়ে আর নিগ্রহ করয় ॥
 দুঃখের অবধি নাহি চিন্তয়ে উপায় ।
 কাহার শরণ লব কেবা নিস্তারয় ॥
 রক্ষাকর্তা জানে সর্বদেব পিতৃযজ্ঞ । *
 সভাব শরণ ক্রমে লইলেন অজ্ঞ ॥
 কেহ রক্ষা করিবারে না হইল শক্ত ।
 ক্রেশের অবধি নাই ভাবে দিবানন্ত ॥
 পুরঞ্জমী কহে শ্রিয় কি করি উপায় ।
 আমি ত সহিতে আর নারি দুঃখচর ॥
 ত্রৈলোক্যে সভার ক্রমে লইলু শরণ ।
 কেহ ত নহিল দুঃখে রক্ষার কারণ ॥
 এক কথা মনে মোর পড়িল হঠাৎ ।
 তব পুরাতন সখা সভাকার নাথ ॥
 আছয়ে তাবিরে দেখ পড়ে কি না মনে ।
 পুরঞ্জন কহে এই হইল স্মরণে ॥
 তাঁহার শরণ তবে যাহারা লইল ।
 আর কোন ভয় নাহি নির্ভয় হইল ॥
 রাজা কহে গোসাঞি মুক্তি বুঝিতে নারিহু ।
 অল্পবুদ্ধি মোর নহে বুঝি স্পষ্ট বিহু ॥
 পুন বিবরিয়া মূনি কহে স্পষ্ট অর্থ ।
 যাহাতে বুঝয়ে রাজা অর্থের যাথার্থ্য ॥
 যে কহিহু পুরঞ্জন পুরঞ্জনা নাম ॥
 জীব আর বুদ্ধি হয় মিথুন অহুক্রম ॥
 পুরী সম দেহ নব-দ্বার নবরক্ষু ।
 যাহার দ্বারায় সুখ ভুঞ্জে মাত্র ধনু ॥
 পঞ্চশিরসী সর্প পঞ্চ প্রাণবাত ।
 যাহা বিনে দেহেন্দ্রিয় তৎকণে নিপাত ॥
 কালকন্যা জরা যেই কহিহু রাক্ষসী ।
 কালক্রমে ক্ষয় করে জরা দেহে পশি ॥
 পঞ্চশিরসী মনে যুদ্ধ যে কহিহু ।
 জরা ভাঙ্গিবারে চাহে প্রাণ রাখে তহু ॥
 জরাহানে পরাভবে রাধিতে নারিলা ।
 কপাট দশন ভাঙ্গি দেহে প্রবেশিলা ॥

দেহরূপ পুৰী সেই ক্রমে ক্রমে নাশে ।
 কাশখাস-আদি জন্মে বিনাশে শেষে ॥
 এইমত কোটি কোটি শরীর জন্মায় ।*
 একবার হয় আর বার যায় ক্ষয় ॥
 কভু স্বর্গে কভু মর্ত্যে কভু বা নরকে ।
 কভু দ্বীপান্তরে জন্মে কভু নাগলোকে ॥
 শৃগাল কুক্কুর কাঁট পতঙ্গ পাদপ ।
 নদ নদী শিরি প্রেত ভূত নিল ভূপ ॥
 নানাগোনি নানাবর্ণ * হয় অগণন ।
 রক্ষাহেতু করে নানাদেব আরাধন ॥
 নানায়জ্ঞ নানাবিধ করি শ্রাদ্ধা মানে ।
 কাহার শক্তি নাহি সংসারের জ্ঞানে ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে সাধুরূপা হয় ।
 পুরাতন সখা তবে মনেতে পড়য় ॥
 কর্মের বাসনা যায় বুঝে ভক্তিমর্গ ।
 সাধুসঙ্গে যজ্ঞে তবে পরমার্থ ধর্ম ॥
 পুরাতন সেই পরমাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র ।
 তাঁহার শরণ তবে লইয়া আনন্দ ॥
 সংসারমোচনহেতু প্রধান কারণ ।
 উত্তম প্রেমভক্তি সেই হেতু সনাতন ॥
 মুক্তি যাতে তুচ্ছ ফল করিয়া মানয় ।
 যার দেহে শুদ্ধভক্তিদেবীর আশ্রয় ॥
 এত শুনি প্রাচীনবরহি মহারাজা ।
 বুঝিয়া আপন বিবরণ পায় লজ্জা ॥
 অপূর্ব প্রহেলি শুনি চমৎকার হয় ।
 আপনা ধিকার করি ঋষিরে কহয় ॥
 আপনি কহিলে যেই সেই সত্য হয় ।
 ইহাতে আচার্য্যগণ মোরে না জানয় ॥
 মুনি কহে বিপ্রগণ অর্থ আকাজক্ষিত ।
 যেই জানে সেই নাহি করয়ে উচিত ॥
 তৎকথাং যজ্ঞে রাজা হইয়া বিরতি ।
 কুশাস্তুরি খুলিয়া ডাতিয়া দিল ক্ষিতি ॥
 গোসাঞির শ্রীচরণে পড়িয়া কান্দয় ।
 শরণ লইলু কহ আমার উপায় ॥
 মুনি কহে শ্রীকৃষ্ণচরণে সঁপি মন ।
 এখন চলহ বনে ছাড়ি রাজ্য ধন ॥
 রাজা কহে পুত্র করি রাজসমর্পণ ।
 মুনি কহে তাহা নহে এখনি গমন ॥

মুনি স্থানে দীক্ষা শিক্ষা করিয়া রাজন ।
 অমনি গমন কৈল ক্রমে ধরি মন ॥
 অতএব সাধু সঙ্ঘের দেখহ মহিমা ।
 ক্ষণমাত্র মহিমার নাহি যার সীমা ॥
 বিশেষ শ্রীনারদ মুনি হন দয়াময় ।
 জীবের নিস্তার হেতু কাতর আশ্রয় ॥
 হেন যে গোস্বামিপদে রহ যোর মতি ।
 জন্মে জন্মে এই যোর একান্ত কাকুতি ॥

শ্রীবাল্মীকিজী ।

দুই বাল্মীকির মধ্যে একের চরিত্র ।
 পশ্চাতে বর্ণিব তাঁর মহিমা পবিত্র ॥
 আর বাল্মীকি বৈহ শ্রীল নারায়ণ ।
 প্রকাশ করিয়া কৈলা ত্রৈলোক্য-পাবন ॥
 লোকে প্রকাশিয়া রামলীলা-শুণকথা ।
 ত্রিভুবন উদ্ধারিলা ভগীরথ যথা ॥
 পূর্বাবস্থা অসংসদে দম্ভাবৃত্তি কৈলা ।
 সংসদগুণে 'মরা মরা' যে জপিলা ॥
 বাল্মীকের মৃত্যুকাতে দেহ আচ্ছাদিল ।
 তে কারণে বাল্মীকি ঋষি নাম প্রকাশিল ॥
 সেই বাল্মীকি মহাভাগবত বলি ।
 কৃতি স্মৃতি যার গুণ পায় বাহ তুলি ॥
 তাঁর নামগুণগান যেই নর করে ।
 সেই ধন্য ধন্য হয় জগত-সংসারে ॥
 তাঁর পদরজ-ধারণের অধিকাই ।
 সেই ভাগ্য বুঝি মুক্তি কভু করি নাই ॥
 জনমে জনমে আর কিছু নাহি আশ ।
 আশা এইমাত্র হই বৈষ্ণবের দাস ॥

দ্বিতীয় বাল্মীকিজী ।

মহাত্মারতের রাজসূয়ের আখ্যানে ।
 যজ্ঞপূর্ণ হৈল রাজার যার আগমানে ॥
 বাল্মীকি তাঁহার নাম স্বগচ্ছ জাত্যংশে ।
 ভুবনপাবন তাঁর পরীক্ষা যজ্ঞাংশে ॥
 তাঁর বিবরণ কিছু সজ্জপে বর্ণিব ।
 দিগদর্শন মাত্র সুলার্য কহিব ॥

* "নানাব্যবস্থা"—পাঠান্তর ।

৩৬

মহারাজ পাণ্ডব ধর্মপুত্র বৃষ্ণিষ্ঠির ।
 শুদ্ধ অস্থানে রাজস্ব কৈলা ধীর ॥
 ব্রাহ্মণভোজন বহু লক্ষ লক্ষ হয় ।
 ক্রম করিয়া বণ্টা শম্ব যে বাজয় ॥
 পূর্ণকালে নাহি বাজে বিনয় হইয়া ।
 রাজা জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণে চমকিত হিয়া ॥
 শম্ব বণ্ট না বাজিল কি ছিদ্র হইল ।
 কৃষ্ণ কহে মহা ছিদ্র বৈষ্ণব না খাইল ॥
 যেহেতু অপূর্ণ তার শম্ব না বাজিল ।
 ক্রতিস্বতি-প্রমাণেতে বিধিবদ্ধ হৈল ॥
 রাজা কহে লক্ষ লক্ষ লোক যে খাইল ।
 ইহার মধ্যে কি কেহ বৈষ্ণব না ছিল ॥
 কৃষ্ণ কহে নাহি নাহি শুদ্ধভক্ত ধারা ।
 যজ্ঞেতে আসিয়া কেন খাইবেক তাঁরা ॥
 লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের যেই ফল ।
 এক ভাগবত-ভোজনের নহে বল ॥
 অতএব যজ্ঞপূর্ণ না হয় তোমার ।
 রাজা কহে কহ তবে উপায় ইহার ॥
 কৃষ্ণ কহে তব এই নগরের মধ্যে ।
 বাম্বীকি নামেতে কুইদাস সৎ-বুদ্ধে ॥
 ভগবৎ-ব্রহ্মবন্ত অতি সে সুনাদ্র ।
 জ্ঞাতিবুদ্ধি নাচি করে পবন পবিত্র ॥
 আমি যে কহিছ ইহা প্রকাশ না হয় ।
 জানিলে করিবে রোষ মোরে অতিশয় ॥
 মোর ভক্তগণ নিম্ন প্রকাশ না করে ।
 সাধারণ বেন বাহ্যে ভকতি অন্তরে ॥
 ইহা শুনি রাজা চমকিত ভাবভরে ।
 জানিতে পাঠান ভীমার্জুন দৌহাকারে ॥
 বাম্বীকি কৃষ্ণসেবানন্দেতে যগন ।
 সুখীর স্বভাব অতি তদগদ মন ॥
 চুঁড়িতে চুঁড়িতে দৌছে তথা উপনীত ।
 বাম্বীকি দেখিয়া হৈল অতি চমকিত ॥
 ধরধর কাঁপে সাধু সভর অন্তরে ।
 আমি নীচ রাজা কেন আমার ছুগারে ॥
 দণ্ডবৎ করি দৌছে করে বহু শুভ ।
 বাম্বীকি কহে ছি ছি এ কি অসম্ভব ॥
 পুন সাধু দৌহা আগে অষ্টাদে পড়িল ।
 উঠাইয়া দৌছে তাঁরে ফরয়ে লইয়া ॥
 বিনয় করিয়া কহে মোদের সদনে ।
 গদগোত আদি আর উচ্ছিষ্ট অর্পনে ॥

যাঠেতে হইবে কৃপা করি একবার ।
 তেঁহ কহে এ কি এ কি কটালিয়া কর ॥
 আমি নীচজাতি ক্ষুদ্র অস্পৃশ্য পায়র ।
 আমি কিসে যোগ্য যাইবারে রাজদ্বার ॥
 তবে যদি যাই আজ্ঞা লজ্জিতে না পারি ।
 যো-সমান-যোগ্য কর্ম করিবারে পারি ॥
 উচ্ছিষ্ট ডারিব আর ঝাড়ু বাছু দিব ।
 পদ ধোয়াইতে মুঞি যোগ্য না হইব ॥
 কৃপা করি এই আজ্ঞা মোরে যদি হয় ।
 সেই-যোগ্য নহি পুরী স্পর্শ না যুয়ায় ॥
 পাখালি করিয়া শ্রীল ভীম মহাশয় ।
 লইয়া আসিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে বসায় ॥
 মজলাচরয়ে ঘারে ঘারে পাতি বট ।
 কদলীর বৃক্ষ রোপে নাচে নটী নট ॥
 হলু-হলু ধনি-শম্ববাদ্য কোলাহল ।
 পরস্পর দেয় দধি হরিদ্রার জল ।
 মহামহোৎসব হৈল রাজার সদনে ।
 নানা বাস্ত্র বাজে স্তুতি করে বন্দীগণে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র বিরাল ডাকিয়া দ্রোপদীরে ।
 নানা পরিপাটি পাক সামগ্রী বিচারে ॥
 সুন্দর শালার আর বাগুন রসাল' ।
 নানামত অমৃত আশ্বাদ পাক কৈলা ॥
 স্বর্ণপাত্রে সাজাইয়া সুন্দর প্রকাবে ।
 বাম্বীকিরে ডাকে রাজা সন্তোষ অন্তরে ॥
 বাম্বীকি কহেন মোরে বাহির অঙ্গনে ।
 একমুষ্টি দেহ যাই করিয়া ভোজনে ॥
 রাজা পাক-শালা-গৃহে লয়া বসাইলা ॥
 সামগ্রী দেখিয়া সাধু আনন্দিত হৈলা ।
 শাক সুপ রসালাদি ক্রম নাহি গণে । *
 কিছু কিছু দ্রব্য সব করে আশ্বাদনে ॥
 ভোজনের তাৎপর্য না হয় সাধুর ।
 কৃষ্ণ কৈছে আশ্বাদিলা কোন সে মধুর ॥
 এইমাত্র অসুভবে আনন্দ হৃদয় ।
 দ্রোপদীর মনে কিছু অবজ্ঞা জন্ময় ॥
 হেন পরিপাটীরূপে রন্ধন করিল ।
 নীচকূলে জন্ম, খাবার ক্ষম জানিল ॥
 পূর্ব শম্ব না বাজিল রাজা জিজ্ঞাসয় ।
 বেজাযাত করি কৃষ্ণ শম্বেরে কহয় ॥

ইহা মূঢ়মতি তুমি ধর্ম নাহি জানো ।
বৈষ্ণবের গ্রাসে গ্রাসে নাহি বাজো কেনো ॥
শঙ্ক কহে অবিচাবে রোষ মোর পুতি ।
বৈষ্ণবেরে জাতিবুদ্ধি করিলা দ্রোণদী ॥
ইহা শুনি রাজা বহু অনুরোধ কৈলা ।
পয়সিহার করি সতী লজ্জিতা হইলা ॥
তখন বাজয়ে শঙ্ক ঘণ্টা বার বার ।
গ্রাসে গ্রাসে খাসে খাসে ঘোর চমৎকার ॥
অতএব বৈষ্ণবের মহিমা অপার ।
অপেক্ষা না করে জাতি কুলের বিচার ।
পরমপবিত্র হয় ভুবনপাবন ।
জাতিবুদ্ধি করিলেই নরকে গমন ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পদরজ্ঞাদক । *
ধারণ সেবন সর্ব-অনর্থ-নাশক ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কার্য-কারণ নিশ্চয় ।
দাস্তিক জনাব ইহা প্রতীত না হয় ॥
কৃষ্ণভক্তি অন্তর্যম্যো বৈষ্ণবসেবন ।
প্রধানান্ত হয় নাই জানে মূঢ়জন ॥
বৈষ্ণবে ছাড়িয়া মাত্র কৃষ্ণেরে ভজয় ।
ভক্তমধ্যে নহে সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ যদি নাহি ভজে বৈষ্ণব সে বয় ।
তথাপিহ শ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণ প্রিয় হয় ॥
অর্জুনে কহিলা ইহা কৃষ্ণ ভগবান্ ।
“যে যে ভক্তজনাঃ পার্থ !” ইহার প্রমাণ ।

তথা হি—

সাধুশাস্ত্র লোকবাবহার যুক্তিমতে ।
সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত হয় বৈষ্ণব-সেবাতে ॥
নিত্যত্ব কামাত্ম আর নৈমিত্ত্য বিধানে ।
বৈষ্ণব সেবিতো শাস্ত্রে কহে সর্ব স্থানে ॥
শাস্ত্র আর সাধুমার্গ একই সমান ।
সাধুমার্গে কালিদাস আদি সপ্রমাণ ॥
তার মধ্যে মাধব আচার্য্য মহাধীর ।
নির্মলসর সাধু অতি পণ্ডিত গভীর ॥
তঁহ সে কহিলা ভাষা-ছন্দে উখাড়িয়া ।
তাহা কিছু কহি শুন প্রতীত লাগিয়া ॥
কৃষ্ণের ভক্ত যদি চণ্ডালেতে হয় ।
বিকাইলায় তাঁর পার আর নাহি দায় ॥

কৃষ্ণের ভক্ত যদি হয় ত যবন ।
অন্যে অন্যে হই তার দাসের নন্দন ॥
শাস্ত্রের প্রমাণ বহু পরে যে লিখিল ।
ঐক্য করি দেখ তাহে সাধু যে কহিল ॥
যুক্তি এক প্রমাণ হয় পণ্ডিতের মতে ।
তাহার সিদ্ধান্ত কিছু কহি সংক্ষেপেতে ॥
কৃষ্ণ সভাকার নাথ জগতের প্রাণ ।
তাঁর প্রিয়তম সেই সেই পুণ্যবান্ ॥
গঙ্গা যেই শ্রীচরণে ঠেকি একবার ।
ত্রিলোকপাবনী সেই মহিমা অপার ॥
শ্রীল-মহাদেব দেবদেবের জটায় ।
যে স্পর্শগোববে বাস অচ্যাপি করয় ॥
সেই শ্রীচরণে যেই হৃদে দিবানিশি ।
ধরে তাঁর কি কহিব মহিমার রাশি ।

তথা হি ।--

আরুঢ়া হরমূর্ত্তানং যংপাদস্পর্শগোববাৎ ॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা কিং তস্ত মহিমোচ্যতে ॥

যাহার চরণস্পর্শগোরবনিবন্ধন ভুবনপাবনী গঙ্গা
মহাদেবের মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার
মহিমা আবার কি কীর্ত্তন করিব ?

সদাচার ত্রিভুবনে দেখ পূর্বাপর ।
বৈষ্ণবসেবন মাত্র ব্রত সভাকার ॥
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাদোদক পদরজ ।
উল্লাস করিয়া সেবে তেজি যুগলাজ ॥
যাহার মহিমাবলে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ।
প্রত্যক্ষ দেখহ তাঁর প্রভাব মহত্ত ॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত যেই নাহি খায় ।
কৃষ্ণপ্রেম দূরে রহ সংসার না যায় ॥
কার্য-জানি-মতে আর সকাম-বিধানে ।
কিররে অশুদ্ধবুদ্ধি মর্ম নাহি জানে ॥
লোকাচারে দেখ নারী বাল-বৃদ্ধ-যুবা ।
বৈষ্ণবের স্থানে কুণ্ড কিবা দেবী দেবা ॥
দান পূজা সেবা স্থলে সভার বচন ।
বৈষ্ণবেরে কর বলি সভার রটন ॥
আর দেখ বৃদ্ধবেশা উদরজালায় ।
বৈষ্ণবের ভেক মাত্র করিয়া বেড়ায় ॥
যতপিহ তার পূর্বাবস্থা সবে জানে ।
তথাপিহ নমস্করি ঠাকুরাণী ভণে ॥

* “বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাদরজ পাদোদক”—পাঠান্তর ।

অভেব বৈষ্ণব হয় সভার উপরি ।
 পরম আরাধ্য ভজ সাধর আচরি ॥
 যদি বল বাদী বিনে কেন এত জল্প ।
 অজ্ঞমুঢ়জনে যাত্র বঝাবার কল্প ॥
 কেহ বলে দেহী সেহ নারদ প্রহ্লাদ ।
 অস্ত্র ভঙ্কে করি হেলা করে নানা বাদ ॥
 না জানে আপন হিত বিচার শাস্ত্রের ।
 সেই মুখ মর্ম নাহি জানে সাধকের ॥
 উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ ত্রিবিধা ।
 অপ্রাকৃতি তিন ইথে কভু নাহি বিধা ॥
 বৈরাগ্য ভক্তিমার্গের নহে এ অঙ্গ ।
 অপেক্ষরে যাত্র সঙ্গুণরূপসঙ্গ ॥
 কর্মজ্ঞান-মিছলাতে ব্যভিচার হয় ।
 শুদ্ধভক্ত নহে সেই কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
 অতএব শুদ্ধভক্ত কনিষ্ঠ মধ্যম ।
 পূজ্যতম হয় তাতে সূত্রবাং উত্তম ॥
 ইহাতে ত্রিবিধ ভক্ত হয় মহারাধা ।
 সচ্চিদানন্দধনমূর্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ ॥
 এই জ্ঞান বিনা কভু চাবি সম্প্রদায় ।
 কদাচিত না হয় কুঞ্জরশোচপ্রায় ॥
 সম্প্রদায়বিহীন গুরু আশ্রয় যে করে ।
 নিফল তাহার সব ভক্তি নাহি ফুবে ॥

পাদে তথা গৌতমীয়ে তথা নারদপঞ্চরাত্রে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মজ্জাস্তে নিফলা মতাঃ ।
 সাধনৌষৈর্ণ সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥

সম্প্রদায়শূন্য মজ্জা নিফল, কোটি কল্প-কাল সাধনা
 ব্যাৰাও তাহা সিদ্ধ হয় না ।

আপনার হিত যদি বাঞ্ছ ভাই কেহ ।
 ভাগবত আদি শাস্ত্র বিচার করহ ॥
 না পড় কুতর্ক-গর্ভে দস্ত পরিহরি । *
 পূর্বাপর নিজদশা অন্তরে বিচারি ॥
 কিসে বা কল্যাণ কিসে অকল্যাণ হয় ।
 অহুতদ করিতেই হইবে দয় ॥
 সঙ্গুণরূপ কৃষ্ণ বৈষ্ণব আশ্রয় ।
 বিচার করিতে যাত্র এই দৃঢ় হয় ॥

অতএব বৈষ্ণবচরণে লগ্ন মতি ।
 ইহা বিনে সেই কৃষ্ণপথে নহে রতি ॥
 লবণ বিহীন যেন বাঞ্ছনের সাদ ।
 তেন মত ভক্তি বিনে ভক্তি পড়ে বাদ ॥
 ভজ ভজ ভজ ভাই বৈষ্ণবচরণ ।
 মদ মোহ ছাড়ি লগ্ন একান্ত শরণ ॥
 অভাগিয়া সেই নাহি জানে এ সন্ধান ।
 কৃষ্ণ-ভক্তিপথে সেই বডই অজ্ঞান ॥
 কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে ।
 উপজপ করি আপনারে সাধু মানে ॥
 সাধুমার্গ অনুসার শাস্ত্র গত যজ ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ-স্বরূপ বৈষ্ণবপদ ভজ ॥
 দস্তে তৃণ করি মুঞি করি নিবেদন ।
 বৈষ্ণব গোসাই দেহ চরণে শবণ ॥

শ্রীকৃষ্ণানন্দ রাজা ।

কৃষ্ণানন্দ মহারাজ মহাভাগ্যবান্ ।
 ছলে একাদশীত্রতে হৈলা কৃপাবান্ ॥
 অপূর্ব পুষ্পের উদ্যান গৃহের নিকটে ।
 নানামত সৌগন্ধি আছয়ে ফুল ফুটে ॥
 কৌতুকে দেবভাঙ্গনা পুষ্পের চয়নে ।
 নিতি নিতি আইসে যার দৈবে একদিনে ॥
 বেণুণের কাঁটা এক ফুটিল চবণে ।
 গতিবোধ হৈল তার স্বর্গের গমনে ॥
 মালীগণ নীঘ্র যাই কহে রাজা-স্থানে ।
 রাজা আসি শুনে গতিবোধ বিবরণে ॥
 জিজ্ঞাসয় ইহার কি উপায় করিবে ।
 দেব কন্যা কহে তাহা তোমা হৈতে হবে ॥
 অমুগ্রহ করি মোরে অমুকুল হও ।
 বিহিত করিয়া মোরে স্বর্গেতে পাঠাও ॥
 একাদশীত্রত তব গ্রামে কেহ করে ।
 তার কিছু ফলাভাস দেহ যদি মোরে ॥
 তবে যে বিপদ হৈতে আমি জ্ঞান হই ।
 তোমারে আশীষ কারি স্বর্গে চলি যাই ॥
 রাজা বলে একাদশী-ত্রত সে কেমন ।
 দেবী কন্যা কহে মহিমা অমুষ্ঠান ॥
 রাজার আজ্ঞাতে লোক গ্রামেতে যাইয়া ।
 অমুষ্ঠানমতে নাহি পায় তলাসিয়া ॥

এক বণিকের দাসী কলহ করিয়া ।
 উপবাসী আছে ক্রোধে রজনী জাগিয়া ॥ *
 সে দিনে যে একাদশী সেহ নাহি জানে ।
 উপবাস করি রহে কলহ কারণে ॥
 তাহারে আনিয়া রাজা দেবী আগে দিলা ।
 দেবী কহে তুমি একাদশী যে করিলা ॥
 তাহার কিঞ্চিৎ ফল মোরে যদি দেহ ।
 বিপদ হইতে মোরে উদ্ধার করহ ॥
 দাসী কহে সে কি আমি কভু করি নাই ।
 হাসি হাসি দেবী কহে তেমোরে বুঝাই ॥
 হরির দিবসে তুমি কলহ করিয়া ।
 উপবাসী রহ সর্ব-রজনী জাগিয়া ॥
 তাহার কিঞ্চিৎ ফল প্রদান করহ ।
 তুমিহ বৈকুণ্ঠ চ'লে যাবে বঙ্গসহ ॥
 ইহা শুনি তারে কিছু ফল সমর্পিলা ।
 ওৎফণাতে দেবা নিজ স্থানে চলি গেলা ॥
 রাজা বিবরণ সব দেখিয়া শুনিয়া ।
 চমৎকার হৈল ত্রৈলোক্য মহিমা জানিয়া ॥
 সেই দিন হৈতে রাজ্যে চেঁড়া ফিরাইল ।
 রাজার শাসনে একাদশী সবে কৈল ॥
 নিজ পরিবার প্রজা হস্তী অশ্ব আদি ।
 বাল বৃদ্ধ পশু পক্ষী যুবক যুবতী ॥
 অন্ন জল ফল মূল গোরস যবস ।
 কেহ নাহি খায় হরিবাসর দিবস ॥
 রাজ্যাব তনয় অন্তদেশে গিয়াছিল ।
 গৃহেতে আসিয়া দৈবযোগে না খাইল ॥
 দুইদিন উপবাসী রাজ্যে গৃহে পৌছে ।
 একাদশী-বৃত্তান্ত না জানে তেঁহ তৈছে ॥
 খাইবারে চাহে স্ত্রী-আদি পরিবার ।
 কেন নাহি দেয় খাইতে শাসন রাজার ॥
 রাজার তনয় সুকুমার দেহ হয় ।
 রজনী প্রভাতকালে পরাণ ত্যজয় ॥
 আশুগদ একাদশী মহিমা দেখহ ।
 বৈকুণ্ঠগমন কৈল ধরি দিব্যদেহ ॥
 মহারাজ কৃষ্ণাঙ্গদ একাদশী মাত্র ।
 সেবিয়া হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥
 ভাগবত বলি যাঁরে শাস্ত্রেতে বাথানে ।
 যার গুণকীর্তন করয়ে ত্রিভুবনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত গীতাশাস্ত্রেতে শ্রীহরি ।
 একাদশী সর্বধর্মত্রয়ের উপরি ॥
 কহিলা সাক্ষাতে আমি সর্বত্রতমধ্যে ।
 অতএব সার সর্বশাস্ত্র গদ্যপদ্যে ॥
 অল্প ধর্ম কর্ম ত্রুত তপস্বী সত্ত্ব ।
 কৃষ্ণভক্তি অঙ্গ হরিবাসর নিষ্ঠা ॥
 অতএব কৃষ্ণাঙ্গদ হরিবাসর সেবিলা ।
 অগন্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত হৈলা ॥
 তাঁহার চরণে মোর নিবেদন হয় ।
 একাদশীর ত্রুত যেন মোরে স্পর্শ রয় ॥
 মুক্তি পাপী অধম অধৈর্য্য কলেবর ।
 জন্মাবধি হেন ত্রুতর না হয় গোচর ।
 ছি ছি ধিক্ ধিক্ মুক্তি হেন জন্ম পাঞা ।
 আচলেতে গ্রাসি দিহু কনক ডালিয়া ।

শ্রীহরিশচন্দ্র-রাজা-আদি ।

হারিশচন্দ্র বাজা আর সুরথ সুধম্বা ।
 ভরত দধীচি আদি ভকতে গণনা ॥
 ভগবান্ যারে পরখিলা ছল করি ।
 অকাতরে দিলা দেহ পুত্র ধন স্ত্রী ॥
 হরিশচন্দ্র-শিবি-আদি-চরিত্র প্রসিদ্ধ ।
 সংক্ষেপে কহিল আছে সভাকার বেত্ত ।

শ্রীবিদ্যাবলীজী ।

বলি মহারাজার স্ত্রীর নাম বিদ্যাবলী ।
 পরমসুন্দরী সিন্ধা সর্বগুণাবলী ॥
 শ্রীবামনদেব যবে অবামন * হৈলা ।
 ত্রিপাদভূমের ছলে বলিরে বান্ধিলা ॥
 সেইকালে ব্রহ্মা আদি স্তবন করয়ে ।
 হেনকালে বিদ্যা কিছু ঐতরে কহয়ে ॥
 অপূর্ব অমৃত বিদ্যাবলীর বচন ।
 বিরতি হইলা ব্রহ্ম করিতে স্তবন ॥
 বিদ্যা কহে ঐতু বলি রাজারে বান্ধিলে ।
 উপযুক্ত বটে ভাল বিচার করিলে ॥
 সুন্দর করিয়া দণ্ড উহার যুক্তি ।
 কার ধন কারে দেয় দান্তিক কুমতি ॥

* “অন্ন না খাইয়া”—পাঠান্তর ।

* “অবতার”—পাঠান্তর ।

তোমার ক্রীড়ার ভাণ্ড অক্ষাণ্ড ভুবন ।
অহঙ্কারে পুনশ্চ তোমাতে করে দান ॥
অতএব দণ্ড-অহা বাজার না হয় । *
কিন্তু তোমার ভক্ত ক্ষমিতে যুগায় ॥
তোমা অমুরাগে গুরু আজ্ঞা তেমাগিলা ।
ভীকু অভিলাষ যে অঞ্জলি করি লৈলা ॥
দুস্ত্যজ ত্রৈলোক্যবাজা অনাসে ত্যজিল ।
বিপক্ষের পক্ষ জয় দৃকপাত না কৈল ॥
তোমার শ্রীমুখশশী হেবিয়া ভুলিলা ।
অক্ষার দুর্লভ শ্রীচরণ ধোয়াইলা ॥
পিরিতে পরাণ দিতে উচ্ছত হইল ।
নিগ্রহ যে কৈলে পুণ্ডর মাণি লৈল ॥
অতএব শীঘ্র প্রভু বন্ধন ঘূচাও ।
মরিল তোমার ভৃত্য রূপাদৃষ্টে চাণ্ড ॥
রাজা-লাগি মোব কিছু দুঃখ নাহি মনে ॥
তোমার কলঙ্ক পাছে ঘোষে ত্রিভুবনে ॥
বিক্রয়ার যে মধুর বচন জগন্নাথ ।
শুনিয়া খুলক যে নয়নে অশ্রুপাত ॥
হেন বিক্র্যাবলীভ শ্রীচরণ ধরি শিরে ।
যেন সেই দুর্লভ শ্রীচরণে মন হরে ॥
পাষণ্ড হৃদয় মোর কুসঙ্গ আতপে ।
তাপিল + শীতল করু রূপাচন্দ্রাতপে ॥

শ্রীমৌরধ্বজ রাজা ।

অজ্ঞানের ভক্ত অভিমানের কিছু গর্ব ।
জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ করিবারে চাহে ধর্ম ॥
ছল করি মৌরধ্বজ রাজাব নি কটে ।
লইয়া গেলেন তথা হইয়া কপটে ।
আপনি হৈলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ॥
অজ্ঞানে করিলা মুগ্ধ বালক স্বরূপ ॥
বাইয়া রাজার গৃহে কহে ভৃত্যগণে ।
সমাচার কহ নূপে অতিথি ভবনে ॥
লোক গিয়া অন্তঃপুরে কহে সমাচার ।
কৃষ্ণদেব কার্যো মোর উৎকর্ষা অপাব
লক্ষ্যানপূর্বক বসাইতে কহি দিলা ।
আমিহ পশ্চাৎ শীঘ্র ঘাইব কহিলা ॥

লোকমুখে সমাচার শুনিয়া ব্রাহ্মণ ।
রাজা উপেক্ষিলা বলি করয়ে গমন ॥
শীঘ্র আসি রাজা বিপ্রচরণে পড়িয়া ।
কাকুবাদ বহু কবে কাতর হইয়া ॥
বিপ্র কহে মোর কিছু যাচিঞা আছর ।
পূরাও যদিপি নহে কি কায কহায় ॥
রাজা কহে যাহা চাহ তাহা মুক্তি দিব ।
প্রতিজ্ঞা করিহু মোবে পবসন্ন ভব ॥
প্রসন্ন বদনে বিপ্র হইয়া পূজিত ।
কহিতে লাগিলা তবে নিজ মনোনীত ॥
বন পথে আসিতেই সিংহ এক রহে ।
মোর এই শিশু সেই খাইবারে চাহে ॥
তাহারে কইহু মোর শিশু না খাইহ ।
প্রতিজ্ঞা কবিহু দিব আর যাহা চাহ ॥
সিংহ বলে তবে তোব বালক না খাব ।
রাজার অর্দ্ধাঙ্গ ফাড়ি*মাংস যদি দিব ॥
অতএব অকাতবে যদি ইহা দেহ ।
তবে মোবে সত্য হৈতে বন্ধা যে করহ ॥
রাজা বলে এই দেহ আমার অনিত্য ।
পর-উপকারে যেহ লাগে সেই সত্য ॥
ইহা বিহু ভাগ্য মোব কিবা আছে আর ।
ভক্ষ্য না হইয়া হবে পর-উপকার ॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে তোমার স্ত্রী এক ভাগে ।
করাতে টানিবে আর পুত্র অন্তদিগে ॥
রাজার আজ্ঞায় দুই গৃহিণী তনয় ।
দুই জনে দুই দিগে করাত টানয় ॥
নাসা-স্বক্ কাটি যবে কবাত আইল ।
চক্ষু হৈতে তবে জলবিন্দুপাত হৈল ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তবে ক্রোধে জলি-গেলা ।
কহে তাঁরে দুষ্টমতি কাতর হইলা ॥
রাজা বলে ঠাকুর মুক্তি তাহে না কাতর ।
অর্দ্ধ অঙ্গ বৃথা হৈল এ হেতু ফাঁকর ॥
তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া ।
দেখা দিলা নিজরূপ প্রকাশ করিয়া ॥
শুভদৃষ্টে নৃপদেহ পূর্ববৎ হৈল ।
চমৎকার হইয়া শ্রীচরণে পড়িল ॥
কৃষ্ণ কহে রাজা তব চরিত্র দেখিতে ।
কৌতুকে আইহু মুক্তি পরীক্ষা করিতে ॥

* "রাজা বলি হয়",—পাঠান্তর ।

+ "তাপিত"—পাঠান্তর ।

* "কাটি"—পাঠান্তর

রাজা কহে প্রভু মোরে এক বর দিবে ।
এতাদৃশ পরীক্ষণ কারে না করিবে ॥
অতএব হরির ভক্ত যেন হয় ।
তাঁহার চরিত্রমুদা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
তাঁহার দাসের দাস যেই জন হয় ।
তাঁহার আশ্রয় পণ্ডিতের বেত্ত নয় ॥
কেহ কহে মোক্ষদান শীল হয় ।
কেহ কহে জ্ঞানী কেহ তপস্বী কহয় ।
অতএব যেন যেই অধিকারী হয় ।
যথার্থ না জানি নিজমত সেট লয় ॥
মোক্ষদাত কৃষ্ণভক্ত জানিহ নিতান্ত ।
পর-উপকারে যথা দধীচি মহান্ত ॥

অলকর্জী

এক রাজা হয় তার স্বী মন্দালসা ।
ভাগবত তেঁহ যাঁর সঙ্গ ভবনাশা ॥
পর-উপকার মাত্র প্রতীজা যাঁহার ।
পবার সবার গলে কৃষ্ণভক্তহার ॥
ক্রমে ক্রমে চারিপুত্র জন্মিল উদবে ।
কৃষ্ণভক্ত দীক্ষা শিক্ষা দিয়া সবে তারে ॥
মন্দালসা সতীগর্ত যে করে ভজনা ।
পুনর্বার নাহি হয় গর্তেব বাসনা ॥ *
রাজা নাহি জানে অন্তঃপুরে পুত্রগণে ।
শ্রীকৃষ্ণভক্তনে পাঠাইয়া দেয় বনে ॥
রানী ॥ যুক্তিতে যায় রাজা নাহি জানে ।
পুত্রশোকে ময় রাজা স্থির নহে মনে ॥
পুনরায় আর এক পুত্র জন্মিল ।
অন্নপ্রাশনে রাজা বহ্নারস্ত কৈল ॥
নামকরণের কালে রানীরে জিজ্ঞাসে ।
ধনী বড় হবে পুত্র জন্মলগ্নবশে ॥
অতএব ধনেশ বলিয়া নাম রাখি ।
রানী বলে এ ত বড় মোহ অন্ধ দেখি ॥
মনে স্নেহ হয় কিছু কহে মন্দালসা ।
পুত্রের ঐশ্বর্য্য তোমার বড় দেখি আশা ॥
পুত্র আর রাজ্যমান ধনে কি করিবে ।
অভিমানফলমাত্র পরিণাম হবে ॥

অতএব কৃষ্ণে ভক্তিধন আশা করি ।
পুত্রে হারিদাস নাম রাখি বিচারি ॥
রানীর বচনে রাজা চমকিত চিত্ত ।
বাহির করিল মোর ঐয়ো চারি পুত্র ॥
ভাবিয়া কণেক রাজা স্তব্ধ প্রায় রহে ।
শোকাকুল হইয়া রানীরে কিছু কহে ।
বুঝিলাম তোমার এমত ব্যবহার ।
তুমি চারি পুত্রে বনে পাঠালে আমার ॥
যে কৈলে সে কৈলে এবে মোর মুখ চাহ ।
এবার মিনতি মোর এ পুত্রে রাখি ॥
রাজা হইবারে এক চাহি ত অবশ্য ।
রাজা বিনে ধর্ম্মনাশ লোকে হয় দস্ত ।
রাজার কথায় মন প্রসন্ন না হয় ।
তথাপি স্বামীর মুখ চাহিয়া কহয় ॥
ভাল ভাল এ সম্মান রাজ্যে রাজা হবে ।
তোমার কোলেতে রাখি প্রীতি জন্মাইবে ॥
রানী নাম রাখিলেন অলক বলিয়া ।
দুর্ভাগ্য হইল বলি দুঃখিত হইয়া ॥
কথোক দিবসে কিছু জ্ঞানবান হইতে ।
সদা দূরে রাখয়ে মায়ের স্থান হৈতে ॥
রানী মনে ভাবে মোর পাঁচটি সন্ততি ।
চারি ত উদ্ধার হৈল একের কি গতি ॥
ভাবিয়া অন্তরে কিছু উপায় স্থজিল ।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিল ॥
সোণার সম্পূট করি তাহাতে রাখিয়া ।
দৃঢ় বন্ধ কৈল যেন না দেখে খুলিয়া ॥
পুত্রস্থানে দিল সেই সম্পূটরতন ।
কহিল রাখিবে অতি করিয়া যতন ॥
যখন তোমার ঘোর বিপদ পড়িবে ।
তখনি বিরলে ইহা খুলিয়া দেখিবে ॥
মহৎ বিপদ হৈতে উদ্ধার হইবে ।
অন্য সময় না খুলিবে পূজাদি করিবে ॥
রানীর অন্তরে কিছু নিগূঢ় আশয় ।
কৃষ্ণে মতি নহে বিনে দুঃখের সময় ।
তে-কারণে আপদসময় খুলিবারে ।
যতন করিয়া রানী কহি দিল তাহা ॥
অলক পাইয়া তারে অতি যত্ন করি ।
নিগূঢ় স্থানেতে রাখে চিত্তে হর্ষ ভরি ॥
রাজার অন্তরে কিছু উৎকর্ষা আছয় ।
পাছে বালকেরে রানী কোন যুক্তি দেয় ।

আশঙ্কিতে * রাজা পুত্রে কথোদিন বাদ ।
 কালী লগ্না রাখে যথা কৰ্ম্ম-মারাবাদ ॥
 কালে রাজা রাণী দৌহার বিরোগ হইল ।
 অলৰ্ক যে রাজসিংহাসনেতে বসিল ॥
 পূৰ্বে চারি ভাই বারা বৈরাগ্য করিলা ।
 তাহার। তনিল ছোট ভাই রাজা হইলা ॥
 চারিজন মিলি দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে ।
 কনিষ্ঠ ভাতার ত্রাণ উপায় বিচারে ॥
 মাতা আমাদিগের ত্রাণ কৃপা করি কৈল ।
 ছোট ভাইটরে অন্ধকূপে ডারি গেল ॥
 এত চিন্তি তবে এক উপায় স্থজিল ।
 তার প্রতিযোগি রাজা সহিত মিলিল ।
 রাজবেশ করি সবে ধাইয়া তথায় ।
 মোরা তব প্রতিযোগী-রাজার তনয় ।
 শিশুকাল হৈতে তীর্থভ্রমণ মোরা করি ।
 কনিষ্ঠ হেথায় হৈল রাজা-অধিকাৰী ॥
 পৈতৃক রাজ্যেতে জ্যেষ্ঠ দাতাদি † থাকিতে
 কনিষ্ঠ না হয় রাজা বিচারসম্মতে ॥
 অতএব তুমি মোর পক্ষপাত কর ।
 তোমার শরণ লইছ যে হয় বিচর ॥
 এত শুনি রাজা বহু আশ্বাস করিলা ।
 অলৰ্ক স্থানেতে তবে কহি পাঠাইলা ॥
 অলৰ্ক-রাজ্য করে সুখে আসক্ত হইয়া ।
 কহে কোথাকার ভাই অপেক্ষা করিয়া ॥
 তবে যুদ্ধ করিবারে প্রবৃত্ত হইলা ।
 অলৰ্ক হারিয়া ঘোর বিপদে পড়িল ॥
 সেইকালে মাতাদত্ত সোণার পুটিকা ।
 মনে পড়ি গেলা সেই বিপদনাশিকা ॥
 মাতা মোরে কহে যবে বিপদে পড়িবে ।
 খুলিয়া দেখিবে অন্য সময় না দেখিবে ॥
 অতএব এই ঘোর বিপদ সময় ।
 এইকালে সেই কোটা খুলিতে যুগ্ম ॥
 ইহা চিন্তি সেই রত্নপুটিকা খুলিলা ।
 দারিদ্র্যভঞ্জন বিধি নিধি পাঠাইলা ॥
 লাগর-পতিতে বুঝি তরী আসি মিলে ।
 অন্ধকূপ হৈতে বহুলোক যেন তুলে ॥

* “অসাক্ষাতে”—পাঠান্তর ।

† “দায়ান”—পাঠান্তর ।

অতএব শুভনিশি প্রভাত হইল ।
 খুলিয়া পরমতত্ত্ব পত্নী পাঠ কৈল ॥
 শুক কৃষ্ণভক্তি যাতে আছে তাৎপর্যার্থ ।
 ত্রৈলোক্যের রাজ্য আব মুক্তি তর্ক ব্যর্থ ॥
 পড়িতে পড়িতে হৈল বিবেক উদয় ।
 শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে মতি উপভয় ॥
 ভ্রাতাগণে কহিয়া পাঠায় মহামতি ।
 তোমরা আসিয়া লহ এ ধর-বসতি ॥
 মাতা মোরে বন্ধি রত্নপুটিকাতে ডরি ।
 মহাসম্পদ রাজ্য রাখি ভিক্ষে দিল ডারি ॥
 পুনশ্চ তাঁহাব কৃপাপুটিকা খুলিয়া ।
 অর্থ প্রাপ্ত হৈল এবে চলিত লইয়া ॥
 ইহা কহি একমাত্র কোপীন পরিয়া ।
 শ্রীকৃষ্ণভজনে গেলা সব তেরাগিয়া ॥
 ভ্রাতাগণ জানিলা অলৰ্ক বনে গেলা ।
 প্রতিযোগী রাজা স্থানে খুলিয়া কহিলা ॥
 আমাদিগের রাজ্য-হেতু তাৎপর্য্য নহে ।
 ভ্রাতা অলৰ্ক মহা অন্ধকূপে রহে ॥
 তাহার উদ্ধাব হেতু ভূমিকা করিছ ।
 কার্য্য সিদ্ধ হৈল মোরা বিদায় হইছ ॥
 প্রয়াস পাইয়া তুমি রাজ্য যে জিনিলা ।
 তুমি ভোগ কবহ সে তোমার হইলা ॥
 ইহা বলি ভক যে কোপীন কমুণ্ডল ।
 লইয়া চলিল হর্ষে অন্তর নির্মল ॥
 যাইয়া মিলিলা যথা আছে অলৰ্ক ভাই ।
 পরম্পর বলাবলি গলাগলি ঘাই ॥
 অতএব কৃষ্ণভক্তি আর ভক্তরীতি ॥
 অপার অগাধ বিজ্ঞে না হয় বিদিত ॥
 আমা সব। মূঢ়ে হেন আশা, বড় চিত্র ।
 অতএব চরণে তাঁর চিত্ত রহ মাত্র ॥

শ্রী রস্তুদেব ।

রস্তুদেব রাজা মহারাজ চক্রবর্তী ।
 কৃষ্ণে দৃঢ়মতি যাব অনন্ত ভকতি ॥
 মহারাজ ভোগ-সুখ দুঃখ করি মানৈ ।
 সমস্ত অর্পণ কৈলা শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥
 রাজ্য ধন ঘাণা পুত্র কৃষ্ণার্থে অর্পিলা
 অযাচকবৃত্তি মাত্র শরীর লাগিলা ॥

ষষ্ঠ মালা ।

অগাচিত অন্ন আদি কেহ বা আনয় ।
তাহাই ভোজন বিনে কতু না যাচয় ॥
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন দিবস যাপন ।
কিছুকাল ব্যাঞ্জে আর শুন বিবরণ ॥
চল্লিশ আর আট দিন কিছু নাহি মিলে ।
উপবাসী রহে রাজা না চাহে না বলে ॥
দৈবাত্ত যে কেহ অন্ন পায়স আনিলা ।
পরধিতে কৃষ্ণ সেইকালে চল কৈলা ॥
এক শূদ্ররূপে এক কুকুর সহিতে ।
অতিথি হইলা রস্ত্রদেবের গৃহেতে ॥
অভুক্ত জানিয়া রাজা সেই অন্ন জল ।
বাটিয়া দিলেন দুই জনারে সকল ॥
থাইয়া তাহার কহে না পুরে উদর ।
আর কিছু নাহি রাজা কহে যুড়ি কর ॥
কর্ণাসাগর কৃষ্ণ দয়া উপজিল ।
রাজ্যভোগ সুখ সব আমারে সঁপিল ॥
আমার লাগিয়া মহা উৎকর্ষ অপার ।
অযাচক বৃত্তি করি রহে অনাহার ॥
এত ভাবি দয়ানিধি অন্তরে ডবিল ।
ভুবনমোহন নিজরূপ প্রকাশিল ॥
নবঘনশ্যাম বনমালী পীতবাস ।
শ্রীবৎস কোমল মনোহর মূর্ত্তহাস ॥
অসংখ্য জনের সীমা রাজার এবার ।
সর্বমঙ্গলের সুফলের পারাবার ॥
রূপ দেখি রাজা মূর্ছা হইয়া পড়িল ।
অষ্ট সাত্তিক দেহে বিকার হইল ॥
স্তব স্তুতি করি বহু গৃহে বসাইয়া ।
সেবন করয়ে সুখসাগরে ডুবিয়া ॥
দারিদ্র্য যেমন রত্নকলস পাইয়া ।
রাধিবার স্থান যেন না পাই খুঁজিয়া ॥
ভেন-মতে রাজা ব্যস্তমস্ত হইয়া ।
কি করিতে কি না করে সংজ্ঞা না পাইয়া ॥
অঞ্জলি মস্তকে করি দন্তে তৃণ ধরি ।
তাঁহার চরণে মুঞি নিবেদন করি ॥
সেই প্রেমামৃত সিদ্ধ-কল্লোলের কেনা ।
তার এক কণা পাই মনের বাসনা ॥
ইতি শ্রীভক্তমালাে কুন্তী-আদি-ভক্তমহিমা-
কথনং পঞ্চম মালা ॥৫॥

পুরু-ইক্ষাকু-আদি গুণকথন এবং ভক্তসেবা
অঙ্ক ও ভক্তিদেবী-গুণকীর্তন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

পুরু ইক্ষাকু আদি নাম সঙ্কীৰ্তন ।

পুরু ইক্ষাকু আর ঐল গাধিবেগ ।
তুচি শতধন্য রঘু সাধু পরতেক ॥
উতঙ্গ পিপ্পল ভূরি ঋতু অমুরতি ।
ভরদ্বাজ বৈবস্বত সতী অরুন্ধতী ॥
নহষ যযাতি বহু গৃহ মানধাতা ।
মহু দক্ষ শরভঙ্গ সঞ্জয় সংঘাতা ॥
দিলীপ সমীক যাজ্ঞবল্ক নিমি তুচি ।
দেবল উত্তানপাদ আদি আর রুচি ॥
চতুঃসন প্রভৃতি এ সব সাধুগণ ।
হরিমায়াতীত ত্রিভুবনের ভূষণ ॥
এ সবার পানরক ভূরি রত্ননিধি ।
মস্তকে ভূষণ করি বস্ত্রে নিরবধি ॥

শ্রীগুহরাজার ।

গৃহ নাম ভীলরাজ ভুবনপাবন ।
যাহার স্বরণে তাপজ্বরবিমোচন ॥
ইহা আত্মবদ কল ভক্তি যে ছলভ ।
তাহা প্রাপ্তি প্রতি এক কারণ সুলভ ॥
মৈত্র বলিয়া রামচন্দ্র সে যাহারে ।
দূঢ় আলিঙ্গন কৈলা পুলক অন্তরে ॥
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের প্রেমে ।
অতএব অগন্তের ইষ্টমধ্যে জ্যেষ্ঠ ॥
তাঁহার চরিত্র কিছু শুন মন দিয়া ।
সকল হইবে জগৎ হর্ব হবে হিয়া ॥
রামচন্দ্র সীতা সহ অমূল্য লক্ষণ ।
বনে গেলা যবে পিতৃসত্যের কারণ ॥

হেরিয়া গুণের নিধি রূপেব অবধি ।
 ভাসিল শ্রীগুহরাজ আনন্দসুধাক্রি ॥
 নরনে বহরে ধাবা মনে উঠরোল ।
 চমকিয়া চাহিয়া রহে নাহি আসে বোল
 নিমিধ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল ।
 কাষ্ঠের পুতলিপ্রায় অস্পন্দ হইল ।
 এ কি চমৎকার এ কি অপরূপ দেখি ।
 হেন রূপ হেন গতি কভু না নিরখি ॥
 ভাবিতে ভাবিতে মনে প্রেম উখলিল ।
 স্বাভাবিক রতি গুহরাজের হইল ॥
 ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া সাধু কহে ।
 তোমার বলাই যাই আইস মোর গৃহে ॥
 প্রভু তারে লয়া দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ।
 মৈত্র বলিলা তবে সম্ভাষ করিলা ॥
 গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে ।
 তোমাত সঁপিহু দেহ পরাণসহিতে ॥
 তুমি মোর সরবস প্রাণ-ধন-রাজ্য ।
 তুমি মোর ভুক্তি মুক্তি তুমি শুভকার্য্য ॥
 আমি মরে যাই তব বালায়ের সনে ।
 দেহ সমর্পিহু মিতা তোমার চরণে ॥
 পরিবার দেহ গেহ রাজ্য আর ধন ।
 কামনবাক্যে কৈহু সব সমর্পণ ।
 বনফল মিষ্ট আর দধি দুগ্ধ ঘৃত ।
 নানাদ্রব্য আয়োজন করি নানামত ॥
 ধা'রাইতে যত কৈল প্রণয়-অস্তুরে ।
 তেঁহ কহে মিতা ইহা নাহি কহ মোরে ॥
 চৌদ বৎসর মুঞি প্রতিজ্ঞা করিহু ।
 অস্ত্র দ্রব্য নাহি খাব ফলমূল বিহু ॥
 তাহা শুনি সাধু তবে মিষ্ট নানাকল ॥
 ধা'রাইলা প্রেমানন্দে হইয়া বিহ্বল ॥
 তবে জিজ্ঞাসয়ে মিতা কহ বিবরণ ।
 অট্ট-বন্ধ ধরি বনে যাও কি কারণ ॥
 হেন স্কুমার দেহ স্কুমারী সহ ।
 অমুজ লক্ষণ তাহে স্কুমার দেহ ॥
 কণ্টকিত বন তাহে নিশাচরগণ ।
 ব্যাঘ্র ভল্লুক তাহে পশু অগণন ॥
 শীত বাত বৃষ্টি তাহে অতি সে দুঃসহ ।
 কেমতে বেড়াবে বনে কমলিনী সহ ।
 এ হেন কমলপনে কণ্টক বিদ্ধিবে ।
 আছা মরি মরি তাহে কত দুঃখ পাবে ॥

ভাবিতে আমার প্রাণ ফাটিয়া উঠয় ।
 নাহি যাও বনে মিতা রহ এই ঠায় ॥
 মোর এই রাজ্য ধন সমুদায় লহ ।
 লক্ষণ সীতার সহ এইখানে রহ ॥
 রামচন্দ্র কহে মিতা ও কথা না কবে ।
 মোর ধর্ম্ম যাতে রহে তাহাই করিবে ॥
 পিতৃসত্য পালনে যে চৌদ বৎসর ।
 বনে বাস করিবার প্রতিজ্ঞা আমাব ॥
 গৃহদ্ব্যে নাহি যাব রাজ্য না করিব ।
 চৌদবৎসর মাত্র বনেতে রহিব ॥
 কেকয়ী মাতাব বাক্যে ভরাতর বাজ্য ।
 বনে পাঠাইয়া পিতা হইল অধৈর্য্য ॥
 ক্রম ক্রমে আত্মোপাস্ত সকলি কহিলা ।
 বনগমনের কথা বৃত্তান্ত জানিলা ॥
 শুনিতে শুনিতে গুহরাজের শরীরে ।
 আগুনের কণা প্রতি লোমকূপে ঝরে ॥
 ক্রোধে কম্পান্বিত দেহ আরক্ত লোচন ।
 সাজ সাজ বলি এক দিলেক লক্ষন ॥
 রামচন্দ্রে বঞ্চিত রাজ্য ভরত লইয়া ।
 বাকল পরায়া দিল বনে পাঠাইয়া ॥
 চল আজি যুদ্ধে তারে পরাভব করি ।
 করিব আমার মৈত্রে রাজ্য-অধিকারী ॥
 এত কহি চতুবদ্র সৈন্য যে সাজিয়া ।
 অঘোব্যাভিমুখে চলে বিক্রম কবিয়া ॥
 রামচন্দ্র তাহা দেখি তটস্থ হইলা ।
 বারণ করিতে লক্ষ্মণের পাঠাইলা ॥
 তেঁহ যাই সাঙ্গনা করিয়া গুহরাজে ।
 ডাকিয়া আনিয়া যথা শ্রীরাম বিদাজে ॥
 গুহের হস্ত ধরি প্রভু অনেক বুঝান ।
 ভরত আবার প্রিয় আমি তার প্রাণ ॥
 তার কিবা পিতা মাতা কারু দোষ নাই ।
 দৈবের ঘটনা মাত্র যত দেখ ভাই ॥
 অতএব শাস্ত হও চিন্তা না করহ ।
 পুনর্বার রাজ্য হব নয়ানে দেখিহ ॥
 এত কহি রামচন্দ্র বিদায় হইলা ।
 গুহরাজ অচেতনে ভূমেতে পড়িলা ॥
 পরিবার রাজ্য সহ ক্রন্দনের ধনি ।
 মহাকোলাহল শব্দে কম্পিত মেদিনী ॥
 বৃকে কর হানে কেহ ভূমে গড়ি যায় ।
 ছাটাকার করিয়া লুপ্তয়ে গুহরায় ॥

হেন কালে সুমধুর গভীর উচ্চধ্বনি ।
 যেন সুধাসিক্ত উথলিয়া আইসে জানি ॥
 শ্রীরাম জয়রাম জয়রাম নামগান ।
 উচ্চৈঃস্বরে করিয়া আইসে হনুমান্ ॥
 হেন বুঝি হনুমান্ জগতে আশ্বাসে ।
 আর ভয় নাই ভাই রাম আইলা দেশে ॥
 ভক্তগণের বিরহ-অনল নিবাইতে ।
 রাম-আগমন বাণী-অমৃত সিঞ্চিতে ॥
 গুহরান প্রেমানন্দসাগরে ভাসিয়া ।
 মুখে নাহি আসে বাণী দুরু দুরু হিয়া ।
 কণেক সম্ভাবি কহে কি দেখি আকাশে ।
 পশুর আকৃতি কিন্তু প্রকৃতি সরসে ॥ ৩৫
 রাম-প্রেমে ডগমগ ধীব চুড়ামণি ।
 সাধু সাধু ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥
 আহা আহা ইহার বালাই লইয়া মরি ।
 বুঝি মোর শ্রীরামের দূত অহুসারী ॥
 এত কহি গুহরাক্ত উর্দ্ধমুখ হয়া ।
 উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তাকে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

কে তুমি ওহে বন্ধু, অপার করুণাসিদ্ধ,
ভুবনপাবন শিরোমণি ।
ওহে ভাই ওহে পিতা, ওহে মাথ ওহে ভ্রাতা,
ওহে রামচন্দ্র প্রেমধরনি ॥
কে তুমি হে ওহে ভাই, তোমার নিছনি যাই,
বালাই লইয়ে আমি মরি ।
হের আইস তোমার দেখি, হৃদয়মাঝারে রাখি,
পরান যথার তথা চিরি ॥
রাম নাম শুনাইলে, কি সুখা কর্ণে চালিলে,
জুড়াইল প্রাণ মন দেহ ।
জন্মে জন্মে একেবারে, কিনিয়া লইলে মোরে,
তবু মন জীবনের সহ ॥
আইস আইস ভাই, হৃদয় বিছায়া দেই,
বৈস তাহে চরণ অর্পিয়া ।
কোটি জন্মের পূণ্যবারি, অঞ্জলি অঞ্জলি করি,
তাহে দেই পাদ ধোয়াইয়া ॥
হনুমান্ মহামতি, হেরিয়া তাহার গতি,
চমৎকারে চাহিয়া রহয় ।
কেবা এই মহাশয়, কিবা মতি সদাশয়,
কিবা প্রেমভাবের উদয় ॥

গাঢ় আলিঙ্গনে দৌহে, প্রভু ভূত্য লাগি রহে,
অশ্রুজলে দৌহা-অঙ্গ ভিজে ।
ধনু গুহ মহাশয়, চারি দিকে জয় জয়,
কোলাহল হৈল ক্রিতি-মাঝে ॥
স্বর্গ হইতে দেবগণ, করে পুষ্পবরিষণ,
চমকিতচিত্তে বনে বনে ।
কহে গুহে কিবা ভাগা, কিবা যোগ্য কি সৌভাগ্য,
এই প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে ॥
দুন্দুভিবাজন বজ্রে, আনন্দে অঙ্গর নাচে,
প্রশংসয় ত্রিভুবনলোক ।
রাম অমুকুল যারে, কেবা নাহি পূজে তারে,
সেই করে ত্রৈলোক্য আলোক ॥
কি অলভ্য তার আছে, চতুর্দর্শ তার পাছে,
ফিরে সেই না করে দৃকপাত ।
কি ধন অভাব তার, ত্রৈলোক্যের ধন সার,
প্রাপ্ত সেই রাম যার নাথ ॥
প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ, সূর্য্য-আগে দিবাচন্দ্র,
চন্দ্র-আগে যেমন খণ্ডোত ।
নদ-নদী আগে যেন, পুষ্করিণীর খাত হেন,
সাগরের আগে নদীশ্রোত ॥
অতএব গুহরাজ, হেন প্রেমানন্দ-মাঝ,
ডুবিয়া পাথার নাহি পায় ।
অমূল্য রতননিধি, দুর্লভ রতনাবধি,
রামধন পাইয়া আশ্রয় ॥
আনন্দে মগন হিয়া, কেহ আসে জল লৈয়া,
কেহ শ্রীচরণ পাখালয় ।
কেহ রাজসিংহাসন, তাহাতে কমলাসন,
পাতি তাহে প্রভুরে বসায় ॥
কেহ মালাচন্দন, নানা বস্ত্র আভরণ,
কেহ মুখচন্দ্র নিরঞ্জন ॥
নানা দ্রব্য মিষ্ট অন্ন, গব্য ফল বনোৎপন্ন,
নানামত সংস্কার করয় ॥
পারিষদগণ সহ, সমান পিরীতি-স্নেহ,
সমান ভক্তি সহ সবে ।
ভোজন ভূষণ বাসে, করি বহু পরিতোষে,
আনন্দসাগরে ভাসি সেবে ॥
সুগ্ৰীবাদি কপিগণ, বিভীষণ জাহ্নুবান,
যত পারিষদগণচর ।
গুহরাজের প্রেম দেখি, অবিরাম কুরে আশি,
পরস্পর বহু প্রশংসয় ॥

ধনু ধনু মহাশয়, হেন প্রেম যার হয়,
জনম জীবন ধনু ধনু ।
রামচন্দ্রে এত প্রীত, সুনীল সমতীরীত,
সর্বগুণধাম সর্বমান্য ॥
প্রভুর যতেক ভক্ত, সর্বমধ্যে অতিরিক্ত,
এই জন প্রিয়তম হবে ।
ক্রিয়ার যে গুণ দেখি, জুড়ায় হৃদয় আশি,
যে হেতুক রামচন্দ্র লভে ॥
সেই গুহ মহারাজ, চৌদুহা-নামক,
পূজ্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ ।
বাহার তুলনা নাই, বেদে ত তাৎপর্য্য এই,
যার প্রিয় রামচন্দ্র ইষ্ট ॥
বিধি ভব পুণ্ডর, আদিদেব দেবী নর,
পিতৃগণ গুরুর্ক কিয়রে ॥
সভেই আনন্দ পায়, নিরন্তর গুণ গায়,
জয় জয় ধন্য ধন্য কৈকেয়ী ॥
জাতি কুল বিদ্যা তপ, কর্ম জ্ঞান ব্রত জপ,
কিছুর অপেক্ষা নাহি করে ।
শ্রীচরণ আশ্রয়, কোনমতে কেহ নর,
সেই ত্রিপাবন শুক্তি ধরে ॥
তার পাদরঞ্জন, কোটি মহাপাপ ধ্বংসে,
ভুক্তি মুক্তি দেহ থাকুক দূরে ।
দুর্লভ যে হরিভক্তি, কণমাত্রে দিতে শক্তি,
তাহা কিবা মহিমা অপারে ॥
হরিঅনের জাতি কুল, বিচারয়ে যেই মুঢ়,
ভক্ত যে যবন শ্রেষ্ঠতম ।
তার সাক্ষী গুহরাজ, পাবন ভুবনমাঝ,
নহে বৃথা ব্রাহ্মণজনম ॥

মহাতারতে—

চণ্ডালোহপি মূনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ ।
হরিভক্তিবিশীনশ্চ দ্বিজোহপি স্বপূজাধমঃ ॥
হরিভক্তিনিষ্ঠ চণ্ডালোহপি মূনিশ্রেষ্ঠ হর, কিন্তু
হরিভক্তিশূন্য দ্বিজোহপি চণ্ডালাধম ।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যম্—

বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাত-
পদারবিন্দবিমুখাৎ স্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্ত্রে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পূজাতি স কুলং ন তু কুরিমানঃ ॥

ষাদশগুণসম্পন্ন অথচ পদনাত শ্রীহরির চরণ-
কমলে বিমুখ বিগ্রহ অপেক্ষাও সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ,—
যে চণ্ডাল আপন বাক্য-অর্থ-কার-মনঃ-প্রাণ ভগবানে
সমর্পণ করিয়াছে, সেই চণ্ডালই আপনার বংশ
পবিত্র করে, কিন্তু বিগ্রহ পারেন না।

অথ গাকড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হোষা যস্মিন স্নেহহপি বর্ততে ।
স বিপ্রোহো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ,
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥

ষাটবিধা ভক্তি যে স্নেছে বিদ্যমান আছে, সে
স্নেহেও বিপ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মুনী ও শ্রীযুক্ত, সে
যতি এবং সেই পণ্ডিত। যাহা (শ্রীহরিকে) দেয়,
তাহা সেই স্নেহকে দিবে এবং যাহা শ্রীহরির সকাশ
হইতে গ্রহণীয়, তাহা সেই স্নেহেব নিকট হইতে
গ্রহণ করিবে। সেই স্নেহও শ্রীহরির ন্যায় বন্দ্য।

অতএব হরিভক্তে নীচ নাহি মানো ।
পরমপাবন নিজ ইষ্টে করি জানো ॥
বৈষ্ণবের মহিমার সীমা নাহি হয় ।
বেদবিধি সর্বশাস্ত্র ফুঁকারিয়া কর ॥
হরিভক্তি মহিমা দি আরাধন বিধি ।
সহস্র প্রমাণ যার নাহিক অবধি ॥
একেক অঙ্গের হয় শতেক প্রমাণ ।
এক এক শ্লোকে করি দিগ্‌দরশন ॥
শ্রীল-সনাতন কলিত্রাণের আচার্য্য ।
হরিভক্তিবিনাস বর্ণিলা গ্রন্থ আখ্য ॥
তাহার প্রমাণ কাহ কিঞ্চিৎ আভাস ।
বিশেষ কহিছ ইহা করিয়া বিশ্বাস ॥
বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি যেই জন করে ।
সে জন নারকী মজে হুঃখের সাগরে ॥
বৈষ্ণবেরে নীচজাতি করিয়া মানয় ।
নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভুঞ্জয় ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শূদ্রং বা ভগবদ্বক্তং নিষাদং স্বপচং তথা ।
বীকতে জাতিসামান্যং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥

ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি কেহ শূদ্র, ব্যাধ অথবা
চণ্ডাল প্রভৃতি সামান্যজাতির তুল্য দেখে, সে নিশ্চয়
নরকগামী হয়।

পদ্যাবল্যাম্—

অর্চ্যে বিক্ষো শিগাধীওঁকয় নরমতিবৈষ্ণব,
জাতিবুদ্ধিবিক্ষোবা বৈষ্ণবানাং কলিমলমধনে
পাদতীর্থেহমম্বুদ্ধিঃ ।

শ্রীবিক্ষোনার্মি মস্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি
বিক্ষো সর্বৈশ্বরেশে তদিতরসমধা—

যন্ত বা নারকী সঃ ॥

পূজনীয় বিষ্ণুবিগ্রহকে শিলা, গুরুদেবকে মানব
এবং বৈষ্ণবকে জাতি বলিয়া যে ব্যক্তি জ্ঞান করে,
বিষ্ণুর বা বৈষ্ণবের সেই কালকলুষনাশকপাদোদককে
যে ব্যক্তি সামান্য বারি বলিয়া জ্ঞান করে, সকল-
পাপনাশক শ্রীবিষ্ণুব নাম ও মন্ত্রকে যে ব্যক্তি সামান্য
শব্দমাত্র জ্ঞান করে অথবা যে ব্যক্তি সেই সর্বৈশ্বরে-
শ্ববের সহিত তদিতরগণের সমতা-বুদ্ধি-সম্পন্ন, সে
ব্যক্তি নিরয়গামী হয়।

হবিভক্তি বর্তে যদি স্নেহ চণ্ডালে ।
দানগ্রহণের পাত্র সেই বেদে বলে ॥
হরিবৎ পুজিব তারে ভক্তিপূর্বকে ।
গাকড়া দি প্রমাণ কহয়ে শ্রীমুখে ॥

গাকড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হোষা যস্মিন্ স্নেহহপি বর্ততে ।
স বিপ্রোহো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥*

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

ন মে ভক্তশ্চতুর্কেদী মদ্বক্তঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হুম্ ॥

চতুর্কেদ-পারগ ব্যক্তিও মদীয় প্রিয় নহে, আমার
আমার ভক্ত চণ্ডালও মদীয় প্রিয়। আমার ন্যায়
সেও পূজনীয়, আমাকে দেয় (পূজা বা ভক্তি)
তাহাকে দিবে আমাব নিকট হইতে যাহা
(জ্ঞানাদি) গ্রহণীয়, তৎ সকাশে তাহা গ্রহণ করিবে।

ভক্তে ভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্তমধ্যে নহে ।
স্বয়ং শ্রীমুখেতে কৃষ্ণ অর্জুনের কহে ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ
মদ্বক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

* অনুবাদ ইত্যগ্রে ত্রুট্য ।

মাহারা কেবল মদীর ভক্ত, হে পার্থ, তাহার
আমার প্রকৃত ভক্ত নহে; যাহারা মদভক্তজনের
ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে কথিত।

সাধুমার্গেশাস্ত্রমতে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়।
বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ভজ করি দৃঢ় ॥

ধারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদসংবাদে—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তর্য মা ভজস্বানাদেবতাঃ।
পুনস্তি বৈষ্ণবাঃ সর্কে সর্কদেবানিদং জগৎ ॥

হে কৌন্তর্য! তুমি বৈষ্ণবদিগের ভজনা কর,
অন্য দেবতাদিগের ভজনা করিও না। বৈষ্ণববৃন্দই
সর্কদেবতাকে এবং এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন

মদ্যুক্তো দুর্লভো যন্ত স এব মম দুর্লভঃ।
তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥

হে ধনঞ্জয়! মদীর ভক্ত যাহার নিকট দুর্লভ
তিনি মৎসকংশেও দুর্লভ। সত্য সত্যই তদপেক্ষা
দুর্লভ আমার অস্ত্র কেহ নহে।

অজ্ঞশত্রুতুল্য নাহি করি কৃষ্ণভক্ত।
বিচার করহ গুণ পরমার্থতত্ত্ব ॥

পাদে—

বিবুধাঃ কিংপুনঃ সর্কে অজঃশত্রো ভবেদ্যদি
ন কোংপি সমতাং যাতি কৃষ্ণভক্তস্ত নারদ।

হে নারদ! নির্ধন দেবগণের কথা কি কহিব,
স্বয়ং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রও যদি পুনর্বার আবির্ভূত হন,
কেহই কৃষ্ণভক্তের সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হইতে
পারেন না।

বৈষ্ণবের পাদোদক পরমপাবন।
পান করি পুন শুচি হৈতে করে মন ॥
সেই অপরাধী ব্রহ্মহত্যার পাতকী।
তাহার প্রমাণ শাস্ত্র সৌপর্নে নিরখি ॥

গাক্রড়ে—

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচমতি সন্মোহাৎ ব্রহ্মাহা স নিগচ্ছতে ॥

বিষ্ণুপাদোদক ও ভক্তপাদোদক পান করিয়া
যে ব্যক্তি আচমন করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া
অভিহিত হয়।

বৈষ্ণবে কৃত্যাদানঞ্চ পরমনির্কারণহেতুনা।
পরং নির্কারণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্ ॥

বৈষ্ণবকে দুহিতাদান এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট
ভোজন নির্কারণের হেতু।

শ্রীভাগবতে—

উচ্ছিষ্টলেপানমুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্য ভূজে তদপাস্তিকিঞ্চিৎ ॥

ব্রাহ্মণদিগের অন্তুমোদনামুসারে তাঁহাদিগের
উচ্ছিষ্টায় ভক্ষণে আমার যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইল।

হারি প্রতিমা হন বৈষ্ণবঠাকুর।
দর্শন স্পর্শন পূজা কর্তব্য প্রচুর ॥
বহুভাগ্যোতে যার প্রজ্ঞা জনময়।
সুকৃতি বলিয়া তারে স্তুতিগণ গায় ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

স্বদর্শন স্পর্শন পূজনৈঃ কৃতী,
তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেষু বৈষ্ণবৈঃ।
ধূনন বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ,
স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ ॥

কৃতী বৈষ্ণব বিষ্ণুপ্রতিমাবৎ নিজের দর্শন, স্পর্শন
ও পূজার দ্বারা লোকের অজ্ঞানাত্মার দূর করিয়া
সংসারে অবস্থান করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের
নিজের স্বার্থ কিছুই নাই, সংসারের কল্যাণার্থ
তাঁহারা দীপবৎ শোভমান থাকেন।

পাদে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

হে রাজন্! যাহারা স্বল্পপুণ্যশীল, মহাপ্রসাদে
গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে কিছুতেই তাহাদের
বিশ্বাস জন্মে না।

বৈষ্ণব স্মরণ যদি গৃহে বসি করে।
সদ্য সে জীবনুজ্ঞ সেবা রহ দূরে ॥

ত—

যেষাং সংস্রবণাৎ পুংসাং সত্যঃ শুধ্যস্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শনাদশৌচাসনাদিভিঃ

ঐহাদিগের স্বরূপমাত্রই মানবের গৃহ সন্ত
পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদ প্রকালনও
আসনাদি দ্বারা যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব ?

বৈষ্ণবেরে নমস্কার অষ্টাঙ্গ হইয়া ।
যেই করে সেই ধনু শরীর ধরিয়া ॥
চূর্কস্তো বা স্রবস্তো বা বৈষ্ণব যে জন ।
অবশ্য নমস্ত সেই স্রুতেব বচন ॥

সুতবাক্যম্—

হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমা ।
নমস্করোমাহং তেবাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগা যতঃ ॥

হরিভক্তিরসাস্বাদে যে মানবশ্রেষ্ঠগণ পুলকিত,
আনি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি । কেন না
তাঁহাদের সঙ্গীরাও মুক্তিলাভ করে ।

হরিভক্তিপরা যে চ হরিণাম পরায়ণাঃ ॥
চূর্কস্তো বা স্রবস্তো বা তেবাং নিত্যং নমোনমঃ ॥
হরিভক্তিপরায়ণ ও হরিনামনিষ্ঠ ভক্ত স্রবস্ত বা
চূর্কস্ত হউন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার ।

বৈষ্ণবের নামে সর্ক্সপাতক নাশয় ।
কৃষ্ণভক্তি জন্যে ভাগবতে বহু গায় ॥
প্রাতঃকালে উঠি যেই করয়ে কীর্তন ।
ভারতের এক শ্লোক শুনহ প্রমুখ ॥

যথা—

নিত্যং যে প্রতরুধার বৈষ্ণবানাম্ কীর্তনম্ ।
সুর্কস্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোধান করিয়া
ঐহারা বৈষ্ণবের গুণাকীর্তন করেন, হে বলিরাজ,
এই কলিযুগে তাঁহারাই ভাগবত ও কৃষ্ণ-সদৃশ ।

বৈষ্ণব সেবনে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ।
চতুর্কর্গ ফল ইহ না হয় আধিক্য ॥
মুখ্য ফল হয় মাত্র কৃষ্ণে রতি যতি ।
মুক্তি দুঃখফল ফল শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি ॥
তবে যে কহেন প্রতিগণ নানাকল ।
বহিস্মৃৎ প্রবৃত্তির কারণ কেবল ॥
অনেক প্রমাণ তাহে পুস্তক বাঢ়রে ।
দুই এক শ্লোক লিখি কিঞ্চিৎ আশরে ॥

ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে—

হরিকীর্তনশীলো বা তদুক্তানাং প্রিয়োহপি বা ।
তুষ্কবুর্কপি মহতাং ন বন্দ্যোহস্মাভিকৃত্যমঃ ॥

যিনি হরিকীর্তনশীল, অথবা তদীয় ভক্তবৃন্দের
প্রিয় ও মহদব্যক্তিগণের সেবানিরত, তিনি আমা-
দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং আমাদিগের পূজ্য ।

তথা চ—

বহিস্মৃৎ প্রবৃত্ত্যে তৎ কিঞ্চ মুখ্যফলং রতিঃ ॥

বহিস্মৃৎ জনগণের প্রবৃত্তিসংস্কারের নিমিত্ত
রতিই কিঞ্চ প্রধান ফল ।

বৈষ্ণব দর্শনে মাত্র তৎকালে পবিত্র ।
মৃৎ-শিলাময়ী দেব-গঙ্গাব অতিরিক্ত ॥
সেবকাদিকরণে পূত করেন তাঁহার।
বৈষ্ণবদর্শনে মাত্র তখনি বিজরা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন হস্তয়ানি তীর্থানি ন দেবা মুচ্ছিলাময়াঃ ।
তে পুনস্ত্যাকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

সলিলাদি (জাহবী প্রভৃতি) তীর্থাদি এবং মৃৎ-
শিলাময় দেবাদি বহুদিন পরে পবিত্র করেন ; কিন্তু
সাধুগণের দর্শনমাত্রই পবিত্রতা সাধিত হয় ।

বৈষ্ণবের পূজা সর্ক্সপূজা হৈতে শ্রেষ্ঠ ।
অস্ত্র দেব দূরে রহ কৃষ্ণ হৈতে ইষ্ট ॥

একাদশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

বৈষ্ণবে বহুসংকৃত্যা ॥

বৈষ্ণবদিগকে আমার বহুর তুল্য সম্মান
করিবে ।

আমার ভক্ত অধিক পূজার যোগ্য ।
বিনা অতিরিক্ত বৈষ্ণবের পাদরজ ।
কারু স্তব্ধে সিদ্ধ নহে কভু কোন কাষ ॥

পঞ্চমস্তব্ধে—

রত্নগণৈতৎ তপসান বাতি,
ন চেজ্যয়া নির্কপণাদগৃহাদবা ।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিস্থৈর্যো-
ধিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্ ॥

হে রত্নগণ! মহৎ ব্যক্তির পদধূলির অভিষেক
ভিন্ন তপস্শায়, অন্নদান, গৃহধর্ম্যে পরোপকারে,
বেদাভ্যাসে অথবা জল, বহি ও সূর্য্যের উপাসনায়,
কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ।

বৈষ্ণবের সেবা করে দাস-অভিমাণে ।
পরম গভীরে পায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥

তথা হি পাদে—

বিষ্ণুভক্তস্ত যো দাসা বৈষ্ণবান্নভুজ্যত যো ।
তেহপি ক্রতুভুজ্যাং বৈষ্ণু গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ ॥

যাহারা বিষ্ণুভক্তবর্গের দাস এবং বৈষ্ণবান্নভোজী,
হে বৈষ্ণু! তাঁহারা অক্লেশে সুরগণের গতি প্রাপ্ত
হন ।

সর্ব আরাধন-সার বিষ্ণু-আরাধনা ।
তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের উপাসনা ॥

পাদে উত্তরথণ্ডে—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

সর্ব আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ,
কিন্তু হে দেবি, যাহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের আরা-
ধনা তদপেক্ষা প্রধান ।

ইহাতে অন্তথাবুদ্ধি নাহি কেহ কর ।
এই বাক্য হৃদয়ে কবচ করি পর ॥
বৈষ্ণব তেজিয়া হরি একান্ত-ভজনে ।
কৃষ্ণকুপা নাহি হয় ভক্তে নাহি গণে ॥
কৃষ্ণ না ভাজব মাত্র বৈষ্ণবভজনে ।
কৃষ্ণ পাই ভক্তি পাই শাস্ত্রেতে বাধানে ॥
অতএব প্রযত্নেতে বৈষ্ণব পূজহ ।
সর্বদুঃখ পাপ-আদি হইতে তরহ ॥

শ্রীগীতারাম্—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।
মন্ত্ৰজানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

হে পার্থ! যাহারা কেবল মদীয় ভক্ত, তাহারা
আমার প্রকৃত ভক্ত নহেন; যাহারা মদীয় ভক্তের
ভক্ত, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে কথিত ।

পাদে—

অর্চয়িত্ব তু গোবিন্দং তদীয়ানু নার্চয়েৎতু যঃ ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দার্শনিকঃ স্বতঃ ॥

যে ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা করে, অথচ তদীয়
ভক্তের পূজা করে না, সে ব্যক্তি ভাগবত নহে,
দার্শনিক বলিয়া গণ্য ।

তস্মাৎ সর্বপ্রগত্তেন বৈষ্ণবানু পূজয়েৎ সদা ।
সর্বং তরতি দুঃখোৎসাহং মহাভাগবতার্চনাৎ ॥

এই হেতু সর্বপ্রগত্তে নিয়ত বৈষ্ণবের অর্চনা
করিবে । মহাভাগবতদিগের পূজায় সর্বদুঃখ হইতে
ত্ৰাণ হয় ।

বৈষ্ণব দেখিয়া' মহা-আনন্দ কবিব ।
কতকালের বন্ধু সেন দেখি দ্রষ্ট হব ॥
যাঁর কৃষ্ণে শুকভক্তি তাঁরই এই রীত ।
স্বাভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া পিরীত ॥

একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

বৈষ্ণবে বন্ধুসংকৃত্য ॥

বৈষ্ণবগণকে মদীয় বন্ধুর স্তায় সম্মান করিবে ।

মন্ত্ৰভূক্তপূজাভাধিকা ॥

আমার ভক্ত অধিক পূজ্য ।

বৈষ্ণব ভোজন যার গৃহেতে করয় ।
তার সঙ্গে যার সঙ্গ নিষ্পাপ সে হয় ॥
কৃতান্তের অধিকার তাহাতে নাহিক ।
যম নিজ দূতে কহে করিয়া অধিক ॥

পাদে—

বৈষ্ণবো যদগৃহে ভুঙক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ ।
তেহপি বঃ পরিহার্যাঃ স্যুতৎসঙ্গহতকিঞ্চিভাঃ ॥

যাঁহাদিগের গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন, যাহারা
বৈষ্ণব-সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা তোমাদের পরি-
ত্যাগী । বৈষ্ণব (সঙ্গ) প্রাপ্তি হেতু তাঁহাদের যাবতীয়
পাপ দূর হইয়াছে ।

ভক্ত-রসনার কৃষ্ণ রস আশ্বাদয় ।
রানীকৃত সামগ্রীতে তাদৃক তৃপ্ত নয় ॥

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

নৈবেদ্যং পুরতো ভুক্তং দৃষ্টেইব স্বীকৃতং ময়া ।

ভুক্তং বসনাগ্নেণ বসমগ্নায় পদ্মজ ॥

আমার দর্শনমাত্রেরই পুরোবর্তী নৈবেদ্য আমার স্বীকৃত হয়, কিন্তু হে পদ্মজ । ভক্তের জিহ্বাগ্রে আমি বসান্বাদন করি ।

সর্বত্র বৈষ্ণব পূজা স্বর্গে মর্ত্যে বসাতলে ।

দেবতা মনুষ্য আদি যতক অখিলে ॥

নারদীয়ে—

সর্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজাঃ স্বর্গে মর্ত্যে বসাতলে ।

দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগরক্ষসাম্ ॥

স্বর্গ, মর্ত্য ও বসাতলে সুর, নর, পরগ, রাক্ষস সকলেরই নিকট বৈষ্ণবেরা পূজাহঁ ।

যেহাং অরণ্যমাত্রেন পাপাশ্রয়তানি চ ।

দৃষ্ট্বৈ নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাশ্রয়নাম্ ॥

বৈষ্ণব-মহাশ্রয়গণের অরণ্যমাত্রের লক্ষণ ত কলুষ ভ্রমীভূত হয়, তদ্বিবরে সংশয় নাই ।

প্রাতঃকালে উঠি লয় বৈষ্ণবের নাম ।

কৃষ্ণতুলা হয় সেই সর্বশুদ্ধধাম ॥

মহাভারতে রাজধর্ম্মে—

নিতং যে প্রাতঃকথায় বৈষ্ণবানাক্ত কৌতনম্ ।

কুর্কন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুলাঃ কলৌ বলে ।

প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া যিনি বৈষ্ণবের গুণাঙ্গীকর্তন করেন, হে বলে । কলিযুগে সেই ব্যক্তি ভাগবত ও কৃষ্ণসদৃশ ।

বৈষ্ণবপ্রসঙ্গে হৃৎকর্ণবসায়ন ।

মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা অমৃতভাজন ॥

অপবর্গদ্বার আর শ্রদ্ধা রতি ভক্তি ।

ক্রমিক ক্রমেরে হয় সুদৃঢ় আসক্তি ॥

শ্রীভাগবতে—

সভাং প্রসঙ্গান্ময় বীর্ণাসংবিদো,

ভবন্তি হৃৎকর্ণবসায়নাঃ কথাঃ ।

ভজোষণানাং অপবর্গবর্জানি,

শ্রদ্ধা রতিভক্তিরহুক্রমিষ্যতি ॥

সাধুগণের প্রসঙ্গ মদীয় বিক্রমজ্ঞাপক, তাঁহা-
দিগের কথা আমাব হৃদয় ও কর্ণের বসায়নস্বরূপ ।
তদ্বারা অদম্য অপবর্গের পথে ক্রমাগত্রে শ্রদ্ধা, রতি
ও ভক্তির সমাবেশ হইবে ।

বৈষ্ণবের পাছকায় নতি পুনঃ পুনঃ ।

যে প্রসঙ্গে মিলে সাধ্য সাধন নিষ্ঠা ॥

কর্ম্মাবলম্বন কারো আলম্বন জ্ঞান ।

মো সভাব বৈষ্ণব পাছকাবলম্বন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত —

ভগদন্তরূপাদাজপাছকাভো নমোহস্ত মে ।

বৎসক্রমঃ সামনঞ্চ সাধাঞ্চাখিলমুত্তমম্ ॥

যাঁহাদিগেব সংসর্গপ্রাপ্তিই জগতেব মধো উত্তম
সাধন ও সাধা, সেই ভগবদ্রূপবৃন্দের পাদপদ্ম-সংলগ্ন
পাছকাকেও আমাব নমস্কাব ।

পদাবল্যাম্ -

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কোচৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ

বয়স্তু হবিদাগানাং পাদত্ৰাণাবলম্বকাঃ ॥

কেহ জ্ঞানাবলম্বী, কেহ কর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু
আমরা হবিদাসগণের পাদত্ৰাণ-অবলম্বনকারী ।

দর্শন স্পর্শন আদি কবি সহবাসে ।

কণমাত্র শুদ্ধ হয় যবন পুরুশে ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুর্বাণে—

দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ কণাৎ ।

ভুক্তাঃ পুনস্তি বক্ষস্ত সাক্ষাদপি চ পুরুশম্ ॥

দর্শন, স্পর্শন, আলাপ এবং সহবাসাদির দ্বারা
সাক্ষাৎ পুরুশাকও ভক্তগণ আশু পবিত্র কবেন ।

হরিভক্তি পূজে যেই হরিভক্তি কবি ।

তাঁবে তুষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ত্রিপুরাবি ॥

তট্টব—

হরিভক্তিরতান্ যন্ত হবিবুদ্ধাঃ প্রপূজয়েৎ ।

তস্ত তুষ্যন্তি বিপ্রোজ্ঞা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি হরিভক্তগণকে হবিজ্ঞানে অর্চনা
করেন, হে বিপ্রোজ্ঞগণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি
তাঁহার প্রতি প্রীত থাকেন ।

ভক্ত ভগবান স্বয়ং লোকরক্ষাহেতু ।
কিতিভলে অবতীর্ণ প্রাকৃতিক ন তু ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রাচ্ছন্নবিগ্রহঃ ।
ভগবন্তুভূতরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥

হে বিপ্রবর ! প্রাচ্ছন্ন বিগ্রহভাবে ভগবৎভূতরূপে
আমিই নিরন্তর লোকদিগকে রক্ষা করিতেছি ।

হরিভক্তিগঙ্গাসঙ্গমমাত্র হয় ।
সর্বমহাপাতকাদি তুষ্কণাতে যায় ॥

বৃহস্পতিগীয়ে—

হরিভক্তিপবাণাস্ত সদ্দিনাং সঙ্গমাত্রতঃ ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥

হরিভক্তিনিষ্ঠদিগের সঙ্গদিগেব সঙ্গমাত্রলাভে
মহাপাপিগণের সর্বপাপমোচন হয় ।

বৈষ্ণবের আরাধনা অসংখ্যগণন ।
পুস্তক বাঢ়য়ে কত করিব বর্ণন ॥
কিঞ্চিৎ কহিল মাত্র দিগদরশন ।
যেন-তেন মতে কবি বৈষ্ণবের গান ॥
বৈষ্ণবের মতিমা কি কহিব অধিক ।
বিনা বৈষ্ণবের পূজা সকলি অশাক ॥
গোবিন্দ ভজয়ে যে নাহি ভজয়ে বৈষ্ণবে ।
ভক্তমধ্যে তাহাকেই দাস্তিক জানিবে ॥

পদ্মোত্তরখণ্ডে —

অর্চিয়তা তু গোবিন্দঃ তদীয়ান্ নার্চয়েৎ তু যঃ ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাস্তিকঃ স্মৃতঃ ।

যে ব্যক্তি গোবিন্দের পূজা করে, কিন্তু তাঁহার
ভক্তের (বৈষ্ণবের) অর্চনা করে না, সে ব্যক্তি
ভাগবত নহে, তাহাকে দাস্তিক বলিয়া জ্ঞাতব্য ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা ।
সর্বং তরতি দুঃখখোঘং মহাভাগবদর্চনাৎ ॥

এই ভক্ত সর্বপ্রযত্নে নিরন্তর বৈষ্ণবের অর্চনা
করিবে । মহাভাগবতদিগের পূজায় মনুষ্য সর্বদুঃখ
হইতে পরিত্রাণ লাভ করে ।

বৈষ্ণব সম্ভান যার সেই ভাগ্যবান্ ।
পুত্রবতী সেই নারী পিতা পুত্রবান্ ॥

সৌপর্নিক—

কলৌ ভাগবতং নাম যশ্চ পুংসঃ প্রজায়তে ।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃপাত্ত ধুরন্ধরঃ ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি এই কলিযুগে ভাগবত বৈষ্ণব নামে
কথিত, সেই ব্যক্তি পিতৃগণের ধুরন্ধর এবং তাহার
জননীই প্রকৃত পুত্রবতী ।

• তুল্লভ ভাগবত নাম কলিতে যাহার ।
ব্রহ্মরূপদ হৈতে উৎকৃষ্ট তাহার ॥

তত্রৈব—

কলৌ ভাগবতং নাম তুল্লভঃ ত্রৈলোক্যেনৈব লভ্যতে ।
ব্রহ্মরূপদোৎকৃষ্টঃ শুকণা কথিতঃ মম ॥

মদীয় গুরুদেব কহিয়াছেন যে, কলিযুগে ভাগবত
নাম তুল্লভ ; উহা প্রাপ্য হওয়া কঠিন ; ব্রহ্মরূপ
রূপদ অপেক্ষাও উহা শ্রেষ্ঠ ।

বৈষ্ণবের চিহ্ন যার শরীরে দেখিবে ।
নিঃসন্দেহ কলিতে সে দেবতা জানিবে ॥

তত্রৈব—

যশ্চ ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে ।
গীয়েতে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি সংশয়ঃ ॥

হে মুনিপ্রবর ! যাহার দেহে ভাগবতচিহ্ন দৃষ্ট হয়
এবং যাহারা হরিগুণগান করেন, তাঁহাদিগকে
দেবতা জ্ঞান করিবে, সন্দেহ নাই ॥

চণ্ডাল যে হরিভক্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ ।
হরিভক্তি স্বপচ নহে তত অপকৃষ্ট ॥

নারদীয়ে—

স্বপচোহপি মহীপাল বিষ্ণোর্বক্তো দ্বিজাধিকঃ ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ স্বপচাধিকঃ ॥

হে রাজন্ ! বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও
হীন ।

ইন্দ্র মহেশ্বর ব্রহ্মা সেই সে হইল ।

চণ্ডাল হরির তোষ যেই জন্মাইল ॥

কান্দে বেবাধণ্ডে—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তত্রৈব হি ।
স্বপচো হি ভবত্য্যব যদা তুষ্টোহসি কেশব ॥

হে কেশব ! আপনার যখন তুষ্টি হয়, তখন
আপনার ইন্দ্রিয়, শব্দ, ব্রহ্মত্ব ও পরব্রহ্মত্ব চণ্ডালও
লাভ করে ।

সেই সর্কধর্ম্যকর্তা হরিভক্ত কৃতি ।
সর্কপাপকর্তা যেই অভক্ত দুর্মতি ॥

তত্রৈব—

স কর্তা সর্কধর্ম্যাণাং ভক্তো যন্তব কেশব ।
স কর্তা সর্কপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যত ॥

যে ভবদীয় ভক্ত, হে কেশব, সে সর্কধর্ম্যেব
পালনকর্তা ; আর যে ভবদীয় ভক্ত নহে, হে অচ্যুত
সে পাপের আচরণকর্তা ।

ধর্মো ভবত্যাধর্মোহপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যত ।
পাপং ভবতি ধর্মোহপি তবাত্মকৈঃ কৃতো হরে ॥

হে অচ্যুত । ভবদীয় ভক্তকৃত অধর্ম্য ধর্ম্য এবং
ভবদীয় অভক্তকৃত ধর্ম্য অধর্ম্য বলিয়া পরিগণিত ।

সর্কধর্ম্য করি সেই নবকেতে বার ।
হরির অভক্ত যেই জন দুবাশয় ॥
সদা ব্রহ্মহত্যা যদি ভক্তেরে ঘটয় ।
তবু শুদ্ধ থাকে তারা বাধা না জন্ময় ॥

তত্রৈব—

নিঃশেষধর্ম্যকর্তা বাপ্যভক্তো নরকে হবে ।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তন্তে ব্রহ্মহাপি বিদ্বদাতি ॥

হে হরি ! ভবদীয় অভক্তজন নিঃশেষে ধর্ম্যাচরণ
করিয়াও নরকগামী হয় এবং আপনার ভক্তব্যক্তি
ব্রহ্মহত্যাকারী হইয়াও বিদ্বৎ হয় ।

তাবৎ সংসার ভ্রমে পিণ্ডাকাক্ষ হয় ।
যাবৎ কুলে হরিভক্ত পুত্র না জন্ময় ॥

তত্রৈব—

তাবদ্ভ্রমস্তি সংসারে পিতবঃ পিণ্ডতৎপর্য্য ।
যাবৎ কুলে ভক্তিয়ুক্তঃ সূতো নৈব প্রজায়তে ॥

যাবৎ বংশে হরিভক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ না করে,
তাবৎ বংশে পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডার্থী হইয়া সংসার-
সাগরে ভ্রমণ করেন ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চণ্ডাল যবন ।
হরিভক্ত যেই সেই সর্কভোক্তামতম ॥

তত্রৈব—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতবঃ ।
বিষ্ণুভক্তিসমায়ুক্তো জ্ঞেয়ো সর্কোত্তমোত্তমঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা তদপেক্ষা কোন
ইতর জাতি যদি বিষ্ণুভক্তিनिষ্ঠ হন তিনিই সর্কোত্তম
মোত্তম ।

হরি নাম মহাপুত্র যেই নীচ জাতি ।
জপে সেই পবিত্র পাবন মহামতি ॥
কৃষ্ণের পিরীতি সেই সাধু জন্মাইল ।
বেদবেত্তা-ব্রাহ্মণ জনকে কি চইল ॥

তত্রৈব ত্রিভগবদ্বাক্যম্—

নামযুক্তজনাঃ কেচিৎ জ্ঞাত্যন্নরসমম্বিতাঃ ।
কুর্কল্লি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপাবগাঃ ॥

বেদপাবগ ব্রাহ্মণগণও আমার তদ্রূপ প্রীতি-
সম্পাদনে সমর্থ নহেন, আমার নামযুক্ত জ্ঞাতাস্তর-
সমম্বিত জন (হরিনামপব নিকৃষ্টজাতীয় ব্যক্তিগণও)
আমার যে প্রকার প্রীতিসাধন করেন ।

হরিভক্তিহীন.যেই সেই সে চণ্ডাল ।
হরিভক্ত চণ্ডাল যে ভুবনমঙ্গল ॥

তত্রৈব—

বিষ্ণুভক্তিহীনা য়ে চণ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হবি ভক্তিপবায়নাঃ ॥

বিষ্ণুভক্তিশূন্য ব্যক্তি চণ্ডাল বলিয়া পরিকীর্তিত
হয় এবং হরিভক্তিসমম্বিত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ হয় ।

বৈষ্ণব বর্ণের বাহু ত্রৈলোক্যপাবন ।
ঋণচসমান অট্টবর্ণ যে ব্রাহ্মণ ॥

তত্রৈব—

ঋণচমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রবৈষ্ণবম্ ।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহুহপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥

অট্টবর্ণ ব্রাহ্মণকে লোকে চণ্ডাল সদৃশও দর্শন
করিতে না, কিন্তু নীচজাতীয় বৈষ্ণবও ত্রিভুবন-
পবিত্র কাব্য ।

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত পাপযোনি হয় ।
শ্রী-শূদ্র-বৈশ্য আদি যে কেহ ভজয় ॥
পরম পবিত্র সেই দুর্মুখ বে গতি ।
অনায়াসে পায় তবে বৈকুণ্ঠে বসতি ॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু—

মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেহপি স্মাঃ পাপযোনয়ঃ ।
দ্বিগো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যাস্তি পথাং গতিম্ ।

হে পার্থ ! শ্রী, বৈশ্য, শূদ্র, অথবা কোনও পাপ-
যোনিজ লোকও আমাকে আশ্রয় করিলে পরমা
গতি প্রাপ্ত হয় ।

সর্বযজ্ঞ-সর্ববেদ পারগ ব্রাহ্মণ ।
হেন কোটি কোটি নহে বৈষ্ণবসমান ॥
এহেন সহস্র ভক্ত কবিরী সন্মানে ।
ঐকান্তিক এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥

গাকডে -

সংযাজিসহস্রেভ : সর্ববেদান্তপাবগঃ ।
সর্ববেদান্তবিৎকাট্যা বিষ্ণু ভক্তা বিশিষ্যতে ।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একাস্যোকা বিশিষ্যতে ॥

সহস্র সংযাজি অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্ত-
পাবগ এবং কোটি সর্ববেদান্তপারগ অপেক্ষা এক
জন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, আবার একান্ত কৃষ্ণভক্ত একজন
সহস্র সহস্র বৈষ্ণব হইতে উৎকৃষ্ট ।

সদাচার হান দুর্বাচার - নি হয় ।
অনন্ত ৬ বেদে কিছু নীকতা ৬ ভাষা ॥
সাদু সেই গান্ধী সেই সর্বসারস্বত ।
তাৎপর্য যে ব্যবসায় নিপুণ চরিত ॥

• শ্রীভগবদ্গীতাস্যাম্ -

অপি চেৎ শূদ্রবাচ্যবো ভজতে মামনন্তভাক্ ।
সাধুরেব স যন্তবাঃ সমাগ্ বাবসিতো হি সঃ ॥

যে ব্যক্তি অনন্তচিত্তে আমার ভজনা করে
শূদ্রবাচার চাইলেও, সে সাধু বলিয়া গণনীয়, যে
হেতু সে সম্যকপ্রকার যৎপ্রতি একান্তচিত্ত ।

শালগ্রাম পূজা বৈষ্ণবের আবশ্যক ।
শ্রী কিংবা শূদ্র ইহা শাস্ত্র নিয়ামক ॥

পাণ্ডে—

শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোহস্মাতি কিঞ্চন ।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠারামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥

শালগ্রামশিলার পূজা বিনা যে ব্যক্তি কিছু
আহার করে, চণ্ডালের বিষ্ঠার কুমিরূপে জন্মিয়া
আকর বাস করে ।

কান্দে চ—

গৌববাচঃ শূদ্রাঃ শ্রীভক্তিদাতে তস্ত বৈ তমুঃ ॥
ন মতির্জায়তে যন্ত শালগ্রামশিলার্চনে ॥

যাহার চিত্ত শালগ্রামশিলাব পূজায় নাহি যায়,
তাঁহার দেহ গোবদামত গিরিশৃঙ্গাগ্রে বিদারিত
হয় ।

এই শ্লোক সাধারণ ভূতপর ।
বিশেষ শ্রীশূদ্রভূতপর তন আর ॥

যথা তত্রৈব—

এবং শ্রীভগবান্ সর্কঃ শালগ্রামশিলায়কঃ ।
দ্বিতৈঃ স্তীতিশ্চ শূদ্রেণ সম্পূজ্যো ভগবৎপবঃ ॥

শ্রীভগবান শালগ্রামশিলায়ক, স্মৃতবাং ভগবৎ-
পব দ্বিত, শ্রী ও শূদ্র সকলেই সম্যক পূজনীয় ।

তথা কান্দে ব্রহ্মনারসংবাদে চাতুর্মাসাব্রতে
শালগ্রামশিলাার্চনাপ্রসঙ্গে—

ব্রাহ্মণকৃত্রিয়ানাং সচ্ছ দ্রাণামথাপি বা ।
শালগ্রামেহধিকারোহস্তি ন চানোষাং কদাচন ॥
ব্রাহ্মণ কৃত্রিয় বৈশ্য এবং সংশূদ্রগণেব শালগ্রা-
পূজায় অধিকার আছে, অপারের কদাচ নাই ।

তত্রৈবাত্ত—

দ্বিগো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ কৃত্রিয়াদয়ঃ ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রে লভাস্তু শাস্ত্রতঃ পদম্ ॥

শিলাচক্রে অর্চনা করিয়া শ্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ
কৃত্রিয়াদি শাস্ত্রতঃ পদ প্রাপ্ত হয় ।

সচ্ছূদ্রপদে শূদ্রবংশে যে বৈষ্ণব ।
শালগ্রামে অধিকারী ইতবে দুর্লভ ॥
তবে যে নিষধমত বচন যে শুন ।
অবৈষ্ণব র নহ বৈষ্ণব কখন ॥

তত্র বচনং যথা—

ব্রাহ্মণৈস্তেব পূজ্যাহং শুচেরপ্যশুচেরপি ।
শ্রীশূদ্রকরসংস্পর্শ বজ্রাদপি সূতঃসহঃ ॥

ব্রাহ্মণ, শুচি বা অশুচি চউন, আমি তাঁহারা
পূজ্য । শ্রী ও শূদ্রের হস্তস্পর্শ বজ্রাপেক্ষাও আমি
অসহ্য ।

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চনাং ।

ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রচাত্তালতামিষাং ॥

প্রণবোচ্চারণ, শালগ্রামশিলার্চনা বা বিপ্রানো-
গমন দ্বারা শূদ্র চাত্তালত্ব প্রাপ্ত হয় ।

অতএব এ বচন সামান্য উপব ।

নিষেধ যে হয় তত্র বৈষ্ণব ইতর ॥

কিংবা কেহ দস্তক্রমে বচন গড়িল ।

গোস্বামী আচার্য্য ইহা আশঙ্কা করিল ॥

হরিভক্তিবিলাসেতে শ্রীপাদ কহয় ।

নতুবা বিরোধ শাস্ত্রান্তবোত যে হয় ॥

আর কহি শুন হবিভক্তিবিলাসেতে ।

গোস্বামী শ্রীমদাতন যে কহে চীহাতে ॥

ব্রাহ্মণশৈব পূজ্যোহং ইহাব মধ্যোতে ।

এব-কার হয় এব-কারেব অর্থেতে ॥

অন্যব্যবচ্ছেদ হয় এই ত নির্ণয় ।

অথচ দেখিয়ে বহুশাস্ত্রেতে কহয় ॥

শ্রী-শূদ্র শালগ্রামপূজা অধিকারী ।

ইহাতেই এই বচন কৃত্রিম বিচারি ॥

এ বচন যতপি প্রামাণ্য হইত ।

অন্য শাস্ত্রমতে তবে বিধি না থাকিত ॥

বিচার করিলে ইথে পাণ্ডিত যে হবে ।

দস্ত-ঈর্ষা-মতে নিজ মত না স্থাপিবে ॥

পুনর্বার আর শুন শাস্ত্রেতে প্রমাণে ।

বৈষ্ণব শ্রী শূদ্র অধিকারী শালগ্রামে ॥

বায়ুপুবাণে—

অযাচকঃ প্রদাতা স্ত্রাং কৃষিঃ বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ ।

পুরাণং শৃণুয়ামিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ ॥

অযাচক অথচ দানশীল হইয়া কৃষিবৃত্তি দ্বারা
জীবিকা নির্বাহ করিবে এবং প্রতিদিন পুরাণ শ্রবণ
ও শালগ্রাম অর্চনা করিবে ।

সদ্ধার্য্য বৈষ্ণবৈবদ্ভাচ্চালগ্রামশিলাসুবৎ ।

সাত্যর্চা দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোপেটৈতব সর্করা ॥

বৈষ্ণবদণ্ড প্রাপণ যত্নে শালগ্রামশিলা ধারণ
করিবেন, এবং নিরন্তর দ্বারকাচক্রাঙ্কিত শিলার
পূজা করিবেন ।

এতক প্রমাণশাস্ত্র বিরোধী যে বাক্য ।

গ্রন্থ নাহি হয় বহুশাস্ত্রেতে অনৈক্য ॥

‘ব্রাহ্মণশৈব পূজ্যোহং ইত্যাদি বচন ।’

কেহ কহে শাস্ত্রের নহে দাক্ষিণ্যবচন ॥

তন্মাৎ যে অস্ত বহু শাস্ত্রের বিবোধী ।

অতএব সাধুজন ইহাতে বিবাহী ॥

যদি বল শ্রী শূদ্র বৈষ্ণব কিমাকার ।

গৃহীত যে বিষ্ণুদীক্ষা বিষ্ণুপূজাপব ॥

ইহার ইতর সেই অবৈষ্ণবগণে ।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই পণ্ডিতে বাধানে ॥

প্রমাণং হবিভক্তিবিলাসে—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপবো নরঃ ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজৈরিত্তবোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ।

বিষ্ণুমন্ত্রগৃহীতা, বিষ্ণুপূজাবত ব্যক্তিই বিজ্ঞ
ব্যক্তিসমূহ বর্ত্তক বৈষ্ণব নামে কথিত, তদ্ব্যতীত
অস্ত্র সমস্ত লোক অবৈষ্ণব ।

শূদ্র-আদি অন্ত্যজ সে বৈষ্ণব যদি হয় ।

শূদ্র নীচ নহে সেই পূজ্যের আশয় ॥

হরিভক্তিহীন শুদ্ধ যতি কেনে নয় ।

অপচ অধিক সেই নীচ ভ্রূষায় ॥

তথা নাবদীয়ে—

অপচোহপি মহীপাল বিষ্ণোক্তকো দ্বিজাধিকঃ ।

বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ অপচাধিকঃ ॥

হে রাজন্ । বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ এবং হরিভক্তিশূন্য ব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও হীন ।

নিষাদ অপচ শূদ্র হরির ভকতে ।

নীচ করি মানে যেই যায় নরকেতে ॥

ইতিহাসসমুচ্চরে—

শূদ্রঃ বা ভগবদ্ভক্তঃ নিষাদঃ অপচঃ তথা ।

বীক্যতে জাতিসামান্যাস্তাং স যতি নরকং প্রবন্ ॥

ভগবদ্ভক্ত শূদ্র নিষাদ বা অপচকে যাহারা সামান্য
জাতি বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা নিশ্চয় নরকগামী
হয় ।

ভগবদ্ভক্ত যেই সেই শূদ্র কভু নহে ।

অতস্ত ব্রাহ্মণাদিক শূদ্র শাস্ত্রে কহে ॥

পাণ্ডে চ—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তান্তেহপি ভাগবতোক্তয়াঃ ।

সর্করার্থে তে শূদ্রা যে ন তত্ত্বা জনাঙ্গিনে ॥

ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন ; তাঁহারাষ্ট ভাগবত-
প্রধান । যে ব্যক্তি হরির ভক্ত নহে, সে সর্ববর্ণের
মধ্যে শূদ্র ।

ভ্রুবোর সংযোগে কাঁসা সোণা হয় যথা ।
কৃষ্ণদীক্ষা মাত্র নর দ্বিজ হয় তথা ॥

তথা চ তৈব—

যথা কাঞ্চনতাং যতি কাংশ্চ বসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

রস-বিধান-নিরুদ্ধন-ভ্রব্য-সংযোগে কাংশ্চ যেক্ষণ
কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ লোক দীক্ষাবিধান দ্বারা
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে ।

পিতৃগোত্রে যথা কন্যা অবিবাহে থাকে ।
বিবাহ হইলে স্বামিগোত্রে প্রবর্তকে ।
তথা বিষ্ণুমন্ত্রগীকামাত্রৈ শ্রেষ্ঠ হয় ।
নীচত্ব শূদ্রত্ব তাজি দ্বিজত্বকে পায় ॥

যথা—

পিতৃগোত্রেণ বা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা ।
তথা দীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

কন্যা যেমন পিতৃগোত্র হইতে পিতৃগোত্র প্রাপ্ত
হয়, দীক্ষাপ্রভাবে মনুষ্যেরাও তদ্রূপ দ্বিজত্ব লাভ
করে ।

অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহুতিবাক্যম্—
যন্নামধেয়শ্রবণাকীর্ণনাং,
যৎপ্রহরাদ্যৎস্মরণাদপি কচিৎ ।
স্বাদোহপি সদ্যঃ সর্বনাশ কল্পতে,
কৃতঃ পুনস্তে ভগবন্তু দর্শনাৎ ॥

কচিৎ যাহাকে প্রণাম, শ্রবণ এবং যাহার শ্রবণ
ও কীর্তন করিলে চণ্ডালও সদ্য সোমযজ্ঞকারী
বলিয়া কল্পিত হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে
যে কি পর্যাঙ্ক পবিত্রতালাভ হয়, তাহা কি আর
বলিতে হয় ?

বিষ্ণুর নাম আদি যদি চণ্ডালে করয় ।
যজ্ঞযজ্ঞের যোগ্য পবিত্র সে হয় ॥
অশ্বখ গো-দ্বিজ-আদি ভগবানের ভক্ত ।
নিজতত্ত্ব হয় স্বয়ং মুখে করে ব্যক্ত ॥

তথা চ হরিভক্তিসম্বোধয়ে শ্রীভগবদ্ভক্তসংবাদে—

তীর্থান্যশ্বখতরবো গাবো বিপ্রান্তথা স্বয়ম্ ।
মন্ত্রস্তাশ্চেতিবিজ্ঞেয়াঃ পঠ্যেতে তনবো মম ॥

তীর্থসমূহকে, অশ্বখ-বৃক্ষ-সকলকে, গৌ বিপ্র-
দ্বিগকে এবং মদীর ভক্তগণকে, এই পাঁচটিবে
আমার স্বকীর দেহ বলিয়া জানিবে ।

পৃথু মহারাজ শক্তাবেশ-অবতার ।
শ্রীমুখে কহিলো শুন রহস্ত তাহার ॥
সর্বত্র শাসনে মুক্তি হই দণ্ডযুক্ত ।
বিনে যে অচ্যুতগোত্র বৈষ্ণব সর্বাধিক ॥
অতএব হরিভক্তি দর্শনীয় হয় ।
নীচ উচ্চ জাতি সব কৃষ্ণতত্ত্বময় ॥

তথা চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে—

সর্বত্রাশ্রয়িতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডযুক্ত ।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলান্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ ॥

বিপ্রকুল এবং অচ্যুতগোত্রজ বৈষ্ণবকুল ব্যতীত
তাঁহাব আদেশ সর্বত্র অব্যাহত, তিনি সপ্তদ্বীপের
একমাত্র দণ্ডধর ।

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-স্থানে সাবধান হৈতে ।
পূর্বাপর কহে শাস্ত্রে মুই স্বতন্ত্রেতে ॥
বিপ্র কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে ।
ইহাতে বুঝহ অন্যবর্ণ যে বৈষ্ণবে ॥
পাণ্ডিত যে হবে ইহা বুঝহ বিচারি ।
মূর্খ কৃতার্কিক জন নহে অধিকারী ॥
বৈষ্ণব বিপ্র হৈতে দুর্জাতি বৈষ্ণব ।
শ্রেষ্ঠতম হয় শাস্ত্রে কর অনুভব ॥

শ্রীমহাভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে—

বিপ্রাদ্ধিষড়্ভুগধুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাং স্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে ভদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

দ্বাদশগুণসম্পন্ন অথচ পদ্যনাভ অনার্দনের চরণ-
তমলে বিমুখ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও, যে চণ্ডাল স্বীয়
বাক্য-অঙ্গ-কার-মনঃ-প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়াছে,
সে শ্রেষ্ঠ । সেই চণ্ডালই নিজ বংশ পবিত্র করে,
কিন্তু গর্বী ব্রাহ্মণ পারেন না ।

দক্ষিণাদি ভগবৎ সঙ্ঘে যে দ্রব্য ।
বৈষ্ণবেণে দিব ভূষা আদি হব্য কব্য ॥
তাঁহার অর্ধেক বিধে করিব প্রদান ।
অতএব ভগবদ্ভক্ত সর্বপূজ্যবান্ ॥

অতএবোক্তঃ হরীশীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবতা

শ্রীহরীণ্যেব পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠাস্তে—
মূর্তিপানাস্ত দাতব্য। দেশিকার্ধেন দক্ষিণা ।
তদর্ধং বৈষ্ণবানাস্ত তদর্ধস্ত দ্বিগুণনাম্ ॥

দেশিকবৃন্দের (আচার্যাদিগের) দক্ষিণার অর্ধেক
মূর্তিপূজকে, তাঁহার অর্ধেক বৈষ্ণবগণকে এবং তদর্ধ
দ্বিগুণগণকে দেয় ।

ব্যাধ কৃষ্ণভক্ত শালগ্রাম পূজা কৈলা ।
ধর্ম মহামুনি যাতে উপদেশ দিলা ॥
অতএব ইহাতে যে অবোধ নিন্দয় ।
না জানিয়া কহে কিংবা দস্তুর আশয় ॥

তথা চ ব্রহ্মবৈবর্তে পতিব্রতোপাখ্যানে ধর্মব্যাধ-
স্তাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তম্—

ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রদ্ধা ধর্মব্যাধস্ত তদ্বচঃ ।
তস্যৈ স চ সমানোর দর্শনানাস তবুভৌ ॥
নির্গন্ধবসনৌ বৃদ্ধাবাসন্যৌ নিকৌ গুরু ।
শালগ্রামশিলাকৌ তৎসমীপে সুপূজিতাম্ ॥

ধর্মব্যাধের সেই কথা শুনিয়া অতঃপর তিনি
বিস্মিত হইলেন । সিক্তবস্ত্রে আসনোপরি সমানীন
ধর্মব্যাধের নিকট তাঁহার গুরুদ্বয়কে এবং সেই পূজিত
শালগ্রামশিলাকে আনয়ন করিয়া দেখান হইল ।

এ বিধান কৈল গোড়রান্যে আচ্ছাদন ।
নতুবা সকল দেশে করয়ে যাজন ॥
মধ্যদেশ দক্ষিণ দেশের দেখ রীত ।
সর্ববৈষ্ণবেতে শালগ্রাম সুপূজিত ॥
সদাচারে দেখ ইহা হয় পূর্বাপর ।
অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্র অনুসার ।
অবশ্য কর্তব্য বৈষ্ণবের শিলাপূজা ।
পরম সিদ্ধান্ত এই ইথে নাহি দ্বন্দ্বা ॥
কলিভবদ্বাতা শ্রীমহান্ আচার্য্য ।
নিরপেক্ষ শুদ্ধশীল সকলের আর্ধ্য ॥
সনাতন সনাতনধর্ম সিন্ধু প্রসিদ্ধ ।
রূপ রসরাশি পরমার্থপথে বুদ্ধ ॥

বিচার করিয়া নিরূপিতা শুদ্ধ মত ।
পরমার্থ তত্ত্ব বাহা নিগমগোপিত ॥
গোচর করিয়া কৈলা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ।
তাঁহার অন্তথা কহে যে না জানে অন্ত ॥
এবং শ্রীমদ্ভাগবত-আদির পঠন ।
বৈষ্ণব উপরে নাহি নিষেধ বচন ॥
অধর্মগাজন বিধিনিষেধ শতেক ।
বৈষ্ণব ইতব পব অজ্ঞান্য যতেক ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণঃ পিতৃণা-
ন কিঙ্করো নায়মুণী চ রাজন্ ॥

হে নৃপ ! দেবতা, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, নর,
কিঙ্কর অথবা পিতৃগণ, কাহারও নিকট ইনি ঋণী
নহেন ।

কর্ম পরিত্যাগে বৈষ্ণবের নাহি দোষ ।
কর্ম অধিকার নাহি যা ত ইরিতোষ ॥

তদ্রূপ—

তবৎ কর্মণি কলৌত ন নির্বিনোত যাবতা ।
মৎকথাশ্রবণানৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জাগতে ॥

যাবৎ নির্বিনোদ্য উপস্থিত না হয় অথবা যাবৎ
পর্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে,
তাবৎ কর্মাদি কর্তব্য ।

করণেও বিকল্প বাভিচার দোষ হয় ।
অনন্যভক্তি হানি শাস্ত্রের নির্ণয় ॥

শ্রীগীতায়াম্—

অপি চেৎ স্তুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ॥
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥

যে ব্যক্তি একান্তে আমার ভজনা করে; অতি
দুরাচার হইলেও সে সাধু বলিয়া গণ্য, যেহেতু সে
সম্যকপ্রকারে মৎপ্রতি চিত্তসমর্পণ করিয়াছে ।

ইত্যাদি অনেক বিধি প্রমাণ আছয় ॥
কতক লিখিতে পারি পুস্তক বাঢ়য় ॥
তেব স্বপচ শূদ্রকূলে যে বৈষ্ণব ।
চ শূদ্র নহে সেই পরম দুর্ভক্ত ॥
দুগুরু আশ্রয় বিষ্ণুমঙ্গদীক্ষা যাত্র ।
ই কেহ নর কেনে পরমপবিত্র ॥

যথা—

ইজ্ঞো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরব্রহ্ম তদৈব হি ।
স্বপচোহপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোহসি কেশব ॥

হে কেশব ! ভবদীয় তুষ্টিতে ইন্দ্র, মহেশ্বর,
ব্রহ্মা ও পরব্রহ্মের পদ চণ্ডাল লাভ করে ।

ব্রাহ্মণঃ কন্দিয়ো বৈশ্বঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ ।
বিষ্ণুভক্তিসমায়ুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥

ব্রাহ্মণ, কন্দিষ্ট, বৈশ্ব শূদ্র বা তদিতর জাতিও
যদি বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ হয়, সে সর্বোত্তমোত্তম বলিয়া
গণ্য ।

সংকীর্ণযোনয়ঃ পুত্রা যে ভক্তা মধুসূদনে ।
শ্রেষ্ঠতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যেন ভক্তা জনার্দনে ॥

শ্রীমধুসূদনের ভক্ত হইলে, নীচজ্যোনিজ ব্যক্তিও
পবিত্র হয়, কিন্তু জনার্দনে ভক্তিমান না হইলে
কুলীনও শ্রেষ্ঠ সদৃশ হয় ।

স কৰ্ত্তা সৰ্বধৰ্ম্মাণাং ভক্তো যন্তব কেশব ।
স কৰ্ত্তা সৰ্বপাপানাং গো ন ভক্তস্তবাচ্যত ॥

হে কেশব ! যিনি তোমার ভক্ত, তিনি সর্বধর্ম-
কর্ত্তা । হে অচ্যুত ! যিনি তোমার ভক্ত নহেন,
তিনি সর্বপাপকারী ।

অশ্বখ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিস্থর-বৈষ্ণবাঃ ।
পূজিতাঃ প্রণতা ধাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামবম্ ॥

অশ্বখ, তুলসী, ধাত্রী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের
অর্চনা, প্রণাম ও ধ্যান করিলে, তাঁহারা মনুষ্যের
পাপক্ষয় করেন ।

সূর্য্যোহগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবাঃ ধমরুজ্জলন্ ।
ভূরাশ্বা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥

হে ভদ্র ! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব,
ঘোষাশ, মরুৎ, জল, পৃথিবী, আশ্বা ও সর্বপ্রাণী—
আমার অধিষ্ঠানভূত পূজাপাত্র ।

পূজার আধান হন বৈষ্ণবঠাকুর ।

নীচ-উচ্চ-বিচার সে রহ বহুদূর ॥

শালগ্রামপূজা আদি তাহে কি বিচার ।

ঐহার চরণ-স্পর্শে সংসার নিবার ॥

অকারণে প্রত্যাবার অধিক ত আর ।

আচার্য্য সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব করি বিচার ॥

শ্রীমদ-সনাতন জগত-আচার্য্য ।

এবং সর্বাচার্য্য আর সর্ব সাধুবর্ষ্য ॥

সভার সম্মত শাস্ত্র বেদ-অনুসারে ।

লোকনিষ্ঠারের হেতু করিলা বিস্তারে ॥

অতএব দৃঢ় হৈল সিদ্ধান্ত বিচারে ।

বুঝিবে সুবোধ নাহি বুঝিবে ইতরে ॥

• ইথে যেই অভিগিয়া বৈষ্ণবনিবস ।

নীচ জ্ঞান করি জাতি-কুল বিচারয় ॥

এ সব সিদ্ধান্তে যেই হেয়বুদ্ধি করে ।

বৈষ্ণব-চরণরজ নাহি ধরে শিরে ॥

বৈষ্ণব-চরণে দাসবুদ্ধি না করিল ।

তবে বজ্রাঘাত তার শিরেতে পড়িল ॥

শ্রীল নাভাজীর মনপ্রীতের লাগিয়া ।

তাঁহার অন্তরগুঢ় আশয় বুঝিয়া ॥

বৈষ্ণবমহিমা কিছু বাহুল্য লাগিয়া ।

কথোপলি শ্লোক লিখিল সুপ্রমাণ দিয়া ।

ইহাতে যে ভাল মন্দ বিচারিতে নারি ।

অপরাধ না লবেন দাস অঙ্গীকরি ॥

হে শ্রীল নাভাজীউ কটাক্ষ করহ ।

শ্রীচরণ কৃষ্ণদাস-মস্তকে ধরহ ।

বৈষ্ণব-মহিমা ।

বৈষ্ণবমহিমামৃত সর্বশাস্ত্রে গায় ।

লক্ষ লক্ষ কহিবারে কার শক্তি হয় ॥

প্রসিদ্ধ জগতে ইহা কহিয়া কি ফল ।

তথাপিহ প্রয়োজন আছেয়ে প্রবল ॥

দাস্তিক অবোধ কুতর্কিক ছরাশয়ে ।

নিম্নক পাবন্তী জনার হিতের লাগিয়ে ।

দ্বিতীয় কারণ বৈষ্ণবের গুণগান ।

কোন ছলে করি যদি পদে দেন স্থান ।

সাধুকপা স্মৃতি যে বিনা কোনমতে ।

কখন বিশ্বাস নহে হরির ভকতে ॥

পাদে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে ।

স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

হে রাজন্ ! স্বল্পপুণ্যলীল ব্যক্তিদেব মহাপ্রসাদে

পাবিলে, নামব্রহ্মে এক বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না ।

হরিতক্তি-অদ যে অদ্বয়-ব্যতিরেকে ।
 চৌষটি প্রকার যে প্রসিদ্ধ সৰ্বলোকে ॥
 বৈষ্ণবের আরাধনা সেইমত হয় ।
 তার মধ্য যে যে অঙ্গ সম্ভাবনা হয় ॥
 তাহার প্রমাণ আর বৈষ্ণবমহিমা ।
 রসামৃত সিদ্ধগ্রন্থ সিদ্ধাস্তের সীমা ॥
 আরাধনবিধি পূর্বে প্রমাণ করিল ।
 দিগ্‌দরশনমাত্র সীমা না পাইল ॥
 কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণভক্তে অধিক পূজিব ।
 তাৎপর্য অর্থ ইথে ক্রটি না করিব ॥
 বৈষ্ণবের মহিমা কে কহিবারে পারে ।
 শ্রীল-শঙ্কর বিনা ইহা অন্য-অগোচরে ॥
 ইহাতে সন্দেহ কিবা দেখহ বিচারি ।
 ভক্তিমিশ্র বিনা জানি-কর্ম্ম-আদি-করি ॥
 ফল নাহি পায় যথা স্থল তুষ কুটে ।
 ভক্তি-মিশ্র হৈলে মুক্তি-আদি করপুটে ॥

শ্রীভগবতে দশমস্কন্ধে—

শ্রেয়ঃসূতিং ভক্তিযুদন্ত তে বিভো,
 ক্রিষ্ণস্তি যে কেবলবোধলঙ্করে ।
 তেযামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যাতে,
 নান্যদ্যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

হে বিভো ! ভবদীয় ভক্তিযার্গে মঙ্গলশ্রোতঃ
 প্রবাহিত, (তৎপদপরিভ্যাগে) কেবল জানলাভার্থ
 মাত্ৰ ক্লেশই পাইরা থাকে । তাহারি যে কষ্ট
 স্বীকার করে, তাহা স্থলতুষাবঘাতিগণের ক্লেশের
 ন্যায় ।

প্রার্থনা করিরা নুর-মুনি বাহা কহে ।
 দিলেও সে হরিতক্ত নাহি ফিরে চাহে ॥

ভবৈব—

সালোক্য-সাষ্টি-সামীপ্য-সাক্ষৈপ্যকল্পমপ্যুত ।
 দীর্ঘমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

সালোক্য, সমান ঐশ্বর্য, সামীপ্য, সমানরূপ
 এবং সর্ববিষয়ে সমম প্রদান করিলেও মদীয় ভক্তগণ
 আমার সেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করেন না ।

কেন যে ভক্তি দ্বারা কেবলমাত্র-পূজ্য ।
 ভক্তি-মিশ্র-ভক্তি-আদি সমস্তের আরাধ্য ॥

সেহ দূরে থাকুক বেই ভক্তিকে প্রবর্ত ।
 কিঞ্চিৎ ভক্তি কিন্তু কর্ম্মতে নিবর্ত ॥
 জানের যে পরিপাকে কর্ম্ম বন্ধ কর ।
 সে জন জীবমুক্ত প্রবর্তেই হয় ।

শ্রীভগবদ্গীতারাম্—

অপি চেৎ সুহৃদাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
 সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ-ব্যবসিতো হি সঃ ॥

যে ব্যক্তি একচিত্তে আমার ভজন করে, অতি
 ছুরাচার হইলেও, সে সাধু বলিয়া গণ্য । যে হেতু,
 সে মৎপ্রতি একান্তমনা ।

অতএব প্রবর্ত সাধক ভক্ত য়েহ ।
 সকলের পূজ্য তেঁহ ইথে কি সন্দেহ ॥
 তাহাও থাকুক দূরে শুনহ রহস্ত ।
 প্রসিদ্ধ জগতে ইহা গান করে বিশ্ব ॥
 বৈষ্ণব যাহার কূলে গর্ভে জনময় ।
 তার পিতৃলোক যদি নরকে থাকয় ॥
 নরক হইতে উঠি আশ্ফটন করে ।
 মোর বংশে বৈষ্ণব জন্মিলে অতঃপরে ॥
 সংসারের দুঃখ আর নাহিক ভুঞ্জিব ।
 বালক জন্মিবামাত্র সবে মুক্ত হব ॥

অথ সম্প্রদাপ্রকরণ ।

সম্প্রদায়ী সদগুরু চরণ-আশ্রয় ।
 লবামাত্র কর্ম্ম ছুটে পবিত্র সে হয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণে নিকাম-প্রেমভক্তি উপায় ।
 ইহার প্রমাণ শত কত কহা যায় ॥
 কিঞ্চিৎ কহিব মাত্র দিগ্‌দরশন ।
 সাধুমাগ শাস্ত্রমতে দিয়া যে প্রমাণ ॥
 সম্প্রদাবিহীন যেই বৈষ্ণবভিম্যানী ।
 শাস্ত্রের প্রমাণে তারে বৈষ্ণবে না গনি ॥
 কোটিকল্পে তার সিদ্ধি কছু নাহি হয় ।
 সেই মন্ত্র নিফল যে জানিহ নিশ্চয় ॥

পাদো তথা গৌতমী চ তথা স্থানান্তরে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে যহায়ে নিফলা মতাঃ ।
 সাধনোদৈবন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥
 সম্প্রদায়শূন্য মন্ত্র বিফল । কোটিকল্পকাল সাধন
 করিলেও তাহা সিদ্ধ হয় না ।

বৈষ্ণবসম্প্রদা চারি প্রসিদ্ধ ভূবনে ।

শ্রীমাদ্বী-কৃষ্ণ আর সনক বিধানে ॥

পাণ্ডে—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।

শ্রী-মাদ্বী-কৃষ্ণ-সনক বৈষ্ণবা ভূবি পাবকাঃ ।

শ্রী, মাদ্বী, কৃষ্ণ, সনক—পৃথিবীর পবিত্রতাকারী
এই চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কলিযুগে নিশ্চয় প্রাদু-
র্ভূত হইবে সন্দেহ নাই ।

অবৈষ্ণবস্থানে যদি বিষ্ণুমন্ত্র লয় ।

নরকগমন সেই পশ্চাতে করয় ॥

ভ্রমে যদি করে পুন বৈষ্ণব শুরুতে ।

দীক্ষা করিবেক সেই শাস্ত্রবিধিমতে ॥

নারদপঞ্চরাত্রে তথা যামলে হরি ভক্তি-

বিলাস-গ্রন্থ-প্রসিদ্ধঃ—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদবৈষ্ণবাদ্ভরোঃ ॥

অবৈষ্ণবের নিকট উপদেশ-প্রাপ্ত মন্ত্রের দ্বারা
নরকগামী হইতে হয় ; সুতরাং বৈষ্ণব শুরুর নিকট
সম্যক্ বিধিপূর্বক মন্ত্র গ্রহণ করিবে ।

পান্দোত্তরখণ্ডে—মহাদেব উবাচ ।

ন্যাসে বাপ্যর্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তমাত্ময়েৎ ।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরা গতিঃ ॥

ন্যাসক্রিয়া বা পূজা দ্বারা একান্ত-চিন্তে মন্ত্র
গ্রহণ করিবে । অবৈষ্ণবের নিকট গৃহীত মন্ত্রে পরমা
গতি লাভ হয় না ।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টে চৈব পূর্বমন্ত্রবরদয়ম্ ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ বৈষ্ণবাদ্গ্রাহয়েন্নমুহম্ ॥

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট পূর্বমন্ত্রবরদয় (বিষ্ণু-মন্ত্র ও
লক্ষ্মীমন্ত্র) পুনরায় সম্যক্ বিধিপূর্বক বৈষ্ণবের
সকাশে গ্রহণ করিবে ।

মহাকুলোদ্ভব সর্বযজ্ঞেতে দীক্ষিত ।

নিগমসহস্রাখা যদ্যপি পঠিত ॥

হেন যে ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হন ।

শুরু নাহি হন তাঁরা করিলে বরণ ॥

ভট্টৈব—

মহাকুলপ্রসূতোহপি সর্বযজ্ঞে দীক্ষিতঃ ।

সহস্রাখাধ্যায়ী চ ন শুরুঃ তাদবৈষ্ণবঃ ॥

অবৈষ্ণব ব্যক্তি, মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও
সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াও এবং সহস্র শাখা অধ্যয়ন
করিয়াও, শুরুযোগ্য নহেন ।

পুনশ্চ পাণ্ডে—

সহস্রাখাধ্যায়ী চ সর্বযজ্ঞে দীক্ষিতঃ ।

কূলে মহতি জাতোহপি ন শুরুঃ তাদবৈষ্ণবঃ ॥

সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াও, সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত
হইয়াও এবং মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অবৈষ্ণব
ব্যক্তি শুরু-যোগ্য হইতে পারে না ।

যন্ত মন্ত্রদ্বয়ং সম্যগধ্যাপয়তি বৈষ্ণবঃ ।

স আচার্যাস্তু বিজ্ঞেয়ো ভববন্ধবিদারকঃ ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণু-মন্ত্রদ্বয় সম্যক্ ধারণ করিয়াছেন,
তিনিই বৈষ্ণব, আচার্য্য ও ভববন্ধন হারী বলিয়া
কথিত । •

অবৈষ্ণবে বিষ্ণুমন্ত্র লৈলে কি হইবে ।

ভক্তি যে বর্জিত নহে বাহাতে তরিবে ॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

গৃহীতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রক বৈষ্ণবাৎ ।

অবৈষ্ণবাৎ গৃহীত্বা চ হরিভক্তি ন বর্জতে ॥

ভক্তব্যক্তি বৈষ্ণবের সকাশ হইতে ভক্তি সহ
কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন, অবৈষ্ণবের সকাশ হইতে
গৃহীতমন্ত্রে হরিভক্তি বৃদ্ধি হয় না ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ ।

শৈবাৎ শাক্তাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তিন বর্জতে ॥

বিষ্ণুভক্তিশূন্য ব্যক্তির নিকট মন্ত্র-গ্রহণে লোক
ভক্তিশূন্য হয় এবং শৈব ও শাক্তের সকাশে গৃহীত
মন্ত্রে কাহারও হরিভক্তি বৃদ্ধি পায় না ।

শৈব-সৌর-শাক্ত-আদি বর্ণন করিয়া ।

বিষ্ণুমন্ত্র লইবেক বৈষ্ণব জানিয়া ॥

কালীতন্ত্রে—

ম চ শাক্তাং ন শৈবাচ্চ গৃহ্যাদবৈষ্ণবাদ্বিজাং ॥
শাক্তাং শৈবাং গৃহ্যত্ব চ হরৌ ভক্তির্নজায়তে ॥
বৈষ্ণব বিগ্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে ; শাক্তের
ও শৈবের নিকট নহে। শাক্ত ও শৈবের সকাশে
মন্ত্রগ্রহণে হরিভক্তি জন্মে না।

দেবীপুরাণে—

শৈবঃ সৌরো গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাক্তর এব চ ।
বর্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্বজ্ঞমপি নাস্তিকম্ ॥

নাস্তিক,—সর্বজ্ঞ হইলেও, শৈব, সৌর, গাণ-
পত্য, শাক্ত, শাক্তর, সকলেই সর্বপ্রযত্নে তাহাকে
বর্জন করিবে।

বিপর্যয়-পথ যদি গুরু শিষ্যে হয় ॥
কোথা আরাধনা তার ভক্তির উদয় ॥

পাদে—

বিপর্যয়ে চ বয়ো চ গুরুশিষ্যে যদি কুচিৎ ।
কথ্যমায়াতে ইষ্টং কষ্টং তত্তত্তিস্থিরম্ ॥

গুরু ও শিষ্য উভয়ে যদি বিপরীত মার্গগামী
হন, কি একায়েই বা ইষ্ট আরাধনা হইবে এবং
ফিরিয়াই বা স্থিরা ভক্তি হইবে।

এ প্রমাণ বহু হয় কতক লিখিব ।
কৃষ্ণভক্তি ইচ্ছা যেই বিচার করিব ॥
সদগুরু-শব্দেতে সম্প্রদায়ীকে বুঝায় ।
সৎ-শব্দে নিত্য ইহা অভিধান হয় ।
সম্প্রদায় গুরুপরম্পরা যে প্রশালী ॥
নিত্য তার ধ্বংস নাহি আসিতেছে চলি ॥
সেই প্রশালীতে গুরু যেই জন হন ।
সদগুরু বলিয়া হয় তাঁহার আখ্যান ॥
পূর্বে যে কহিল সম্প্রদায়-উপদেশ ।
কিনা যে নিষ্কল তার ধর্মের নাহি লেশ ॥
তাহার-বিনে বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ যে নহিল ।
কবে যে বৈষ্ণব বলি যতক কহিল ॥
তাহাতে জানিবে সম্প্রদায়ী হন তেঁহ ।
নতুবা বিরোধ হয় পূর্বাগর সহ ॥
অতএব বেহ সম্প্রদায়পদটি হন ।
বৈষ্ণব-শব্দেতে শাস্ত্রে তাঁহারে কহেন ॥

সর্ব যে লক্ষণে হৌল আচার্য্য হইব ।
যদি বিষ্ণুপরায়ণ ডকতি বহেন ॥
সেই সে দুর্লভ তেঁহ সদগুরু হইব ।
সত্য সত্য করি পুন শাস্ত্রেতে কহেন ॥

দেবীপুরাণে—

সর্বলক্ষণহীনোহপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি ।
যশ বিষ্ণো পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণো তথা গুরৌ ।
স এষ সদগুরুজ্যেষ্ঠঃ সত্যমেতদবদামি তে ॥

সর্বলক্ষণশূন্য হইলেও কিষ্কর প্রতি যাঁহার পরমা
ভক্তি এবং বিষ্ণু ও গুরুর প্রতি যিনি সমান ভক্তিনিষ্ঠ
তিনিই আচার্য্য হইবেন ; তিনিই সদগুরু জানিবে,—
ইহা সত্য করিয়া কহিলাম।

চারি সম্প্রদায় ক্রম হয় শাস্ত্রসিদ্ধ ।
অনাদি-ব্যবহারে দেখ লোকেতে প্রসিদ্ধ ॥
আব দেখ চমৎকার সম্প্রদায়পবিষ্ট ।
অনন্যভাবে হয় ইষ্টভক্তিনিষ্ঠ ॥
অসম্প্রদায়ী জন যেই কৃষ্ণমন্ত্র যজ্ঞে ।
নিষ্ঠা দূরে রহু নাহি জানে কারে ভজ্ঞে ॥
সর্ব দেব জ্ঞান কর্তব্য ভক্তি সমান জানে ।
নানাকর্ম করি আপনারে সাধু মানে ॥
বিচার করিয়া দেখ পূর্বাগর-ক্রমে ।
সদগুরু আশ্রয় বিনে পথান্তর ভ্রমে ॥
গুরু সকলের মূল সভার প্রকৃতি ।
ভুক্তি-মুক্তি-দাতা আর কৃষ্ণে ভক্তি রতি ॥
যেমন আশ্রয় যার তেমতি সে হয় ।
এক দোহা তার দৃষ্ট মহাজনে কর ॥

(দোহা—মূল হিন্দী)

জল বরোবর মীন রহে জাতি বুঝকে বুদ্ধি ।
জাকো যৈছে গুরু মিলে তাকো তৈছে সিদ্ধি ॥
অতএব সাধুমাগ শাস্ত্রমত যজ ।
বৈষ্ণবের পথ লও সদগুরুকে ভজ ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক করি জানো ।
আপনারে নীচ অপরাধী করি মানো ॥
তরুণ সহিষ্ণুতা আপনাতে করো ।
অমানী আর মানদান সদাই বিচারো ॥

যথা—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানয়েন কীর্তনীয়ঃ সর্গা হরিঃ ॥

তুণের অপেক্ষা সুনীচ ও তরুণ সহিষ্ণু হইয়া
অসংখ্য অভিমানশূন্য অথচ অপরের সম্মানদাতা হইয়া,
শ্রীহরির নাম নিরন্তর কীর্তন করিবে ।

যে জনার হরিভক্তি অকিঞ্চনা হয় ।
অসংখ্য মহিমা তাঁর কথা নাহি যায় ।
সকল দেবতা সর্বগুণের সহিত ।
তাঁহার শরীরে বৈসে হৈয়া আনন্দিত ॥
হরির অন্তরু জনে সদগুণ কোথায় ।
ইন্দ্রিয়সুখের হৈতু ইধি-উধি ধায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

বিশ্রাস্তি ভক্তিভগবতাকিঞ্চনা,
সর্বৈকগৈশ্বর সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্ত কুতো মহদগুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতে হরিঃ ॥

ভগবানের প্রতি যাহার অকিঞ্চন ভক্তি বিদ্যমান,
সুরগণ সর্বগুণসহ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন ।
শ্রীহরির অশক্তদিগের মনোরথ নিয়ত বহিস্মুখে
(ভক্তি হইতে দূরে) ধাবমান, তাহারা মহদগুণ
কোথায় পাইবে?

সামান্যত বৈষ্ণব-আকর কহি শুন ।
পূর্বে কহিয়াছি তথাপিহ কহি পুন ॥

হরিভক্তিবিলাসে—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ ।
বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজৈরিতরোহ্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণকারী বিষ্ণুপূজারত ব্যক্তি অভিজগণ
কর্তৃক বৈষ্ণব নামে কথিত হন; তদিতর ব্যক্তির
অবৈষ্ণব ।

ব্রহ্মবৈবর্ত—

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এব বৈষ্ণবো দ্বিজ ।
হে দ্বিজ, যিনি বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক, তিনিই বৈষ্ণব ।
সম্প্রদায়ী শব্দ যদি এ শ্রোকে না হয় ।
তথাপি জানিবে সম্প্রদায়ীর আশ্রয় ॥
পৃথি দেখি মন্ত্র-উপাসনা নাহি হয় ।
ইহাতে জানিবে তেঁহ সদগুরু আশ্রয় ॥
বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা করি ভক্ত্যঙ্গ বজর ।
সেই জন বৈষ্ণবেতে জানিহ নিশ্চয় ॥

ইহার ইতর যত অবৈষ্ণবগণ
কিছু সম্প্রদায়ী তেঁহ বৈষ্ণব না হন ॥
যতক কহিল এত অতিধন হয় ।
বৈষ্ণব অপরাধে কিছু সব নাশ যায় ॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধে সর্বনাশ হয় ।
আয়ু শ্রীযশোধর্ম লোকানশিব কর ॥
আর যত শ্রেয় কোটি জন্মের সঞ্চয় ।
আর কি কব কৃষ্ণভক্তি দূরে যায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে—

আয়ুঃ শ্রিয়ঃ যশো ধর্মঃ লোকানশিব এব চ ।
হস্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥

মহাজনের অতিক্রমকারী লোকের আয়ু, শ্রী,
বশঃ, ধর্ম, দেবাদি লোক, বাহনীর বস্ত্র এবং সর্ব-
প্রকার মঙ্গল বিনষ্ট হয় ।

বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই মূঢ়মতি ।
পিতৃসহ ঘোরবেতে ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥

স্থান্দে—

নিন্দাং কুর্কন্তি সে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্কিং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥

যে মূর্থগণ বৈষ্ণব মহাত্মগণের নিন্দা করে,
তাহারা পিতৃগণসহ মহারৌরব নামক নরকে পতিত
হয় ।

বৈষ্ণব দেখিয়া যেই সম্মান না করে ।
আসন হইতে উঠি প্রণয় আদরে ॥
দাস্তিক সে জন যে নিন্দিত ভ্রষ্টমতি ।
অচিরাতে হয় সেই নরকে অতিথি ॥

পান্দে—

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাস্ত্যাত্মনং করোতি বঃ ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র স ভবেন্নরকাতিথিঃ ॥

বৈষ্ণবদর্শনমাত্র যে ব্যক্তি প্রণয়-সম্ভাষণে আসন
হইতে গাত্ৰোত্থান না করে, সে ব্যক্তি নরকের
অতিথি হয় ।

সদগুরু-আশ্রয় কৃষ্ণ বৈষ্ণব-সেবন ।
এই ধর্ম নরদেহ করিয়া ধারণ ॥
অধর-ব্যতিরেক-মতে বৈষ্ণবমহিমা ।
এসঙ্গে কহিল কিছু সিদ্ধান্তচক্রিমা ॥

শ্রী শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

সম্মান্য সৎ প্রণালী আগে শু কহিব ।
ভক্তমাল পাদরজ মাতিয়া লইব ॥

ভক্তি-অঙ্গ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্রীনব-যোগেশ্বর ।

নিমি নব যোগেশ্বর বা-সবা পাতুকা ।
পরমশরণ্য যেই ভবাক্ষির নৌকা ॥
কবি হরি করভাজন আর অন্তরীক্ষ ।
চমস প্রবুদ্ধ আর পিল্লস স্তম্ভক ॥
জমিলাদি জগজন-তাপবিমোচন ।
সুধনে বিভরে কৃষ্ণভক্তি জ্ঞানাজন ॥

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্তং সধ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

ভক্তির নব অঙ্গ,—বিষ্ণুর নামগুণশ্রবণ, কীর্তন,
শ্রবণ, তদীয় পাদসেবন, পূজা, বন্দনা, দাস্ত, তাঁহাতে
সধ্য ও আত্মনিবেদন ॥

ভক্তিমহিমাকথন ।

সববিধা ভক্তি যেই যাজন কবয় ।
তার শ্রীচরণরেণু পরম উপায় ॥
মব অঙ্গ দূরে রহ এক অঙ্গ ভজে ।
পারম বামকে পায় মায়াবদ্ধ তেজে ॥
শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিত কীর্তনে শ্রীশুক ।
শ্রবণে প্রহ্লাদ অর্চনে পৃথু রাজক ॥
কমলা চরণ সেবি বন্দনে অক্রুব ।
শুকদাস্তরস-অঙ্গে পায় কপীশ্বর ॥
সখে পাৰ্শ্ব আত্মনিবেদনে বলিবাজ ।
এক এক অঙ্গে ভক্তি সাধে নিজকাজ ॥

যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্তনে,
প্রহ্লাদঃ শ্রবণে তদজিহ্ব ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ।
অক্রুরভাবিনন্দনে কপিপতির্দাস্তেহথ সখেহর্জুনঃ,
পর্কষা আত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেবাং পরম্ ॥

পরীক্ষিত শ্রীহরির নাম শ্রবণে, ব্যাসাশ্রয় শুক-
দেব তাঁহার নাম কীর্তনে, প্রহ্লাদ তদীয় শ্রবণে,
লক্ষ্মী তাঁহার পাদসেবনে, পৃথু তদীয় পূজনে, অক্রুর
ভাবিনন্দনে, কপিপতি হনুমান তাঁহার
দাস্তেহর্জুন তাঁহার সধ্যতায় এবং বলিনুপতি
আত্মনিবেদনে ও আত্মনিবেদনে, সেই পরম মঙ্গলময়
ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

অঙ্গবান বার বার তার নামগুণে ।
ত্রৈলোক্য পবিত্র সেই পূজ্য রিতুবনে ॥

শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ ।

রাজা পরীক্ষিত, ভুবনে বিদিত,
মহিমা অপার যার ।
বার বার গুণ, করিয়া বাধান,
তরয়ে তিন সংসার ॥
হেন অদ্ভুত, শুনি চমকিত,
স্বর্গ-মর্ত্য-বসাতল ।
গর্ভের ভিতরে, শ্রামলসুন্দরে,
দেখা দিলা রক্ষা ছলে ॥
সেই হৈতে হিয়া, উচ্চাটন হৈয়া,
কি দেখিছু কিবা সেই ।
তেমন না দেখি, সচঞ্চল আঁখি,
সবা-মুখ নেহাবই ॥
এই বা সে হয়, বিতর্ক করয়,
যার তার পানে চাহি ।
সেই অভ্যাসেতে, যার যে মনেতে,
কহিতে শক্তি নাহি ॥
শ্রীল শুকমুনি, সাধু শিরোমণি,
পূজিত ত্রৈলোক্যে অতি ॥
অব্যাহত গতি, এক স্থানে স্থিতি,
গোদোহনকাল নহে ।
হেন সে যতপি, যতাব তথাপি,
রাজার গুণেতে মোহে ॥
সপ্ত দিবানিশি, একাসনে বসি,
আরনে মগন হিয়া ।
শ্রীল-ভাগবত, মুণের সহিত,
আধাদেন বহু প্যাঠা ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

রাজা মহামতি, ওই রসে মাতি.
 ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে ।
 প্রেমানন্দামৃত, অন্তরে পুরিত,
 কি করিব দম্ব বাধে ॥
 কর্মী জ্ঞানী তপী, চারিদিকে ব্যাপী,
 ভক্তি মর্ম নাহি বুঝে ।
 তাহা নৃপববে, বুঝিয়া অন্তরে,
 তা সবা বুঝাবা কাজে ॥
 নাহি বুঝিলাম, হেন করি ভাণ,
 প্রেম করে পুনঃ পুন ।
 পুন সে গোসাঞি, করি ব্যক্ত তাই,
 কহে বুঝে অস্তজন ॥
 রাজা পরীক্ষিত, ত্রিভুগত-হিত,
 করিলেন অনায়াসে ।
 ধাঁহার আদরে, শুক মুনিবরে,
 ভাগবত পরকাশে ॥
 তাঁহার চরিতে, কে পারে কহিতে,
 তাহে মুক্তি ছারমতি ।
 চাঁকার আভাস, নৃপশূণ্যশ,
 কহি যে কিঞ্চিৎ রীতি ॥
 তাঁহার চরণে যদ্যপি কখনে
 কোন স্মৃতিব ফলে ।
 ভক্তি উপজায়, তবে সে জুয়ায়,
 বর্ণিতে গুণ-সকলে ॥
 কৃষ্ণদাস-চিত্তে, চরণ-অমৃতে,
 কুমতি-বিষ ঘুচাও ।
 প্রভু ভূতা হুই, কৃপা কবি পাই,
 অন্তরে উদয় হও ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী ।

শুকদেব মুনিবর, তুলনা নাহি ধার,
 ত্রিভুগত চৌকভুজনে ।
 পূজ্যবর্গে সাধুমাগে, সমতা সদগুণ বিজে,
 যার সম না হয় বাধানে ॥
 কৃষ্ণভক্তচূড়ামনি, বেদের মঙ্গলধনি,
 করিয়া গায় উচ্চনাদে ।
 বাহা শুনি সব লোকে, তরয়ে সংসার দুখে,
 কৃষ্ণদাস করে বিবাদে ॥

ধীর নার শূণ বশ, পরমকৌতুককর,
 যারে দেব্য সেই জান খাদ ।
 ভুবনমঙ্গলধামি, পরানন্দবিশ্রামি,
 ইতররসের করে বাদ ॥
 সেই সে রসেতে ভক্ত, তার প্রেমে অহুত,
 গুণ কত কহনে না যায় ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মধু, মন মত্তহু,
 দিবানিশি তাহাতে চরায় ॥
 নিশি দিন ক্ষুষ্টি নাহি, কিবা করি কিবা খাই,
 কেবা বুঝি নাহিক সন্ধান ।
 যদিরা মদাক যেন, নিজদেহে জানহীন,
 তেমতি প্রেমাক মতিমান ॥
 কিবা সে রহস্য কথা, গভৈতে কেবা কোথা,
 নাড়ীসহ ভূমিষ্ট হইরা ।
 শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন, তৎকথাং সুকল,
 পিতা মাতা উপেক্ষা করিয়া ॥
 চলিতে পথ নাহি হেরে, নদী কিবা সমুদ্রবরে,
 কিংবা বৃক্ষ পর্বত সমুদ্রে ।
 ঐমনি চলিয়া যায়, কেহ নাহি বাধে,
 হরিজনে কেহ নাহি রোধে ॥
 জল স্থলময় হয়, গিরি-বৃক্ষ-আদিময়,
 দোফাল হইয়া পথ দেয় ।
 অনল শীতল হয়, বায়ু বৃষ্টি বৃষ্টি বর,
 শীত বর্ষা বর্ষাব তেজর ।
 নবকজ্জল-চুনয়ানে, ধারা বহে অবিরামে,
 নীলবরণ শুভ তহু ।
 যেন নব কাদম্বিনী, নিরবরে করয়ে পানি,
 হৃৎকায় সুগর্জন অহু ॥
 প্রণব সুবাহবর, আভাস ছলিয়া যায়,
 করিতও যেন সকলকে ।
 অর্ধ-উন্নতিত আধি, প্রদোবে সুবাস্তব,
 পদ যেন হুদিত উন্মুখে ॥
 দরশন চমৎকার, গুণের নাহিক সঙ্গ,
 রূপে গুণে অতুল সংসারে ।
 ত্রিভুগতে এক ধর্ম, এক প্রেমাৎমীয়,
 পূজ্যের পূজ্যতমভ্যাসরে ॥
 ধর্ম কর্ম ব্রহ্ম অপ, জান বজ্র অস্ত্র,
 আদি করি পুরুষার্থ যতক ।
 ত্রিভুগতে উচ্চগিরি, কহাই আশ্রয় করি,
 সাধু করি নামে পরভক্ত ॥

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

তঁার দাস দাসী মানি,

সেই উচ্চগিরি লোকে আর্থা ।

সুআপন সেবকগণে, শক্ত নহে ফলদানে,

বিনা দেবী সকলি অগ্রাহ ॥

ভক্তিদেবী যুগপানে, করি থাকে নিরীক্ষণে,

ঠাকুরাণী শুভদৃষ্টি কৈলে ।

সেবকেরে কল দিব, নহে সব ব্যর্থ হয়,

গীতোপনিষদে ইহা বলে ॥

অতএব হরিভক্তি, বিনা মিশ্র নহে শক্তি,

কোন সাধনের ফলদানে ।

আপনি স্বতঃ হন, সর্বফলে শক্তিমান্,

চিদ্বনম্বরূপ বেদে ভণে ॥

সেই দেবীর প্রিয়ধাম, শুকদেব অভিরাম,

সম্যকপ্রকারে যাতে স্থিতি ।

অভিন্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ভক্তি, তার ধাম তাঁর শক্তি,

শক্তি শক্তিমানেনৈক রীতি ॥

অতএব ভক্ত ভক্তি, কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি,

শক্তি শক্তিমানেনেতে অভেদ ।

যেহেতুক কৃষ্ণভক্ত, ভক্তি যাতে অমুরক্ত,

সেই কৃষ্ণ বিশেষে শুকদেব ॥

কলিতবকারাগার, নাহি যাহে পাণ্ডবান,

যোর তিমির অপেরান ।

তাহে বন্যী জীবগণ, হেরিয়া কাতব মন,

করিলে যে উপায় স্বজন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র, কলিজয় মহা অশ্র,

একানিলা সদয় হৃদয় ।

তঁাহা সে আশ্রয় করি, সিকুমধ্যে যেন তরি,

পাইয়া উত্তরে দুঃখচর ॥

তঁাহার চরণপেণু, মস্তকে ভূষণ বিহু,

স্বরণ ভজন নমস্কারে ।

কৃষ্ণভক্তি বহুদূরে, সংসার-নাহিক করে,

ধর্ম অর্থ সেহ না সঞ্চারে ॥

কৃষ্ণদাস বিক্ মতি, তঁাহার চরণে রতি,

হেন কৃষ্ণ-ভক্তি-বিহীনে ।

হেন দিন কবে হবে, তঁাহার করুণা লবে,

অমৃতাগ হইবে সে ধনে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা প্রকৃ-ইক্ষাকু-আদি-গুণকথনং

তথা ভক্তসেবা-অনু তথা ভক্তিদেবী-

গুণকীর্তনং বটমালা ॥৬৬

সপ্তম মালা ।

প্রহ্লাদভক্তরাজগুণকথন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।

জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জয় জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ ।

প্রহ্লাদের গুণগান পরম অদ্ভুত ।

যাঁর গুণে বশীভূত প্রভু যে অচ্যুত ॥

অহো কি আশ্চর্য্য কথা কিবা চমৎকার ।

যাঁর অমুরোধে প্রভু হৈলা অবতার ॥

লক্ষ্মী-শিব-ব্রহ্মা-আদি ভয়ে পলাইল ।

প্রহ্লাদের অঙ্গ স্নেহে চাঁটে লাগিল ॥

অগ্নি জল বিষ আদি হৈতে রক্ষা কৈলা ।

যাঁর সঙ্গে শিশুগণ বৈষ্ণব হইলা ॥

পরম অদ্ভুত কথা প্রহ্লাদচরিত্র ।

শ্রীধনুখদ হয় পবন পবিত্র ॥

বিস্তার বর্ণিতে তাহা নাহিক শক্তি ।

কিঞ্চিৎ কহিব মাত্র যথাবুদ্ধিমতি ॥

রচনায় ভাল মন্দ না করোঁ বিচার ।

পবিত্র কথন বলি কর অঙ্গীকার ॥

নাভাজীর বর্ণন আর প্রিয়াজীর টীকা ।

সংক্ষেপে কহিল কিন্তু অমৃত অধিকা ॥

কিঞ্চিৎ বিস্তার করি কহিবারে চাহি ।

চান্দ ধরিবারে মতি কীটসম নহি ॥

অতএব যথাশক্তি যথাবুদ্ধিমতি ।

কহি যে পবিত্র হেতু আপন প্রকৃতি ॥

হিরণ্যকশিপু অতি দুর্দান্ত অশুর ।

ভয়ে কম্পকম্পাশ্রিত হয় তিন পুর ॥

আপনা ঈশ্বর মানে ভগবতদেষ্টা ।

বিকূরে মারিব বলি করে মূঢ় চেষ্টা ॥

তাহার বনিতা নাম কন্যাধু সুশীলা ।

তাহার সদগুণ ভাগবতে বাখানিলা ॥

কৃষ্ণভক্তমধ্যে তেঁহ ভাগবত-শ্রেষ্ঠ ।

সুশীলা সুধীরা সম শাস্ত দাস্ত শিষ্ট ॥

ইহু যবে হরণ করিয়া লঞা গেলো ।

নারদের বাক্যে:

কৃষ্ণভক্তা কয়্যধু যে আরাধ্য স্বভাব ।
 দ্বিতীয় পরমভাগবত ক্রিয়ার গভে ॥
 তাহা শুনি দেবরাজ সঙ্কোচ হৈয়া ।
 পূজিলা তাহারে অতি ভক্তি করিয়া ॥
 নমস্কার প্রদক্ষিণ স্তুতি নতি করি ।
 পাঠাইয়া দিলা তারে আপন নগরী ॥
 কয়্যধুর গুণ কত না যায় বর্ণন ।
 যার গভে জন্মিলেন প্রহ্লাদ রতন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে স্তুতি গোপনে রাখয় ।
 বহির্মুখ স্বামী পাছে জানে দুঃশয় ॥
 তেঁহ রত্নগর্ভা তাঁর ভঠব-সাগরে ।
 চুল্লভ অমূল্য রত্ন জন্মিলা অন্তরে ॥
 প্রহ্লাদ মহামুভব পৃথিবীর রত্ন ।
 সেই আচ্য যেই করে তাঁর পদে বস্তু ॥
 শ্রীল শ্রীমন্নরদ গোপামী মহাশয় ।
 জগতের গুরু ভক্ত্যাবেশ দয়াময় ॥
 অন্তরে জানিলা কয়্যধুর শুভগর্ভে ।
 লীলাহেতু নৃসিংহের অবতারপর্বে ॥
 জন্মিলা মহান্ এক পুরুষরতন ।
 যার বাধ্য ভগবান্ জগত-কারণ ॥
 জানিয়া আইলা ঋষি কয়্যধুব স্থানে ॥
 ভাগবত শাস্ত্র ইষ্টগোষ্ঠী অমূল্যপে ॥
 গভের ভিতরে থাকি শুনেন প্রহ্লাদ ।
 আনন্দে মগন সাধু প্রেমে অবসাদ ॥
 • সময়েতে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলা ।
 রাহগ্রস্ত হৈতে যেন চন্দ্র প্রকাশিলা ॥
 মঙ্গলমুচক দশহিতেতে ব্যাপিল ।
 ত্রৈলোক্যের অমঙ্গল আজু হৈতে গেল ॥
 প্রহ্লাদের স্বাভাবিক কৃষ্ণপদে রহি ।
 বাল্য হৈতে মহাস্তের বিষয়ে বিরতি ॥
 অঙ্গ অঙ্গ বালক অঙ্গ অন্য ক্রীড়া কবে ।
 প্রহ্লাদ মৃনুস্তি করি পুজয়ে কৃষ্ণেরে ॥
 ভোজনের কালে মাতা খাইতে ডাকয় ।
 না যাব এখন কহে সেবা নাহি হয় ॥
 অঙ্গান্য বালক নাচে খেলা উড়াইয়া ।
 প্রহ্লাদ নাচয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বলিয়া ॥
 হিরণ্যকশিপু রাজা ভগবত-দেষ্টা ।
 প্রসিদ্ধ সবাই জানে তাহার কুচেষ্টা ॥
 প্রহ্লাদের সুধারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি দেখি ।
 বিপর্যায় মায়ে রাজা কোণে রক্ত আঁখি ॥

তাড়ন ভৎসন করে বালক উপরে ।
 হারে শিশু ও নাম শিখাইল কেবা তোরে ॥
 মারিবারে ধায় মহাতর্জন করিয়া ।
 শিশু মোনে রহে কৃষ্ণে মন সমর্পিয়া ॥
 কয়্যধু স্তুমতি পুত্রে বিরলে লইয়া ।
 গোপনে বুঝান মুখচুষন করিয়া ॥
 • তোমার বালাই যাই অরে মোর স্তন্য ।
 তুমি হেন পুত্র মোর গর্ভ ধন্য ধন্য ॥
 পিতা তব মূঢ়মতি তাড়ন করয় ।
 তাহাতে কি ভয় যার শ্রীকৃষ্ণ সহায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে দৃঢ়মতি যার রহে ।
 অচ্ছেদ্য অভেদ্য সেই সর্বশাস্ত্রে কহে ॥
 অতএব আমার পরাণ পুত্রালিকা ।
 কৃষ্ণ নাহি ভুল ভজ একান্ত করিয়া ॥
 গদগদ ভাবে মহা আনন্দে প্রহ্লাদ ।
 কান্দয়ে ধরিয়া সাধু মাতার দুই পদ ॥
 ধন্য সে জননী তুমি যাতে কৃষ্ণভক্তা ।
 হেন উপদেশ দেয় সেই সত্য মাতা ॥
 বিধাতা সদয় মোরে কত ভাগ্য কৈল ॥
 কোটী জন্ম পুণ্যে তব গর্ভে জনমিল ॥
 কথোক দিবস রাজা পুত্রে পড়াইতে ।
 সাঁপিলা পণ্ডিত যণ্ডামর্ক-গুরুহস্তে ॥
 যণ্ডামর্ক প্রহ্লাদে লইয়া নিজাময় ।
 অন্যান্য বালক সহ যতনে পড়ায় ॥
 প্রহ্লাদ অনন্যচেতা তাহে নাহি মন ।
 কেবল চিন্তয়ে মাত্র কৃষ্ণের চরণ ॥
 গুরুর সমীপে ততক্ষণ মোনে থাকে ।
 তেঁহ স্থানান্তর গেলে কৃষ্ণ বলি ডাকে ॥
 কথোদিন পরে রাজা পুত্রে বোলাইলা ।
 যণ্ডামর্ক শিশু সহ রাজস্থানে আইলা ॥
 প্রহ্লাদের সৌন্দর্য্যে রাজা প্রেমে মগ্ন হৈয়া ।
 চুষন করয়ে মুখ কোড়ে বসাইয়া ॥
 রাজা কহে বৎস কহ কি বিদ্যা পড়িলে ।
 কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কিবা অভ্যাস করিলে ॥
 প্রহ্লাদ কহেন পিতা সকলি অনর্থ ।
 বিদ্যা তপ জ্ঞান জপ কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ ॥
 সেহ বিদ্যা হয় সর্ববিদ্যামধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
 যাতে কৃষ্ণে মতি জন্মে সেহ সে উৎকৃষ্ট ॥
 অতএব কৃষ্ণনাম বিদ্যা-চুড়ামণি ।
 ইহা জিন্ন আর যত অর্থে না বাখানি ॥

তাহা শুনি রাজা কোপে অগ্নি সম জলে ।
 কোল তৈতে প্রহ্লাদেরে টান মারি ফেলে ॥
 অলস্ত অনল যেন ছুই চক্ষু জ্বলে ।
 যশোমর্কপানে চাহে যেন কালানলে ॥
 কোপে কহে আরে বটু কি বিদ্যা পড়ালি ।
 আমার শত্রুর নাম বালকে শিখালি ॥
 কম্পিতহৃদয়ে যশোমর্ক তবে কহে ।
 আমি নাহি শিখাই মহারাজ কভু নহে ॥
 কি জানি কাহার স্থানে শিখে ছুইমতি ।
 বৃথা মহারাজ ক্রুষ্ট হও মোর প্রতি ॥
 অতঃপর সমুচিত করিব উহার ।
 ও নাম পুনশ্চ যেন না কহ' য় আর ॥
 এত বলি যশোমর্ক পুন লয়া গেলা ।
 গৃহে যাই প্রহ্লাদেরে অনেক ভৎসিলা ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রহ্লাদের মন চবে ।
 তাহা নাহি শুনে যেন ঝিল্লী ডাকে দূরে ॥
 সমূহ বালক সনে পড়াইতে বসাইলা ।
 কৃষ্ণকথাহীন যেই শাস্ত্র পাঠ দিলা ॥
 অক্ষরে অক্ষরে শিশুর কৃষ্ণ মনে পড়ে ।
 উদ্দীপন হয় প্রেমধারা হৃদয়নে ॥
 যশোমর্ক উঠি যবে কক্ষান্তরে যায় ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তবে উঠিয়া নাচয় ॥
 অস্তান্ত বালকগণ চমকিয়া চাহে ।
 সবে মেলি প্রহ্লাদেরে ধীরে ধীরে কহে ॥
 প্রহ্লাদ রে ভাই কহ কান্দ কি লাগিয়া ।
 কি নাম করিয়া নাচ উন্নত হইয়া ॥
 সদা অস্তমনা থাক কি ভাব অস্তরে ।
 কি অর কি অপ কহ আমা সভাকারে ॥
 আহা কি আশ্চর্য্য সাধুসঙ্গের মহিমা ।
 বেদে না কহিতে পারে মহিমার সীমা ॥
 কণমাত্র প্রহ্লাদের দর্শনপ্রভাবে ।
 দ্রবিল সভার মন ফিরি গেল তবে ॥
 হেন বুঝি বিধি ভবসাগরতরঙ্গে ।
 তরী আনি দিলা রঙ্গে প্রহ্লাদের সঙ্গে ॥
 প্রহ্লাদ কহেন ভাই শুন মন দিয়া ।
 যে ভাবি যে অপি তাহা কহি বিবরিয়া ॥
 কৃষ্ণ যে সুখের নিধি সুখের অবধি ।
 মোর চিত্ত ভাসে সেই সুখ-জলনিধি ॥
 পাখারে ভাসিয়া মুক্তি নাহি পাই পার ।
 ভুবিল না জানি তাহে ধৈর্য্য না পার ॥

ভুবনমোহন রূপে গুণে মন বুঝে ।
 যার চিত্তে ভাগে তার সব যায় দূরে ॥
 ধর্ম কর্ম গৃহ বিত্ত স্বজন বান্ধব ।
 ছাড়িয়া করহ পান চরণ আসব ॥
 তুষিত চাতক মোর মন কৃষ্ণবারি ।
 ধারাপথে রবে আশাচক্ষু যে পদারি ॥
 বিদ্যা ধন মান গ্রামাসুখ রাজ্যাম্পদ ।
 দূরে ত্যাগ কব ভাই বলবীৰ্য্যমদ ॥
 ভক্ত ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ সুখরাশি ।
 ধসাও গলার দূঢ় সংসারের ফাঁসি ॥
 প্রেমানন্দসুখ পাবে বন্ধন ছুটিবে ।
 বিষয় কদর্ভাসুখ বাসনা যাইবে ॥
 শিশুগণ কহে ভাই সংসারের সুখ ।
 জন্মে জন্মে ভুঞ্জিব যে কিবা তার দুখ ॥
 নানা শুভকর্ম করি অর্গাদি ভুঞ্জিব ।
 পুনর্জন্ম হয় পুন সংকর্ম করিব ॥
 ইথে কেনে নিন্দ মৃত্যু আর পুনর্ভব ।
 শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া ভাই কি ধন পাউব ॥
 প্রহ্লাদ কহেন ভাই এই যে কাহিলে ।
 অতিনীচ বাকা ইহা অগ্রাহ্য ভুলে ॥
 তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন মন দিয়া ।
 অজ্ঞান যাইবে দূবে প্রকাশিবে হিয়া ॥
 ত্রিবিধা প্রকৃতি লোক সংসারেতে হয় ।
 তমঃ-বজ্র-সত্ত্ব-গুণে জগতে ভ্রময় ॥
 তমাধিক্য লোক পাপ শঠমতি হয় ।
 রজাধিক্য কর্মপরা সুখ ইচ্ছাময় ॥
 সত্ত্বের প্রাধান্তে শম-দম-তপ মতি ।
 কিন্তু কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি দুর্গতি ॥
 কৃষ্ণভক্তি নিগুণ নিগুণজনে হয় ।
 ধর্ম কর্ম রূপে সে না দৃকপাত করয় ॥
 কর্ম্মী নানাকর্ম্ম কবি শ্রাব্য যে করয় ।
 কৃষ্ণবহিস্মুখ মূঢ় তত্ত্ব না জানয় ॥
 পবমার্গ নাহি জানে ফিরে দুবাশয়ে ।
 কাহারে ভজয়ে মূঢ় কি ধন লাগিয়ে ॥
 সর্ব্বধনের ধন কৃষ্ণ ব্রজগতে হয় ।
 কি ধন লাগিয়া মূঢ় অন্তরে ভজয় ॥
 অস্ত ধর্ম্মকর্ম্মে ভাই যে কহিলে সুখ ।
 সেই সুখ বার্ষ্য কেবল দুঃখের উন্মুখ ॥
 স্বর্গ আর নরক ভাই একই সমান ।
 যেই তত্ত্ব জানে নাহি করে বন্ধজান ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে—

স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

তাহারা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির স্বর্গ, অপবর্গ ও
নরকের প্রতি সমানার্থদর্শী ।

সামুজ্য সুখদ করি মানয়ে ইতর ।
ভক্তি বিপর্যয় ভক্ত করয়ে ধিকার ॥
সংসারের ভয়ে মাত্র পলাইয়া বাঁচে ।
ভক্তিরসে হীন মূঢ় পসত্য পোছে ॥
পুনরায় ভাস্ক প্রাপ্তি হইয়া ক'চৎ ।
কৃষ্ণ পায় পূর্বভাঁজাম্রকলোচিত ॥
সেই যে নিকাগ সেই ভক্তগন্ধ বিনে ।
না পায় জ্ঞানাদি যেন অজ্ঞা-গলন্তনে ॥

মহাজনশ্চ উক্তিঃ—

ভক্তি বিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল ।
সব ফল দেন ভক্তি স্বরস প্রাণ ॥
অজ্ঞাগলন্তন প্রায় অজ্ঞান সাধন ।
অতএব হরি ভক্তে বুদ্ধিমান্ জন ॥

শ্রীভাগবতে—

শ্রেয়ঃস্বতিং ভক্তিমুদয়া তে বিভো,
ক্লিষ্টস্তি যে কেবলবোধলঙ্ঘয়ে ॥

হে বিভো ! ভগদীয় ভক্তিপথে মঙ্গলস্রোতঃ
প্রবাহিত ; সেই পথ পরিভ্রাম্য করিয়া যাহারা কেবল
জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করে, তাহারা ক্লেশ পায় ।

স্বর্গের যে সুখ তাই নরক সমান ।
তাহার কারণ কহি শুন দিয়া কাণ ॥
তথায় অপূর্বভোগ অমৃত সমান ।
অপূর্বসুন্দরী সঙ্গে রমের বিধান ॥
গানবাদ্যশ্রবণ গে গন্ধ নানাজাতি ।
নয়ন আনন্দ দেখি শোভা নানাজাতি ॥
স্বর্ণ-অট্টালিকা সুকোমল শয্যা তায় ।
সুখেতে শয়ন অভিমানেন্তে বৈসয় ॥
দেখহ বিচারি তাই ইথে যত সুখ ।
শুকরদেহেতে হয় সকলি সমুখ ॥
তথায় যতেক ভোগ জিহ্বার আশ্বাদে ।
শুকরোতে বিষ্ঠা ভঞ্জে সেই সুখ আদে ॥
তথা যে সুন্দরী সঙ্গে রস-আশ্বাদন ।
শুকর শূকরী সঙ্গে তেমতি রমন ॥

গানবাদ্য শ্রবণের সুখ তথা যথা ।
শুকর নবীন বালকের রবে তথা ॥
তথা যে সুগন্ধিস্থখে মগন যে মাত ।
শুকর অভোজ্যগন্ধে মাওয়ে তেমতি ॥
নয়ন-আনন্দ আর রত্নময় গৃহে ।
যথা তথায় খোঁড়াডেতে শূকরীর সহে ॥
অতএব ভাই পক্ষে স্রবসুখতঃখ ॥
সামান্য চরাচর বলে সদা জীব মূর্খ ॥
স্বর্গে যে সুখ সহ তুঃখেতে মিশ্রিত ।
অন্তর উৎকর্ষ দে'প ঈর্ষায় তাপিত ॥
পুণাক্ষর পতনের সময় জানয় ।
তাহাতে উদ্বিগ্নচিত্ত আচরে সদায় ॥
অসুরেব পরাক্রমে স্থানভ্রষ্ট হৈয়া ।
দীনতীন প্রায় কভু বেড়ায় ফিরিয়া ॥
নিশ্চয় জানিহ ভাই কৃষ্ণাশ্রয় বিনে ।
কোথাও নিবৃত্তি নাহি এ তিন ভুবনে ॥
কৃষ্ণাশ্রয় মাত্র তাপত্রয় যায় ক্ষয় ।
চিদানন্দ নিত্যদেহে প্রেম আশ্বাদয় ॥
তথাচ স্বর্গাদি সুখ শ্রেষ্ঠ করি মানি ।
যতপি সে নিত্য হয় কথঞ্চিৎ গণি ॥
অনিত্য অগ্রাহ সেই সাধুর সমীপে ।
পরমসম্পত্তি বলি ইতবেতে জপে ॥
অক্ষয় স্বর্গকামে যাগ-যজ্ঞ করে ।
তাতে দৃঢ়ভক্তি কেহ ঘুচাইতে নায়ে ॥
স্বর্গ যে অক্ষয় নহে তাহা নাহি বুঝে ।
শিষ্ট শাস্ত সাধু করি আপনি সমুঝে ॥
অতএব স্বর্গ মর্ত্য আদি ত্রিভুবনে ।
বিভূর মায়ায় হিতাহিত নাহি জানে ॥
একবার মরে আরবার জনময় ।
তুঃখের অবধি নাহি তার যাতনায় ॥
উর্দ্ধপদে হেঁটমাথে নাড়ীর বন্ধনে ।
বিষ্ঠামূত্রক্রেদ তাহে দংশে কুমিগণে ॥
শতেক জন্মের কথা তথা স্মৃতি হয় ।
তখন ভাবিয়া জীব আকুলহৃদয় ॥
শোচনা করয়ে হা হা কি কর্ম করিছ ।
কি বিষ খাইছ কেনে কৃষ্ণ না ভজিছ ॥
ইন্দ্রিয়-তুচ্ছ যে সুখ তাহার লাগিয়া ।
বহু পাপকর্ম কৈছ মুগ্ধ হইয়া ॥
পুনঃ পুন এইরূপ গর্তের যাতনা ।
জিজিয়া বেড়াই হা হা এ কি কদর্বনা ॥

এবার জন্মিয়া কৃষ্ণচরণ ভজিব ।
 পুনঃ পুন এ নরক আর না ভুঞ্জিব ॥
 একান্তভাবেতে এই স্মৃতি করিহু ।
 কায়মনে কৃষ্ণপদে শরণ লইহু ॥
 দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়া হৃৎকম্পনে ।
 ভূমিষ্ঠ হইবাশীত তুলে মায়াক্রমে ॥
 জনমরে একেলা দ্বিতীয় সঙ্গহীন ।
 ক্রমে ক্রমে ভ্রমে চেষ্টা হয় দিন দিন ॥
 বালাবস্থা কালাবধি বালারসে যায় ।
 পৌগণ্ডেতে বিচার অভ্যাসে কালক্ষয় ॥
 যৌবন-উদ্বেকে নারীসঙ্গে লোভ জন্মে ।
 বিবাহ করিয়া মহা উৎসবেতে রমে ॥
 সন্তানকারণ মূঢ় আর্তিনাদ করি ।
 নানাযাগ করে পূজে পুত্রবতী নারী ॥
 কালে পুত্র কন্যা দশ পাঁচ জনময় ।
 পৌত্র দৌহিত্র আদি বহুজন হয় ॥
 এক ছিলা বহু হৈলা বাড়ি গেলা লেঠা ।
 আসক্তি বাড়িল বহু বহু হৈল চেষ্টা ॥
 লালন-পালন রক্ষা ভরণ-পোষণ ।
 সদা অটু রসে মাতি হইলা মগন ॥
 ধন উপার্জন হেতু দেশ-দেশান্তর ।
 গমন করয়ে হৃৎখে নাহি অবসর ॥
 বাত বর্ষা রৌদ্র ভয় আর অপমানে ।
 নানা ক্লেশ নাহি গণে অর্থের সন্ধান ॥
 বন্ধজন-বিয়োগ বিচ্ছেদ অর্থনাশে ।
 অবিচ্ছিন্ন হৃৎখশোক-সাগরেতে ভাসে ॥
 উষ্টর যেমন শব্দী-কণ্টক চিবায় ।
 লিহ্বা গুঠে-ক্ষত হয় তবু না তেজয় ॥
 তেমতি জীবের গতি এত যে কেলেশ ।
 তবু না বুঝয় মূঢ়মতি লবলেশ ॥
 কালে জরা আসিয়া প্রবেশ কৈল দেহে ।
 বলবীৰ্য্য-গেল গতি রতি স্মৃতি সহ ॥
 কাস শ্বাস উদগার বাক্যজড়তা হইলা ।
 চক্ষু কর্ণ দন্ত কেশ পশ্চাৎ করিলা ॥
 শ্রী পুত্র পরিবার সে অবজ্ঞা করয় ।
 ভাঙ্কন-ভৎসন কোপদৃষ্টিতে চাহয় ॥
 তথাপিহ-তাহারি মঙ্গল ধ্যানে থাকে ।
 গৃহপিড়া লেপয়ে টুকরি করি কাঁখে ।
 মৃত্যুকাল বৎসর ছন্দাস সস্তাষনা ।
 তথাপি না ভজে কৃষ্ণ বিষয় উন্নয়না ॥

মৃত্যু পর্য্যন্ত এই বিষয় ভাবিয়া ।
 মরিয়া নরক ভূঞ্জে যমালয়ে গিয়া ॥
 হৃৎখেঁর অবধি নাহি বিশেষ যাতনা ।
 তখন ভাবয়ে হা হা খাইহু আপনা ॥
 কদর্যা অনিত্য বিষ বিষয় পাইয়া ।
 বুধা জন্ম গোড়াইহু কৃষ্ণ না ভজিয়া ॥
 হায় হায় কি কারব উপায় কি হবে ।
 এ হৃৎখসাগর হৈতে কে জ্ঞান করিবে ॥
 এইমত আর্তিনাদ পুনঃপুন করি ।
 শতযুগ ভুঞ্জে হৃৎখ যমেবু নগরী ॥
 নরকাস্তে পুন নানাযোনিতে, জন্ময় ।
 শৃগাল-কুকুর আদি চৌরাশী ভ্রময় ॥
 তাহাতে অনন্ত হৃৎখ নাহি পারাবার ।
 গৃহহীন শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কাঁওর ॥
 দাবায়িতে দহে কভু বাণন-গাধাতে ।
 কভু অশ্বাঘাতে মরে নানা-যজ্ঞগাথে ॥
 বিড় কীট পতঙ্গ পক্ষী জলজন্তু আদি ।
 জন্মিয়া মরয়ে পুন নাহিক অবধি ॥
 মধ্যে মধ্যে চৌরাশীর অস্তে একবার ।
 মানবজনম হয় জনমের সার ॥
 কর্মবশে সেহ অন্ধ আতুর ত্রিবন্ধ ।
 নীচজাতি মুক অজ্ঞাধিক অজ্ঞান ॥
 কেহ বা সুন্দরদেহ বুদ্ধিমান হয় ।
 এ হেন দুর্লভ জন্ম পাই দুরাশয় ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি না কৈল আশ্রয় ।
 পুনর্বার এই গতি জন্মামৃত্যুচয় ॥
 বালক কহয়ে ভাই মায়ার প্রভাবে ।
 কৃষ্ণে না উপজে রতি উপায় কি হবে ॥
 প্রহ্লাদ কহয়ে ভাট উপায় সুন্দর ।
 আছয়ে তাহার কথা বহুস্ত বিস্তর ॥
 সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ যাত্রা স্থল কহি শুন ।
 পরম উপায় সুপবিত্র গুহ্যতম ॥
 কর্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ আদি যত হয় ।
 ভক্তির বিরোধী যাত্রা দিতে শক্ত নয় ॥
 সংসারের ক্ষরোন্মুখ কোন ভাগ্যবানে ।
 যবে হয় তবে মিলে সঙ্গ সাধুসনে ॥
 কৃষ্ণকৃপা স্মৃতির সাধুসঙ্গ হৈতে ।
 পাপ আর সংসার যায় আনুশ্রবণে ॥
 কৃষ্ণপ্রেম মহাধন অমূল্য রতন ।
 পাইয়া পরমসুখী হয় সে তখন ॥

পবন নিবৃত্তি হয় দুঃখ বহু দূর ।
 শুদ্ধপ্রেমানন্দসুখ সদাই বিভোর ।
 দেবগণ ধন্য ধন্য করয়ে কুৎকার ।
 জগতের শ্রেষ্ঠ সেই ভবনিধি পার ॥
 সেই পূজ্যতম সেই আরাধ্য জগতে ।
 তাঁর পাদস্পর্শ প্রাপ্তসে দেবেতে ।
 বড় বড় কর্মী জানো মুক্তি করি মানৈ ।
 অহংকারমাত্র সেই তথা নাহি জানৈ ॥
 কৃষ্ণের ভক্তপাদরজ যে পর্যাস্ত ।
 মস্তকে না ধরে বৃথা, মরে সেই ভাস্ত ॥
 প্রেমভক্তিমান, সেই সেহ থাকু দূরে ।
 অনন্তভক্ত সদাচার নাহি করে ॥
 তেন যে বৈষ্ণব সেহ ভুবনপাবন ।
 সাধুমধ্যে সেহ হয় শাস্ত্রে নিরূপণ ॥

শ্রীগীতাম্ - -

অপি চেৎ সুহৃদাচারো ভজতে মামনন্তভাক্ ।
 সাধুবেব স মন্তব্যঃ সমাগবাবসিতো হি সঃ ॥

সে ব্যক্তি অনন্তচিত্তে আমার আরাধনা করে,
 অতি ছুদাচার হইলেও, সে সাধু বলিয়া কথিত হয় ;
 যেহেতু সে মৎপ্রতি একান্তচিত্ত ।

অতএব বৈষ্ণবের মহিমার সীমে ॥
 মুক্তি কি কহিব ভাই শ্রুতি যাতে ভ্রমে ॥
 • সেহেতুক ভজ ভাই কৃষ্ণের চরণ ।
 সুদূরে তেয়াগি চতুর্কর্গাদি শরণ ॥
 ধর্ম আর অধর্ম যে অধর্ম তেজিয়া ।
 অস্ত্র দেবীদেবা জ্ঞান উপশ্রা ছাড়িয়া ॥
 একমাত্র শরণা জগত-ঈশ হরি ।
 দৃঢ়নিষ্ঠা করি ভজ যথা সতী মারী ॥
 আর যত দেখিবে শুনিবে শ্রুতিগত ॥
 সকলি অনর্থ ত্রিভুবনমধ্যে যত ॥
 একা কৃষ্ণভক্ত বিনে সকলি অসার ।
 ধিক্ ধিক্ সেই সব জনম বিকার ॥
 শিশুগণ, কহে শুন প্রহ্লাদ বে-ভাই ।
 এবে বুঝিলাম কৃষ্ণ বিনে আর নাহি ॥
 যতেক কহিল ইহা, প্রত্যক্ষ সকলি ।
 বুঝিলাম তব মোরা দৃঢ় ভাল বলি ॥
 কিন্তু এক কথা বলি তার কি বিচার ।
 বিবরিয়া কহ ভাই কর্তব্য তাহার ॥

কৃষ্ণের ভজন যে সারোকার হৈল ।
 এখনি না কৈল বৃদ্ধাবস্থায় করিল ॥
 তাহাতে বা হানি-লাভ কি দোষ আছয় ।
 প্রহ্লাদ কহয়ে এই বাক্য গ্রাহ্য নয় ॥
 ছল ভ যে কৃষ্ণভক্তি সাধারণ নহে ।
 কচিৎ বড় ভাগ্য যার ভগ্যসিদ্ধ বহে ॥
 • অনেক যতনে তার মিলে এক বিন্দু ।
 জলচর দেখে যেন সিন্ধুমধ্যে ইন্দু ॥
 হেন ধনে হেলা কি করিতে কেহ পারে ।
 উন্নত পাগল বিনে সংবরিতে নারে ॥
 স্পর্শমণি পাইয়া কি কহে কোন জন ।
 আজি নহে কালি লব থাকুক এখন ॥
 তবে যে কহয়ে সেই নির্কোষ উন্নত ।
 কালি মিলে কি না মিলে নাহি বুঝে তত ॥
 হবি-ভক্তিরত্ন ভাই ছল ভ পদার্থ ।
 পরাৎপর বস্তু আর নাশে সর্বানর্থ ॥
 যাতে হেন ধন ভাই যখন পাইব ।
 তখন লইয়া হৃদিমাঝারে রাখিব ॥
 পরাণ চিরিয়া তার সারাংশ যথায় ॥
 তারে সমাদর করি রাখহ তথায় ॥
 লোকালয় সদ ত্যজ দুর্জনের ভয় ।
 পবনরতন পাছে ছেনাইয়া লয় ॥
 অতি সাবধানে ভাই যতনে রতন ।
 রক্ষা অর্থে সর্বভাগী কর ডিফাটন ॥
 তাহার বর্জিত হেতু সংসদে নিবাস ।
 করহ একান্ত ছাড় জীবনের আশ ॥
 যেই মূর্খ কহে কৃষ্ণ পশ্চাতে ভজিব ।
 এখনি কি হৈল কত দিবস বাঁচিব ॥
 সেই মুগ্ধ রজোগুণস্বভাবে কহয়ে ।
 বায়ুগ্রস্ত লোক যেন প্রলাপকরয়ে ॥
 সেই মূঢ় নাহি বুঝে, স্বভাব আপন ।
 মনে করে মুক্তি বড় সুবুদ্ধিভাজন ॥
 শরীর যে ক্ষণস্থায়ী কোন্ কণে যায় ।
 তাহার নিশ্চয় নাহি ভরসা কি তার ॥
 পশ্চাৎ ভজিব বলি নিশ্চিত রহিলে ।
 দেহপাত হইল যদি বঞ্চিত হইলে ॥
 কিংবা নানা বিষয় হয় বিষয় কুসঙ্গ ।
 স্ত্রীসঙ্গেতে হয় মোহ যাতে সর্ব ভঙ্গ ॥
 অতএব কৃষ্ণভক্তি যখন পাইবে ।
 তখন ভজিবে ভাই গৌণ না করিবে ॥

যতপি তাহার রস অমুভব নাই ।
 তথাপিহ সাধুজন্যর ভদ্রী দেখি হাই ॥
 মনেতে চিস্তিয়া কর অমুভব সার ।
 ভক্তিরসে না জানি কেমন চমৎকার ॥
 সর্বানর্থ বিষয় দুস্ত্যজ্য নারীপুত্র ।
 তেজিয়া সকলি মজিয়াছে যাতে মাত্র ॥
 হেন কৃষ্ণরূপ-গুণলীলার মাধুবী ।
 না জানি কি মধু সেই কি গুণে আগরি ॥
 ইহা অমুভবি মনে আশা পাত্র স্থাপি ।
 সেই মধু উদ্দেশ কর আজ্ঞনম ব্যাপি ॥
 অবশ্য মিলিবে তার কণার আশ্বাস ।
 ক্রমেতে বর্জিষ্যু হবে ঘুচিবে বিষাদ ॥
 চতুর্কর্গ বাধা আশা সংসার বিবাদ ।
 মায়াগন্ধ যাবে পাবে পরম আহ্লাদ ॥
 আরো এলি শুন ভাই সুবিচাববাক্য ।
 হয় নম বৃদ্ধ মনেতে কবি ঐক্য ॥
 ঝালাপোগুণ সমে ভজনের কাল ।
 ইহার অধিকে দেখ অনেক জঞ্জাল ॥
 এই দুই সময়ে মতি স্বচ্ছন্দ অন্তর ।
 কোন চিন্তা নাহি নহে উদ্বেগকিঙ্কর ॥
 অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ ভজহ নিরুদ্ধেগে ।
 ক্রমেতে বর্জিষ্যু হয় বিদ্র নাহি লাগে ॥
 ঝালাবস্থার সংস্কার পাষণেব দাগ ।
 কভু নাহি টুটে হয় দৃঢ় অমুরাগ ॥
 কৈশোর আদিত্যে হয় বিদ্যাতির চেষ্ঠা ।
 যৌবন উজ্জেকে হয় নারী সঙ্গে তৃষ্ণা ॥
 ধনবান্ জয়-পরাজয় সদা চিন্তে ।
 রাগ ঘেষ দৈর্ঘ্য নিন্দয়ে যশোমন্তে ॥
 বার্কিক্য সময় ভাই বিষময় মাত্র ।
 কাস খাস করা ব্যাধি লোলচর্ম গাত্র ॥
 সমস্ত ইন্দ্রিয় অপাটব ক্রমে হয় ।
 সদাই অমুস্থ মন বুদ্ধি না সুবয় ॥
 কৃষ্ণ নাম লভিতে যদ্যপি মনে কার ।
 কাস খাস উঠে লইবারে নাহি পারে ॥
 ভজন করিবে কিবা দেহ অপাটব ।
 জীকনে মরণ তুলা কোথা ধ্যান জপ ॥
 অতএব কৈশোরে যৌবনে বিদ্র করে ।
 বার্কিকোতে কল্যাণ বিদ্র কৃষ্ণ নাহি স্মরে ॥
 সেহেতুক ঝালাবস্থা ধন্য করি মানি ।
 নির্বিঘ্নে ভজন হয় সংসারে বাধানি ॥

সেই সমস্বারে দৃঢ়নিষ্ঠা স্থায়ী হয় ।
 মতবাদিমতে কভু মন না চলয় ॥
 এত শুনি শিশুগণ প্রহৃষ্টহৃদয় ।
 প্রহ্লাদেবে পুনঃপুন প্রশংসা করয় ॥
 আলিঙ্গন করে সতে গদগদভাবে ।
 পাইলু দুর্লভ জ্ঞান তোমার প্রভাব ॥
 পিতামাতা বন্ধু ভাই গুরু জ্ঞান-দাতা ।
 তুমি সে পরম ভবসাগরের ভ্রাতা ॥
 বহু স্তুতি করয়ে নয়নে অশ্রু বয়ে ।
 নির্মল হইল চিত্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে ॥
 হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ বালরা সতে নাচে ।
 আশুসার প্রহ্লাদ বালকগণ পাছে ॥
 প্রহ্লাদ যে আনন্দের সাগরে ভাসিল ।
 হরিসঙ্কর্ত্তনধ্বনি গগনে উঠিল ॥
 গুণামর্ক দূর হৈতে শুন কলববে ।
 ধাইয়া আইল দ্বিজ অতিক্রোধনাবে ॥
 আসিয়া দেখয়ে কবে হরিসঙ্কর্ত্তন ।
 ক্রোধাবেশে কবে দ্বিজ তাডনভংসন ॥
 হারে শিশুগণ এ কি বিপরীত কার্য্য ।
 পুনঃপুন মানা করি তবু কর আর্ঘ্য ॥
 প্রহ্লাদিয়া ছোঁড়া দেখ পাগল হইল ।
 পাড়ার বালকগণ সব বিগড়িল ॥
 ও নাম পালি রে কোথা কে রে শিখাইল ।
 বৃদ্ধিগাম তোর মৃত্যু নিকট হইল ॥
 মহারাজা দোরদণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড ।
 তাঁহার রিপুকে ভজ হা বে মৃত ভণ্ড ॥
 পুত্র হইয়া কর প্রতিকূল আচারে ।
 তোমার বধিবে আর বধিবে আমারে ॥
 এত শুনি শিশুগণ মোন হইলা ।
 মনে মনে কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিলা ॥
 প্রহ্লাদ না শুনে তাহা কেবা কহে কাকে ।
 কর্ণে শব্দমাত্র যেন ঝাঁঝিপোকা ডাকে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে মন অর্পণ করিয়া ।
 আঁখি মুদি রহে ধারা পড়য়ে বহিয়া ॥
 দ্বিজ মনে ভাবে বৃদ্ধি ভয়েতে প্রহ্লাদ ।
 কান্দয়ে নয়ন মুদি করিয়া বিষাদ ॥
 নিকট চৈয়া কিছু তুষিয়া কহয় ।
 আইস পড়হ বাপু নাহি কিছু ভয় ॥
 হেন কর্ম কভু বৎস আর না করিহ ।
 পিতৃপিতামহ যেই সেই ধর্ম্ম রহ ॥

যশোমর্ক শিষ্যে ভাল উপদেশ দিল ।
 ত্রিভুবনে লোক যাহা শুনিয়া হাসিল ॥
 কথোক দিবসে রাজা পুত্রে বোলাইল ।
 যশোমর্ক প্রহ্লাদেদেরে লইয়া চলিল ॥
 শিখাইয়া বুঝাইয়া অনেক কহিল ।
 রাজা-আগৌ কৃষ্ণ নাম কদাচ না বল ॥
 তবে দ্বিজ লয়া গেল রাজার সভায় ।
 প্রহ্লাদ আইসে যেন চন্দ্রের উদয় ॥
 শূলবপু চিকণ শ্যামল পদনেত্র ।
 সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার বহন বিচিত্র ॥
 পীনবক্ষে মণিহার আন্দোলারমান ।
 ধীরে ধীরে পদন্যাস গজেন্দ্রগমন ॥
 সঙ্গে পারিষদগণ সমান বয়েস ।
 সমান চরিত্র সম আভরণ বেশ ॥
 রাজমন্ত্রিগণ অমুত্রজি সঙ্গে সঙ্গে ।
 দেখিবারে আইসে গ্রামের লোক সঙ্গে ॥
 মান অপমান আর বসন ভূষণে ।
 কিঞ্চিৎ নাহিক ক্ষোভ উপেক্ষায় মানে ॥
 কিছুমাত্র চেষ্টা নাহি অনন্তবাসনা ।
 সর্ব ভাবে মাত্র কৃষ্ণচরণভাবনা ॥
 ধীরে ধীরে সভামধ্যে আসি প্রবেশিল ।
 চৌদিকে সকল লোক চাহিয়া বহিল ॥
 প্রহ্লাদের রূপ দেখি রাজার আনন্দ ।
 সগর্বেতে নৃপবর কহে মন্দ মন্দ ॥
 আইস আইস বৎস জীবন আমার ।
 জুড়াক পরাণ ক্রোড়ে করি একবার ॥
 বাহু পসারিয়া রাজা ক্রোড়ে বসাইলা ।
 মস্তক আশ্রয় মুখ চুষন করিলা ॥
 জিজ্ঞাসয়ে কহে বাপু কি বিনা পড়িল ।
 কিবা নীতি কিবা ধর্ম সার কি বুঝিল ॥
 রাজনীতি কি জানিলে ধর্মবিদ্যা-আদি ॥
 রাজ্যের পালন যাতে বিজয় বিবাদী ॥
 করযোড়ে প্রহ্লাদ কহয়ে ঋজুভাবে ।
 আজ্ঞা যদি হয় মহারাজ কহি তবে ॥

নীতি আর ধর্ম যত, ধর্মকীর্তি-আদি শত,
 রাজ্য আর জয়-পরাজয় ॥

কলি কেবল ব্যর্থ, সংসারহেতু অনর্থ,
 যাতে কৃষ্ণে এতি না জন্ময় ॥

মহারাজ বিবেক ভজহ হৃদিমায় ।
 এই যে সংসার-সুখ, পরিণামে দুঃখোগুখ,
 হেন রাজ্যসুখে কিবা কাজ ॥
 সেই সুখ রাজ্যাস্পদ, সেই সর্বৈশ্বর্যমদ,
 সেই বিজ্যা রিপুপবাজয় ।
 সম্পদের সার সেই, সেই তপ তীর্থ সেই,
 যদি কৃষ্ণভক্তি উপজয় ॥
 নতুবা বিফল দেহ, সঙ্গে নাহি যাবে কেহ,
 স্বী পুত্র ধন মান গর্বে ।
 একেলা উলঙ্গবেশে, আসিয়া সংসারবাসে,
 অমনি গমন পুন সর্বে ।
 আসিয়া দিনকথোকাল, মিথ্যা মদ্যক্রে আশ্রয়,
 করিয়া ফিরায় মোর মুণ্ডি ॥
 কলহ মেদিনী লয়ে, মিথ্যা জয়-পরাজয়ে,
 হু অঁধি মুদিলে কিছু নাই ॥
 অতএব মহারাজ, সাধু মানি জগন্নাথ,
 সেই যেই কৃষ্ণাশ্রয় করি ।
 বিশ্বকরী সদা হিরা, গৃহকূপ তেষাগিয়া,
 বনেতে গমন শাস্তি ধরি ॥
 ছাড়িয়া অনিহা রাজা, চিত্ত আপন কার্য,
 অস্ত্র আশা ছেদ রাগ ছাড়ি ।
 ভজহ শ্রীকৃষ্ণপদ, চিত্ত ভসে স্তম্ভপদ,
 ঘূঁচেবে সংসার দূর বেড়ি ॥
 শুনিতে শুনিতে রাজা, ত্রি-বিজয়ী মহাতেজা,
 ক্রোধে কালাস্তক নম-সম ।
 ছই নেত্র জলে যেন, জলন্ত অঙ্গার হেন,
 অন্য থাকু কম্পমান যম ॥
 সৈন্য-সামন্ত জন, অমাত্য পার্শদগণ,
 সভাসদ আদি দেব-নর ।
 সবে কম্পকম্পাশ্রিত, হয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি হত,
 প্রহ্লাদের নাহি কিছু ভব ॥
 কৃষ্ণের কিঙ্কর যেই, ত্রৈলোক্যবিজয়ী সেই,
 ভয় কোথা কাল নহে প্রভু ।
 স্বরক্ষার শক্ত নহে, মৃত্যুর কিঙ্কর তাহে,
 সে কি পীড়া দিতে পারে কত ॥
 তবে রাজা ক্রোধাবেশে, ঘন ঘন বহে স্বাসে,
 মার মার কহে বার বার ।
 ভয়ানক দূতগণে, উচ্চরবে হুঙ্কারে,
 কহে শির ছেদহ ইহার ॥

আমার শরীর গুণ, কহে ছুটে পুনঃপুন,
 আর মোরে ভজিবারে কহে ।
 গুরু সমান হৈয়া, কহে জ্ঞান শিখাইয়া,
 এ দৌরাগ্ন্য পরাণে কি সহে ॥
 দূতগণ খড়া ধরে, যাইয়া আশাত করে,
 প্রহ্লাদের অঙ্গে নাহি বাধে ।
 উদ্যম বিফল সেই, শিশু যেন কোপে খাই,
 থুথু খেঁপন করয়ে চান্দে ॥
 চান্দে সে লাগিবে কোথা, পড়ে নিজমুখে যথা,
 তেমতি অসুরগণমতি ।
 প্রহ্লাদে হানয়ে দণ্ড, খায় আপনার ঘণ্ড,
 তেঁহ ত অক্ষয় নিশাপতি ॥
 অস্ত্র নাহি পৈশে দেহে, হেরিয়া নৃপতি কহে,
 কিবা মম শিখিল কোথায় ।
 অস্ত্রাঘাতে না মরিবে, পর্বত উপরে তবে,
 উচ্চ হৈতে ডারহ উহার ॥
 তবে দূতগণ লৈয়া, পর্বত উপরে যায়্যা,
 অতি উচ্চ হইতে ডারিলা ।
 গতনে মরণ কোথা, স্নেহেতে জননী যথা,
 ক্রোড়ে হইতে ভূমে শোয়াইলা ॥
 শুনি রাজা বিবরণ, চিন্তায় বিরস মন,
 পুন কহে অগ্নিতে ডারহ ।
 জাজ্ঞা অগ্নির মাঝে, ডারয়ে ভক্তরাঞ্জে,
 পোড়াবে কি সেবে যায়্যা সেহ ॥
 পুনঃ সাগরের জলে, বুকেতে বান্ধিয়া শিলে,
 ফেলে লয়া স্মর গভীরে ।
 কৃষ্ণের ভক্ত জানি, তীর্থগণশিরোমণি,
 না ডুবায় ধরি রাখে শিরে ।
 তথা হৈতে আনি পুন, এবার কোতুক শুন,
 করি-পদতলে দিলা ডারি ।
 হস্তী পশু কিবা জানে, হরির ভজনগুণে,
 পৃষ্ঠে বসাইলা শুণ্ডে ধরি ॥
 মারিতে অনেক চেষ্টা, করে মৃত অতিঘেষ্টা
 কোনমতে না মৈল বালক ।
 উষ্ম না বুঝে মন্দ, পুন করে নানা ছন্দ,
 উপায় কি ভাবে তিনলোক ॥
 দণ্ড ত অনেক কৈল, তাহাতে নাহিক মৈল,
 তবে সাম-দান-ভেদ-মতে ।
 বিবিধ উপায় করি, কোন মতে মোর বৈরী,
 নাহি তবে কেঁমরে যাহাতে ॥

এতেক চিন্তিয়া মনে, পাঠায় ম'ঙ্গল স্থানে
 বুঝাইতে কহি পাঠাইলা ।
 করাধু স্মৃতি রাণী, ভুবনপাবনী ধনী,
 প্রহ্লাদেয়ে কোলে কার লৈলা ॥
 ঘন মুখে চুষ দেয়, মস্তক আশ্রাণ লয়,
 চিবুক ধরিয়া হেরে মুখ ।
 আঁহা মরি বৎস মোর, নিরদয় সুকঠোর,
 পিতা তব কত দিলা দুখ ॥
 বিরলে লইয়া রাণী, কহয়ে অমৃতবাণী,
 লোক-বেদ-সাধুর সম্মত ।
 আমার গুণের নিধি, 'কুরু তোমা নিরবধি,
 কুলের প্রদীপ লোকজিত ॥
 শ্রীকৃষ্ণভক্তি নিধি, রাখহ হৃদয়ে বান্ধি,
 ছুটের কথায় নাহি ভুল ।
 ভয় কি অসুর হৈতে, শ্রীকৃষ্ণ সচ'য় যাতে,
 বিশ্বের সে বিশ্ব অমুকুল ॥
 দুষ্টমতি রাজা তোরে, প্রতিকূল বুঝাবারে,
 আমারে কহিয়া পাঠাইলা ।
 হাঁহা কি দুর্দ্দৈবগতি, কি দুষ্ট অশুভ মতি,
 বিধি নিধি বঞ্চিত করিলা ॥
 কৃষ্ণপ্রেম সুধাধার, নাহি যাব পাবাবার,
 হেন সুখে বঞ্চিত হইলা ।
 আর তাহে নিন্দে দুষ্ট, বিষয়গবলে পুষ্ট,
 হিতাহিত বুঝিতে নাবিল ॥
 তুমি যে হরির ভক্ত, তোমা ঘেমে অমুক্ত,
 ইহাতে মঙ্গল কতু নহে ।
 অচিরাতে হবে নাশ, হইবে নরক বাস,
 এ দৌরাগ্ন্য ধর্ম্মে নাহি সহে ॥
 তুমি মাত্র শ্রীচরণ, রাখহ করিয়া পণ,
 হৃদয়মাঝারে দৃঢ় করি ।
 জনম জীবন মন, তাঁরে কর সমর্পণ,
 সদা রক্ষা করিবেন হারি ॥
 এতেক করাধু সতী, বুঝাইল পুত্র প্রতি,
 স্নপন ভোজন করাহয়া ।
 নানা মণি হার হীরা, বিচিত্র বসন চীরা,
 চন্দনাদি দিলা পরাইয়া ॥
 অগ্নি পুষ্পের মালা, কর্ণেতে করিল আলা,
 ভাল দিল তিলক-মঞ্জরী ।
 ভুবনমোহনরূপ, সুরূপগণের ভূপ,
 কিবা হৈল অপূর্ণ মাধুরী ॥

রাজা পুন বোলাইলা, রাণী পাঠাইয়া দিলা,
সাজাইয়া সাধে রাজসভা ।
দেখিয়া পুস্তকের রূপ, আনন্দিত হৈলা তুপ,
চিত্ত মন নয়নেব লোভা ॥
অন্তরে ভাবেন তুপতি, প্রহ্লাদেব সে কুণ্ডতি,
ঘুচু গেল মায়েব বাচোটে ।
স্ববুদ্ধি কয়্যাধু রাণী, বুঝাইয়া নীতবাণী,
পাঠাইয়া দিলেক সভাকোটে ॥
ডাকে দিয়া হাতছানি, পসারিয়া ছুট পানি,
আইস মোব পরাণ প্রহ্লাদ ।
রূদ্র-মাঝারে রাখি, শোমাব বসন দেখি,
ঘুচুক যৈ মনের বিধান ॥
এতেক আদব কর, প্রহ্লাদেব কবে ধরি,
এসাইলা আপন নিকটে ।
আঙ্গুষ্ঠ হাত বুলাইয়া, কটে বাজা বুঝাইয়া,
মোর সনে না করহ হট ॥
শুন বৎস নীতবাণী, এত যার নাছি গনি,
মোর স্তুতি হৈয়া পাবে ভজ ।
আত অকুচিত হয়, কাশকষতার নাশ,
অতএব হেন বুদ্ধি তেক ॥
প্রহ্লাদ লভে পুন, মহাবাজ কহি শুন,
এতেক কহিলে নীত-বাণী ।
গকলি অনাত হয়, সংসারগে বিপর্যয়,
নিদ্রিত অগাধ দুখা মানি ॥
পাব সনে কব হট, সেই প্রাণেশ্বর পট,
তাহা বিনে পড়িয়া বহয় ।
শুগল কুকুর ভক্ষ্য, এই যে সুখের পক্ষ,
ক্ষণমাত্র উড়িয়া পলায় ॥

মহারাজ হরিধন অভয় শরণ ।
কাপুরুষ যেই জন, না ডকয়ে শ্রীচরণ,
করে সেই নবক ভুগ্নন ॥
ঠারে না গনয়ে যেই, জগতে নিদ্রিত সেই,
নিশ্চয় বিদাতা তাবে বাম ॥
সংসাব্যাতনা-ভোগ, সদা সেবে রোগ শোক,
করাচিত পূর্ণ নহে কাম ॥
ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানে, দুঃখে সুখ করি মনে,
নাঁসকায় মহারাজু বশে ।
অবিদ্যা বাহার দাসা, পরাংপন সুখবাঁশ,
না বুঝিয়া বঁধিত সে রসে ॥

অতএব মহাবাজা, অন্তরে তাজহ দুজা,
ভজ করিব অভয় চরণ ।
বিষয়ে গে কুটিনাটি, ছার অস্ত্র পরিপাটি,
সদা কর অনন্ত শরণ ॥
এতেক শুনিয়া রাজা, অনুরাগ্য মহাতেজা,
ক্রোধে যেন প্রচণ্ড অনাগ ।
প্রলয়ের বায়ু যেন, খাস বহে ঘন ঘন,
বক্তবর্ণ নয়নযুগল ।
উচ্চৈঃস্ববে কহে ছান, অরে ছুট কুলাকার,
তথ্যচ এই নাম পুন লবি ।
অন্তরে ছেদিব তোর, না জান প্রাণ মোব,
জাজ তুঞি যমালয় যাবি ॥
এত কহি কে য হৈতে, খড়গ লইল হাতে,
গোট মারিবারে মনে করে ।
নাহি মরে খড়গাঘাতে, সে কথা উদয় চিতে,
লজ্জায় না পারে মাঝিবারে ॥
ধীরে ধীরে কহে পুন, মোব এক বাক্য শুন,
এই যে এতক লোক আছে ।
কহ বা না ভরে কেন, তুমি কেন পুনঃপুন,
ভজিবাবে দাও তাব পাতে ॥
জিজ্ঞাসি গোমাব ঠাকুর, মথ্যা যে কহিবে নাই,
আর কিছু নাহি চাই আমি ।
এম্বর ভজন প্রাতি, কে প্রামারে হেন মতি,
দেব কার ঠাকুর শপথ তুমি ॥
এত কহে শপথবর, করি হবে যোড়কর,
মহারাজ কার নিবেদন ।
এই যে এতেক জন, নাহি ভজে নারায়ণ,
যে কহিলে শুন বিবরণ ॥
কলভ'ন্ত মহাবিক্র, বিনে সাধুকপা কড়,
নাহি হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ।
হুর্লভ যে শুভোদয়, দাবাবণ কোথা হয়,
বাব হয় সেই ভাগাবান ॥

মহাবাজ কৃপে ম ত অতি যে হুর্লভ ।
স্বত কি পণ্ড নহে, গৃহকুটুম্ব সহ,
মিথুনাক্রিয়াতে যাব লোভ ॥
হৃদয় মতি কোথা তাব, অনর্থে শরণ যাব,
নিবসে বিষয় কর্মে ফিরে ।
নিশিতে কয়ি শয়ন, পুন সেই চিন্তন,
করে যেন গোঁধন জাগরে ॥

রাজা শুনি পুন কহে, কৃষ্ণ শোর কোথা রহে,
 প্রহ্লাদ কহয়ে সর্বদ্বারে।
 হাবর অঙ্গল কীট, পতঙ্গ পাবক ভীট,
 চরাচর সভার অঙ্গার।
 রাজা কহে যদি হয়, শুভ যে ক্ষটিকময়,
 ইহাতে আছয়ে তোর হরি।
 পুনশ্চ প্রহ্লাদ কহে, সে কভু অমৃত্যু নহে,
 শুনি কোণে উঠি খড়গ ধরি ॥
 ধাইয়া অশ্বরবরে, তাহাতে আঘাত কবে,
 শুভরাজ তুই খণ্ড হৈল।
 শুনহ অদ্ভুত কথা, অপূর্ব মঙ্গলগাথা,
 তাহে এক বস্তু নিকষিল ॥
 যাহা লাগি যোগিগণ, একান্তে করয়ে ধ্যান,
 ছাড়ি সর্ব বিষয়-বাসনা।
 প্রতিগণ নিরন্তর, যার অন্বেষণপর,
 বিচার-বিতণ্ডা করে নানা ॥
 যার বশ গুণকর্ম, ছাড়িয়া সকল ধর্ম,
 সাধুগণ পুলক অঙ্গরে।
 গার শুনে করে ধ্যান, ছাড়ি রাজা অভিমান,
 স্বজন বান্ধব করি দূরে ॥
 সর্ব-আত্মা-অন্তর্যামী, সভার জীবনদ্বামী,
 এক বিভূ ত্রৈলোক্য-অঙ্গরে।
 স্বজন-পালন-কর্তা, প্রলয়-আদি সংহর্তা,
 ত্রিভুবন যার গুণে সুরে ॥
 ত্রৈলোক্য যে বৈভব, সকলি বস্তু সুলভ,
 সুহৃদ্বর্জ যাহা নাহি মিলে।
 হেন বস্তু শুভ হৈতে, স্বভক্তের অতিমতে,
 নিকষিল প্রপঞ্চের মেলে ॥
 অহো কি লোকের ভাগ্য, কিবা মৃত কিবা প্রাজ,
 কিবা শূর অশুর রাক্ষস।
 নয়নগোচর হৈল, ভবাগ্নি নির্ক্ষিপ তেল,
 শেষ হৈল জঠর-নিবাস ॥
 যবে শুভে নিকষিল, কুদ্রুটি প্রতীত তেল,
 দেখিতে দেখিতে মচাকার।
 শূর-মর্ত্য-নভোবাপী, রৌদ্র প্রচণ্ডরূপী,
 মহাবিক্রম মূর্তি হয় ॥
 কটি অধে নরাকৃতি, শ্রামল সুন্দর ভাতি,
 পীতাম্বর মণি আভরণে।
 ক্রীচরণ কটি অধে, তন্ত্রে দস্ত অম্বুবোণে,
 শঙ্ক নহে অমৃত্যু করণে ॥

উর্দ্ধে হরি ভয়ঙ্কর, রূপ কিন্তু মনোহর,
 ভক্তগণের আনন্দজনক।
 ভক্ত-অমুরোধ করি, রূপ ধরি নরহরি,
 ক্রীড়া করে যেমন বালক ॥
 অতঃপর শুন তাব, হিরণ্যকশিপু যবে,
 দেখি সেই বিকৃতিস্বরূপ।
 হংশীল অশুর রীতি, কোপেতে বিবশ মতি,
 নাহি বুঝে নিজ শুভানন্দ।
 মুগার মৃগল তেলা, বৃক্ক বৃহতী শিলা,
 শেল শূল নানা অস্ত্র-শস্ত্র।
 বিক্রম করিয়া মাঝে, প্রভু তাহা লুপ্তি ধরে,
 উলটিয়া মারে সেই অস্ত্র ॥
 ইতর অশুরগুলা, দূর হৈতে মারে ঢেলা,
 সে গুলার গ্রীবা ধরি ধরি।
 ভূমেতে আছাড় মারে, চটফট করি মরে,
 কতগুলি পলায় তা হেরি ॥
 পুনরপি তুই জন, বাহু যুদ্ধ অতুঙ্গ,
 পৃথিবী কম্পিত পদভরে।
 স্বর্গ মর্ত্য রসা ল, তলাতল পাতাল,
 সুমেরু কাপয়ে থরথরে ॥
 যুদ্ধলীলা কতক্ষণ, করি প্রভু সনাতন,
 দৈত্যরাজে ধরিয়া শ্রীহস্তে।
 উকর উপরে ধরি, উদর ফাড়য়ে চিরি,
 ক্রোধাবেশে যেন বেণাপজে ॥
 উদরের নাড়ীগুলি, মালা করি গলে দিলা,
 অতি বিকরাল রূপ হৈল।
 প্রলয় অনল যেন, তুই চক্ষু জলে তেন,
 লোমাবলি উত্তান করিলা ॥
 নাসাপুটে বহে শ্বাস, শিলা বৃক্ক পাশপাশ,
 উপাডিয়া পড়ে গিয়া দূর।
 দশন অচলশৃঙ্গ, হবধম্ব যেন ডঙ্গ,
 কটমট শব্দে বাপে পুর ॥
 শিবে জটা বিঘূর্ণনে, ছিন্ন ভিন্ন মেঘগণে,
 দেবগণ পলায় ধাইয়া।
 মহতেজ মহাবল, প্রতাপ প্রদীপ্তানল,
 কালের অন্তক রৌদ্রকায়া ॥
 হঃসহ চীৎকার রবে, গর্তবতী গর্ত হবে,
 সুরাসুর নরনারীগণ।
 গর্জিত হইয়া পড়ে, সুমেরু শৃঙ্গ নড়ে,
 কটাহ যটিয়া কিবা আন ॥

মহা উগ্ররূপ চণ্ড, কালান্তক-কালদণ্ড,
মহা ভয়ানক মহারোদ্র ।
পদ-আফালনভরে, ক্ষতি টলমল করে,
সৃষ্টি সংহারেন যেন রুদ্র ॥
দেখিয়া চিস্তিতমনে, ব্রজা-আদি দেবগণে,
হাট্ঠিকার করেন সবাই ।
অকালে প্রলয় হয়, কি কর্তব্য কি উদ্যয়,
ব্রহ্ম পরম্পর ধাওয়া-ধাই ॥
শিব-ব্রজা-ইন্দ্র-আদি, স্তব করে আখি-মুদি,
সুদূর হইতে ভয়ে অতি ।
আখি না মেলিতে পারে, নিকটে যাইতে নারে,
কম্পিত হইয়া তীক্ষ্ণ ভাতি ॥
কেহ কহে লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার চরণ সেবি,
আন যাই বৈকুণ্ঠ হইতে ।
তঁহ যদি আসি কহে, তবে এই সৃষ্টি রহে,
প্রভুর এ রূপ সংবরিতে ॥
পরামর্শ প্রশংসিয়া, সবে বহু আরাধিয়া,
স্বধাম হইতে তাঁরে আনে ।
ভয়াল বিকট রূপ, নরসিংহ-স্বরূপ,
হেরি যাত্র মুদিল নয়ানে ॥
মুখ ফিরাইয়া যায়, চলি যায় নিজালয়,
ভয়ে ভীত কমলা-হৃদয় ।
পুনরপি এক উপায়, স্থির কৈলা দেবচয়,
ভক্তবৎসল প্রভু হয় ॥
প্রহ্লাদের কল্প স্তব, পূরণ হইবে সব,
রক্ষা তবে জগৎ-সংসার ।
ইহা চিস্তি সবে মিলি, অন্তরে স্নকুত্বে হলা,
স্তব করে করিয়া বিচার ॥
প্রহ্লাদ বনায়্যা যায়, অন্তরে অকুতোভয়,
সিংহের বালক যেন সিংহে ।
হেরিয়া নাহিক ভরে, কোড়ে বসি ক্রীড়া করে,
মাতা পিতা বক্ষে রাখে স্নেহে ॥
ভেমতি কোতুক দেখ, ত্রিজগত পায় সুখ,
সর্বলোক যাহার প্রবণে ।
তাহার যে বিবরণ, শুন সবে দিয়া মন,
পরম আনন্দপাবে মনে ॥
সম্মুখে দাওয়ারা সাধু, বিধু যেন সবে সীধু,
স্তব করে স্মৃতি বচনে ।
দেবগণ তাহা শুনি, মুখে না নিঃশরে বাণী,
নিরখরে অনিমিষ নয়নে ॥

আদ্রীভূত অন্তরে, ছনয়নে বারি ঝরে,
পুলকিত অঙ্গ সভাকার ।
প্রভু প্রহ্লাদের পানে, শ্রদ্ধাশ্রুতে সুনয়নে,
স্নেহভাবে হেরে বার বার ॥
গ্রীবা হেলাইয়া চাহে, বদন নিরখি রহে,
কোড়ে তুলি হৃদয়ে লইলা ।
শ্রীহস্ত অঙ্গেতে দিয়া, শিরে হাত বুলাইয়া,
ঘন ঘন চুষন বহু কৈলা ॥
পশুরূপ ধরি হরি, পরাভব অকীকরি,
স্নেহে প্রহ্লাদের অঙ্গ চাটে ।
কিবা ভক্তিপ্রিয় প্রভু, কিবা দয়াময় প্রভু,
যত্নে রাখে হৃদয়-সম্পূটে ॥
হেন যে দয়াল নিধি, তাঁরে ভজ নিরবধি,
অন্ত ধর্ম বাসনা ত্যাগিয়া ।
কাহারে ভজিবে আর, কি ধন লাগিয়া ছার,
কাঁচ লঞি কাঞ্চন ছাড়িয়া ॥
সাক্ষাতে দেখহ ভাই, হেন দয়াল আর নাই,
নয়ন-বিবাদ ভেগাগিয়া ।
হেন দয়াল কেবা আছে, শুদ্ধ প্রেমানন্দে নাচে,
পরাম্পর নিন্দিয়া অমিয়া ॥
তোমাদের কিবা ভাগ্য, কিবা প্রাজ্ঞ কিবা যোগ্য,
কিবা দীর্ঘ সৌভাগ্য শোভন ।
ত্রিভুবননাথ বিড়ু, কর্তা হস্তা ভর্তা প্রভু,
যার লাগি কৈলা প্রকটন ॥
কণ্ঠেতে ধরিয়া পুন, স্নকোমল বৎস যেন,
স্নেহে অঙ্গে চাটয়ে গোধন ।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, অশ্রুজলে তিতাইয়া,
পুনঃ পুন হেরয়ে বদন ॥
প্রহ্লাদ গস্তীরমতি, না ভিজে আদর প্রতি,
শুদ্ধ নিখিল প্রেমগতি ।
যাহাতে স্নিগ্ধ মন, মাগে যাত্র শ্রীচরণ,
কেবল সেবনমাত্র মতি ॥
অগার গুণের সিদ্ধ, মো সবা পরমবদ্ধ,
তাঁর চরণের রজকণা ।
তাহে অনাদর করি, নানা পথে সদা ফিরি,
যে হেতুক সংসার-বাসনা ॥
বৈকুণ্ঠে না কৈল রতি, খাইয়া আপন মতি,
হায় হায় কি দুর্দৈব দশা ।
পড়িল মন্তকে বাজ, এছন বৈকুণ্ঠরাজ,
তাঁর পদে না অনিল আশা ॥

নানাধোনি সদা করি, কদর্যা ভঞ্জন করি,
 নানাকর্ম বহি চাহি অর্থ ।
 যে অর্থ অনর্থমাত্র, বিশেষতঃ স্বী-পুত্র,
 স্বর্গ যে সুখ সেহ ব্যর্থ ॥
 বৈষ্ণবসেবন সাং, ধর্মমধ্যে পরাংপর,
 যাতে সর্ব অর্থ অভা হয় ।
 অল্প ফলের কিবা কথা, তুচ্ছমাত্র সব বৃথা,
 যাতে কৃষ্ণপ্রেম উপভয়
 হেন বৈষ্ণবের পদে, মতি না করিহু মদে,
 হারাইয়া পাইহু রতন ।
 যে ভাগ্যে এ পদ মিলে, বুঝি কভু কোনকালে,
 সেই ভাগ্য না কৈহু কখন ॥
 এবে দণ্ডে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
 শ্রীচরণে করি 'নবেদন ।
 হে হে শ্রীল শ্রীপ্রহ্লাদ, ঘুচাও মনের বাদ,
 মোরে দেহ ভক্তি রতন ॥
 পুরুষ রতন তুমি, কি আর বলিব আমি,
 ' কৃপাদৃষ্টি কিঞ্চিৎ করহ ।
 চরণে শরণ লৈহু, বিনা-মূলে বিকাইহু,
 যো পানী আপন করি লহ ॥
 তোমার হৃদয়কোষে, অশেষ দারিদ্র্য নাশে,
 আছে তথা অমূল্য রতন ।
 দারিদ্র্য আমার মন, নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন,
 কিছু দেহ হেরিয়া কৃপণ ॥
 অমুচর কর মোরে, চরণ ধরহ শিরে,
 ভূতাবধে কর অসীকার ।
 শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-রস, তোমাব যে গ্রাস-আশ,
 দেহ পাতি আছি নিজ কর ॥
 পরিহার শ্রীচরণে, কিঞ্চিৎ নয়নকোণে,
 নেহার হে দয়াল ঠাকুর ।
 দীমহীম কৃষ্ণদাস, কৃপালেশ করে আশ,
 কর নিজ উচ্ছিষ্ট কুকুর ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীপ্রহ্লাদভক্তরাজ-
 গুণকথনং সমুদয়-মালা ।

অষ্টম মালা ।

অক্রুরাদিভক্তগণ-চরিত্রবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দৈতন্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-বঘুন'ধ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

ভক্তরাজ শ্রীঅক্রুর ।

কংসেব আদেশে সাধু স্তম্ভক-পুত্র ।
 অক্রুর ভক্তরাজ যশসী পবিত্র ॥
 কৃষ্ণ লইবাবে ব্রজপুরে গেলা যবে ।
 তাঁচার মহত্ত্ব কিছু কহি শুন সবে ॥
 অপূর্ব স্বর্গের বথে চড়িয়া চ'লল' ।
 পথে পথে নানা তর্ক করিতে লাগল ॥
 যুগ্ম হীনমতি অতি ভক্ত বিহীন ।
 মোর চক্ষুগোচর কি হবে ভক্তাধীন ॥
 নয়নে গলয়ে ধারা যেন মেঘ বর্ষে ।
 রামকৃষ্ণ-দর্শন মোরে নাহি অর্শে ॥
 হেন কি আমার হবে হইবে সুদিন ।
 হেরিব শ্রীহলধব নন্দেব নন্দন ॥
 শ্রীচন্দ্রবদন হোব চরণে পড়িব ।
 খুড়া বলি উঠাছা আলিঙ্গন দিব ॥
 এইমত মনোরণ কারিতে করিতে ।
 শ্রীচরণচিহ্ন দেখি ব্রজে প্রবেশিতে ॥
 পুলক-হৃদয়-দেহ অশ্রু বহে ধাবে ।
 গড়াগড়ি দিয়া তাহে দণ্ডবত করে ॥
 পুনঃপুন উঠে পড়ে উন্মত্তেব প্রায় ।
 কভু হাসে কভু কান্দে প্রেমের আশ্রয় ॥
 অষ্টোদ্বৈপ্রণাম কাব চলে মহাশয় ।
 দেখে গোষ্ঠে রামকৃষ্ণচন্দ্রের উদয় ॥
 আনন্দ-সাগরমাঝে ডুবিয়া মগ্নস্ত ।
 কি স্থখে সাঁতারে তার নাহি হয় অস্ত ॥
 কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই পূর্ণশ্রী ।
 হেরিয়া অক্রুরে আলিঙ্গন কৈলা আসি ॥
 করে ধরি গৃহে আনি আতিথা বাভারে ।
 নানামত সেবা কার্যমোবাক্যে করে ॥

নরলীলা লৌকিক-ব্যক্তারে ছুই ভাই ।
অক্রুরে সেবয়ে পান-ভোজন করাই ॥
অক্রুরের প্রেমভক্তি শুনি জগজনে ।
আপনা নিন্দিয়া লোক করয়ে বাধানে ॥
তৈঁহ যদি কিঞ্চিৎ কটাক্ষদৃষ্টে হেরে ।
ক্ষুদ্রজীব হুয়া সভার দুঃখ যায় দূরে ॥
সিদ্ধজলবিম্ব যেন টুনিপাখা পাইলে ।
উদর পুরয়ে সিদ্ধ নাতি টুটে জলে ॥
অতএব ক্ষুদ্র মোরা চাচি যাত্র এই ।
সেই প্রেমরসবিম্বকণা যদি পাই ॥

শ্রীবলিমহারাজ ।

বলি মহারাজ রাজ ভুবনে বিধাত ।
মহ-বহিষার সীমা শাস্ত্র-অভিমত ॥
কি কব অবধি দেখ ত্রৈলোক্যেব নাথ ।
দ্বার দ্বারিকূপে স্বয়ং বহে বসনাথ ॥
ধন-জন-দারা সহ ত্রৈলোক্যেব রাজ্য ।
আত্ম সমর্পিতা শ্রীচরণে সাধুবর্ষা ॥
রূপানিধি বলিরাজ শাস্ত্রমতে শুনি ।
কোথা যজ্ঞ করে কোথা মিলে অগ্নিধনি ॥
কর্ষণ করিতে মিলে স্পর্শমণিধন ।
যতনবিহীনে যেন মিলয়ে বতন ॥
অতএব তাঁহার চবিত্র কিছু শুনি ।
শ্রবণসুখ অতি সুধাসার যেন ॥
আনন্দজনক আর সংসারতারক ।
হৃদ্রোগনাশক আর প্রেমাক্রিয়াক ॥
দেবরাজপ্রার্থনেতে আপনি শ্রীহারি ।
অবতীর্ণ হইলা বামনরূপ ধরি ॥
দেবতার কার্যদান ছলমাত্র করি ।
ভুবনপাবনলীলা কৈলা অবতরি ॥
মহাতেজঃপুঞ্জ বটু ব্রাহ্মণরূপেতে ।
উপনীত হৈলা যাই বলি ব যজ্ঞেতে ॥
বলি রাজ্য দেখি চমৎকার হৈল চিত্তে ।
অনিমিখে চাহে যেন পুত্রলক্য ভিত্তে ॥
বহু সমাদর বহু নতি স্তুতি করি ।
বসাইলা উচ্চ রত্নসিংহাসনোপরি ॥
করষোড় করি কহে মুহু মুহু ভাবে ।
কিবা অর্থে আগমন কিবা অভিলাষে ॥

বটু কহে ভূপতি আইছ তোমা স্থানে ।
অভিলাষ হয় কিছু বাচিঞ'-কারণে ॥
গদি দেহ তবে বলি নহে কেন ব্যর্থ ।
রাজ্য কহে যাহা চাহ দিব সেই অর্থ ॥
গুরু শুক্রাচার্য্য মূনি হইয়া তটস্থ ।
ভৎসয়ে বলিরে অরে করিল অনর্থ ॥
বিষ্ণু ছদ্মরূপে আইলা বৃদ্ধিতে নারিলি ।
আপনার দোষেতে আপন মাথা খালি ॥
প্রশিষ্ট হৈল দিল ব্রাহ্মণেরে বাক্য ।
বিপ্র নহে ছলে তোমার বিপক্ষের পক্ষ ॥
রাজ্য কহে গোসাঁঞ যে আপনি কহিলে ।
ছদ্মরূপে বিষ্ণু আইলা ব্রাহ্মণের ছলে ॥
এবে ত ইহার পর ভাগ্য কি আছয় ।
যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধন হয় ॥
বাজা পুন বটুর চরণে নিবেদয় ।
কি অর্থ মাগহ কহ করিয়া নিশ্চয় ॥
বটু কহে ধন রত্ন কিছু মাগি নাহি ।
মোর পাদ সম যাত্র দ্বিপাদ ভূম চাহি ॥
শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ আঁখি মটকার ।
বাক্য অপহুব করিবারে যে কহয় ॥
রাজ্য তাহা দেখি হেন নাহিক দেখয় ।
বটুস্থানে কহে পুন কাবয়া বিনয় ॥
ফলুণ্ড অর্থ চাহি স্বয়ং সুবুদ্ধ হইয়া ।
গ্রাম-রত্ন ধন-ধান্য-আদি তেয়াগিয়া ॥
তৈঁহ কহে মুঞ হই তপস্বী ব্রাহ্মণ ।
ধনধাত্তে মোর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
তপস্ত্যার গাগ যাত্র স্থান কিছু চাই ।
যোগেব নির্ঝাণ যাতে এতৎপর্য্য এই ॥
বাজা কহে তবে তোমার স্বৈচ্ছা হয় যেই ।
তাহাষ্ট করিব মোর কত্তব যে সেই ॥
এত কাহ মহারাজ সম্মতিপূর্ব্বক ॥
দান করিবারে তবে হইলা উৎসুক ॥
মূনি কহে কোপে তবে হাবে বে চূর্মতি ।
সর্ব্বনাশ হৈল যেহুনা দেখ তাহা প্রতি ॥
ছল করি বিষ্ণু তোব সর্ব্ব ব হরিতে ।
আইলা বামনরূপ ইজের প্রেরিতে ॥
রাজ্য কহে বিষ্ণু যদি প্রতিগ্রহ করে ।
তাহার অধিক ভাগ্য কি আছে সংসারে ॥
নতুবাও যদি হয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ ।
প্রতিশ্রুত হৈয়া পুন অনাধিকার ॥

নরকের দ্বার সেই অবশ্য ভুবনে ।
 জীবন্তে মরণতুল্য বিচার জীবনে ।
 পুনরপি মুনি কহে যথাসর্বনাশ ।
 অর্থের রক্ষণে মিথ্যা কহেন না দোষ ॥
 অকএব মোর বাক্য হেলন করিবে ॥
 অচিরান্তে রাজ্য-আদি-শ্রীভ্রষ্ট হইবে ॥
 বত্ৰপিহ মুনিরাজ অভিষাপ দিলা ।
 তথাপিহ রাজা বলি দৃকপাত না কৈলা ॥
 রাণী বিক্র্যা'বলি দূরে দাড়াইয়া ছিল ।
 মুনির বারণ শুনি হুঃখিতা হইলা ॥
 পরমরূপসী সতি সুনীলচরিতা ।
 নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্যমুকুতা ॥
 শত শত দাসদাসীগণ চৌদিকে বেড়িয়া ।
 তথাপিহ শীত্ৰ এক জলঘট লৈয়া ॥
 ক্রোধ হর্ব সহ যজ্ঞস্থলে রাজা-স্থানে ।
 আসিয়া কহয়ে কিছু কুপিত বচনে ॥
 মহারাজ শ্রীচরণ শীত্ৰ ধৌত কর ।
 সাধুর সম্মত নিজমঙ্গল বিচার ॥
 মুনিঠাকুরের শাপে যে হয় সে ইউক ।
 রাজা আর স্ত্রী অর্থ গায় সে যাউক ॥
 প্রতিকূল মুনিবাক্য দূরে তেয়াগিয়া ।
 যাহা চাহে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া ॥
 এ হেন ভাগ্যের সীমা সাধুর দুর্ভাগ ।
 আজু সে তোমার অগ্রে সম্প্রতি সুলভ ॥
 অতএব অভিশীত্ৰ শ্রীচরণ-মাগে ।
 সমর্পণ কর ধন প্রাণ যাহা মাগে ॥
 এত বলি বিক্র্যা'বলি জল টালে পদে ।
 মহারাজ বলি রাজা প্রক্ষালন আমোদে ॥
 দুখানি সুনর পদ প্রক্ষালন করি ।
 হৃদয়ে ধরয়ে পুনঃচক্ষে বহে বারি ॥
 শ্রীচরণধৌতজল মস্তকে ধরিল ।
 জনম সকল কুতকৃতার্থ মানিল ॥
 যে চরণজল শিব অস্ত্রাপি ঘটনে ।
 মস্তকে ধারণ করি শিব করি মানে ॥
 বারি ঝাঝি কুশা তিল তুলসী লইলা ।
 ত্রিপাদি-ধরশীদানে উদ্ভূত হইলা ॥
 তথাপিহ শুক পুনঃ বারণ করয় ।
 কিরিতা না চাহে রাজা কর্ণে না শুনয় ॥
 হরির চরণে যার প্রবেশিল মন ।
 অন্য বিয়ে কি করিবে ক'লে? দুর্গম ॥

একান্ত যদ্যপি রাজা না শুনিলা বাক্যে ।
 বিচার করিলা এক মনেতে কুতর্ক ॥
 শূন্যরূপে প্রবেশিলা ঝারির ভিতরি ॥
 জল ঢালিবার পথ-নাল রুদ্ধ করি ॥
 দানের সংকল্পহেতু ঝারি লয়া করে ॥
 জল ঢালিবারে চাহে জল নাহি সচেষ্ট ॥
 ব্যস্তব্রত হয়ে রাজা কুশা এক লৈলা ।
 কিসে আটকিল বলি নাচে চালাইলা ॥
 প্রভুর সেনেছায় এক কোড়ুক হইল ।
 কুশাগ্র ঘাইয়া মুনির চক্ষেতে বিক্ষল ॥
 বেদনা পাইয়া বিপ্র বাহির হইল ।
 সেই হৈতে মুনির এক চক্ষু অন্ধ হইল ॥
 রাজা সে বামন দেব ত্রিপাদি ধরলী ।
 বিধিমতে দান করি করে ঘোড়পাণি ॥
 দেবতাপ্রণের কার্য্য বলিয়ে করুণা ।
 ভুবনপাবনী লীলা এ তিন বাসনা ॥
 তিন কার্য্য সাথে আর অবাস্তর বহু ।
 তাহাব বৃত্তান্ত চমৎকার শুন পছ ॥
 বামন আছিল প্রভু অবামন হৈলা ।
 দেখিতে দেখিতে রূপ বৃহৎ করিলা ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন নভ ব্যাপি ।
 অপ্রমের চমৎকার ত্রিবিজয় রূপী ॥
 একপাদে ব্যাপি নিল জু অতল আদি ।
 ত্রিীয়ে ব্যাপিলা ভূভুবনঃ প্রভৃতি ॥
 ব্রহ্মলোকে উর্দ্ধে যাত্রা কটাহ ভেদিল ।
 যে চরণে ত্রি-পাবনী গঙ্গা জনমিলা ॥
 তৃতীঃ চরণ ধরিবার স্থান আর নাই ।
 বলিরে কহয়ে দেহ স্থান আর কই ॥
 মহারাজ কহে প্রভু আর কোথা পাব ।
 কি ধন আছে আর শ্রীচরণে দিব ॥
 প্রভু কহে প্রতিশ্রুত হইয়া বঞ্চিলে ।
 আজি তুমি মোর স্থানে দণ্ডাই হইলে ॥
 এত কহি বলিরাজে বন্ধন করিলা ।
 মহারাজ প্রোমাবেশে আনন্দ হইলা ॥
 প্রভুর যে গুণাশয় কে বুঝিতে পারে ।
 কোন ছলে অহুগ্রহ নিগ্রহ বা করে ॥
 ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দেবগণ ।
 নারদ প্রহ্লাদ আদি কয়রে শুবন ॥
 বলিরাজা কহে কিছু অপূর্ব কথন ।
 তাহা কিছু কহি শুন কর্ণ রসায়ন ॥

বলিরাজা কহে প্রভু দয়ার সাগর ।
 তুমি সে শরণ্য এক জগত ভিতর ।
 মুঞি হেন মূঢ় পাপী অধম অগ্রাহ ॥
 পরজ্যোহকারী নীচ সতের অভোজ্য ॥
 এ হেন পায়র জনে এত কৃপা কৈলে ।
 ভজন সাধন কিছু হেতু না গণিলে ॥
 তোমার কৃপার কোনরূপে নহি পাত্র ।
 প্রহ্লাদের পৌত্র এক হেতু দেখি মাত্র ॥
 তোমার আশ্রয় প্রভু অতি সে গভীর ।
 বুঝিতে পারয়ে আছে হেন কোন্ ধীর ॥
 পুরন্দরপক্ষ হৈয়া ছিলিলে আমারে ।
 তাহারে অনর্থ দিয়া অর্থ দিলে মোরে ॥
 দেবরাজ মূর্খ ইহা বুঝিতে নারিলা ।
 ক্ষুদ্র অর্থ-সাধনে তোমাতে পাঠাইলা ॥
 তুমি হেন-ধন নাহি চিনিল বর্জর ।
 কাঞ্চন বেচিয়া নিল সুতুচ্ছ কঙ্কর ॥
 সাধুব অগ্রাহ রাজ্য অন্যতা অসার ।
 হেন তুচ্ছ ধন হেতু হারাইলা সার ॥
 তুমি যে দুর্লভ ধন সারাংশার বস্তু ।
 না চিনিল মন্দমতি মূঢ় বস্তুত্ব ॥
 বড় কৃপা কৈলে মোরে যারাকাল হৈতে ।
 মুক্ত করি দিলা নিজ চরণ-অমুতে ॥
 ব্রহ্ম-আদি দেবগণ বলির বচন ।
 শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন ॥
 ইন্দ্র দেববাজ শুনি মলজ্জ হইল ।
 বলিরাজে ধন্য মানি আপনা নিম্নল
 অস্তরে আনন্দ প্রভু বলির বচনে ।
 যথার্থ কহিলা বলি প্রশংসয়ে মনে ॥
 বলি প্রতি দয়া অতি সদ্যপি প্রবল ।
 প্রতিকূল জায় বাহে কহয়ে দুর্বল ॥
 ই বে রে দুর্মতি মোর তৃতীয় চরণ ।
 কোথায় রাখিব কহ শীঘ্র দেহ স্থান ॥
 বলি কহে শ্রীচরণ রাখিবার যোগ্য ।
 আমাব মস্তক এক স্থান হয় দীর্ঘ ॥
 ইহাতে ধরহ পদকমল সুনন্দর ।
 বাক্যদত্ত হৈতে মুঞি হইল অগ্রসর ॥
 তোমার শরীর এই জগৎ তোমার ।
 তোমার চরণে সঁপিলাম সে নির্জার ॥
 তুমি প্রভু তুমি বিত্ত তুমি জগদ্রাধ ।
 বিশেষতঃ হও তুমি অনাথের নাথ ॥

যেই ইচ্ছা কর তুমি শরণ লইহু ।
 আত্মনিবেদন এবে চরণে করিহু ॥
 বলির সৌভাগ্য কিবা কহেন না যায় ।
 জগন্মঙ্গল পদ ধরিলা মাধার ॥
 জয় = র ধন্য ধন্য নমোনয় শয় ।
 দ্বি-জগতে কোলাহল হৈল কর্ণলুপ ॥
 বন্ধন ঘুচায়া প্রভু গদগদভাবে ।
 আলিঙ্গন করি বহু তোষে মৃদুরবে ॥
 তুমি মোর প্রিয় আমি তোমাতে বিজীত ।
 হইলাম নিতা বন্ধ পরাণসহিত ॥
 এত কহি আজ্ঞা দিল দেবশিল্পকাবে ।
 পাতাল-ভুবনে এক পুরী করিবারে ॥
 অপূর্ব অমরাবতী তুল্য যে করিয়া ।
 মণিময় পুণী দিলা নির্মাণ করিয়া ॥
 প্রভু ভূতো দোহে তাহে বিরাজ করিলা ।
 বলি সিংহাসনে বৈসে প্রভু দাবী হৈলা ॥
 নিত্য দরশন করে বিরাজয়ে রঙ্গে ।
 নিবানিশি ভাসে রাজা প্রেমের তরঙ্গে ॥
 অতএব ধন্য ধন্য বলি মহাশয় ।
 যার যশ শুণ কীর্ত্তি ত্রিভুবনে গায় ॥
 তাঁহার চরণ রেণু ভুবন-পাবন ।
 যদি কোন ভাগ্যে মিলে তার এক কণ ॥
 তবে এই সংসারবান্ধবানল হৈতে ।
 এড়াই দারুণ দুঃখ যম-যাতনাতে ॥
 কৃষ্ণভক্তি নিত্যমুখ পরম-আনন্দ ।
 পরাংপর লাভ হয় ছুটে ভব বন্ধ ॥
 ওহে শ্রীল-বলি রাজা মোবে কৃপা কর ।
 কৃষ্ণদাস মস্তকে চরণযুগ ধর ।

ভক্ত-নামসংকীৰ্ত্তন ।

কতিপয় ভক্তগণ নাম-সংকীৰ্ত্তন ।
 করিলাম মাত্র আত্মভক্তিব কারণ ॥
 হরিকৃপারস আশ্বাদিতে ভক্ত যাতে ।
 ভক্তিমহারত লভা যার শ্রুতিমাত্রে ॥
 শ্রীশঙ্কর শুকদেব সনকাদি মুনি ।
 কপিল নারদ শ্রেষ্ঠ দয়ালু বাথানি ॥
 হনুমান বিষ্ণুসেন প্রহ্লাদ বলি ভীষ্ম ।
 অর্জুন অশ্বরিষ প্রব ব্যক্ত সর্কবিশ্ব ॥

বিতীৰ্ণ অক্লুর উদ্ধর অধিকারী ।
 ভগবন্ত-প্রসাদ যাহার প্রতি ভাবি ॥
 ইহা সভার পদরেণু মহিমা অপার ।
 কৃতকার্য্যে হই যদিপাই মুঞি ছার ॥
 পরমাত্মা হরি-গুণসদা ধ্যানপরা ।
 তাঁ সভার শ্রীচরণধানে হও ভোরা ॥
 অগস্ত্য পুলহ আর পুলস্ত্য চাবন ।
 বশিষ্ঠ সৌভরি অত্রি কর্দ্দম সূজন ॥
 ঋষীক গোতম গর্গ শ্রীবাস লোমশ ।
 ভৃগু দাম্ভজ শৃঙ্গী আর অজিবা চমস ।
 মাণ্ডব্য তুর্কাসা শিষ্য সহস্র আটাতী ।
 বিশ্বামিত্র জামদগ্নি জাবালিক ঋষি ॥
 বশিষ্ঠ পরিত পরাশর পদরঞ্জ ।
 সংসার-ত্রাণের অগ্রসর উচ্চক্ষয় ॥

অথ পুরাণসংখ্যা তত্র শ্রীমদ্ভাগবত- মহিমা-কথন ।

শ্রীল-বাস্য ঐতিহাস আদি করি শাস্ত্র ।
 অষ্টাদশ পুরাণ বর্ণিল সুপবিত্র ॥
 তথাচ প্রসঙ্গ যে নহিল বুদ্ধি মন ।
 শ্রীনারদ উপদেশ দিলা বিলক্ষণ ॥
 ত্রৈলোক্যপাবন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ।
 সাধুজন-চকোরের সুধাপান-পাত্র ।
 ভগবত-মঙ্গল নিধি বিধি নিরামল ।
 সম্প্রদায়-ক্রমে আইলা শুক প্রচারিলা ॥
 ব্যাসগোবিন্দ যত্নে গ্রহন করিয়া ।
 ভগবতের রসের মালা দিলা পরাইয়া ॥
 যতেক পুরাণশাস্ত্র তাহা কহি শুন ।
 তামস রাজস আর সাত্ত্বিক 'নগুণ ॥
 মৎস্য আর কুর্ম তথা লিঙ্গ শৈব স্বক ।
 আর অগ্নি এই ছয় তামস প্রবন্ধ ॥
 ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত আর যে মার্কণ্ড ।
 ভবিষ্য বামন ব্রহ্ম রাজস বট খণ্ড ॥
 বিষ্ণু আর নারদীয় গারুড় পদম ।
 বরাহ ভাগবত লঘু সাত্ত্বিক উত্তম ॥

সংখ্যা ব্রহ্মবৈবর্তে—

মৎস্যঃ কোর্মঃ তথা লৈঙ্গঃ শিবঃ স্বাক্ষঃ তথৈব চ ।
 অগ্নেয়কঃ বড়োতানি তামসানি নিবোধত ॥

মৎস্য, কুর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্বাক্ষ এবং অগ্নি এই ছয়
 খানি পুরাণ তামস বলিয়া কথিত ।

ব্রহ্মাণ্ডঃ ব্রহ্মবৈবর্তঃ মার্কণ্ডেয়ঃ তথৈব চ ।
 ভবিষ্যৎ বামনঃ ব্রহ্ম রাজসানি নিবোধত ॥

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্যৎ, বামন ও
 ব্রহ্ম এই কয়খানি পুরাণ রাজস বলিয়া বিদিত ।

বৈষ্ণবং নারদীয়কং তথা ভাগবতং শুভম ।

গারুড়কং তথা পদ্মং বারাহং শুভদর্শন ॥

সাত্ত্বিকান পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনোবভঃ ॥

হে শুভদর্শনে । শ্রীভাগবত, বিষ্ণু, নারদ, গারুড়,
 পদ্ম ও বারাহ, এইখান পুরাণ 'মানা' বগণ কর্তৃক
 সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত ।

শ্রীমদ্ভাগবতং হংসং বিদ্যুৎ সাত্ত্বিক ।

মহিম্যতে ন চি যাব সান-অধিক ॥

শ্রবণসুখং ভক্তি রসময় নিধি ।

একবার যেই শুনে সুরে নিরবধি ॥

ঋণেব অবধি নাহি এক তাহে শুন ।

শ্রবণ করিব বলি চিন্তে যেই জন ॥

তাহার হৃদয়পুবে শ্রীকৃষ্ণ স্নানব ।

তৎকণাতে বদ্ধ হন প্রসন্ন অন্তর ॥

তমরজসত্বগুণে পুরাণ যে কহিল ।

তাহার বিশেষ কতি শব্দে যে শুনিল ॥

তামস যে মৎস্য-আদি-পুরাণ আখ্যানে

সম্ভব প্রসঙ্গ অ'হা'র স্থানে স্থান ॥

তবে যে তামস নাম তাহার কারণ ।

তমের আখ্যান হয় অধিক বর্ণন ।

সাত্ত্বিক পাত্ত্বের মতবিবোধ যথায় ॥

তামস যে মত সেই জানিবে তথায় ॥

রাজস পুরাণে রজোগুণেব আধিক্য ।

সাত্ত্বিক পুরাণে সত্ত্বময় গুণ বাক্য ॥

তম-কল্পে যেই যেই পুরাণ বর্ণিলা ।

সেই সেই তম-ভাবে উৎপন্ন হইলা ॥

রাজস সাত্ত্বিক যত ঐ মতে হইল ।

নিগুণ শ্রীভাগবত স্বতঃ প্রকাশিল ॥

যদি বল অষ্টাদশ ভাগবত সহ ।

উনবিংশ কহিলে যে বড়ই সন্দেহ ॥

তাহার কারণ ভাগবতের টীকাতে ।

বৃহৎ তোষিণী আর ষট্-সংস্কৃত গ্রন্থে ॥

সিদ্ধান্ত আছরে তাহা কহি এবে শুন ।
না জানিয়া অন্ধ লোকে চিন্তে পুনঃপুন ॥
প্রথম ভাগবত নামে চারি হাজার শ্লোকে ॥
বর্ণিলা শ্রীভাগবত পুরাণ সাত্বিকে ॥
পরে যবে শ্রীনারদ উপদেশ দিলা ।
শ্রীমদ্ভাগবত নামে গ্রন্থ প্রকাশিলা ।
পূর্বগ্রন্থ চারি হাজার আশুভ ক্রমে ।
শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সকলি বিশ্রামে ॥
স্বতন্ত্রেও চারি হাজার সে গ্রন্থ রহিল । •
তদ্বভাগবত নাম তাহার হইল ॥
লঘু-ভাগবত বলি লোকেতে কহয় ।
উপপুরাণের মধ্যে গণনা করয় ॥
অষ্টাদশ উপপুরাণ পুরাণ সপ্তদশ ।
মহাপুরাণ ভাগবত মহাশুভবশ ॥
দশলক্ষাক্রান্ত মহিমার সীমা ।
গাইল তাহার গুণ করিয়া গরিমা ॥
বহু শাস্ত্রে ভাগবতের মহিমা কহয় ।
কত কহা যায় যাত্র কহি শ্লোকত্রয় ॥

গারুড়ে—

অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রার্থাং ভারতার্ধবিনির্গমঃ ।
গায়ত্রীভাব্যক্রপোহগৌ বৈদ্যার্থোপরিবৃংহিতঃ ॥
পুরাণানাং সামিক্রপঃ সাক্ষাদভগবতোদিতঃ ।
দ্বাদশস্কন্ধসূক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ ।
• গ্রন্থোহষ্টাদশ সহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ—অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে
সংনিবদ্ধ, শত বিভাগ বা প্রকরণসম্বিত দ্বাদশ স্কন্ধে
সম্পূর্ণ, স্বয়ং শ্রীভগবৎমুখনির্গত পুরাণের মধ্যে
সামতুল্য শ্রেষ্ঠ, বৈদ্যার্থের ব্যাখ্যা ও গায়ত্রীর ভাষা-
স্বরূপ মহাভারতের অর্থনির্গমক এবং ব্রহ্মসূত্রের বা
বৈদ্যার্থের ব্যাখ্যা ।

পাদে—

পাদৌ যদীয়ো প্রথমদ্বিতীয়ো,
তৃতীয়-তুর্থ্যৌ কথিতৌ যদূরু ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো,
ভূজাস্তরং দোয়ুগলং তথাক্রৌ ॥
কণ্ঠস্ত রাজস্বমো যদীয়ো,
মুখ্যুপবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্ ।

একাদশো যন্ত ললাটপট্টঃ,
শিরোহপি যদ্বাদশ এব ভাতি ॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং
তমালবর্ণং সূহিতাবতারম্
অপারসংসারসমুদ্র-সেতুং
ভক্তমহে ভাগবত-স্বরূপম্ ॥

• (শ্রীমদ্ভাগবতের) প্রথম ও দ্বিতীয়স্কন্ধ যীহার
পদদ্বয়, তৃতীয় ও চতুর্থস্কন্ধ যীহার উরু বলিয়া অভি-
হিত, পঞ্চম যীহার নাভি, ষষ্ঠ যীহার বক্ষ, তদনন্তর-
দ্বয় (সপ্তম ও অষ্টম) যীহার বাহুদ্বয়, নবম যীহার
কণ্ঠরূপে শোভমান, দশম যীহার প্রফুল্ল মুখকমল,
একাদশ যীহার ললাট প্রদেশ, দ্বাদশ যীহার শিরো-
রূপে প্রতিভাত, সেই আদিদেব, করুণানিধান,
তমালশ্রামল, মদলাবতার, অপারসংসারের সেতু,
ভাগবত স্বরূপকে আমরা ভজনা করি ।

শ্রীমদ্ভাগবত হয় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
তদীয় ভাবেতে ব্যক্ত অতি সে অমুপ ॥
অতএব পুরাণশাস্ত্র তদীয় সম্ভব ।
অপার গুণের মধ্যে গাই এক লব ॥
তার মধ্যে ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠতম ।
ত্রিভাগতে পরাংপর শাস্ত্র অমুপম ॥
গায়ত্রীব্রহ্মসূত্রার্থ বৈদ্যার্থ ভারত ।
সর্বময় সারাংসার শ্রীমদ্ভাগবত ॥
অন্যান্য পুরাণশাস্ত্রে অন্যান্য বাখান । •
শ্রীমদ্ভাগবতে যাত্র কৃষ্ণগুণগান ॥
অন্তান্ত প্রবণে মন অন্যপথে যার ।
ভাগবত প্রতমাঙ্গ কৃষ্ণে মন ধার ॥
অতএব জীবের যে একান্ত কর্তব্য ।
শ্রীমদ্ভাগবত-কথা অরম্ভ প্রোতব্য ॥
এক ভাগবত হয় ভক্তিরসপাত্র । •
আর ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র ॥
সাধুমুখে এই বাক্য শুনিবে প্রবণে ।
শরণ লইয়ু মুক্তি তাঁহার চরণে ।
ভাগবতপ্রবণের পদ্ধতি শুনিব ।
যতনে কবচ করি কর্ণেতে পরিল ॥
সজ্জাতিয়াশর সাধু সঙ্কেতে বসিব ।
শ্রীমদ্ভাগবত কথা আশ্রয় করিব ॥
তবে সে প্রবণে সুখ অধিক অন্যর ।
নতুবা প্রবণে রস তাদৃক না হয় ॥

ভক্তিরসামৃতসিকৌ—

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাখ্যাদো রসিকৈঃ সহ ।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সদঃ স্বতো বরে ॥

রসিকব্যক্তির সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আবাদ-
গ্রহণ এবং সজাতীয়াশয় (তুল্যবাসনাপরায়ণ) স্নিগ্ধ-
মূর্ত্তি আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সদঃ—ভক্তনের অঙ্গ ।

অবৈষ্ণব স্থানেতে শ্রবণ নহে ইষ্ট ।

হৃৎ-হেন বস্তু যেন সর্পেব উচ্ছিষ্ট ॥

পাদ্যে—

অবৈষ্ণবমুখোদগীর্ণং পাবনং ভগবদ্যশঃ ।

ন শ্রোতব্যং বৈষ্ণবানাং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

অবৈষ্ণবের মুখনির্গত পবিত্র ভগবদ্যহিমাকৌর্ত্তনও
বৈষ্ণবদিগের শ্রবণীয় নহে, তাহা সর্পোচ্ছিষ্ট হৃৎবৎ
পরিভ্যজ্য ।

ভাগবত হেন ধন পাইয়া করেছে ।

চিনিতেই নারিহু হৃৎবৎবিপাকেকে ॥

মস্তকে তৃণ করি ধরি অঞ্জলি মস্তকে ।

হে শ্রীমদ্ভাগবত কৃপা কর মোকে ॥

তোমার চরণে রতি-মতি দেহ মোর ।

কৃষ্ণদাস নিবেদয় একান্ত অন্তর ॥

— — —

অথ অষ্টাদশ স্মৃতি-গুণকথনম্ ।

অষ্টাদশ স্মৃতি প্রকাশিতা ঋষিগণ ।

মস্তকে ধরহু তাহা সত্যার চরণ ॥

কৃষ্ণভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্যা-অর্থ হয় ।

না বুঝিয়া কক্ষী-জানী অন্যথা কহয় ।

উপক্রম অভ্যাস উপসংহার আদি ছয় ।

লক্ষণে প্রাধান্যমাত্র ভক্তির আশ্রয় ॥

অতএব অষ্টাদশস্মৃতি নাম-গুন ।

যাতে সর্বপাপ করে ক্ষয় নহে পুন ॥

মহু আর অত্রি হন বৈষ্ণবী হারীত ।

যামী সাজবস্তু আর অজিরাবস্তুত ॥

শনৈশ্চর সামৃতক কাতারন দাসী ।

সাংখ্যিণ্য গৌতমী তথা বাশষ্ঠ সূতাবী ॥

সুরগুরু শাতাতপী পবানর ক্রতু ।

আশাপাশু মুক্তিদাতা ভক্তিব নিহেতু ॥

পার্বদগুণকথনম্

নামসঙ্কীৰ্ত্তনম্ ।

শ্রীরামের পারিষদ শ্রবণ যেই করে ।

অনপায়িনী ভক্তি পায় সে জন অদ্বৈত ॥

ভুবন বিজয়ী সর্বমঙ্গলের ধার ।

নিত্যসিদ্ধরূপী চিদানন্দ অভিরাম ॥

মন্ত্রিবর্গ আদি ষত অসংখ্য গণন ।

পবিত্র লাগিয়া কিছু কবি সঙ্কীৰ্ত্তন ॥

যাহার কৌর্ত্তনে সর্বপাপ বিস্ব হরে ।

অনার্যাসে রঘুমনি বৈসয়ে অন্তরে ॥

শ্রীশূণ্যব কেশবের দধিমুখ দ্বিবিদ ।

পয়োধ ঋক্ষপতি য়েহ প্রিয়বামপদ ॥

উদ্ধা সূতট আর দধিমুখ নল ।

গয় নীল সুরসেন কুকুদ মহাবল ॥

পনস গবাক্ষ শরভদ্র অতিবল ।

অঙ্গদ যুবরাজ-আদি গন্ধমাদন ॥

ইত্যাদি আঠারো পদ যুগ্মমন্ত্রী হয় ॥

আর কত শত তার কে সংখ্যা করয় ॥

সবা পাবরজবৃষ্টি শুভদৃষ্টি কবি ।

মো-পাপীর শিরে কর কৃপণ বিচারি ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা অক্রুরাদি-ভক্তগণ-চরিত্র ।

বর্ণনং অষ্টম-মালা ॥৮॥

নবম মালা ।

শ্রীমদ্ব্রজপরিকরগণ-নামগুণাদিবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।

জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জয় শ্রীশ্বরূপ শ্রীনিবাস শ্রীজগদানন্দ ।

জয় রায় রামানন্দ প্রেমানন্দ-কন্দ ॥

জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপলভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

ব্রজের যে বড় গোপ প্রধান পূজ্য ॥

ত্রিলোকে যাহার বড় সম নাট অঙ্গ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ অধিক কি কব ।

অগতের আরা পূজা মঙ্গলের শিব ॥

ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ ইষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সুচরিত ।
 সর্বোত্তমোত্তম শুভ পুত্র মনোনীত ॥
 কামনা করিয়া ঘোরতর তীব্র তপ ।
 ধ্যান সমাধি কৈলা নানাবিধ জপ ॥
 তাহাতে জন্মিলা সাত পুত্র শুভোদয় ।
 সুধম্ম মেদিনী যাতে আনন্দহৃদয় ॥
 সুশীল সুশাস্ত দাস্ত উদারচরিত ।
 সর্বগুণাকর সর্বলোকের পুজিত ॥
 নিরৌহ নিগুণ নিত্য চিদানন্দময় ।
 স্বাভাবিক অজ জন্ম লোকিকের প্রায় ॥
 তার মধ্যে শ্রীল নন্দরাজ মহাশয় ।
 যাহার মহিমা বেদে শত মুখে গায় ।
 তাঁহার মহিমা গুণ হেন কে সংগারে ।
 কোটী যে অংশের গব কহিবারে পারে ॥
 কি কহিব চমৎকার মুখে না জুরায় ।
 পূর্বব্রহ্ম সনাতন তাঁহার তনয় ॥
 লালন-পালন করে তাড়ন-ভৎসন ।
 গৃহস্থালি পাতিয়াছে ত্রিলোকরঞ্জন ॥
 যাহার সৌভাগ্য দেখি অজ-ভব-আদি ।
 আপনা নিন্দয় গায় গুণ নিরবধি ॥
 ত্রিঙ্গপতে গানচ্ছন্দে সর্বলোকে গায় ।
 হস্তর সংসার হৈতে যাহাতে এড়ায় ॥
 কৃষ্ণপ্রেমভক্তি সুধাসাগরে পড়িয়া ।
 ডুবি ডুবি থায় সদা উদর পুরিয়া ॥
 তাঁহার মহিমা মুক্তি কি কহিতে জানি ।
 বামন হইয়া চান্দ ধবিবারে গনি ॥
 ছারমুখ ছরাচার মূঢ় জ্ঞানহীন ।
 ভকতিবিহীন তাতে ইন্দ্রিয়-অধীন ॥
 হেন ব্যক্তি করে হেন বিচারেতে কাম ।
 লোকে উপহাস্ত যে কেবল-ধাষ্ট্র্যতাম ॥
 তথাপিহ দড়বড় করি ঘোড়ে-বাড়ে ।
 রচি যাতে যদি সে চরণ মনে পড়ে ॥
 তাঁহার চরণে মতি পবিত্র কারণ ।
 রচনা উত্তম নহে পৌরুষভাজন ॥
 পর্জন্যের সপ্তপুত্র তাঁ সত্তার নাম ।
 ক্রমে কহি অবল-মঙ্গল অভিরাম ॥
 ধরানন্দ ঋবানন্দ তৃতীয় উপনন্দ ।
 অভিনন্দ চতুর্থ পঞ্চম তথা নন্দ ॥
 ষষ্ঠ সুনন্দ আর সপ্তম শুভানন্দ ।
 আশপাশ গ্রামবাসী সহ পশুবন্দ ॥

ধরানন্দ বড়পুত্রে রাজ্য অভিষেক ।
 করিতে উত্তোধন কৈলা সস্তার অনেক ॥
 তেঁহ অসম্মত হৈলা সকলে মিলিয়া ।
 নন্দ যে পঞ্চম ভ্রাতার নৃপতি লাগিয়া ॥
 কহিলা পর্জন্য রাজে রাজা না হইব ।
 নন্দ মহারাজা হৈলে তাহে সুখী হব ॥
 অতএব ব্রজে রাজা নন্দরাজ হৈলা ।
 জগন্নাথ শ্রীশোদা মহিষী মহিলা ॥
 তাঁহার অশেষ গুণ অচূন মহিমা ।
 বেদ-বিধি শুক-আদি নাহি পায় সীমা ॥
 ভাগবতে শুকদেব করিলা কীর্তন ।
 কহিবারে নাহি জানি ক্ষান্ত তে কারণ ॥
 কিবা সে সৌভাগ্য কৃষ্ণজননীর পাণী ।
 লালনপালনকর্তা কৃষ্ণসুন্দরানী ॥

শ্রীভাগবতে -

নন্দঃ কিমকরোদ্ভঙ্গনু শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
 যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্তাঃ স্তনং হরিঃ ॥

হে ব্রহ্মনু ! মহারাজ নন্দ এবং মহাভাগা যশোদা
 কি এমন শ্রেয়ঃ মহাকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন যে,
 স্বয়ং জনার্দ্রিন (সেই যশোদার) স্তনপান করিলেন ?

তেঁহ মোর ঠাকুরাণী তাঁহার চরণ ।
 কবে মুক্তি ধোয়াই করিয়া যতন ॥
 কবে তেঁহ আজ্ঞা দিবা শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া ।
 রচিবারে মিষ্ট অন্ন অঙ্গুলি হেলাইয়া ॥

(দোহা—মূল হিন্দী)

বাল বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হৌ অর্থী
 উন পাদরজ ॥

গোপ নন্দ উপনন্দ ঋব ধরানন্দ মহরি যশোদা ।
 কীরতিদা বৃষভানু কৃষ্ণর সহচরি বিহরতি মন মোদা ॥
 মধুমঙ্গল সুবল সুবাহ ভোজ অর্জুন দামা ।
 মণ্ডলি গয়াল অনেক শ্যাম সঙ্গী বহনামা ॥
 ঘোষনিবাসনকী কৃপা সুর নর বাহিত আদি অজ ।
 বাল বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হৌ অর্থী

উন পাদরজ

ব্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অঙ্গ সঙ্গী ততপর
 রহে ॥

রক্তক পত্রক অবর পত্র সবহী মন ভাবে ।
 মধুকণ্ঠ মধুবর্ত রসাগ বিশাল সুবাবে ॥

শ্রেয়সকল্প মকরন্দ আনন্দ সদা চক্ৰহাস।
 পরম বকুল রসদান শারদা বুদ্ধি প্রকাশ।
 সেবা সঠৈ বিচারিতৈ চারু চতুর চিতকী লঠৈ।
 ত্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অমুগ তদা ততপর
 রঠৈ

অন্তার্থঃ ।

ব্রজের গোপ বাল বৃদ্ধ যত নর নারী।
 গণ্ড পক্ষী বৃক্ষ বনস্পতি আদি করি ॥
 নিত্যসুধময় অপ্রাকৃত চিদানন্দ।
 পরম উপাস্ত সভার চরণারবিন্দ ॥
 ব্রহ্মময় ধাম শ্রীল-বৃন্দাবন ভূমি।
 যোগী যতি তপীর অগম্য জানী কন্যা ॥
 তাঁহার মহিমা কহিবার শক্তি কার।
 অমুচব কর নিত্য ধ্যান কর যার ॥
 নিত্যনিবাসের স্থান কৃষ্ণ বলরাম।
 শ্রীনন্দাদি যশোদা রোহিণী অমুপাম ॥
 শ্রীযশোদা-জগন্মাতা মহিমা-আতীত।
 কিঞ্চিৎ কহিল পূর্বে না পূরিল আশ ॥
 পুনর্বার কিছু কহিবারে মনে করি।
 নিজে মূর্খ নাহি জানি আঁকু পাকু করি ॥
 শ্রীরোহিণী মাতা আর যশোদাসুন্দরী।
 দুই মাতা সম দুই গুণের গাগরি।
 স্নিগ্ধবনে পূজ্য মান্য বন্য সহপাস্ত।
 শাস্ত শিষ্ট স্নেহল স্নিগ্ধ প্রিয়ভাষ্য ॥
 সূর্য্যাদক সূর্য্যাদা সকলের আর্ধ্য।
 সত্যের সমান যথাযোগ্য শৌর্য্যবীৰ্য্য ॥
 অধিক কি কব রামকৃষ্ণের জননী।
 গায় শুনপান করে সুধাধিক মানি ॥
 পুতনা রাক্ষসী মাতৃবেশে শুন দিল।
 জিহাংসা করিয়াও মাতৃগতিকে পাইল ॥
 অতএব মহারতি মাতা শ্রীযশোদা।
 ভুবনপাবনী সর্ব-অর্থ-সিদ্ধিপ্রদা ॥
 তাঁহার মহিমা বেদ-বিধি-অগোচর।
 আত্মারাম শুকদেব প্রশংসে বিস্তর ॥
 নাতাজী শ্রীব্রজপুরেব কৃষ্ণপরিকর।
 সংক্ষেপে বর্ণিলা বহু না কৈলা বিস্তার ॥
 তাঁহার আশর আশ্রি পদের যে অর্থ।
 বর্ণিষ বিস্তারি কিছু স্নেহন সমর্থ ॥

গোপগোপী আদি গুণকমেতে গাইব।
 শ্রীচরণে প্রেমভক্তি মাগিয়া লইব ॥
 শ্রীকৃষ্ণের জেঠা জেঠী বুড়া খুড়ী আদি।
 মামা পিসা আদি আর পুণিন্দ অর্থাধি ॥
 নাম সঙ্কীর্তন করি নিজাভাষ্ট লাগি।
 দুর্মতিশোধন আর প্রেমানন্দভাগী ॥
 শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর বর্ণন মাধুরী।
 গণোদেশনোপিকা যে গ্রন্থ অমুসারি ॥
 বর্ণিব কিঞ্চিন্মাত্র তাহার অন্তরে।
 অগ্রপশ্চাৎ ক্রম কিছু না জানি বিচারে ॥
 অকরমিলন হেতু যথা আইসে মনে ॥
 অপরাধ কম বিপর্য্যয়ের বর্ণনে ॥

গাকড়োক্ত—

শ্রীনন্দ রাজার সখা রাজা বৃষভাহু।
 নন্দরাজমহিবী যশোদা শ্যামতনু ॥
 শক্রবর্ধন বাস ন স্থল ন কুশা।
 কিঞ্চিৎ দীঘল অতি সুন্দরী সুকেশা ॥
 অমৃত নাম দেবকী দেবকী যার সখী।
 ঐন্দবী নামেতে আর সখী সুষুমুখী ॥

আদিপুরাণোক্ত —

শ্রীকৃষ্ণের বৃহন্মাতা দেবী শ্রীরোহিণী।
 বলদেব হৈতে কৃষ্ণ স্নেহ কোটি গুণি ॥
 মতান্তরে নন্দ মহারাজ পাঁচ ভাই।
 তাহা ব্যতিরেকে যে খুড়াত হয় দুই ॥
 পূর্বকথিত নামে কিছু হয় ভেদ।
 সকলি সম্ভবে যাহা কহে সাধু বেদ।
 কহ কহে সন্ত ভাই কহ পঞ্চজন।
 কল্পভেদে কিংবা কিছু থাকিবে কারণ ॥
 শ্রীল উপনন্দ আর অভিনন্দ দুই।
 শ্রীকৃষ্ণের জেঠা ভাই স্নেহেতে এই ॥
 সন্নন্দ নন্দন দুই কাকা সমতুল।
 সদাই শ্রীকৃষ্ণস্নেহানন্দেতে বিহ্বল ॥
 উপনন্দ সিতাকর্ণবর্ণ হরিদবস্ত্র।
 তাঁহার ঘরনী তুড়ী কৃষ্ণে মন ন্যস্ত ॥
 ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ নারদ-বসন।
 অভিনন্দ কৃষ্ণপুত্র শঙ্খের বরণ ॥

ওস্ত ভাৰ্য্যা পাসরী * নাম পাটলবরণ ।
 নীলবস্ত্রধারী তেঁহ কৃষ্ণ প্রাণধন ॥
 সন্নন্দে স্নানস্থিতি নাম হয় ।
 চতুর্থ ভাই যে ক্রিহো স্নানস্থিতি আশয় ॥
 কৃষ্ণবর্ণ শ্রামবস্ত্র অঙ্গপকেশ ।
 কৃষ্ণেতে পুষ্পম স্নেহ না জানি বিশেষ ॥
 মাহিষ হৃৎকোষে শরীরের পুষ্টি হয় ।
 সে হেতুক কৃষ্ণ লাগি মাহিষ রাখয় ॥
 ভাৰ্য্যা যে স্বদনা † রক্তবস্ত্র পদ্মবর্ণ ।
 কৃষ্ণসুখবাক্যে যেই পাতি রাহে কর্ণ ॥
 নন্দন পঞ্চম ভ্রাতা একত্র বসতি ।
 বিশেষ কৃষ্ণেতে ভক্তরাগ মহামতি ॥
 শিখিকণ্ঠবর্ণ হয় গণের নিধান ।
 চণ্ডাত-পুষ্পে বর্ণ বস্ত্র পরিধান ॥
 অতুল্য তাঁহার ভাৰ্য্যা বিদ্যাতের কান্তি ।
 মেঘাস্বর পরিধান কৃষ্ণময় ভাস্তি ॥
 কণ্ডুর দণ্ডুর শ্রীনন্দে খুল্লপুল ।
 সুদামা কণ্ডুর-স্ত্রী গুণেতে পবিত্র ॥
 দণ্ডুরের স্ত্রীর নাম সুরমা স্নানরী ।
 রূপে গুণে সব দোহে প্রেমের গাগরি ॥
 বটুক চটুক আর দুই জাতি-ভাই ।
 দধিসারা হরিসারা স্ত্রী দোহার দুই ।
 নন্দে ভগিনী দুই সানন্দা নন্দিনী ।
 শ্রীকৃষ্ণের পিসী স্নেহে সমান জননী ॥
 কৃষ্ণবর্ণ বসন কিঞ্চিৎ উচ্চদস্ত ॥
 শ্রামল চিকণ বর্ণ মতি শিষ্ট শাস্ত ॥
 সানন্দার স্বামী মনোমোহন হয় নাম ।
 নন্দিনীর স্বামী সুনীল গুণধাম ॥
 নন্দরাজের ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের পিসা ।
 স্নেহময়ী প্রেমায়ুতে সদাই বিলাসা ॥
 শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ মহোৎসাহমুগ্ধ ।
 সুমুখ তাঁহার নাম স্নেহে অতিরিক্ত ॥
 শ্রামবর্ণলবঙ্গাঙ্গ জম্বুবর্ণ কান্তি ।
 মাতামহী ওস্ত পত্নী পাটলা স্মৃতি ॥
 মাহিষ দধির বর্ণ হরিত বসন ।
 শিরে কেশ পাটলপুষ্পের যে বরণ ॥
 তাঁর সহচরী হন সুধরা বড়াই ।
 যশোদা মাতার ধাত্রী স্নেহে অধিকাই ॥

* "সীবরী"—পাঠান্তর ।

† "কুবলা"—পাঠান্তর ।

সুমুখের ছোট ভাই চাক-মুখ নাম ।
 অঙ্গন-বরণ তাঁর রূপ অঙ্গুগাম ॥
 ওস্ত ভাৰ্য্যা বলাকা কুলটি পুষ্পবর্ণ ।
 পাটলার ভ্রাতা গোল বানর-আনন ॥
 বানর-আকৃতি-মুখ হোরিয়া সুমুখ ।
 শ্রামাভাবে হাসিলা তাহাতে পাইলা দুখ ॥
 দুর্কুমা মুনির বহু আরাধনা কৈলা ।
 বর মাগি তেঁহ মহাকুলীন হইলা ॥
 তাঁহার ভাৰ্য্যাব নাম জটিল কৰ্কশা ।
 অভিমত্নার মাতা তেঁহ শ্রীমতীর স্বপা ॥
 কাকের বরণ তাঁর বৃহৎ উদর ।
 কলহেতে প্রিয় সদা সন্তোষ মুখর ॥
 কৃষ্ণের মাতামহী-ভ্রাতা তাহার নন্দন ।
 অভিমত্না মাতুল সম্পর্কে তে কারণ ॥
 যত্নপিহ বিপক্ষ জটিল-আদি যেহ ।
 আনন্দমুরতি কৃষ্ণে তথাপিহ স্নেহ ॥
 যশোদার যশোদেব স্নেহেবা দি আর ।
 কৃষ্ণের মাতুল সহোদর যশোদার ॥
 অতসীপুষ্পের বর্ণ পাণ্ডুর বসন ।
 তাঁহাদিগের ভাৰ্য্যাগণ কৃষ্ণ-অঙ্গ-প্রাণ ॥
 বেমা রেমা সুরেমা যে ক্রমেতে তিনেব ।
 বরণীর নাম স্নেহে সমান মায়ের ।
 মামা-মামী-স্থানে কৃষ্ণ সোহাগভাবেতে ।
 বস্ত্র ধরি আকুট করয়ে কতমতে ॥
 কৰ্কটী-পুষ্পের বর্ণ ধূম্রবর্ণ পট ।
 কৃষ্ণপ্রেমে উনমত নাচে হৃদি-নট ॥
 মাতার ভগিনী দুই শ্রীকৃষ্ণের মাসী ।
 যশোদেবী যশস্বিনী রূপগুণবাশি ॥
 দধিসারা হরিসারা বিগীষ দু নাম ।
 দুই দুই নাম দোহা রূপ অঙ্গুগাম ॥
 স্বাভাবিক মাতা হৈতে মানীর বড় স্নেহ ।
 তাহে কৃষ্ণ স্নেহপাত্র মাসী যাতে ক্রোহ ॥
 জ্যেষ্ঠা যশোদেবী শ্রামবরণ যাহার ।
 কনিষ্ঠা যে যশস্বিনী গৌরাক তাঁহার ॥
 হিঙ্গুল-বরণ বস্ত্র হয় দোহাকার ।
 চাটু বাটু নামে দুই স্বামী দুজনাব ॥
 মাসুরা কৃষ্ণের জাতি-ভাই উপনন্দে ।
 মিঠাম পাঠান বহু লাগি বালকের ॥
 জ্যেষ্ঠা যশোদেবী মাসী তাঁর এক পুত্র ।
 সুরূপ সুরাক নাম স্নানস্থিতি চরিত্র ॥

গোল যে আভীর অভিমুখ্য জনক ।
 তাঁহার ভ্রাতার কল্যাণ সূচক খোটক ॥
 তুল্যবতী নাম তাঁর প্রেমে অধিকাই ।
 রূপে গুণে শীলে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের ভোজ্যাই ॥
 অথ পিতামহতুলাগণ শ্রীকৃষ্ণের ।
 কৃষ্ণসুখে সুখী চেষ্টা নাহিক দেহের ॥
 তাহা সত্য নাম গুণ কৌন্তন করিয়া ।
 প্রেমধন মাগি হৃদি টিকরা পাতিয়া ॥
 তুণ্ড আর কুঠের পশুবেদনা কলাত ।
 কুণীট পুরটা নাট তুল্য পিতৃতাত ॥
 অনেক আছরে আর কে কাহিতে পারে ।
 মাতামহগণমধ্যে কিছু কাহ আরে ॥
 বীরারোহ বরারোহ কনোটে কারুণ্ড ।
 তরীষণ বরীষণ আদি আর গোণ্ড ॥
 বৃদ্ধা পিতামহীতুল্যা ভাকুণী ভাঙ্গিলা ।
 ভেরী সুধাস্তরা ভদ্রা ভার শাখা লীলা ॥
 শিবা-আদি বৃদ্ধা আর অনেক আছর ।
 মাতামহীতুল্যামধ্যে কহি যেবা হয় ॥
 ভাকুণ্ডা জটীলা ভেলা করাল বর্ষরা ।
 ঘুঘুরী ঢকলী বটা ডুণ্ডী ঘোণী ঘেরা ॥
 করবালী সুঘণ্টিকা টোণ্ডিকা ডিণ্ডিমা ।
 ডামনী ডামরী ডক পুণ্ডাদি অনীমা ॥
 জনকের সম হয় অনেক ব্রজেতে ।
 শ্রীনন্দরাজের সখা-ভ্রাতাদিক-মতে ॥
 মঙ্গল পিঙ্গল পিঙ্গ মাঠর পট্টিশ ।
 শঙ্কর সঙ্গর পীঠ ভৃঙ্গ হরিকেশ ॥
 ঘুনি ঘাণ্টিক সারঘা দণ্ডিকেন্দার পটীর ।
 ধুরিণ ধূর্ষ চক্রাঙ্গা সৌরভের হর ॥
 কলাকুর উৎপলাদি মঙ্গর কন্দলা ।
 সুপক্ষ সৌধ হারীতা কৃষ্ণস্নেহে ভোলা ॥
 উপনন্দ-আদি পিতৃতুল্য আর হয়
 অনন্ত কহিতে নারে অন্তের কি দায় ।
 পর্জন্য সুধন দৌহে বাগ্ধবদ্বন্দ্ব ।
 কৈশোরে আর ত দুই স্নেহাদির পাত্র ॥
 নন্দ-আদি নামে মিত্র অনেক আছর ।
 কতক তাহার কিছু না হয় নির্ঘর ॥
 মাতাতুল্যামধ্যে কৃষ্ণের করিব কৌন্তন ।
 প্রেম-অর্থ বিনে যার সংসারযাতন ॥
 তরঙ্গাকী তরুণিকা স্নতদ্রা মালিকা ।
 অম্বদা বৎসলা ভালী মেঘুরা সালিকা ॥

কুশলা মঙ্গলা কুপা শঙ্কিনী বিধিনা
 মৃদা প্রভা নীতি ধরা স্নতদ্রা
 হিন্দুলা কপিতা পুণ্ডী ধমনী পটিকা
 পক্ষতি রজনী স্নতুণ্ডী তুষ্টি বর্জিকা
 সন্ধকী বন্ধকী * বেলা আদি মাতৃসম্মা ।
 স্তনদাত্রী ধাত্রীমাতা দুই অমুপমা ॥
 অম্বিকা কিলিষা নাম কৃষ্ণস্নেহবতী ।
 যশোদা মাতার স্থানে সদা অমুগতি ॥
 কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ লোণ কৃষ্ণ সরবস ॥
 তিল অধ কৃষ্ণ বিনে কৃষ্ণ হয় খাস ॥
 দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী ।
 অম্বিকা হয়েন মুখ্যা সদা হাস্যমুখী ॥
 অথ মহীসুবা দ্বিধা গোকুলে বসতি ।
 পুরোহিত কেহ কেহ আশিষক-বীতি ॥
 বষট্কার স্বধাকার প্রধাবাদি দ্বিধা ।
 আশীর্বাদক মান্য সবে করে তাঁর পূজা ॥
 সামধেনী মহাকব্য বেদিকাদি সতা ।
 ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণক্রমেতে গণতি ।
 পুরোহিত বেদগর্ভ মতায়শা আব ॥
 ভাণ্ডারি আদিক পুরোহিত কুলাচার ॥
 ক্রমে তাঁহাদিগের পত্নী শ্রীগৌতম শাক্য
 কৃষ্ণকোড়া-অমুকুল বিশেষতঃ গার্গী ॥
 পুরোহিত বহু অন্য ব্রাহ্মণী অনেক ।
 ব্রজেশ্বরী-অমুগতা পূজ্যা পরতেক ॥
 কুজিকা বামনী স্বাহা শান্তিলী স্নতদ্রা ।
 ভার্গবী ইত্যাদি স্বধা স্নপূজ্যা দুর্গভা ॥
 পৌর্ণমাসী ভগবতী সান্দীপনিস্নতা ।
 তেজিয়া অবন্তিপূরী ব্রজে অমুগতা ॥
 শ্রীমদ্রাজের শিষ্য মহাতপস্বিনী ।
 কৃষ্ণলীলাকুতূহলী সর্কবিধায়িনী ॥
 যোগমায়া-অংশ হন চিৎশক্তিময়ী ।
 মারা আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণলীলার বিধায়ী ॥
 ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী-আদি ব্রজপুরে ।
 সকলের মাতৃ পূজ্য সর্কত্র বিহরে ॥
 নিবিড় বনেতে বাস পত্রের কুটীরে ।
 রাধাকৃষ্ণ মিলন উপায় ধ্যান করে ॥

গোপীযুথ-আদি-ভেদ

অথ যুথ গোপীগণে দুই মত হয় ।
 বয়স্তা দাসিকা অন্তঃপাতি দূতীচর ॥
 ইহাতে ত্রিকূল এই যুথের অন্তরে ।
 কুলমধ্যে ঈশ্বর বে বর্গ তথা পরে ॥
 বর্গ হইতে গণ গণে হয় সমবায় ।
 সমবায় হৈতে তথা হয়েন সঞ্চয় ॥
 সঞ্চয় হইতে হয় সমাজ আধান ।
 সমাজ হইতে সমন্বয় প্রয়োজন ॥
 নর-ভেদ-ক্রমে লঘু ইহাতে বিশেষ ।
 প্রেমভারতমময়ে উচ্চ মধ্য শেষ ॥
 তাদি অনেক ভেদ কত কথা যায় ।
 তাৎপর্য নাহিক মাত্র পুস্তক বাচয় ॥
 যতেক কহিল ব্রজপরিকর ধনু ।
 ত্রিলোক-উপাস্ত দেবতাব পূজা যাক ॥
 বিশেষ গোপীর কিছু মহিমা বিবল ।
 চতুর্দশ ভুবনে উপমা নাহি স্থল ॥
 বৈকুণ্ঠেও বীর যশ গায় লক্ষ্মীগণ ।
 আশ্চর্য্য কথনে বিবময়ে শ্রুতিগণ ॥
 অতএব কহি কিছু গোপিক-চরিত ।
 কৃষ্ণ-সুখানন্দ হয় রসময়গীত ॥
 বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আব দারকামহিষী ।
 অষ্টোত্তর শত বোল হাজার রূপসী ॥
 তিলেক কৃষ্ণের মন হরিতে না পারে ।
 গোপী ভূকভক্তি মাত্র বিদ্যে কামশরে ॥
 সমর্পা সুস্বিদ্ধা রতি আত্মসুখবর্জ্যা ।
 অদ্বিতীয় ত্রিভুবনে সকলের আর্ধ্যা ॥
 শুদ্ধপ্রেমানন্দভাব মাধুর্য্যের পূর ॥
 কামগন্ধ নাহি মাত্র আশ্বাদে মধুর ॥
 প্রেম্যানন্দে ভগমগ সুধার সাগরে ।
 ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে তৃপ্তি না সঞ্চারে ॥
 কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তন-মন ।
 কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরশ-রতন ॥
 কূল শীল ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকলজ্জা ভয় ।
 দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি কি আচর ॥
 মদিরামদাক্র বেন কটির বসন ।
 আছে কি না আছে তাহে নাহি আলোচন ॥
 তবে যে গৃহের কর্ম্ম রন্ধন-ভোজন ।
 দেহের অভ্যাসে করে নাহি তাহে যন ॥

শরীরের যা ন যে ভূষণ বেশ-ভাষ ।
 যতন করিয়া করে তাহাতে উল্লাস ॥
 কৃষ্ণ যাতে রত কৃষ্ণসুখের বিলাস ।
 অতএব দেহের সৌন্দর্য্যে অভিলাষ ॥
 কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী কামগন্ধহীন ।
 লক্ষপ্রেমভাবময় কহয়ে প্রবীণ ॥
 গোপীর মহিমা কিবা আশ্চর্য্য কথন ।
 ন ভুল ন ভবিষ্যৎ নহে বর্তমান ॥
 কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভগবদগীতাশাস্ত্রেতে ।
 যে যৈছে ভজে ভক্তি ভাবযোগ্য-বীতে ॥
 সত্য সদ্ধয় সেই গোপিকার স্থানে ॥
 বিফল হইল কৃষ্ণ বন্ধ হৈলা স্বাণ ॥
 ইহাব প্রাণ ভাগবত-পঞ্চাঙ্গায় ।
 জগতে প্রসিদ্ধ হয় সর্ব্বলোকে গায় ॥
 বিচার করহ আত্মাণ্যম আদি ভক্ষ ।
 বহু কিন্তু কোথা কৃষ্ণ তেন অমুবক্ষ ॥
 রূপ গুণ-শীল-প্রম সৌভাগ্য বিদগ্ধ ।
 সদ্ভক্তা সুমিষ্টভাষী লক্ষ্মমতি স্মিত ॥
 শ্রীলক্ষ্মীর রূপের কণাব কেটি অংশ ।
 ত্রিভুবনবাপী তাব একাংশ রূপাংশ ॥
 হেন লক্ষ্মীদেবী ব্রজগোপীকাব আগে ।
 রূপেতে অধিক থাক সমান না লাগে ॥
 গুণ শীল-সৌভাগ্যাদি তেমতি জানিবে ।
 প্রেমবিদগ্ধতা-অংশে শল্যাংশ না হবে ॥
 শুদ্ধ সে সমর্পা বতি মাধুর্য্য বিবল ।
 বিদগ্ধার শিরোমণি গোপিকা প্রবল ॥
 লক্ষ্মীঠাকুরাণী সমঞ্জসা-ভাব-রতি ।
 ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে নিজে হয় দাসীমতি ॥
 মমতা নহিলে নহে রসের পুষ্টতা ।
 অতএব গোপীসম নহে বিদগ্ধতা ॥
 কৃষ্ণসনে রাসকেলি করিবারে ব্রজে ।
 আশি তাহা না পাইয়া তপ করে নাজে ।
 ব্রজের রমণী বিনে বৃন্দাবনশলী ।
 কাটাবেও না স্পর্শে যদি হয় রূপরাশি ।
 ব্রজকুমুদিনীগণ কৃষ্ণশলী বিনা ।
 নারায়ণ-আদি সূর্য্য না করে গণনা ॥
 গোপী কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপী বিনে নাহি জানে ।
 অতএব প্রেমরূপে নাহিক সমানে ॥
 যার সম অধিক বৈকুণ্ঠ না সম্ভবে ।
 ইহাতেই গোপিকার মহিমা জানিবে ॥

ত্রৈলোক্যের মধ্যে উদ্ধব মহাশয় ।
 ভক্তগণ গণনাতে এক শ্রেষ্ঠ হয় ॥
 লোক বেদ সর্বশাস্ত্রে দৃঢ়তর গায় ।
 গোপীভাব দেখি তেঁহ চমৎকার হয় ॥
 অষ্টাঙ্গ করিয়া সাধু ভূমেতে লোটায় ।
 পাদরজ আশা করি আপনা নিন্দয় ॥
 ব্রজে গুণগতাক্ষয় প্রার্থনা করয় ।
 গোপী-পদরজ অঙ্গে যত্নপি লাগয় ॥
 গোপিকার অমুখা বিহু ঐশ্বর্য জানে ।
 কদাচ না মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
 সাধারণ বৈষ্ণবচরণে রতি বিনে ।
 কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে ॥
 বিশেষে গোপিকা সাধা সাধন সিদ্ধি ।
 অতএব ভজনীর বস্তু একান্তি ॥
 কৃষ্ণ না ভজিয়ে ভজে গোপীর চরণ ।
 রাধাকৃষ্ণ পায় ব্রজে পায় প্রেমধন ॥
 গোপী ছাড়ি কৃষ্ণভজনের নহে মূল ।
 ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি দুর্লভ প্রবল ॥
 সঙ্গুচরণাশ্রিত সংসঙ্গতি বিনে ।
 শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের মর্ম নাহি জানে ॥
 বেঠ বুঝি গোপীভক্ত ভজনের তত্ত্ব ।
 রাধাকৃষ্ণ-প্রতিবন্ধ ব্রজের মহত্ব ॥
 কুতর্কিক শুদ্ধজানী কর্মীর অপম্য ।
 উলুক না জানে যেন রবিকট-মর্ম ॥
 ত্রৈলোক্যের ভূষণ শ্রীকৃষ্ণাবনধায় ।
 তাহার ভূষণ রাধাকৃষ্ণ অমুপাম ॥
 তাঁর লীলারসভূষা গোপিকাসুন্দরী ।
 সুধীরললিত কৃষ্ণে কহে যাতে করি ॥
 তার মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্বশিরোমণি ।
 মহাতাবস্বরূপা হলদিমৌ শক্তি গণি ।
 কারুণ্যরূপ তাঁর সর্বগোপীগণ ।
 বহুরূপ বিনে, নহে লীলার পোষণ ॥
 অত্যন্তবল্লভ রাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেরসী ।
 তিল আধ না দেখিলে ম্লান মুখশরী ॥
 এক আত্মা দেহ দুই রূপমাত্র ভেদ ।
 দোঁহা না দেখিয়া দোঁহার প্রাণ করে খেদ ॥
 প্রেমপরাকাষ্ঠা বার পরে আব নাই ।
 ছলনার বাণীতে লইয়া মরে যাউ ॥
 কিশোরী কিশোরী দুই সুন্দর-সুন্দরী ।
 প্রাণ চির তথা রাখি তারে অনাদরি ॥

হৃদয়কমল তার মুহু সার ভাগ ।
 বিছাইয়া দিই চালাইতে রাধাপাদ ॥
 লুকাইয়া যদি পাই হিয়া-মাঝে রাধি ।
 বিরলে চরণ দুটী কণে কণে দেখি ॥
 বৃন্দাবনশরী কৃষ্ণ রাই কুমুদিনী ।
 গোপীগণ চকোবী ভ্রমরী লুভধনী ॥
 লীলারসামৃতপুষ্টি নহে গোপী বিনে ।
 গোপী ধন্য পূজা মান্য বেদেতে বাঞ্ছনে ॥
 অতএব পঞ্চ পুরুষাধিপরাংপর ।
 যদি চাহ গোপীপদ ভক্ত বারবার ॥

গোপী কল্পতরুর, গাঢ়চার্য-সিদ্ধকর ॥
 তার তল কবহ আশ্রয় ।
 ভবগত-মাতপ্রাপ্তি, পাপ আশা তৃষ্ণা ভ্রান্তি,
 দূরে যাবে জুড়াবে হৃদয় ॥
 হৃৎপা যাবে সুখ পাবে, প্রেমকল আশ্বাদিবে,
 অমৃতনির্মিত-রসরাশি ।
 পাইয়া সে রসার্ণবে, পরম আনন্দ পাবে,
 গলার ধসিবে মায়াফাঁসি ॥
 যুগলচরণে প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
 যদি তাহা আশা কর মনে ।
 হৃদিদরিদ্রতা যাবে, পরম ধনাঢ্য হবে,
 ধর তবে গোপীর চরণে ॥
 প্রেম স্পর্শমণি রত্ন, প্রাপ্তাপায় কর যত্ন,
 গোপীহৃদিকোষ পরিপূর্ণ ।
 তাহার শরণ লহ, কায় বাক্য মন সহ,
 তেজি ধর্ম মান কুল বর্ণ ॥
 পাবে সে দুর্লভ ধনে, তাহা নাহি দ্বিভুবনে,
 তপ জপ জ্ঞান যোগে মিলে ।
 সামান্য রতন আশ, স্বর্গাদি বাসনা-ফাঁস,
 মুক্তি-আশা গ্রাহক প্রবলে ॥
 তাহে হও সাবধান, দূরে তেজ কর্মজ্ঞান,
 যেহ অর্থপ্রাপ্তের বাধক ।
 তৎপরবে নিরমল, মতি কর অচঞ্চল,
 রজো দিয়া সে প্রেম যাবক ॥
 অতএব গোপী ভক্ত, তাঁহার চরণে মজ,
 এই ব্রত মাত্র কর সার ।
 অশঙ্ক দুর্লভমতি, কৃষ্ণদাস তাহা প্রতি,
 জড়প্রায় বিষের কিঙ্কর ॥

রূপ-গুণ নাম ।

অতঃপর কিছু গুণ-রূপ-আদি নাম ।
কীর্তন করিব চমৎকার অভিরাম ॥
পরমপ্রেমসখী হন সকলের প্রেষ্ঠ ।
তাব মধ্যে দুই ভেদ বর আর বরিষ্ঠ ॥
বরিষ্ঠ সত্যার মাঙ্গ উত্তমোত্তমে গণ্য ।
তাঁহা সত্যার তুলনাতে নাহি কেহ অঙ্গ ॥
রূপে গুণে প্রেমে শীলে বিদগ্ধাদি মতে ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় কুশল সেবাতে ॥
অতি অন্তরঙ্গ সদা নিকটে থাকেন ।
গুণ যে রহস্যকথা কহেন শুনেন ॥
অপার-গুণরূপাদি মাধুবীভষিতা ।
অনন্ত-সমান-উর্দ্ধ সর্বমধ্যে খ্যাতা ॥

(অথ বরিষ্ঠ)

ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা ।
তুঙ্গবিজা ইন্দুলেখা রত্নদেবী স্নেহদেবিকা ॥

তত্র শ্রীললিতা ।

তত্র শ্রীললিতা আত্মা অষ্টমধ্যে প্রেষ্ঠা ॥
শ্রীমদ্রাধা হৈতে সতেব দিনের জ্যোষ্ঠা ।
অমুবাধা অঙ্গ নাম বামা প্রথবা ।
গোরোচন। নিন্দিত কান্তি শিখিপিত্তাস্বরী ॥
সর্বকর্মে নিপুণতা সর্বার্থসাধিকা ।
সকলের মাঙ্গা ধন্য প্রাধান্তে অধিকা ॥
অষ্টমধ্যে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ।
নিগূঢ় স্নেহ বাক্য পাত্র প্রেমিকের ॥
দবশনমাত্র দোহার আনন্দজনক ।
দোহে বশীভূত হন দৃঢ়বাসাধিক ॥
বিশোক নামেতে পিতা মাতা বিশারণী ।
গোবর্দ্ধনমল্লসখা তৈরব বে স্বামী ॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী মুখে তাহুল অর্পিরা ।
আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হিয়া ॥

তত্র শ্রীবিশাখা ।

দ্বিতীয়া বিশাখা ললিতার সম গুণে ।
প্রিয়সখী সম বর অঙ্গ এক রূপে ॥
তারাবলীবদ্র অঙ্গে বরণী বিজ্যতা ।
পাবানর কন্যা মুখরার ভগ্নীপুত্রী ॥
জটিলার ভগ্নীপুত্রী দক্ষিণ মাতরি ।
পতি-অভিমানী নাম বাহিক আত্মরি ॥

প্রোমনর্ঘসখী প্রেমা শ্রুতকুশলা ।
নর্ঘ উক্তি-স্বাক্ষরী স্নেহী প্রবলা ॥
দৌত্যকর্মে পণ্ডিত সন্ধিতে বুদ্ধিমান ।
চতুর্দেব-জাতা ভেদ দণ্ড সাম দ'ন ॥
পত্রাবলি-রচন'র বাস্তব নৃত্য-গীত ।
সর্বতোমুদ্রমুখ্যে চিত্র যে কারি'ত্ব ॥
বেশী বেশ-রচনার সূচিকর্ম আদি ॥
স্বর্ষাপূজাসামগ্রীর আবিষ্কারে স্মৃতি ॥
শ্রীরাধিকার মনোবৃত্তি কথনে আনন্দ ।
গলাগলি দোহে কৃষ্ণকথার প্রবন্ধ ॥
রত্ন ম'ধবী আর মালত্যাঙ্গি সখী ।
সহ অধিকারী বৃন্দাবনে'ত নিরখি ॥

তত্র শ্রীচম্পকলতা ।

তৃতীয়া চম্পকলতা চম্পকববণ ।
চ'ম্পকবর্ণ পরিধয় যে বসন ॥
এক দিবসেব ছোট প্রিয়সখী সহ ॥
মাতরি বাটিকা পিতা আরাম দোদোহ ।
চণ্ডাক নামে স্বামী গুণে বিশাখার সম ।
সর্বকর্মে বিজ্ঞ দৌত্য কর্মে অমুপম ॥
রাধাকৃষ্ণ ঘটনার যুক্তিবিশারদা ।
প্রতিপক্ষে প্রতারণা-আকর্ষণে মূঢ়া ॥
হল-আদি গুণ দৃষ্টিমাত্র অঙ্গভবে ।
মিষ্টান্নপাকাদি শিল্প নানাগুণপ্রবে ॥
নানান মৃত্তিকাপাত্র অদ্বুত রচনে ।
দাসীসহ কতেক বা ক্রকার বনানে ॥
জন্মলতা গুল্ম আদি রোপণেতে পটু ।
ষড়ঙ্গ পবণে মিষ্টাদি তিস্ত কটু ॥
কৃষ্ণ লাগি নানাপিষ্টবৈদ্য চাতুর্ঘ্য ।
সদা অই চিন্তা মাত্র আন চেষ্টা বর্জ্য ॥

তত্র শ্রীচিত্রা ।

চিত্রা চতুর্থী গৌরী কাশ্মীরবরণী ।
কাচাস্বরী কনিষ্ঠা ষড়্ বিংশতি বরনী ॥
স্বর্ষামিত্র-বৃষভাসু পিতৃবানন্দন ।
চতুরাখ্য পিতা চর্চিকাখ্য মাতাখান ॥
পিঠর নামেতে পতি গোষ্ঠপরাধন ।
কৃষ্ণমুখে সখী যোগমায়ার কারণ ॥
চিত্রিত চাতুর্ঘ্য সর্বস্থান প্রবেশিনী ।
বশবস্ত প্রিয়বদা স্নেহভাষিণী ॥

অধিল কর্মেতে পট্ট ইন্দিতে বুঝেন ।
নানাদেশ ভাষা সর্ব বুঝেন কহেন ॥
দৃষ্টিমাত্র সভার আশয় অমুভবে ।
মধু ক্ষীর-আদি-কর্মে প্রশংসয়ে সবে ॥
কাঁচায় পাঁচাদি নির্মাণে বিচক্ষণ ।
মস্ততন্ত্র জ্যোতিষ-শাস্ত্রেতে বিলক্ষণ ॥
পশুবৈদ্য-বিজ্ঞা বৃক্ষ উপচার শাস্ত্রে ।
পয়বস্ত্র রত্ননাডি করণ সমস্তে ॥
অতি দক্ষ সখা কৃষ্ণচন্দ্রের সুখ দিতে ।
বনশ্রুতি আদি-অধিকারী সখীসাথে ॥

তত্র শ্রীভুক্তবিজ্ঞা ।

ভুক্তবিজ্ঞা পঞ্চমী সুপাণ্ডিত্যে নিপুণা ।
অষ্টাদশ বিজ্ঞা রসশাস্ত্রে বিলক্ষণা ॥
নাটক-নাটিকা আর গন্ধর্ববিদ্যায়ে ।
আচার্য্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্যবিষয়ে ॥
বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণার বাদনে ।
দৌত্যাকর্মে সুপণ্ডিতা সন্ধিকর্ম স্থানে ॥
সখীসঙ্গে গানে আর যুদ্ধাদি-বাঞ্চে ।
নানাবস-রত্নভঙ্গী নৃত্য-কলাপঞ্চে ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী সুখ দিতে সুপণ্ডিত ।
বৃন্দাবনে অধিকারী সখীর সহিত ॥

তত্র শ্রীইন্দ্রলেখা ।

ইন্দ্রলেখা ষষ্ঠী হরিতালের বরণা ।
দাড়িমপুষ্পস্বর তিন দিনের নানা ॥
বেলা মাতা-পিতা সাগর-সনামা ।
সোয়ামী 'ছরল' স্বভাব প্রথরতা বামা ॥
প্রিয়সখী-অর্থে বশীকরণ মস্ততন্ত্রে ।
সামুদ্রিক আদি বিশারদা নানা যন্ত্রে ॥
কৃষ্ণ আকর্ষণী কায় কত ছন্দ-বন্দ ।
চিটাকোঁটা-আদি জানে কতেক প্রবন্ধ ॥
হাবাদি গ্রন্থনে আর দশন বন্ধনে ।
অতিপট্ট আব সর্ব বস্ত্রপবীকরণে ॥
পটখোপ-ডোর-ছম্পা-পুষ্পাদি নির্মাণে ।
সুবেশকরণে কেশ-বেণীব বচনে ॥
সৌভাগ্য তিলকযন্ত্র কপালে লিপনে ।
দূতাকর্মে নিপুণা অভিসারাদি মিনে ॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী অর্থে গুণের অর্পণ ।
সমর্পণ দেহ গেহ আদি প্রাণধন ॥

বহুশ্র-নিগঢ় কথা কহেনব যোগ্য ।
সর্বগুণময়ী যুগলের স্রমনোজ ॥
পার্লিকী প্রভৃতি সখী সঙ্গে কর্মাক্ষ ।
দৌহার সুখেব সুখী বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ

তত্র শ্রীরঙ্গদেবী ।

রঙ্গদেবী সপ্তমী পদ্মকিঙ্করবরণী ।
সম্র বাজিব কনিষ্ঠা বস্ত্রবরণবসনী ॥
চম্পকলতিকাসম গুণেব গাগরি ।
পিতা রঙ্গসার নাম কলণা মাতরি ॥
ললিতার পতি যৈচ ভৈবব কনিষ্ঠ ।
বক্রেক্ষণ নাল পতি জা ললিতা জোষ্ঠ ॥
সদাই উত্তুঙ্গহাস্তরঙ্গে তরঙ্গিনী ।
বঙ্গদেবী যথা-নাম যুগ্মমানু জানি ॥
কৃষ্ণ-প্রিয়সখী-অগ্রে নর্ম্ম-কুতুহলী ।
কত রত্নভঙ্গি গান নৃত্য সহ আলি ॥
আপনি যেমন রঙ্গী সঙ্গিনী তেমতি ।
পরমানন্দিত হেবি যুগলের মতি ॥
নর্ম্ম-পবিহাস্ত্রে সদা পরম উৎসুকা ।
কৃষ্ণ হর্ষে প্রশংসেন শ্রীমতী কোতুকা ॥
আনন্দ পাইয়া উঠি আলিঙ্গন করে ।
কৃষ্ণ-আলিঙ্গিতে কত সুরঙ্গ বিধাবে ॥
ষড়গুণেব চতুর্গুণে যুক্তিতে নিপুণ ।
কৃষ্ণ-আকর্ষণ তন্ত্রমন্ত্রে বিচক্ষণ ॥
বিচিত্র অষ্টাঙ্গ বাগে পশু-পক্ষী বশ ।
অঙ্গের মোবভ বাতে শ্রীকৃষ্ণ বিবশ ॥
সৌগন্ধ শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পাদি-অধ্যক্ষ ।
সখীসঙ্গে আনন্দে কিরয়ে দৌহাপক্ষ ॥

তত্র শ্রীসুদেবিকা ।

সুদেবিকা অষ্টমী বঙ্গদেবীর বহিন ।
দুই ভগ্নী যমক কপে গুণেতে প্রবীণ ॥
একই আকার গুণ চিনা নাহি যায় ।
দৌহার দর্শনে চিত্তে দ্রাস্তি অনয়ায় ॥
বহিনীব পতি বক্রেক্ষণেব কনিষ্ঠ ।
স্বামী একগৃহে বাস সহিত জা জোষ্ঠ ॥
কেশ সংস্কার তথা অঙ্গন প্রদান ।
শ্রীঅঙ্গমার্জন আর অঙ্গসংবাচন ॥
ঠাহাতে নিপুণ সদা পার্শ্বতে থাকিয়া ।
প্রণয় আহ্লাদে সেবে আগ্রহ কবিয়া ॥

শারিকায় নানাবাক্য-রহস্য-পড়ানে ।
সৰ্বপঞ্চপক্ষ্যাদির বচন বুঝনে ॥
নানা বিদ্যাভ্যাস কাব্যরস উদ্গীরণে ।
হৃদ-উদ্বর্তনে ধীর সৰ্বশৃণুগণে ॥
বিজ্ঞতম গুণাদির শয্যা-রচনে ।
প্রতিপক্ষগণের যে আশায় সন্ধানেনে ॥
ধূর্তা নানা বেশ-রচনাতে স্ননিপুণ ।
কোন কার্যো নহে নূন বিশেষে এ গুণ ॥
পিকদানি হস্তে সদা নিকটে থাকেন ।*
নৰ্ম্মবাক্যে যুগলের প্রহস্ট করেন ॥
বৃন্দাবনে মৃগ পুংকী বৃন্দদেবীগণ ।
সখীসহ সকলের অধিকারী হন ॥
কৃষ্ণদাস মাদে রাণা চরণে শরণ ।
নিক দাসী করি মাথে ধরহ চরণ ॥

অথ বর ।

বরিষ্ঠ করিহু এবে বর পরপ্রার্থ ।
নাম-গুণ আদি গান করি জানি ইষ্টে ॥
প্রথম-মণ্ডল ইষ্টে দ্বাদশবর্ষীয়া ।
শ্রীরাধিকার প্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ॥
কলাবতী শুভাঙ্গদা হিরণ্যাক্ষী করি ।
রত্নলেখা শিখাবতী কন্দর্পমঞ্জরী ॥
ফুলকলিকা আর অনঙ্গমঞ্জরী ।
যৌবন-উদ্বেক এই ষ্ট নব গৌরী ॥

শ্রীকলাবতী ।

হরিচন্দনবর্ণ কীরবর্ণ পরিধেয় ।
পরমসুন্দরী কলাবতী নামধেয় ॥
ভানুর মাতুল কলাসুর নাম পিতা ।
সুশীলচরিত্রা সিকুমতী নাম মাতা ॥
বাহিকেশ্বর অমর কপোত নাম পতি ।
কৃষ্ণ বন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণে ন্যস্ত মতি ॥

শ্রীশুভাঙ্গদা ।

শুভাঙ্গদা বিশাখার অমৃত্যু ভগিনী ।
তঙ্কিতবরণকান্তিনিধি সুনয়নী ॥
পিঠরের অমর পতঙ্গী নাম পতি ।
দ্বোষ্ঠা ভগিনী সহ একত্র বসতি ॥

শ্রীহিরণ্যাক্ষী ।

হিরণ্যাক্ষী হরিণীর গর্ভেতে জন্ম ।
হিরণ্যবরণকান্তি শোভা লক্ষ্যসম ॥

হরিণীর গর্ভভাতা তাহার বিশেষ ।
কহি যে শুনিহু যাহা গ্রন্থ গণেশেশ ॥
মহাবসু নাম গোপ ভানুরামিত্র ।
সুন্দরী তনয়া কাম সুন্দর সুপুত্র ॥
যজ্ঞ করিলেন তাহে চক্র যে উঠিল ।
আদিনায় রাখি ভ্রমে কক্ষাত্তর গেলা ॥
• হরিণী যুগীর কন্যা সুরঙ্গী আখ্যান ।
কিঞ্চিৎ তাহার সেই করিল ভোজন ॥
অপর তাহার স্ত্রী সূচন্দ্রা খাইলা ।
চক্রর প্রভাবে দৌহে গর্ভিণী হইলা ॥
সূচন্দ্রার গর্ভে স্তোত্রকৃষ্ণ কৃষ্ণদাস ।
হরিণীর গর্ভে কন্যা হিরণ্যাক্ষী নাম ॥
জন্মিলা অপরূপ পুত্র কন্যা সুরঙ্গিণী ।
গোষ্ঠে প্রবেশিল সেই সুরঙ্গী হরিণী ॥
• চক্রর বৃত্তান্ত জানি গোপ মহাবসু ।
লালনপালন করে কথা আর শিশু ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদী শ্রীরাধিকার সখী ।
কৃষ্ণপরাঙ্কিতাবর্ণ বস্ত্র চন্দ্রমুখী ॥
অরদগব নামে পতি মহিষ বিস্তর ।
অতিবলবান আলবেলিয়া অস্তর ॥

শ্রীরত্নলেখা ।

ভানুরাজ মাসীর তনয় পরোনিধি ॥
তার পত্নী মিষ্টা নাম পুত্রবতী যদি ।
তথাপিহ কন্যা অভিলাষে পুঞ্জে সূর্য্য ।
তাহাতে জন্মিলা কন্যা রত্নলেখা আর্ষা ॥
গৈরিক বরণ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র ।
কড়ার নামেতে পতি কুঠারিকাপুত্র ॥
কৃষ্ণদে অতিসার প্রিয়সখী লাগি ।
সূর্য্যের পূজায় তেঁহ অতি অহুরাগী ॥

শ্রীশিখাবতী ।

কৃষ্ণের ভোজ্যই কুন্দলতার ভগিনী ।
শিখাবতী কর্ণিকার পুষ্পের বয়লী ।
তিত্তির-পক্ষীর স্তায় বরণ বসনী ।
ধেহুৎ পিতৃনাম সুশিখা জননী ॥
গড়ু গণ্ডর নাম * পতি সদা গোষ্ঠে বাস ।
এখায় নির্ঝিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গেতে উলাস ॥

* গরুড় নাম—পাঠান্তর ।

শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী ।

কন্দর্পমঞ্জরী কাস্তি অশোকবরণ ।
কৃষ্ণের মনোজরূপ বিচিত্রবসন ॥
পুষ্পকর নাম পিতা কুরুবিন্দ্য মাতা ।
কঙ্কাটীর রূপদী দেখি মনে অভিযত ॥
কৃষ্ণেরে বিবাহ দিব যদি বিধি করে ।
পরকৌরৱ নিত্যকাস্তা সে বাসনা দূরে ॥

শ্রীকুলকলিকা ।

কুলকলিকা ইন্দীবরশ্যামবর্ণ ।
নাসার তিলক শোভা করে বর্ণ-বর্ণ ॥
শ্রীমরাথ পিতা * কমলিনী মাতা ।
বিহুর নামেতে স্বামী মহিষ রক্ষিতা ॥

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর সহোদরা ।
শুণের তুলনা নাহি রূপে মনোহরা ॥
বর্ণন না হয় রূপ শুণের কাহিনী ।
যেহত ভগিনী প্রায় তেমত আপনি ॥
হুর্দদ নামেতে পতি প্যারীর দেবর ।
নামতুল্য মদ কিছু কৃষ্ণ মনচর ॥
হুই ভগ্নী এক ঘরে একত্র বসতি ।
ললিতা-বিশাখার প্রিয়দখী শুদ্ধমতি ॥
বসন্তকেতকীবর্ণ ইন্দীবর বস ॥
কৃষ্ণের প্রেমসী জাত সর্বরমশাস ॥

অথ বর-দ্বিতীয় মণ্ডল ।

অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল পুন কহি ।
গাইরা অভীষ্টবর প্রেমভক্তি চাহি ॥
পূর্ব হৈতে কেহা সত্যর সৌভাগ্যাদি গুণ ।
প্রেম গৌনর্ঘ্যের চতুরাই কিছু নূন ॥
তাহে দুই বর্ণ হয় অসমা সমগ্ৰেহা ।
নিত্য আর সাধন সিদ্ধা চিদানন্দদেহা ॥
নিত্য সিদ্ধা দশকোটি গণ যে প্রধানা ।
অসংখ্য সাধনসিদ্ধা নাহিক গণনা ॥
যতেক সাধনসিদ্ধা প্রাপ্তি যে অসমা ।
প্যারী প্রিয় কৃষ্ণ কোটি প্রাণের উপমা ॥

* শ্রীমর নাম—পার্বত্যর

অষ্ট যে পরম শ্রেষ্ঠ সখীর অমৃগা ।
সকল সুন্দরী কৃষ্ণরমের পথগা ॥
তার মধ্যে বহু যুথ আদি ভেদ হয় ।
বহুযুথেরো তার সংখ্যা কে করয় ॥
কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাতে যে শুনিব ।
শ্রীরূপ করুণা করি ভুবি প্রকাশিব ॥
তার উপদেশমতে সেই মন্ত্র গাই ।
তাহা বিনে ভাল মন্দ কিছু জানি নাই ॥

তত্র যুথেশ্বরী ।

সুমুখী ধনঠা কলহংসী কলাপিনী ।
মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা হরিনী ॥
কুঞ্জরী চপলা শুভাননা কুরঙ্গাকী ।
সুখিতা সুবর্ত মণ্ডলী পঙ্কজাকী ।
শৌর্যেন্দ্রী সুমন্দীরা রামিণী চন্দ্রিকা ।
রসালিকা তিলকিনী চন্দ্রাতলকা ॥
সুগন্ধিকা মণিকুণ্ডলা মদনমোহিনী ।
সুমধ্যা কামনাগরী সর্বগুণধনি ॥
কাবেরী নাগবেলিকা কন্দর্পসুন্দরী ।
সুকেশী চাকরবরী প্রেমমঞ্জরী ॥
মঞ্জুমেধা সুমধুরা কামলতিকা ।
বিচিত্রাকী কলকণ্ঠী মঞ্জুকেশিকা ॥
সুভদ্রা মদনালসা কমলা হাবহীরা ।
মধুরেন্দ্রীরা শশিকলা হারকণ্ঠীবরা ॥
মহাহীরা মনোহরা বিচিত্রলেখিকা ।
মধুরেকণা তনুমধ্যা রঙ্গবাটিকা ॥
মধুশ্রুতা গুণচূড়া বহুগুণযুতা ।
বরাদদা ভুজভদ্রা আদি সুসদা ॥
রসতুঙ্গা আদি আর যতেক গোপিনী ।
সকলের শ্রেষ্ঠা মায়া বাধাঠাকুরাণী ॥
সকলেই সেবাপরা আনন্দ-কোতুকে ।
কারে কোন আশা হয় কর্ণ পাতি থাকে ॥
কেহ বেশরচনাতে কেহ বীণাবাদ্য ।
কেহ নৃত্য করেন যে সকল রসে সিদ্ধ ॥
সকলেই সর্বকর্ম যতপি জানেন ।
তথাপিহ একে একে নিযুক্ত থাকেন ॥
কেহ বা নিয়মে নহে উপস্থিতমতে ।
সকলি করেন সদা থাকেন পার্শ্বেতে ॥
বরতা কেহারা পাছে কহিব দাসিকা ।
কেহারাও অঙ্গসংহার মানেতে অধিকা ॥

পরমশ্রেষ্ঠ প্রধানা যে ললিতা সুন্দরী ।
অনুগতা তাঁহার সর্ব সভার আগরি ॥
তঁহে সর্ব গুণধাম সভার আরাধ্যা ।
সকলের শ্রেষ্ঠা তঁহে সকলেই ব্যাধ্যা ॥
মলাকার রত্নক নাপিত কচ্ছা-আদি ।
বৃন্দাবনে অধ্যক্ষ যে উচনীচাবধি ॥
সকলের অধ্যক্ষ বনদেবীগণ যত ।
শ্রীমতী ললিতাদেবী সভার সম্মত ॥
সেহ দেবীগণ হয় তাঁর আশ্রয়কারী ।
রাধাকৃষ্ণ সমিহ করেন মারে হেরি ॥
ধার ভয়ে প্যারীজীউ মান নাহি করে ।
করিলেও কতু ভয়ে তেজিতে না পারে ॥
ললিতা সুবুদ্ধি তাঁর পরামর্শ বিনা ।
জল নাহি খান যথা তাঁহার অধীনা ॥
যে সব সুন্দরী কর্মে নিযুক্ত হয়েন ।
তাঁহারা বিশেষগুণে বিদগ্ধা হয়েন ॥
মানের পুষ্টিতা যে করেন পক্ষপাতে ।
কৃষ্ণের ভৎসনা-আদি করেন সাক্ষাতে ॥
সন্ধিও করিতে নানাকৌশলেতে পটু ।
কখন প্রণয়বাক্য কতু কহে চাটু ॥
পুষ্পমণ্ডন শয্যা আদি রচনায় ।
ইঙ্গিতে করেন কার্য্য বুঝিয়া আশ্রয় ॥
রত্নলেখা রতিকলা ছই সহচরী ।
ললিতার অভিপ্রিয় গুণে বশীকরী ॥
সকলের শ্রীচরণ যন্তকে ধরিয়।
বর মাগি তোমা সভার দানীর লাগিয়া ॥

অথ শিল্পনিপুণা ।

বাক্যের চাতুর্য্যরসে কৃষ্ণে পরাভব ।
স্বজনে শ্রীরাধিকার মানের উত্তব ॥
ইত্যাদি করিয়া শিল্প-নৈপুণ্য যতক ।
প্যারীজীর পক্ষপাতী হয়েন অনেক ॥
পিওকেলি বিতণ্ডিতা-আদি পুণ্ডরিকা ।
সিতাখণ্ডী চাকচণ্ডী সখী সুদণ্ডিকা ॥
অকুণ্ঠিতা কলাকণ্ঠী রামঠি মঠিকা । *
কৃষ্ণসুখজনক রসরসেতে অধিকা ॥

পিওকেলি ।

তত্র পিওকেলি তাম্রবরণ বসন ।
পিক-অণ্ডবর্ণ সখা শেগের-বচন ॥

শ্রেষ্ঠিকা—পাঠ্যগ্রন্থ ।

হলে অপরাধী করি কৃষ্ণে লজ্জা দেন ।
প্যারীজীর পক্ষ হৈয়া মানাদি বাঞ্ছান ॥

বিতণ্ডিকা ।

বিতণ্ডিকা হরিৎ-বর্ণ হরিৎ-বস্ত্র হয়ে ।
মিলিয়া যে সর্ব সখা সুবলাদিচয়ে ॥
বিতণ্ডা করিয়া কৃষ্ণেরে করি অপরাধী ।
শ্রিয়সখীর জয় করে হলোশ্রয় সাধি ॥

পুণ্ডরীকা ।

পুণ্ডরীকা অজ-বস্ত্র পদ্মের বরণ ।
অপরাধী-হলে কৃষ্ণে করয়ে তর্জন ॥

সিতাখণ্ডী ।

সিতাখণ্ডী ঐহ্যার পূর্বনাম আছে গোরী ।
সিতাখণ্ডী নাম কৃষ্ণ রাখে ভজি করি ॥
মিষ্টবাক্যে ভৎসে তাতে মধুর কটুত্ব ।
তাহে সিতাখণ্ডী মিছরির খড়্গ অর্ধ ॥
গউর বরণ পীতবরণ বসন ।
কৃষ্ণ আনন্দিত তাঁর শুনিয়া ভৎসন ॥

চাকচণ্ডী ।

চাকচণ্ডী সিতাখণ্ডীর অমুজা ভগিনী ।
ভৃঙ্গবর্ণ তড়িৎ-বস্ত্র ক্রোধাঘ্রিত বাণী ॥
যেহেতুক চাকচণ্ডী নাম কৃষ্ণ কহে ।
সেই ক্রোধভজিবাক্যে কৃষ্ণমন মোহে ॥

সুদণ্ডিকা ।

সুদণ্ডিকা শিরীষবর্ণ কুরটক-বাস ।
উজ্জল বাক্যের অর্থ অনুজ্জল ভাষ ॥

কলাকণ্ঠী ।

কলাকণ্ঠী ক্ষীরোদকবরণ বসন ।
সুন্দরী বিদগ্ধা কুলী-পুষ্পের বরণ ॥
শ্রীরাধিকা-আগমনে সমাদর করি ।
অমুদ্রাজ আসিয়া বসান করে ধরি ॥
প্যারীজীর পক্ষপাত বাক্যের চাতুরী ।
চাটুবাক্য কহেন নয়নভঙ্গী করি ॥

রামঠী ।

রামঠী ললিতাজীর ধাত্রামাতার কন্ঠা ।
গৌরবর্ণ অশোকবসন রূপে ধরা ॥
কৃষ্ণ যে চতুর তাঁর পর চতুরাই ।
তর্জনে কম্পায়মান করেন তথাই ॥

মঠিকা ।

মঠিকা যে পিণ্ডপুষ্পকুচি বস্ত্র পাণ্ডু ।
কৃষ্ণবাক্যে ছল ধরি ককড়িতে টণ্ডু ॥
শঠতা করিয়া বহু কবি অপরাধী ।
প্রিয়সখীচরণে ধরান নিরবধি ॥

অথ দূতী ।

মান-আদি-কণ্ঠকরণে রত দূতী ।
সখীগণ সহিত সখ্যতা-নন্দ রতি ॥
পেটরী বাকুড়ী ঠাবী কে'টরা কেটরা ।
কলিটিপ্লনী নাম রক্তকেশ দারা ॥
মাকুণ্ডা মোরটা চুড়া চুওরী গো'ণ্ডকা ।
পিণ্ডকেলি আদি সখা-নিকটবর্তিকা ॥

পেটরী ।

তরু যে পেটরী বৃদ্ধা শুজুরী জাত্যাংশে
মৃণালের বর্ণ তট। চতুর সর্বাংশে ॥

বাকুড়ী ও ঠাবী ।

বাকুড়ী গারুড়ী বৌ ঠাবী কুঠাবৌ ।
ভগ্নী তপস্বিনী কাত্যায়নীত্রতা ধীর ॥

কেটরা ও কলিটিপ্লনী ।

কেটরা সুপক্কেশ জাতি আদোরিনী ।
কলিটিপ্লনী অতিবৃদ্ধা জাতি রক্তকেশী ॥

মাকুণ্ডা ।

মাকুণ্ডা মুণ্ডিতশিরা পাণ্ডুর বরণ ।
কপালে লোলিত মাংস লণ্ডু ধারণ ॥

মোরটা ও চুওরা ।

মোরটা জাবালি জাতি কালপুষ্পকেশ ।
চুওরী ব্রাহ্মণ-কন্ডা তপস্বি বিশেষ ॥
স্ততি করেন কৃষ্ণচন্দ্র যাক্ষপ্রকরণে ।
রসের প্রসঙ্গে কিছু সলজ্জ বদনে ॥

গোণ্ডিকা ।

গোণ্ডিকা সুরূদ্ধা পাণ্ডুবর্ণ শিরে কেশ ।
দূতাকর্ষে পটু রসপ্রসঙ্গে বিশেষ ॥

অথ সন্ধিদূতী ।

অথ দূতী সন্ধি-আদি-করণে পারগা ।
হৃদয়ের মানের ভক্তাদিতে অগ্রগা ॥

মাধবের পরিবারে মমতা অধিক ।

স্নেহক্রমে বহু দেন সুপারিতোষিক ॥
মানের সন্ধিতে সুচতুর্হ বুদ্ধিমান ।
উভয়ে মিলায় বাধি উভয়ের মান ॥
কলহান্তবিভা দশা যবে শ্রীমাধার ।
তাঁর পক্ষ যতপি ইজিতে ললিতার ॥
কৃষ্ণপক্ষ হইয়া কহেন চাটু উক্তি ।
কেন পুন না করে হয়ে মানেতে বিবাক্ত ॥
হিঁসকারী শ্রীললিতা হিত মঙ্গলান্তে ।
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ নাহি হয় যাতে ॥
সন্ধিকরণে দূতী উভয়ের প্রিয় ।
যাহা সভাব চরিত্র অবশ্য সুখোদয় ॥
বায়বী শিবদা দুহ পবনশুন্দরী ।
সোমবংশজাতা বহু জানেন চাতুরী ॥
পৌরবী সুপ্রসাদা যে শান্তা তপস্বিনী ।
শান্তিদা কান্তিদা দুই ব্রাহ্মণনন্দিনী ॥
শ্রীনারদপ্রসাদে এ সার ব্রজে বাস ।
রাধাকৃষ্ণের সেবা দূতকন্ঠেতে সুধা ॥

অথ শিল্পপুষ্পমণ্ডন ।

এবে কহি শিল্পপুষ্পমণ্ডন যতেক ।
যথা কৃষ্ণ সুরগীয় তথা পরতেক ॥
নানাপুষ্পে নানা অলঙ্কার শয্যা-আদি ।
যাহার কীর্তন যে সংসার মহৌষধি ॥
কিরীট কুণ্ডল আর নানা কর্ণভূষা ।
কেশবন্ধ ডোরি ললাটিকা তমনাশা ॥
গ্রৌবেয়ক অলদ কটক কঙ্কালকা ।
ঝাম্পাদি হংসক রত্ন হইতে অধিকা ॥
কিশোর কিশোরী দৌহে ভূষণে ভূষিত ।
রতন হইতে দৌহাকার মনোনীত ॥

অথ সখা ।

ব্রজের বালকগণ গোপের নন্দন ।
তাঁ-সভার গুণ কিছু করিব কীর্তন ॥
শ্রীরামকৃষ্ণের সখা অতি প্রিয়তম ।
দৌহাতে পিরীতি রূপে গুণে দুহঁসম ॥
দুহঁসবে সদা হাতাহাতি কোলাকোলি ।
সহাস্ত কোতুকরসে অল হেলাহেলি ॥ ●

খেলা রসে পণ করি কাছে চড়াচড়ি ।

মল্লযুদ্ধ করি যার ভূমে গড়াগড়ি ॥

পক্ষছায়া আগে ছুঁঞিবারে রড়ারড়ি ।

ফুগ তুলি পরস্পর লৈয়া কাড়াকাড়ি ॥

কৃষ্ণ-অঙ্গ ছুঁঞিবারে সবে ছুটি ধার ।

যুঁঞি আগে ছুঁঞিহু বলি সবাই কচর ॥

এইমত অনন্ত কৌতুক লীলা করে ।

সচস্রবদনে নাচি কচিবারে পারে ॥

কৃষ্ণতুলা কৃষ্ণের পার্শ্বদগণ হয় ।

বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু স্বজনশিশুচর ॥

ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মাছি ভাবাস্তর হয় ।

মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শুদ্ধ প্রেমময় ॥

ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীঅর্জুন মহাশয় ।

তটস্থ হইয়া বহু স্তবন করয় ॥

ব্রজবাসী আবাল বনিতা যত জন ।

ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি করয়ে গণন ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের সখাব চরিত্র ।

কিঞ্চিৎ কহিব লাগি আপন পবিত্র ।

অনন্ত অর্কুদ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ ।

অনন্ত নাহিক পাবে করিতে গণন ॥

শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দী যাগ প্রকাশিলা ক্রিতি ।

তাহাই কীর্ত্তন করি তরিতে দুর্গতি ॥

যাহার কীর্ত্তনে ভবসংসারের ক্ষয় ।

সেহ তুচ্ছফল কৃষ্ণে প্রেম উপজয় ॥

সেই বটে কিন্তু যে বিচারে তর্ক হয় ।

কৃষ্ণপ্রেম কারণ সখাগণেরে বুঝায় ॥

কার্য্য কারণ আর সাধন আশ্রয় ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ-সখা হই প্রেমের বিষয় ॥

দৌহার কীর্ত্তনে দৌহে প্রেম উপজয় ।

যেই কৃষ্ণ সেই সখা প্রেমফলময় ॥

ব্রজের উপাশ্রয় সর্ব পশু পক্ষ আদি ।

ভাবে তরতম মাত্র নাচিক বিবাদী ॥

তার সাক্ষী ব্রজ-আহুগতা শ্রেষ্ঠকল্প ।

অতএব ব্রজপুরে কেহ নহে অঙ্গ ॥

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণবৎ পিতৃ-আদি মিত্র ।

প্রকটাপ্রকট তবে জন্মবাদ মাত্র ॥

অথ সখা চারিপ্রকার ।

সুহৃৎসখা সখা প্রিয়সখা নন্দসখা ।

অনেক মণ্ডলী তার নাহি লেখাজোখা ॥

তত্র সুহৃৎসখা ।

সুহৃৎসখা গোভট ভদ্রাক বীরভদ্র ॥

ভদ্রবর্দ্ধন কুলবীর মণ্ডলীভদ্র ॥

যত্নেন্দ্রভট মহাভীম আদি দিব্যশক্তি ।

জ্যেষ্ঠকল্প ঐহারা যে বলবান্ অতি ॥

কংসভয়ে মাতা-পিতা ঐহাদিগের হস্তে ।

অর্পণ কবেন কৃষ্ণে রক্ষার নিমিত্তে ॥

তত্র সখা ।

বিজয় বিশাল দেবপ্রসূ মণিবন্ধ ।

বৃষভ আর বক্রথপ ওজস্বী মকরন্দ ॥

করন্দম মন্দর কুসুমাপীড় কন্দ ।

চন্দন কলিক কুলিক সখাবন্দ ॥

ঐহারা কনিষ্ঠকল্প সেবাতে আগ্রহ ।

কৃষ্ণস্বখে সুখী সদা কর্ম্মে আচ্ছাবহ ॥

তত্র প্রিয়সখা ।

কৃষ্ণসখা শ্লোককৃষ্ণ কিঞ্চিণী সূদাম ।

অংশু ভদ্রসেন আর বসুদাম দাম ॥

বিলাসী বিটক কলবিক পুণ্ডরীক ।

সূদামাদি শ্রীদাম যে প্রণয় অধিক ॥

ঐহারা কৃষ্ণেরে খেলা-যুদ্ধে সুখ দেন ।

ততএব পীঠমর্দ হয় যে আখ্যান ॥

সর্বসখামধ্যে ভদ্রসেন সেনাপতি ।

সর্বাধক্ষ খেলারসে সবে করে জুতি ॥

শ্লোককৃষ্ণ যথানাম রূপের নিধান ।

শুণগণ-অভাবাদি কৃষ্ণের সমান ॥

বিজয় নামেতে বৈহ তাঁর বিবরণ ।

তনিতে অবগম্য অপরূপকথন ॥

শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা নামেতে ।

কিবা আর্তি কিবা স্নেহ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণেতে ॥

রক্ষক কৃষ্ণের যে যতপি লক্ষ্য হয় ।

তথাপিহ মনের প্রীতীত না জন্মায় ॥

বলবান্ পুত্রকামে তপস্তা করয়ে ।

বনে কৃষ্ণে রক্ষা করিবার যে আশয়ে ॥

তাহাতে জন্মিলা পুত্র বিজয় নামেতে ।

কৃষ্ণরক্ষাহেতু নিরোজিলা নিতনৃত ॥

দেহ গেহ পুত্র ধন যতেক উত্তম ।

কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্যমাত্র নাহি কিছু কাম ॥

তত্ত্ব প্রিয়নন্দনসখা ।

সুবল অর্জুন গন্ধর্ব সনন্দন ।
বসন্ত উজ্জল কোকিলাদি যত জন ॥
বিদগ্ধ চতুর সুরসজ প্রেমবান্ ।
তার মধ্যে বিশেষ-সুহৃৎ সনন্দন ॥
উজ্জল চিত্রায় মূর্তিমান রসোজ্জ্বল ।
বিলাসিশেখর কৃষ্ণ যে রসে বিহ্বল ॥
অনা বে অনঙ্গ সে অরূপ প্রাকৃতিক ।
ব্রজে কাষ উজ্জল নিগুণ রূপধৃক ॥
নন্দনসখা বিদুষক হয় হাস্যকারী ।
পুষ্পাঙ্গ ভারতী বন্ধ কড়ার-আদি করি ।
গন্ধবেদ শ্রীমধুমঙ্গল বুদ্ধিমান ।
রহস্যানে থাকেন যে তাহে বিট আখ্যান ॥
কৃষ্ণ ববে থাকেন প্রেমসীগণসনে ।
তথায় বাইতে পারে নন্দ-সখাগণে ॥
বিশেষ রহস্যকারী বিদুষকদল ।
তার মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমধুমঙ্গল ॥
প্রেমসীম্বন্ধে নানারসের কথনে ।
কৃষ্ণে সুখ দেন বহু রসের বচনে ॥

অথ চেষ্ট ।

বিবিধ সেবক হয়ে সেবাপরায়ণ ।
সখা কিছু দাস-অভিমানী কথোজ্ঞন ॥
ভঙ্গুর ভঙ্গার-আদি সাক্ষিক গ্রহিণী ।
দাস্য-অভিমাণে সেবে সখ্যখেলালীলা ॥
গুহ দাস্যভাবে হয়ে রক্তক পত্রক ।
পত্নী মধুকর্ষ আর তালিক পালিক ॥
মধুভ্রত যানা মাছু আর মালাধর ।
গুণের সাগর রূপে দৃষ্ট মনোহর ॥
শূন্য বেণু বটি পাশ জেহারা রাখেন ॥
গধা কৃষ্ণ যান তথা সহিত থাকেন
কৃষ্ণকীড়া আদি যবে নিশিতে গমন ।
অনুযোগ করে রহে উৎকণ্ঠিত-মন ॥
আজ্ঞাক্রমে সখাগণে আনিয়া বটান ।
গৈরিক কুসুম গুঞ্জা সদাষ্ট গোপান ॥
আর অল্পবয়সে কথোজ্ঞি দাসগণ ।
কলারস-আলাপিতে আনন্দ ভ্রম্যান ॥
সদ্য পার্বে হিতি অতি বিদগ্ধ বজ্রিল ।
পল্লব অঙ্গল ফুল কোমল কোমল ॥

গৃহে সদা সেবারত আর দাসাবলী ।
সুবিলাস বিলাস রসাল রসালী ॥
ভঙ্গুরাদি ভাঙ্গুল রচনে বিলক্ষণে ।
পয়োদ বারিদ নীর সংস্কার কারণে ॥
প্রেমকন্দ মহাগন্ধ মরন্দ সৈরিক ॥
মধুকন্দলাদি যে ভঙ্গারধর সাজ ॥
সুমনা কুসুম কাশ পুষ্পহাস হার ।
আদি গন্ধ অঙ্গবাস পুষ্প-অলঙ্কার ॥
মালাদিরচন আর সৌগন্ধ লেপন ।
শ্রীঅঙ্গে স্বেশকার্যে অতি বিলক্ষণ ॥
ব্রজে কৃষ্ণদাসগণ মধুর চরিত ।
নব নব বয় কৃষ্ণ সেবার উচিত ॥
দেখিতে সুন্দর নানা ভূষণে ভূষিত ।
সদা প্রেম্যানন্দে মগ্ন চাহে কৃষ্ণহিত ॥
কৃষ্ণসুখে স্থখী মাত্র অনন্য ভাবনা ।
নিজসুখে বিরাগ শ্রীকৃষ্ণসুখ বিনা ॥
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ কর্মের কোশলে ।
মনোবৃত্তি বুঝি কার্য্য করে কুতূহলে ॥
ভৃত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিত স্নেহে বহুসম ।
সর্বকর্ম্ম প্রেমসেবা নাহিক বিরাম ॥
জগন্মাতা শ্রীমশোদা শ্রী: তী রোহিণী ।
হেরিয়া আনন্দ মনে জুড়ায় পরাণী ॥
সদ্য সতত পুত্রবৎ স্নেহ করে ।
তীহারাত ঠাকুরাণীগণে ভক্তি ধরে ॥
মাতাগণ অতি ভালবাসে তা সভারে ।
প্রধান প্রধান তীহারাত যুধবরে ॥
তীহা সবার নাম কিছু সঙ্কীর্তন করি ।
শ্রীচরণে ঐকান্তিক মতি যে বিচারি ॥
যে কোন স্কৃতি অন্যে অন্যে থাকে মোর ।
তীহাদিগের শ্রীচরণে মতি হয় ভোর ॥
রক্তক পত্রক পত্নী মধুকর্ষ মোদা ।
মধুভ্রত সুবিলাস রসাল শারদা ॥
প্রেমকন্দ মরন্দ আনন্দ চন্দ্রহাস ।
পয়োদ বকুল রসদান সুখকাশ ॥
ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণদাস বহুতর ।
শত শত সেবাপর আনন্দ অন্তর ॥
অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্যরূপ ।
সর্বরাধ্য সাধ্য সিন্ধু-পূজাপণ-ভূপ ॥
তী সত্তার চরণ অঙ্গুলা ভক্তিযতে ।
যে স্কৃতি ভজে ব্রজরাগাঙ্গিকা-মতে ॥

সেই ব্রজে কৃষ্ণ পায় ব্রজবাসিনতে ।
অন্তথা না পায় শতকর যে ভজিতে ॥
কদাচ না পায় ভজিলেহ কৃষ্ণ ব্রজে ।
এই ত সিদ্ধান্ত হয় সাধুর সমাজে ॥
অতএব কৃষ্ণদাস ভজ করি ব্রত ।
রাগাঙ্গুগা ভক্তিমাগে হও অঙ্গুগত ॥
কৃষ্ণসুখে ধীর মতি হয়ে ত উল্লাস ।
তঁার শ্রীচরণরজ মাগে কৃষ্ণদাস ॥

অথ নাপিত ।

কপূর সুগন্ধ যক্ষ কুমুদ ধরন ।
আদি কেশ সংস্কারে দিয়া নানাগন্ধ ॥
শ্রীঅঙ্গ-মর্দন আর দর্পণ অর্পণ ।
কর্ণকণ্ঠন করে নাপিতের গণ ॥

ভাণ্ডারী ।

স্বচ্ছ আর শীতল প্রাণ্ড-আদি করি ।
খাত আর রত্নাদিক ভাণ্ডারে-ভাণ্ডারী ॥
পীঠ আদি দানে ভক্ষ্যস্থানাদি করণে ।
কমল বিমল আদি পটু সুরচনে ॥

অথ দাগীগণ ।

ধনিষ্ঠা চন্দনকলা গুণমালা শোভা ।
রতিপ্রভা ইন্দুপ্রভা ভরণী আর রত্না ॥
ইত্যাদি ঞ্জেশ্বরী পরিচারিকা গৃহের ।
ক্ষীর আবর্তনে গৃহমার্জনে সোসর ॥
কুম্বদী ভূদারি-আদি সুলভা লম্বিকা ।
চরকর্ষে সূচতুর ধীমান অধিকা ॥
নানা বেশে নানা-হলে সদাই বেড়ান ।
সুন্দরী যুবতীগণে করেন সন্ধান ॥
দুতীচর্যামতে বামা স্বভাব যে আর ।
ভূজ বাগ্‌দুক মনোরমা নীতি সার ॥
কেলি-কলহেতে বিশারদা ইত্যাদিকে ।
যাহাতে কৃষ্ণের প্রীত জনয়ে অধিকে ॥
কুঙ্গসংস্কারে বৃন্দা বৃন্দারিকা মেনা ।
সুবলা ইত্যাদি করি অভিজ্ঞা নিপুণা ॥
তার মধ্যে বৃন্দাদেবী সর্ববরীমণী ।
রাধাকৃষ্ণ-মনোনীত সর্বসমঙ্গলী ॥
বীরানায়ে শ্রেষ্ঠা হুতী সূখ্যাতা পূজিতা ।
তপস্বিনী বনে বাস ব্রাহ্মণহৃদিতা ॥

অথ দীপিকা ।

মশাল ধারণে সদা তিমির নিশাতে ।
দাণ্ডাইয়া রহে গৃহে গভীরাত পথে ॥
শোভন দীপন নাম আদি বহুজন ।
কৃষ্ণ-আগে চলে সবে সভাতে গমন ॥

বন্দী ।

বন্দী বিচিত্ররূপ আর মধুরূপ ।
পার্শ্বে স্তুতি করে হৃদে প্রেমানন্দভাব ॥

নর্তক ।

চন্দ্রহাস ইন্দুহাস চন্দ্রমুখ-আদি ।
সভাতে করয়ে নৃত্য রাভে নিরবধি ॥

বাস্তকার ।

মৃদঙ্গ শারঙ্গ সুধানাদ সুধাকর ।
আদি বহু গুণবস্ত্র আদি মিষ্টকর ॥
কলাবস্ত্র আদি গুণসাগর বীণাবাদ্যে ।
চিন্তন মন হরণ করয়ে যার নাদে ॥

গায়ক ।

রসজ্ঞ তালজ্ঞ সর্বপ্রবন্ধে নিপুণ ।
কৃষ্ণমনোহারী তার কি কহিব গুণ ॥
কলকণ্ঠ সুকণ্ঠ যে সুধাকণ্ঠ আদি ।
গায়ক সুধীর যে উগারে সুধানদী ॥
তালধারী ভারত সারদা সরদাদি ।
করে তাল ধরে বাদ্য জিনি মন যদি ॥

সুচি-কর্ম্ম ।

মৌচিক রৌচিক-আদি সিঞ্জে কঙ্কুকার্দি ।
ঞেশ্বরী নিপুণ অতি সুচি-কর্ম্ম সুধী ॥

রজক ।

রজক সুমুখ আর দুর্লভ-রজন ।
ইত্যাদি পারগ ধৌত করিতে বসন ॥

হড্ডিক ও বর্ণকার ।

হড্ডি পুঞ্জপুঞ্জ ভাগ্যরাশি হুঁহ নাম ।
বর্ণকার রজন টঙ্কন গুণধাম ॥
প্রতিদিন নুতন কৃষ্ণ কৃষ্ণ লাগি ।
বনান অপূর্ব যে সহজে অঙ্গুগামী ॥

কুমার ।

কুমার মহনীর বৃহদবর্তন নির্মাণ ।
করেন পবন আর কর্ণাট অভিধান ॥

ছুতার ।

ছুতার মহানদীও খটাদি নির্মাণ ।
করেন অপূৰ্ণ বর্জকা বর্জমান ॥

চিত্রকর ।

চিত্রকর সূচিত্র বিচিত্র চঁহজন ।
যাহার তুলনা নাহি এ তিন ভুবন ॥

শিল্পকার-বিশেষ ।

শিল্পী মহনের বজ্র পেটারিকা আদি ।
ধানাইতে কারব কণ্ডোল-আদি সুধী ॥

গাবী ।

কৃষ্ণের সুপ্রিয় গাবী পিশঙ্গী ধূমলা ।
গঙ্গা হংসী মণিক বংশী আর পিঙ্গলা ॥
আদি করি বহু হয় উত্তম গোধান ।
কৃষ্ণ না দেখিলে নাহি ধরয়ে জীবন ॥

কুকুর, হংস প্রভৃতি ।

কুকুর দুই যে ব্যাঘ্র ভ্রমর আখ্যান ।
রাজহংস হয়ে এক কলহন নাম ॥
শিখী তাণ্ডবী নাম শুক বিচক্ষণ ।
বৃন্দাবন মহোত্তান সুধের নিধান ॥

বৃন্দাবন-ধাম ।

বৃন্দাবনধামের যে অপার মহিমা ।
কহিব পশ্চাৎ কিছু যথা বুদ্ধি সীমা ॥
ক্রীড়াগিরিভ্রাজ ক্রীমান্ গোবর্দ্ধন স্থলী ।
নীলমণ্ডপিকা ঘটকন্দর মণিকন্দলী ॥
তাহার মহিমা ত্রিভুবনে কে বাধানে ।
কোটিলতাংশের অংশ বেদে নাহি জানে ॥
যাহার স্মরণ নাম দর্শনের আশ ।
কৃতমাত্র হয় প্রেম ভব যায় নাশ ॥
মানসগঙ্গার ঘাট নাম যে পারঙ্গ ।
সুবিলাস। তরা নাম তরণী সুরঙ্গ ॥
নন্দীধর নাম নৈল সুবর্ণ তালঙ্গ ।
ইন্দ্রাবিলাসে সদা সর্বসুখময় ॥

নন্দরাজগৃহ মাতা যশোদা গৃহিণী ।
পাতিরাছে সংসার লইয়া গুণমণি ॥
চবুতার। মণ্ডপ পাণ্ডুবর্ণ শৈলাসন ।
বর উজ্জল নাম আমোদবর্দ্ধন ॥
সরোবর পাবন-ক্রীড়াকুঞ্জ-পুঞ্জ তট ।
ভাণ্ডীর ভ্রগোদরাজ নাম বৃহদট ॥
কালিদহে কদম্ব কদম্বরীট নাম ।
মণির কুটিমা তীর্থ কুঞ্জ কুঞ্জধাম ।
অনন্দরসত্ন নাম পুলিন মহত ।
অতুল যমুমাণ্ডল নাম মহাতীর্থ ॥
খেলাতীর্থ নাম যমুনারি ঘাট তথা ।
পরমশ্রেষ্ঠ সখী সঙ্গে সদা ক্রীড়া যথা ॥
পদ্মাদি ব্যজন মধুমাকত আখ্যান ।
পরদিন্দু নামে যে মুকুর বিলক্ষণ ॥
লীলাপদ্য প্রফুল্লিত হস্তপদ্যে সদা ।
সুচিত্রকোরক নাম গেণ্ডুক সুধদা ॥
দুই দিকে স্বর্ণবন্ধ ধনুক চিত্রিত ।
বিলাস-কাম্বুক নাম রত্নমুষ্টিযুত ॥
মঙ্গলোষ নাম যে বিশালমুখ বংশী ।
ভুবনমোহিনী রাধা ক্রম্মীন-বঁড়লী ॥
তেঁহ দ্বিতীয় নাম মহানন্দা রবতি ।
ছয়রস্ক, বেণু নাম মদনঝঙ্কতি ॥
মুরলী সরলা নাম যাহার ধ্বনিতে ।
পিক মুক হইয়া থাকয়ে স্তব্ধরীতে ॥
গৌরী গুর্জরী দুই রাগে অতি প্রীত ।
রাধানাম অপ রাধাক্রপ মনোনিীত ॥
দণ্ড মণ্ডন নাম বীণা তরঙ্গিনী ।
পাশ ছহ দোহনী যে অমৃতদোহনী ॥
ভুজে রক্ষাবন্ধ মাতা যশোদার অর্পিত ।
নবরত্ন নাম নানারত্নেতে খচিত ॥
অঙ্গদা রঙ্গদা নাম কঙ্কণ চঙ্কণ ।
মুদ্রা রত্নমুখী পীতবসন নিগম ॥
কিঙ্করী ঝঙ্কার নাম হার তারামণি ।
মঞ্জীর হংসগগন হেরি ভুলয়ে কামিনী ॥
মণিমালা তড়িৎপ্রভা নিক যে মোহন ।
রাধাক্রপ রুদ্ধ তাহে হৃদয়ে ধারণ ॥
নাগপত্নীদত্ত যে কৌন্তভমণি নাম ।
নিত্যসিদ্ধ মহারত্ন য়েহ জীবধাম ॥
মকর কুণ্ডলনাম রতিরাগ-রতি ।
অধিদেব যাহা হেরি মাতরে ঘুঘতী ॥

রত্নপারা নাম হয় কিরীট স্নন্দর ।
চামরভামনি নাম চূড়া মনোহর ॥
শিখণ্ড-মুকুট নবরত্ন বিভূষন ।
শুভ্রাহার নাগবল্লী নাম স্রমোহন ॥
তিলক মোহন নাম বনমালা নামে ।
পত্রপুষ্পময়ী সদা বক্ষঃস্থলে রমে ॥
পঞ্চবর্ণ-পুষ্পমালা বৈজয়ন্তী নাম ।
বক্ষঃস্থলে শোভে সদা রাধা-মনোদাম ।
জন্মতিথি ভাদ্রকৃষ্ণ-অষ্টমী রজনী ।
নিশাকর উদিত স-শ্রেয়সী-রোহিণী ॥

অথ শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধীয় বিশেষ ।

বস্ত্রমণ্ডন আর রতনমণ্ডন ।
মাতা-পিতা-আদি যত শ্রীরাধার গণ ॥
কীর্তন করিব কিছু সংক্ষেপে যে হয় ।
বাহ্য্য করিতে অতি পুস্তক বাঢ়য় ॥
চন্দ্রাবলীর সখী হয় অনংখ্য গণন ।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণের সমান ॥
পদ্মা শ্রামা শৈবা ভদ্রা পালি চন্দ্রশালী ।
বিচিত্রা মঙ্গলা লীলা বিমলা গোপালী ॥
তরলাক্ষী মনো রমা কন্দর্পমঞ্জরী ।
কুম্ভা কৈরবী তারা শরদাক্ষী শারী ॥
শারদা মঞ্জুভাষিনী শঙ্করী কুসুম্বা ।
কৃষ্ণ শিবা তারাবলি ইত্যাদিক রামা ॥
আর কত শত তারা না হয় গণনা ।
সর্বগুণময়ী মুখে যুখে বরাধনা ॥
মুখ্য লক্ষ সংখ্য। যুগ কৃষ্ণের প্রেরসী ।
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্রামলা রূপসী ॥
পালি-আদি করি যত যত মুখ্য। হন ।
সর্বমধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী যে প্রধান ॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠতমোত্তমা ।
যার রূপগুণচর্য্য। নাহিক উপমা ॥
কৃষ্ণের প্রেরসী মধ্যে হেন নাহি আর ।
হুই তহু এক প্রাণ প্রেমোতে সোসর ॥
প্রাণের অধিক কৃষ্ণ বাহ্য্যে মানয় ।
কি আশ্চর্য্য কি মহিমা বেদে না জানয় ॥
অসমান অন-উর্দ্ধ মাধুর্য্য বৈদগ্ধ ।
সহচরী অগণন যোগ্যমতি সিদ্ধ ॥

ভানুসখা বৃষভানু রাজার নন্দিনী ।
রত্নগর্তা নামে খাতা কীর্তিদা জননী ॥
শ্রীমদ্বৃষভানু মহারাজ শিরোমণি ।
শ্রীমতী কীর্তিদা সূচরিতা মহারাণী ॥
ইহাদিগের গুণকর্ম্ম কহিতে না জানি ।
যার সূতা শ্রীরাধিকা রমণীপিরোমণি ॥
রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ একই স্বরূপ ।
রূপে গুণে সম বিদগ্ধাতেই অরূপ ॥
হেন রাধার পিতা মাতা তারার কি কথা ।
কৃষ্ণের জনক মন্দ যা বশোদা যথা ॥
তারার মহিমা কহিবারে কার সাধ্য ।
সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনের আরাধ্য ॥
রাধার গণ পূজাপূজনক-সম্বন্ধে ।
কৃপা কর রাখ যোরে চরণার বিন্দে ॥
সূর্য্য-উপাসনা ছল কৃষ্ণসজ লাগি ।
কৃষ্ণনাম মন্ত্রজপ স্বাতীষ্টসংসর্গী ॥
পৌর্নমাসী সোহাগে যে সোভাগ্য সুবহো ।
পিতামহ মহীভানু বিন্দু মাতামহো ॥
পিতামহী সুখদা মুখরা মাতামাতা ॥
রত্নভানু সুভানু যে ভানুবাজভাতা ॥
শ্রীমতীর খুড়া দুই স্নেহে অরূপমা ।
ভদ্রকীর্তি মহাকীর্তি কীর্তিচন্দ্র মামা ॥
ভানুমুখা নাম পিসী মাসী কীর্তিমতি ।
কুশ নাম পিশাকাশ নাম মাসীপতি ॥
মাতুল। মেনকা মোনা খাজী আদি করি ।
শ্রীদাম-পূর্নজ-ভয়ী অনঙ্গমঞ্জরী ॥
পরমশ্রেষ্ঠসখী যে ললিতা আদি করি ।
পূর্ন যে কথিত রূপ-গুণের মাসুরী ॥
সর্বগুণালঙ্কৃত যে সর্বগুণাগ্রিমা ।
প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী-আদি বিনি রমা ॥
কামদা নাম খাজেরী বৃদ্ধা পক চুল ।
প্রোমে ময় কঙ্কার চেটার অমুকুল ॥
লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রীকৃপমঞ্জরী ।
শ্রীগুণমঞ্জরী রতিমঞ্জরী স্নন্দরী ॥
শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাসমঞ্জরী ।
এই ছয় গোসাক্ষিরূপ ধরে অবতারি ॥
ভানুমতী অম্র নাম শ্রীরতিমঞ্জরী ।
শ্রীরাগমঞ্জরী-আদি অনেক স্নন্দরী ॥
দাসীতাবসেবাপরা পরমকৌতুকী ।
সমতা হইতে নাহি চাহে দাস্যে স্থখী ॥

'নাকীমুখী সিকুমতি অঙ্করক। দূতী ।
 মানরকা-পুঙ্কক সাক্ষতে বুদ্ধিমতী ॥
 ভ্রামলা মঙ্গলা আদি হন স্তম্ভপক্ষ ।
 চক্রাবণী মুখ্য। তেঁহ হন প্রতিপক্ষ ॥
 কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী স্ককণ্ঠী প্রভৃতি ।
 বিশাখা নির্মিত গীতে হরে হরিমতি ॥
 প্রেমমতী নন্দদা আর কুসুমপেশলা ।
 বীণাবাদ্য-আদি গানে বিশেষ কুশলা ॥
 নাপিতের কস্তা দুই স্নগন্ধা নলিনী ।
 আনুতা পরায় ধরি চরণ দুখানি ॥
 হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ-কথার কোতুকে ।
 নানা ছন্দবন্ধে যে কহিয়া দেয় মুখে ॥
 মঞ্জিষ্ঠা রত্নবতী দুই রত্নক বিশোরী ।
 পালিন্দী চিত্রিণী নানাশিল্পচিত্রকরী ॥
 মালিকী-তালিকী দুই দৈবজিনী হয় ।
 বরোদিকা কাত্যারনী-আদি দূতীচর ॥
 ভাগ্যবতী মঞ্জুপুণ্যা হৃদীর হৃহিতা ।
 ভূমীমল্লি মতল্লি দুই পুলিন্দ-বনিতা ॥
 কেহ কৃষ্ণপক্ষ কেহ শ্রীমতীরগণ ।
 প্রিয়তম হন সখ্যভাবেতে গণন ॥
 গর্গের নন্দিনী গার্গী-আদি ভূদারিকা ।
 পূজ্যা হন অমুকুল চোঁঠাতে অধিকা ॥
 সুবল উজ্জ্বল মধুমঙ্গল পক্ষর্ক ।
 শ্রীমতীর প্রিয় নন্দনসখাগণ সর্ব ॥
 মাধুর্যের ধূর্য। শ্রীল গোপেন্দ্রনন্দন ।
 প্রিয় কোটি পরাণের না হয় সমান ॥
 কোটি বাতুল্য স্নেহ কৃষ্ণময়ী মতি ।
 যতেক উত্তম সর্ব কৃষ্ণের আরাতি ॥
 পরোদ রক্তক আদি কৃষ্ণদাসগণে ।
 যাতারাত সদা কৃষ্ণপ্রেরিত কথনে ॥
 পিশকী মঞ্জুলা শূকী বহলা-আদয় ।
 গাবী আর বৎসতরী তুখী-আদি চর ॥
 বুদ্ধকক্খটী আর রত্নিনী হরিণী ।
 চাক্রচক্রিকা নাম স্তম্ভ চকোরিণী ॥
 ময়ুরী স্কন্দরী নাম সারিকা স্কন্দধী ।
 ললিতা প্রাণের সখী স্তম্ভের অবধি ॥
 নিজ রাধাকৃষ্ণ কুণ্ডলি মরালিকা ।
 তুণ্ডিকেরী নাম অতিসুন্দরী পুটিকা ॥
 শাক্তী অটীয়া নাম কুটীলা নন্দ ।
 ভবহ্যা নাম গতি দেবের স্বর্গদ ॥

সুরমহাখ্যান নাম তিলক নাসায় ।
 হরিমনোহর নাম হার যে হৃদয় ॥
 নাসার নলকমুস্তা আনোলাসমান ।
 কৃষ্ণমনবিলাসে দোলিকা-নিধান ॥
 প্রভাকরী নাম তার বিশ্বাধরে সখা ।
 পদক মদন নাম শোভিত সুবক্ষ ॥
 কৃষ্ণ-প্রতিবিম্ব তাহে অতি শুভতম ।
 স্তম্ভক-পরিধায় তার অস্ত্র নাম ॥
 কিঙ্কিণী নৃপুংস বাজু আভরণ যত ।
 অলৌকিক অপ্রাকৃত কহা যায় কত ॥
 মেঘাধর নাম বস্ত্র সুধাংশু দর্পণ ।
 নিজমুখ দৃষ্টলে কৃষ্ণদরশন ॥
 কাজর-শলাকা নাম নন্দদা সোণার ।
 রতনচিরণী নাম স্বস্তিদা তাহার ॥
 কন্দর্পকুহলী নাম পুষ্পের বাটিকা ।
 বর্ণমুখী তড়িৎবন্ধ কুণ্ডল নামিকা ॥
 অসম অনূর্ক যার অপার মহিমা ।
 বেদ-বিধি-অগোচর না হয় বর্ণিমা ॥
 যতেক কহিল সর্ব ত্রিগুণ অতীত ।
 শুদ্ধ চিদানন্দময় নিত্য অপ্রাকৃত ॥
 হৃদী যে কহিল ব্রজে তাহার চরণ ।
 আশ্রম করিয়া সেবে সেই ধনজন ॥
 বড় বড় কর্মী জানী তপী দানশীল ।
 হৃদীর সমান থাকু নহে এক তিল ॥
 ব্রজে সেবা শুশ্রূষা-আদি পশু পক্ষী ।
 ভাগবতে ব্রহ্মা উদ্ধব তাহে সাক্ষী ॥
 প্রাকৃত করিয়া সেই মানয়ে অধম ।
 তাহার দর্শনে পাপ দণ্ড করে বম ॥
 অতএব ভক্ত শ্রীব্রজের পরিকর ।
 বিচার করিয়া দেখ সকলের সার ॥
 নাতাজীর স্তবের অর্থ কিঙ্কিৎ বিস্তারি ।
 কৃষ্ণদাস কহে ব্রজপুরের মাধুরী ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীমদ্রজপরিকরণ নাম-
 গুণাদি-বর্ণনং-নবমমালা ॥ ৯ ॥

দশম মালা ।

চতুঃসম্প্রদায়-আচার্য্যগুণ-বর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবন্দ ॥
জয় রূপ সুনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

(দৌহা—মূল হিন্দী)

হরিভূতা বসত যে যে যথা তিন সো নিত প্রতি কাজ ।
সপ্তদ্বীপমে দাস যে তে মেরে শিরতাজ ॥
জম্বু ওর পলছি শামলী বহুত রাজধ্বজি ।
কুশ পবিত্র পুনি ক্রৌঞ্চ কোন মহিমা জানে লিখি ॥
শাক বিপুল বিস্তার প্রসিদ্ধ নামি অতি পুহকর ।
পরবত লোকালোক ঔকটাপু কঞ্চন ধর ॥

অন্তার্থঃ ।

সপ্তদ্বীপ নবধণ্ডে যত ভক্তগণ ।
সভার চরণ করি মস্তকে ধারণ ॥
বহুভাগ্যে যদি পাই চরণের রজ ।
মস্তকে ভূষণ করি করি শিরতাজ ॥
জম্বু প্রক্ষ শামলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক ।
পুঙ্কর সপ্তম দ্বীপ সীমা লোকালোক ॥
মধ্য জম্বুদ্বীপ ভাগ হয় নয় বর্ষ ।
তাহাতে তারতবর্ষ পুণ্যের আদর্শ ॥
এ সকল স্থলীমধ্যে যে যে হরিভক্ত ।
অধিষ্ঠাতা ভগবানের যে যে অমুরক্ত ॥
তা-সভার চরণ আর সেই সেই স্থান ।
সুখাবহ সদাকাল পবিত্র বিধান ॥

অথ বৈকুণ্ঠ-আবরণ অষ্ট উরগ ।

অষ্ট উরগকুল বৈকুণ্ঠাবরণ ।
হরি-পারিষদ হরিবৎ অঙ্গধন ॥
ধারপাল বধা জয়-বিজয়াদিগণ ।
চিদানন্দঘনমূর্ত্তি প্রভুগতপ্রাণ ॥
ইলাপদ্ম-মুখ অনন্ত অনন্তকীরতি ।
পদ্মশঙ্ক অম্ব-কমল হরিধ্যানব্রতী ॥

বাসুকি অজিন করকোটক তক্ষক ।
সবে প্রভুসেবাপর বাসুকি পর্য্যক ॥
আগমাদিমতে অষ্ট হরি অংশ উপাস্ত ।
অগর জানেন—তত্ত্ব বিশ্ব বার বস্ত ॥

অথ সম্প্রদা-প্রণালী ।

প্রথমাবতার চতুর্বিংশতির মধ্যে ।
হরির আবেশ রামানুজ আদি পদ্মে ॥
বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্য তথা নিম্বাদিত্য ।
চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য বিদিত ॥
কলিভব সুহৃৎসরে জীব নিস্তারিতে ।
ভগবান্ অংশে আবির্ভাব পৃথিবীতে ॥
গুণের সাগর মহামহাস্ত দয়াল ।
পাণ্ডিত্যে অপার সুসিদ্ধান্ত মহীপাল ॥
শ্রুতি মহাসিদ্ধি মধি ভক্ত্যমৃত সার ।
উদ্ধার করিলা দণ্ডে সুবুদ্ধি মন্দার ॥
পরমত-বিকল্পাংশ ছেদন করিয়া ।
স্বমত যথার্থ স্থানে বিচার করিয়া ॥
চারি সম্প্রদায় চারি মহাস্ত অতঃ ।
শিষ্য অনুশিষ্য-ক্রমে দাতা বিষ্ণুমন্ত্র ॥
শ্রীকৃষ্ণ মাধবী আর সনক চতুর্ধ ।
এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মহত্ত্ব ॥
বিনে সম্প্রদায়ী গুরু উপাসনা ব্যর্থ ।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ না যায় অনর্থ ॥

পাদ্যে তথা গৌতমীয়তন্ত্রে—

কলৌ ধনু ভবিষ্যন্তে চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
কলিযুগে নিঃসংশয় চারিটা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইবে ।

তত্র চ—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মদ্রান্তে নিফল্য মতাঃ ॥
সম্প্রদায়-বিহীন যে মদ্র, তাহাকে নিফল বলিয়া
জানিবে ।

কোন সম্প্রদায় কোন মহাস্ত প্রকাশ ।
তাহার বিশেষ গুন করিলা বিখ্যাস ॥

মাধবী-সম্প্রদায়-প্রণালী ।

(দৌহা—মূল হিন্দী)

রমা-পদ্ধতি রামানুজ বিষ্ণুস্বামী জিপুয়ারি ।
নিম্বাদিত্য সনকাদি মধু কর গুরু মুখ চারি

অন্তর্ভুক্তঃ ।

শ্রী-সম্প্রদায় গুরু শ্রীল-রামানুজ-স্বামী ।

চতুর্ধ-সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য-স্বামী ॥

বিষ্ণুস্বামী মহান্ত শ্রীকৃষ্ণ-সম্প্রদায় ।

নিখাদিত্য চতুঃসন-সনক-সম্প্রদায় ॥

প্রমাণং প্রেমেরত্নাবল্যাম্—

রামানুজঃ শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঃ চতুর্ধঃ ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিনঃ কৃষ্ণো নিখাদিত্যঃ চতুঃসনঃ ॥

শ্রীরামানুজকে, চতুর্ধ মধ্বাচার্য্যকে, কৃষ্ণ
শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন নিখাদিত্যকে স্ব স্ব
সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে স্বীকার করেন ।

শ্রীগুরুপরম্পরা ।

তত্র স্বগুরুপরম্পরা, যথা—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বানরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।

শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্মহর্ষি-মাধবান্ ॥

অক্ষোভ-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিদ্ধ-দয়ানিধীন্ ।

শ্রীবিজ্ঞাননিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্মান্ ক্রমাদবয়ম্ ॥

পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-বাস্তীর্থ্যংচ সংস্কৃতমঃ ।

ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রক ভক্তিতঃ ।

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরদেব-নিত্যানন্দান্ জগদগুরুন ॥

দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যক ভক্ত্যমহে ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, বেদব্যাস, মধ্বা-
চার্য্য, পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ, জয়তীর্থ,
জ্ঞানসিদ্ধ, দয়ানিধি, বিজ্ঞাননিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম,
পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, বাস্তুতীর্থ, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র
এবং তদীয় শিষ্য জগদগুরু শ্রীশ্বরপূরী অষ্টদেব ও
নিত্যানন্দ (পর্বারক্রমে গুরু ও তচ্ছিষ্যরূপে—
শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ব্রহ্মা ইত্যাদি-রূপে) সকলকে আমরা
মাকরূপে স্তুতি করি । আর, শ্রীমৎ শ্রীশ্বরপূরীর
শিষ্য সেই শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি কৃষ্ণপ্রেমদানে
সংসারকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভজনা করি ।

অন্তর্ভুক্তঃ ।

মাকর-সম্প্রদায় গুরুপরম্পরামতে ।

প্রণালী পবিত্র গাথা প্রমাণসম্মতে ॥

গাই নিজ-মতিকর প্রকাশন লাগি ।

তত্ত্বভক্তিতাবে মিলে অস্ত্র যোগে ত্যাগি ॥

শ্রীকৃষ্ণ শিষ্য ব্রহ্মা দেবর্ষি তস্ত ।

তীর শিষ্য বেদব্যাস কবির উপাশ্র ॥

তীর শিষ্য মধ্ব তস্ত পদ্মনাভ তস্ত ।

নরহরি মহান্ শ্রীমাধব যীর শিষ্য ॥

তস্ত শিষ্য শ্রীঅক্ষোভ জয়তীর্থ তস্ত ।

জ্ঞানসিদ্ধ সাধু দয়ানিধু তস্ত শিষ্যঃ ॥

বিদ্যানিধি তস্ত তস্ত রাজেন্দ্র মহান্ ।

তস্ত জয়ধর্ম স্নেহ পুরুষোত্তম জ্ঞান ॥

তস্ত শিষ্য ব্রহ্মণ্য তস্ত বাস্তুতীর্থ নাম ।

ততো লক্ষ্মীপতি সাধুত্তম অভিরাম ॥

তত শ্রীমন্মাধবেন্দ্র গুণের সাগর ।

যীর শিষ্য অদাকৃত্য অষ্টদেব ঈশ্বর ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ জগদগুরু ভক্তস্বরূপ ।

জীবনিস্তারের হেতু প্রকটস্বরূপ ॥

মাধবেন্দ্রপূরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপূরী ।

যেঁহ কৃষ্ণ বলি সদা কান্দয়ে কুকারি ॥

তচ্ছিষ্য শ্রীদেবদেব চৈতন্য গোমাণ্ডি ।

যো-সত্তার উপায় বাঁহা বিনে আর নাই

প্রেমতরী দিয়া মেই তাবিল জগৎ ।

বিচার না কৈলা ভালমন্দ সদসৎ ॥

চলন্ত রতন বিলাইলা যারে তারে ।

হেন দয়াময় আর কে আছে সংসারে ॥

এ-হেন দয়ার নিধি তাঁরে না ভজিয়া ।

কারে ভজিবে তাই কি ধন লাগিয়া ॥

গৌরাদ বলিয়া তাই করহ ফুৎকার ।

তঁহ বিনে বিজগতে গতি নাহি আর ॥

জগাই-মাধাই ত্রাণ জগতে অনিয়া ।

কৃষ্ণদাস রহে সেই পথ নিরখিয়া ॥

অথ শ্রী-সম্প্রদায় প্রণালী ।

(দোহা—মূল হিন্দী)

সম্প্রদায়শিরোমণি সিদ্ধজা রচো ভক্তিবিতান ।

বিষ্ণুসেন মুনিবর্ষ্য সপুন বটকোপ পুনীতা ।

বোপদেব ভাগবত লুপ্ত ধরো উনব নীতা ॥

মদল মুনি শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক পরমধন ।

রামমিশ্র রসরাশি প্রগট পরতাপ পরাক্ষন ॥

যামুন মূনি রামানুজ তিমিরহরণ উদৈ তান ।
সম্প্রদায় শিরোমণি সিদ্ধুজা মূচ্যো ভক্তিবিতান ॥

অন্তর্ভাঃ ।

সিদ্ধকৃতা রমাঠাকুরাণী মূলাচার্য্য ।
তাঁর কৃপাপাত্র বিধক্সেন মূনিবর্ষ্য ॥
তত শ্রীমান্ ষটকোপ তত বোপদেব ।
দুগ্ধ ভাগবত উদ্ধারি ঘুচাইল ক্ষোভ ॥
তত শ্রীল শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ তত ।
রামমিশ্র তত শ্রীবামুন মূনিব্রত ॥
তাঁর শিষ্য রামানুজ-ভানু প্রকাশিয়া ।
তিমির নাশিলা কৃপাদৃষ্টি-কর দিয়া ॥
প্রসঙ্গে শ্রীভাগবত-উদ্ধার-কারণ ।
বোপদেব গোসাঞির কহি বিবরণ ॥
শ্রীল শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার ।
ভগবৎ-আজ্ঞার ব্রাহ্মণরূপধর ॥
কলিকালে বেদের সমর্থ আচ্ছাদন ।
করি ব্যাখ্যা করে মার্যাবাদার্থ স্থাপন ॥
কৃষ্ণভক্তি গোপন করিয়া দেবী দেবা ।
উপাসনা প্রকাশিলা ত্রিবর্গের সেবা ॥
স্বরনামে কান্দীরাজ স্বভাবে অসুর ।
তারে লওয়াইল তম ধর্ম বার্য্যচার ॥
জীবহিংসা করে বহু ভয়ের স্বভাবে ।
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নিন্দে মূঢ় তবে ॥
দেশদেশান্তরে গ্রন্থ যথা যথা ছিল ।
বলে আনি আনি সব গদ্য ডারিল ॥
ভাগবতহীন দেশ দেখি সাধুগণ ।
কাতরে শ্রীভগবানে করয়ে স্তবন ॥
প্রিয়পাত্র শ্রীল বোপদেব গোসাঞিরে ।
হইল আকাশবাণী উপায় সুন্দরে ॥
বত ভাগবত গ্রন্থ গদ্য ডারিল ।
বতন করিয়া তাহা জাহ্নবী রাখিল ॥
কিছু হানি নাহি হয় উঠাও ডুবিয়া ।
যথা শুক পূর্ববৎ উঠিবে আনিয়া ॥
এত শুনি গোসাঞি যে প্রহৃষ্ট অন্তরে ।
উঠাইলা গ্রন্থ ডুবি জাহ্নবীর নীরে ॥
বহু সম্মানিতা স্থানে স্থানে পাঠাইলা ।
মুক্তাকল নামে গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা ॥
অতএব ভাগবত-উদ্ধার-কারণ ।
বোপদেব স্বামীর কহিল বিবরণ ॥

শ্রীশঙ্কর ইহা শুনি অপরাধ মানি ।
টীকা কৈলা ব্রহ্মসূত্রবৎ অর্থ জানি ॥
আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর অতীষ্ট ।
যামুন আচার্য্য যেহ মূনিব্রত শিষ্ট ॥
তাঁহার মহিমা-গুণ জগতে প্রসিদ্ধ ।
তাঁর মত সর্বোচ্চাচার্য্যমতে হয় সিদ্ধ ॥
যামুনোচ্চাচার্য্যস্তোত্র যাহার বর্ণন ।
শ্রুতিসার অর্থ যাহা পরম প্রমাণ ॥
সংক্ষেপে 'শ্রী' সম্প্রদায় প্রণালী কহিল ।
পরে রামানুজ হৈতে বহু স্রোত হৈল ॥
শ্রীল-রামানুজ-স্বামী জুবনপাবন ।
এবে কিছু গুণ তাঁর করিব বর্ণন ॥

(দোহা—মূল হিন্দী)

সহস্র-আশ্র উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ যতন করিও ॥

গোপুর হৈল আকৃষ্ট উচ্চস্বর মন্ত্র উচ্চারিও ।
সুতে নর পরে জাগি বহুতরি শ্রবণ নি ধারিও ॥
তিন নেই গুরুদেব পদ্ধতি শুই শ্রাবী শ্রাবী ।
কুরু তারক শিষ্য প্রথম ভক্তিবপু মঙ্গলকারী ॥
কৃপণপাল করুণাসমুদ্র রামানুজসম নাহি বিচারি ॥
সহস্র-আশ্র উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ যতন করিও ॥

অন্তর্ভাঃ ।

শ্রীমান্ রামানুজস্বামী শেষ-অবতার ।
কৃপা করি প্রকটিল তারিতে সংসার ॥
গুরুস্থানে মন্ত্রদীক্ষা-শিক্ষা-মাত্র সিদ্ধ ।
শ্রামলশূন্যরূপ দেখে বস্ত্র সাধ্য ॥
দয়ার সাগর স্বামী কৃপাবিষ্ট হৈয়া ।
চিন্তয়ে অন্তরে হেন বস্ত্র না চিনিয়া ॥
ভ্রময়ে সংসারে লোক পাপপুণ্যবশে ।
বাসনা অবিজ্ঞা দুঃখসাগরেতে ভাসে ॥
আজি সর্বলোক নিস্তারিব যে ভাবিয়া ।
সম্মুখ হুয়ারে গিয়া হু'হস্তে তুলিয়া ॥
নিজ সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উচ্চৈঃস্বর করি ।
সুকায়িয়া কহে তিনবার সর্বোপরি ॥
গ্রামে বহুলোক মধ্যে বাহান্তর জন ।
শিখিলা সে মন্ত্র যেই যেই ভাগ্যবান্ ॥
কণ্ঠস্থ করিয়া অতি গোপনে রাখিলা ।
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই সিদ্ধ হৈলা ॥

তাহার তাহার শিষ্য-পরম্পরা হৈতে ।
 উজ্জিনিষি ছলভ ব্যাপিনা পৃথিবীতে ॥
 নিভার হইল লোক তাহার প্রজাবে ।
 অতাপিহ মহাশয়ের যশ গায় সতে ॥
 নীলাচল গেলা অগরাধ দরশনে ।
 সহস্রেক শিষ্য সঙ্গে কুতূহল মনে ॥
 দরশন করি মন আনন্দ পাইল ।
 সেবক রত্নর্যাগণের আচার না দেখিল ॥
 অনাচার করি অগরাধেরে সেবয় ।
 কোভিত হইয়া সব সেবক ছাড়য় ॥
 নিজশিষ্য সহ সাধু শুদ্ধাচার করি ।
 সেবন করয়ে তবে প্রেমানে ভরি ॥
 প্রতত্ত্ব ইচ্ছা প্রভুর তাহে নাহি সুখ ।
 পূর্বের সেবক সেবারে পরম উৎসুক ॥
 স্বামী প্রতি কহে প্রভু বিরমহ তুমি ।
 পূর্বমত সেবক সেবার স্মৃতি আমি ॥
 তথাচ না বিরমহে সেবানে মগন ।
 প্রভু সনে হঠ করি করয়ে সেবন ॥
 অগরাধ প্রিতস্তে কোপ নাহি করে ।
 গুরুদেবে আজ্ঞা দিলা রাধ লৈয়া দূরে ॥
 রাজিয়োগে গুরু সহস্রশিষ্য-সহে ।
 রাধে লৈয়া দূরদেশে পূর্বে যথা রহে ॥
 নিশি অবসানে নিজাত্তে উঠি চাহে ।
 কোথা আইলু এ যে দেখি পুরুষোত্তম নহে ॥
 চকিত হইয়া সতে ভাবে মনে মনে ।
 বুঝিলাম ইহা অগরাধের গঠন ॥
 ভাল ভাল তাঁহার যাহাতে হয় সুখ ।
 সেই মোর সুখ তাহে নাহি কিছু দুখ ॥
 শ্রীসম্পদার আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী ।
 শ্রুতির সঙ্ঘাষা য়েহ প্রকাশে আপনি ॥
 তাঁর শ্রীচরণপদে শরণ লইল ।
 মো-সবা জীবে বেন উপায় সজিল ॥
 শ্রুতির কুবাখ্যা মেঘে আচ্ছাদন ছিল ।
 রামানুজস্বামি-বাতে মেঘ উড়াইল ॥
 তবে শুদ্ধভক্তি-রবি উদয় করিয়া ।
 জগতের অন্ধকার দিলা খেদাড়িয়া ॥
 সকল প্রসঙ্গ মূল লেখা নাহি ব্যগ্র ।
 যেহেতুক অতিশয় পুস্তক বাচর ॥
 বখাশক্তি বুদ্ধিসাধ্য ক্রমেতে বর্ণিব ।
 মূর্খ বলি কৃষ্ণাঙ্গে স্বামী না করিব ॥

অথ শ্রীরামানুজস্বামীর শিষ্য- প্রশিষ্যের প্রণালী ।

শ্রীল রামানুজ-স্বামী বড় কৃপা কৈল ।
 শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে জগৎ তারিলা ।
 তাহার পদ্ধতি শুন পরমমহত্ব ।
 প্রবেশমঙ্গল হয় পরমপবিত্র ॥
 প্রধান সেবক শ্রীল দেবাচার্য্য নাম ।
 তাঁর শিষ্য শ্রীরাধবানন্দ গুণধাম ॥
 তাঁর শিষ্য হন শ্রীমান্ গুরু রামানন্দ ।
 কুবনপাবন য়েহ তত্ত্বপরানন্দ ॥
 অসংখ্য তাঁহার শিষ্য নাহিক অধি ।
 তার মধ্যে কিছু কহি পবিত্রিতে বিধি ॥
 শ্রীঅনন্তানন্দ আর কবীর মহাশয় ।
 সুখানুর পদ্মাবতী মহিমা বিজয় ॥
 শ্রীনরহরি শ্রীমান্ পীপা ভবানন্দ ।
 কইদাস আর ধনা-আদি শিষ্যবৃন্দ ॥
 বহু শিষ্য প্রশিষ্য বিশ্বমঙ্গলধরূপ ।
 জীবজ্ঞাপকারণ দ্বিতীয় রামরূপ ॥
 অনন্তানন্দের পদ পরশিয়া লোক ।
 নির্কৃতি পাইলা পাসরিলা দুঃখশোক ॥
 আর যোগানন্দ গরেশ করমচন্দ্র ।
 অহল পৈহারী শুভ ভক্তের মহেন্দ্র ॥
 গারি রামদাস শ্রীরঙ্গ গুণাকর ।
 তাঁহার চরিত্র কিছু হয় চমৎকার ॥
 নরহরি শুভরবি উদিত হইয়া ।
 মুদিত ভক্তি পদ্য দিলা প্রকাশিয়া ॥
 ভক্তি অপার সিদ্ধ হস্তর দুর্গম ।
 তাহাতে রচিত ভেলা করিয়া সুগম ॥
 অনায়াসে পার-তক গমন করিলা ।
 খেলাইয়া বাইচ-সুখ আশ্বাদন কৈলা ॥
 প্রত্যেকে যে ইহা সত্যর গুণেতে বিস্তার ।
 কহিতে নারিল মাত্র কৈল নমস্কার ॥
 শ্রীল রামানুজ স্বামী শিষ্যের সহিতে ।
 কৃষ্ণদাস শরণ লইতে চাহে চিতে ॥

শ্রীনিব্বাদিত্য স্বামীজী ।

নিব্বাদিত্য এক দণ্ডী গুরে নিমগ্নিলা ।
 জব্য আরোহন পাকে সন্ধ্যা আসি হৈলা ॥

যতি শাস্ত্রবচন পড়িয়া কহে তবে ।
 যাহ্নে ভিক্ষা দত্তির নিবেদন বিধি যবে ॥
 ইহা শুনি চিন্তি নিবাসিতা মহাশয় ।
 নিজ ভক্তিবলে সাধু স্থানিলা উদার ॥
 আশ্রিত্য আহ্নে বৃহৎ নিবসুক ।
 উদয় করিল। আসি বৃক্ষোপরি অর্ক ॥
 কৃষ্ণভক্ত অহুরোধে সূর্য্যদেব আসি ।
 প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি ॥
 ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি ।
 সূর্য্য নিবাসনে গেলা লইয়া সন্মতি ॥
 তখন প্রহর নির্শ প্রতীত হইল ।
 যতির আশ্চর্য্যবোধ তখন জন্মিল ॥
 কৃষ্ণভক্ত নিবাসিত্য প্রভাব দেখিয়া ।
 চরণে পড়িল। যতি শরণ লইয়া ॥
 সাধুসঙ্গ-মহিমা দেখয়ে অদভূত ।
 কৃষ্ণভক্ত হৈল। যতি ছাড়ি জ্ঞানমত ॥
 তাঁহার চরণরজ মস্তকে ধারণা ।
 করিয়া কৃতার্থ হই পাই এক কণা ॥

চাতুরাচার্য্য-মহিমা-বর্ণন ।

চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য মহাস্ত ।
 বেদের স্বরূপ বেদনিধি বিজ্ঞ-অস্ত ॥
 বিচারে পাণ্ডিত্যে যে অদ্বিতীয় অপার ।
 কুসিদ্ধান্তবাদি-পরাজবে খড়্গাধার ॥
 চারিভক্ত চারি হয়ে দিগ্গজস্বরূপ ।
 ভক্তিতুমি দাবি রহে বিক্রমে অস্থপ ॥
 মহাস্তের শক্তি কাটি খান খান কৈল ।
 শুদ্ধভক্তিমত ব্রহ্মা-অস্ত তেরাগিল ॥
 কাটিয়া দুই সিদ্ধান্ত বন্ধুক খেলিল ।
 সচ্চিৎ-আনন্দরূপ রাজ্য হাত কৈল ॥
 রাজ্য-সুখভোগ করি প্রজা বগাইল ।
 প্রজা সুখী হৈল। নৃপ জয় মানাইল ॥
 প্রেমামৃত-শস্ত্র প্রজা খায় মহানন্দে ।
 নির্ভয়ে বেড়ায় সদা নির্দ্বিগ্ন নিঃশঙ্কে ॥

শ্রীলালাচার্য্য ।

রামানুজস্বামীর জামাতা লালাচার্য্য ।
 তাঁহার চরিত্র কিছু শুনিতে আশ্চর্য্য ॥

পরম ভক্তিবান্ বৈষ্ণবে শিরীতি ।
 গুরুতে একান্ত রতি বাক্যে ত প্রতীতি ॥
 গুরু শিলা দিলা বাপু বৈষ্ণবে সেবিবে ।
 বহুবাক্য গুরু বৈষ্ণবে জানিবে ॥
 তুলসীর মালা ভাল তিলক দেখিবে ।
 দোষ গুণ বিচার তাহার না করিবে ॥
 সহোদর ভ্রাতা যেন তাহারে দেখিবে ।
 তার হিতে রত হবে প্রণয় করিবে ॥
 গুরুবাক্যে লালাচার্য্যের সূদৃঢ় বিশ্বাস ॥
 বৈষ্ণবচরণে অসাধারণ মনোমগ্নাস ॥
 দৈবযোগে একদিন নদীর পাথারে ।
 এক শব ভাসি যার বৈষ্ণব আকারে ॥
 গলায় তুলসী মালা তিলক নাশাতে ।
 দেখিয়া শ্রীলালাচার্য্য লাগিল। চিন্তিতে ॥
 এই মোর ভাই হা হা কিরূপে মরিল ।
 ভাসিয়া যাইছে কেহ গতি না করিল ॥
 ইহা কহি উঠাইয়া ধরি বন্ধঃস্থলে ।
 কান্দিতে লাগিল। সাধু হইয়া বিকলে ॥
 লোকে বলে লালাচার্য্য কান্দ কি লাগিয়া ।
 হৃদয়ে ধরেছ কোথাকার শব লইয়া ॥
 লালাচার্য্য কহে মোর ভাই মরিয়াছে ।
 নদীতে ভাসিয়া যাইতে পাইলাম কাছে ॥
 লোক সব উপহাস করিয়া চলিল ॥
 লালাচার্য্য শব লইয়া গৃহেতে আইল ॥
 বিমান সাজাইয়া বহ বৈষ্ণব আনিলা ।
 নামসংকীর্তন করি দাহ-আদি কৈল ॥
 মিষ্টান্ন পকায় বহ আয়োজন করি ।
 মহোৎসব করি নিমন্ত্রিয়া স্বনগরী ॥
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিজ কুটুম্ব আকীর ।
 কেহো না আইল কহে জাত্যন্তর ভয় ॥
 কোথাকার মড়া কোন্ জাত তারে আনি ।
 ভাই বল দাহ আদি করিলা আপনি ॥
 তার কার্য্যে নিমন্ত্রণ কর বে সজ্জনে ।
 নিন্দয়ে গ্রামের ভয়লোক জনে জনে ॥
 বৈষ্ণবের গণ কেহ না আইগে তরাসে ।
 কি করিবে দশ ভজ্ঞ-সমাজেতে বৈসে ॥
 বৈষ্ণবের ক্রিয়া সূত্র। অস্তে কি জানিবে ।
 প্রাকৃতের কায় করি লোকে মানে সবে ॥
 অপরাধ কৈল বৈষ্ণবেরে উপেক্ষিল ।
 নিজঘরে তুলিয়া অনল ডেকাইল ॥

কেহ যদি না আইল লাল'চার্য্য-গৃহে ।
 তাহার রহস্য শুন অপক্লপ বাহে ॥
 বিবরণ গুরুস্থানে বাইরা ক'হিল ।
 তেঁহ কহে দরিত্র যে রত্ন হারাইল ॥
 বুঝিতে নারিল লোক ইহার মহিমা ।
 চিন্তা নাই কৃষ্ণসু করিবেন সীমা ॥
 লাল'চার্য্য ঘরে আসি দেখে অদ্ভুত ।
 বৈষ্ণব আসিতে তেজঃপুঞ্জ যুগে যুগে ॥
 আকাশে বিমান শত শত আইসে যায় ।
 বৈকুণ্ঠের পাখিযদগণ আ'দি খায় ॥
 কেবা দেয় কেবা আনে কেবা পরিবেবে ।
 কত আইসে যায় খায় নাহি হয় দিশে ॥
 মহামহোৎসব করি সবে যবে গেলা ।
 ভদ্র অভিযানী লোক অদ্ভুত দেখিলা ॥
 আকাশে দেখে স্বর্গ রথ আইসে যায় ।
 চমকিয়া সব লোক আচার্য্যের পায় ॥
 বাইরা চরণে পড়ি শুবন করয় ।
 অপরাধ মো' সত্যার ক্রম মহাশয় ॥
 তেঁহ কহে ভাই কিছু অপরাধ নাই ।
 বৈষ্ণব উচ্ছ্রি খাণ যাইবে বালাই ॥
 বৈষ্ণব চরণেজ করহ বন্দন ।
 যাইবে যতক দুঃখ পাইবে মোচন ॥
 এত শুনি বৈষ্ণবের শেষ যে আছিল ।
 দুই হস্তে খায় আর মাথিতে লাগিল ॥
 তৎক্ষণাৎ অভিযান দস্ত দূরে গেলা ।
 আচার্য্য করিলা কৃপা বৈষ্ণব হইলা ॥
 ভক্তির কিরণে দেশ ঝলমল হৈল ।
 জগতে অমৃত-ফল আবাদন কৈল ॥
 নাধুসদফল ভুবি ভরিয়া ফলিল ।
 কৃষ্ণদাস অস্তাগার ভাগ্যে না মিলিল ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা চতুঃসপ্তদশ-আচার্য্যগণ বর্ণনঃ
 দশম মালা ॥১০॥

একাদশ মালা ।

—*—

শ্রীগুরুভক্ত-আদিভক্ত-প্রবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ॥
 শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দুস-বঘুনাথ ॥

আখ্যান গুরুভক্ত বৈষ্ণব ।

গঙ্গাতীরে বাস বহু বৈষ্ণব কুটীরে ।
 তার মধ্যে এক গুরুভক্ত দৃঢ়তরে ॥
 কোন কার্য্যাস্তরে গুরু গ্রামাস্তরে বাইতে ।
 সেই শিষ্য সজ লৈল সেবা অমুগতে ॥
 গুরুদেব কহে তুমি সঙ্গে না যাওহ ।
 শিষ্য কহে বিচ্ছেদে ধরিতে নারি দেহ ॥
 শ্রীচরণ সেবা মোর একান্ত নিরম ।
 কেমনে রহিব তাতে করিয়া বিরাম ॥
 তেঁহ কহে মুনি অন্নদিনেতে আসিব ।
 গুরুর স্বরূপ এই জাহ্নবেতে সেব ॥
 ইহাতে ইহাব তব গুরুব সেবন ।
 তাহাতে অকথা নাহি কহিছ প্রথণ ॥
 ইহা শুনি শিষ্য মনে আনন্দ পাইল ।
 গুরুর স্বরূপ গঙ্গা বিশ্বাস হইল ॥
 গঙ্গার সেবায় তবে নিযুক্ত হইল ।
 নানামত সেবা ভক্তি করিতে লাগিল ॥
 জলে পাদস্পর্শ কত ভ্রমে নাহি করে ।
 বিনে পান অস্ত্র ক্রিয়া করে কুপনীরে ॥
 তা দেখিয়া অস্ত্র যে বৈষ্ণব তথাকার ।
 ঈর্ষ্য করি কহে এ কি আবার তোমার ॥
 শ্রান নাহি করে গঙ্গাজলে নাহি নাবো ।
 যত লোক করে তারা নরকে কি বাবো ॥
 ইহা কহি কেহ ভৎসে কেহ উপহাসে ।
 তেঁহ তাহা নাহি শুনে গুরু-আজ্ঞাবশে ॥
 কথোক দিবসে গুরু আইলা আশ্রমে ।
 অস্ত্র অস্ত্র গুরুস্থানে কহে কথা ক্রমে ॥
 ক্রোধে গঙ্গাশ্রান আদি পাদস্পর্শডরে ।
 এবং অস্ত্র ক্রিয়া-আদি কিছুই না করে ॥

নিদাহলে কহিলেন কিন্তু গুরু মনে ।
 সন্তুষ্ট হইয়া বাহে কিছুই না ভনে ॥
 সর্বজ্ঞ যে গুরু মনে বিচার করিলা ।
 এই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতি গদা কুণা কৈলা ॥
 আর ঐহার ইহ মর্ম না জানিয়া ।
 ঈর্ষা করি নিন্দে কিছু দিব জানাইয়া ॥
 এত ভাবি গুরু সর্বশিষ্য সমিভ্যারে ।
 গদাঘ্রানে গেলা কিছু গূঢ়ার্থ অন্তরে ॥
 শত শত শিষ্য দাণ্ডাইয়া রহে তীরে ।
 গুরু শ্রবণ করে নাহি কণ্ঠ-মগ্ন নীরে ॥
 গদাসেবী সেই শিষ্যে আজ্ঞা কৈলা সাধু ।
 গামছা আনহ বাপু কহে বৃহ বৃহ ॥
 তাহা শুনি চিন্তাকুলি ইতি-উধি চার ।
 পাদস্পর্শ কিরূপেতে করিব গদার ॥
 বিশেষতঃ গুরু-আজ্ঞা লজ্জিব কেমনে ।
 সন্তুষ্ট পড়িল সাধু ইৎকণ্ঠিত মনে ॥
 গুরু-আজ্ঞা বলবান ভাবিয়া চলিল ।
 জলে পাদ অর্পিতই কোতুক হইল ॥
 গুরু-গদা-কৃপাবলে দেখে চমৎকার ।
 কমল প্রকাশে গদা দেয় পাদভার ॥
 যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয় ।
 সেইখানে পদতলে কমল ফুটয় ॥
 প্রতি পাদ পদোপরি ধরিয়া চলিল ।
 গুরুহস্তে বস্ত্র দিয়া নেটটি আঁইলা ॥
 জলে নাহি পাদস্পর্শ হইল সাধুর ।
 বৈষ্ণবমণ্ডলা দেখে থাকিয়া অদূর ॥
 দেখি চমৎকার মুখে নাহি সরে বাণী ।
 এ কি অদভূত এই সাধু কে না জানি ॥
 ঐহার চরণে কত কৈল অপরাধ ।
 নিম্নিহ্ন বিক্রম কৈল করিহ্ন বিবাদ ॥
 ঐহাতে প্রভুর কৃপা যথোচিত হয় ।
 তাহার প্রমাণ এবে দেখিহ্ন নিশ্চয় ॥
 এত কহি তাঁহার চরণ সবে ধরে ।
 অপরাধ ক্ষেমাইতে স্তুতি নতি করে ।
 সাধুর স্বভাব তেঁহ কুণ্ঠিত হইয়া ।
 করবোদ্ধ করে অতি বিনয় করিয়া ॥
 গুরু অঙ্গযোগ কৈল সবে শিষ্যগণে ।
 বিচার নাহিক কর নিজ অভিমানে ॥
 উত্তম মধ্যম নাহি চিনহ্ন অভ্যপি ।
 আশঙ্কারে শ্রেষ্ঠ মান গুণ দোষ ন'পি ॥

সেই সাধুগণ শ্রীচরণধূলিকণ ।
 মস্তকে ধারণ করি করিয়া বস্ত্র

শ্রীরঙ্গ বণিক ।

জৌগা নামে গ্রামে স্থিতি সরাপি ব্যবসা ।
 আত্যাংশে বণিক শ্রীরঙ্গ মহাযশা ॥
 তার এক ভ্রাতা নিজ কর্মের গতিকে ।
 মরিয়া হইলা দূত কৃতান্ত অন্তিকে ॥
 প্রেতাকার রূপ জীবে কর্ম অজুযাই ।
 দেহপাত করাইয়া আকর্ষে সদাই ॥
 শ্রীরঙ্গের পুত্র প্রতি কুদৃষ্টি করিলা ।
 পুত্র দিনে দিনে কীণ হইতে লাগিলা ॥
 বালকে ব' কহে মোব মুক্তির উপায় ।
 করহ নতুবা মুণ্ডি মারিব তোমার ॥
 বালক কিছু না কহে বুঝতে না পারে ।
 এক দিন চক্ষু দে খলা স্থানান্তরে ॥
 বলদ-বাহকগণ দ্রব্য লইয়া যায় ।
 সেই দূত এক বুধে করিল আশ্রয় ॥
 অনেক-বাহক-মধ্য এক কক্ষফলে ।
 শূদ্র উৎপাটন করি মারে বক্ষঃস্থলে ॥
 মরিল বাহক সমাগরে লৈয়া গেণা ।
 বালক চাক্ষুষ দেখি কম্পিত হইলা ॥
 হরির ভজন নাহি করে যেই জনে ।
 অই গতি হয় তার জনমে জনমে ॥
 একনি দূত আসি পুন কহে তারে ।
 তোমার পিতারে কহি মুক্ত কর মোরে ॥
 নতুবা তোমাতে আজি মারিব পরাণে ।
 ভয়েতে কম্পিত শিশু কহে নিজ জনে ॥
 আত্মোপাস্ত বিবরণ সকল কহিল ।
 ভাই বন্ধু মাতা শুনি চিন্তিত হইল ॥
 মাতা কহে সত্য হবে এ কথা প্রমাণ ।
 পুত্রের আকার কীণ দেখি আনচান ॥
 ইহা কহি মাতা তার কান্দিতে লাগিলা ।
 তার মধ্যে কোন শিষ্ট উপায় স্থজিলা ॥
 মাতাকে কহরে তুমি চিন্তা নাহি কর ।
 কোন বিষ নাহি হবে মোর কথা ধর ॥
 শ্রীরঙ্গ পরম সাধু বৈষ্ণব মহাস্ত ।
 তাহার চরণাম্বুতে বিষ হইত শান্ত ॥

বৈষ্ণবের পাদোদক ভুবনপাবন ।
 অতএব বিষ্ণু নামে মননকারণ ॥
 প্রেত মুক্তহেতু নিজ করে বিড়ম্বন ।
 তার মুক্তি হবে আর বাঁচিবে নন্দন ॥
 শ্রীরঘের পাদোদক লইয়া শয্যায় ।
 শুইয়া থাকুক শিত্ত সতর্ক হৃদয় ॥
 বধন আসিবে প্রেত বিয় করিবারে ।
 পাদোদক যেন তার ডারে অঙ্গোপরে ॥
 পাদোদক-স্পর্শে প্রেত মুক্তি হইবে ।
 ছই কার্য সিদ্ধ হবে সদর্থ মিলিবে ॥
 তাহা শুনি সব জন আনন্দ পাইল ।
 সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসা করিল ॥
 সেইমত আচরণে পাদোদক লৈয়া ।
 মুক্ত হৈল প্রেত, শিত্ত রহিল বাঁচিয়া ॥
 অতএব বৈষ্ণবচরণামৃত মহা ।
 মহিমা যে চমৎকার নাহি যায় কথা ॥
 মুক্তির ক। কথা কৃষ্ণ-প্রেম উপজয় ।
 যার বিন্দু পানমাত্রে বেদে ফুকারয় ॥
 বিশেষ শ্রীরঘ দেব ভাগবতোত্তম ।
 তাহাতে আশ্চর্য্য কত অতি সে সুগম ॥
 বৈষ্ণবের পাদোদকে প্রেত মুক্ত হৈল ।
 কৃষ্ণদাস ইহা শুনি ভরসা বাঞ্ছিল ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস সাধু ।

কলিযুগে কৃষ্ণদাস নির্দেহ-অবধি ।
 পরমপান কৈলা আর তেজি নিরবধি ॥
 যার নিরে হাত দিয়া আশীর্বাদ করে ।
 কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে সেই বিয় যায় দূরে ॥
 জীবন-মুক্তি হয় হয় সর্বসিদ্ধ ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক যোগ তপ ঋক ॥
 কৃষ্ণদাস মহামুনি অগতে বিখ্যাত ।
 তেজঃপুঞ্জ উজ্জ্বলতা ভজনে উন্নত ॥
 যতেক ততক যদি পরম নির্মল ।
 তাহা প্রকাশক দিবাকর সুনীতল ॥
 বড় বড় দেশপতি কুলক রাজন ।
 পর্বত কন্দরে তারে দিলা দরশন ॥
 বড় কপা কৈলা তারে তত্ত্বশক্তি দিলা ।
 মহাতত্ত্ব হৈলা হরিসেবার মাতিলা ॥

একদিন কৃষ্ণ-লাগি জিলেপি আশ্রিতে ।
 নিজ শিত্ত একখানি নিল তাহা হৈতে ॥
 কৃষ্ণ-হেতু রাজার মনোজ্ঞ খাতি বঁধ ।
 অগ্রভাগ নিল বলি হইলা অসুস্থ ॥
 পুত্রের মন্তকচ্ছেদে উত্তোষ হইল ।
 সাধু দয়া করি তারে আপনি বাঁচিলা ॥
 রাজার তনয় বড় ভক্তিমান হয় ।
 তাহার সদ্গুণ বড় সর্বলোকে গায় ॥
 বৈষ্ণবের সেবা তার অপূর্বকর্ষন ।
 ডেকমাত্র দেখিলেই করয়ে স্তবন ।
 বৈষ্ণবের শ্রীগণের গরভ দেখিয়া ।
 গর্ভের বালকে স্তুতি করয়ে আর্জ হৈয়া ॥
 এই গর্ভে সন্তান যে মহাপুজ্যতম ।
 কৃষ্ণের ভক্ত হবে ভুবন-পাবন ॥
 শ্রীগণের পূজন-সম্মান বহু করে ।
 বৈষ্ণবী বৈষ্ণব-শ্রী বৈষ্ণব উদরে ।
 অতএব তাঁহার মহিমা সুবিমল ।
 ভুবনপাবন তাঁর শ্রীচরণ-জল ॥
 লালসা করহ তাঁর পদরজকণ ।
 বৈষ্ণবের ভক্ত যেই সেই সে সুজন ॥

শ্রীকীলহজী ।

শ্রীমান্ কীলহঁ আর অগর ছই তাই ।
 মহা অমৃতব পৃথিবীর রত্ন ছই ॥
 শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে সদা বাস ।
 মানসিংহ রাজা আইলা করিতে সন্তান ॥
 কীলহজীর নিকটে রাজা প্রণত কঙ্কর ।
 পুছরে স্মৃষ্টি বাক্যে নিজ-ইষ্টকর ॥
 হেনকালে কীলহজী উঠিয়া হস্ত তুলি ।
 উজ্জ্বল হইয়া কহরে তালি ডালি ॥
 রাজা তাহা দেখি কিছু চমৎকার হৈলা ।
 সাধুহানে পুনঃপুনঃ পুছিতে লাগিলা ॥
 রাজার আগ্রহে সাধু কহে বিবরিয়া ।
 মোর পিতা শ্রীমদেকনাথ শুদ্ধহিয়া ॥
 শুদ্ধহাটদেশে থাকি কৃষ্ণের ভূষিলা ।
 অল্প দেহ ত্যাগি সাধু বৈকুণ্ঠে চলিলা ॥
 রতন-বিমানে অলৌকিক রূপ ধরি ।
 গেলা মোরে কহিলা স্কন্দরসাম করি ॥

মুক্তি উঠি সমাপরে সম্মান করিল ।
রাজা শুনি সেই দিন লিখিয়া রাখিল ॥
মাস দিন বার তিথি লিপি করি তথা ।
পাঠাইলা গুজরাট সাধু চিলা যথা ॥
তত্ত্ব জানিলা সুধেকর প্রাপ্তিকথা ।
সেই দিন বার মিলে নহিল অকথা ॥
আর তন সাধু শ্রীকীলহজীর চরিত্র ।
কালের অধীন নহে মহিমা পবিত্র ॥
হরিপূজাচেষ্টুক পেটারি হৈতে কুল ।
লইতে তাহাতে ছিলা কাল তীক্ষ্ণ ব্যাণ ॥
অঙ্গুলিতে দংশন করিল করি রোষ ।
মহাশয় মুহু হাসি পাইলা সন্তোষ ॥
সাধুর স্বভাব কিছু আশ্চর্য্যকথন ।
কোপে সুখ জন্মে করিবারে আক্রমণ ॥
এ কারণ পুনঃ পুন সর্পে সুখ দিতে ।
অঙ্গুলি কাটার মহাশয় হৃষীকিতে ॥
বিষ নাহি চড়ে ইন্তে ক্ষত নাহি হয় ।
সংসারগগন ধীরে দেখিয়া পলায় ॥
তীর পদধূনিমগ্নোবধি যদি পাই ।
তবে এই ভব-বিষ-জাগাতে এড়াই ॥

শ্রীঅগ্রদাসজ্ঞা ।

শ্রীল-অগ্রদাস সদা হরিসেবামত ।
তৈলধারা স্নায় এক কণ নহে ব্যর্থ ॥
সদাচার সাধুসংগে যথা অমুকুল ।
পরিপূর্ণ তাহে যাহে হরিতত্ত্ব মূল ॥
সিদ্ধ প্রেমরাগ সদা এক রস বহে ।
নির্মল রসনা সদা রাম রাম কহে ॥
নরানে বহ্নে ধারা বরষার নীর ।
নির্দোষ সুধারা শুদ্ধভক্তিযতে ধীর ॥
মহারাজ যানসিংহ দর্শনে আইলা ।
ভূতাপণ সঙ্গে বহু সমৃদ্ধি ছাইলা ॥
মহাশয় আশ্রমের কুটা-পত্র-আদি ।
খাড়ু দিয়া টুকরি ভরিয়া স্থান শুধি ॥
দূর গর্তে ফেলার লইয়া নিজমনে ।
নিরপেক্ষ সাধু নাহি চাহে রাজা পানে ॥
রাজার যে আগমনে সুখ নাহি পাইলা ।
দূরে দুকতলে বাই বসিয়া রহিলা ॥

রাজার সাহস নহে নিকট বাইতে ।
হেনকালে শ্রীনাভাজী আইলা ॥
সাষ্টোদ প্রণাম করি স-অশ্রু নয়ানে ॥
ষোড়শের দণ্ডাইয়া রহে ঝরুহানে ॥
র'জা কিছু দূরে একা বাই ভূমে পড়ি ।
সাষ্টোদে প্রণাম শুব করে কর ষোড়ি ॥
অধিভক্তি করি ছই এক বাক্যদ্বারে ।
সম্মান করিয়া নৃপে গেলা নিজঘরে ॥
নিরপেক্ষস্বভাব সাধুর গুণ দেখ ।
রাজ-অমুরোধে আশামাত্রাতে নাহিক ॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি পরণাম ।
হরির ভজন বিহু নাহি অল্প কাম ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ।

কলিযুগে ধর্ম্মপাল শঙ্কর-আচার্য্য ।
অজ্ঞ অনীশ্বরবাদী বুদ্ধি যে কদর্য্য ॥
উৎকৃষ্টা কৃতार्কিক যে জন পাবণ্ড ।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জনার গর্স কৈলা ধণ্ড ॥
বিমুখ স্রমুখ কৈলা সংমার্গে আনিয়া ।
সদাচার প্রকাশিলা শক্তি সকারিয়া ॥
দৈবরাংশ শ্রীশঙ্কর ভূবি অবতারি ।
হিত আর অহিত সৃজিলা বেছা করি ।
তাঁহার বিশেষ কিছু কহি তন সবে ।
শ্রীল-রামানুজ-মধ্বাচার্য্য-মতভাবে ॥
সর্বাচার্য্যশিরোমণি শ্রীল-সনাতন ।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজীব-আদি যে কৈলা বাধান ॥
সকল আচার্য্যমত ঐক্যাক্যযতে ।
সিদ্ধান্ত কহিলা সতে শাস্ত্র-অভিমতে ॥
শ্রীশঙ্কর শ্রীমদ-ভগবত-আজ্ঞাতে ।
বিরুদ্ধ শাস্ত্র সৃষ্টি কৈলা নানামতে ॥
শঙ্কর-আচার্য্য নাম বিপ্ররূপ ধরি ।
বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদিলা ভক্তি করি ॥
কৃতির তাৎপর্য্য অর্থ ভগবান্ শ্রায় ।
প্রাণোপায় ভক্তিজ্ঞানপদার্থ উত্তর ॥
জীব নিত্যদাস হয়ে ভট্টহ-শক্তি ।
আপনা স্বরূপজ্ঞানে পাওয়ার মুক্তি ॥
ইহা মুখ্য অর্থ ভেজি গোণার্থ স্থাপিলা ।
লক্ষণা করিয়া নিরাকারবাদ কৈলা ॥

শ্রীবিষ্ণুহ অনন্তর নবর কহিয়া ।
 কথোত্তরি জীব ডারে পড়েতে পুতিয়া ॥
 ভক্তিহীনবোধির ভক্ত তাহা আছাদিয়া ।
 শুদ্ধজ্ঞান ভক্তগুণে দিলা ফেলাইয়া ॥
 আর আর নানা মতে লোক বিভ্রমিলা ।
 তাহার প্রমাণ পদ্মপুরাণে কহিলা ॥
 আচার্য্য উত্তমগুণে বিচার করিলা ।
 প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়া স্বমত স্থাপিলা ॥
 ভক্তিমার্গে সব লোক মুক্ত হৈয়া যায় ।
 ভগবানের সৃষ্টিলীলাখেলা নাহি হয় ॥
 এ কারণ হেনমতে লোকে বিভ্রময় ।
 ঈশ্বর করিলে জীবের সাধ্য কি আছয় ॥
 কিন্তু হরিভক্ত কেহ ভুলাইতে নারে ।
 মারাবাদে কি করিবে স্বয়ং পরিহরে ॥
 বিষ্ণু-অনিভ্যজ্ঞান পথে যেই যায় ।
 সেহ মূঢ় অধম নরকভাগী হয় ॥
 সভামধ্যে বৈসে যদি গলে হস্ত দিয়া ।
 বাহির করিয়া দিব তিরস্কার করিয়া ॥
 শাসন-আদি করি বিফলস্বপ্ন করিব ।
 পুন তার নাম মুখে নাহি উচ্চারিব ॥
 ইহার প্রমাণ ঘটনান্তরে আছয় ।
 না করিলে ইহা সেই প্রভাবারী হয় ॥
 নির্ভেদ ব্রহ্মসাক্ষান জ্ঞান যেহ ।
 হরিভক্তি-মিলে বিনে সিদ্ধ মহে সেহ ॥
 বুঝা পরিশ্রম হয় অর্থ না মিলয় ।
 শব্দের আশায় যেন আগড়া কুটয় ॥

শ্রীভাগবতে দশমে—

স্নেহঃসুতিং ভক্তিমুদ্রা তে বিভো,
 ক্রিষ্ণতি যে কেবলবোধলকরে ।
 তেহামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
 নাস্তদ্বধা স্থলভূবাবধাতিনাস্ ॥

হে বিভো । আপনার ভক্তিমার্গে কল্যাণস্রোত
 প্রবাহিত, (ভৎসনপরিভ্যাগে) কেবল জ্ঞানলাভার্থ
 স্নেহ ক্লেশই পাইয়া থাকে । তাহারে যে কষ্টস্বীকার
 করে, তাহা স্থলভূবাবধাভোগের ক্লেশের জ্ঞান ।

তাহার ভাৎসর্গ্য কল নির্মাণমুক্তি ।
 অপরাধী জনে হয়ে বিনা শুদ্ধভক্তি ॥
 ভক্তিরস-সুধস্রোত আশ্রয় না জানি ।
 কাকে যেম্ মিথকল-ধার সুধ মানি ॥

ভকতে ভকতি বিহু চতুর্কর্গকল ।
 দৃকপাত না করে যেন প্রণালীর জল ॥
 প্রত্যেকে দেখেই আর ভক্তিগণ কহে ।
 হরিভক্তি মুক্তিচতুর্কর নাহি চাহে ॥
 অতএব হেন রসে বঞ্চিত হইয়া ।
 মুক্তি চাহে ভবে মাত্র বাঁচে পলাইয়া ॥
 ভক্তগণ বিদ্রের মস্তকে দিয়া পাদ ।
 প্রেম যে পরমস্বাদ করয়ে আশ্রয় ॥
 সহস্র করিলে ইহা মূঢ় নাহি বুঝে ।
 উট যেন সাজিকাঁটা খাইবারে সূজে ॥
 অতএব শ্রীশঙ্কর লোক বিভ্রমিয়া ।
 স্বয়ং হরিভক্তিরসে মগন হইয়া ॥
 পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রেমতে মগনে ।
 শুদ্ধভক্তি প্রকাশিলা বৈষ্ণবের স্থানে ॥
 মত্ত হৈলা কৃষ্ণলীলারস-আশ্রয়নে ।
 কিন্তু নাহি জানে আদিরস-প্রকরণে ॥
 বিরক্ত হইয়া স্রোতস না বুঝায় ।
 রস জানিবারে প্রবেশয় পরকার ॥
 কোন স্থানে এক রাজা তার মৃত্যু হৈল ।
 শুনি নিজদেহ এক গৃহেতে স্থাপিল ॥
 শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ ।
 রাজ-মৃত্যুদেহে মুক্তি প্রবেশ করহ ॥
 রাণীগণগণে রসবিহার করিয়া ।
 জানিব রসের রীত স্বতঃ আশ্রয়িয়া ॥
 রস জানিবার হেতু ভাৎসর্গ্য অন্তরে ।
 রাধাকৃষ্ণরসভক্ত জানিব আদরে ॥
 মোহমুদগর নামে বৈরাগী প্রধান ।
 গোলোক রচনা করি দিলা শিষ্যস্থান ॥
 যদি মুক্তি রাজ্যস্থখে হই মুখাশ্রয় ।
 এই সব শ্লোক তবে শুনাবে আমার ॥
 মোর এই দেহ কেহ নষ্ট করিবারে ।
 যদি চাহে তবে শীঘ্র জানাবে আমারে ॥
 এত কহি রাজ-মৃত্যুদেহে যাই পৈশে ।
 মরিয়া বাঁচিল রাজা সবে কহে হর্ষে ॥
 রাজরূপে কথোদ্ভিন রাণীগণ সনে ।
 নানারস বিলাসয় বিশেষ কারণে ॥
 বড় রাণী সূচতুরা বুঝিলা অন্তরে ।
 এ ভো কহু রাজা নহে স্বভাববিচারে ॥
 মরিয়া বাঁচয়ে এ ভো না হয় সম্ভবে ।
 মুক্তি কোন সিদ্ধ প্রকাশিলা এই শব্দে ॥

ইহা অসুমান করি গোপনীয়মতে ।
 নিজলোকে কহে রাণী প্রফুল্লিত-চিত্তে ॥
 এই সহরেতে যথা থাকে মৃত্যুদেহ ।
 নীত্র যাই সেই সব অ'লাইয়া দেহ ॥
 এত শুনি ভূত্যাগণ খুঁজিতে খুঁজিতে ॥
 দেখে এক গৃহে এক শব বস্ত্রাবৃতে ॥
 বিপ্রগণে রক্ষা করে দেখি ভূত্যাগণ ।
 দাহ করিবারে সবে করে আকর্ষণ ॥
 ভাবিত হইয়া আস্তে আস্তে শিষ্যাগণ ।
 উর্দ্ধ্বাসে যায় যথা স্বাক্ষর সদন ॥
 বৃত্তান্ত বিস্তার'করি প্রকাশ করিয়া ।
 উঠেঃস্বরে কহি বিপ্র অস্তঃপুরে গিয়া ॥
 রাজরূপ আচার্য্য শুনিয়া বিবরণ ।
 ব্যস্তমস্ত হৈয়া চাড়ে সেই তন ॥
 চক্ষুর নিমিষে সাধু পূর্ব-নিজদেহে ।
 প্রবেশিয়া চলি গেলা শিষ্যাগণ সহে ॥
 আর কিছু শুন শঙ্করাচার্য্যের চরিত ।
 মানসিংহ রাজার করিলা যথা হিত ॥
 অদ্বৈত মারাবাদী সেই সেবরা-আখ্যান ।
 ভক্তিমার্গে রাজে মোহ জন্মাবার কারণ ॥
 রাজার নিকটে আসি নিজ মত কহে ।
 আপন মহিমা সিদ্ধি-আদি প্রকাশয়ে ॥
 অদ্বৈতবাদ ভক্তি প্রতি অকুশল পথ ।
 রাজারে লগ্ন্যয় চালাইতে নিজ মত ॥
 হেনকালে আইলা শ্রীশঙ্কর আচার্য্য ।
 মহাশূর পণ্ডিত গভীর সর্ব আর্ষ্য ॥
 রাজা বহুমান করি উঠে বসাইলা ।
 সেবরা দেখিয়া চিত্তে কুণ্ঠিত হইলা ॥
 অট্টালিকাছাদোপরি বসি রাজা সহ ।
 বিচারে সেবরা সহ হইল কলহ ॥
 সেবরা কোপেতে এক মারা সৃষ্টি করি
 রাজারে মারিতে চাহে অভিচারকরি ॥
 দেখিতে দেখিতে মহাসমুদ্র উখলি ।
 অচিবেগশম্ জলতরঙ্গ উছলি ॥
 ডুবাঁইয়া লোকালয় গ্রামাদি চত্বর ।
 অট্টালিকা-উপর আইলা ভয়ঙ্কর ॥
 সেই জলে এক তরি ভাসিয়া আইলা ।
 সেবরা রাজারে তাহে চড়িতে কহিলা ॥
 ভয়েতে কম্পিত রাজা চড়িবারে ধার ।
 আচার্য্য সুবিজ হার্ত ধরিয়া রাখয় ॥

কৃত্রিম নৌকা হয় এই মারামর জল ।
 নাহি চড় মহারা'জ না হও চঞ্চল ॥
 অ'রিমধ্যে সেবরার গণেয়ে চড়াও ।
 এখনি বুঝবে তত্ত্ব নাহিক ভরাও ॥
 এত শুনি সেবরাগণেরে ধরি ধরি ।
 নৌকার চড়'র তা সত্যারে দ্রুত করি ॥
 নৌকা তো যথার্থ নহে মারা মাত্র হয় ।
 চড়াইতে উচ্চ হৈতে ভলাতে পড়য় ॥
 উচ্চ অট্টালিকা হৈতে পড়ি পড়ি মরে ।
 রাজা স্তব করি আচার্য্যের পদ ধরে ॥
 আচার্য্যের উপদেশে রাজা তত্ত্ব জানি ।
 বৈষ্ণব করিলা সর্ব-রাজ্যের পরানী ॥
 আচার্য্য ভ্রমিয়া সর্বলোক নিস্তারিল ।
 বিমুখ যতোক ছিল স্রমুখ হইল ॥
 তাঁহার চরণে মোর এই নিবেদন ।
 ভক্ত্যমৃত-পরিবেশে মোরে না এড়ান ॥

শ্রীবামদেবজী ।

বামদেব নাম সাধু ছিপি-কর্ম করি ।
 কালজুহান করে কৃষ্ণ মন ধরি ॥
 বাল্যোতে বিধবা একে কন্ডামুখ চাই ।
 অন্তরে সুখ ত কিছু মনে উপজাই ॥
 শ্রীবিগ্রহ সেবা পরিচর্যা করিবারে ।
 নিরোজিল ভক্তিতত্ত্ব শিখাইয়া তারে ॥
 সেবা-পরিচর্যা-আদি করিতে করিতে ।
 কুপালেশ হৈল হরি চাহে বর দিতে ॥
 অন্নবৃদ্ধি-মুখ্য কস্তা দেখিয়া অন্তরে ।
 মনে সাধ হৈল একটি পুত্র হইবারে ॥
 প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ বর দিলা ।
 বিনা পুরুষের সহ গর্ভিনী হইলা ॥
 বিধবার গর্ভ দেখি লোকে কাণাকাণি ।
 বামদেব লজ্জায় না মুখে সরে বাণী ॥
 বহু খেদাধিতা হৈয়া ঠাকুরের হানে ।
 করযোড়ে কহে কর লজ্জা-নিবারণে ॥
 নিজাকালে ঠাকুর কহিলা তারে তবে ।
 তব কস্তা তুষ্টা নহে লজ্জা নাহি পাবে ॥
 মোর বরে তোমার কস্তার হইল গর্ভ ।
 মোর আজ্ঞা তব যশ না হইবে খর্ব ॥

কালেতে কন্ডার গর্ভে পুত্র জনমিল ।
 নামদেব নাম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত হৈল ॥
 বাল্যাবস্থাকালে তার কৃষ্ণাবেশ হৈল ।
 প্রেমানন্দরসমালা গলার পড়িল ॥
 অজ্ঞাত বালক অজ্ঞ বাল্যচেষ্টা করে ।
 নামদেব কৃষ্ণসেবা ক্রীড়ায় বিহরে ॥
 মাতামহ-স্থানে পুনঃ পুন কান্দে'কহে ।
 মুক্তি কৃষ্ণ সেবিত নিযুক্ত কর মোহে ॥
 বামদেব কহে তুমি শিশুমতি হও ।
 বড় হৈলে করিহ এখন যোগ্য নও ॥
 একদিন বামদেব কোন কার্য্য স্তরে ।
 গ্রামান্তরে গেলা কহি শিশু দৌহিত্রেরে ॥
 দুই তিন দিন মুক্তি পশ্চাতে আসিবে ।
 ঠাকুরের সেবা পূজা দুগ্ধ খাওয়াইবে ॥
 শিশু আনন্দিত মনে সদাচার হইয়া ।
 পূজা করে দুই সের দুগ্ধ আনাইয়া ॥
 নিজহস্তে আউটাইতে আনন্দে আপনা ।
 নিজদেহ পাসরিলা হৈয়া অন্তর্মনা ॥
 মাতা কহে বাপু দুগ্ধ হইল উতরে ।
 শিশু'কহে এত শীঘ্র আউটে কি করে ॥
 মিছরি'র গুঁড় দিয়া পবিত্র পাত্রেরে ।
 কুড়াইয়া আনিলা ঠাকুরেরে খাওয়াতে ॥
 সম্মুখে রাখিয়া কহে দুগ্ধ খাও হরি ।
 শ্রীহস্তে তুলিয়া পান কর কৃপা করি ॥
 নতুবা তুলিয়া মুক্তি ধরি শ্রীবদনে ।
 মুহু হস্ত করো দুগ্ধ নাহি খাও কেনে ॥
 বুঝি মুক্তি হেথায় থাকিতে না খাইবে ।
 এত কহি উঠিয়া বাহিরে গিয়া ভাবে ॥
 আমার সম্মুখে নাহি খাইলা মাধব ।
 মোর সনে পরিচর নাহি এই ভাব ॥
 এতক্ষণে বুঝি খাইলা উঁ'কি মারে ঘারে ।
 দেখে নাহি খান মনে হইল ফাঁকরে ॥
 বুঝিকিছু বিষ আছে দুগ্ধের মধ্যেতে ।
 এত চিন্তি অজ্ঞ দুগ্ধ আনে খাওয়াইতে ॥
 হঠ করি একান্ত খাইতে পুনঃ পুন ।
 কহয়ে না খাও কেনে করি প্রাণপণ ॥
 মাদার নিকটে খাও মুক্তি হৈলু দ্বী ।
 মরিব তোমার আগে গলে দিয়া ফাঁসি ॥
 নতুবা খাইব বিষ গলে ছুরি দিব ।
 প্রাণহত্যা'পাপ আজি তোমা'রে লাগিব ॥

এত কহি ছুরি এক লইয়া হৃদয়ে ।
 মারিতেই হরি রাম হস্তেতে ধরয়ে ॥
 দক্ষিণ হস্তেতে দুগ্ধপাত্র উঠাইয়া ।
 বদনে দিলেন মন্দ মধুর হাসিয়া ॥
 নামদেব মহানন্দ লাগরে ভাসিল ।
 অবশিষ্ট কিছু দাদার লাগিয়া রাখিল ॥
 এইমত দুই তিন দিন নামদেবে ।
 করয়ে হ রস সেবা মনে উৎসবে ॥
 দুই তিন দিন বাদে বামদেব আসি ।
 পুঙ্খিল সেবার বার্তা দৌহিত্রেরে সন্ধ্যাষি ॥
 নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া ।
 প্রসাদ রাখাছি ধরা' তোমার লাগিয়া ॥
 পাত্রেরে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দেখি বামদেব ।
 তুমি দুগ্ধ খাইলে কহে করিয়া আক্ষেপ ॥
 বালক কহয়ে দাদা তোমার শপথ ।
 ঠাকুর খাইলা মোরে দেহ অপবাদ ॥
 চমকিত হইয়া যে কহয়ে বালকে ।
 কেমতে ঠাকুর খাইলা দেখাহ আমাকে ।
 বিগ্রহ কি হস্তে তুলি লোকে দেখাইয়ে ।
 ভোজন করয়ে কোথা কত না দেখিয়ে ॥
 শিশু কহে হেন কেন কহ অসুচিত ।
 আমার সাক্ষাতে তুলি খায় নিত নিত ॥
 অথমে কি মনে ভাবি না খাইলা হরি ।
 মরিব কহিছ মুক্তি লইয়া কাটারি ॥
 তবে মোর হাত ধরি হাসিতে হাসিতে ।
 দুগ্ধ পান কৈল মোর আনন্দিত চিতে ॥
 বামদেব কহে মোরে দেখাইতে পার ।
 শিশু বলে দেখাইব কি সন্দেহ কর ॥
 পরদিন শিশু দুগ্ধ ঠাকুরের আগে ।
 রাখিয়া খাইতে কহে বামদেব-লগে ॥
 দাদা কহে তুজি খাইলি ঠাকুর না খার ।
 দেখুক সাক্ষাতে তবে সন্দেহ ঘুচয় ॥
 না খাইলা যদি পুন মরিবারে চাহে ।
 কান্দয়ে বালক জনরনে ধারা বহে ॥
 আন্তেবাস্তে ঠাকুর দুগ্ধের পাত্র লৈয়া ।
 খাইতে লাগিলা পুন হাসিয়া হাসিয়া ॥
 দরশনে বামদেব যে অপেক্ষা ছিল ।
 নামদেব-সুসঙ্গে তাহাও পূর্ণ হৈল ॥
 দেখি চমৎকার বালকের পদ ধরি ।
 নতি স্তুতি কৈলা বহু আপনা দিকারি ॥

আর কিছু শুন নামদেবের কথন ।
 সুপবিত্র পাখা হয় ভুবনপাবন ॥
 ক্রমেতে ব'লিষ্ঠ হয় যেন চক্ৰকলা ।
 অলৌকিক প্রকটন করে নানা লীলা ॥
 পরম্পরা স্বেচ্ছরাজ্য পাংশাহ শুনিঞা ।
 তলব করিগা নামদেবে গেলা লঞা ॥
 রাজা কহে তোমার জহরা লোকে কহে ।
 কেরামত কিছু আজি দেখাইবে মোহে ॥
 নামদেব কহে যদি থাকে কেরামত ।
 তবে কেন ছিপিবৃত্তে কার দিনপাত ॥
 যত্ন কৈলা রাজা বহু বর্গ না মানিলা ।
 বন্দিন্যনার তবে কয়েন রাখিলা ॥
 দুই চারি দিনে পুনর্বার রাজা কহে ।
 তখাচর আর মতে সাধু বর্গ নহে ॥
 কৃষ্ণভক্ত আপনার মহিমা-প্রকাশ ।
 কদাচ না করে মাত্র দৈবময় ভাষ ॥
 দৈবাৎ সেখানে এক মৃতক বাছুরে ।
 দেখিয়া কহেন রাজা পুন সাধুববে ॥
 গরু তোমার পূজ্য হয় শাস্ত্র অমুসায়ে ।
 এই গাবি বৎস লাগি কান্দিয়া ফুকারে ॥
 ত্রাপিত হৈচার দুঃখ মোচন করহ ।
 এ গাবীর মৃত বৎস বাঁচাইয়া দেহ ॥
 ইহা শুনি নামদেব হুড়ি দিয়া কহে ।
 উঠ বৎস মাতা তব কান্দয়ে বিরহে ॥
 কথা-মাত্র বাছুর উঠিয়া দুঃখ খায় ।
 রাজা চমকিত চিত্তে অনিযথে চায় ॥
 স্তুতি নতি করি গ্রাম ধন দিতে চাহে ।
 কিছু কার্য নাহি মোর নামদেব কহে ॥
 রাজা কহে অপরাধ মার্জনা করিবে ।
 প্রভুস্থানে হৈতে মোরে সম্ভাবিয়া লবে ॥
 হেনকালে বহুমূল্য পালক বিছানা ।
 রাজ্যস্থানে লইয়া আইল কোন জনা ॥
 বহুমূল্য চমৎকৃত দেখিয়া রাজন ।
 নামদেবে ভেট করিবারে হইল মন ॥
 অনেক বতনে তাঁর সম্মতি করিয়া ।
 দিলা লোক সব বহিরা যাইতে লইয়া ॥
 তেঁহ কহে কিবা কাজ বাহক মনুষ্যে ।
 যুক্তি মাথে করিয়া লইয়া যাব বাসে ॥
 ইহা কহি মাথায় উঠাইয়া দৈবায় যার ।
 কিবা করে কোথা যার রাজ্যের লেশম ॥

ইসারা করিয়া লোক পাঠায় পশ্চাতে ।
 দেখে কতদূরে এক বিস্তার নদীতে ॥
 টান মারি ফেলাইয়া চলে সাধুবরে ।
 লোক আস শীঘ্রগতি কহয়ে রাজারে ॥
 পুন নামদেবে রাজা ডাকিয়া আনিলা ।
 কোতূকে মিনতি কার ক'হে লাগিল ॥
 হেন বহুমূল্য জবা নদীতে ডাকিলে
 তেঁহ কহে 'কবা জবা কিবা তার ফল ॥
 প্রয়োজন থাকে চ'র' দষ্ট-দষ্ট' ।
 রাজা স'জ নো'ক' ন'ব' 'কোতূ'ক' করিয়া ॥
 সেই খাট শুক'ন'বা' সেই আবরণ ।
 জলে হৈতে তুলি দিয়া কারলা ধমন ॥
 সব চমকিত হৈল না সরয়ে বাণী ।
 আর কিছু শুন তাঁর অপূর্ব কাহিনী ॥
 গ্রামে এক বণিক তুলনান কর্ম কর ।
 রজত কাঞ্চন দিলা সুপাত্র বিচারি ॥
 স্মজন সুপাত্র সাধু জানি নামদেবে ।
 দান দিবার হেতু বোলাইলা তাঁরে তবে ॥
 যার বার আবাহন করে নাহি যার ।
 বহুযত্নে গেলা সাধু তারিতে তাহার ॥
 বণিক কহয়ে মোবে অল্পগ্রহ করি ।
 কিছু স্বর্ণ আদি লও কৃপাদৃষ্টে হেরি ॥
 সাধু পরহুখে দুঃখী ভাবয়ে অন্তরে ।
 এই মূর্থ কর্ম করি প্লাবী মনে করে ॥
 হরিভক্তহীন এই মূর্থ নাহি জানে ।
 ইহারে বুঝাতে হৈল করিয়া বতনে ॥
 তুলসীর এক পত্রে কৃষ্ণনাম লিখি ।
 বিনয়ে কহয়ে সাধু বণিকে নিরখি ॥
 এই তুলসীর সম যদি হেম-দান ।
 দেহ তবে লব কহ মোর বিজ্ঞান ॥
 ইহা বিহু নাহি লব কহিছ যে সত্য ।
 বণিক কহয়ে তবে এ কথা আপত্ত ॥*
 তুলসীর সম স্বর্ণ রতি ছই হবে ।
 তাহা যে লইয়া ওব কি কার্য্য হইবে ॥
 পুন সাধু কহে ইথে যে কার্য্য হউক ।
 ইহা বিনে যে কহিবে তাহে মোর দুখ ॥
 এত শুনি মুচ্ছাসি বণিক কহর ।
 ভাল ভাহি দিব তব মনস্থ বে কর ॥

* "অকথা"—পাঠান্তর ।

এত কহি তরাজুর এক দিগে পত্র ।
 আর দিকে স্বর্ণ দিলা রতি দুই মাত্র ॥
 তাহে না হইল আর দিলা দুই রতি ।
 দিলা ক্রমে ক্রমে সের পাঁচ মূঢ়মতি ॥
 তবু না বুঝয়ে যত ছিল চড়াইলা ।
 ভাবয়ে বর্ণিক মূঞ প্রতিশ্রুত হৈলা ॥
 ন পূরিয়া দিলে মোর অধোগতি হবে ।
 স্রীগণের অলভ্য খুণে আন তবে ॥
 তাহাতেও নহে তবে পড়সীর স্থানে ।
 অলকার মাগি আনে করজ বিধান ॥
 তাহে যদি না পুরিল তবে ক্ষান্ত হৈয়া ।
 কহরে সাধুর স্থানে বিনতি করিয়া ॥
 পুরাইতে না পারিল তুলসীর সম ।
 ইহার কারণ কি না বুঝি মরম ॥
 নামদেব কহে শুন ইহার মরম ।
 জিজ্ঞাসিতে নাহি ভাই কৃষ্ণনাম সম ॥
 বড় বড় কর্ম করে বড় অভিমানে ।
 কৃষ্ণনাম-সিদ্ধ-বিন্দু না হয় সমানে ॥
 প্রজলিত মহা-অগ্নির বিফলিত-অংশ ।
 পৃথিবীর এক রেণু তাহার শতাংশ ॥
 তার কোটি কোটি অংশ তার তুলা নহে ।
 কৃষ্ণনাম-আগে ধর্ম বেদে যত কহে ॥
 কৃষ্ণভক্তি বিনে আর যত দেখ ধর্ম ।
 সকলি অনর্থমাত্র শ্রুতিগণের মর্ম ॥
 ভক্তিফল দিতে নায়ে সংসার না যায়
 পুনঃপুন তাপজ্বরে শতন' ভুঞ্জয় ॥
 হরিভক্তি না জন্মায় সেই ধর্ম ব্যর্থ ।
 ভক্তিমিথ্য বিনে সেই ধর্মে নাহি অর্থ ॥

শ্রীমহাগবতে—

ধর্মঃ অমুষ্টিতঃ পুংসাং বিষক্সেনকথাসু যঃ ।
 নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রীং এব হি কেবলম্ ॥

যাহা ধর্ম নামে প্রথিত, সেই ধর্মে যদি হরিকথায়
 আসক্তি না জন্মে, তবে তাহা সম্যকরূপে অমুষ্টিত
 হইলেও সে অমুষ্ঠান বৃথা শ্রম মাত্র ।

যে ধর্মে সংসার পুনঃপুন উপজায় ।
 সেই ধর্ম অধর্ম মানিয়া শ্রুতি গায় ॥
 বিষম অনিত্যরস তাহাতে নুতির । •
 কত্ম স্বর্গে কত্ম মর্ত্যে বেড়ায় ভ্রমিয়া ॥

• তাহাতে ভ্রমিয়া—পাঠান্তর ।

কৃষ্ণ প্রভু জীব নিত্যদাস তাহা তুঙ্গি ।
 নানা কর্ম তপ করে অস্তে স্বামী বলি ॥
 স্বপ্নের অধীন জীব যার যে প্রকৃতি ।
 তেমতি স্বভাবে ফিরে রজ-তম-মতি ॥
 বহুভাণ্ডো যদি হয় সাধুর সঙ্গতি ।
 বুঝায় যথার্থ তবে ঘুস্মে তুঙ্গতি ॥
 কৃষ্ণে রহি-মতি হয় ডর যার ক্ষম ।
 ধর্ম ধর্ম করে লোকে দেব পিতৃচর ॥
 সর্বগুণালয় হয় দেবপূজনীয় ।
 সর্বলোক-পাবন সর্বমন-রমণীয় ॥
 অতএব সর্বধর্ম দূরে তেয়াগিয়া ।
 ভজ তাই কৃষ্ণপদ একান্ত করি ।
 হরিনাম হার করি গলায় পরহ ।
 আন বোল গুণগোল সুদূরে তেজহ ॥
 কৃষ্ণনাম মহিমার যৎকিঞ্চ দেখিলা ।
 পাঁচ যোন সোণা দিলা সমান নহিলা ॥
 পাঁচ মন কিবা কথা ব্রহ্মাণ্ড চড়াইলে ।
 সমান না হয় নাম কোটাংশের তুলে ॥
 এত শুনি বণিকের মন ফিরি গেলা ।
 সাধুর চরণে পড়ি কাকুবাদ কৈলা ॥
 বৈষ্ণব হইলা তেঁহ ছাড়ি অস্ত্র ধর্ম ।
 ক্ষণমাত্র স'ধুব সজের দেখ ধর্ম ॥
 আর শুন অপূর্ণ সুরমণীয় কথা ।
 রজনীধ-ঠাকুর মন্দির করে যথা ॥
 প্রদোষ আর তি-দয়নে সাধু যায় ।
 প্রতিদিন একপদ কীর্তন শুনায় ॥
 একদিন লোক ভিড় অধিক দেখিয়া ।
 জুতাচোড় কোমরে বান্ধিল বস্ত্র দিয়া ॥
 সোত ব্রাহ্মণগণ পূজারি সেবকে ।
 কোমরেতে জুতা বান্ধা দেখিয়া প্রত্যক্ষে ॥
 ক্রোধ করি নামদেবে গলাধাক দিয়া ।
 নামাইয়া দিলা বহু তুর্কাক্য করিয়া ।
 ক্রোধ না করিল সাধু কিছু না কহিলা ।
 নামিয়া ঠাকুর-আগে কহিতে লাগিলা ॥
 যারিলেও আমারে যে করিলে সে ভালো ।
 গান কিছু শুনি মোর চেষ্টে করে আলো ॥
 ইহা কহি মন্দিরের পশ্চাতে বাইয়া ।
 হাঁটুগাড়ি পদ ধরি গারেন বসিয়া ॥
 ঠাকুর মন্দির সহ কিরিয়া সেই দিগে ।
 সাধু বসি গুণগান করয়ে যে ভাগে ॥

আইলা যতেক লোক পুজারি সতিতে ।
 আশ্চর্য্য হেরিয়া যে কহে চমকিতে ॥
 ভক্ত অমুরোধে কিরে জ নিয়া পুজারি ।
 পড়িল কাতরে নামদেব পদ ধরি ॥
 অপরাধ কৈল বহু ধাক্কাধাক্কি দিলু ।
 তোমার ঐশ্য হেন আগে না জানিহু ॥
 বহু স্তুতি-নতি করি সেবন করিল ।
 ঠাকুরের স্থানে পরিহার জানাইল ॥
 অতএব ভকতবৎসল হয়ে হরি ।
 অতাপিহ সেই শ্রীমন্দির আছে কিরি ॥
 আর এক চমকোর কিঞ্চিৎ আভাস ।
 কহি যে শুনহ সবে করিয়া বিশ্বাস ॥
 একাদশী-ব্রতনিষ্ঠা সাধু নিরন্তর ।
 না থায় না খাওয়ায় না কহে খাইবার ॥
 এক একাদশীদিনে চলিয়া শ্রীহরি ।
 সাধুগৃহে আসিয়া বিপ্ররূপ ধরি ॥
 বড় ক্ষুধা বলি বিপ্র থ ইবারে চাহে ।
 অত এক দশী হয় নামদেব কহে ॥
 বিপ্র বলে তোর কি তা মুঞি অন্ন খাব ।
 নামদেব কহে মুঞি দিতে তো ন রিব ॥
 আজি মোর গৃহে রহ কালি খাওয়াইব ।
 চবা চোষ্য লেহু পেয় যতেক মাদিব ॥
 তখাচ ব্রাহ্মণ চাহে ছুজনা অগ-ড় ।
 মরিল ব্রাহ্মণ পদ পসারিয়া পড়ে ॥
 • আশপাশ লোক নামদেবে আসি বলে ।
 কি কাজ করিলে কহে ব্রাহ্মণ বধিলে ॥
 উপবাসী মৈল বিপ্র থাইতে না দিলে ।
 ব্রাহ্মহত্য। মহাপাপে নাহি ডরাইলে ॥
 তেঁহ কহে মহাপাপ হয় কি করিব ।
 শ্রীহরিবাসর মুঞি কেমনে লজ্জিব ॥
 মরিল ব্রাহ্মণ বরং আমিহ মরিব ।
 একাদশী লজ্জনাপরাধে না বাচিব ॥
 এত কহি কাষ্ঠ আনি চিতা সাজাইয়া ।
 শব সহ উঠিলা যে মরিতে পুড়িয়া ॥
 অগ্নিতে যাইতে শব হাসিয়া উঠর ।
 মরা বাচে দেখি লোকে চমকোর হয় ॥
 গোপনে কহয়ে নামদেব-ভক্তস্থানে ।
 ছলিতে আইলু মুঞি না হই ব্রাহ্মণে ॥
 একাদশী ব্রতনিষ্ঠা তোমা পরখিতে ।
 তব এ হই হঞা মুঞি আইলু পিরীতে ॥

সাধু ইহা শুনি চমকিয়া সাধুপদে ধরে ।
 উপবাসী কালি আছি চল মোর ঘরে ॥
 ঘরে আনি নানামতে ভোজন করাইয়া ।
 নাচরে আনন্দে সাধু পুলক হইয়া ॥
 অতঃপর আর শুন অপূর্ব বারতা ।
 হরি নিজহস্তে বর ছাইলেন যথা ॥
 • গৃহদাহ হৈল তার দৈবের ঘটনে ।
 গৃহদ্বা মাছুষে বাহির করি আনে ॥
 সাধু পুন লই তাকা অগ্নিমধ্যে ডারে ।
 অগ্নি নিজাইতে সব লোক মানা করে ॥
 প্রভুর ইচ্ছার অগ্নি ঘর পোড়াইছে ।
 কোতুক দেখিয়া তাঁর আনন্দ হৈতেছে ॥
 না নিভাও অগ্নি প্রভুর স্রবস্তক হবে ।
 পুনরপি তেঁহ বর বানাইয়া দিবে ॥
 এতেক চরিত্র হরিভক্তের দেখিয়া ।
 নিভাইল ছলে অগ্নি আপনি আসিয়া ॥
 সাধু কহে পোড়াইয়া অন্ন নিভাইলা ।
 এ কোতুকে কিবা শুণ কি সুখ পাইলা ॥
 যে করিলে ভাল হৈল এখনে আমারি ।
 উপায় করিয়া বেহ মাথা রাখিবার ॥
 এতু কহে পুন বানাইয়া দেই বর ।
 তেঁহ কহে না করিলে কে বানাবে আর ॥
 এত কহি নিজহস্তে বর বান্ধে হরি ।
 ষোণাইয়া দেয় সাধু কাষ্ঠ খড় দড়ি ॥
 ভাঙ্গর ছাইয়া হরি অতি মনোরম ।
 খড় তুলি দেয় সাধু হেরয়ে বদন ॥
 ঐশ্বর্য্যভক্ত সাধু ইষ্টনিষ্ঠময় ।
 হরি সর্ব্বকর্তা কারণনিষ্ঠ হয় ॥
 লোকে কহে নামদেবে কে বর ছাইল ।
 কি সুন্দর ছান হেন কতু না দেখিল ॥
 হেন কারিগর কেবা মোরা তারে আনি ।
 ছাওয়াইব চাল তার বর কোথা শুনি ॥
 সাধু কহে তাঁর বর যতপি জানিবে ।
 দেখিবে তাঁহারে যদি চাল ছাওয়াইবে ॥
 সাধুসদ কর কর স্মরণ মনন ।
 তাঁর জনে ভক্তি কর অংগ কীর্তন ॥
 বিশেষ বুঝিয়া লোক হরিভক্ত হয় ।
 হেন সাধুসঙ্গে কিবা অলভ্য আছয় ॥
 অতএব নামদেব সাধুর এসক ।
 ভক্তসঙ্গে হরির যেমত রসক ॥

কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র কহিল মহিমা ।
অম্মা আদি দেব যার নাহি পার সীমা ॥
সেই প্রভু সেই প্রিয়ভক্তের সহিতে ।
সেবযোগ্য হইতে চাহে কৃষ্ণরাস চিতে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীশ্রীভক্ত-আদি-ভক্ত-
গুণ-বর্ণনং একাদশ-মালা ॥১১॥

দ্বাদশ মালা ।

শ্রীজয়দেব-আদি-ভক্তগুণ বর্ণন

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয় ঐশ্বর্যচক্রে জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীকীর গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

শ্রীজয়দেব গোস্বামী ।

এবে কহি শ্রীশ্রীজয়দেবের চরিত্র ।
শ্রবণ-সুখদ আর পরম পবিত্র ॥
কেশবদেব নামে গ্রাম-সাগর চইতে ।
শ্রীমান্ জয়দেব বিদ্বৎ হইল বিদিতে ॥
শ্রীশ্রী-পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়া ।
বন্ধুত্ব করিলা অস্ত্র পূর্ণচন্দ্র পারিয়া ॥
উভয় প্রণয়নসে ভেট দৌড়ে করে ।
পুরুষোত্তম চন্দ্র দিলা শ্রাবস্ত্র সাদরে ॥
জয়দেব চন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত ।
বর্ণিলা করিলা ভেট করিলা মোহিত ॥
সুই চন্দ্র উদয় করিলা জিতুবনে ।
ছরিত-তিমির নাশ কৈল আলোকনে ॥
তাহার জ্যোৎস্নার কিছু মহিমা শুনহ ।
যথাসক্তি কিছু কহি পবিত্রিতে দেহ ॥
জয়দেব জয়দেব মহান্ মায়ায় ।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভক্তকেন্দ্রে বৃন্দতলে বাস ॥
পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডিত্য হয় অতুল-ভক্তিমান্ ।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভক্তকেন্দ্রে বৃন্দতলে বাস ॥

কাহা কহোয়া মাত্র অস্ত্র সঙ্গ হীন ।
বিরক্ত উদার ভিত্তির দণ্ড ক্ষীণ ॥
পূর্ব এক ব্রাহ্মণ বে অপত্যবিহীন ।
সেবিলা শ্রীশ্রীগোবিন্দ হইয়া সুদীন ॥
প্রার্থনা করিলা বিদ্বৎ সন্তান কারণ ।
প্রতিজ্ঞা করিলা হেতু প্রভুর তৌষণ ॥
কন্তা কিম্বা পুত্র যাহা প্রথমে জন্মিবে ।
দাসী কংকণ দাস মতে চরণে সেবিবে ॥
কতক দিবসে এক কন্তা জনমিল ।
কর্মযোগকাল যবে বসন্ত চইল ॥
জগন্নাথ আগে দাসী করিয়া সঁপিলা ।
প্রভু অঙ্গীকার করি বিধে আজ্ঞা দিলা ॥
লইল তোমার কন্তা হৈল মোর দাসী ।
কিন্তু এক দাস মোর বিরক্ত উদাসী ॥
জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে ।
তঁ হারে লইয়া কন্তা সঁপহ ত্বরিতে ॥
তঁহ মোর দাস এব কন্তা হবে দাসী ।
অতএব তাহে সূত্রি পাব সুধরা শ ॥
এতেক আদেশ বিধি পাইলা তৎক্ষণে ।
যথা জয়দেব সাধু গেলা সেই স্থানে ॥
যাইয়া কহয়ে বিধি জগন্নাথ আজ্ঞা ।
কন্তা প্রতিগ্রহ কর না কর এই তজ্ঞা ॥
সাধু শু'ন চমকিত হইয়া কহয় ।
হেন আজ্ঞা কবে প্রভু কি বিচার হয় ॥
কীভাবে অনেক সাজে মোরে অসম্ভব ।
হেন আজ্ঞা পালিবারে নাহি পারি লব ॥
কৃপা নহে এ তো মোরে অকুপার হেতু ।
বিভ্রমনমাত্র এই নিগ্রহের সেতু ॥
কন্তা লয়া যাও তুমি মোর কাজ নাই ।
ববধু তাঁহার দেশ ছাড়িয়া পল ই ॥
বিধি কহে আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিবে ।
সাধু বলে না পারিব পুনঃ ন কহিবে ॥
পরম্পর দুজন তে বাক্য হঠ হৈল ।
অক্ষয় বিরক্ত হৈয়া উঠিয়া চলিল ॥
কন্তারে কহিলা তুমি বসিয়া থাকহ ।
ক্রিহ যে তোমার স্বামী নিশ্চয় জানিহ ॥
পদ্মাবতী নামে কন্তা পদ্মিনী সমান ।
বসিয়া রহিল সেই সাধু-সমিধান ॥
সাধু কহে বাহু তুমি হেথা কাজ নাই ।
কান্দিয়া কহয়ে কন্তা করুণা জানাই ॥

গিঁতা সমর্পিতা আর জগন্নাথ-আজ্ঞা ।
 তুমি যে আমার স্বামী এ ধোর প্রতিজ্ঞা ॥
 তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব ।
 কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব ॥
 এত শুনি জগদেব বিচার করয় ।
 জগন্নাথ ইচ্ছা করু অস্ত্রধা না হয় ॥
 যে হয় সে হউক অঙ্গী করিতে হইল ।
 বুঝিলাম যারাক'াস গলায় লাগিল ॥
 জগন্নাথ জগতের কর্তা বিতু হয় ।
 তেঁহ যে করিবে তাহে কি আছে উপায় ॥
 ইহা ভাবি তাঁ'রে অর্জাকার করি কহে ।
 তবে এক ঝোপড়া বান্ধিয়া রহ তাহে ॥
 ঝোপড়া বান্ধিয়া এক সেবা প্রকাশিলা ।
 শ্রীরাধামাধব নাম ঠাকুরের হৈল ॥
 তাঁর পতিচর্যায় পদ্যাবে নিয়োজিলা ।
 রাধামাধবের দাসী করিয়া সাঁপিয়া ॥
 পদ্যার মহিমা কেবা কহিবে অবধি ।
 যথা দেব তথা দেবী নিরমিলা বিধি ॥
 জগন্নাথ বিচার করিয়া সমর্পিতা ।
 স্বামীব সমান প্রেম সমান সুনীলা ॥
 শ্রীরাধামাধব-রূপ দেখিয়া নয়ানে ।
 অন্তরে ক্ষুধিলা কিছু কহিতে বর্ণনে ॥
 শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ সর্গ দ্বাদশ বর্ণিল ।
 অপূর্ব সূচয়ৎকার রূপ ভুবন ভরিল ॥
 অজ্ঞাবধি জগন্নাথ 'ত্রিসংখ্যা' য গীত ।
 ন' শুনিলে নাহি হয় নিজাহার নিত ॥
 কি কব মহিমা তাঁর শ্রীহস্তে আপনে ।
 লিখিলা পুস্তকে হরি মান-প্রকরণে ॥
 তাঁহার বৃত্তান্ত তন অপূর্বকথন ।
 পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণে লিখিল যেমন ॥
 খণ্ডিতা মধুররস বর্ণন করিতে ।
 কৃষ্ণচন্দ্রে শ্রীরাধার পড়ে চরণেতে ॥
 এমিত্ত আছে ইহা ত্রিজগতে গায় ।
 কবিরাজ যনে কিছু হইল সংশয় ॥
 সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে এতেক লাঞ্ছনা ।
 কেমনে বর্ণিব বলি হৈল দুঃখমনা ॥
 পুস্তক রাখিয়া সাধু জ্ঞান করিবারে ।
 গমন করিলা তবে সাগরের নীরে ॥
 হেথা কৃষ্ণচন্দ্রে জগদেব-রূপ ধরি ।
 লিখিতে আইলা পদ্য পুছে খেচি বেরি ॥

এইমাত্র স্নানে গেলা কিরি কেন আইলা ।
 তেঁহ কহে বার্তা এক মনে পড়ি গেলা ॥
 শীঘ্র লিখিরা রাখি পুন স্নানে বাই ।
 এত কহি গ্রন্থ লিখে রসের মাধাই ॥
 "দেহি পদপল্লবমুদারম্" ইতি ।
 লিখিরা চলিলা হরি অতিক্রান্তগতি ॥
 'পদ্যার সন্দেহ' মনে কহিবারে নারে ।
 হেনকালে জগদেব আইলেন ধরে ॥
 চমকিত হইয়া কহয়ে পদ্য'বতী ।
 এই তুমি গ্রন্থ লিখি গেলে শীঘ্রগতি ॥
 পুন দেখি স্নান করি আই'। এইক্ষণে ।
 ইহার কারণ কি সন্দেহ মোর মনে ॥
 কণমাত্র দেখি পুন সমুদ্রগম ॥
 স্নান করি পুন অর্ক ক্রোশ আগমন ॥
 লিখিলা যে সেই কেবা কেবা হও তুমি ।
 ত্রিমিছে আমার মতি কেব মোর স্বামী ॥
 বুঝিমান জগদেব বুঝল অন্তরে ।
 ইথে কিছু গুঢ়কথা আছে ভিতরে ॥
 অতি শীঘ্র গ্রন্থ খুলি দেখে মহামতি ।
 অপ্রাকৃত সদক্ষর বর্ণকিছে জ্যোতি ॥
 হৃদয়ে রাখিরা গ্রন্থ পু : পুনঃ বলে ।
 দেখি পদ দেহি পদ কণ্ঠে না উগলে ॥
 নয়নে গলয়ে ধারা পুলক কম্পন ।
 প্রেমাবেশে ধরে গিয়া পদ্যার চরণ ॥
 তুমি ধন্য ধন্য তব সফল জীবন ।
 মোর ভাগ্যে না হইল হেন দরশন ॥
 সেই সত্য স্বামী ওব নয়নগোচর ।
 হইল কলিল তব জন্মতরুবা ॥
 সেই গীতগোবিন্দ ব্যাপি 'ত্রিভুবনে' ॥
 কেদ্বাসী রাজার উপজে কিছু মনে ॥
 শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ নামে বর্ণিলা আপনে ।
 কহিলা অমাত্যগণে প্রচার বারণে ॥
 সভাসদ পণ্ডিতাদি চমকি কহয় ।
 জগদে'কৃত গ্রন্থ প্রতুপ্রিয় হয় ॥
 সুমিষ্ট বর্ণন তেঁহ না হয় কুজাপি ।
 অতএব এহ লোকে না চলিব ব্যাপি ॥
 ইহা শুনি রাজা শ্রীমন্দিরে প্রতুহানে ।
 দুই গ্রন্থ ধরি দিলা পরীক্ষা কারণে ॥
 কবিরাজ কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইলা ।
 নৃপকৃত গ্রন্থ প্রতু চরণে খেলিলা ॥

তাহাতে রাজার চিত্তে অভিমান হৈয়া ।
 বুড়িয়া মরিতে গেল। সমুদ্রে বাইয়া ॥
 রাজা নিজভক্ত পুন দয়া উপজিল ।
 না মর তোমার গ্রহ অঙ্গীকার কৈল ।
 অন্নদেবকৃত গ্রহ দ্বন্দ্ব বে সর্গে ।
 তব কৃত বীর শ্লোক থাকিবেক অগ্রে ॥
 অঙ্গরাজ-কৃপামৃত পাইয়া রাজন ।
 আনন্দ উল্লাসে সাধু হইলা মগন ॥
 শ্রীমান্ কবিরাজ সাধুর মহিমা ।
 আর কিছু শুন তবে সোভাগ্যের সীমা ॥
 সাধু নিজ কুণ্ডলের ছাপর ছাইতে ।
 রৌদ্রে আঁস্ত দেখি হ'র ছুঃখ পায় চিতে ॥
 অন্নর হইব বলি পদ্মাবতী ভাগে ।
 গিরো ফুড়ি দেন গৃহ থাকিয়া আপনে ॥
 কার্যাস্তর হৈতে পদ্মাবতী আইলা দূরে ।
 দেখিয়া সাধুর কিছু সংশয় অন্তরে ॥
 ছাপর হইতে তবে জিজ্ঞাসেন তাঁরে ।
 এই গিরো ফুড়ি দিলা পুন দেখি দূরে ॥
 পদ্মা কহে আমি নাহি গিরো ফুড়ি দেই ।
 সাধু নাহি দেখে গৃহে কোথা কেহ নাই ॥
 রাধামাধবের হস্তে দেখে ঝুলমালা ।
 বুঝিয়া সাধুর মনে অতি ছুঃখ হৈলা ॥
 হেন সুকুমার অঙ্গ নীর পুতলি ।
 এত শ্রম কেন কৈলে আহা যাও বলি ॥
 আর একদিন অন্নদেব রূপ ধরি ।
 পদ্মাহতপাক অন্ন খাইলা ছল করি ॥
 অত এব কত রঙ্গ কতক কহিব ।
 কবিরাজ সোভাগ্যের তুলনা কি দিব ॥
 কবিরাজরাজের এক লীলা কহি আর ।
 অপূৰ্ণকথন হয় লোকে চমৎকার ॥
 ঠাকুরসেবার হেতু আনিবারে অর্থে ।
 দেশান্তর হইতে আনিতে দৈবে পথে ॥
 দস্যুতে ঘেরিয়া অর্ঘ সব কাড়ি নিল ।
 মারিয়ার উদ্ভোগে সাধু দস্যুরে কহিল ॥
 অর্ঘ তো লইলে তাই কি কাজ মারিয়া ।
 দস্যু কহে ধরাইয়া দিবে গ্রামে গিয়া ॥
 কেহ বলে নাহি মার হস্তপদ কাটি ।
 কুপেতে তারিয়া দেহ কিবা হটাতি ॥
 এত কহি হস্তপদ কাটি কুপে ডারি ।
 চলি গেল দস্যুগণ নিজ ঘরাঘরি ॥

সাধু ৪ বেদনা কোভ কিছুমাত্র নাহি ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মুখে কু.প অগাধি ॥
 দুই তিন দিনে এক রাজা যুগযাজ্ঞে ।
 বাইতে দেখয়ে এক নর রহে তাহে ॥
 সূর্য্যের কিরণ সম অঙ্গের কিরণে ।
 যতনে তুলিয়া নমস্করে কাম্মন ॥
 হস্তপদ-বিবরণ পুছয়ে রাজন ।
 তেঁই কহে কৃষ্ণ-ইচ্ছা ইহার কারণ ॥
 রাধা ভক্তিতাবেতে শিবিকা চড়াইয়া ।
 নিজগৃহে গেল। শীঘ্র সাধুরে লইয়া ।
 স্নানর স্থানেতে রাধি জিজ্ঞাসে তাঁহারে ।
 কিছু অভিশংস হয় আজ্ঞা কর মোর ॥
 তেঁহ কহে অভিশংস বৈষ্ণবসেবন ।
 উদ্ভোগ করহ এইমাত্র মোর মনে ॥
 আরস্তিগা বৈষ্ণবসেবন সুপিরীতে ।
 চব্য-গোষা-ভানি যে স মগ্নী বিদিশতে ॥
 শত শত বৈষ্ণব ভূঞ্জয়ে দিনে দিনে ।
 আনন্দ বাড়িল বৈষ্ণবের দরশনে ॥
 ছুটভাবে সেই দস্যু গা ভেদ ধরি ।
 আইগ রাজার গৃহ কপট আচরি ॥
 কবিরাজ দেখে সেই দস্যু ছদ্মরূপে ।
 আইল ছুটতা কার প্রতারিতে ভূপে ॥
 আগমনম ত্রে বহু সমাদর কৈল ।
 শুক্রবাক্যরূপে বহু রাজারে কহিল ॥
 এই যে বৈষ্ণবগণে সেবন করিবে ।
 অস্ত হৈতে অধিক পরিচর্যা-প্ৰীতিভাবে ॥
 রাজা অতঃ পরত সেবয়ে নানামতে ।
 তাহার। কম্পিত ভ'র স্থির নহে চিতে ॥
 যার হস্তপদ কাটি কুপে দস্যু ডারি ।
 সেই দেখি রাজগৃহে হয় অধিকারী ॥
 বুঝি ছল করিয়া রাখিল মো-সবারে ।
 শালে দেয় কবে কিংবা গরদানে মারে ॥
 খাইয়া শুইয়া কিছু শ্রুখ নাহি মনে ।
 প্রতিদিন কহে মোরা বাই অন্তহানে ॥
 রাজা কহে বাবুজীর অনুমতি বিনে ।
 বাইবারে তোমা সব। কহিব কেমনে ॥
 পলাইয়া বাইবার যুক্তি করয়ে ।
 যার দরোয়ান হয়ে ছাড়িয়া না দেয়ে ॥
 তাবিয়া আকুল রূপে বিনতি করয় ।
 জয়ে বাবাজীর স্থানে কেহ নাহি যায় ॥

যাইবার আশ্রয় বুঝিয়া রাজা মনে ।
 অল্পমতি লাগি কহে বাবাজীর স্থানে ॥
 বাবাজী কইলা ঐ বৈষ্ণবগণেরে ।
 বহু অর্থ দেহ লোক দেহ বহিবারে ॥
 অজ্ঞাক্রমে রাজা বহু অর্থ সঙ্গে লোক ।
 বিদায় করিয়া দিলা প্রণয়পূর্বক ॥
 ধনলোভে হর্ষমতি কথোদূর গি।।
 লোকগণে কহে যাহ তোমরা ফিরিয়া ॥
 তাহার কহরে নৃপতির আজ্ঞা নাই ॥
 সে যাহা হউক পুছি তোমা সব ঠাই ॥
 অনেক বৈষ্ণব আইসে বাবাজীর স্থান ।
 তোমাদিগে এতেক করিলা কেন মান ॥
 কহে তবে ছুটেরা স্বভাব অনুসারে ।
 বৈষ্ণব-অপরাধ ফলে সেই তেপান্তরে ॥
 বহুমান কৈল ত'র কারণ শুনহ ।
 যে হেতুক বাবাজীর অঙ্গহীন দেহ ॥
 এক রাজগৃহে মোরা চাকর আছিল ।
 আমিহ প্রধান তথা জমাদার ছিল ॥
 কোন অপরাধে রাজা মারিতে কহিল ॥
 গোপনেতে হস্তপদ কাটি ছাড়ি দিল ॥
 হেথা আমি ছল করি মহাস্ত হইল ।
 পাছে মোরা ভর ভাবি ভয়েতে কাঁপিল ॥
 আর হেতু পূর্ব-প্রাণরক্ষা কৈলু মোরা ।
 সে কারণ ধন দিলা খোসামদ পাৱা ॥
 শুনি রাজভৃত্যগণ প্রসন্ন নহিল ।
 ইতরের স্তায় বাক্যে ক্ষোভিতা হইলা ॥
 হেনকালে পৃথিবী ফাটিয়া দস্মাগণে ।
 মৃত্যুভিত্তরে নিঞা দাবে ক্রোধমনে ॥
 রাজভৃত্যগণ দেখি অবাক হইল ।
 সাধুদেহী এই দৃষ্ট মনে বিচারিল ॥
 নহে আচরিতে হেন দণ্ড হবে কেনে ।
 প্রকৃতি ইচার বুঝিলাম সম্ভাবণে ॥
 অর্থসহ বিশেষ রাজার স্থানে গিয়া ।
 কহিলা সে লোকগণ আশ্চর্য্য মানিঞা ॥
 রাজা বাবাজীর স্থানে পুছরে যতন ।
 তেঁহ আশ্চোপাস্ত সব কহে বিবরণে ॥
 দস্মা হয়ে মোর হস্ত-পদ আই কাটে ।
 সাধুবংশ ধরিয়া আইলা সটেপটে ॥
 রাজা পুন পুছে সমাদর কৈলে কেনে ।
 অর্থ বা অনেক দিলে কিসের কারণে ॥

সাধু কহে সভার অন্তরে স্তম্ভদান ।
 অর্থ বা সমানে এই কর্তব্যবিধান ॥
 বিশেষে ছুটের প্রতি অদৈব কর্তব্য ।
 সঙ্কিতার্থ হৈলে পরহিংসা না করিব ॥
 কহিতে কহিতে হস্তপদ পূর্ববৎ ।
 হৈল সাধু অসাধুর এই দুই পথ ॥
 সাধুর বরণী নাম পদ্মাবতী সতী ।
 রাজা শুনি আনাইলা আপন বসতি ॥
 নৃপতির রাণী তার ভাই মরিয়াছে ।
 বরণী তাহার সহগমন গিয়াছে ॥
 শুনিয়া কান্দয়ে রাণী পদ্মা কহে তবে ।
 সম্মুখ হই অতিদূর প্রেমভাবে ॥
 প্রিয়াদীন প্রাণ প্রিয়হীন কণমাঝ ।
 বাহিরায় নহে যদি কোন্ প্রেমপাঝ ॥
 সে কথা রাণীর মনে জাগরা রহিল ।
 পরথিতে কিছু তার উপায় সৃজিল ॥
 জয়দেবঠাকুর আর রাজা দুইজনে ।
 বাগিচাতে থাকে কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥
 রাজা গৃহে আইলে রাণী চরণে পড়িয়া ।
 পদ্মার প্রেমোক্তকথা বিশেষ জানায়া ॥
 কহে গোসাঁঞির মিথ্যা মৃত্যুসমাচার ।
 পাঠাইয়া দেহ গিয়া তাঁহার গোচর ॥
 স্ত্রীর স্বভাব পুনঃপুন কহে তবে ।
 রাজা কহে অনোচিত অপরাধ হবে ॥
 রাজা কহে যাণ জান কর যেন হয় ।
 আমি নাহি জানি তব মনে যেন হয় ॥
 মিথ্যা করি গোসাঁঞির মৃত্যুসমাচার ।
 রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোকদার ।
 শুনি মাত্র পরাণ বিরোগ হইল তাঁর ।
 রাণী অপকৃদ্ধ হৈয়া করে হাহাকার ॥
 ভয়ে কম্পমান নৃপে দিলা সমাচার ।
 রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরসার ॥
 গোসাঁঞির চরণে পড়িয়া রাজা কহে ।
 গোসাঁঞি কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে
 মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্র কৃষ্ণনামাকর ।
 কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণসকার ॥
 এত কহি সাধু যাই তাঁহার নিকটে ।
 কৃষ্ণ কহ বলিতেই চমকিয়া উঠে ॥
 প্রাকৃতিক শ্রী যেমন সামান্য পুরুষে ।
 আমিবুদ্ধি করি হয় আসক্ত করসে ॥

পাছে বুঝ পদাবতীর তেমতি আশর ।
 আমিসম্বন্ধ যাতে কৃষ্ণ-প্রেমময় ॥
 কৃষ্ণের সম্বন্ধে আমি বহু কৃষ্ণভক্ত ।
 অতএব আমিওঁম ব্যক্তি অপ্রাকৃত ॥
 কিছুদিন বাজে সাধু রাজারে কহিরা ।
 পুনঃ শ্রীপুরুষে তুমি গেলা হুই হিরা ॥
 তাঁর মুখপদ্মমধু শ্রীগীতগোবিন্দে ।
 ত্রিজগৎ মস্ত হৈল যেই রসানন্দে ॥
 মধুর সঙ্গীত শুনি দেবনারীগণ ।
 পুলকে ফুৎকার করে পালটি নরন ॥
 সাধু কি পাষণ্ডী কিবা বিষয়ী পামর ।
 শুনিঞা না জবে হেন নাহি চরাচর ॥
 মালীর হুহিতা এক বার্তাকুব ক্রেতে ।
 বার্তাকু উঠার আর গায় আনন্দিতে ॥
 জগন্নাথ নিজলীলা বিশেষ-আখ্যান ।
 শুনিঞা মগন চেষ্টা প্রেমগীর গুণ ॥
 মালিনীর পশ্চাতে শুনি'ত ধাবমান ।
 কোমল শ্রীপাদপদ্মে ফুটে শিলাকণ ॥
 কণ্টকে ছি'ওল শ্রীঅঙ্গের মিহিবস্ম ।
 উড়নিতে বিক্লি রহে কণ্টকিত পত্র ॥
 মন্দিবে আইলা যবে ছিন্নভিন্ন বেশ ।
 ধীর খুলি পাণ্ডাগণ ভাবয়ে অশেষ ॥
 বস্ত্র মালা অলঙ্কার অন্ধে ছি'গিয়াছে ।
 বার্তাকুর কাঁটা বস্ত্রে বিদ্ধি বহিয়াছে ॥
 রাজা আসি চমৎকৃত করয়ে শুবলন ।
 কোথা গিয়াছিল প্রভু অলভ্য কি ধনে ॥
 ত্রৈলোক্য তোমার ক্রীড়াভাণ্ডে কিবা নাই ।
 কি কারণে কোথা যাও আহা বলি বাই ॥
 আহা মন্দিরী চরণে কত না বেদনা ।
 পাইলে কোথার কেবা কৈল কদর্থনা ॥
 এ তোমার তৃত্য প্রভু সম্মুখে থাকিতে ।
 আজ্ঞা না করিলা কেনে কি কাজ বাইতে ॥
 আজ্ঞা কর আকাশের চন্দ্র-সুৰ্য্য আনি ।
 ব্রহ্মা-আদি দেবতা ব'শুকী বেদবাণী ॥
 ধরিয়া আনিয়া কণে দেহ শ্রীচরণে ।
 ব্রহ্মাও চূর্ণিত করি শ্রুমেধব সনে ॥
 শ্রীচরণকমলেন বালাইয় সনে ।
 কুক দিয়া স্বৰ্গমাজে উড়াই গগনে ॥
 কারণ-অৰ্ণব-সিন্ধু পারিতে করিরা ।
 পুঙ্কোমল শ্রীচরণে সেই ধোরাইরা ॥

আহা এ কি কেনে কোথা কিম্বের লাগিরা ।
 গিয়াছিল কি অভাবে চরণে ইটিয়া ॥
 কাতর অন্তরে রাজা নরনের তলে ।
 ভাসিরা কহিলা ববে হইরা বিকলে ॥
 প্রভ্যাদেশ করিরা দয়াল জগন্নাথ ।
 বিশেষ কহিলা তবে নৃপতির সার্থ ॥
 মালীর হুহিতা নিজ বার্তাকুর ক্রেতে ।
 পড়ে গীতগোবিন্দ মুক্তি গেলাম তনিতে ॥
 ধাইতে পশ্চাতে বার্তাকুর কাঁটা লাগে ।
 তুই হইছ বড় তাঁরে আন মোর আগে ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ যেখানে-যে করে ।
 অবশ্য সেখানে মুক্তি যাই শুনিবারে ॥
 চমৎকার ভাবে বাজা মালিনীর আগে ।
 শিবিকা পাঠায় আনে বহু অমুরাগে ॥
 জগন্নাথ সম্মুখে সে পরম আনন্দে ।
 গাইল গোবিন্দগীত পরম প্রবন্ধে ॥
 অতাপিহ তাহার সম্মান প্রভু আগে ।
 শ্রীগীতগোবিন্দ গান করে সন্ধ্যাতাগে ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ শুনিবারে প্রভু ধার ।
 শুনি রাজা নগরতে ঢেঁরিয়া কিয়ায় ॥
 কুৎসিত-স্থানেতে কিংবা গমন সময় ।
 পাঠ করিবারে সেই দণ্ড আই হব ॥
 যখন মে'গল এক তাহা তো শুনিঞা ।
 জগন্নাথ আইসে তাহে উৎসুক হইরা ॥
 ঘোড় চড়ি যায় গীত-গোবিন্দ পড়ার ।
 জগন্নাথ শুনিবারে পাছে পাছে ধার ॥
 চারিপাশে চাহে সেই মোগল সুননা ।
 জগন্নাথ কোথা আইসে করয়ে তর্কনা ॥
 দেখিবারে না পাইরা ভাবয়ে অন্তরে ।
 বন বলিয়া বুঝি উপেক্ষিলা মোরে ॥
 হে'কালে দেখি আগে শ্রামলসুন্দর ।
 মুচ্ছিত হইরা প'ড় হইরা অধর ॥
 যখন চণ্ডাল বিপ্র চরি না বিচারে ।
 যেই ভঞ্জে সেই পায় গুণের সাগরে ॥
 শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বৃন্দাবন বাইতে ।
 অন্তরে আবেশ-হৈল ঠাকুর-সহিতে ॥
 ঠাকুর কিশোর রূপ হুল অল তারি ।
 কেমনে লইয়া যাব উপায় কি করি ॥
 এতক ভাবিতে রাগমাধব কহিল ।
 চিন্তা কি আমারে লয়া বৃন্দাবন চল ॥

ধুলির ভিতর করি লইয়া যাইবে ।
 চোটরূপ হব কিছু ভার না লাগিবে ॥ !
 ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কবিরাজ ।
 বৃন্দাবন গেলেন ঠাকুর খুলিমাঝ ॥
 বৃন্দাবনধাম দেখি পুলক হইলা ।
 কেনীষাট-সন্নিধানে আনন্দে রহিলা ॥
 কোন মহাজন রাধামাধবে হেরিয়া ।
 আর্জ হইয়া দিলা মন্দির বানাইয়া ॥
 কবিরাজ অশ্রুকণ্ঠে বহু কাল পরে ।
 ঠাকুর লইয়া রাজা গেলা জয়পুরে ॥
 অত্যাধি তথা ষাটিনাম রম্যস্থানে ।
 বিরাজ করয়ে চাঁদ আলকে বদনে ॥
 পরমসুন্দর রূপ ভুবনমোহন ।
 বিজুরি চমকে যন অঙ্গের কিরণ ॥
 অতএব শ্রীল-জয়দেব কবিরাজ ।
 যাব শুণ কীর্ত্তি যে শ্রীমদ্র জগন্নাথ ।
 অসাধারণ শুণ সাধু অপার মহিম ।
 যার জ্ঞান অনুরোধে গঙ্গা অ'ইলা গামে ॥
 কেন্দুবিস্ত হৈতে গঙ্গা হয় আঠার ক্রোশ ।
 প্রতিদিন গঙ্গাজ্ঞান করে বাসোয়াস ॥
 একদিন সাধু কোন কারণ-অধীনে ।
 যাইতে না পারি ক্ষোভে ভাবয়ে মউনে ॥
 হেনকালে গঙ্গাদেবী কল্লোল করিয়া ।
 সাধুব আশ্রম যথা কেন্দুলি আসিয়া ॥
 জয়দেব কহে গঙ্গা কর আসি জ্ঞান । •
 তোমার পরশ লাগি আইলু তব স্থান ॥
 সর্বতীর্থমধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে ।
 মহিমা কে কবে শিব শিরে ধবে গাথে ॥
 হেন গঙ্গা কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ-পরশনে ।
 সৌভাগ্য গণয়ে আর ধন্য করি মানে ॥
 ইহার প্রমাণ বহুশাস্ত্রেতে বাখানে ।
 প্রচররূপ সর্বলোকে অজ্ঞে নাহি জানে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে -

ভববিধা ভগবতাতীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো !
 তীর্থাকুর্ত্তি তীর্থানি শাস্ত্রেন গদাভূতা ॥

হে বিভো ! আপনাদের স্থায় ভাগবতবৃন্দাই স্বয়ং
 তীর্থভূত । অন্তরহিত গদাধরের স্থায় আপনারা
 তীর্থ-সমূহের তীর্থ প্রতীক্ষিত করেন ।

আমি তাঁর চরণ অন্তরে ধারণা ।
 আশা করি আছি হৃদিপাত্র পসারিয়া ॥
 তাঁর পানশেষ শ্রেয়-অমৃতের কণা ।
 কৃষ্ণদাস প্রাপ্তিহেতু করয়ে কামনা ॥

শ্রীঅর্জুন-মিশ্র ।

শ্রীমান্ অর্জুন মিশ্র ভাগবত সাধু ।
 শ্রীপুরুষোত্তমে বাস সমিত্যারে বধু ॥
 পণ্ডিত গভীর মহা উদার চরিত্র ।
 নির্মলশর শাস্ত্র শিষ্ট তদগত চিত্র ॥
 ভিক্ষা উপজীবা মাত্র সর্বত্র উদাস ।
 শ্রীমদগীতা-ভাগবতে সদাই বিলাস ॥
 গীতা উপনিষদের টীকা বিস্তারিতে ।
 “যোগক্ষেমং বহামাহং” শ্লোক বিচারিতে ॥
 মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল সাধুবরে ।
 যোগ ক্ষেম বহিয়া যে অনন্ত-ভক্ত্যরে ॥
 আপনি যোগান হেন সম্ভব না হয় ।
 পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয় ॥
 লেখনীতে আঁচিয়া পাঠান্তর স্থাপে ।
 গীতা ভাগবত দেহ সাক্ষাৎস্বরূপে ॥
 গীতাপাঠ কাটাতে অন্ধরে আঁচড়িতে ।
 রামকৃষ্ণ-অঙ্গ কত হয় সেই যাতে ॥
 লানাইতে তাহারে করিলা কিছু ভক্তি ।
 আঁচড়িতে বাত বৃষ্টি হয়ে উত্তরজী ॥
 ভিক্ষা না মিলয়ে মিশ্র পাকে উপবাসে ।
 পরদিনে গেলা পুন ভিক্ষা অভিলাষে ॥
 হেথা দুই ভাই জগন্নাথ বলরাম ।
 • ব্রাহ্মণবালকরূপে আইসে মিশ্রধাম ॥
 চ'জন্যর স্বন্ধে দুই প্রসাদের ভার ।
 রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার ॥
 লইয়া কহেন মিশ্র প্রসাদ প ঠাইলা ।
 ঠাকুরাণী চমকিয়া কহিতে বাগিলা ॥
 এতেক প্রসাদ তেঁহ পাইলেন কোথা ।
 তোমাদিগের স্বন্ধে নিতে মনে নৈল ব্যাথা ॥
 সে যাহা হটক তোমাদিগের অঙ্গে রক্তাশা ॥
 কান্ডিতেছ মারিল কে হেন বৃষ্টি পারা ॥
 তাঁহারা কহেন মিশ্রঠাকুর মারিল ।
 তেঁহ কহে অসম্ভব মনে না লইল ॥

মিশ্রঠাকুর কার নাহি খেন পীড়া ।
 ব্রাহ্মণবালক থাকু নাহি হিংসে কীড়া ॥
 তাহাত তোমরা হেন সুন্দর কিশোর ।
 হেন অঙ্গে আঘাত না কবে দম্বা-চোর ॥
 সুকোমল অঙ্গ সুকুমার আশা মরি ।
 কেমন নির্দয় সেই দম্বা নৈল হেরি ॥
 পুন শিশুকহে মাতা সত্য যে কহিছ ।
 মিশ্র মারিয়াছে কত হইয়াছে তুহু ॥
 পুনঃ পুন শুনি ঠাকুরাণী মনে লৈল ।
 তবে বল বাপু আহা কি দিয়া মাঝিল ॥
 কেন বা মারিল হেন কুমতি হই ।
 এ হেন সোণার অর্ধে আঘাত রি ॥
 তাহারা কহেন মোরা কিছু নাহি কহি ।
 সন্নিকটে ছিহু মাত্র দে বস্তু এহি ॥
 সোণার কণ্টক তীক্ষ্ণ তাহা আঘাতে ।
 আঁচড়িল অঙ্গে এই দেখহ সাক্ষাতে ॥
 এত শুনি ঠাকুরাণী দুঃখিত হইয়া ।
 পড়িয়া বহিলা ভূমে আক্রোশ করিয়া ॥
 শিশু দুই চলি গেলা মিশ্র আইলা ঘরে ।
 ভিক্ষা নাহি মিলে বাত-বিবিধণ-তরে ॥
 আসিতে আসিতে ঠাকুরাণী কহে তবে ।
 শুন দেখি এমন হইলে তুমি কবে ॥
 এ-হেন কুমতি তব কি লাগি হইলা ।
 আহা মরি তুটি শিশু মারিয়া ডারিলা ॥
 এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রক্তধারা ।
 পণ্ডিত হইয়া তার ফল এই পায়া ॥
 এত শুনি বিপ্রসাদ আশ্চর্য্য মানিয়া ।
 আকাশ পাতাল ভাবে চমকিত হৈয়া ॥
 কহে আর কে আইল কাহারে মারিহু ।
 আমি তো কাহারে কতু হিংসা না করিহু ॥
 কোথা হৈতে আইলা শিশু বিবরণ কহ ।
 বৃথা কেন রোষ করি করহ কলহ ॥
 ঠাকুরাণী কহে ব্রহ্মপ্রসাদের ভার ।
 জানো নাহি স্বন্ধে দিয়া পাঠাইলে বার ॥
 মিশ্র কহে আমি তো না প্রসাদ পাঠাই ।
 পাঠাইল প্রসাদ কেবা সে বালক বা কই ॥
 তবে ঠাকুরাণী পুন চমকিয়া কহে ।
 কেবা পাঠাইল তবে তুমি যদি নহে ॥
 অগুরু-বরুণ দুটি গৌরী-কৃষ্ণ-বর্ণ ।
 অতি-সুকুমার অঙ্গ কর্ণেতে সুবর্ণ ॥

স্বন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্তধারা ।
 কান্দিতে কান্দিতে আইলা যেন পুতলাহারা ।
 কহে প্রসাদেব তার মিশ্র পাঠাইলা ।
 হোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আঁচড়িলা ॥
 পণ্ডিত সুবোধ মিশ্র মরম বুঝিলা ।
 গীতাপাঠ কাটা হেতু অ ব কৈলা ॥
 বুঝিয়া হঠাৎ মূর্ছা হইয়া ডিলা ।
 কহে তবে সত্য আমি আঁচড়িলা ॥
 ঠাকুরাণী চমকিয়া পুছে ধীরে ধীরে ।
 কারণ কি ইহার বিবরণ কহ মোরে ॥
 ঠাকুর ক ন আরে গীতা-ভাগবত ।
 জগন্নাথ নিজদেহ হয় তো সাক্ষাৎ ॥
 সে তা পাঠ ছাটি তাহে আঁচড়িল ।
 অতএব জগন্নাথের শ্রীমদে বাজিল ॥
 “বহামাহং পাঠে মুক্তি বজ্রা করি ।
 তাহার উদাহরণ স্বন্ধে বাহ দেখাইল ॥
 জগন্নাথ বলরাম আইলা গৃহেতে ।
 তুমি ধন্ত দেখিলা নহে আমার ভাপোতে ॥
 ব্রাহ্মণীয়ে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়া ।
 প্রেমাবেশে হর্ষ-ভরে তটস্থ হইয়া
 বহামাহং বহামাহং লেখে পুনঃপুন
 অপরাধ ক্ষেমাভিতে করয়ে স্তব
 অতাপিহ শ্রীঅর্জুনমিশ্রের গীতাটীকা ।
 পণ্ডিতের মাত্র হয় গৌরবের অধিকা ॥
 “বহামাহং বহামাহং” তিনবার হয় ।
 অর্জুনমিশ্রের দ্বারে স্বয়ং যে দেখায়
 অতএব সিদ্ধান্ত অনন্ত বেই ভজে ।
 যোগক্ষেম দেন বহি আপনার ভূজে ॥
 অর্জুনমিশ্রের ভাগ্য কিবা অল্পপাম ।
 ছলে কুপা কৈলা জগন্নাথ বলরাম ॥
 সেই মিশ্রঠাকুর-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ ।
 কুপা লাগি কৃষ্ণদাস করয়ে প্রার্থন ॥

শ্রীশ্রীধরস্বামী ।

শ্রীল শ্রীধরস্বামী জগতে বিদিত ।
 শ্রীমদ্ভাগবতটীকা কৈলা বিস্তারিত ॥
 শ্রীনৃসিংহদরশন সাক্ষাতে করিলা ।
 টীকা মধ্যে মধ্যে শুধ-অমৃত বর্ষিলা ॥

কর্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পৃথক্ পৃথক্ ।
মূঢ়জনে নাহি বুঝে মানে করি এক ॥
স্বামী তারে পৃথক্ করিয়া শাস্ত কৈলা ।
অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি বখানিলা ॥
কর্ম-জ্ঞান আদি হরিতত্ত্বগন্ধ বিনে ।
বিকল উত্তমমাত্র প্রসিদ্ধ ভুবনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে —

শ্রেয়ঃসূতিং ভক্তিমুদ্রাং তে বিভো ।

হে বিভো ! ভবদীয় ভক্তিপথে কল্যাণ-স্রোত
প্রবাহিত ।

ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বি বিজয় ভূষণ ।
ভক্তিমুখ নিরৌথয়ে কর্ম যোগ জ্ঞান ॥
কর্ম-জ্ঞান-আদি-মিশ্র ভক্তি যদি হয় ।
ব্যভিচারী কহে শাস্ত্রে নাহি প্রাণংসয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

জ্ঞানে প্রদানমুপাশ্রয় নমস্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখারতাঃ ভবদীয়বাণাম্ ।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাঃ তদুবাণ্ডমনোভি
র্ষেপ্রায়শোহজিত ! জিতোহ্যপ্যসি তৈশ্চল্লোক্যাম্ ॥

যাহারা জ্ঞানের প্রদান বিপর্যজন পূর্বক সাধুমুখ-
বিনির্গত শ্রুতি-অনুগত ভবদীয় প্রদর্শনেই কার্যমনো-
বাক্যে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে জীবনধারণ করেন,
ত্রিভুবনের অজিত হইলেও, আপন, তাঁহাদিগের
নিকট পরাজিত ।

শুদ্ধভক্তি একমাত্র অনন্তশরণ ।
অতএব নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ হন ॥
অনন্ত করিয়া ইহা সর্বশাস্ত্রে ॥
দুরাচার হইলেও সে সাধুমধ্যে হয় ॥

শ্রীগীতারাম—

অপি চেৎ সুরাচারো ভক্ত্যত মামনন্তভাক্ ।
যে ব্যক্তি অনন্তচিত্তে আমার ভজন করে, অতি
দুরাচার হইলেও সে সাধুमध्ये গণ্য ।

ইহাতে বুঝহ অনন্য বিনে ভক্তি ।
শুদ্ধ অধিকারী নহে কহে বেদ-পংক্তি ॥
হরিতত্ত্ব-আশ্রিত অন্য দেব-আদি গুণে ।
ভক্তিতত্ত্বসে সেই জন নাহি বুঝে ॥

প্রারম্ভিত কর্মী জানী তত্ত্ব-আদি যে তে
যে যে অধিকারী করিবেন সেইমতে ॥
হরিতত্ত্ব জীবের যে কর্তব্য তাৎপর্য্য ।
কর্ম জ্ঞান নহে দেহধারণের বর্য্য ॥
শাস্ত্র বিরুদ্ধ গৌণ লক্ষণাব্যাখ্যান ।
দুষ্টিয়া স্থাপিতা শুদ্ধমত বিগল্গণ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ প্রচার করিলা ।
যত বন বিরুদ্ধার্থ বিচারে খণ্ডিলা ॥
শুদ্ধমত সাধুর সম্মত সত্য-মার্গ ।
নির্ণীলা নিরাসি মত মতবাদিগণ ॥
কাশীপুরে দণ্ডী যত মতবাদিগণ ।
হঠ করি বিচার করিলা বহুজন ॥
পরাজব করি স্বামী দিলা ওলাহন ।
তগ'চ ন' মানে পূজ্যসংস্কার কারণ ॥
উভঃসম্মতিমতে প্রতিজ্ঞা করয় ।
মাবব যে অঙ্গীকরে সেট সিদ্ধ হয় ॥
টীকা নিঞা শ্রীবেণীমধব শ্রীচরণে ।
ধরিতেই প্রভু কৈলা দৃঢ়রে দারণ ॥
স্বামী দেখে প্রভু হস্তে ধরিয়া তুলিলা ।
অন্য দেখে যেন হৃদে উড়িয়া লাগিলা ॥
অতএব জয় জয় শ্রীমদ্ভাগবত ।
ভাবার্থদীপিকা টীকা সাধু সাধুমত ॥
জয় শ্রীশ্রীধরস্বামী ভুবনপাবন ।
ভাগবত উপদেশে তারে জগজ্জন ॥
তাঁহার বৈরাগ্যকথা আত্ম বিবরণ ।
শুনহ কহিব কিছু কর্ণরসায়ন ॥
শ্রীমান্ পরমানন্দপুরীর কৃপায় ।
নৃসিংহ অকলঙ্কশ্রী হৃদয়ে উদয় ॥
মহাভাগবতোত্তম পণ্ডিত গম্ভীর ।
বৈরাগ্য জন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির ॥
গৃহে এক স্বী মাত্র পূর্ণগর্তবতী ।
তেজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি ॥
হেনকালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া ।
কাল প্রাপ্ত হৈল তার বালক রাধিয়া ॥
সাধু উৎকর্ষাতে গৃহে রহিতে না পারে ।
চিন্তয়ে বালক এই কেবল রক্ষা করে ॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক ক্ষেষ্ঠী-বিষ ।
চালে হৈতে পড়ি গেল বিনা অবলম্ব ॥
ভাদ্রিয়া ভিতর হৈতে বাছা নিকটিয়া ।
পাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা পরিয়া ॥

সাধু ভাষা দেখি মনে বিচার করিল ।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহায়ে রক্ষিল ॥
এতেক ভাবিয়া তেজি গমন করিল ।
অনাথ বালক গ্রামালোকেতে পালিল ॥
সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হইলা ।
ভটি-নামে রামলীলা-সাহিত্য বর্ণিলা ॥
শ্রীধরনামী শ্রীচরণ গুণ গাই ।
শ্রীমঙ্গাগবত-শ্রীচরণে মতি চাই ॥

শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল মহাশয় ।

শ্রীমান্ বিষ্ণুমঙ্গলঠাকুরের বলিহারি ।
সাধু চুড়ামণি পরাকাষ্ঠা-প্রেম-ভোরি ॥
অপূর্ব অদ্ভুত চমৎকার সুমঙ্গল ।
অলৌকিক রীতি সূচরিত সুনির্মল ॥
কৃষ্ণহস্ত ধরি যৈহ জোরাবরি কৈলা ।
পুন নেত্র ভরি রূপসাগর দেখিলা ॥
ঐর সূচরিত-সাগরের এক কণা ।
গাইব পবিত্র লাগি দুর্ঘটি আপনা ॥
দক্ষিণদেশেতে কৃষ্ণবেণা নামে নদী ।
তাহার নিকট গ্রামে গ্রাম কর্মবাদী ॥
তথায় বসতি বিষ্ণুমঙ্গল নাম বিপ্র ।
লম্পট-বস্ত্রাব ধর্ম-অংশে অতিক্রিপ্র ॥
নদীপারে এক বেড়া নামে চিত্তামণি ।
তাহাতে আসক্ত সদা দিগন্ত-রজনী ॥
একদিন বিপ্রের পত্নীশ্রদ্ধ মৃত্যুতিথি ।
বেড়া কহে নদীপার না আসিহু ইথি ॥
সারাদিন রহে ঘরে উদ্বিগ্নমানস ।
দ্বিতীয়প্রহর রাত্রে হইল অবশ ॥
বৃষ্টিবরিষণ ঘোর বহে ঝঞ্ঝাবাত ।
উঠিয়া চলিলা নাহি মানে বজ্রাঘাত ॥
নদীপার যাইতে নাহি নোক নাহি ভেলা ।
কাম-ভরনিতে চড়ি জলে কাঁপ দিলা ॥
কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে ।
ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইল আগ ॥
জানহু কাঠবুড়ো মুন্দর ধরিয়া ।
সড়া মৃতের ক্রন্দ লাগে সর্বদা ভরিয়া ॥
সে অজ্ঞানন নাহি কণ্ঠে গায় হৈয়া ।
বেড়ার বাটীর চৌদিকে কিরে ধাইয়া ॥

প্রাচীরের গর্ভে এক সর্প মুখ দিয়া ।
রহবে ধূহিরে পুঙ্খ লবিত হইয়া ॥
ধার না পাইয়া দীর্ঘরজ্জু বুন্ধি করি ।
সেই সর্প ধরি উঠে প্রাচীর উপবি ॥
ভিতবে উপর হৈহে লক্ষ দিয়া পড়ে ।
শব শুনে বেশাগণ ডরে হড়বড়ে ॥
বাঁহর হইয়া আসি প্রদীপ লইয়া ।
দেখে বিষ্ণুমঙ্গল হয় আশিনার পড়িয়া ॥
পড়িয়া চূর্ণিত দেহ উঠিতে না পারি ।
ধরাধরি করিয়া আনিয়া সবে ধরে ॥
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ কেন দেখিয়া পুছরে ।
যেকপে আইলা গিয়া প্রত্যেক দেখায় ॥
শ্রান আদি করাইয়া বদাইয়া গৃহে ।
বিশেষ ভৎসন করি বেড়া বহু কহে ॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ তব হেন দুঃবুদ্ধি ।
হেন কর্মে যাব মতি তার এই সিকি ॥
যেন তম মদ যাতে শব কালসর্প ।
না চিনিগে অধীন হইয়া কামদর্প ॥
আমি বেড়া নোট অতি অস্পৃশ্য নি নত ।
তাঁহে তুমি বিপ্র মোতে ক্রিয়া অনোচিত ॥
এ হেন অগ্রহ কর্মে হেন অহুর্ভাগ ।
ইহার যে শতাংশের অংশ একভাগ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার
তবে কি না হইত চতুর্ভুজসেবা যার ॥
চিত্তামণিবেড়ার যোঁ স্থামণি বাক্য ।
শুনি বিষ্ণুমঙ্গলের ক্রন্দে হল সৌখ্য ॥
আগমন ক্রেশ আর ভৎসনা বিশেষে ।
ভাবিয়া বিবেক হৈল স্নান মানসে ॥
রাজি কৃষ্ণলীলাগানে প্রভাত হইল ।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল ॥
স্থানান্তরে এক সাধু সোমগিরি নাম ।
ঐর স্থানে কৃষ্ণমঙ্গল লৈলা অভিরাম ॥
একভাবে বৎসরেক গুরুর সেবন ।
করিয়া পাইলা রত্ন শুদ্ধপ্রেমধন ॥
অলৌকিক প্রেমভক্তি পাইয়া হৃদয় ।
মদপানে যেন মত্ত দিবানিশি যায় ॥
কৃষ্ণ দরশনে মম-উৎকণ্ঠা হইল ।
হা হা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল ॥
বৃন্দাবনে যাইবার হইল আশয় ।
দ্বিধিদিগ নাহি অহুর্ভাগে ধার ॥

কথোক দিবসে এক গ্রামে উত্তরিয়া ।
 সরোবরতীরে বৃক্ষতলেতে বসিয়া ॥
 প্রেমাবেশে অন্তর্মুখ হই চারি দিন ।
 বসিয়া রহিয়া তথা আত্মসুখিহীন ॥
 গ্রামস্থ প্রবীণ লোক দেখিয়া সুপাত্র ।
 ভক্তিতাকে প্রশংসয় ছল ছল নেত্র ॥
 সরোবরে স্নান করে বহু নরনারী ।
 সুন্দরী যুবতী এক বণিকের স্ত্রী ॥
 দৈবাৎ তাহার পানে দৃষ্টিপাত হৈল ।
 হেন বে সাধুর মন ঈষৎ টলিল ॥
 আপন অন্তর-রীত বুঝিয়া আপনে ।
 উপায় সজ্জিলা কিছু শাস্তির কারণে ॥
 স্নান করি সেই নারী যে দিকে চলিলা ।
 সাধু তার পাছে পাছে গমন করিলা ॥
 বধু নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলা ।
 সাধু তার গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলা ॥
 হেন কালে সেই স্ত্রীর স্বামী সূচা হত ।
 দ্বারে সাধু বসি দেখি হইলা চকি ১ ॥
 বহু স্তব করি কহে করযোড় করি ।
 কিবা আজ্ঞা হই কহ করি শিরে ধরি ॥
 সাধু কহে যদি মোর বচন রাখহ ।
 তোমার রমণী আনি আশ্রমে দেখাহ ॥
 বণিকচরিত্র কিছু অলৌকিক হয় ।
 বৈষ্ণবপিরীতিকায়ে স্বীকার করয় ॥
 অন্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া ।
 আনিয়া রমণী নিজ স্রবেশ করিয়া ॥
 নির্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা ।
 আপাদমস্তক সাধু সব নিরখিলা ॥
 চক্ষু সন্মোহন করি তত্ত্ব বিচারিয়া ।
 কহিতে লাগিলা নিজমন বুঝাইয়া ॥
 আরে যুচ চক্ষু কি দেখিয়ে তুলিয়াছ ।
 অগ্রাহ্য অবিতর্পণে কি ধন পাইয়াছ ॥
 রক্ত-মাস-ক্লেশ-বিষ্ঠা-মুজময় দেহ ।
 স্বক-আচ্ছাদন মাঝ দরশ-সুবহ ॥
 নির্ঘৃণ তোমার মতি এ হেন কদর্য্য ।
 লালসা করহ যাতে নিমিত্ত-অভুত ॥
 ধিক্ ধিক্ আরে হুই অসৎ ইন্দ্রিয় ।
 ক্ষম বিড়ম্বন ঘোরে না কর অনুর ॥
 এই তো ইহার তত্ত্ব জানিলে এখন ।
 পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ ।

এতক বিচারি যুবতীর স্থানে কহে ।
 তীক্ষ্ণ হৃদি সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে ॥
 আজ্ঞা মানি সূচ হুটী বাইয়া আনিলা ।
 সাধু নিজচক্ষে তাঁরে বিদ্রিষ্টে কহিলা ॥
 পুনঃপুন আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিদ্রিষ্ট ।
 বণিক দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে ॥
 আজ্ঞাক্রমে পুন সেই সরোবরতীরে ।
 হস্ত ধরি লইয়া রাখিলা স্ত্রীরে ধীরে ॥
 কৃষ্ণভঞ্জনের বাধা করিতে প্রবর্ত ।
 যোহতু ইন্দ্রিয় নষ্ট কৈলা দৃঢ় ব্রত ॥
 কৃষ্ণ-দরশন-রাগে চলে বৃন্দাবনে ।
 অমুরাগচক্ষু বার কি করে নয়ানে ॥
 রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রূপ-গুণ-মধু মাতি ।
 ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষতি ।
 মাতোয়ার প্রায় ধরমর করি চলে ।
 বর্ণরে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে ॥
 যে গীত-অমৃতে জিতুবন পুলকিত ।
 কৃষ্ণবর্ণামৃত নাম অকৃতপিহ স্থিত ॥
 বৃন্দাবনে গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে ।
 বসি কৃষ্ণপ্রাপ্তি আশা গুজরার ঘাটে ॥
 ভকতবৎসল কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া ।
 বিশ্বমন্ডলে কহে সম্মুখে আসিয়া ॥
 রোদ্রে কেনে বসি ভাব তুকে কেনে রহ ।
 ছায়াতে আসিয়া বৈস আহার করহ ॥
 তেঁহ কহে অক্ল মুক্তি দেখিতে না পাই ।
 কে তুমি স্বরূপে কহ তবে আমি বাই ॥
 কৃষ্ণ কহে গ্রামী গোপশিশু হই মুক্তি ।
 মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইলা তব ঠাকি ॥
 শ্রীঅজ-সদাশ্রমে আর স্মৃষ্টি বচনে ।
 সাধু অজ্ঞভাবে তত্ত্ব জানি গেলা মনে ॥
 আনন্দ উৎকর্ষা আর হিরা গুরুগরি ।
 সাপটিয়া ধরিব যে মনে আশা করি ॥
 কহে তব হাত ধরি বৃক্ষছায় লহ ।
 অন্ন আনিয়াছি কোথা খাই তবে দেহ ॥
 কৃষ্ণ দূরে থাকি বাসহস্ত বাড়াইয়া ।
 তর্জ্জনী ধরিতে কহে যুচকি হাসিয়া ॥
 আহা মরি সেই ভদ্রী সেই মনহাসি ।
 ধিক্ ধিক্ কোটিচক্রে কোটি সূচাশি ॥
 ছল করি কহে সাধু কই কোথা তুমি ।
 হেয় আইস কোথা হস্ত নাহি পাই আমি ॥

পুন কিছু হাত বাড়াইয়া তুলি করি ।
 সাপটিয়া ধরে সাধু অতিদ্রুত করি ॥
 সুদারিঙ্গ যেন স্পর্শমণি পথে পারি ।
 ময়িলে পুনরু যেন দেহে প্রাণ আর ॥
 বহুকাল স্মার্ত্ত খাইয়া স্থাবাশি ।
 যেমত আনন্দ পার তেমত পরশ ॥
 কৃষ্ণ কহে ঠাক্র মোরে মুঞি ধরে বাই ।
 কি কারণে ধর তুমি কহ মোরে তাই ॥
 তেঁহ কহে হেন হস্ত ছাড়িতে কি পারি ॥
 বাহিরে রাখিব আলি হৃদয়-মাঝারি ।
 বহুদুঃখে অনেক সাধনে হেন ধন ।
 পাইয়াছি বাদ বা ছাড়িব কি কারণ ॥
 পর কি পরের দুঃখ বুঝয়ে কখন ।
 তুমি সে কেমন কহু না দেখি এমন ॥
 নিজনাহি হানি পরদুঃখ বিমোচন ।
 দরশন দিয়া মাত্র তাহে না কবণ ॥
 শুধাপিহ কৃষ্ণ করে হাত টানাটানি ।
 চোরা যেন নাহি মানে ধর্ম্মের কাহিনী ॥
 সাধু যদি শত্রু করি শ্রীহস্ত ধরিল ।
 আহা মরি বাজে বল সঠিতা করিল ॥
 বেদনা লাগর বলি সাধু চমকিল ।
 যে হেতুক হস্ত প্রথ পাই পলাটিল ॥
 ফাঁকর হইয়া সাধু কহিতে লাগিল ।
 এ বড় আশ্চর্য্য নহে হাত ছুড়ি গেলা ॥
 হৃদয় হইতে যদি পারহ বাইতে ।
 তবে তো এগিরে মুঞি পৌকর তোমাতে ॥

তত্বতত্ত্বকঃ—

হস্তমুৎকিণ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ । কিমকৃত ।
 স্বদ্রব্যাদি নির্ধাসি পৌকরঃ গণরাসি তে ॥
 হে শ্রীকৃষ্ণ । তুমি মদীহ হস্ত ছিনাইয়া যাইতেছ,
 হাতে আর বিচির কি ? মদীর হৃদয় হইতে
 বাহিরে বাইতে পার, তবেই তোমার পৌকর
 গতে পারি ।

তবে গেহে কৃষ্ণ পুন কহে নিম্নরূপে ।
 ছায়াতে আইস এই মোর সাথে সাথে ॥

কৃষ্ণ দূরে দূরে যার, সাধু পাছে পাছে ধার,
 চক্ষু বন্ধ না পার দেখিতে ॥
 চুপকমণির সাথে, লৌহ-আভাষিক রীতে,
 যেম ধার যার তেন মতে ॥

বসাইয়া বৃকতলা, দুঃখ অরুণাণি দিলা,
 | তেঁহ কহে কহু না খাইব ।
 যদি মোরে একবার, দেখাও অপেক্ষে তার,
 তবে বাহা কহ সে করিব ॥
 কৃষ্ণ কহে কি দেখিবে, দেখিলে কী কি হইবে,
 গোপনিত কহু দেখি নাই ॥
 সাধু কহে কিবা কহ, না বুঝিয়া প্রলপহ,
 গোপননে কার্য্য যে সদাই ॥
 হানিয়া নিকটে যার, পুন কৃষ্ণ পিছে ধার,
 আনন্দে কোতুক ভক্তমনে ।
 নানান কোতুক-রসে খেলয়ে পরমোন্মাদে,
 সাধু যদি হয়ে বিদারনে ॥
 সম্মুখে বাহিত নিধি, দেখিতে না পার সুখী,
 চক্ষু বন্ধ মনে ধকধক ।
 আক্লার বহেতে যেন, কালসর্প হয় তেন,
 উৎকণ্ঠিত আশা লললকি ॥
 কহে ওহে কৃষ্ণ ধৃষ্ট, নির্দয় নিষ্ঠুর * প্রেষ্ঠ,
 দয়া নাহি তিল আধ তোমা ।
 দরশনমাত্র যদি বক্ষা পার কত নিধি, †
 গত প্রাণ দেহে হয় সমা ॥
 তাহে তব কিবা খেতি, কিবা লাগে কিবা বেধি,
 কিবা হান চাকলা প্রকাশ ।
 পুন কহে ওহে নাথ, করি বহু প্রণিপাত,
 উপায় কি তাহা মোহে ভাব ॥
 মোর নিন্দাবাক্য শুনি, কষ্ট হৈলে হেন মানি,
 তবে এত স্তুতি করি তন ।
 এত কহি শুব পুন, করয়ে উন্মত্ত যেন,
 প্রলাপয়ে ধার উঠি ঘন ॥
 কৃষ্ণচক্ষু মুহু হানি, প্রদীর আনন্দরাশি,
 কোতুকী হইয়া পুন কহে ।
 * কালো-রূপ কি দেখিবে, তাহে বা কি সুখ পাবে,
 বরমাগ স্মৃতিবর্ষা বাহে ॥
 শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল কহে, কি দয়া তুলাবে মোহে,
 কি ধন তোমার আর আছে ।
 ভুক্তি মুক্তি যেবা হয়, ভক্তির যে চেড়ী ধর,
 পদ সেবিকিরে পাছে পাছে ॥

* "কপট"—পাঠান্তর ।

† "বিধি"—পাঠান্তর ।

হেন ভক্তি ঠাকুরানী, প্রেমধন রত্ন-মণি, (১)
অলকারে ভূষিতা হইয়া ।
মোহনর-সিংহাসনে, বৈসে চেয়ীগণসনে,
অতএব ভূলাবে কি দিয়া ॥
যদি মোরে কৃপা কর, দান কর এই বর,
মোর দুটি চক্ষুদান দিয়া ।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম হৈয়া, বদনে মুরলী দিয়া,
সম্মুখে দাড়াও দেখা দিয়া ॥ (২)
তব কৃষ্ণচন্দ্র নিজ, সুধাময় করায়ুজ,
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা ।
অপ্রাকৃত দেহ সেই, দিয়া চক্ষু হৈল তেঁই,
কৃষ্ণরূপ পানের পিণ্ডালা ॥
সম্মুখে রূপের রাশি, নিন্দিয়া অস'ধ্যাশনী,
হের অচেত'ন পড়ে ভূমে ।
পুলকায় অদি করি, অস্ত্র অমুভব ভরি,
উঠে পড়ে নাচে গায় ক্রমে ॥
এইরূপ দরশনে, নানাগুণ বরণনে,
পরম আনন্দ দিন যায় ।
কৃষ্ণ নিজ ভূজে শেবে, (৩) দুহু অঙ্গ স্নেহাবেশে,
দোনা ভরি নিতানি যোগায় ॥
দৈবযোগে সেই রামা, চিন্তামণি বেজা নামা,
কৃষ্ণকৃপা তাহার উপরি ।
সকল কহিয়া দূরে, কৃষ্ণপ্রেমাবেশভাবে,
আসি মিলে বৃন্দ'বনপুখী ॥
স্ব বরাগ্য অমুরাগে, শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল আগে,
আসিয়া মিলিলা চমকিত ।
শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল তবে, রত্নদর্শী (৪) গুরুভাবে,
গণমিলা বহু ভক্তিরীতে ॥
কৃষ্ণদাস অরদোনা, মিষ্টার প্রকার নানা,
খাইতে দিলেন যত কর ।
চিন্তামণি কহে মুঞি, খাইতে তোমার ঠাই,
নাহি আইছ অঙ্গ হেথা হেরি ॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা পরি, তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী,
জগৎ শুধিতে পার হলে ।
শরণ লইছ মুঞি, আর কিছু নাহি চাঞি,
কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে ॥

(১) "প্রেম-রত্ন মণি"—পাঠান্তর ।

(২) "দেখাইয়া"—পাঠান্তর ।

(৩) "ভূজিনেবে"—পাঠান্তর ।

(৪) "বরণীবেশি"—পাঠান্তর ।

এত কহি চিন্তামণি, বঠে না নিঃসরে বাণী,
প্রেমাবেশে পড়য়ে চলিয়া ।
শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল সাধু, হেরি তার প্রেমসিদ্ধ,
আনন্দে মগন হৈল হিয়া ॥
আশাসন বহু বেরি, কৃষ্ণকৃপা তোমা পরি,
অবশ্য দিবেন দরশন ।
এত কহি কৃষ্ণহানে, সটেপটে শ্রীচরণে,
ধরিয়া করিলা চতু পণ ॥
চিন্তামণি অধিকারী, ভক্ত অমুরোধ তারি,
দুই ত'র দিল দরশন
আহা কি আশ্চর্য্য কথা, প্রকৃত সৌভাগ্যতা,
দুহুয়ার একই সমান ॥
সেই দোহাকার পদ, ছাড়িয়া বিবরমদ,
সেবন করিব প্রেমাবেশে ।
হেন দশা কবে হবে, কবে বিধি পূর্যাইবে,
মনে মানস কর কৃষ্ণদাসে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রী রমেশ আদিত্য-ভক্তগুণ-
বর্ণনঃ ষাটশ-মালা ॥১২॥

ত্রয়োদশ মালা ।

শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণাদিভক্তচরিত্রবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈতচন্দ্র জয় চৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীকৃপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ ।

গোকুলেতে স্থিতি বিপ্র ভাবুক আখ্যান ।
বালাভাবে উপাসক * হয়ে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
তদুদ্যমুখী বাৎসল্যভাবে সেবে ।
অনন্ত ভক্তি মতি ভজে এক ভাবে ॥

* "বালা-উপাসক হয়ে"—পাঠান্তর ।

অপুত্রক বিপ্র পুত্রভাবে ভজে হরি ।
সদাই মানসপথে স্নেহাবেশ করি ॥
ভজিতেই ভাবসিদ্ধি বিপ্রের হইল ।
বাল্যরূপ পুত্রভাবে সাক্ষাৎ হইল ॥
আকাশের চান্দ বেন করেছে পাইলা ।
আনন্দসাগরে বিপ্র মগন হইলা ॥
প্রোমেতে ঐশ্বর্যজ্ঞান শিথিল হইয়া ।
শুদ্ধমাধুর্য্য ব্রজাঙ্গ-ভব পাইয়া ॥
লালন পালন করে পুত্র করি জ্ঞান ।
ক্রোড়ে বসাইয়া অন্ন করায় ভোজন ॥
মানা অলঙ্কার বস্ত্র মালা পরাইয়া ।
সুবেশ করয়ে নাসায় তিলক রচিয়া ॥
চুষ আলিঙ্গন করে নাচায় কাচায় ।
স্নেহানন্দসিদ্ধি বিপ্র দেহে না আমার ॥
যেখানে যে দ্রব্য ভাল দেখয়ে সম্মুখে ।
গোপাল কারণ আনি যত্ন করি রাখে ॥
নাটিম বুঝ-বুঝি গেণ্ডা ভাটা রাজাকড়ি ।
কঙ্কা-বসু মৃত্তিকার ভাড়া হাড়িকুড়ি ॥
খেলনা খেলিতে দেয় আনন্দিত মনে ।
কোলে করি নাচায় অশ্রু বহয়ে নয়ানে ॥
দিবার্শি নাহি জানে গোপাল পাইয়ে ।
কোটি ব্রহ্মানন্দ যার সমান না হয়ে ॥
রাত্রে ক্রোড়ে করি বিপ্র করয়ে শয়ন ।
হাত চাপড়িয়া অঙ্গে নিদ্রা করায়েন ॥
একদিন রাত্রি ঘরে বিড়াল ডাকয়ে ।
গোপাল নিদ্রা না যায় চমকি উঠয়ে ॥
কণে কণে লিপ্রের গলা চাপিয়া ধরয়ে ।
কেনে কেনে বলি সাধু বন্ধঃস্থলে ধরে ॥
গোপাল কান্দিয়া কহে মোরে ভয় করে ।
অই যে কি ডাকে দেখ ঘরের ভিতরে ॥
কোলের ভিতরে দাবি ব্রাহ্মণ কহর ।
না না না না ভয় নাই বিড়াল ডাকর ॥
পুনর্ব্বার আর দিন ঐমত ডরিল ।
ভয়সা-বচনে তেঁহ লালন করিল ॥
একদিন বিজে কিতা দুর্দ্দৈব ঘটিল ।
ঐশ্বর্য্যভাব আসি উদয় হইল ॥
মনে মনে ভাবে বিপ্র এ কি অদভূত ।
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ দৈবর অচ্যুত ॥
দেবের দেবতা বিহু কাঁদে যে কাল ।
ভয়ের যে ভয় হয়ে যমের করাল ॥

বিড়ালের ডাকে ক্রিহো ভয় পাব কেনে ।
মুখ-বাগ-প্রায় কীলেক কি কারণে ॥
এতক ভাবিয়া বাল্যভাব দূরে গেলা ।
ঐশ্বর্য্যভাবেতে স্তুতি করিতে লাগিলা ।
ভাবান্তর বুঝি কৃষ্ণ অন্তর্দান কৈলা ॥
হাচাকার করি বিপ্র ভূমেতে পড়িলা ।
নিধিহারা রত্ন যেন মণীহারা ফণী ।
শিরে করাঘাত করি উচ্চ করি ধ্বনি ॥
দৈববাণী হৈল তবে ব্রাহ্মণের প্রতি ।
এতে ভব হৈল অস্ত্র ভাবান্তর মতি ॥
অতএব পুন দেখা না পাবে এ দেহে ।
দেহ-অস্ত্রে পাবে মোরে নাহিক সন্দেহে ॥
দৈববাণী শুনি তবে স্থির হৈল মন ।
সেই দিন নিরখিয়া রহিল ব্রাহ্মণ ॥
অতএব ঐশ্বর্য্যভাবে কৃষ্ণ নাহি পাই ।
এই দেহে উৎকট মাধুর্য্য পাইল বেই ॥
পুন ভাবান্তরে পুন অন্তর্দান কৈলা ।
দেহান্তে স্বমতে সাধু ব্রজে কৃষ্ণ পাইলা ॥
ঐশ্বর্য্য-ভাবেতে অন্ত্যায় প্রাপ্তি হয় ।
মাধুর্য্যভাবেতে ব্রজপুরে কৃষ্ণ পায় ॥
দাস্ত সখ্য বাৎসল্য যদূর চারি রস ।
ব্রজে উপাসনা রতি কৃষ্ণ তাহে বশ ॥
কেবল যে বিধিমাগে ভজয়ে কৃষ্ণেরে ।
মহিবীত প্রাপ্ত হয় দ্বারকাদিপুরে ॥

যামলে—

রিরংসাং সৃষ্ট কুর্কন মো বিধিমাগেণ সেবতে ।
কেবলনৈব স কদা মহিবীতমিয়াং পুতে ॥

বিবিধমাগের অঙ্গসরণে স্তন্যরীর স্তায় রতিবাসনা
করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনিই কেবল
দ্বারকাদি পুরে কদাচিত্ মহিবীত লাভ করেন ।

প্রিয়-আস্থ-পিতৃ-সখ্য-শ্রু-দৈব-মিত্র ।
শুভ্র-ইষ্ট-পতি-ভ্রাতৃ-প্রোষ্ঠ আদি পুত্র ॥
কোনো ভাবে চিন্তে যেই সেই হয়ে মুক্ত ।
প্রাপ্তির বিশেষ স্বাম বধা ভাববুজ ॥

শ্রীমভাগবতে—

ন কহিচিন্মৎপরাঃ শাস্তরূপে,
ন গুণ্যন্তি নো মেহনিমিষো নেতি হেতিঃ ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥

হে শাস্তরূপে ! যাহারা মদগত-জীবন, তাঁহারা
কদাচও কোভপ্রাপ্ত হন না ; আমি যাহাদিগের
প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ ও ঈষ্টদেব,
আমার কালচক্র তাঁহাদিগকে কখনও বধ করিতে
পারে না ।

হর্যশীর্ষপঞ্চমোহো—

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্নিদ্রবন্ধরিম্ ।
যে ধ্যায়ন্তি সগোদবুজ্যন্তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ ॥

ইহসংসারে পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, মিত্র ও
পিতৃবৎ যাহারা শ্রীহরির চিন্তা করেন, সেই উদ্ধার-
গণকে প্রণাম করি ।

ভাবুক-ব্রাহ্মণ-সাধু-চরিত্র বর্ণিল ।
আজ্ঞাব্য রতি স্থল কিঞ্চিং কহিল ॥

শ্রীসুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ।

সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র স্মর প্রকৃতি ।
শ্রীবিগ্রহসেবা তাহে শুদ্ধ মতি-রতি ॥
অন্ন-ব্যাঞ্জন-আদি নানান প্রকারে ।
পরম যতনে ভোগ লাগায় ঠাকুরে ॥
ঠাকুরেরে কহে চুপ করি কেনে রহ ।
হস্তে করি তুলি কেনে বদনে না দেহ ॥
প্রতিদিন কহে সাধু ঠাকুর না শুনে ।
আর দিন বিপ্র কিছু কহে ক্রোধমনে ॥
নিত্য নিত্য এতেক করিয়া পাক করি ।
দেখাইয়া নাহি খাও করিয়া চাতুরী ॥
লবণ কি অলবণ স্বাদু কি বিষাদ ।
কিছুই না কহ করি মোর সনে বাদ ॥
অতএব আজি খাইতে না দিব তোমারে ।
পাক করি আজি খাওয়াইব যে শিবারে ॥
তোমার সাফাতে তুমি চাহিয়া থাকিবে ।
সুখান্ন কান্তর হইয়া তখন বুঝিবে ॥

এত কহি পাক করি ঠাকুর নিকটে ।
আনিয়া কহয়ে গিছা করিয়া কপটে ॥
ধমকায় ঠাকুরেরে কপট করিয়া ।
কোনমতে খান যদি তরাস পাইয়া ॥
তোমারে না দিব এই শিবারে খাওয়াই ।
নতুবা তুলিয়া খাও বলিহারি যাই ॥
তথাপি না খাইলা যদি সক্রোধ হইয়া ।
কহে এই দেখ শিবায় দেই খাওয়াইয়া ॥
গন্ধ তব নাকে নাহি প্রবেশিতে দিব ।
নাসিকার রন্ধে তুলা দিয়া বুঝাইব ॥
এত কহি ছুটিয়া যাইয়া তুলা আনি ।
ছুই নাসারন্ধে, চাপি ধরয়ে অমনি ॥
ভক্ত-চরিত্র দেখি নয়াল শ্রীহরি ।
হাসিয়া উঠিলা তবে কোতুক নেহারি ।
আমি এই খাই অন্ন কারে নাহি দিহ ।
অন্নাদি সামগ্র মোর নিকটে আনহ ॥
ভক্ত ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য মানিঞা ।
ঠাকুর-সম্মুখে অন্ন দিলেন আনিঞা ॥
হাসিয়া হাসিয়া কব-কমলে আপন ।
খাইতে লাগিলা বিপ্র হেরিয়া মগন ॥
প্রেমানন্দ-সাগরেতে মগন হইয়া ।
হাসে কান্দে নাচে গায় হুঁবাহু তুলিয়া ॥
স্মরণাদি শ্রীচরণ সেবয়ে আনন্দে ।
পরমসুখেতে কাল যায় সদানন্দে ॥
তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ করি ।
দৃঢ়তর মূঢ় অন্ধকার হৈতে তরি ॥

শ্রীমৌনী রাজপুত্র ।

জন্মিয়া অবধি এক রাজার তনয় ।
বাক্য নাহি কহে জড়ভরতের প্রায় ॥
কৃষ্ণচরণারবিন্দে মনের সংযোগ ।
জাতিস্মর হয়ে নাহি বুঝে কোন লোক ॥
এক পুত্র রাজার তাহাতে মৌনব্রত ।
খেদান্বিত উপায় চেষ্টয়ে কতমত ॥
একদিন সৈন্তসামন্তগণ সহে ।
মৃগয়াতে পাঠাইলা যদি বাক্য কহে ॥
বনে গিয়া এক অমাত্য অশ্রধারী ।
চোট হানে এক মৃগ গর্জিণী উপরি ॥

উদর ফাটিয়া বাচ্ছা-সহ মৃগ মরে ।
 রাজপুত্র দরজি হইয়া হা হা করে ॥
 কহে হা হা কিবা দোষে ইহার মারিলা ।
 জমাদার বাক্য শুনি মুচকি হাসিলা ॥
 গৃহে আসি আনন্দিতে রাজারে কহিলা ।
 রাজা শুনি হৃদয়ে পুত্র বোলাইলা ॥
 রাজা পুনঃপুনঃ পূছে কিছু নাহি কাহ ।
 জমাদার প্রতি রাজা কোপদৃষ্টে চাহে ॥
 হা রে মিথ্যাবাদি মোরে মিথ্যা শুনাইলি ।
 ভয় না মানিলি বুঝি বিজ্ঞপ করিলি ॥
 যন্তপি বালক বাক্য কহিল তখন ।
 তবে কেনে জিজ্ঞাসিলে না কহে এখন ॥
 তবে রাজা জমাদারের মন্তকচ্ছেদনে ।
 আত্মা দিল ক্রোধাবশে ভূত্যবর্গগণে ॥
 জমাদার ভাবে এ তো বড়ই বিপদ ।
 * রাজপুত্র-স্থানে বহু করে কাকুবাদ ॥
 বাক্য কহ মহারাজ মোর গ্রীণ রাখ ।
 পর-উপকার লাগি একবার ভাখ ॥
 অনেক প্রকার জমাদার জুতি কৈল ।
 অল্পাকরে কিছু রাজকুমার কহিল ॥
 বোলাতোমুখা এই শব্দ উচ্চারিয়া ।
 পুন গোনে গ্রহে হেঁট মন্তক করিয়া ॥
 রাজা আহলাদিত-হিয়া লজ্জিত হইয়া ।
 জমাদারে পুস্তক করয়ে তুমিয়া ॥
 পুস্তকে কহয়ে বাপু কি কহিলে কহ ।
 কহিলে তো বাক্য তবে কেনে মোনে রহ ॥
 বহু বস্তু কৈল রাজা তবু না কহিল ।
 সভাসদগণে প্রশ্ন করিয়া পুছিল ॥
 বোলাতোমুখা এই শব্দ যে কহিল ।
 ইহার কি অর্থ সবে বিচারিয়া বল ॥
 বিচারিয়া কহে সবে নৃপতির আগে ।
 বোলাতোমুখা ইথে বহু অর্থ লাগে ॥
 সামান্যত জন্মে রজগুণ আদি অন্বে ।
 পরনিন্দা আদি ছলে উপজয়ে তমে ॥
 রাজস্থলে বাক্যদ্বারে দণ্ড অর্হ হয় ।
 মিথ্যাবাক্য আদি ক্রমে নরকেতে যার ॥
 শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয় ।
 সর্বনাশ হয় সবার ধর্ম যার কর ॥
 অতএব জমাদার মোন যেই হয় ।
 যত্নবশে বাক্যেই ইহার আশয় ॥

রাজা কহে কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া মউন ।
 তাঁহার প্রশংসা কিবা কিবা জ্ঞান গুণ ॥
 সভাসদ কহে তাহা না বুঝয়ে মূঢ় ।
 অভিমানী তপস্তা বুঝয়ে অতিগূঢ় ॥
 মোন যে কর্তব্য বটে অল্প অল্প কথা ।
 কৃষ্ণকথা বক্তব্য অবশ্য যথা তথা ॥
 শৌনকাদি মুনিগণ দেখে মোনব্রত ।
 কিন্তু কৃষ্ণকথার সময় উনমত ॥
 রাজা কহে মোর পুত্র সাধুব লক্ষণ ।
 তবে কৃষ্ণকথা বিনে থাকে কেনে মোন ॥
 সভাসদ কহে ইহার কারণ আছর ।
 অনুভব করি ঐশো জাতিশ্রম হয় ॥
 জন্মান্তরে ভজন বিবরে দাগা পাইল ।
 সেই ভরে নৈষ্ঠিক মউন পণ কৈল ॥
 আর কিছু কহি যে ইহার অহুমান ।
 শুদ্ধ বিবরীর সনে সদা অবস্থান ॥
 সদংশে কহিতে বাক্য নিষ্ঠা নাহি থাকে ।
 অসদংশে কহিবাবে মতি নাহি রোধে ॥
 এ কারণে অন্তর বৈরাগ্য মোনে রহে ।
 ভক্তিরত্ন হারাই হারাই জ্ঞান যাহে ॥
 তেঁহ মো-পাপীর ভাগ্যে বাক্য কহে যবে ।
 চরণে ধরিয়া রত্ন কিছু মাগি তবে ॥

শ্রীহরিদাস বৈরাগী ।

বর্দ্ধমান পশ্চিমে মানকর নামে গ্রাম ।
 তথায় অনেক বৈসে তার্কিক ব্রাহ্মণ ॥
 বিমূর্ত্তভিত্তিহীন ত্যক্তনিজধর্ম শাস্ত ।
 বৈষ্ণবের ঘেষ্টা সদা বিষয়াহুরস্ত ॥
 হরিদাস নামে এক বৈষ্ণব মহাম্ ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক গৃহস্থের স্থান ॥
 বৈষ্ণবের সেবক জানিয়া উত্তরিল ।
 ভকতিপূর্ব্বকে গৃহী আতিথ্য করিলা ॥
 তার্কিক ব্রাহ্মণগণ দুই চারি তথা ।
 আসিয়া বসিলা কহে নানা গর্ব্বকথা ॥
 নির্ভেদ ব্রাহ্মসম্মান আর ভক্তি ।
 বিচারপ্রসঙ্গে বিপ্র কহে কটু উক্তি ॥
 বিপ্রগণ পরাভব হইয়া না হয় ।
 বিতণ্ডা করিয়া মাত্র কলহ করয় ॥

বৈষ্ণবেরে কটু কথা যতক কহিল ।
 সাধু তাহে কিছুমাত্র ক্ষোভ না করিল ।
 অবোধ ব্রাহ্মণগণ দুষ্কৃতিচরিত ।
 মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিম্নে অনোচিত ॥
 তখন বৈষ্ণবচিত্তে ক্রোধ উপজিল ।
 ক্রোধাবেশে উঠি এক হকার করিল ॥
 তাহাতে আশ্চর্য্য শুন যে কল ফলিল ।
 ব্রাহ্মণগণের দশা যেমত হইল ॥
 নিম্না করিবার কালে যে ভজিতে ছিল ।
 হাত মুখ নাড়ি বধা শির কাঁপাইলা ॥
 হকার মাত্রেতে সেই ভজিতে রহিল ।
 সাধু স্বেচ্ছাময় অন্তর উঠি গেলা ॥
 বাক্য নাহি কহে বিপ্র ঘরে নাহি যায় ।
 অস্ত্রে কেহ জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেয় ॥
 পিতা মাতা আসি হেরি কান্দিতে লাগিল ।
 শিষ্টলোক তথা যেই যেই বসি ছিল ॥
 তাঁহারা যে বিবরণ সকলি কহিল ।
 বৈষ্ণবের অপমান অনেক করিল ॥
 সেই অপরাধে এই প্রকার হইল ।
 তাঁহা বিনা ইহা সভার না হইবে ভাল ॥
 তবে সেই বৈষ্ণবের ওলাস লইতে ।
 গ্রামে গ্রামে গেলা সব ব্রাহ্মণগণেতে ॥
 কোন স্থানে গিয়া লাগ পাইলা বৈষ্ণবে ।
 চরণে ধরিয়া তুষ্ট কৈলা বহু স্তবে ॥
 ব্রহ্মহত্যা হয় তার উপায় কি কহ ।
 বৈষ্ণব কহরে আছে উপায় করহ ॥
 মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-শ্রীচরণে ।
 শরণ লহগা গিয়া নিজপট মনে ॥
 সম্প্রতি গ্রামে যে তালপুখরিয়ে ।
 তাহার তলেতে এক বৈষ্ণব আছরে ॥
 তাঁহার চরণামৃত লইয়া খাওয়াও ।
 এখনি যে ভাল হবে উদ্দিগ্ন না হও ॥
 ব্রাহ্মণ কহরে সে যে ভোমজাতি হয় ।
 কর্ণে হস্ত দিয়া পুন বৈষ্ণব কহয় ॥
 তোমরা তো বিজ্ঞ হও শাস্ত্র দেখিয়াছ ।
 তবে কেন হেন বেদ-বিরুদ্ধ কহিছ ॥
 চণ্ডাল হইয়া যদি বিষ্ণুভক্ত হয় ।
 বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হৈতে শ্রেষ্ঠ বেদে কর ॥
 ইহার প্রমাণ সাধু অনেক কহিল ।
 বিপ্রগণ শুনি তাহা কিঞ্চিৎ বুঝিল ॥

সাধু দরশন কল ফলে দেখে ক্রমে ।
 সেই বাক্য তোলাপাড়া করি চিন্ত-ভ্রমে ॥
 শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে ।
 তৎক্ষণাৎ রতি হৈল সাধু কৃপাবলে ॥
 তথা হৈতে আসি তালপুখরীর পাড়ে ।
 দাণ্ডাইয়া যুক্তি করে তালবৃক্ষ আড়ে ॥
 কেহ বলে গুপ্তে উহার পাদ ধোয়াইয়া ।
 আনহ তুরিতে মোরা থাকি দাণ্ডাইয়া ॥
 কেহ বলে এ কি কথা ভয় কারে কর ।
 আমি তো ঐ পথে যাব কারে নাহি ডর ॥
 এত কহি সেই বৈষ্ণবের চরণামৃত ।
 অপরাধিগণে আনি দিলা সবে ক্ষত ॥
 তৎক্ষণাৎ উপদ্রব শাস্তি যে হইল ।
 বৈষ্ণব-মহিমা দেখি চমৎকার হৈল ॥
 সেই হইতে গ্রামভুক্ত বৈষ্ণব হইল ।
 শ্রীচৈতন্য-পদদ্বন্দ্ব শরণ লইল ॥
 ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিল ॥
 বৈষ্ণবচরণামৃত একান্ত করিল ॥
 মহামহোৎসবঘটা হইতে লাগিল ।
 প্রভুর কৃপায় এক তরঙ্গ উঠিল ॥
 তথা শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীর শাখা ।
 জীবন নায়েতে যার গুণে নাই লেখা ॥
 তাঁর গুণ কর্ম যশ পশ্চাতে বর্ণিব ।
 তাঁর পরিবার আই গ্রামে হৈলা সব ॥
 অতএব সাধুসঙ্গ-ফলের মহিমা ।
 প্রত্যক্ষ দেখহ শাস্ত্রে করে যে গরিমা ॥
 নিগ্রহ করিতে সাধু অহুগ্রহ করে ।
 এমন দয়ার নিধি বৈষ্ণবঠাকুরে ॥
 না জানি কেমন অপরাধ মোর হয় ।
 যুগা করি যোর প্রতি কেহ না হেরয় ॥
 হরিদাস ঠাকুর সেই ব্রাহ্মণসজ্জন ।
 কৃপা কর মোরে মুক্তি লইহু শরণ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী ।

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী পৃথিবীর রত্ন ।
 কলির জীবের হিতে কৈলা বহু যত্ন ॥
 শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অমৃতসাগর ।
 তাহা যদি উদ্ধারিলা অধা পরাধপর ॥

বিহুভক্তিরদ্বাবলী পরম পদার্থ ।
 ত্রৈলোক্যের মধ্যে যাহা বিনে নাহি অর্থ ॥
 নিকাম নিশোহ প্রেমানন্দ-কারাগার ।
 শ্রীমান্ পুরী গোসাঞি মহাশয়ের সাগর ॥
 কানীপুরে বাস মাত্র ভক্তিপরায়ণ ।
 ভুক্তি মুক্তি আদি কিছু না করে গণন ॥
 পুরুষোত্তমে অগম্য হইবে মহারদ্বী ।
 স্নেহ করি পুরী প্রতি কৈলা এক ভদ্রী ॥
 সেবকগণেরে প্রভু আদেশ করিলা ।
 ব্যভে কিছু পুরী প্রতি কহিতে কহিলা ॥
 কানীতে আছে পুরী তাঁবে গিয়া কহ ।
 ভুক্তি মুক্তি আশে বুঝি তথার আছে ॥
 মুক্তি বনচাঁদী মোব কি অর্থ আছয় ।
 দেখিতে বাসনা ক'ব যদি মত লয় ॥
 এইত রূপ'বাক্য যাইয়া কহিলা ।
 শুনিয়া আনন্দে পুরী কহিতে লাগিলা ॥
 ভুক্তি দূরে রহ য়েই মুক্তি-চতুর্দয় ।
 কোটি বৈকুণ্ঠের সুখ যতেক বিষয় ॥
 যে কৈতে শুনিল নাম অগম্য রূপ ।
 সেই হৈতে অগতে না মানি কিছু ইষ্ট ॥
 তেঁহ কে তাঁহার তত্ত্ব কিছু না জানিছ ।
 কিন্তু অই নাম রত্ন হৃদয়ে পরিছ ॥
 কে জানে সে কানী গয়া কে জানে মথুরা ।
 অই নামরত্নমালা গলে কৈল হারা ॥
 ত্রিঙ্গতে য়েই রত্ন সবে করে লোভ ।
 পাছে হারা হই সদা মনে হয় ক্ষোভ ॥
 যেখানে সেখানে বুলি গলায় গাঁথিয়া ।
 তেঁহ যদি বোলাইলা দেখিব যাইয়া ॥
 তেঁহ বনচাঁদী সত্য কি ধন আছয় ।
 যে ধন চাহিব তাহা ধরেছি হৃদয় ॥
 আপনা মহৎ পদ যে ছিল তাঁহার ।
 বন্ধক রাখিল তাহা কাছে গোপিকার ॥
 তবে রূপরাশি এক অকয় অব্যয় ।
 যে আছে তাহার এই দেখিব আশয় ॥
 রূপা করি তেঁহ যদি বোলাইলা মোরে ।
 শ্রীঅঙ্কের মালা এক পাঠান আমারে ॥
 তবে জানি তাঁর পূর্ণ রূপা মোরে হয় ।
 শ্রীচরণ পাব ইহা ভরসা জন্ময় ॥
 এ সব কাহিনী লোক যাইয়া কহিল ।
 শ্রীঅঙ্কের রত্নমালা দিয়া পাঠাইল ॥

প্রভু এক রত্নমালা পুরীর স্থাকৈতে ।
 চাকি পাঠাইলা পুন নিক-অভিষেক ॥
 মর্ম্ম বুঝি পুরী ভক্তিরদ্বাবলী হার ।
 লইয়া চলিলা হৃদে আনন্দ অপার ॥
 পুরুষোত্তম গিয়া পুরী দেখি শ্রীচরণ ।
 প্রেমানন্দে পরমানন্দ পাইলা অমূল্য ॥
 রত্নাংলী গ্রন্থ ভেট দিয়া প্রভু-আগে ।
 পাঠ করি শুনাইলা বহু অমুরাগে ॥
 পুরী প্রতি প্রভুর যে রূপামৃতসিদ্ধি ।
 অগ ভরি হয় যদি তার এক বিন্দু ॥
 সব ধন হয় তবে তাপত্রয়-যায় ।
 শুদ্ধ পরমানন্দ-প্রেমেতে ভাসায় ॥
 বুঝি কত তাঁর বিষ্ঠা কুমি না জানিছ ।
 যে হেতুক হেন রত্নে বঞ্চিত হইছ ॥
 দস্তে ত্বণ করি পুরী গোসাঞি আগে ।
 রূপদাস দীনহীন রূপাদৃষ্টি মাগে ॥

শ্রীজ্ঞানদেবজা ।

বণিক জাত্যাংশে লয় শ্রীজ্ঞানদেব ।
 ভক্তিবলে বশ কৈলা সেহ কৃষ্ণদেব ॥
 শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বেদ পড়য়ে পড়ায় ।
 ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গ্রামে ভৎসন করয় ॥
 শূদ্র হইয়াও বেদ কবহ পঠন ।
 তোর গৃহে কেহ নাহি করিব ভোজন ॥
 এত কহি গ্রামে লোক কুটুম্ব বারণ ।
 করি দেওয়াইল কেহ না করে গ্রহণ ॥
 সাধুব তাহাতে মাত্র কিছু খেদ নাঞি ।
 খেদ যে নিকোঁধ লোকে তত্ত্ব বুঝে নাঞি ॥
 করিদাসগণে অন-অধিকার কিসে ।
 বুঝাইতে হৈল নাহি মরিবেক রিষে ॥
 এতেক ভাবিয়া এক ভক্তিরে গলে ।
 তুলসীর মালা আর তিলক দিলা ভালে ॥
 গ্রামেতে লইয়া তারে কিরার পথে পথে ।
 ক্রতিপাঠ করে তৈঁস স্বয়ং পাড়ে সাথে ॥
 দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ গ্রামের যতেক ।
 চমৎকার হৈল সভার জন্মিল বিবেক ॥
 জ্ঞানদেব-চরণে আসিয়া সবে পড়ে ।
 অপরাধ লাগিয়া কন্যায়মান ডরে ॥

জ্ঞানদেব নম্রভাবে কহে মুদুসরে ।
নিবেদন করি কৃপা কর মোর তরে ॥
হরির ভকত-চিহ্ন ভেকমান্ন হয় ।
তাহা এতি কোপ নাহি কর মহাশয় ॥
সর্ব-অধিকারী সেই নাহিক সন্দেহ ।
হরিতত্ত্বহীন বিপ্র সর্বানর্হ সেহ ॥
অতএব হরিতত্ত্ব সর্বচূড়ামণি ।
চতুর্মুখে ব্রহ্মা গুণ যাহার বাধানি ॥
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমুখে যে আপনি কহিলা ।
ভুবনপাবনী গীতা তুমি প্রকাশিলা ॥
“অপি চেৎ সূক্ষ্মাচারো” ইত্যাদি ।
“বিবৃধাঃ কিং পুনঃ সঙ্গো” ইত্যাদি ॥
অতএব হরিতত্ত্ব পূজ্যোত্তে প্রবীণ ।
যদ্যপিহ হয় সর্ব ‘সদাচার’ হীন ॥
বেদে অধিকার সর্বযজ্ঞে অধিকার ।
“যস্মৈমধো” শ্লোকে বিশেষ প্রচার ॥
সারাংশার হরিতত্ত্ব বিপ্র কি চণ্ডাল ।
এই নিষ্ঠা মোর হৃদে বহু জন্মকাল ॥

শ্রীজিলোচনজী ।

বণিকুলেতে জন্ম জিলোচন নাম ।
অনন্তভকতি কৃষ্ণচরণে নিষ্ঠাম ॥
দয়ার্জ হৃদয় সদা বিষয়-বিরত ।
বৈষ্ণব সেবন যার ঐকান্তিক ব্রত ॥
একস্ত্রী মাত্র ঘরে টহলিয়া নাঞি ।
সেবাকার্য্য নাহি চলে উদ্বিগ্ন সতাই ॥
ভকতবৎসল হরি উদ্বিগ্ন দেখিয়া ।
ছদ্মরূপে স্বয়ং আইসে হৈয়া টহলিয়া ॥
আত কুশ মালিন মলিন ছিণ্ডা বস্ত্র ।
নাহিক দ্বিতীয় বস্ত্র নাহি জলপাত্র ॥
ঘারে আসি বসি রহে কাদালের তায় ।
জিলোচন সাধু তাঁরে দেখিয়া পুছয় ॥
কহে তুমি বসিয়া হেথা কি তব আশ্রয় ।
ভিক্ষা যদি লহ আইস আমার আলয় ॥
তঁহ কহে কাদাগ মুঞি নাহি পিতা মাতা ।
টহল বলয়ে যদি করি তবে তথা ॥
অন্তর্ভাগী নাম মোর মোরে সবে জানে ।
যার যে কর্মের সনে মোরে ডাকি ডানে ॥

চারি বর্গ আশ্রয় যার যে আশ্রয় ।
বুঝিয়া করিতে পারি যে কর্মে লাগিয় ॥
জিলোচন কহে তবে বেহন কি লবে ।
তঁহ কহে যত খাইতে পারি তাহা দিবে ॥
কিন্তু কেহ মন্দ বাক্য কহিলে না রব ।
তৎক্ষণাৎ উঠি যথা মনে লয় যাব ॥
সাধু বলে ভাল ভাল মোর ঘরে রহ ।
কেহ না কহিবে কিছু তোমাতে দুঃসহ ॥
বৈষ্ণব-সেবার তাহে নিযুক্ত করিল ।
শ্রীঃ নিকটেতে হাত যড়িয়া কহিল ॥
লোকটা রাখিছ ইহার প্রণয়ে রাখিবে ।
সাবধান কোন মন্দ কথা না কহিবে ॥
সে যে টহলিয়া সে তো প্রাকৃতিক নহে ।
দেখিতে পুণকে দেহ পরম উৎসাহে ॥
সাধু কিছু চিত্ত মন্দ ভাবিয়া না পার ।
ইহারে দেখিতে কেনে অন্তর দ্রবয় ॥
বস্ত্রশক্তি এমতি যাহার যে গুণ ।
স্বাভাবিক প্রকাশয় অধিক বা নূন ॥
এইরূপে তের মাস ব্যতীত হইল ।
একদিন শ্রী তাঁর পড়সীতে গেল ॥
পড়সীর শ্রীর স্থানে কহে নিন্দা করি ।
টহলিয়া রাখিল যে গো তাহে আমি হারি ॥
কত যে খাইতে পারে তার সীমা নাই ।
তাহারে সকলি দিয়া আপনি না খাই ॥
এইরূপে যবে তঁহ অনেক কহিল ।
দৈবাৎ টহলিয়া তাঁহা সকলি শুনিল ॥
শুনিলো তৎক্ষণাৎ বিভূ অন্তর্দান হইল ।
সাধু শোকাকুল হঞা মুচ্ছিয়া পড়িল ॥
তিনদিন উপবাস কিছু না খাইল ।
আকাশবাণীতে প্রভু বৃত্তান্ত কহিল ॥
টহলিয়া হই মুঞি ভক্ত-টহলিয়া ।
ভক্তগণের টহল করি যে মুঞি গিয়া ॥
তুমি যে করহ সেবা কিবা আশ্বাদনে ।
তাহা না হইল মোর ভানিতে কারণে ॥
বড়ই আশ্বাদ বটে করিয়া জানিছ ।
তোমার চরিত্রে বড় পিরীতি পাইছ ॥
আমারে যে ভজ্ঞে মাত্র তাহে নাহি ভজি ।
যে মোর ভকতে ভজ্ঞে তাহে নাহি তেজি ॥
এত শুনি সাধু চিন্তে চমৎকার হৈল ।
দুঃখিত হইয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥

মোরে কৃপা করিবে যতপি মনে ছিল ।
তবে কেনে এমন করিয়া কদর্শিলা ॥
ত্রৈলোক্য তোমার দাস দাসরূপে আইলে ।
এ তো কৃপা নহে তব বঞ্চনা করিলে ॥
সে বা হউ একবার দয়া করি মোরে ।
দরশন দেহ যদি এ তব কিঙ্করে ॥
তবে জানি তোমার করুণা ভূত্যা প্রতি ।
তঁহে কহে তোমার হৃদয়ে বসি নিতি ॥
যখন ভাবিবে মোরে হৃদয়ে দেখিবে ।
দেহান্তে আমারে তুমি নিশ্চয় পাইবে ॥
অতএব বৈষ্ণব-সেবার যে মহিমা ।
প্রকাশ হৈল ত্রিলোচনে যার সীমা ॥
ত্রিলোচন-শ্রীচরণে শরণ লইয়া ।
কৃপাস মাগে বৈষ্ণবেতে ভক্তিধিয়া ॥

এত ভাবি দৈন্তভাবে প্রতুহানে গেল ।
শ্রীচরণে ধরি বহু মিনতি করিলা ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রতু আশ্বাস করিলা ।
স্বতন্ত্র প্রতু এক লীলা প্রকাশিলা ॥
আচার্য্যেরে লক্ষ্য করি সত্য শ্রবণ ।
জানাইলা স্বামীর যে টীকা অনিন্দন ॥
আচার্য্যের টীকা যেই অংশগ্রহ যত ।
এক কর্মে বহু কর্ম সাধয়ে অদ্ভুত ॥
আচার্য্য করিলা বহু জনের নিস্তার ॥
তঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥
তঁহার সন্তান গোকুলিয়া য়ে গোলাঞি ।
উপাসনা বাৎসল্যেতে হেন আর নাঞি ॥

শ্রীভক্তদাস রাজার ।

শ্রীবল্লভাচার্য্য ।

বল্লভ আচার্য্য নাম মহানু পণ্ডিত ।
গোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজিত ॥
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া ।
স্থানে স্থানে স্বামীর টীকার দোষ দিয়া ॥
শ্রীমদগৌরানু স্থানে গেল, শুনাইতে ।
আপন পৌরুষ মানি লাগিলা কহিতে ॥
শ্রীধর স্বামীর মতে দোষ পড়ে বহু ।
তাহা দৃষ্টি সদর্থ স্থাপিত মূঞি পছ ॥
ইহা শুনি প্রতু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া ।
নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া ॥
কহেন স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয় ।
স্রষ্টা করিয়া তাহার বেদেতে কহয় ॥
এত শুনি আচার্য্য যে লজ্জিত হইয়া ।
গৃহে গিয়া অধোমুখে রহিল বসিয়া ॥
প্রতু মোরে উপেক্ষা করিলা বলি মনে ।
অভিমান করিয়া রহিলা সেই দিনে ॥
সাধুর স্বভাব বিজ বিচারিলা মনে ।
ভাগবতটীকা কৈলু দস্তুর কারণে ।
বিশেষত অস্তুর উপরে দোষ দিহু ।
কেবল আপন মাত্র গর্ব প্রকাশিহু ॥
প্রতু অন্তর্মামী মোর অন্তঃ জানিঞা ।
ধর্ম করিবারে কহে ভক্তি উঠাইয়া ॥

ভক্তদাস নাম মহারাজ শুদ্ধমতি ।
শ্রীমদ্ভাগবতে অসাধারণ পিরীতি ॥
এক বিশ্রামস্থানে সদা রামায়ণ শুনে ।
রাজার বিশেষ প্রেম বিশ্র ভাল জানে ॥
সর্ব লীলা-কথা কহে যথা শ্রোত বহে ।
সীতার হরণ কথা বিশ্র নাহি কহে ॥
দৈবাৎ ব্রাহ্মণ কিছু পীড়িত হইল ।
অন্য ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিতে লাগিল ॥
রাজার প্রেমের তঁহে স্বভাব না জানে ।
উপস্থিত হৈল সীতাহরণ-আখ্যানে ॥
রাবণ হরণ করি সীতা লৈয়া গেল ।
শুনিতেই নৃশচিতে ক্রোধ উপজিল ॥
লেকা তলোয়ার করি ঘোড়াতে চড়িয়া ।
মার মার করিয়া ধাইল লক্ষ্য দিয়া ॥
ক্রোধাবেশে ঘোড়া সহ সমুদ্রে পড়িল ।
মৃত্যু না হইল প্রেমামৃতে রক্ষা কৈল ॥
হরির চরণে যার ঐশ্বর্য সঞ্চারে ।
কাল যে পালায় ভরে মৃত্যু ভাগে ডরে ॥
সমুদ্র তথায় পূজা সন্মান-করিল ।
রাজা ক্রোধে বলে রাবণিয়া কোথা বল ॥
হেনকালে দয়াল শ্রীমদ্ভাগবত আসি ।
কোটি চন্দ্র জিনি সহ জানকী প্রেমসী ॥
মহাভাগ্যবান্ মহারাজার সম্মুখে ।
দাড়াইল স্কটিকি হাসিয়া চন্দ্রমুখে ॥

তখাচ সংবিৎ নাহি করে যার যার ।
 হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধরিলেন কর ॥
 রাবণিয়া ষেটারে যে বধিয়া জানকী ।
 আনিহু এখনি এই দেখ চন্দ্রমুখী ॥
 তখন চেতন পাইয়া সম্মুখে দেখয় ।
 চমৎকার ঐলোক্যমোহন রূপ হয় ॥
 অনিমিখে চাহি মনে বিতর্ক করয় ।
 এ কি অপরূপ রূপ চমৎকার হয় ॥
 নব-কাদম্বিনী সহ স্থির-সৌদামিনী ।
 কিংবা মন্ত-অলি সহ বিকচ নলিনী ॥
 কিংবা নীলকণ্ঠ সহ সোণার ভ্রমরী ।
 অথবা অঞ্জনপুঞ্জ হেমের গাগরি ॥
 নবঘনে উদিত বা শরদচন্দ্রিকা ।
 নবীন তমালে কিংবা স্বর্ণের লতিকা ॥
 এতেক শুনিয়া গলপশ্রুধাণ বহে ।
 শতবার মূর্ত্তাগত হইয়া পড়ায় ॥
 রামচন্দ্র কহেন যে বাঞ্ছা থাকে কহ ।
 ঐলোক্যে সকলি দিব যাহা তুমি চাহ ॥
 তেঁহ কহে কি চাহিব তোমার অধিক ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহে ধিক্ ধিক্ ॥
 এইরূপ রত্নযুগ আমার হৃদয় ।
 সদা ঋকমক করে করিয়া উদয় ॥
 সর্বোচ্ছিন্ন যথ যেন অন্তর বিষয় ।
 থাকে নিরন্তর এই প্রার্থনা যে হয় ।
 প্রভু কহে তখাস্ত যে তাহাই হইবে ।
 এখন রাজত্ব কর পিছে যোরে পাবে ॥
 তবে কৃপা করি হরি নিজধাম গেলা ।
 পূর্ণমনোরথ রাজা গৃহেতে আইলা ॥
 তাঁহার চরণে কোটি কোটি যে প্রণতি ।
 যে সৌভাগ্য লাগি ব্রজা শিব আছে ব্রতী

লীলা অনুকরণ ।

শ্রীপুরুষোত্তম করে লীলাঅনুকরণ ।
 নৃসিংহ হইল কেহ কেহ দৈতাজ্ঞান ॥
 যে অনুকরণ বেই করে সেই সেই ।
 আবেশ অন্তরে হয় তার সাক্ষী এই ॥
 নৃসিংহ হইল বেহ হিবণ্যকশিপে ।
 উল্লপরি মখে সত্য সিদারিল সত্যরূপে ॥

হাহাকার করি সবে চমকিত হৈল ।
 যে মরিল তার পিতা আসিয়া খেরিল ॥
 তেঁহ কহে ছলে যোর পুস্ত্রেরে মারিল ।
 কেহ কহে তা না হবে আবেশে বধিল ॥
 পিতা রাজা-স্থানে গিয়া নিবেদন কৈল ।
 রাজা চমকিত হৈয়া সবা বোলাইল ॥
 বৃন্তাস্ত শুনিঞা রাজা মনে বিচাঁরয় ।
 নরের নখেতে নর ফাড়া নাহি যায় ॥
 এ কথায় ইহার যে প্রতীত না হবে ।
 সাক্ষাতে দেখিলে তবে লোকেতে বুঝিবে ॥
 তাহাবে কহিলা তুমি হও দশরথ ।
 যে মারিল তারে কহে হও রামবৎ ॥
 রাম বনে পাঠাইয়া দশরথ যথা ।
 প্রাণ তেরাগিল কর অমুকরণ তথা ॥
 সেই অমুকরণ করিতে মাত্র সেই ।
 প্রাণ তেরাগিল সত্য দশরথ যেই ॥
 অতএব কৃষ্ণ-রাম আদি বেশ করি ।
 লীলাঅনুকরণ করে যে যে বেশ ধরি ।
 তাহ তে অবজ্ঞা কেহুকদাচ না কর ॥
 ভগবত-জ্ঞানে তাতে শ্রদ্ধা অমুসর ।
 তার সাক্ষী দেখ পূর্কোপর বৃন্দাবনে ।
 রাসলীলা করে ব্রজবাসি-আদি গণে ॥
 রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া সেই যে বালকে ।
 পরমভক্তি করি পূজে সব লোকে ॥
 তাহার অধরামৃত চরণামৃত লৈয়া ।
 কাড়াকাড়ি করি খায় পদার্থ ভাবিয়া ॥
 অতএব ঈশ্বর-আবেশ তাহে জানি ।
 ভক্তি উচিত হয় ইষ্টসম মানি ॥
 লীলা-অনুকরণ অনাদিসিদ্ধ হয় ।
 অনিরুদ্ধ কৈলা উবা হরণ-সময় ॥
 গন্ধর্জনর্জনে হারকার কৃষ্ণচন্দ্র ।
 বাহা দেখি রসাবেশে হৈলা গৌর-ইন্দ্র ॥
 কিন্তু ভক্তভনের করণে রসাতাস ।
 কেহ কেহ যদি তারে করিবে উল্লাস ॥

শ্রীরতিবস্ত বাই ।

রতিবস্ত নামে এক বাই পুরুষোত্তমে ।
 বাল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে যতি রমে ॥

গ্রামেতে কোথাও শ্রীভাগবতপাঠ হয় ।
 তার পুত্র শ্রবণ করিতে নিত্য য'য় ॥
 যেই যেই আখ্যান শুনয়ে তথা বসি ।
 সেই সেই কথা মাতাস্থানে কহে আসি ॥
 আনন্দিত হইয়া শুনয়ে পুত্রস্থানে ।
 আন দিন উদ্বল বন্ধন আখ্যানে ॥
 শুনিয়া আগিয়া মাতা-নিকটে কহিতে ।
 মাতা তাহা শুনি নাবে পাণ ধরিতে ॥
 হা হা হেন শ্রুতমার কমলনয়নে ।
 কেমনে বাকিল রাণী দয়া নৈল মনে ॥
 ইহা কহি অচেতন হইয়া পড়িল ।
 পড়িতেই অমনি প্রাণ ছুট গেল ॥
 হা হা কিবা ভাব কিবা প্রেম কিবা স্নেহ
 বন্ধন করিলা শুনি তেজিলেন দেহ ॥
 হার হার হেন কবে যদি হইবে ।
 তাঁর পদরজে মতি কবে মোর হবে ॥
 তাঁহার চরণরজস্পর্শ অধিকার ।
 হেন সাধনে কবে হইবে আমার ॥
 কে হেন দয়াল আছে এই জিভুবনে ।
 জানিলে শরণ লই তাঁহার চরণে ॥
 প্রাণ নিকালিয়া দেই যদি তেঁহ চান ।
 যদি পাই সেই প্রেমসিকুর এক কণ ॥
 হৃদয়-মাণিক করে যাহাবে ধরিলু ।
 ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিহু ॥
 সাধ্যো উপায়-সম যে আশ্রয় কৈলু ।
 ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিহু ॥
 নারায়ণ-কৃপাবলে যে পদ পাইলু ।
 ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিহু ॥
 সর্ববেদসার যেই শাস্ত্রে যে শুনিহু ।
 ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিহু ॥
 জাহ্নবীর পশ্চিমদিশাতে মণিহার ।
 তাহার মধ্যে যে শোভে গৌরাদ-সুন্দর ॥
 নিবেদন তাঁর পদে দস্তে তুল ধরি ।
 যদি কৃপা করে সেই শ্রীচৈতন্য হরি ॥
 তবে এই সুদৃঢ় ভক্তি-সিদ্ধি পায় ।
 হই নহে জিভুবনে গতি নাহি আর ॥
 তেঁহ যদি কৃপা করি কটাক্ষ করয় ।
 তবে কৃষ্ণদাস দীন কৃতকৃত্য হয় ॥

শ্রীপুরুষোত্তমবাসী মহারাজ ।

শ্রীপুরুষোত্তমে রাজা পুরুষোত্তম কৃত ।
 একান্তনৈষ্ঠিক শ্রীরূপে অকুরুত ॥
 তাঁহার সৌভাগ্য কিছু কহা নাহি যায় ।
 যার ছিন্নহস্ত নোনা শ্রীমদে পতয় ॥
 রাজার একান্ত-ভক্তি-নিষ্ঠা বিবরণ ।
 বিস্তারি কহি যে শুন অপূর্ব কথন ॥
 এক দিন রাজা পাশকীড়াতে আকর ।
 পাণ্ডা মহাপ্রসাদ হস্তে আইলা তথায় ॥
 মহাপ্রসাদ দিয়া নৃপে আশীর্ব্বাদ কৈল ।
 অনামনস্ক রাজা বাম হস্তেতে নিল ॥
 পশ্চাৎ জানিয়া কৈল তিহ্মায় দংশন ।
 হা হা মুঞি কি কাজ করিল অলক্ষণ ॥
 ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু সে মহাপ্রসাদ ।
 বামহস্তে লৈলু কৈলু বড়ই প্রমাদ ॥
 এই অপরাধ জনা এই দুই হস্ত ।
 ছেদন করিতে হয় অবশ্য প্রমত্ত ॥
 এত ভাবি নিজভৃত্য জম্বাদগণেবে ।
 নিজহস্ত কাটিবারে কহে বারে বারে ॥
 যোড়হস্ত করিয়া তাহারায় যায় দূরে ।
 ভূতা কি প্রভু হস্ত কাটিবারে পারে ॥
 কেহ যদি না কাটিল কৈল কিছু বুঝি ।
 কহে মোহ ঘরে এক প্রেত আইসে নিতি ॥
 গবাক্ষের দ্বারে হস্তে বাড়ায় বাহিরে ।
 কি জানি কি কর্ম কিছু নাহি বুঝিবারে ॥
 এইমত সিপাইগণেরে বুঝাইয়া ।
 খড়্গহস্তে সেইখানে রাখে নিয়োজিয়া ॥
 যখন বাড়াবে হস্ত কাটিয়া ডারিবে ।
 তবে মোর প্রেত হৈতে বিশ্ব দূরে যাবে ॥
 এতেক কহিয়া রাজা শয়ন করিল ।
 মধ্যরাত্রে উঠি তথা হাত বাড়াইল ॥
 রাজার কহত-মতে প্রেতজ্ঞান করি ।
 রাজার যে বাম হস্ত কাটে চোট মারি ॥
 দয়াল শ্রীজগন্নাথ রাজার চরিত্র ।
 দৃঢ়নিষ্ঠা ভক্তি রতি আশ্রয় পবিত্র ॥
 জানিঞা দরজা হিয়া কহে ভতাপণে ।
 রাজার যে ছিন্নহস্ত আনহ যতনে ॥
 আমার বাগিচামধ্যে গাড়িয়া রাখহ ।
 প্রতিদিন তাহে জল সেচন করহ ॥

প্রভুর যে আশ্রয় সেইমত আচরিল ।
সেই হস্ত দোনা নামে বৃক উপজিল ॥
অপূর্ব গৌরভ তার সুন্দর-দর্শন ।
পবিত্র সুসেবা যে শ্রীমদ-আচরণ ॥
অতি প্রিয়তম করে আপনি ভোটন ।
অজ্ঞাপি বার্ষিক-যাত্রা দধন-ভঞ্জন ॥
রাজার যেমন হস্ত হইল তেমতি ।
বিহু রূপা কৈলে তার কিসে অনিবৃতি ॥
সেই মহারাজার দাসের অহুদাস ।
কৃষ্ণদাস জনে জনে করে অভিলাষ ॥

শ্রীকরমা বাই ।

মাড়োয়াড় দেশীয় শ্রীজগন্নাথভক্ত ।
করমা বাই নামেতে জগতে আছে ব্যক্ত ॥
যাহার খিচুড়ি হরি খাইয়া পিরীতে ।
করমা-বাই খিচুড়ি যে অজ্ঞাপি বিদিতে ॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্বকথন ।
হরিভক্তসাধুগণ-প্রবণরঞ্জন ॥
বাইজী প্রভাতে উঠি না ঘুইয়া মুখ ।
খিচরায় পাক করে ঘনে বড় স্রুথ ॥
আদরক মরিচ হিং বহু দ্রুত দিয়া ।
বন্ধন করয়ে অন্ন অমৃত জিনিয়া ॥
চুলা চৌকা নাহি দিয়া সেইখানে ঢালি ।
ভোগ লাগাইয়া বাই আনন্দ-আকুলি ॥
জগন্নাথ আসি তাহা করেন ভোজন ।
তেন ভূপ্ত আর কোন ভব্যো নাহি হন ॥
একদিন এক সাধু বৈরাগী আসিয়া ।
অতিথি হইলা শুভ চরিত্র জানিয়া ॥
রতিপ্রেম-বর্জিতখালভূত দেখিলা ।
কিছু এক রীতি দেখি কিছু কোত হৈলা ॥
জানাদি না করি পাক করি ভোগ দেয় ।
ইহাতে জো কৃষ্ণভক্তের শ্রীত না জগয় ॥
এত জীবি বাইজীকে কহে কিছু নীতি ।
আচারপূর্বক কৃষ্ণসেবা যে উচিত ॥
প্রাতে চুলা চৌকা মুখ প্রকাশন যান ।
করিয়া পাকাদি করি কৃষ্ণ-সিবেদন ॥
করহ নতুবা অপরায়ণ যে অঘর ।
ভজনে শ্রীকৃষ্ণভক্তের শ্রীত নাহি হয় ॥

এত শুনি করমা-বাই-জীউ ঠাকুরাণী ।
কহেবে যেকপ আশ্রয় করিলা আপনি ॥
সেইমত আচার করিহা ভোগ দিব ।
শ্রীভক্তি মুক্তি না জানি কি মত করিব ॥
পরদিন সেইমত আচার করিল ।
ভোগ লাগাইতে ছই প্রহর চড়িল ॥
অধিক বেলাতে জগন্নাথ খাণ্ডাইল ।
মনকোত হৈল সুখ না জন্মিল চিত ॥
খিচুড়ি খাইতে জগন্নাথ আসি বৈসে ।
হেথা শ্রীমন্দিরে ভোগ লক্ষ্য পরিবেশে ॥
আচমন না করিয়া তড়িৎগতি গিয়া ।
মন্দিরে বসিলা প্রভু ভোজন লাগিয়া ॥
হস্তে মুখে খিচুড়ি যে লাগিয়াছে দেখি ।
সেবকগণেতে তবে কহয়ে চমকি ॥
কহ প্রভু কোথায় খিচুড়ি খাইলে গিয়া ।
কোন্ ভাগ্যবান্ গৃহে চরণ তর্পিণী ॥
সকল করিলে কার মানবজনমে ।
বুঝিলাম সেই যন্ত এ তিন ভুগনে ॥
তবে প্রভু আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে ।
নিত্য মুক্তি বাই করমা বাইর সদনে ॥
অপূর্ব খিচুড়ি করি প্রণয় পূর্বক ।
খাণ্ডায় আমারে তাহে বড় পাই মুখ ॥
নিত্য খাণ্ডাইত মোরে সকাল করিয়া ।
অমুক বৈরাগী গিয়া সুদৃকতি দিয়া ॥
নীত খিচাইল তারে আচার করিতে ।
সে হেতু বাড়য়ে বেলা দুঃখ পাই তাতে ॥
বেলা হৈলে ক্ষুধা লাগে দ্বিতীয় এখানে ।
প্রস্তুত সময় বাইলৈ হয় সেইখানে ॥
সেখানে সুস্বাদু আর বাইয়ের পিরীতে ।
ছাড়িতে না পারি হয় একান্ত বাইতে ॥
সেথা হেথা ছুটীছুটি না পারি করিতে ।
অতএব তার কাজ নাহি আচারেতে ॥
পূর্বেতে যেমন করি ভোগ লাগাইত ।
তেমতি করিয়া করে তাহে মুক্তি শ্রীত ॥
আহা কি আশ্চর্য! দেখ কৃষ্ণ বাইর শ্রীত ॥
তাহার মহিমা-বেদ-নিধি-অবিদিত ॥
কোটগদাতুল্য সেই সুপবিত্র হয় ।
তার সাক্ষী দেখ যে জগন্নাথ কহয় ॥
অপেক্ষা না বৈকল্য ভটি পিরীতি পাইয় ।
যেহেতুক গিরীতিপূর্বক খাণ্ডাইল ॥

অতএব গিরীতি বাহার মেহে হয় ।
 বেদবিধিচরিত্তর গুণেই নয় ॥
 প্রভুর আদেশ শুনি তাঁহু হইল ।
 বাইলীর হানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল ॥
 বাইলী শুনিঞা মহা আশ্বে তাসিল ।
 বিকার সাবিত্র অই শরীর হইল ॥
 পূর্ববৎ প্রাতে উঠি খেচরায় করি ।
 অপরূপে ভোগ দেয় প্রেমানন্দে ভরি ॥
 আচার করিত যে বৈরাগী যুক্তি দিলা ।
 বিশেষ বৃত্তান্ত শুনি শুয়েতে কাঁপিল ॥
 ভুবিতে বাইলীহানে গমন করিয়া ।
 দণ্ডবৎ করি কহে দুহস্ত বুড়িয়া ॥
 তোমার মহিমা আর প্রভুর আশর ।
 আমি কি জানিব ছার কিসে কিবা হয় ॥
 তোমারে কহিছ মুঞি আচার কারিতে ।
 তাহাতে পাইরা হুৎ জোখ হৈল চিত্ত ॥
 অতএব আচরে তোমার যে নিয়ম ।
 সেইমত কর তাহে না কর হেলন ॥
 সেই যে করমা বাই নামে অজ্ঞানিহ ।
 খিচুড়ি লাগিয়ে ভোগ বর্ণধানী হেহ ॥
 হে কে শ্রীকৃষ্ণ বাই কৃপাদৃষ্টি কর ।
 কলিভবময় জীবের উপায় বিস্তার ॥
 শ্রীচরণ শিরে ধর আপন গুণেতে ।
 অযোগ্য হইব তবে বিচার করিতে ॥
 ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীভাবুকব্রাহ্মণাদি-ভক্ত
 চরিত্রবর্ণনং প্রয়োদশ-মালা ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ মালা ।

—*—

শ্রীশিলাপিলাসেবিকাকাদি চরিত্র বর্ণন ।

শ্রীশিলাপিলাসেবিকাকাদয় ।

অর ঐচতু হরি অর নিত্যানন্দ ।
 অর ঐচত অর শৌরভক্তবন্দ ॥
 অর রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপাল ভট্ট নাম-রঘুনাথ ॥
 বিদুর্দাসিন্দ্রের পুত্র-আশর ।
 এক রাজা আর এক অধিকার হয় ॥

দৌহাকার এক গুরু নিকট আসিয় ।
 দুই কড়া দৌহাকার চমৎকার হয় ॥
 তাঁহা দৌহার গুণ কিছু কীর্তন করিব ।
 দুর্গতি-কালসর্প-বিষ আপনা কাড়িব ॥
 দুই কড়া সখ্যভ ব অলপ বয়স ।
 গুরুগৃহে থাকিতেই সঙ্গাই আবেশ ॥
 একদিন খেলিতে খেলিতে খেলা তথা ।
 বসিলেক গিয়া গুরু পূজা করে বধা ॥
 আচার্য্যব্রাহ্মণবরে অনেক ঈশ্বর ।
 শালগ্রামনামা চক্র শ্রীমূর্তি প্রচুর ॥
 দুয়ারে বসিয়া দুটা কড়া স্রজাসর ।
 ইনি বা কে উনি বা কে পূজিলে কি হয় ॥
 গোসাঞি শুনিয়া তাহা হাসিতে হাসিতে ।
 ঠাকুরত্ব ভক্তিত্ব লাগিল কহিতে ॥
 সাধু কৃপা কিংবা পুরুষের সম্বন্ধারে ।
 যতেক কহিল গোসাঞি পছিল অন্তরে ॥
 কহে মোদিগের দুটা ঠাকুরকে দেহ ।
 মোরা সেবা করিব কোন দুটা দিবে কহ ॥
 গোসাঞি কহেন কেন বাক্য নাহি কহ ।
 এখন বালক বড় হইলে করিহ ॥
 মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া দিব বিধিমতে ।
 ঠাকুরসেবার যোগ্য হইবে তাহাতে ॥
 মন্ত্রগ্রহণের কথা যবে সে শুনিল ।
 মন্ত্র মন্ত্র করি পুন তাহাই ধরিল ॥
 ঠাকুর মন্ত্রের লাগি কাঁদিতে লাগিল ।
 গোসাঞি সে এক মহা আপদে পড়িল ॥
 আজি যবে যাত্ত তালি দিব যে কহিয়া ।
 তোক দিয়া পাঠাইলা সাধনা করিয়া ॥
 গোসাঞি অন্তরে কিছু করিয়া যুক্তি ।
 শিলাপুত্র দুটা আনি রাখিলেন তথি ॥
 কুসুম-চন্দন-পুষ্প-তুলসী-ভূষিত ।
 করিয়া রাখিল তথা ঠাকুর সহিত ॥
 পরদিন দুই কড়া আইলা তথায় ।
 ঠাকুর দেহ মন্ত্র দেহ বসিয়া কাকর ॥
 গোসাঞি কহেন দিব ঠাকুর আর মন্ত্র ।
 আইসহ কেন কাল লভ হও নাশ ॥
 এত কহি সেই দুই শিলাপুত্র দিলা ।
 কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র কর্ণেতে কহিল ॥
 নামান্ত্র প্রবণমাত্রেরে মন্ত্র হৈল ।
 আর কিছু রত সেই বালিকার তেল ॥

শিলাপুত্র নাহি জানে ঠাকুর আনিঞা ।
 গদগদ ভাব হৈল হৃদয়ে ধরিয়া ॥
 জিজ্ঞাসয় ঐহার কি নাম গোসাঞি ।
 শিলাপিত্তা নাম কৃষ্ণচন্দ্র যে সে এই ॥
 শিলাপিত্তা শিলাপুত্র একুই যে অর্থ ।
 বালকে তুল্য ঠাকুর বলি অবধার্ষ ॥
 বালক স্বভাব হয় তর্ক নাহি মনে ।
 স্নদৃঢ় বিশ্বাস হৈল গুরু বচনে ॥
 ছুই জন ছুই শিলা লইয়া সেবয় ।
 কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র হৃদয়ে জপয় ॥
 সেবয়ে সদাই জ্ঞান করি নিজ ইষ্ট ।
 ক্রমে ক্রমে হৈল তাহে বিপরীত বর্জিত ॥
 অস্ত কৰ্ম্ম আহার নিদ্রাদি শেহ চেষ্টা ।
 সব দূরে গেল হৈল উক্তমধ্যে প্রেষ্ঠা ॥
 শিলাপিত্তা প্রাণধন শিলাপিত্তা রত্ন ।
 অস্ত কথা নাহি অস্ত ধনে নাহি যত্ন ॥
 রাজার কস্তার স্বামী গৃহে লইবারে ।
 সদা লোক পাঠায় না চাহে বাইবারে ॥
 পুনর্বার স্বামী তার আপনি আসিয়া ।
 অনেক যতন করি চলিলা লইয়া ॥
 পেটারিতে ভরি প্রিয় শিলাপিত্তা লৈল ।
 বক্ষঃস্থলে করি আঁঠু আরোহণ কৈল ॥
 স্বামী তার কহে কিছু দূরেতে যাইয়া ।
 বুধাই কেনে বা মর পাথর পুজিয়া ॥
 মূল্যাইয়া গোসাঞি পাথর আনি দিল ।
 আমার বচন শুন টান মারি ফেল ॥
 স্নদৃঢ় বিশ্বাস তাহে সে কথা না শুনে ।
 বজ্রাঘাততুল্য সেই বাক্য করি মানে ॥
 জোরাবরি স্বামী তার পেটারি সহিতে ।
 টান মারি ফেলি দিল পুর্ণীজলেতে ॥
 হাহাকার করি তেঁহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 শিলাপিত্তা শিলাপিত্তা করিয়া সূকারে ॥
 স্বামী তার মুচমতি বর্ষ নাহি জানে ।
 লইয়া চলিয়া গেল আপন ভবনে ॥
 তথায় বাইয়া কস্তা অন্ন নাহি খায় ।
 শিলাপিত্তা বলিয়া মাত্র রোদন করয় ॥
 শান্ত্রী নন্দ আর পড়সী যতেক ।
 আসিয়া ঘেরিল আর ইতর শতেক ॥
 সকলেই কহে বহু এত শোকাবুলি ।
 হইয়া কান্দয়ে কেনে পড়িয়া আধালি ॥

শিলাপিত্তা বলিয়া ডাকে ইহার কি অর্থ ।
 দাসীগণ কহে আভোপাস্ত বে বধার্ষ ॥
 শিলাপিত্তা ঠাকুর যে ঐহার প্রাণসম ।
 পতি জলে ডারি দিল বুঝিয়া বিষম ॥
 এত শুনি তার সাত পুত্রেরে ডাকিয়া ।
 বহু অনুযোগ কৈলা আক্রোশ করিয়া ॥
 লোক পাঠাইল সেই পুর্ণী বধায় ।
 খুঁজিয়া পেটারি সহ তুলিয়া আনয় ॥
 বধুর নিকটে দিল পেটারি লইয়া ।
 আঁকু পাঁকু করি হৃদে ধরয়ে উঠিয়া ॥
 দরিদ্রের হারাধন যেমন মিলয় ।
 দূতদেহমধো যেন পুন প্রাণ পায় ॥
 তেমতি আনন্দ হিয়া সেবাদি করিল ।
 তাহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল ॥
 সেই শিলা হৈতে কৃষ্ণ দরশন দিল ।
 নিষ্ঠা যে সভার যুগ কাঁচে সোণা হৈল ॥
 কৃষ্ণনাম আকর্ষণী হৃদয়ে পশিল ।
 পিরীতি যে বশীকার তাহে বশ হৈল ॥
 পুন জন্মদারের কস্তার কথা শুন ।
 আইমনি শিলাপিত্তা প্রতি পিরীত যে ঘন ॥
 ছুই ভাতা তাঁর ছুই প্রাণেতে বৈসয় ।
 অপ্রণয় সদাই লড়াই যুদ্ধ হয় ॥
 যুদ্ধে বড় ভাতা ছোট ভাতার ঘর-বার ।
 লুটিয়া লইয়া গেল যে ছিল তাঁহার ॥
 তাহার সহিত শিলাপিত্তা ঠাকুর লঞা গেল ।
 ঠাকুর বলিয়া শ্রীমন্নিরেতে রাখিলা ॥
 হেথা কস্তা শোকাবুলি শিলাপিত্তা লাগিয়া ।
 উচ্চৈঃস্বর করি কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥
 অস্ত লোকে কহে বুধা কান্দ কেনে মাতা ।
 তোমার ত ভাই সে না বাহ কেনে তথা ॥
 তথায় বাইয়া শিলাপিত্তা থাকে বধা ।
 বাইয়া আনিবে ইথে কি আছে অস্তথা ॥
 এতেক শুনিঞা বড়-ভাতা-গৃহে গিয়া ।
 কান্দিয়া পড়িল তথা আছাড় খাইয়া ॥
 তটস্থ হইলা সবে জিজ্ঞাসা করয় ।
 কেনে কান্দ বলি আসি ধরিয়া উঠায় ॥
 তেঁহ কহে মোর দেহ হৈতে প্রাণ নিলা ।
 শিলাপিত্তা রত্ন ধন কাড়িয়া আনিলা ॥
 বিশেষ আনিঞা সবে কহয়ে তাহারে ।
 বাছিয়া লইয়া চল ঠাকুর-বন্দরে ॥

মন্দিরে যাইবামাত্র শিলাপিল্লা আপনি ।
হৃদয়ে আনিয়া লান্নে তার গুণগণি ॥
তাঁহার নিষ্ঠাতে কৃষ্ণ সেইরূপ হৈলা ।
নিরীতে তাঁহারে রিখি আপনার সঁপিল ॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
কৃষ্ণদাস মাগে এক বিন্দু যে তাঁহাব ॥

ভক্তিনিষ্ঠ রাজা ।

ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজা বিজ্ঞতম ।
বৈষ্ণবে একান্ত রতি নাহি যার সম ॥
বৈষ্ণবের ভেক ধরি ছুই চারি চোর ।
চুবির সন্ধানে গেল রাজার গোচর ॥
ভক্তিভাবে রাজা পান প্রফুল্লন কবি ।
সেবা কবি বসাইলা পর্য্যাক্ষ উপরি ॥
অন্যের লইয়া বাণীগণে আজ্ঞা দিল ।
চরণ স্পর্শন করি শুশ্রূষা কবিল ॥
রাত্রি যবে গৃহবাসী সবে নিদ্রা গেল ।
উঠিয়া রাণীর তবে গলে ছুরি দিল ॥
যারিয়া রাণীব অঙ্গের গহনা লইয়া ।
চলিয়া যে দস্যুগণ কান্দনিত হিয়া ॥
যাইতে যে লখ না পায় স্বর্গের এই কর্ম ।
সারাবাত্রি ফিরি বুলে নাহি বুঝে মর্ম ॥
এভাবে উঠিয়া দেখি দাস-দাসীগণ ।
রাণীর মরণ আর দস্যুর করণ ॥
হাহাকার করি দস্যুগণেরে ধরিয়া ।
রাজার নিকটে গেল বন্ধন করিয়া ॥
রাজা দেখি হাহাকার করিয়া কহয় ।
বৈষ্ণবেরে বাঞ্ছা এ কি সর্বনাশ হয় ॥
ভূত্যগণ কহে মহারাধ নিবেদন ।
বৈষ্ণব না হয় এই হয় দস্যুগণ ॥
রাণীরে মাংসে বস্ত্র অলঙ্কার লইল ।
গোরগণ বৈষ্ণবের ভেক ধরি আঁইল ॥
তথাপিহ রাজা কতে আছে ছাড় ছাড় ।
মুখগুণ কহে বৈষ্ণবেরে চোরভাড় ॥
রাণীর কণ্ঠেতে ছিল নেত্র দোষে মৈলা ।
না বুঝিয়া তাঁহারা বৈষ্ণবে ছুই দিল ॥
ক্রোধ-মত্তার পানোদক লইয়া বাঁওরাও ।
এখনি বাচিবে রাণী মৌর বাক্য লও ॥

এত ক'হি পানোদক লৈয়া মুখে দিতে ।
বাচিয়া উঠিল রাণী চাহে চারিভিতে ॥
বৈষ্ণবগণেরে রাজা বহুধন দিয়া ।
বিদায় করিল সব করিয়া ভূষিয়া ॥
দস্যুগণ তাঁহা দেখি বিবেক হইল ।
বৈষ্ণবের ভেকমাত্র আমরা করিল ॥
তাঁহার মহিমা এই দেখিছ সাক্ষাতে ॥
মৃতক জীবন পাইল চরণ-ধউতে ॥
এতক ভাবিয়া তারা বৈষ্ণব হইল ।
সাধুসঙ্গ-লাভ মাত্র দেখে রক্ত পাইল ॥
রাজার আশ্রয় দেখে বৈষ্ণবে বিশ্বাস ।
কে বুঝিবে মর্ম যাবে হরির বিলাস ॥
সেই রাজা সেই দস্যুগণের চরণ ।
ধূলিকণ কন্দাস করয়ে প্রাৰ্শন ॥

অন্য ভক্তিনিষ্ঠ রাজা ।

হরিভক্ত এক মহারাজা ভক্তসেবী ।
উদারচরিত্র যে শাস্ত্রজ মহাকবি ॥
দৃঢ়ত ভক্তিমার্গে বৈষ্ণবে শিরীতি ।
এক ভক্ত রাজা আসি হইল প্রতিধি ॥
পাদ ধোত আদি করি আসন ভূষণ ।
ভোজন করায় কৈল অনেক স্তবন ॥
বৈষ্ণবের ভক্তিভাব দেখিয়া রাজন ।
রাণীর সহিতে হৈল প্রণয়ে মগন ॥
বৈষ্ণব বিদায় হইয়া চাহে যাইবারে ।
কিছুকাল ১৮ রাজা কহে বারে বারে ॥
এইমত বৎসরের বৈষ্ণব রহিল ।
পুন আর নাহি রহে কোমর বাঁধিলা ॥
রাজা প্রাণ তেজিবারে উদযুক্ত হইলা ।
রাণী উৎকণ্ঠায় এক যুক্তি ঠাহরিল ॥
অনেক বিনতি করি কহিল বৈষ্ণবে ।
আজ দিন বৈষ্ণব কালি সকালে যাইবে ॥
বহু উপকোষে সাধু সেদিন রহিল ।
রাজে নিজনুজ্ঞে রাণী বিষ খাওয়াইলা ॥
মরিল নন্দন প্রাতে কান্দিয়া উঠিল ।
অন্তঃপুরে রোদনের ধনি উধলিল ॥
প্রাতে সাধু চলিবারে উদ্যোগ করিতে ।
দাসী গিয়া কহে কিছু রাণীর প্রেরিতে ।

মহাশয় রাণীর যে পুত্রটি মরিল ।
 বান্ধিয়া আকুল রাণী এই দশা হৈল ॥
 দুই চারি দিবস থাকিলে ভাল হয় ।
 স্বতন্ত্র ইচ্ছা তব যেনা মনে লয় ॥
 বৈষ্ণব ভাবে মনে এতেক অণয় ।
 বিপদসময় যাওয়া উচিত না হয় ॥
 বিবেচনা করি পুন কোমর খুলিলা ।
 রাজা রাণী মনে মহা আনন্দিত হৈলা ॥
 অন্তঃপুরে গেলা রাজা সান্ত্বনা করিতে ।
 দেখে গিয়া রাণী বলিয়াছে আনন্দিতে ॥
 সাধু কহে এ তো তব আশ্রমের কাল ।
 নহে যে তথাপি দেখি আনন্দ উথাল ॥
 হর্ষে তবে কহে রাণী সব বিবরণ ।
 বিধ খাওয়াইলু পুত্র তোমারি কারণ ॥
 পাদোদক দেহ পুত্র বাঁচিবে এখন ।
 কৃপা করি দিন কথো থাকহ আপনি ॥
 পাদোদক লইয়া বালকে যবে দিলা ।
 নিদ্রাভঙ্গ হইতে যেন চমকি উঠিলা ॥
 বিশেষ শুনিঞা আর বিশ্বাস দেখিয়া ।
 সাধুর আশ্রয় হৈল চমকিত হিয়া ॥
 বিচার করি মনে এ হেন সৎসঙ্গ ।
 সদাই যাহা কহে কৃষ্ণকথারঙ্গ ॥
 ইহা ছাড়ি অধিক কি লাভে কোথা যাব ।
 এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব ॥
 রাণীরে কহেন তব এ হেন সৎসঙ্গ ।
 পুত্র বিধ খাওয়াইলা বৈষ্ণবকারণ ॥
 বৈষ্ণব চরণ যুতে এতেক বিশ্বাস ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণ তব অন্তরে বিলাস ॥
 তোমা হেন সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কোথা যাব ।
 এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব ॥
 শুনিতে শুনিতে রাণী আনন্দমাগরে ।
 মগ্ন যে বৈষ্ণব থাকিবেন শুনি ঘরে ॥
 রাজন বৃত্তান্ত সব বিশেষ শুনিয়া ।
 রাণীরে প্রশংসে বহু গদগদ হিয়া ॥
 বৈষ্ণব থাকিল বসি উৎসাহ হইল ॥
 ধরাত কলিল নহবত বসাইল ॥
 অতএব কি আচার্য্য বৈষ্ণব পিত্রীতি ।
 কিবা সূচরিত্ত নিষ্ঠা কিবা তর্জিরীতি ॥
 আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মকারণ ।
 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মকারণ ॥

হে কে মহারাজ-রাজ হে হে মহারাজী ।
 এ দুর্গম জনে অবলম্ব দেহ পাশি ॥
 তবে সে নিস্তার পাই নহে কলিতব ।
 সাগরে ডুবিয়া মরে কিঙ্কর যে ওব ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-দ্বয় ।

মাতুল ভাগিনা দুই অঙ্কুতচরিত্র ।
 দৌড়ে কৃষ্ণভক্ত সম দৌড়ে দৌড়া-প্রীত ॥
 দক্ষিণদেশেতে রজন্য নাম হরি ।
 জানয়ে সবাই যে প্রসিদ্ধ জগ জরি ॥
 তাঁহার মন্দির না দেখিয়া দুঃখ মনে ।
 হইল একান্ত রাগ মন্দির-কারণে ॥
 ভ্রমণ করিয়া কোথাও সুযোগ না বনে ।
 সন্ধান করিলা এক ভাবিয়া দুই জনে ॥
 সেবরা-গণের সেবা পরশমণির ।
 সূর্যের আকৃতি যেন কিরণ শরীর ॥
 যদ্যপি সেবরা-সম নহে যে কর্তব্য ।
 তথাচ রাগের ধর্ম মানে করি লভ্য ॥
 কপটে সেবক গিয়া হৈল সেবরার ।
 পরশমণি-মূর্তি করি চরির বিচার ॥
 পরামর্শ করি দৌড়ে সেবরা নিকটে ।
 সেবক হইলা গিয়া করিয়া কপটে ॥
 সেবরা অদ্বৈতবাদী যদ্যপি অগ্রাহ্য ।
 সেবক হইল তাহে যদ্যপি অপূজ্য ॥
 চরিত্র যদ্যপিহ অধর্মের কর্ম ।
 এ সকল যদ্যপিহ বিপর্যয়-ধর্ম ॥
 তথাপিহ শ্রীকৃষ্ণেতে দৃঢ় অমুরাগে ।
 কৃষ্ণসুখ হেতু লঞা যায় অমুরাগে ॥
 কৃষ্ণে দৃঢ় অমুরাগে কর্তব্যাকর্তব্য ।
 না থাকে বিচার মাত্র কৃষ্ণসুখ লভ্য ॥
 কৃষ্ণের যাহাতে সুখ এই মাত্র জানে ।
 রাগের স্বভাব লোকধর্ম নাহি মানে ॥
 ইহার নিষ্ঠা যে কহরে ভাগবতে ।
 তদর্থে যে পাপ সেহ ধর্ম নিমিত্তে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

মন্দিরিতে কৃত পাপমপি ধর্ম করিতে ॥
 আমার জন্ম কৃত পাপ ধর্ম বলিয়া করিত
 হয় ।

কঠোর দিবস থাকি সেবার স্থানে ।
 শনিমূর্তিচুরির সঙ্গ করয়ে সন্ধান ॥
 কোনমতে অবকাশকাল নাহি পায় ।
 মন্দির-উপরে এক যুগল আছয় ॥
 উপরে চড়িয়া গিরা কলস খসায় ।
 তাহাতে হইল পথ লইতে উপায় ॥
 মন্দির-ভিতরে স্নান পরশ লইল ।
 ভাগিনা উপরে চড়ি রজ্জু ডারি দিল ॥
 রজ্জু ধরি উঠি সেই কলস ফুরে ।
 বগলে লাগিয়া গেল দুই দিকে না সরে ॥
 ভাগিনার হাতে সেই পশমনি দিয়া ।
 কহয়ে আমার লও মস্তক কাটিরা ॥
 নতুবা প্রজ্ঞাতে মোরে দেখিয়া চিনিবে ।
 অভিলাষ মনের যে কর্ম না হইবে ॥
 তুমি শীঘ্র বাই কব রজনাতালয় ।
 স্নান করিয়া বানাইবে স্নানময় ॥
 ভাগিনা কহয়ে তব মস্তকচ্ছেদন ।
 তেঁহ কহে মোর কভু নাহি সরে মন ॥
 কেমতে করিব মোর মাথা মুণ্ডি কাটিবারে ।
 কহিতেছি তাহে তব কি দুঃখ অন্তরে ॥
 তবে শির কাটি তার ভাগিনা লইলা ।
 বানাইতে মন্দির রজনাতথেরে চলিলা ॥
 ঘাইয়া তথায় দেখে মামা রহিয়াছে ।
 মন্দির বানানে কারখানা লাগিয়াছে ॥
 এত অহরাস যার শ্রীকৃষ্ণচরণে ।
 তার কি মরণ আছে এ তিন ভুবনে ॥
 মামা আর ভাগিনাতে কোলাহুলি করি ।
 মুচকি হাসয়ে দৌড়ে সড়রি সড়রি ॥
 শ্রীমন্দির বনিলে যে অতিশয় পুল ।
 অদ্যপিহ হয় যার নাহি সমতুল ॥
 তাঁহার চরণে করি প্রণতি বিস্তর ।
 মহামোহরোগের যাহাতে প্রতিকার ॥

মহারাজ হংসপ্রসঙ্গ ।

দেহে কুটব্যাধি এক রাজার হইল ।
 এক চিকিৎসক আসি রাজারে কহিল ॥
 ঔষধ করিব রাজহংসপিত্ত দিয়া ।
 মান-সরোবর হৈতে আনহু ধরিয়া ॥

ব্যাধগণে রাজা আজ্ঞা দিল হংস ধ্যানি ।
 ব্যাধে দেখি অন্যত্র উড়িয়া যার জানি ॥
 না পাইয়া ব্যাধগণ খেদিত হইল ।
 কেহ এক উপায় যুক্তি কহি দিল ॥
 বৈষ্ণবের বেশ ধরি পুন বাহ সবে ।
 ধরিতে পারিবে হংস উড়িয়া না বাটে ॥
 এত শুনি বৈষ্ণবের ভেক সবে কৈল ।
 বৈষ্ণব দেখিয়া হংস নাহি পলাইল ॥
 মানসরোবর-হংস অপ্রাকৃতিময় ।
 বৈষ্ণবে বিশ্বাস তার স্বাভাবিক হয় ।
 অবিশ্বাসী কর্ম কৈল চুই ব্যাধগণ ।
 ধরিয়া লইয়া গেল রাজার সদন ॥
 বৈষ্ণবের বেশ ব্যাধগণের দেখিয়া ।
 অচেতাপাত্ত সব রাজা বৃত্তান্ত শুনিঞা ॥
 আপনা ধিকার করি ক্ষোভিত হইলা ।
 বৈদ্য হংস নাহি ছাড়ে বধে প্রবর্তিলা ॥
 রাজার বিবেক হৈল ভগবানের পয়া ।
 হংস ছাড়াইতে প্রতু কৈলা কিছু যায় ॥
 উপযুক্ত এক বৈষ্ণব তাহার হৃদয় ।
 প্রেরণ করিলা গেল রাজার সত্যয় ॥
 ঔষধাদি দিয়া ব্যাধি শীঘ্র ডাল কৈলা ।
 পিজিরা হইল হংস ছাড়িয়া গিয়া ॥
 ব্যাধগণ বৈষ্ণবের ভেকমাত্র কৈল ।
 ভেকের মহিমা দেখে রক্ত প্রসবিল ॥
 ব্যাধগণের মন তখন নির্মল হইল ।
 আপনা-আপনি কিছু বিচার করিল ॥
 ভেকমাত্র কৈল মোরা বৈষ্ণব আভাস ।
 তাহাতেই হৈল পশুপক্ষীর বিশ্বাস ॥
 বৈষ্ণবের না জানি কেমন মহিমা ॥
 চল ভাই নীচকন্ঠে সব দেহ ফেমা ।
 কার ঘর কার ঘর কেবা কার হয় ।
 ছাড়ি সব চল করি কৃষ্ণের আশ্রয় ॥
 এতেক বিচার করি বৈষ্ণব হইল ।
 সর্বভ্যাগ করি বৃন্দাবনবাস কৈল ॥
 অতএব এই দেখে ভেকের মহিমা ।
 স্পর্শমাত্র কৃষ্ণে রতি হইল নিভামা ॥
 সেই যে নিভাম ভক্ত তাঁহার মহিমা ।
 ব্রহ্মা শিব আদি হার নাহি পার সীমা ॥
 সেই ব্যাধ হই মোর জ্ঞানের কারণ ।
 যতকে আমার ধর অন্তরচরণ ॥

শ্রীমীননাথ গোরখনাথ ।

মীননাথের শিষ্য গোরখনাথ নাম ।
 দৌহেই সাধনসিদ্ধ দৌহেই নিদান ॥
 অমিতে অমিতে এক রাজার সদনে ।
 অতিথি হইলা রাজা করিলা সন্মানে ॥
 দাস্তিক বিবরী যন্ত হিংসা ব্যবহার ।
 স্বাভাবিক স্বভাসিদ্ধ হয় তো রাজার ॥
 মীননাথ সাধু স্বাভাবিক সঙ্গাচার ।
 দেখিয়ে উপজে দয়ানুগতি রাজার ॥
 গোরখনাথেরে কহে কিছুকাল থাকি ।
 অবৈষম্য রাজা ইহ মুচ্যপ্রায় দেখি ॥
 হিতচেষ্টা করি কিছু যদি কৃষ্ণভক্তি ।
 লওয়াইতে পারি কোনরূপে দিবে শক্তি ॥
 গোরখনাথ কহে এই অবৈষম্য-হান ।
 এতক্ষণ নাহি রহা এই তো বিধান ॥
 পুনঃপুন গোরখনাথ বারণ করিলা ।
 কদাচ না শুনে মীননাথ রহি গেলা ॥
 রাজার সহিত মিলি বড় হৈল মেলা ।
 বহু অর্থ দিলা রাজা করে পাশাখেলা ॥
 বিধি-বিড়ম্বন দেখে এক হৈতে আর ।
 হইল মায়াবী কাল উল্টা ব্যবহার ॥
 বিষয় কুসংসার যে এমতি বলবন্ত ।
 হেন যে পরমসাধু ভুলিলা যথার্থ ॥
 রাজার সহিত রাজববরী হইলা ।
 রাজা নিজ কস্তা তারে বরণ করিলা ॥
 গোরখনাথ বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলা ॥
 ছাড়াইতে না পারিলা পলাইয়া গেলা ।
 ইধি-উধি বেড়ায় যে ভ্রমণ করিয়া ।
 অন্তরে অধিক দুঃখ গুরু লাগিয়া ॥
 কথোক দিবসে রাজা কাল প্রাপ্ত হৈল ।
 মীননাথ রাজসিংহাসনেতে বসিল ॥
 রাজ্যে যন্ত হৈল। এত পুত্র জনমিল ।
 গোরখনাথ ভ্রমণ করিয়া তথা আইল ॥
 বারিগণ ভিতরে বাইতে নাহি দেয় ।
 বাইতে না পার্যা কিছু স্বজিলা উপায় ॥
 দরোজা-সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া ।
 চেৎমহম্মদ গোরখা আরা ইহাই বলিয়া ॥
 নাচিতে লাগিলা হোথা মীননাথ শুনি ।
 গরে সম্মুখিলা যে গোরখনাথবারী ॥

ডাকিয়া লইল গোরখনাথ প্রশমিলা ।
 সেবাতে আপন নিজ অঙ্গরে রাখিলা ॥
 গোরখনাথ ব্যাকুল গুরু চেষ্টা দেখি ।
 সদাই চিত্তরে একক্ষণ নহে সুখী ॥
 গুরুরে তো নাহি পারে জান শিখাইতে ।
 জিজ্ঞাসার চলে কিছু লাগিলা কহিতে ॥
 পূর্বে যে সংকল তসু শিখাইলে মোরে ।
 হয় কি না হয় কহি তোমার গোচরে ॥
 যতগিহ না হয় শিখাও ভালমতে ।
 এত বলি সব তসু লাগিলা কহিতে ॥
 সাম্প্রতিক আত্মতসু ভক্তিতসু আদি ।
 সদা-সর্বক্ষণ যে কহয়ে নিরবধি ॥
 সর্ব-সংস্কার ক্রমে শুনিতে শুনিতে ।
 নির্মল হইল চিত্ত লাগিলা কহিতে ॥
 আরে গোরখা কি করিছ কি বিষ খাইছ ।
 আপনার মুণ্ডেতে অনল আলি দিছ ॥
 দিক্ দিক্ মোরে এবে কি করিব কহ ।
 গোরখনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ ॥
 তেঁহ কহে কিঞ্চিৎ স্থল মনে লই ।
 গোরখনাথ কহে প্রভু কিছু কাজ নাই ॥
 তথাপি লইল কিছু পুটুলি বাধিরে ।
 গোরখনাথ মনে মনে দেখিয়া হাসয়ে ॥
 নিকশিলা দৌহে গৃহে কেহ না জানিল ।
 বহুদূর গিয়া গোরখনাথ নিবেদিল ॥
 অর্থের পুটুলি প্রভু দেহ মোর মাথে ।
 বেণী হইবে তারি জব্য তব হাথে ॥
 এত কহি মাথে করি লইল পুটুলি ।
 দেখে তাহে হীরামণি মুক্তা নরি নরি ॥
 মনে ভাবে এই শত্রু ইথে কিবা কাম ।
 যোগজটকারী ইহ স্বভাব বিষম ॥
 পশ্চাতে পশ্চাতে যায় গুরু-অগোচরে ।
 এক এক লয়ে আর ঝোড়েঝোড়ে তারে ॥
 মীননাথ দেখে পুন ক্রিষ্ণিতে চাহিতে ।
 জব্য টান মাথিয়া কেগার চারিভিতে ॥
 হারে গোরখা কি করিলি এ হেন পদার্থ ।
 আমি বুঝি এ তো মাত্র কেবল অনর্থ ॥
 অতি তুচ্ছ জব্য এত প্রস্তাব করিতে ।
 ইহা হৈতে উত্তম নিকশে বতমতে ॥
 মীননাথ কহে গোরখা প্রলাপ কি কহ ।
 যদি মুক্তা করে তব এজাবের সহ ॥

গৌরনাথ কহে দেখ করে কি না করে ।
 এত কহি প্রজ্ঞা কহয়ে ধীরে ধীরে ॥
 মণিযুক্তা আদি কত করিতে লাগিল ।
 মীননাথ দেখি আপনারে মিক দিল ॥
 পরমরতন কৃষ্ণভক্তি তাণ ছাড়ি ।
 অতিক্রম রাজ্যপদ অন্ধরূপে পড়ি ॥
 মৃত্তিকাবিকার যে প্রকৃত মণিরত্ন ।
 মাহার অধীন হৈলা কৈল তাহে যত্ন ॥
 আরে গৌরী তুমি মোরে উদ্ধার করিলি ।
 শিখা হৈলা গুরুত্ব কাৰ্য্য যে করিলি ॥
 তখন তজ্জাল গেল নির্মল হইল ।
 পূর্ববৎ দৌহে পরানন্দ যে পাইল ॥
 অতএব গুরুতো সত্য হইয়া জাতা ।
 শিষ্যও কখনো হয় গুরু যোগ্যতা ॥
 ইহাতে বুঝিয়া তাই সাবধান হও ।
 কুসল সে কালসূৰ্য সদাই উরাও ॥
 অস্ত সূৰ্য দেখিলে যে মন্ত্রে নিবারণ ।
 কুসল সূৰ্যের দংশে অবশ্য মরণ ॥
 যন্তে তুণ করি নিবেদয়ে কৃষ্ণদাস ।
 অবৈষ্ণব কহে যেন নাহি হয় বাস ॥

মহাজন সদাশ্রিতী ।

মহাজন সদাশ্রিতী ভক্ত অগ্রগণ্য ।
 বৈষ্ণব-শ্রীতি-রীতে এক-মন্ত্র ধন্ত ॥
 কৃষ্ণ তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবার হেতু মায়া ।
 করিয়া আইলা রূপ বৈষ্ণব হ-মা ॥
 বৈষ্ণব পাইয়া মহাজন সদাশ্রিতী ।
 আনন্দ-কোতুকে সেবা করি করে স্তুতি ॥
 কথোক দিবস তাঁর গৃহেতে রহিল ।
 ভক্তি বুঝিবারে প্রভু কৈলা এক লীলা ॥
 পুত্র তাঁর অতিশিশু ভূষণে ভূষিত ।
 নির্জনে লইয়া গেল বধের উচিত ॥
 বাড়ি বুচিয়া তারে মাঝিয়া ডারিল ।
 ধূলা কাটা কুটা গিয়া ঢাকিয়া রাখিল ॥
 হই-এহর তক শিশু না আইলা ঘরে ।
 বুঝিয়া না পার যাতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 দাসী গিয়া কহে সেই বৈষ্ণব-নিকটে ।
 তুমি যে লইয়া গেল দেখিয়াছি বাটে ॥

বরঞ্চ গহনা লগ শিশু মানি দেহ ॥
 বৈষ্ণব কহয়ে মোর নাম নাহি কহ ॥
 মনোবৃত্তি প্রকাশ-করণে বাহা হয় ।
 তথাপিহ ভক্তি করি দাসীরে কহ ॥
 যদি দেখিয়াছ তুমি না কহও কথা ।
 মরিয়াছি আমি বটে কি করিব জাতি ॥
 গহনাগুলিন যে বরঞ্চ তুমি লহ ॥
 মোর নাম প্রকাশ করিয়া নাহি কহ ॥
 দাসী কহে রাখিলে যে কোথায় মাঝিয়া ।
 তেঁহ কহে চল যাই দেই দেখাইয়া ॥
 এত কহি তথা গিয়া ধূলামাটা ডারি ।
 উঠাইয়া দিল সব ভক্ত-ভক্তি করি ॥
 দাসী মৃতবালক আনিল কোলে করি ।
 তুফান উঠাইল সেই বৈষ্ণব উপরি ॥
 মহাজন আসি দাসীমুখেতে শুনিলা ।
 বৈষ্ণবের কন্দ ইহা প্রতীত না হৈল ॥
 বৈষ্ণবের ক্ষুদ্র পাপে প্রবৃত্তি না হয় ।
 এ তো না সম্ভবে যাতে দয়ালু প্রবয় ॥
 দাসী কহে নিজমুখে কবুল হইল ।
 তেঁহ কহে সেহ কোন কারণে কহিল ॥
 দয়াল বৈষ্ণবচিন্ত পনের কি ভাষি ।
 দুঃখ হয়ে বলি দোষ মানিয়ে নি ॥
 এত কহি বৈষ্ণবের পাদোদক আনি ।
 বালকের মুখে দিতে বাঁচিল অমনি ॥
 মহাজন সদাশ্রিতী শ্রীর সহিতে ।
 চরণে পড়িয়া কান্দে ভয় মানি চিতে ॥
 দাসী মোর কটুবাণ্য তোমায়ে কহিল ।
 তৃত্য বলি আপনার বড় কৃপা হৈল ॥
 কহা এক আছে মোর বিবাহের যোগিয়া ।
 চরণে সঁপিতে চাহি যদি হয় আশা ॥
 সদাশ্রিতী মহাজনে বড় তুষ্ট হৈলা ।
 কহা যে বিবাহ করি এক লীলা কৈলা ॥
 অতএব কত শ্রীত দেখে বৈষ্ণবে ।
 অলৌকিক সত্য-বাহা লোকে না সম্ভবে ॥
 তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
 আমি সত্য র এইমতের কল এই সাধক ॥

শ্রীভুবন চৌহান ।

ভুবন চৌহান নাম রাজার অমাদার ।
 কৃষ্ণে নিরোক্তিত মন শুণের সাগর ॥
 কৰ্ম্মেতে কুশল রাজা অতি শ্রীত করে ।
 যুগরা করিতে গেলা রাজার সমিভ্যারে ॥
 বনে এক হরিণী যে পূর্ণগর্ভবতী ।
 হঠাৎকার তলোয়ার ভানে তাহা প্রতি ॥
 বাচ্ছাসহ কাটিয়া পাড়রে ভূমিতলে ।
 দেখি উপজিল দয়া কর হানে ভালে ॥
 ছি ছি ধিক্ ধিক্ মুঞি কি কৰ্ম্ম করিছ ।
 আপনা স্বন্ধে চোট কেনে নাহি দিছ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণ মুঞি আশ্রয় করিল ।
 তার প্রতিকূল আচরণ এই হৈল ॥
 হেন ধর্ম্ম আমার যে ধর্ম্ম কছু নহে ।
 আজি হৈতে তলোয়ার না ধরিব দেহে ॥
 চাকুরী ছাড়িলে যে শুজরান না চলিবে ।
 জীবিকা নহিলে কিংবা স্ত্রীপুত্র বাঁচিবে ।
 অতএব স্বর্ণমুট খাপ বানাইয়া ॥
 কাঠের তলোয়ার করি গোপন করিয়া ।
 তার মধ্যে রাখি যেন না জানয়ে কেহ ।
 হিংসা না করিবে আর বাবত এ দেহ ॥
 এত ভাবি কাঠের তলোয়ার খাতে রাখে ।
 বিপদ তাহার মধ্যে কেহ তাহা দেখে ॥
 রাজার নিকট গিয়া ঠগপনা করি ।
 কহয়ে সে চৌহানের খাপের ভিতরি ॥
 কাঠের তলোয়ার হয় বাহ্যে মাত্র জ্ঞান ।
 রাজা না প্রত্যয় যায় নাহি দেয় কান ॥
 পুনঃপুন প্রতিদিন বদি সে কহয় ।
 পরেখের হেতু কিছু কৌশল করয় ॥
 একদিন ফিরিতে চলিল বাগিচাতে ।
 পান্ডমিহ আর চৌহানেরে নিল সাথে ॥
 বাগিচার পুষ্কীর তীরেতে বসিয়া ।
 রাজা কহে সভাকারে হাসিয়া হাসিয়া ॥
 কেমন তলোয়ার কার দেখাও খুলিয়া ।
 ক্রমেতে দেখায় সতে বাহির করিয়া ॥
 ভুবন চৌহান ভাবে হার কি করিব ।
 কাঠের তলোয়ার যে কেমনে নিকশিব ।
 কুটি খাঁটে আর যে লজ্জার সীমা নাঞি ।
 এ বিপদ হৈতে যদি রাখেন গোসাঞি ॥

মনে ভাবে তে কৃষ্ণ হে লজ্জানিবারণ ।
 এবার রাখহ এতু তোমার শরণ ॥
 এত ভাবি খাপে হৈতে নিকাশে তলোয়ার ।
 কাঠ ঘুচি হৈল যেন হীরার বিকার ॥
 সব হৈতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব অংশেতে জিনিঞা ।
 বিজুহী চমকে যেন চৌদিক ব্যাপিয়া ॥
 সবে ঐশংসয় নৃপের সংশয় মিটিল ।
 চুকুনি যে কৈল তারে বধিতে কহিল ॥
 সাধুর স্বভাব চৌহানের দয়া হৈল ।
 দাণ্ডাইয়া রাজা আগে নিবেদন কৈল ॥
 উহার না দোষ যে না মোর কিছু গুণ ।
 সকলের মূল মাত্র বিত্তর কল্পণ ॥
 আদ্যোপান্ত সব বিবরণ নিবেদিল ।
 রাজা শুনি চৌহানের প্রতি তুষ্ট হৈল ॥
 বোজিনা যে ছিল তাহা দ্বিগুণ করিয়া ।
 বন্ধন করিয়া দিল অনেক তুষিয়া ॥
 ঘরে বসি থাক কৃষ্ণ ভজন করহ ।
 আমার যে কৰ্ম্ম যুদ্ধবিগ্রহে না বাহ ॥
 কৃষ্ণরূপা যারে তার ক্রমে অনিবৃতি ।
 তাহার চরণে কোটি দণ্ডও নতি ॥

শ্রীরূপ-চতুর্ভূজ-ঠাকুর পূজারি ।

রূপ-চতুর্ভূজ-ঠাকুর দক্ষিণ মূলকে ।
 জগতে কিসি হয় জানে সর্ব্বলোকে ॥
 পূজারি ঠাকুর সাধু মহা-অমৃতব ।
 ঠাকুর তাঁহার বশীভূত যে সম্ভব ॥
 রাজা রতপুত্র রাণা-খ্যাতি পুরুষাকান্তে ।
 ঠাকুরদর্শনে রাজা আইলা সন্ধ্যা-অন্তে ॥
 ভোগ লাগি শরনে আছয়ে সে সময় ।
 দবশন নহিল রাজন চলি যায় ॥
 এইকালে পূজারিজী শ্রীধর হইতে ।
 পুষ্প হার আনি দিল রাজার গলেতে ॥
 দৈবাৎ মালাতে এক পাকাচুলছিল ।
 রাজা তাহা দৃষ্টমাত্র অধিসম হৈল ॥
 রাজা ক্রোধে কহে আরে ব্যাধ জুরাচার ।
 নথ-কেশ বলি তব নাহিক বিচার ॥
 পাকাচুল পুষ্পহারে আইল কেমনে ।
 হঠাৎ পূজারি কহে শ্রীমন্তক হৈতে ॥

কহিয়া ভাবরে অসম্ভব কি কহিছ ।
 পুন ভাবে সেই সত্য কহিছ কহিছ ॥
 রাজা পুন গালি পাড়ে জেয়ার কবর ।
 হারে ধুই শ্রীঅঙ্গে কি পাকাচুল হয় ॥
 পুনশ্চ পূজারি কহে হাঁ হাঁ মহারাজ ।
 গক চুল শ্রীমন্তকে করয়ে বিরাজ ॥
 কোণে রাজা কহে পুন পারিরি দেখাইতে ।
 তেঁহ কহে যে আজ্ঞা দেখাব দিবসেতে ॥
 রাজা কহে যদি কল্য পায় দেখাইতে ।
 নতুবা করিব দূর করিয়া উড়িতে ॥
 এত কহি রাজা চলি গেলা নিজ গৃহে ।
 পূজারি উদ্বিগ্নমনা চিত্ত স্থির নহে ॥
 মোর দণ্ড করুক তাহাব নাহি দায় ।
 পাছে মোর প্রভুর যে সেবাতে ছুটায় ॥
 এতো ভাবি ঠাকুরের চরণে ধরিয়া ।
 কাকুবাদ করে বহু শ্রবন করিয়া ॥
 তোমার চরণ প্রভু শরণ আমার ।
 অপরাধ কমা করি রাখহ এবার ॥
 আমার ভক্তি নাহি তুমি ত দয়াল ।
 ভূত্যের রক্ষার হেতু ধর খেতবাল ॥
 এত কাকু উক্তি যদি করিল ডকত ।
 তৎক্ষণে মন্তকে চুল নিকশিল খেত ॥
 বিধ সাধু সারানিশি গুণগান করি ।
 প্রেমানন্দনীরে ভাসে আপনা পাসরি ॥
 প্রাতে রাজা কোপে পদাতিক পাঠাইল ।
 বিপ্রেরে আনহ মোরে পরিহাস কৈল ॥
 ঠাকুরের শিরে কহে পাকাচুল হয় ।
 এইমত মিথ্যা কহি মোরে বিড়ম্বর ॥
 পদাতিক আসি কহে তুরিতে চলহ ।
 পূজারি কহেন মহারাজে গিয়া কহ ॥
 খেতকেশ প্রভু শিরে হয় কি না হয় ।
 আসিয়া দেখুন তবে কি ফল বাওয়ার ॥
 পদাতিক গিয়া নুপে নিবেদন কৈলা ।
 রাজা নিয়মিতমতে দরশনে গেলা ॥
 বাইরা দেখয়ে চন্দ্রবদন উজ্জল ।
 আর এক অপূর্ণ সৌন্দর্য পুরুষাল ॥
 অপ্রাকৃত রূপ সেই অপ্রাকৃত বাল ।
 কাঁচা-পাকা চুলে স্ত্রীর সকলি নেহাল ॥
 স্নানর বে হয় তাঁর মিলি স্নানর ।
 বৃত্তিকাও মাখিলে সে হয় মনোহর ॥

দেখিয়া রাজার চমৎকার বৈশিষ্ট্যচন্ডে ।
 অনিমিখে চাহে যেন পুতলিকা ভিত্তে ॥
 দেখিতে দেখিতে যে কৃতর্ক উঠে মনে ।
 বুঝি এ কৃত্রিম চুল করিল ব্রাহ্মণে ॥
 এত ভাবি নিকটে বাইরা একগাছি ।
 ধরিয়া টানিল রাজা মুচকি মুচকি ॥
 টানিতেই রক্তধারা বহিয়া পড়িল ।
 ভয়ে চমকিয়া রাজা পাছুতে হটিল ॥
 তখন বিপ্রের পায় পড়িয়া মিলিতি ।
 করিল রাজন বহু দণ্ডবৎ স্তুতি ॥
 কিন্তু সেই হৈতে রাজা রাজার সন্তানে ।
 আজ্ঞা নাহি ঠাকুরের গিয়া দরশনে ॥
 যেই দরশনে যায় তৎক্ষণেতে মরে ।
 অত্যাধি দরশনে নাহি যার ডরে ॥
 অতএব ভক্ত অহুরোধ করি হরি ।
 অলৌকিক প্রকট করয়ে রূপ ধরি ॥
 সেই যে পূজারি তাঁর চরণে শবণ ।
 লইবারে ধায় কৃষ্ণদাস দীনজন ॥

শ্রীকমধুজ ।

চারি ভাই হয় রাণা রাজার চাকর ।
 তার মধ্যে হয় এক কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
 কমধুজ নাম তাঁর কৃষ্ণ-অনুরাগে ।
 রাজকর্মে নাহি যার বিষয়-বিরাগে ।
 প্রামের নিকটে বন তাহে কৈল বাস ।
 ঘরে আসি অন্ন খাইরা যার এক গ্রাস ॥
 অল্প ভাইগণ বহু তিরস্কার করে ।
 কে এত রোজগার করি খাওয়ারিবে তোরে ॥
 চাকুরি ছাড়িয়া কর বনে বসি ধ্যান ।
 মরিলে সদগতি মোরা করিব কখন ॥
 এত যদি ভ্রাতাগণ কহিল নিষ্ঠুর ।
 তেঁহ তবে কহে কিছু করিয়া মধুর ॥
 তোমরা চাকুরি কর মুঞি না বেকার ।
 বৈষ্ণব সকলের ভর্তা চাকর তাঁহার ॥
 তোমার তরঙ্গ নাহি করি খাইবারে ।
 অতাব কিসের আছে তাঁহার সরকারে ।
 মরিলে কি গতি তাই তোমরা করিবে ।
 প্রভুবনে গতি যেই সেই করি লবে ॥

এতক কহিয়া সেই সজ ছাড়ি দিল।
বনে বসি রামনাম অপিতে লাগিল।
ভর্তা য়েহ তেঁহ কোম চলেতে আহার।
প্রতিদিন সেই বনে যোগান তাহার।
কথোক দিবসে কালপ্রাপ্ত যবে হৈল।
শ্রীম-হনুমান আসি শেষ গতি কৈল।
ভকতের প্রতিজ্ঞা যে তাগাই হইল।
প্রকারে সে কপিরাজ লোকে ব্যক্ত কৈল
শ্রীরামচরণে বার এতক নৈষ্ঠিক।
দয়াল প্রভুর প্রতি মার এতাদৃশ।
তঁহার চরণে দাস জন্মে জন্মে হই।
কুকদাস অভাগার আর গতি নাই।

শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল।

জয়মল নামে এক রাজা শুদ্ধমতি।
অনির্কচনীর তাঁর শ্রীকৃষ্ণেতে মতি।
ভক্তি-অঙ্ক-যাজনে যে সুদৃঢ় নিয়ম।
পাষণের রেখ যেন নাহি বেশী কম।
শ্রামলশ্রুন্দর-নাম-শ্রীবিগ্রহসেবা।
তাহাতে প্রসন্ন নাহি হয় দেবীদেবা।
দশদণ্ড-বেলা তক তাঁহার সেবার।
নিযুক্ত থাকরে সদা দৃঢ়নিয়ম হয়।
রাজ্যধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়।
তথাপিহ সেবা-সমে কিরে না তাকার।
প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিঞা।
সেই অবকাশকালে আইলা হানা দিয়া।
বাজার হুকুম বিনে সৈন্ত আদি-গণ।
যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ।
ক্রম ক্রমে আসি গড় ঘেরে রিপুগণ।
তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিৎ নাহি মন।
মাতা তাঁর আসি কহে কর উচ্চধনি।
উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি।
সর্ব্ব লইল আর সর্ব্বনাশ হৈল।
তথাপি তোমার কিছু জ্ঞান নহিল।
জয়মল কহে মাতা কেন হুঃখ ভাব।
যেই দিল সেই লয় তাহে কি করিব।
সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে।
অতএব আমি-সভার উত্তমে কি করে।

শ্রামলশ্রুন্দর দেখা ঘোড়ার চড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে গেলা অন্তর ধরিয়া।
একাই ভক্তের রিপুসৈন্তগণ মারি।
আসিয়া বাঙ্কিল ঘোড়া আপন হেঙারি।
সেবাসমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে।
ঘোড়ার সর্কাদে বর্ম্ম খাস বহে নাকে।
জিজ্ঞাসরে মোর অখে সওয়ার কে হৈল।
ঠাকুরের মন্দিরে বা কে আনি বাঙ্কিল।
সবে কহে কে চড়িল কে আনি বাঙ্কিল।
আমরা নাহিক জানি কখন আনি।
সংশয় লইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে।
সৈন্তসামন্ত সহ চলিল যুদ্ধেতে।
যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্রুর বত সৈন্ত।
রণশয়্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন।
প্রধান যে রাজা সেই শেষমাত্র আছে।
বিশ্বর হইয়া এহ কারণ কি পুছে।
হেনকালে অই প্রতিযোগী সেই রাজা।
গলবগ্র হইয়া লইয়া বহু পূজা।
আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে।
নিবেদন করে কিছু করি ঘোড়াহাতে।
কি করিব যুদ্ধ তবে এক বে সিপাই।
পরম আশ্চর্য্য সেই ত্রৈলোক্যবিজই।
অর্থ নাহি চাহি মুঞি রাজ্য নাহি চাহৌ।
বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব লহৌ।
শ্রামল সিপাই সেই লড়িতে আইল।
তোমা সনে শ্রীত কি ভাব বিবরিয়া বল।
সৈন্য যে মরিল মোর তারে মুঞি পারি।
দরশনমাত্র মোর চিত্ত নিল হরি।
জয়মল বুঝিল এই শ্রামলাজীর কর।
প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহ মর্ম্ম।
জয়মলের চরণে ধরিয়া স্তব করে।
মহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা হৈল তারে।
তঁহা সভার শ্রীচরণে শরণ আমার।
শ্রামল সিপাই যেন করে অঙ্গীকার।

শ্রীগোয়াল

এক যে গোয়াল হরিভক্ত মতি ধীর।
গৌ ভক্তিস রাখে কিছু যতাব গভীর।

বনে পশু ছাড়ি দিয়া নির্জনে বসিয়া ।
 কৃষ্ণনাম করে সদা আনন্দিত হিয়া ॥
 দৈবাৎ ভক্তিস এক চোরেতে লইলা ।
 ভক্তিস না মিলে ধরে মাতা জিজ্ঞাসিলা ॥
 মাতার ভয়েতে কহে দিলা ব্রাহ্মণেরে ।
 স্তুতাদি ভোজন করি পুন দিব্যে ফিরে ॥
 ভক্তিস যে লৈল চোর দীপাবিতাদিনে ।
 সেই বে ভক্তিস সাজাইয়া স্তুতবনে ॥
 কুলাচারমতে সেই উৎসব করিল ।
 চরিতে চরিতে কিছু দ্রবন গেল ॥
 ভক্তের ভক্তিস কৃষ্ণচন্দ্র যে জানিয়া ।
 স্বাখালের বেশ ধরি আনে চালাইয়া ॥
 গোয়াল ভক্তের গৃহে আপনি আনিল ।
 বহু অলঙ্কার সহ গোয়াল পাইল ॥
 ভক্তের করিতে হিত সদাই ফিরয় ।
 অতএব ভক্তপদ সভার আশ্রয় ॥

শ্রীনিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ ।

হরিপাল বিপ্র-পুত্র নিষ্কিঞ্চন নাম ।
 বৈষ্ণবসেবনত্রতমাত্র অনুপাম ॥
 বৃত্তি জীবিকা অর্থ যতেক আছিল ।
 বৈষ্ণবসেবার সর্ব অর্থ ফুরাইল ॥
 ঐকান্তিক অনুরাগ বৈষ্ণবসেবায় ।
 না পাইয়া করিতে অন্তরে দুঃখ পায় ॥
 উৎকর্ষাতে দস্যুবৃত্তি করিয়া আনয় ।
 কর্তব্যাকর্তব্য দিগবিদিগ না চায় ॥
 দিন দুই তিন কোথাও কিছু না পায় ।
 বড়ই বেদিত হৈল ইধি উধি ধায় ॥
 তেথার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উৎকর্ষা হইয়া ।
 শীতপতি ভক্তস্থানে চলিলা ধাইয়া ॥
 কল্পিত সুন্দরী বস্ত্র-অঞ্চল ধরিল ।
 এত দূর কোথায় যাইবে মোরে বল ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র কহে এক ভক্ত বোলাইল ।
 ঠাকুরাণী বলে তবে মোরে লরে চল ॥
 সুন্দর সুন্দরী দৌছে ছদ্মরূপ ধরি ।
 কৃষ্ণে কৃষিতা বধা প্রাকৃত নাগরী ॥
 হেথা নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বনে বলিয়াছে ।
 তথা দিয়াটলি ধায় দৌছে আগে পাছে ॥

দূরে হৈতে দেখি সাধু মিকটে আসিয়া ।
 কাল্মণীদেবীর হস্ত কহরে ধরিয়া ॥
 অঙ্গ-আভরণ মোরে কিছু দিয়া যাও ।
 নতুবা কাড়িয়া লব যদি নাহি দেও ॥
 কোতুক দেখিতে কৃষ্ণচন্দ্র পলাইল ।
 কিকিৎ দূরেতে গিয়া চাহিয়া রহিল ॥
 দেবী মনে ভাবে এ ত বড়ই ঈশপাত ।
 গৃহনা মাগয়ে নাহি ছাড়ি দেব হাত ॥
 জাঁধি ছল ছল করে ডাকিয়ে কহয় ।
 কৃষ্ণ কোথা গেল মোরে ছাড়িয়ে না দেয় ॥
 কৃষ্ণ আরো দূরে যান কোতুক করিয়া ।
 দেবী উচ্চস্রব করি ডাকে ফুকারিয়া ॥
 কৃষ্ণ নাহি শুনে নাহি ফিরিয়া তাকান ।
 দেবী গালি পাড়িতে লাগিল করি মান ॥
 আইলু এমন দুষ্ট ধুষ্ট সমিভ্যারে ।
 পলাইল দস্যুহস্তে ডালিয়া আমারে ॥
 কঙ্কণ দুগাছি সাধু খুলিয়া লইল ।
 অঙ্গুলীর রত্নাসুরী খুলিতে লাগিল ॥
 ফাঁকর হইয়া দেবী কিছু নাহি কয় ।
 কৃষ্ণচন্দ্র যে দিকে সেট দিগ নিরখয় ॥
 আঙ্গুল মূচড়ি যে অঙ্গুরী খুলি নিলা ।
 তবে কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তথা আইলা ॥
 ক্রোধ করি দেবী কহে আব তোমা মনে ।
 কোথাও না যাব আমি যাইবে যেখানে ॥
 অলঙ্কার কাড়ি নিল তুমি পলাইলে ।
 কাপুরুষপ্রায় দ্রুত কথিতে নারিলে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেবি বৃত্তান্ত ইহার ।
 দস্যু নহে ইহ প্রিয়ভক্ত যে আমার ॥
 আমার ভক্তের ভক্ত বড় অধিকারী ।
 অনুরাগ বিশিষ্ট সেবার্থে করে চুরি ॥
 দেবী কহে চুরি সে যে-অধর্মের কর্ম ।
 কৃষ্ণ কহে ইহার মাছয়ে কিছু মর্ম ॥
 মো-বিবয়ে অনুরাগ বাহার জন্ময় ।
 মোর সেবা-অর্থে ধর্মাদর্ম না দেখয় ॥
 আমনদ তাহাতে যে পাপকর্ম হয় ।
 পরম ধর্মের জন্ত হিত উপজয় ॥

প্রমাণম্—

মর্শ্মিষিতে কৃতং পাপমপি ধর্মায় ক্রমতে ॥
 আমার কৃত কৃত পাপও ধর্ম বলিয়া ক্রমিত হয় ।

অতএব বৈষ্ণবসেবার্থে ইহ ব্যস্ত ।
আমার সুখদ সেই যতেক সমস্ত ॥
বৈষ্ণব না সেবি মাত্র আমারে সেবয় ।
মোর ডঙ্ক মধো সেই কতু নাহি হয় ॥
বৈষ্ণবেকুসেবা অনুরাগে কৈল চুরি ।
পাপ সেহ নহে প্রীত জন্মিল আমারি ॥

আদিপুরাণে—

যে যে ভক্তজনাঃ পার্শ্ব! ন মে ভক্তাশ্চ মে জনাঃ ॥

হে পার্শ্ব! ধাহারা কেবল মদীয় ভক্ত, তাঁহারা
আমার প্রকৃত ভক্ত বলিয়া গণ্য নহেন ।

এত শুনি দেবী মনে আনন্দ পাইয়া ।
নিষ্কলন-পানে চাহে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥
চন্দ্ররূপ ছাড়ি তবে স্বরূপ প্রকাশি ।
চতুর্ভূতরূপে সহ কল্মষী প্রেরসী ॥
সম্মুখে প্রকাশ হৈলা দোহে নিষ্কলনের ।
কোটি ইন্দু নির্দ্য কান্তি নখে চরণের ॥
অলৌকিক চিন্ময় পরমানন্দ রূপ ।
হঠাৎকার দৃষ্টিপথে হইল অমুপ ॥
হেরি প্রেমাম্বলে মূর্ছা হইয়া পড়য় ॥
অষ্ট যে সাত্ত্বিক ভাব হইল উদয় ॥
একবার পড়ে আর বার উঠি হেরে ।
দণ্ডবৎ নতি ক্ষতি বারবার করে ॥
কৃষ্ণ নিজ প্রিয়ভক্তে আত্মসাৎ কৈল ।
বৈষ্ণবসেবন-কল্পলতিকা ফলিল ॥
অতএব ওরে মন বিবেক ভঞ্জন ॥
বৈষ্ণবচরণে রুতি একান্ত করহ ॥
নিষ্কলন সাধু-পদে প্রার্থনা যে করো ।
কিছু উপকার কৃষ্ণদাসেরে বিচারো ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীশিলাপিলাসেবি-রাজকন্যা
চরিত্রবর্ণনং চতুর্দশ-মালা ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ মালা ।

—*—

ছোট-বিপ্র-বড়-বিপ্র-আদি-ভক্তচরিত্রবর্ণন ।

অয় শ্রীভৈরবনাথরি অয় নিত্যানন্দ ।
অরাধিতচন্দ্র অয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
অয় রূপ স্নাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীছোট-বিপ্র ও বড়-বিপ্র ।

বিজ্ঞানগরে দুই ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট ।
কৃষ্ণভক্ত সদাচার মতি শাস্ত শিষ্ট ॥
পরামর্শ করি দোহে তীর্থভ্রমণে গেল ।
অনেক দিবস তীর্থভ্রমণ করিলা ॥
ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের সেবা যে করিল ।
তাহাতেই বড় বিপ্র সন্তোষ হইল ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে বৃন্দাবনে গেল ।
গোপালদর্শন করি আনন্দ পাইল ॥
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের প্রসন্ন হইয়া ।
কহে কিছু তাঁহা প্রতি পদপদ হিয়া ॥
তুমি মোর উপকার অনেক করিলে ।
সেবার আমারে গুণী করিয়া রাখিলে ॥
ইহার যে প্রত্যাশ কর যদি না করিব ।
গুণগ্রস্ত থাকি আমি কৃতজ্ঞতা পাব ॥
অতএব গৃহে মোর কন্যা যে আছয় ।
তোমারে বিবাহ দিব কহিছ নিশ্চয় ॥
ছোট বিপ্র বলে তুমি কুলবন্ত হও ।
মোরে কন্যা দিবে অসম্ভব কেনে কও ॥
ওঁহ কহে মোর নাহি কুলের তাৎপর্য ।
ধর্মরক্ষা হয় যাথে সেই মোর কার্য ॥
তবে ছোট বিপ্র কহে গোপাল প্রমাণে ।
যদি কহি তবে সে প্রতীত হয় মনে ॥
গোপালেই সাক্ষী তবে উত্তরে করিলা ।
কথোক দিবসে দ্বিজগৃহে চলি গেল ॥
ছোট বিপ্র কহে তবে কন্যা বিক্রা দেহ ।
বড় বিপ্র কহে অবশ্যই দিব রহ ॥

নিজ পুত্র-পরিবারে বিশেষ করিল ।
 ধর্মপ্রতিষ্ঠিত আছি কন্যা দিতে হৈল ॥
 পুত্র কহে এ কেমনে হৈলে প্রতিষ্ঠিত ।
 অপাঙ্গেতে কন্যা দিবে অতি অনোচিত ॥
 আমরা কুলীন তেঁহ নীচ জাত্য অংশে ।
 এ এক নিন্দা করিবেক কুল যাবে বংশে ॥
 তেঁহ কহে কি করিব সত্য যে করিছ ।
 পুত্র কহে দোষ নাহি কহ না করিছ ॥
 তবে যদি কন্যা দেহ করিছ নিশ্চয় ।
 বিষ খাব কিংবা ছুরি মারিব হৃদয় ॥
 বিপদে পড়িলা বিপ্র ছই বিপরীত ।
 জাবিরা না পায় কিছু হইয়া দংশিত ॥
 ছোট বিপ্র আসি যবে প্রসঙ্গ করয়ে ।
 পুত্র মারিবারে ধায় কটু-কথা করে ॥
 মোর পিতা একা তাঁরে ভাঙ্গ খাওয়াইয়া ।
 অর্ধ লুটি নিলা আর চাতুরী করিয়া ॥
 কহে কন্যা দিবে মোরে মিথ্যা উঠাইল ।
 সাকী কহে হর ইহা জানে যে করিল ॥
 ছোট বিপ্র কর হর নর সাকী আছে ।
 প্রতিজ্ঞা কর পঞ্চ-ভদ্রলোক কাছে ।
 তবে সাকী আনি বোলাইয়া যে কহাই ।
 পুন যদি অন্যায় না কর তব যাই ॥
 তেঁহো কহে সাকী তব কোথায় আছর ।
 ছোট বিপ্র কহে ইহা গোপাল জানয় ॥
 বৃন্দাবননাথ যোগপীঠ বিরাজয় ।
 সবে কহে হর হর তেঁহ যদি কর ॥
 মনে ভাবে প্রতিমা কি চলিয়া আসিবে ।
 অসম্ভব এই কথা গোপাল কহিবে ॥
 তবে তদ্র পঞ্চ লোক প্রমাণ করিয়া ।
 ছোট বিপ্র গেলা অঙ্গে গোপাল লাগিয়া ॥
 তেঁহ কি প্রতিমা বলি জানয়ে গোপালে ।
 সাকী হৈল অবশ্য আসিবে মোর বোলে ॥
 দোহাতে জানয়ে দোহাকার মনোবৃত্তি ।
 প্রাকৃতিক-বুদ্ধি ধার করয়ে আপত্তি ॥
 এত যে আগ্রহ নহে বিহারের লাগি ।
 বড় বিপ্র পাছে হর অধর্মের ভাগি ॥
 সাধুর বড়ার পরপীড়ায় পীড়িত ।
 অতএব ছোট বিপ্র উৎকণ্ঠিত-চিত ॥
 হেথা বড় বিপ্র অতি কাতর হইয়া ।
 গোপালেয়ে ভক্তি করে বিদ্রুতি করিয়া ॥

তোমার কিছর মুক্তি তুমি রক্ষা কর ।
 পরিবার বাঁচে আর অসত্যে নিস্তার ॥
 সাকী আসিয়া প্রভু দেহ কৃপা করি ।
 তোমার যে এই বশ রবে অগ জরি ॥
 হোথা ছোট বিপ্র শ্রীমন্ বৃন্দাবনে গিয়া ।
 গোপালে যতন করে সাকীর লাগিয়া ॥
 গোপাল কহেন মুক্তি প্রতিমা হইয়া ।
 কেমনে যাইব পথে চরণে চলিয়া ॥
 বিপ্র কহে নাহি পার চলিতে চরণে ।
 প্রতিমা হইয়া তবে কথা কহ কেনে ॥
 হাসিয়া গোপাল তবে কহেন শ্রদ্ধাশ্রমে ।
 তবে চল যাই সাকী দিতে তব সনে ॥
 এক সের অন্ন মোরে ভোগ লাগাইবে ।
 পিছে পিছে যাব তব ফিরে না চাহিবে ॥
 যেইখানে ফিরিয়া চাহিবে আমা-পানে ।
 আব আমি নাহি যাব থাকিব সেইখানে ॥
 বিপ্র কহে যাও কি না জানিব কেমনে ।
 প্রভু কহে সে ভাবনা কেন ভাব মনে ॥
 আমি যে যাইব পথে সদা তব সনে ।
 নৃপুংসের ধ্বনি মোর শুনিবে শ্রবণে ॥
 ভাল ভাল বলি বিপ্র অগ্রসর হৈল ।
 গোপাল উহার কিছু পাছুতে চলিল ॥
 গ্রামের নিকটে আসি নৃপুংস-ছদ্মিবে ।
 বলি সাকীয়া আর রব নাহি করে ॥
 ব্রাহ্মণের মনে কিছু সন্দেহ হইল ।
 গোপাল না আইসে বলি ফিরিয়া চাহিল ॥
 হাসিয়া গোপাল সেইখানে রহি গেলা ।
 গ্রামে গিয়া ছোট বিপ্র সত্যেরে কহিলা ॥
 আশ্চর্য মানিয়া সবে দেখিতে আইলা ।
 তার মধ্যে উপরূক্ত যে যে লোক ছিল ॥
 সাকীর স্বরূপ তাহাদিগেরে কহিলা ।
 আকাশবাণী তার শুনিতে পাইলা ॥
 বড় বিপ্র নিজ কন্ডা ছোট বিপ্র দিবে ।
 এ কথা বখার্ব হর সবাই জানিবে ॥
 তবে বড় বিপ্র অতি আনন্দিত হৈলা ।
 ছোট বিপ্র নিজ কন্ডা বরণ করিলা ॥
 মহামণ্ডোৎসব হৈল গোপাল গইয়া ।
 রাজা দিলা সুরম্য মন্দির বানাইয়া ॥
 কথোক দিবস হরি তথাই আছিল ।
 পরে শ্রীপুরুষোত্তম পুরীতে রহিলা ॥

একদিন অগ্নিধর্ম সেবকে কর ।
 যোর ভোগসামগ্রী যে যতেক আইসয় ॥
 গোপালের সমুখ হইয়া আসিত ।
 সকল গোপাল খায় না পাট পাটতে ॥
 শ্রীমান্ অগ্নিধর্ম যদি এতেক কহিল ।
 যতন্তরে গোপালের পুরী বানাইল ॥
 সত্যবাদী গোপাল সত্যবাদী নামে গ্রামে
 গোপালের আপনার গ্রাম নিষ্ঠ নামে ॥
 গ্রাম ভূমি-আদি বাগবাগিচা পাটন ।
 বেশ ভূষা ভোগ অগ্নিধর্মের যেমন ॥
 সাক্ষীগোপাল রলি অগ্নিতে বিখ্যাত ।
 পরমসুন্দর রূপ জৈলোক্যের নাথ ॥
 অতএব ছোট বিপ্র বড় বিপ্র আর ।
 আপনি কৃতার্থ হৈল তারিল সংসার ॥
 ব্রজ হৈতে যতনে আনিল ব্রজনাথ ।
 নিস্তার করিল লোক যথা ভগীরথ ॥
 তাঁ দৌহার শ্রীচরণে কোটি নমস্কার ।
 ধাঁহা প্রসাদে লোক পাইল নিস্তার ॥

শ্রীক্ষেত্ররাজরাণী ।

ক্ষেত্রবাসী রাজার প্রেমসী পাটরাণী ।
 গোপালের দরশনে আইল আপনি ॥
 গোপালের সৌন্দর্য্যাদি-সৌষ্ঠব দেখিয়া ।
 পুলক হইল মহা-আনন্দিত হিয়া ॥
 সর্ব্বদে সকল ভূষা সুন্দর দেখিল ।
 নাসার নোলক না দেখিয়া দুঃখ হৈল ॥
 আহা মরি এমন নাসার নাহি মতি ।
 কিবা শোভা হৈত তবে সহ গুণ-জ্যোতি ॥
 আপনার নাসিকাতে বৃহতী মুকুতা ।
 মনে মনে সাধ করে হইয়া বাগতা ॥
 গোপালের নাকে ছিদ্র যদিহ থাকিত ।
 তবে এই মুকুতা নাসাতলে পরাইত ॥
 দরশন করি রাণী গৃহে চলি গেলা ।
 নিশিতে রাণীয়ে গিয়া আদেশ করিলা ॥
 মাতা মোর শিশুকালে নাক বিদ্ধাইয়া ।
 মুকুতা পরাইয়াছিল যতন করাইয়া ॥
 সেই ছিদ্র অস্তাবধি আছে মোর নাসে ।
 মুকুতা পরিতে মোর মনের উদ্যমে ॥

তোমার নাসার এই বৃহতী মুকুতা ।
 পরিতে যে হয় সাধ পাছে পাও বাধা ॥
 প্রাণকাল উঠি রাণী ভাধে মনে মনে ।
 কি যত্ন দেখিছ বলি কান্দ'র সদনে ॥
 আমার মনের কথা গোপাল জানিল ॥
 মুকুতা পরিতে সাধ করিয়া কহিল ॥
 'তৎক্ষণাৎ সেই মুকুতা' নাসা হইতে খুলি ।
 সমস্ত সম্ভার করি গেলা তথা চলি ॥
 গোপাল-নিকটে গিয়া কহয়ে কান্দিয়া ।
 মাতা তোমার নাসাতলে ছিদ্র কি করিয়া ॥
 মুকুতা পরাইয়াছিল যতন করিয়ে ।
 সেই ছিদ্র অস্তাবধি কি আছে নাসারে ॥
 আহা মরি এবে বেনে নাকে মুকুতা নাঞি ।
 মুকুতা পরিতে সাধ হৈল মোর ঠাঞি ॥
 কেমন তোমার মাতা ভূষা পরাইল ।
 হেন নাসিকাতে একটি মুকুতা না জুড়িল ॥
 আর যে কহিল তোমার নাসার মুকুতা ।
 পরিতে বাসনা করে পাছে পাও বাধা ॥
 কোন বা সামগ্রী হয় তুমি-হেন চান্দ ।
 তোমাতে পরাতে কেবা নাহি করে সাধ ॥
 প্রাণসহ সর্ব্বদা তোমাতে দেই যদি ।
 তখাচ নাহিক পাট সুখের অবধি ।
 মোর মন জানি তুমি চাহিল মুকুতা ।
 আর কহ মুকুতা দিয়া পাছে পাও বাধা ॥
 তবে মুকুতা সুন্দর নাসার পরাইয়া ।
 মহামহোৎসব কৈল ভুবন ভরিয়া ॥
 অস্তাবধি রাণীর মুকুতা বলিয়া খেরাতি ।
 গোপাল পরেন নাকে কোন কোন ভিধি ॥
 গোপালের বহলীলা কহা নাহি যায় ।
 মুকুতা পরিবার এক হইল উদয় ॥
 মনোবৃত্তি জানিঞা রাণীর মনস্কাম ।
 পূর্ণ কৈল কৈল এক লীলা অভিরাম ॥
 রাণীর বাৎসল্যপ্রমে আনন্দ পাইয়া ।
 পরিল নাসার মুকুতা আপনি চাহিয়া ॥
 প্রেমের অধীন মাত্র মুকুতার কি করে ।
 কোটি কোটি লক্ষী যার পদসেবা করে ॥
 রাণী অগ্নিধর্ম তাঁর শ্রীচরণধূলি ।
 ভুবনপাবন মুকুতা বাধ বলি হারি ॥
 অগ্নিধর্মের মধ্যে সর্ব্বকালের যে কল ।
 কল্যাস আশা করে হইতে নেহাল ॥

শ্রীরামদাস সাধু।

ষারকা-নিকট স্থিতি রামদাস নাম।
 মহা-অমৃতব সাধু সর্বগুণধাম ॥
 একাদশীতপরা পরমনৈষ্ঠিক।
 শ্রীমান্ রণছোড় জীব শ্রিতম অধিক ॥
 আজন্মভরিয়া একাদশীর নিশিতে।
 মন্দিরে রণছোড়জীর গুণকীর্তনেতে ॥
 আগরণ করে কিবা বর্ষা কিবা শীত।
 বুজাবস্থা হইল বরস হইল অশীত ॥
 ব্যমোহ দেখিয়া ঠাকুরের হইল দয়া।
 রামদাসে কহে থাক গৃহেতে বসিয়া ॥
 আমি সেইখানে যাব অ'মাতে লইয়া।
 আপন গৃহেতে রাখ শুশ্রূষা করিয়া ॥
 রামদাস কহে তুমি রাজরাজেশ্বর।
 বড় নাম বড় খ্যাতি বড় অধিকার ॥
 আমার গৃহেতে তুমি কেমনে যাইবে।
 তোমার সেবকগণ যাইতে কেন দিবে ॥
 ঠাকুর কহেন মুঞি লুকাইয়া যাব।
 আমি যদি যাই কেবা রাখিতে পারিব ॥
 মন্দির পশ্চাতে এই খিড়কি-দুয়ারে।
 গাড়ী একখানি রাখ চড়ি যাইবারে ॥
 সমর বুঝিয়া যোর তাহে চড়াইয়া।
 নিশিযোগে যাবে তবে আমারে লইয়া ॥
 রামদাস-চিন্তে মহা আনন্দ অনিল।
 নিশিযোগে গাড়ী আনে কথাই রাখিল ॥
 নির্জন হইতে তাঁর গউন না সহিল।
 অমনি ঠাকুর নিক্সা গাড়ী চাপাইল ॥
 গাড়ী হাকাইয়া বে কতক দূরে গেল।
 পূজারি মন্দিরে আসি প্রবেশ করিল ॥
 ঠাকুর না দেখি পূজারি চৌদিকেতে চাহে।
 ঠাকুর কোথায় গেল। সুর করি কহে ॥
 কেহ আসি কহে এক বৈরাগী লইয়া।
 যাইতেছে দেখিলাম গাড়ী চড়াইয়া ॥
 থাইল পূজারিগণ মার মার করি।
 ভরে রামদাস ভাবে উপায় কি করি ॥
 ঠাকুর কহেন মোএ পুঙ্খার নীরে।
 শীঘ্র রাখহ লৈয়া অলের তিতরে ॥
 অলে লৈয়া রাখে সাধু ঠাকুরের বোলে।
 ঘুরে হৈতে দেখে তাহা পূজারি সকলে ॥

থাইয়া থাইয়া রামদাসের শরীরে।
 শূলের আঘাত কৈল রক্ত পড়ে ধীরে।
 বাউনী পুঙ্খা হৈতে ঠাকুর তুলিল।
 খেখে অদে রক্তধারা পড়িতে লাগিল ॥
 তটস্থ হইয়া যবে বিচার করিল।
 ভক্তের শরীরে শূন আঘাত করিল ॥
 অভেদ ভক্তের সহ কৃষ্ণেব যে দেখে।
 তাহার প্রমাণ এই সাক্ষাতে দেখে ॥
 ইহাতে যে অপরাধ হইল প্রচুর।
 হা হা কি করিছ কর্ম হইয়া অশুর ॥
 অতএব যুক্তি কৈল সবাই মিলিয়ে।
 ঠাকুর লইয়া যাক যথা দেখে ইয়ে ॥
 এ সাহস বৈষ্ণবের না হয় কথ'ম।
 ইহাতে যে ঈর্ষীকার ঠাকুরের বিনে ॥
 পারহার করি রামদাসে কিছু বল।
 যথায় ঠাকুর যান সেইখানে চল ॥
 কাকুবাদ করি রাজা চরণে পড়িষ।
 তাহা ত যে আশা হয় তাহাই করিব ॥
 এতেক যুক্তি করি সাধুরে কহয়।
 অপরাধ মো-সভার ক্ষম মহাশয় ॥
 ঠাকুর লইয়া চল যথা তব দেখে ॥
 বুঝিলাম এ সকল ঠাকুরের ইচ্ছা ॥
 তোমা সহ পরামর্শ হইল পূর্বেতে।
 নতুবা যে এ সাহস নহে তোমা হৈতে ॥
 ভাল ভাল বুঝিলাম তুমি অন্তরঙ্গ।
 এবে মোরা বুঝিলাম হই বহিরঙ্গ ॥
 না হইবে কেনে পূর্ক্সভাব আছয়।
 অকুর পাইয়া ব্রহ্মবাসীয়ে ছাড়য় ॥
 কি করিব মো সভার ভাগ্যোতে করয়।
 স্বতন্ত্র হৈলে আর সকলি সাজয় ॥
 বতক পূজারিগণ খেদোক্তি কহিল।
 রামদাস মনে তাহা কিছু না ভাবিল ॥
 ঠাকুর আসিবে এই উৎসাহ সে হৈল।
 অকুর যেমন ব্রজে ফিরি না চাহিল ॥
 ঠাকুর লইয়া সাধু গৃহে যবে গেল।
 পূজারি সকলে বহু কাকুবাদ কৈল ॥
 ঠাকুর কহেন মুঞি তবে যাইতে পারি।
 রামদাসে স্বর্ণ দেহ মো-সমান করি ॥
 এতো শুনি থাইয়া চলিল সব যরে।
 যার যবে যত ছিল স্বর্ণ আনি আদরে ॥

কাঁটার চটার বেঁঠাকুর আর সোণা ।
ঠাকুর যে কত ভারি না হল তুলনা ॥
ঠাকুরের চাৰিওপাশ সোণা চড়াইল ।
তথাপি ঠাকুর পলা নাহিক উঠিল ॥
বুঝিয়া পূজা-সিগণ না বাবার মত ।
নিরাশা হইয়া চলে শিরে হানি বাত ॥
পুন স্পষ্ট কহিলা তোমরা ধরে বাহ ।
বিজয়-মুরতি গিয়া প্রকাশ করহ ॥
তথা আবির্ভাব মোর সদাই আছর ।
অভেদ বিজয়রূপে জানিহ নিশ্চয় ॥
আজ্ঞামতে মন্দিরে বিজয়মূর্তি স্থাপি ।
আনন্দে করয়ে সেবা করে বিশ্ব ব্যাপী ॥
অতএব ঐক্যচক্রে এই এক লীলা ।
ভক্তবৎসল হরি লোকে জানাইলা ॥
অহে রামদাস ঠাকুর মহাশয় ।
দয়াল পরম যোগী আমি দুঃখাশয় ॥
“সাধবো দীনবৎসল,” বলি বেদে ফুকারয় ।
তাহা শুনি কৃষ্ণদাস লইল আশ্রয় ॥

শ্রীজসুখামী ।

জসু নামে খ্যাতী বাস হয়ে অন্তর্বেদ ।
বৈষ্ণব সেবয়ে কৃষ্ণে করিয়া অভেদ ॥
চাপ করে সন্ত-সাধু সেবার লাগিয়ে ।
একখানি হাল ছুটি বলদ আছরে ॥
একদিন গরু ক্ষেতে লোকে নিয়া গেল ।
ক্ষেতে হৈতে ছুটি গরু চোরেতে লইল ॥
দয়াল ঐক্যচক্রে ভক্তের লাগিলা ।
সেইমত দুটি গরু ক্ষেতে রাখে নিঞা ॥
চোর তাহা দেখি মনে মরে ভাবে এ কি ।
সেই গরু মোর ধরে হৈতে আনিল কি ॥
বার দুই আনাগোনা করিয়া দেখয় ।
সে নহে তেমনি গরু ক্ষেতে হাল বর ॥
চোর তবে জসু-খামীর প্রভাব জানিল ।
খামীর নিকটে গিয়া প্রসন্ন চইল ॥
খামী তারে শিবা করি ভক্তি শিক্ষা দিল ।
চোরবৃত্তি ছাড়ি তেঁহ ভগবত টৈল ॥
চোর সেই তাঁরৈ বদি সাধুরূপা হৈল ।
‘মা-সভার কি দুর্দৈব ছায়া না স্পর্শিল ॥

শ্রীনন্দদাস সাধু ।

নন্দদাস নাম সাধু বরেলিতে বাস ।
বৈষ্ণবসেবাতে তাঁর গতি অভিলাষ ॥
নিম্নক পাষাণগণ সদা ঘেষ করে ।
তার মধ্যে এক বিশ্র অহিত আচরে ॥
দৈবাৎ তাহার এক বাছুর মরিল ।
নন্দদাসগৃহে লুকাইয়া ডারি দিল ॥
লোকে জনরব করি কহিতে লাগিল ।
নন্দদাস হৈত্যা করিল মো দেখিল ॥
ভদ্রলোকগণ নন্দদাসের গৃহেতে ।
জড় হৈল বহু লোক শুনিঞা দেখিতে ॥
দেখে মরা বৎস পড়ি আছে আগ্নিনাতে ।
সন্দেহ করিয়া তারে পুছয়ে জানিতে ॥
নন্দদাস মহাশয় ভাবেতে বুঝিল ।
নিম্নক লোকেতে এটি তুফান করিল ॥
ভদ্রলোকে পুছে বৎস কেমনে মরিল ।
সাধু কহে বাছুর মরিল কে কহিল ॥
শয়ন করিয়া আছে নিদ্রার আবেশে ।
কহ উঠাইয়া দেই বাউ নিজ বাসে ॥
এতক কহিয়া দুই তিন তুড়ি দিয়া ।
কহে বৎস উঠি যাও দুগ্ধ পিও গিয়া ॥
বাছুর উঠিয়া লক্ষ মারিয়া ছুটিল ।
যত লোক দেখি সব চমৎকার হৈল ॥
সবে সেই ব্রাহ্মণেরে ধিকার করিল ।
মৃত বৎস ডারি দিয়া সাধুরে নিন্দিল ॥
ইদানীন্ত দেখি বহু এমত পাষাণ ।
অকারণ ঈর্ষয়ে বৈষ্ণবে করে বন্দ ॥
ইহাতেও বুঝি হেন পূর্বেও আছিল ।
সর্বকাল প্রেম-বৃষ্টি ভগবান্ কৈল ।
নন্দদাসচরণে এ দীন নিবেদয় ।
হেন-জনা-সদ যেন কত নাহি হয় ॥

শ্রীঅহলজী ।

অহল নামে সাধু পথে দৈবাৎ যাইতে ।
আত্ম পাকিগাছে দেখে রাজার বাগিচাতে ॥
বাসনা হইল যদি কিছু আত্ম পাই ।
কৃষ্ণচক্রে-ভূগিহেতু বৈষ্ণবে খাওয়ারি ॥
মালীর নিকটে গিয়া বাচিঞা করিলা ।
ভিক্ষার করি মালী আত্ম নাহি দিল ॥

সাধুর একান্ত ইচ্ছা বৈষ্ণবে খাওয়ারে ।
 যত্নে বৃক্ষের আশ্রয় পড়িল ভূমিতে ॥
 বৈষ্ণব ডাকিয়া সাধু খাওয়ার বতনে ।
 মালী ছুটাছুটি গিয়া কহে রাজস্থানে ॥
 অহলজীর মহিমা পূর্বেতে রাজা জানে ।
 মালীরে কহয়ে আশ্রয় নাহি দিলে কেনে ॥
 আপনি আসিয়া রাজা চ'ণে পড়িল ।
 আশ্রয়ভোগেতে মহামহাৎসব হৈল ॥
 সেই মহোৎসবের অধরামৃত-কণা ।
 অমর হইবা হেতু করহ বাসনা ॥

শ্রীবারমুখী ।

বেড়া এক হয় অতি ধনাঢ্য সুলক্ষী ।
 পুর্ণা বাগিচা বেড় ভূত সহচরী ॥
 অনেক বৈষ্ণবগণ ভ্রমতে ভ্রমিতে ।
 উত্তরিলা একদিন তাব বাগিচাতে ॥
 জলে স্থলে স্থান অতি পরিষ্কার দেখিয়া ।
 ভূপ হৈল সাধুগণ সূচ্য গা পাইয়া ॥
 বারমুখী নিজগৃহ বাল্যনা হৈতে ।
 বরকালে উঁকি মারি লাগিল দেখিতে ॥
 অহো কি আশ্চর্য্য যার নাহিক উপমা ।
 বৈষ্ণবদর্শনের যে কি-তক মহিমা ॥
 দেখিতে দেখিতে তাব মন ফিরি গেলা ।
 আপনার মোহ যত চিস্তিতে লাগিল ॥
 চূর্ণ করিয়া আমি অর্থ জমাইছ ।
 ধর্ম্মার্থে কখন কিছু ব্যয় না করিছ ॥
 তথাপিহ আর অর্থ পথ নিরখিয়া ।
 নিজদেহ পণ করি রত্নে সাজাইয়া ॥
 ছি ছি মোরে যিক্ যিক্ যে অর্থ লাগিয়া ।
 পাপপথে সদা কিরি একান্ত করিয়া ॥
 সে অর্থে কিহ সব খুৎকার করিয়া ।
 স্বজন-স্বজন বা-চরণে ঠেলিয়া ॥
 পরমপদার্থ সর্বলোকের সম্ভ্রত ।
 শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ্ম হইল আশ্রিত ॥
 অন্তএব ছি ছি মুক্তি তেজি এই অর্থে ।
 দেহ পণ করিব নিস্তার পরমার্থে ॥
 এতক চিন্তিয়া বেড়া অর্মান উঠিল ।
 খালি তারি এক-খালি মোহর লইল ॥

গৃহ হইতে নিকলিয়া বধা সাধুগণ ।
 চলিলেন ধীরে ধীরে কহান্তে কহান ॥
 পরমসুন্দরী রত্নভূষণে ভূষিত ॥
 বয়সিয়া চলিল কামীর মনোমীত ॥
 দূরে হইতে সাধুগণ দেখিয়া জমকে ।
 দেবী কি অপরা কিহ রূপে যে বলকে ॥
 নিকটে যাইয়া বেড়া গদগদ করে ।
 কহে মো-পানীয়ে গোসাঞি কর অঙ্গীকারে ॥
 বহু অর্থ আছে মোর ভাণ্ডার ভরিয়া ।
 ভামলসুন্দরে দেহ ভোগ লাগাইয়া ॥
 মহান্ত কহেন মাতা কে তুমি কি নাম ।
 কাহার বরণী তুমি কোথা বর গ্রাম ॥
 তেঁহ নিজ পবিত্র দিবার কারণে ।
 লজ্জা-ভরে রহে হেঁট করিয়া বয়ানে ॥
 মহান্ত কহেন মাতা নির্ভয়ে কহ ।
 তোমার মঙ্গল যে করিবে যুক্তি সহ ॥
 তবে নিজ পরিচয় বখাও কহিল ।
 মহান্ত কহেন তবে হউক ভাল ভাল ॥
 কৃষ্ণ যদি মতি তবে এতাদৃশী হয় ।
 তবে তো কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি তাহার ॥
 এক পরামর্শ আমি কহিয়ে তোমায়ে ।
 তোমার মানস পূর্ণ হইবে অদূরে ॥
 মোহরের খালি রজনাত্মে চরণে ।
 রাখিয়া শরণ লও গিয়া কার-মনে ॥
 অবশ্য ক'রবে দয়া ঠাকুর তোমায়ে ।
 বারমুখী বুঝিলা উপেক্ষা কৈলা মোয়ে ॥
 কান্দিতে কান্দিতে মোহরের খালি নিঞা ॥
 চলিলেন আপনায়ে 'ধকার করিয়া ॥
 রজনাত্ম-ঠাকুর-সম্মুখে খালি রাখি ।
 কান্দয়ে বিলাপ করি বদন নিরখি ॥
 বেড়া বলি সে দ্রব্য পূজারি না লইল ।
 চূড়া বানাইয়া দেহ পশ্চাৎ কহিল ॥
 ঘরেতে যাইয়া বহু অর্থব্যয় করি ।
 নানা রত্ন হার মণি মুক্তা আদি সুরি ॥
 যেখানে যে গহনা সাজয়ে রজনাত্মে ।
 বানাইয়া লইয়া গেলেন করি মাথে ॥
 পূজারি কহেন পুন বেড়ার সামগ্রী ।
 কত নাহি হয় ইহা ঠাকুরের বোণিয়া ॥
 ইহা শুনি তার মুখ রান বে হইল ।
 অশ্রুধারা কুনয়নে পড়িতে লাগিল ॥

যরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল ।
ছাড়িব এ পাপ প্রাণ প্রতিজ্ঞা করিল ॥
দয়ালু হরি নাহি বাছে উত্তম অধম ।
যেই প্রীতি করে সেই হয় প্রিয়তম ॥
পূজারিণে আদেশ করয়ে ক্রোধ করি ।
শীঘ্র বারমুখীয়ে আনহ স্তুতি করি ॥
বারমুখী নিজহস্তে পরাধে গহনা ।
তুমি তারে শিখা কর না করিহ যুগা ॥
পূজারি কাঁপিয়া ডরে তখন চলিল ।
মিনতি করিয়া গিয়া ডাকিয়া আনিল ॥
তার নিজহস্তে অলংকার পরাইয়া ।
সেবক করিলা যম উপদেশ দিয়া ॥
বারমুখী ঠাকুরাণী আনন্দ-সাগরে ।
প্রেমামৃত-মদপান করিয়া সাতারে ॥
সর্বত্র লোটায় কৈল মহামহোৎসব ॥
বিষ তেজি পান কৈল কমল আসব ॥
অতএব আশ্রয় কিবা চণ্ডাল ছুরাচার ।
কৃষ্ণের সরকারে নাহি জাতির বিচার ॥
যেই ভঞ্জে সেই হয় দেবতার শ্রেষ্ঠ ।
ইহার প্রমাণ পূর্ব কহিল যথেষ্ট ॥
অতএব বারমুখী ধনী জগন্নাথ ।
তার পদরজকণ ত্রিভুবনভ্রাতা ॥
এক কথা পাই যদি মো হেন অধমে ।
তবে তো এড়াই এই সংসার-বিষমে ॥

রাজা ভক্তপ্রিয় ।

এক মহারাজ হয় জগতে প্রসিদ্ধ ।
বৈষ্ণবেতে প্রীত যার সম নাহি উর্দ্ধ ॥
তোম ভাঁড়গণ করি বৈষ্ণবের বেশ ।
শুন্যর সাজিয়া যথ। নাহি রাগোদ্দেশ ॥
রাজার সভার আসি কুৎসার ছাড়র ।
সখীভূত করে কেহ নাচে কেহ গায় ॥
রাজার হইল তাহে দেখি প্রেমাবেশ ।
যদ্যপি জানয়ে রাজা তার সবিশেষ ॥
কতু দণ্ডবৎ কতু আলিঙ্গন করে ।
কতু তাহা সভার চরণে গিয়া ধরে ॥
খালি তারি স্নেহর আনিয়া তথা দিল ।
ভাঁড়গণ নিকরার্থে কৃতার্থ হইল ॥

কৃত্রিম কামিনীও রাজা প্রেমাঘিটে হৈল ।
ভাঁড়গণ ভাবে মোরা ভাল কাচ কৈল ॥
অতএব কৃত্রিম বৈষ্ণবেহ নমস্কার ।
রাজার তো পাদরন জগতের সার ॥

হরিশঙ্কর রাণী ।

এক রাজা হয় যে অন্তর-হরিশঙ্কর ।
গোপনে রাখয়ে কে'নমতে নহে ব্যক্ত ॥
রাণী তাঁর পরমবৈষ্ণবী মহাভক্ত ।
ভক্তি না দেখিয়া রাজার অন্তর উন্মত্ত ॥
সদাই করয়ে খেং হা হা কি দুর্দৈব ।
স্বামী মোর হরিশঙ্করবিহীন অশিব ॥
স্বামীয়ে বুঝার তেঁহ কিছু না করয় ।
উদাসীন-স্তাব কিন্তু মনে প্রশংসয় ॥
একদিন রাজন দৈবাৎ নিদ্রাকালে ।
অলস তেজিতে মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
রাণী তাহা শুনিয়া পরমানন্দ হইল ।
দানাদি করিল নহবত বসাইল ॥
রাণীর উৎসাহ দেখি রাজা জিজ্ঞাসিল ।
আজি তব মন্ডলের বিষয় কি হৈল ॥
প্রফুল্লবরনে রাণী রাজার কৈল ।
আজি তব মুখে কৃষ্ণ নাম নিকশিল ॥
তটস্থ হইয়া রাজা পুন জিজ্ঞাসয় ।
তবে তবে কিসেতে কি নাম নিকশয় ॥
পুন রাণী কহে যবে আসল তেজিলা ।
সুন্মের ঘোরেতে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিলা ॥
হাহাকার করি রাজা ভূমেতে পাড়ল ।
হিয়া হৈতে রতন কিবা মোর বাহিরিল ॥
ইহা কাহ উৎসৃণ্ডিতে পাপ তেজিল ।
এ কি এ কি বল রাণী কামিয়া উঠিল ॥
হা হা মুঞি এত দিন ইহা না বুঝিল ।
স্বামী মোর হেন মহা-অমৃতভব ছিল ॥
হৃদয়পুটিকা-মধ্যে ছিল কৃষ্ণনাম ।
এতদিন ইহা মুঞি নাহি জানিলাম ॥
বাহিরিল বলি প্রাণ ছাড়ি দিল ভূপ ।
এই এক মহান্তের তাব অমুরূপ ॥
তাহা না বুঝিছ মুঞি আপনা ধাইয়া ।
ছাড়ি গেল মোর মুখে অনল আনিয়া ॥

নিরে করাঘাত হানি রাণী বিলাপন ।
কেবল যে আমি বলি রাণী না কান্দন ॥
হেন কৃষ্ণভক্ত আমি বঞ্চিত হইছ ।
হেন যে গুণের নিধি আগে না বুঝিছ ॥
এই ভাবে বিলাপ করিয়া রাণী কান্দে ।
দৌহাকার গুণে কৃষ্ণ পড়ি গেলা কান্দে ॥
দয়শন দিয়া সুখাময়-দৃষ্টি দিয়া ।
বাচিয়া উঠিল রাজা আনন্দ পাইয়া ॥
সম্মুখে দেখে দৌহে নবধনশ্যাম ।
বাহিত রতন-নিধি মিলে অভিরাম ॥
প্রেম্যানন্দে বহু করি রত্নসিংহাসনে ।
বসাইয়া সেবা কৈল নিছিয়া পরাণে ॥
কালেতে শ্রীধামে গিয়া হৈলা অমুচর ।
তঁাহা দৌহার শ্রীচরণে কোটি নমস্কার ॥

শ্রীগুরুনিষ্ঠ সাধু ।

গুরুনিষ্ঠ এক ব্যক্তি মহা-অমুভব ।
গুরু প্রাণ ধন মান সর্বত্র বৈভব ॥
গুরুর সেবার কৃষ্ণকৃপাতে পর্যন্ত ।
সর্বদেব শ্রীত সদৃশের নাহি অন্ত ॥
গুরুর কর্মেতে কোন গ্রামান্তরে গেলা ।
পীড়িত হইয়া তথা কালপ্রাপ্ত হৈলা ॥
মরিবার পূর্বকণে আত্মীয় লোকেরে ।
সভারে সম্পদ দিয়া কহে বারে বারে ॥
আমি মৈলে আমার না পোড়াইছ দেহ ।
গুরুর নিকটে শব লইয়া বাইছ ॥
প্রার্থি হৈল তাঁহার যে বাক্য-অমুসারে ।
লইয়া আইলা শব গুরু বথাকারে ॥
লোকস্থলে গুরু সব বৃত্তান্ত শুনিলা ।
ইহার কারণ কিবা বিচার করিলা ॥
এক হেতু গুরু শব বহুপি দেখয়ে ।
সর্বপাপ নাশ হয় সদসতিকে পারে ॥
তা না হবে আর কিছু থাকিবে আশর ।
মোর বাক্যে ছিল অতি বিশ্বস্তদর ॥
অতএব মোর বাক্যে জীবন আশর ।
শব মোর নিকটেতে আনিতে কহর ॥
এতেক বিচার করি আচার্য্য কহিলা ।
উঠ বাপ, কেন বৃত্ত্য শয়ন করিলা ॥

কহিবামাত্রেই অতি সময়কার কৈলা ।
নিদ্রার হইতে হেন জাগিয়া উঠিলা ॥
অতএব গুরু হই গুরু বহু হন ।
গুরু হৈতে মিলে কৃষ্ণ মিলে প্রেমধন ॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেই যাঁহা চায় ।
গুরুর চরণ-ধ্যামে সকলি মিলয় ॥
গুরুভক্তি বিনে যদি শতযুগ ধায় ।
প্রেম কাম নাহি মিলে সব ব্যর্থ হয় ॥
গুরুনিষ্ঠ-তাঁহার চরণ করি ধ্যান ।
শ্রীগুরুচরণে যেন থাকে মোর মন ॥

কবীরজীর জন্ম পূর্ব যবনের ঘরে ।
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা বাহার উপরে ॥
কি জানি কি পূর্বে তাঁর স্মৃতি নাছিল ।
হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দয়া উপজিল ॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম মাত্র সার ।
অনন্ত-চিন্তায় দিবানিশি করে পার ॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হৈল তাঁহাতে ।
কৃপাবাক্য কহে প্রভু আকাশবাণীতে ॥
রামানন্দস্থানে মন্ত্রদীক্ষা কর গিরে ।
অচিরতে পাবে মোরে তাঁহার আশ্রয়ে ॥
শুনিলো আকাশবাণী চিন্তয়ে কবীর ।
মোরে কৃপা করিবেন কেনে তেঁহ খীর ॥
যবন অম্পৃশ্য সুপ্রি আমার বদন ।
হেরিতে নিষেধ তাঁর বেদের বচন ॥
এতেক চিন্তিয়া কিছু বিচার করিল ।
কোন চলে মন্ত্রলীলা উপায় স্থজিল ॥
গুরু রামানন্দ-আমী প্রভুয়ে উঠিয়া ।
মণিকর্ণিকার ঘাটে বান করে গিয়া ॥
অতিভোরে কিছু অন্ধকার আছে যবে ।
ঘাটের নীচেতে গিয়া শুভি রহে তবে ॥
গুরু রামানন্দ স্থানে আইলা সেইকালে ।
অজ্ঞাতে চরণ তাঁর অঙ্গেতে অর্পিলে ॥
তটস্থ হইয়া আমি রাম কহ বলে ।
প্রবেশ করিল কবীরের কর্ণ মূলে ॥
সেই রামনাম মহামন্ত্র যে আশিলা ।
হৃদয়-সম্পূর্ণে রাখি ধোপন করিলা ॥

গুরুকর্ম জাতি-পাতি সকল ছাড়িয়া ।
 তিলক তুলসীমালা ধারণ করিয়া ॥
 সদা সেই মন্ত্র অপ দিবানিশি করে ।
 মাতা পিতা বহুগণ করে তিরস্বারে ॥
 আপন ইমান ছাড়ি লৈলি হিন্দুধর্ম ।
 কে তোরে শিখাল করিবারে হেন কর্ম ॥
 তেঁহ কহে গুরু মোর রামানন্দ-স্বামী ।
 দীক্ষা দিল। তেঁহ মোরে তাঁর দাস আমি ॥
 এত শুনি মাতা তাঁর কোপিত হইয়া ।
 গেলা স্বামী বৈদে বখা-তথায় খাইয়া ॥
 স্বামীকে কহয়ে তুমি আমার ছাওনালে ।
 শিষ্য যে করিয়া বাঁটা দিলে জাতিকূলে ॥
 তাহারে কহেন স্বামী করি মুক্ত হস্ত ।
 কেটা সে নাহিক জানি, নাহি করি শিষ্য ॥
 সে তো চলি গেল কবীর দণ্ডবতে আইল ।
 তাঁরে কহে আমি তোমার শিষ্য কবে কৈল ॥
 কবীর কহেন প্রভু অমুক দিবসে ।
 কৃপা যে করিলে মোর চমক-আবেশে ॥
 কলিভব-নিস্তারের এক মহামন্ত্র ।
 দুর্বাদলশ্যামরূপের শুদ্ধ প্রেমধন ॥
 স্বামীজীর স্মরণ হইল সে বৃত্তান্ত ।
 কবীরের প্রতি প্রীত জন্মিল একান্ত ॥
 আনুগত্য রামনাম মোর মুখে শুনি ।
 দীক্ষা-নিষ্ঠা হৈল মহামন্ত্র করি জানি ।
 এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ।
 আলিঙ্গন কৈল। তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া ॥
 তুমি মোর ধন মহ বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ ।
 যাথে রাম নামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ ॥
 পুন স্বামী তাঁরে কণ্ঠি তিলক যে দিল ।
 শুদ্ধ জানি বৈষ্ণবের পদতে লইল ॥
 যদি বল ধন কেমনে হৈল গ্রাহ ।
 ত্রৈলোক্যপাবন রামনাম মহাবীৰ্য্য ॥
 ছাড়ি ভোম যখন কি স্নেহ কহে হয় ।
 যেই লয়ে হয়ে অর্হ কৃষ্ণের বিবর ॥
 দামগ্রহণের পাত্র অবশ্য সে জন ।
 বিধি-নিয়ম-লক্ষণে শ্রীগুরু কহন ॥
 শ্রীমদ্ভাগবতেতে কহে অস্ত্যাম-লক্ষণে ।
 সর্বলক্ষণেতে কহে বিচার প্রমাণে ॥
 অতএব সত্য সত্য বেদের বচন ।
 হরিকৃত বধন যে ত্রৈলোক্যপাবন ॥

সহস্র সহস্র ইথে বেদের প্রমাণ ।
 ছই এক কহি মাত্র মূঢ়-প্রবোধন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যম্যমধেষপ্রবণাঙ্ককীর্তনাৎ,
 যৎপ্রহর্যাৎ যৎস্বগোদপি কচিৎ ।
 প্রাদোহপি সদাঃ সর্বনাং কল্পতে,
 কৃতঃ পুনস্তে ভগবত্, দর্শনাৎ ॥

যাহার নাম স্মরণ ও কীর্তন করিলে এবং কচিৎ
 যাহাকে বন্দন ও স্মরণ করিলে, চণ্ডালও সন্ত
 সোমযজ্ঞকারী বলিয়া কল্পিত হয়, সেই ভগবানকে
 সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে কিরূপে পবিত্র হওয়া যায়,
 তাহা আর কি বলিব ?

ভক্ত চ—

বিপ্রাদ্বিষড়্ গুণযুতান্ রবিন্দনাভ-
 পাদারবিন্দাবিমুখাং স্বপচং বারিষ্ঠম্ ।
 মন্ত্রে তদর্পিতমনোবচনে হিতার্থ-
 প্রাপং পুনর্জিহ্বা ন কুলং ন তু তুরিমানঃ ॥

দ্বাদশগুণসম্পন্ন অথঃ পদ্মনাভ শ্রীহরির চরণ-
 কমলে বিমুখ বিপ্র অপেক্ষাও সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ,—
 যে চণ্ডাল স্বীয় কার্য্য-অর্থ-কার্য্যদ্বারা ভগবানে
 সমর্পণ করিয়াছে । সেই চণ্ডালই স্বীয় কুল পবিত্র
 করিয়া থাকে, কিন্তু গর্ব্বী বিপ্র পারে না ।

গারুড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্রেবা যস্মিন্ স্নেহেহপি বর্ততে ।
 স বিপ্রোহসৌ মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ।
 তস্মৈ দেয়াং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥

যে স্নেহে অষ্টবিধা ভক্তি বিদ্যমান, সে স্নেহও
 বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনি ও শ্রীযুক্ত । সে যতি এবং সে পণ্ডিত ।
 যাহা শ্রীহরিকে দেয় তাহাকেই দিবে এবং যাহা
 (শ্রীহরির নিকট হইতে) গ্রহণীয়, তাহা সেই স্নেহের
 নিকট হইতে গ্রহণ করিবে । সেই স্নেহও শ্রীহরির
 ন্যায় বন্দ্য ।

যতিঃ সন্তাষিতো বাপি পূজিতে বা দ্বিলোক্যমাঃ ।
 পুনর্জিহ্বা ভগবত্ চণ্ডালোহপি বদুচ্ছয়া ॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ । ভগবদ্রুত চণ্ডালকেও কৈন-
 রূপে স্মরণ, সন্তাষণ ও পূজা করিলে পবিত্র করিয়া
 থাকেন ।

সহস্রাব্দসহস্রোত্তমঃ সর্ববোধোত্তমঃ ।
সর্ববোধোত্তমঃ সর্বকৃষ্ণা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রোত্তমঃ একান্তোত্তমো বিশিষ্যতে ।
একান্তিনন্ত পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥

সহস্র সহস্রাব্দো অপেক্ষা একজন সর্ববোধোত্তমঃ
এবং কোটি সর্ববোধোত্তম অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব
শ্রেষ্ঠ ; আবার একজন একান্ত কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তি
সহস্র সহস্র বৈষ্ণব হইতেও শ্রেষ্ঠ । ঐকান্তিক ভক্তি-
নিষ্ঠ ব্যক্তিরা পরম পদ প্রাপ্ত হন ।

যদি বহু উত্তম অধিকারী প্রতি কহে ।
প্রমাণ দেখে তার তাহাও যে নহে ॥
পরের যে শ্রেণীকে দেখে প্রমাণ ইহার ।
বুঝিবে সুবোধে সেই করিয়া বিচার ॥
বিষ্ণুভক্ত-সহস্রেক তুল্য একজন ।
একান্ত-ভক্তিবান্ যৈ বৈষ্ণব হন ॥
অন্তএব সামান্ততঃ ভক্তির যাতনে ।
কোটি বিজ্ঞ বিপ্র হৈতে উত্তম যবনে ॥
সেই মহা-পূজ্য এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ ।
সেই বুঝে সেই জানে ভক্তিসন্ধান ॥
কেশবদত্ত সর্বশাস্ত্র অর্থ বেদ ।
কিন্তু হরিতত্ত্ব নহে অগ্রাহ্য অমেধ্য ॥
উদ্যমবিকল সেই পুরুষ অধম ।
অগতে নিমিত্ত আর নাহি তার সম ॥

ভক্ত—

অন্তঃ প্রত্যেক পিণ্ডে সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি ।
যো ন সর্বোত্তমঃ ভক্তস্তঃ সিন্ধ্যাৎ পুরুষাধমম্ ॥

সমগ্র বেদের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াও, সর্ববিধ
শাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও, সর্বোত্তম ভগবানে যিনি ভক্ত
নহেন, তিনি পুরুষাধম ।

বেদশাস্ত্র-অপাঠিত সর্বধর্মশীল ॥
কিন্তু হরিতত্ত্ব সে কিছুতে নহে হীন ॥
সূক্ষ্মাবিবক্ষনা সর্বগত সর্বধর্ম ।
সকলি করিল সেই বৃত্ত তার জন্ম ॥

ভক্ত—

স্বামীভক্তোত্তমোত্তমঃ সর্বকৃষ্ণা ইত্যপি ।
যো ভক্তিং বহতে বিকো ভেন সর্বং কৃতং তদেকম্ ॥

বেদশাস্ত্র পাঠ না করিয়াও এবং বীজাদি অশ্রুতান
না করিয়াও, যিনি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠ, তাহার
দ্বারা সর্বকর্মই সমাহিত হয় ।

এতক প্রমাণ দিয়া কহিবা কারক ।
অজ্ঞে বুঝাইতে নহে কিছু প্রয়োজন ॥
অন্তের কবীর জীউ ভুবনপাবন ।
এসিদ্ধ আছে তাহা জানে অগজন ॥
তাঁহার মহিমা চন্দ্রকর আরো জন ।
যাহার আশ্রয়ে রামচন্দ্র আইল পুন ॥
মাতার ভৎসনে সাধু জীবিকা-কারণ ।
তাঁত বুনে করে মাত্র দিননির্কাহন ॥
নলি যে চালার ছই হাতে ডালে ডালে ।
অন্য রাম শ্রীরাধো রাম সীতারাম বলে ॥
একাদন একখানি কাপড় বুনিঞা ।
হাটেই কিনারে গিয়া বহে দাড়াইয়া ॥
বৈষ্ণব আসিয়া এক বস্ত্রখানি মাগে ।
তঁহ কহে কাড়িয়া যে লহ অর্দ্ধভাগে ॥
বৈষ্ণব বহেন মোর সন-খানি বিনে ।
কার্য না চলিবে দেখ যদি মনে মানে ॥
প্রসন্ন হইয়া সাধু সবখানি দিল ।
যরে আর নাহি তঁহ লুকাঞা রহিল ॥
যরে গেলে মাতা আদি করিবে ভৎসন ।
শুভ্রে এক গৃহে বসি গান রামভজন ॥
হেথা দরামর রামচন্দ্র তাহা জানি ।
কবীরের রূপ ধরি আইলা আপনি ॥
বলদে বলদে নানা সামগ্রী আনিঞা ।
যর তারি উঠায় আর দেয় বিলাইয়া ॥
মাতা কহে এতক সামগ্রী কোথা হৈতে-
আনিলি ভাকতি করে কৈলি বৃষ্টি পথে ॥
কণেক বেয়াজে যরে চলিলা কবীর ।
অন্তর্দান কৈলা তবে ছদ্ম রঘুবীর ॥
যরে গিয়া দেখে মণিমহোৎসব কর ।
কত আইসে কত দায় কত ধার লয় ॥
শেখিয়া বুঝিলা মনে এ কর্ম প্রকুর ।
নহে এত দ্রব্য কেবা আনিল এছুর ॥
বৈষ্ণব সজ্জনে সাধু বিলাতে লাগিল ।
স্বামীগণের মত অশ্রু জাগিল ॥
কহে আরে বোটা জোলা তিনকথারিগণে ।
অর্থ বিলাইলি কিছু না দিলি ভ্রাতৃগণে ॥

না দিবি তো আজি মোরা যাবিব তোমায়ে ।
 কবীর বিনয় করি কহে সত্যাকারে ॥
 ঘরে তো নাহিক কিছু চেঁচা করি গিয়া ।
 যদি কিছু পাই দিব বাঁটোরা করিয়া ॥
 এত কহি হাটে শূন্যগৃহে গিয়া রহে ।
 ভবে নাহি গৃহে আটপে রাধ রাধ কহে ॥
 পুন বহু ধন হরি আনে রূপাকরে ।
 কবীর পাঠায় বলি আনি দিল ঘরে ॥
 কবীর আসিয়া মর্ম্ম বুঝিল অন্তরে ।
 অদৈন্ত করিয়া দিল ব্রাহ্মণগণেরে ॥
 তখাচ ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা না ছাড়য় ।
 বৈষ্ণব সহিতে যথা দেবে দৈত্যে হয় ॥
 এদানি বিস্তার রীতে অমুভব হৈল ।
 পূর্বেও বৈষ্ণবে ঘেঘ এমতি আছিল ॥
 কবীরের প্রতি ঈর্ষা করি বিগ্রগণ ।
 জনা চারি করে নিজ মন্তকমুগুন ॥
 বৈষ্ণবের বেশ ধরি গ্রামে গ্রামে গিয়া ॥
 আইলা ব্রাহ্মণগণ নেওতা করিয়া ॥
 সহস্রেক বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া ।
 কবীরের গৃহে মহোৎসব যে কহিয়া ॥
 কবীরের গৃহে আসি সবে জমা হৈল ।
 বৃত্তান্ত শুনিঞা সাধু চিন্তিত হৈল ॥
 পূর্ব যত সামগ্রী লইয়া প্রভু আটপে ।
 সব সমাধান কৈল কবীরের বেশে ॥
 উপায় না দেখি একস্থানে গিয়া বৈসে ।
 তেঁহ আসি মিলি সুখসাগরেতে ভাসে ॥
 সিদ্ধ বড়ি লোকে বড় জনরব হৈল ।
 আকারগোপনহেতু এক ছল কৈল ॥
 এক স্ত্রী বেড়া যে তাহার হাত ধরি ।
 নগরে লোকে দেখাইয়া বলে ফিরি ॥
 সাধুলোক তা দেখি অন্তরে পায় বাধা ।
 অসাধুর হর্ষ চিন্তে লাভ-অংশে যথা ॥
 তাঁহার অন্তরে কিছু বিকার তো নাহি ।
 অবজা করয়ে লোকে ব্রহ্ম হৈল কহি ॥
 একদিন কবীর সেই বেড়ার সহিতে ।
 রাজার সভাতে গেলা করোঁয়া বাঁহাতে ॥
 রাজা দেখি পূর্ববৎ ভক্তি নাহি কৈল ।
 দণ্ডবৎ না করিল আসন না দিল ॥
 হরিতরু ছাপাইলে ছাপা নাহি যায় ।
 সুগমদগদ যথা বসে যা লুকার ॥

সভা হৈতে ফিরে সাধু বাঁহাওয়ার কালে ।
 তটস্থ হইয়া করোঁয়ার জল ঢালে ॥
 রাজার অন্তরে কিছু ভয় উপজিল ।
 অবজা করিহু হেতু কি জানি কি কৈল ॥
 একান্ত করিয়া রাজা পুছে বার বার ।
 বুঝি কিছু অনিষ্ট যে করিল আমার ॥
 সাধু কহে না না তব অনিষ্ট না করি ।
 রাজা কহে তবে কেনে হিরিকাইলে বারি ॥
 সাধু কহে শ্রীযন্দির শ্রীলপুরুষোত্তমে ।
 আশুন পড়িরাছিল কোন কার্যক্রমে ॥
 ভিড়েতে সেবকগণ পদ দিতেছিল ।
 চরণ পুড়িবে বলি জল ঢালি দিল ॥
 রাজা ত'হ' শুনি সেই দিন বার তিথি ।
 লিখিয়া পাঠায় কেঁজে লাগিয়া প্রতীতি ॥
 লোকঘারে রাজা তার জানিলেন তথা ।
 অগ্নি পড়াছিল বটে নিভাইল সত্য ॥
 তখন রাজার মনে ভয় জনমিল ।
 ব্রহ্ম বলি বৈষ্ণবের অবজা করিল ॥
 হা হা ছি ছি ধিক্ ধিক্ কি কর্ম্ম করিহু ।
 না বুঝিয়া কেন হেন বিষ পান কৈহু ॥
 রাজা রাণী দৌহে অতি আর্তনাদ করি ।
 উপায় চিন্তয়ে অপরাধে কিসে তারি ॥
 দুস্ত্যজ বৃহ'তমান ঈজ-অহঙ্কার ।
 অনারামে তেজিল বৈষ্ণবে করি ডর ॥
 রাণীর সহিতে রাজা দস্তে ত্রণ করি ।
 পলায়ে কুড়ালি শিরে ত্রণবোঝা ধরি ॥
 চলিল রাজন যথা সাধু আছে বসি ।
 অভিমান লজ্জা তেজি সহিত রূপসী ॥
 অ'হা কি সোভাগ্য রাজার বলিহারি যাই ।
 ধন্য ধন্য যদি তার লইয়া বালাই ॥
 বৈষ্ণবেতে এত অমুরাগ যার হয় ।
 ত্রিভুবনে তাহার তুলনা নাহি হয় ॥
 যাইয়া দম্পতী শ্রীমন্ কবীর-চরণে ।
 পড়িয়া কান্দয়ে ধারা বহে দু'নয়নে ॥
 অপরাধ ক্ষেম যোরে কর অসীকার ।
 না বুঝিয়া অবজা করিহু মুক্তি হার ॥
 কবীর কহেন তুমি রাজরাজেশ্বর ।
 হেন কর্ম্ম না কেনে করিলা খোকার ॥
 আমি নীচ ক্ষুদ্র যে লোকের মধ্যে মহি ।
 যোরে এত ভক্তির্দীপ্ত কর কিবা কহি ॥

আশ্রয় নিকটে তব অপরাধ কিবা ।
 মোরে তুমি অপমান কবে করিলে বা ॥
 গৃহে যাও মহারাজ ভাল হৈছে তব ।
 রাশচন্দ্রে মতি কর সাধু গিয়া সেব ॥
 প্রিয় দেখিরা আর উপদেশ পায়্যা ।
 গৃহে গেলা সাধু ককণারঙ্গ লয়্যা ॥
 সেই হৈতে রাজা প্রেম্যানন্দপন পাইল ।
 রঘুনাথের কৃপা হৈতে সংসার যুটিল ॥
 পুনশ্চ ব্রাহ্মণগণ জৈয়বা করিয়া ।
 পাংশায় নিকটে গিয়া কহে বাণ দিয়া ॥
 কবীর নামেতে এক হয় মোছলমান ।
 শুণ জ্ঞান জানে কার্য্য করয়ে বেধান ॥
 বহু বেটা লোকের বাহির করি আনে ।
 হাত ধরি ফিরে গ্রামে লজ্জা নাহি মানে ॥
 ইমান ছাড়িয়া ভজে হিন্দুর ধর্ম্ম ।
 কোথা হৈতে অর্থ আনে না বুঝি মরম ॥
 পাংশা শুনিঞা তাহে তলব করিল ।
 সম্মুখে তাহাবে খাড়া করিয়া রাখিল ॥
 কানী কহে পাংশারে সেলাম কর বে ।
 তেঁহ কহে সেলাম-বে গা নাহিক সংসারে ॥
 একা রামস্বয় আর তাঁহার ডকত ।
 আর যত দেখ সব সকলি অসৎ ॥
 তাহা শুনি পাংশা কোপে অগ্নি হেন জ্বল ।
 এইকণে বধ কর ভৃত্যগণে বলে ॥
 চরণে শিকলি দিয়া নদীতে ডারিল ।
 নবে কহে নদীজলে ডুবিয়া মরিল ॥
 কণমধ্যে দেখে তীরে দাণ্ডাইয়া সাধু ।
 বিতর্ক করয়ে বুঝি জানে কিছু যাহ ॥
 অগ্নিতে ডারিল পুন তোপেতে ধরিল ।
 ভক্তির প্রভাবে যত সব ব্যর্থ হৈল ॥
 বিস্ময় হইয়া রাজা বিচার করিল ।
 জৈয়বের কৃপাপাত নিশ্চয় জানিল ॥
 বহু ভতিনতি করি সম্মান করিল ।
 পদানত হৈয়া অপরাধ ক্ষমাইল ॥
 পুনর্বার যামাদেবী মোহিনী রূপেতে ।
 বিজয়ন করিয়া আইলা তুলাইতে ॥
 সাধু তাহা দেখিয়াও রূপাত ভ্রা কৈল ।
 হরির তরুত জানে হারি মানি গেল ॥
 তবে চতুর্ভুজ-রূপে এক দেখা দিল ।
 যতেক উদ্যম তবে সকল হইল ॥

পরম আনন্দে কত দিবস ব্যতীকৈ ।
 পাতুর নিকটে বাইবার হৈল চিকৈ ॥
 পাটনা অঞ্চলে এক হয় রমা স্থাই ।
 তথাই রহিয়া সাধু করিলা পরাধ ॥
 বস্ত্র-আবরণ অঙ্গে করিয়া শুইল ।
 ঐমনি বৈকুণ্ঠধাম গমন করিল ॥
 হিন্দু আর মোছলমান দুই পক্ষে মেলি ।
 কলহ হইল বোলাবুলি ঠেলাঠেলি ॥
 কবর দিবার হেতু মোছলমান কৈল ।
 হিন্দু তাহা নাহি মানে-আলাইতে চাহে ॥
 কেহ আসি কহে তাই কলহ কি কর ।
 শব কোথা আগে তার মূল হে বিচার ॥
 ঝোপড়ার মধ্যে গিয়া শব বে না দেখি ।
 আবরণ বস্ত্রখানি আছে মাত্র সাধী ॥
 তখন সবাই মনে বিস্ময় হইল ।
 জানিল মেহের সহ বৈকুণ্ঠেতে গেল ॥
 আবরণ বস্ত্রখানি দেখে উঠাইয়ে ।
 কথো গুলি গুল্প আর তুলসী আছয়ে ॥
 কোরাবরি মোছলমান গুল্প গুলি লৈয়া ।
 কবর দিলেক তাহে উৎসাহ করিয়া ॥
 হিন্দু যে বৈষ্ণবগণ তুলসী পাইয়া ।
 সমাধি করিলা নিজ মত আরোপিয়া ॥
 মহামতোসব করি নকীর্তন কৈল ।
 যে ধনিতে দশদিগ পবিত্র হইল ॥
 শ্রীশ্রী-কবীর মহাপ্রভুর স্মরণ ।
 ভুবনপাবন বাহা অস্ত্রাপি প্রকাশ ॥
 তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবৎ করি ।
 কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণভকতি মাধুরী ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা ছোটবিদ্য-বড়বিদ্য-আদি
 ভক্তচরিত্রবর্ণনং পঞ্চদশ-মালা ॥

ষোড়শ মালা ।

— * —

শ্রীকৃষ্ণদাস-আদি ভক্তচরিত্রবর্ণন ।

অয় শ্রীঠেতম্বর হরি অয় নিত্যানন্দ ।
জয়ধৈতচন্দ্র অয় গৌরভক্তবৃন্দ ।
অয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস্ত রঘুনাথ ॥

গুরু রামানন্দ-শিষ্য এক ব্রহ্মচারী ।
গুরুর প্রেরিত আনে মুষ্টিভিক্ষা কবি ॥
পাক আদি করে তেঁহ ভোগ দেন গুরুন্দ
টহলেতে আশ্রয়বহ সদা রহে ভীকু ॥
মুষ্টিভিক্ষা করিতে যখন বিপ্র যান ।
প্রতিদিন কহে তাঁরে এক মহাজন ॥
চুটকি না কর সিধা লহ মোর স্থানে ।
লইতে না পারে বিপ্র গুরু আজ্ঞা বিনে ॥
একদিন ঝড় বৃষ্টি দুদিন দেখিয়া ।
চুটকি না লৈল তথা সিধা লৈল গিয়া ॥
পাক আদি করি বিপ্র প্রস্তুত করিল ।
গুরু রামানন্দ ভোগ লাগাইতে গেল ॥
ভোগ লাগাইতে ইষ্ট ধ্যানে নাহি আইসে ।
ভোগসামগ্রী মনে ভাল নাহি বাসে ॥
শিষ্য প্রতি ভিক্ষাসেন ভিক্ষা কোথা কৈলে ।
তেঁহ কহে এক বণিকর স্থানে মিলে ॥
রামানন্দ স্বামী কহে বিষয়ীর স্থানে ।
নাহি কর খুল ভিক্ষা মুষ্টিভিক্ষা বিনে ॥
পূর্বে যে তোমাতে তে' ক'হু বারেরবার ।
আপন স্বধর্ম মুষ্টিভিক্ষা বিহু আর ॥
যতেক যাচিঞা সব অনাচার হয়ে ।
বিষয়ীর অঙ্গে মন মিলন করয়ে ॥
অতএব মোর বাক্য যেমন লভিল ।
জন্ম গিয়া লহ অচিরাত্ নীচ কূলে ॥
স্বামীর শাপেতে বিপ্র মুচির কূলেতে ।
জনমিল গিয়া তবে সে বেহ পাততে ॥

সদগুরু আশ্রয় আর সংসদ হইতে ।
গুরুর সেবার বলে না হৈল বিশ্বিতে ॥
অন্যমাত্র ঋণভক্তি উদয় হইল ।
আভিষার হইয়া সংক্ষেপে জন্মিল ॥
জনমিয়া গুরুতে বিচ্ছেদ সত্তরিয়া ।
দুঃখ নাহি খায় 'শত আকুল কঁদিয়া ॥
মাতা পিতা নানা মতে চেষ্টা সন্ধি করে ।
কোনমতে দুঃখপান করাইতে নাারে ॥
উপায় চিন্তিয়া গেল স্বামীব চরণে ।
কাকুবাদ করি কহে পুত্রের কারণ ॥
সর্বজ্ঞ শ্রীরামানন্দ স্বামী শুনিতেই ।
শ্রুতি হৈল নিজ শিষ্য জনমিল সেই ॥
ভাবিয়া স্বামীব মনে দুঃখ উপজিল ।
হাহা কেন হেন পাত্রে অভিশাপ দিল ॥
সম্প্রতি দুঃখ না খায় আমার বিচ্ছেদে ।
মুঞি কৈলু অর্ধম্ম মায়া নিরম্মদ ॥
অতএব বিহিত মোর হৈল ক হতে ।
এতক ভাবিয়া কহে চ'ম'বের সা'থ ॥
কোথায় মোর র'বর বালকে ক হৈল ।
'চিন্তা নাহি আ ম'গিয়া করে 'দব ভ ল ॥
চামার কুণ্ঠিও হইয়া বোড় বস্ত্রে কহে ।
আপনে আম'র ঘ' বাবা-বাগ্য নহে ॥
স্বামী কহে ইথে মোর লাভবদ কিবা ।
পর-উপকার যেই সেই হরিসেবা ॥
এতক কহিয়া চলি গেল তার ঘরে ।
স্বামীরে দেখি 'শত চ'কাত নেহারে ॥
ভূষিত চাতকে যেন জলধারা মিলে ।
দারিদ্র্য রতন হেন পাথ হারাইলে ॥
জনমানে বহে ধাবা ন' পারে ক হতে ।
গুরুরিয়া রহে নাহে দুঃখ নবদেতে ॥
স্বামী তার ভাব বুঝ অস্তরে ক'ন্দর ।
শিরে বস্ত্র দিয়া বহু আশ্রয় স করয় ॥
চিন্তা না করি হ'র কবিবেন দয়া ।
অবশ্য যে গিবেন অভয় পরছায়া ॥
এত কহি কর্ণে মহামন্ত্র যে অর্পিলা ।
কৃতার্থ করিয়া স্বামী নিজবাসে গেল ॥
ক্রমে ক্রমে সাধু বচ হয়ে গো বর্জিত ।
চন্দ্রবৎ ভক্তি তথা প্রকাশে প্রকট ॥
হুই জুড়ি জুতা প্রতিদিন ব নাহিয়া ।
এক জুড় দেন তিনি বৈষ্ণব দেখিয়া ॥

এক জুড়ি বেচি করে দেহ নির্কাহন ।
 বৈকুণ্ঠের কাটা জুতা বানাইয়া দেন ॥
 এইমত কতক দিবস গত হৈল ।
 কুটুম্ব হইতে ভিন্ন স্থান এক কৈল ॥
 ঝোপড়া বাড়িয়া এক শালগ্রাম আনি ।
 তাহাতে রাখিয়া সেবা করয়ে আপনি ॥
 কইদাস বলি নাম লোকেতে ফহর ।
 হরির কুপার পাত্র কেহ না জানয় ॥
 কষ্টে-স্বষ্টে জীবিকা চলয়ে কোনমতে ।
 কোন দিন উপবাস হয় না মিলাতে ॥
 দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কেলেশ দেখিয়া ।
 ছন্দরূপে আইলা এক স্পর্শমণি নিঞা ॥
 কইদাসে কহে কেনে কড়কা করহ ।
 স্পর্শমণি আনিয়াছি এই ধন লহ ।
 তেঁহ কহে কে তুমি কোথায় তব ঘব ।
 প্রভু কহে আমি তব ইষ্ট রঘুবর ॥
 পুন কহে তুমি যদি রঘুবর হও ।
 তবে কেনে নিজ কপ নাহিল দেখাও ॥
 প্রভু কহে দেখাইব বে মণি তও ।
 তেঁহ কহে পাথর আনিঞা কি ভূলাও ॥
 প্রভু কহে এ পাথর লোহে ছে ওইলে ।
 তৎকালে স্বর্গ হয় বহু অর্ঘ্য লে ॥
 এত কহি চামকাটা রাঙ্গি ছাড়া ল ।
 দেখিতে দেখিতে রাঙ্গি সে গার হইল ।
 তেঁহ তাহ' দেখি ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া ।
 কহেন এ করিলে কি দলে বিগা ডরা ॥
 দিন গুজরান মো'ব ইহা হৈতে হয় ।
 তুমি তা করিয়া গোণা কৈলে অপচয় ॥
 কে তুমি করিতে আইলে মো'র বিড়ম্বন ।
 আজ নাঞি মো'র তুমি নিঞা যাও ধন ॥
 প্রভু কহে বর্ণ হৈল অপচয় কহ ।
 তেঁহ কহে কাজ নাঞি তুমি নিঞা যাও ॥
 অর্থে মো'র অপচয় সদাই হইবে ।
 রজগুণ বৃদ্ধি হৈলে সর্বনাশ হবে ॥
 তখাচ যতন করি প্রভু গছাইলা ।
 কইদাস নিঞা চালে গুঁজিয়া রাখিয়া ॥
 প্রেমানন্দ-রত্নে ঘেই যগন আছয় ।
 প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন ভায় ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টার ঋ সিদ্ধি ।
 দুঃপাত না করে যাথে ঋতি তুচ্ছ বুদ্ধ ॥

সে কি বস্তুজ্ঞান করে পরশ-কতন ।
 নিত্যানন্দে পূর্ণ যার স্মৃতি মন ॥
 কথোক দিবস পরে পুন প্রভু আইলা ।
 পুছেন ভক্তের স্পর্শমণি কি করিলা ॥
 তেঁহ কহে তব সে পাথর আর বাপি ।
 চালে ঘূসি রাখিয়াছি ঘাসফলা বাপি ॥
 বাহির করিয়া কহে এই নিঞা বাহ ।
 ওগুলা না আনি এখা অস্ত্র কারে দেহ ॥
 প্রভু পুন কহে এই দুঃখে কেনে মর ।
 যৎকিঞ্চিৎ কিছু দেই তাহি অঙ্গীকার ॥
 তোমার যে ঠাকুর তাঁর আসনের তলে ।
 পাঁচটি মোহর আছে নিতানি সকালে ॥
 তেঁহ কহে না না মো'র তাকে কাজ নাঞি
 মোহর পাথর নিঞা দেহ অগ্নি ঠাঞি ॥
 তবে প্রভু গেলা ঠাকুরের শয্যাতলে ।
 পাঁচটি মোহর আছে দেখয়ে সকালে ॥
 দেখিয়া বড়ই মনে বেজাব মানিল ।
 কহয়ে বড়ই মো'র জ্ঞান হইল ॥
 টান মারি ডারি দিল মনে ক্রোধ করি ।
 পুন প্রভু আইলা তাহার কর্ম হেরি ॥
 ভক্তবৎসল হরি ভক্তদুঃখ হেরি ।
 পুনঃপুন আই'সন না র'হতে পারি ॥
 পুন আসি কহে তাঁর দুটি হাত ধরি ।
 একটি নেহারা মো'র রাখ অঙ্গীকারি ॥
 স্পর্শমণি না লইলে না লইলে ভাল ।
 পাঁচটি মোহর নিতি লবে মো'রে বল ।
 সাধু বল কে তুমি স্বরূপ কহ মো'রে ॥
 এতক যতন কেনে কর মো'র তরে ।
 তেঁহ কহে আমি তব বামচন্দ্র হই ।
 তব দুঃখ দেখিয়া অন্তরে দুঃখ পাই ॥
 পুন সাধু কহে যদি মো'র প্রভু হও ।
 স্বরূপ দেখাইয়া মো'র প্রীতিত করাও ॥
 তবে হরি একবার নিজমুষ্টি ধরি ।
 দেখা দিয়া ভক্তে গেলা অন্তর্জ্ঞান করি ॥
 'বদ্যাতের জায় সাধু একবার হেরি ।
 স্থাবরের জায় রহে অ'নমিষ করি ॥
 চমৎকার চিত্তে জ্ঞানহত প্রায় রহে ।
 কণ্ঠকে সংবিত পাই ইথি-উথি চাহে ॥
 পুন দেখিবারে না পাইয়া চিত্ত ভ্রমে ।
 ঘুরিয়া বুলয়ে তাপ উঠয়ে মরমে ॥

উচ্চস্বরে কান্নে আঁহা কি দেখিছ মরি ।
 হেন রূপ আর কি আঁধারে অগভরি ॥
 পীতাম্বর নবধন-শ্রামল সুন্দর ।
 কি দেখিল অপরূপ সুন্দর অধর ॥
 একবার কি দেখিছ আর দেখি নাঞি ।
 কি দোষ করিছ মুঞি বিধাতার ঠাঞি ॥
 দিয়া ধন যদি হৈতে কাড়িয়া লইল ।
 এহেন রতন পায়া বঞ্চিত হইল ॥
 পুনঃপুন কহে মোরে মুঞি তোরা ঐতু ।
 প্রত্যয় না কৈছ মুঞি নাশুঝিছ তবু ॥
 এখন এমত বড়ি বুদ্ধিতাম মনে ।
 ছাড়া নাহিক দিতাম ধরিয়া চরণে ॥
 স্পর্শমণি আঁদি দিতে চাহিলেন মোরে
 বাক্যের হেলন তাঁর কৈছ বা'র বা'রে ॥
 বুঝি সেই অপরাধে বঞ্চনা করিলা ।
 নহে তেনে দেখা দিয়া পুন লুকাইলা ॥
 এতেক বিলাপ করি সবেষণ কৈল ।
 খাচ্ছা হৈল অর্ধ নৈত বিচার করিল ॥
 তবে সেই পঞ্চস্বর্ণ অঙ্গীকার কৈল ।
 স্বর্ণ নিঞা কি করিব মনে বিচারিল ॥
 ঠাকুর-মন্দির আর সেবার শৃঙ্খলা ।
 ক'রলা হইলা বহু বৈষ্ণবের মেলা ॥
 সদা গান নৃত্য বাজ যাত্রা মহোৎসব ।
 কৃষ্ণকথা বিনে আর নাহি অঙ্গ রব ॥
 স্বয়ং শ্রীল-রামচন্দ্র ভোজন করয় ।
 মাথে স্থান দেখি মাজ চমৎকার হয় ॥
 গালি নামে এক রাণী দীক্ষা নাহি হয় ।
 গুরুপরীক্ষার চেষ্টা সদাই করয় ॥
 কান্দির নিমটে কইদাস ভাগবত ।
 গুরু-রাগানন্দ-শব্দ পরমধন ॥
 দরশনে গেলা রাণী শুদ্ধভক্তভাবে ।
 দরশনমাজেই রাণীর চিত্ত জবে ॥
 সেবক হইতে মনে প্রজ্ঞা অনমিল ।
 ঐর্ষ্যক আক্ষিপণ বারণ করিল ॥
 মূঢ়ির সন্তান-স্থানে দীক্ষা বে করিবে ।
 লোকে ধর্ম বিকৃত এ কেমন হইবে ॥
 পণ্ডিতস্বরূপ রাণী কহে ব্রহ্মগণে ।
 কি করিলে বিপন্নোত্ত মূঢ়ির সন্তানে ॥
 আশ্রয় তোঁর করি ব্রহ্ম অমৃতান ।
 কহ দেখি নিজ আশ্রয় কি কৈলে বিধান

অধর্ম যাজন কর অধর্মের ভয়ে ।
 না হয় অধিক হয়ে স্বর্গের বিষয়ে ॥
 অনিত্য সে তাহাও যে সুসিদ্ধ ফল ॥
 বড় ফল করি যানো কৈবল্য অভয় ।
 সেহ মুক্তি ভক্তি ধর্ম হরির ভক্ত ॥
 সাক্ষাতে আইনে নাহি করে দৃকপ ॥
 নীচ যে কহিল অতি অনোচিত সেহ ।
 শাস্ত্র দ্বরে থাক মুক্তি করিয়া বুঝ ॥
 পরাংপর অগতের পরম ঈশ্বর ।
 যে চরণে গঙ্গা হৈল তৈলোক্যের সার ॥
 তাঁর শ্রীচরণ যে হৃদয়ে ধরয় ।
 তাঁরে নীচ কহিলেই অপরাধ হয় ॥
 ব্রাহ্মণ পবিত্রজাতি হইয়া কি পায় ।
 নীচজাতি হরিভক্তে কি না লভ্য হয় ॥
 স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্মমূর্ত্য হয় ।
 পুনর্বার নীচজাতিকুলেতে জন্ময় ॥
 নীচজাতি হরিভক্ত পুন না জন্ময় ।
 ব্রাহ্মণ প্রার্থনা যাহা হেন পদ পায় ॥
 অপূর্ণ ভজনে যদি জনমিতে হয় ।
 উত্তম জনম পাঞা সাধুমাগ পায় ॥

শ্রীগীতায়াম্—

শুভীনাং শ্রীমতাং গোহে গোগনষ্টো ২ভিচার্যতে ।

গোগনষ্টে জম শুচিভাণপন্ন শ্রীমান্দিগের গৃহে
 জন্মধারণ করেন ।

অতএব হরিভক্ত চণ্ডাল যে হয় ।
 ভুবনপাবন সেহ সর্বশাস্ত্রে হয় ॥
 বেদশাস্ত্রে এ প্রমাণ অমূল্যবাসকৈ ।
 সাধারণ নাহি করে স্বাক্ষর প্রভাবে ॥
 ব্রহ্ম আর ভগ্নের যে এতটি প্রভাব ।
 দেখিয়াও প্রত্যক্ষ না হয় অজ্ঞতাব ॥
 এত কহি রাণী গিয়া কইদাস-স্থানে ।
 শরণ লইয়া মস্ত করিল গ্রহণে ॥
 শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা অচিরে হৈল ।
 অনেক জনের ভাগ্যে ফল যে ফলিল ॥
 রাণীরে ব্রাহ্মণ কিছু কচিবারে নাহে ।
 পরম্পর সব বিপ্র কাণাকানি কবে ॥
 একদিন ঝালি রাণী গুরু কইদাসে ।
 নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজ বাসে ।

কথোক্ত লি ত্র স্বপ্ন করিল নিমন্ত্রণ ।
 একপ' স্ত বসাইয়া কারতে ভোজন ॥
 বিশ্রাম তাহে দেখি উ'সমুসি করে ।
 মু'চ সহ কেমনে বসিব একতরে ॥
 কুইদাস পাশ হৈতে দূরে গিয়া বৈসে ।
 সেখানেও দেখি কুইদাস বসি পাশে ॥
 পুনর্ক'র তথা হইতে দূ'র গিয়া বৈসে ।
 পুন' দেখে কুইদাস বস'গাছে পাশে ॥
 এইমত পরস্পর সবাই দেখয়ে ।
 বিব্রত হইয়া পরস্পর যে কহয়ে ॥
 এ কি হৈল পাপ আজি মু'চির সহতে ॥
 একপুংক্তি বসি বুঝ চইল খাইতে ॥
 এমতি তমের ধর্ম বুঝিয়া না বুঝে ।
 অলৌ কক দেখিয়া তথা'প না'হি রিখে ॥
 বিদু 'নজভক্তের মহিমা প্রকাশিতে ।
 নানা খেল' করে অজ্ঞে না পারে বুঝিতে
 রাণী সেই বজ দেখি মুচিয়া চাসে ।
 অভিমানী নিগ্র'ণ না জনে শিশেবে ॥
 ভোজন করিয়া সবে উঠিলেন পরে ।
 স্বর্ণ সাহসনে বসাইয়া সাধুবরে ॥
 চামর বাজন রাণী করে নিজ ক'র ।
 বিশ্রাম আরো কিছু চমৎকার হেরে ॥
 কুইদাস অঙ্গে তেজ ঝলমল করে ।
 স্বর্ণবস্ত্রে পবীত শোভে বামস্বরূপরে ॥
 দেখিয়া ব্রাহ্মগণ চমৎকার হৈল ।
 উঠিয়া চলিল কিন্তু আদর না কৈল ॥
 কানী গানী বিশ্রাম জ্ঞানমাগী হর ।
 বৈষ্ণব যে সেবা তা'ব মর্ম না জানয় ॥
 শ্রীম নু কুইদাস শ্রীমতী রাণীজীর ।
 চরণ ভরসা কুঞ্চদাস নারকীর ॥

শ্রীপিপাজীর ।

গাসরোলের র'জা নাম শ্রী হর শাক্ত ।
 দেবীর প্রতিমা পূজে অগ্নি অমুরক ॥
 দৈব-বৈষ্ণব এক অতিথি হইয়া
 হেলা কারি বাহা 'কছু খাদ্যাদ্য দিলা ॥
 রক্তন করিয়া সাধু খাইয়া রাহণী ।
 রাজা শাক্ত কৃষ্ণভক্তবিহীন জানিলা ॥

কোড়িত হইয়া কিছু মনোরথ করৈ ।
 রাজা যদি হরিভক্ত হয় দেবোবজ ॥
 তবে এই রাজ্যধন মানব জনক ।
 সফল যে হয় নহে কেবল ভরম ॥
 দেবীর কুপার পাত্র সহজে রাজন ।
 বিশেষ সাধুর কুপা পরম কারণ ॥
 শক্তিনী যোগিনী সহ নিশীথে ভবানী ।
 ভরস্বরূপ ধরি বাইয়া আপনি ॥
 নিদ্রাকালে রাজার বসিয়া বক্ষঃস্থলে ।
 হৃদয় করিয়া কিছু ক্রোধাবেশে বলে ॥
 ই'রে মু'চ সাধু করি মান' আপনারে ।
 অবজ্ঞা করিলে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবেরে ॥
 প্রাতঃকালে উঠি তার সম্মান করিব ।
 স্তবন করিয়া অপরাধ মানাইবে ॥
 যুক্তি যে কহিবে তেঁহ তাহাই করিবে ।
 সর্বসিদ্ধ সেই বাথে কল্যাণ হইবে ॥
 স্বপন দেখিয়া রাজা ভয়েতে কাতর ।
 কি দেখিছ বলিয়া চিস্তয়ে গ চতর ॥
 প্রাতে উঠি গিয়া সেই বৈষ্ণব-চরণে ।
 অষ্টাঙ্গ হইয়া সব কহে বিবরণে ॥
 চরণ ধরিয়া কহে কি আজ্ঞা করহ ।
 অপরাধ ক্ষেম আর করি হে বলহ ।
 যে আজ্ঞা কাহ তাহা করি শিরে ধরি ।
 বুঝিলাম বৈষ্ণবের মহিমা যে তারি ॥
 বৈষ্ণব কহেন রাজা তুমি ভাগ্যমান ।
 এতাদৃশ দেবী যে তোমা'বে কৃপাবান ॥
 আমি যে মানস কৈছ তাহাতে সম্মতি ।
 হইয়া ক'বিগা আজ্ঞা দিয়া অমৃত ॥
 বড় কৃপা কৈল দেবী কৃষ্ণভক্তি দিল ।
 জগতের সার অর্থ বিতরণ কৈল ॥
 অতএব মহারাজ মোর মন কণা ।
 কৃষ্ণভক্ত হও যাবে তাপজর ব্যাধ ॥
 কৃষ্ণপ্রেমসুখালাস আশ্রয় করহ ।
 সুধাপান কর আর বন্ধন ছুটাই ॥
 ইহার অধিক নহে রাজ্য ধর্ম অর্থ ।
 আর যত দেখ হয় সকল অনর্থ ॥
 এতেক শুনিঞা রাজা ভাবিতে লাগিলা ।
 দেবীর আশায় এই 'সকল বুঝিলা ॥
 বৈষ্ণবের কহে রাজা কর্তব্য হইয়া ।
 তখাচ দেবীরে কিছু নিবেদিতে গেলা ॥

তবে স্বামী দেবীরে কহয়ে ভক্তি করি ।
 এবে বুঝিলাম যে নিতান্ত সেবা হরি ॥
 তাহাতে বুঝি মোরে বড় কৃপা কৈলে ।
 সারাসার যেই অর্থ সেই ধন দিলে ॥
 রাজ্য ধন শাইয়া যে মানিলাম অর্থ ।
 এবে বুঝিলাম সেই সকলি অনর্থ ॥
 অতএব সারধন দিতে ইচ্ছা কৈলা ।
 আশ্রয় করি যে কোথা তাহা না কহিলা ॥
 গুরুপদ আশ্রয় করিব কোথা গিয়া ।
 তাহা আজ্ঞা কর যেরূপে করুণা করিয়া ॥
 এতেক শুনিঞা দেবী আদেশ করয়ে ।
 গুরু-রামানন্দ পদ করহ আশ্রয়ে ॥
 কানীতে শ্রীরামানন্দ-নিকটে চলিলা ।
 শিষ্যগণ নিকটে বাইতে নাহি দিলা ॥
 অবৈষ্ণব পিপা রাজ্য পূর্বেতে জানয় ।
 অতএব স্বামী শুনি উপেক্ষা করয় ॥
 বাহিরে রহিয়া রাজ্য ঘোড়হাত করি ।
 বিনয় করয়ে বহু দন্তে তৃণ ধরি ।
 দেবীর আজ্ঞায় সব বৃত্তান্ত কহিল ।
 শরণ লইল বলি কান্দিতে লাগিল ॥
 তবে স্বামী নিশ্চয় জানিঞা মনোবৃত্তি ।
 আনন্দ জন্মিল দয়া উপজিল অতি ॥
 তারকরূপ রামনাম উপদেশ দিয়া ।
 বড় কৃপা কৈলা তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
 অভিমান তেজি রাজ্য কথোক দিবস ।
 সেবা কৈলা গুরু করিয়া অভিনব ॥
 গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন ।
 বৎসরেক কৈল হরি-ভক্তির সাধন ॥
 বিষয় তেজিয়া বনে করিতে গমন ।
 হরি-অমুরাগে দৃঢ়তর হৈল মন ॥
 বিবেচনা করি কিছু অন্তরে চিন্তিলা ।
 ত্রীগণের হিত করিবারে বিচারিলা ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে ইহা সভার মতি হয় ।
 অবশ্য আমার ইহা করিতে জুয়ায় ॥
 এতেক চিন্তিয়া স্বামী-রামানন্দ-স্থানে ।
 পাত্রী পাঠাইলা এই অন্তর্যুট বচনে ॥
 একবার হেথা পদার্পণ যদি হয় ।
 নিবেদন করিব বিশেষ প্রবিষয় ॥
 পাইয়া রাজার পাত্রী স্বামী চলি আইলা ।
 কইদাস আদি শিষ্য সঙ্গে করি মেলা ॥

সম্যক্ প্রকারে রাজ্য পুজিলা স্বামীরে ।
 দীক্ষা করাইলা রানীগণ সভাকারে ॥
 রাজ্য ত্যাগিয়া রাজ্য বৈরাগ্য করিয়া ।
 যাইবারে চাহে গুরুস্থানে নিবেদিয়া ॥
 স্বামী তাহে পরমসন্তোষ চিত্তে হৈলা ।
 এইরূপে শুভ বলি অনুমতি দিলা ॥
 রাজ্য তেজি বৈরাগ্য করিয়া রাজ্য চলে ।
 যাইবার কালে সাত রানী আসি মিলে ॥
 মোরা সমিভ্যারে যাব সব মেলা বলে ।
 বিদ্র এক উপস্থিত পড়িল জঞ্জালে ॥
 নাহি ছাড়ে কেহ রাজ্য আপদে পড়িলা ।
 স্বামীজী-স্নেহগণেবে অনেক বুঝাইলা ॥
 না মানিলা যদি তবে রাজ্য কিছু কহে ।
 যে জন আসিতে যোগ্য হবে মোর সহে ॥
 অলঙ্কার-বস্ত্র-আদি দূরে ত্যাগিয়া ।
 নগ্নবেশে-সভ-বধো আসিব ফিরিয়া ॥
 কহিবামাত্রেরে সীতা নাম ছোট রানী ।
 টান মারি ফেলি দিলা হার হীরা-মণি ॥
 হাত ঘোড় করি কহে উলঙ্গ হইতে ।
 অপরাধ হবে এই গুরুর সাক্ষাতে ॥
 এত কহি ত্রিও এক কহল কাড়িয়া ।
 পরিয়া লইল জরি-বস্ত্র ত্যাগিয়া ॥
 রাজ্য চমকিয়া স্বামী-মুখ-পানে চাহে ।
 এহাণের সনেতে লহ গুরুদেব কহে ॥
 হরি-অমুরাগী যেই সেই গ্রাহ হয় ।
 যদি বল রমণীর সঙ্গ না জুয়ায় ॥
 উত্তরের রীত রাগ যন্তপি অন্যায় ।
 দৈহিক সম্বন্ধে অভিমান নাহি রয় ॥
 তবে যে পুরুষ-স্ত্রী ভেদ কি রহিল ।
 সবাই সমান তাহে হরি ভক্তি হৈল ॥
 ভক্তিপক্ষে বন্ধুসম অবশ্য সে গ্রাহ ।
 রাগপক্ষে রিপুতুল্য যাহে যায় ধৈর্য ॥
 দিপাজীর রানীর অধিকার অমুরাগ ।
 উভয় সমানরীতি বিবরি বিরাগ ॥
 উপযুক্ত বুঝি স্বামী অনুমতি দিলা ।
 অযোগ্য কোথায় যাবে স্বামী কৃপা কৈলা ॥
 তাহে বিশেষত হরিভক্তের আশ্রয় ।
 শ্রীমদ্ভাগবতে কহে করিয়া নিশ্চয় ॥

টীকা শ্রীশ্রীধরধামচিহ্ন—

অতঃপর-আশ্রমনিয়মভাষ্যে বক্ষ্যমাণতঃ ॥

যেহেতু ভক্তের আশ্রমের নিয়মভাব উক্ত
হইয়াছে।

শ্রীম'নু রামানন্দ হন দ্বিতীয় শ্রীরাম ।
তাঁর কৃপাকটাক্ষেতে পূরে সর্বকাম ॥
তাহে তাঁর পূর্বকৃপ তাহে কি সংশয় ।
দুর্ঘটঘটন যার কটাক্ষেতে হয় ॥
জগতে যে না মিলয় সর্বধর্ম করি ।
সর্বদেব সেবি মহাতপস্থা আচরি ॥
হেন যে ছলভ চরিত্তি যেই দাতা ।
তাঁহার কৃপায় রাগনিবৃত্তি কা কথা ॥
রাগনিবর্তন আদি ভক্ত অঙ্গ নহে ।
তথাচ নিবর্ত চাহি বাধা ভ্রমে যাহে ॥
আরো আছে তাৎপর্য ঐকান্তিক মতে ।
রাগোদ্দেশ নাহি থাকে একান্তী ভকতে ॥
যেমন জ্ঞানীর মতে বৈরাগ্য প্রশান ।
ভক্তিম'র্গে যেমন অবগা নাহি হন ॥
তথাচ ভক্তির গুণ এমতি স্বভাব ।
আপনি জন্মরে আসি সুনির্কিম ভাব ॥
অতঃপর পিপাসীর নানা লীলাকর্ম ।
সকল না কহা যায় 'কছু কহি কর্ম ॥
সীতা সঙ্গে চলে রাজ্য-ভোগ তেরাগিয়া ।
মৃত্তিকায় করোঁয়া 'ছণ্ডা কয়ল উড়াইয়া ॥
বদনে শ্রীরামনাম ভিক্ষাটন করি ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দারকানগরী ॥
নিত্য শ্রীদারকাধামে নিত্য লীলা হয় ।
মনেতে প্রতীত আছে দেখিতে না পার ॥
না দেখিয়া মনে কিছু দুঃখ উপজিল ।
আশপাশ লোকে সাধু পুচ্ছিতে লাগিল ॥
এইখানে দারকাপুরী কৃষ্ণ বিরাজয় ।
দেখিতে না পাই কেনে গেলেন কোথায় ॥
হাসিয়া কহয়ে লোক এবে কি দেখিবে ।
কলিকালে এখন দেখিতে কোথা পাবে ॥
লীলা-অন্তে সপ্তরাশিপুরে ব'রাবতী ।
সাগরে ডুবিল কৃষ্ণ বিরাজয় তখি ॥
এত শুনি উৎকর্ষাতে সীতার সহিতে ।
দর্শন হেতু বাঁপ দিলা সাগরেতে ॥

টাবুটু করিয়া ডুবির' ইহে দাঁহে ।
হোখা শ্রীকৃষ্ণী দবৌ কৃষ্ণসনে কহে ॥
কেমন নির্দয় তুমি দখালেশ নাট
এ কলক তোমার জগতে রবে ছাই ॥
ভক্ত হুটী ডুবিয়া মরয়ে সিদ্ধ-জলে ।
কৃপা করি দৌহারে আনহ নিজস্থলে ॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ের কহিয়া আনাইলা ।
যুগল মোহনরূপ দরশন দিলা ॥
গেরিয়া পরমানন্দ পাইল দুজনে ।
তাক যেমন হর্ষ মেঘ-বরষণে ॥
করিতা অমৃতপান কতক 'দবগ ।
রহিল সে তথ য় পাইয়া সেবারস ॥
কৃষ্ণ কহে শীতা দৌহে আমার অজ্ঞাতে ।
দারক' প্রকাশ গিয়া কব উপরেতে ॥
নিত্যধাম-দারকা-বনাশ কভু নহে ।
তবে যে সমুদ্রে যগ যাগা লোকে কহে ॥
তাঁহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিস্তার ।
লোকে জানাইতে কৈলু লী'ার প্রকার ॥
সমুদ্রের স্থানে কিছু স্থান যাগি লৈলু ।
অম্বর-মাধন হেতু এ লীল' ক'রলু ॥
অম্বর বুঝিবে কৃষ্ণ পলাইয়া গেল ।
সাগরের স্থানে গিয়া শরণ লইল ॥
নতুবা যে নিত্যধাম উপরে অস্তাপি ।
আছয়ে নাহিক ক্ষয় সদা চিত্রপী ॥
তথায় সদাই মুক্তি পরিবার সনে ।
লীলা অপ্রকটে থাকি সবে নাতি জানে ॥
ভক্তজন জ'নে মোর সদা নিত্যলীলা ।
অম্বর কভাবে কহে সবে মরি গেলা ॥
অম্বরমে'হের হেতু যদ্বংশধর ।
লীলা কৈলু বাথে বুঝে ঐকতের স্থার ॥
সেই ইচ্ছজালবৎ বধার্থ না হয় ।
ছলে দেবগণে পাঠাইলা স্বখালয় ॥
সমুদ্রর তিতরে যে এংন দেখহ ।
সমুদ্রে কৃপা করি থাকি যে আনিহ ॥
যেহেতুক সর্বভীষ্মর বৈ সাগর ।
বাথে স্নান-আদি হয় সর্বসিদ্ধিকর ॥
অতএব মোময়' যাইয়া দারকায় ।
মহিমা প্রকাশ কর স্থানের প্রচারন ॥
বধা বৈ লীলা-তার স্থান নির্দেশিয়া ।
আমার চিন্ময় মূর্তি স্থাপন করিয়া ॥

সেবার শৃঙ্খলা কর মুক্তি ভোগ করি ॥
 বিবাহ করিব যে প্রতিমারূপ ধরি ।
 লোকের নিস্তারহেতু ইহা কর গিয়া ।
 দেহ অস্ত্রে গোর পুন পাইবে আসির ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু চমকিত হৈল ।
 হা হা মূঢ় লোকে বলে যদুবংশ মৈল ॥
 চিদানন্দময় নিঃসেবার কারণ ।
 তা-সভার ক্ষয় কোথা কোথায় মরণ ॥
 বুঝিল য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিঞা ।
 বিরুদ্ধার্থ করে লোক পণ্ডিত মানিঞা ॥
 আপনিক নাপন্নায় লোকেরে ডুবায় ।
 ইহকাল পরকাল দুই যায় ক্ষয় ॥
 এতেক ভাবিয়া শুভপ্রায় দৌড়ে রহে ।
 ইচ্ছিত করিয়া কৃষ্ণ গলভেবে কহে ॥
 গরুড় তৎক্ষণে দৌড়ে শ্রীপুর হইতে ।
 উপরে উঠাঞা দিলা সমুদ্র-বেলাতে
 বিচ্ছদে বিমর্ষ দৌড়ে চারি পনে চ'হে ।
 সে রূপ না দেখি পুন বিকল বিরহে ॥
 ধারণা প্রকাশ কৈল আজ্ঞা অমুস রে ।
 দেখানে বে লীলাস্থান সব ব্যক্ত করে ॥
 রণছোড়ঙ্গী টীকমঙ্গী দুই শ্রীবিগ্রহ ।
 অমুসুবে আসি তাহে কৈল অমুগ্রহ ॥
 নির্মাণ করিয়া পুণী ঠাকুর প্রকাশ ।
 সেবার মঙ্গল মন দৌ হ দিবানিশি ॥
 মুদ্রা বিনে নাহি হয় ভক্তের অধিকারী ।
 তপ্তমুদ্রা ব্যবহিল স্থাননিয়ম করি ॥
 কতেক দিবস পরে সেবক স্থাপিয়া ।
 বেড়ান নানান তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ॥
 একদিন এক অতি গভীর বনেতে ।
 বিরাল ব্যস্ত্র এক অ'ইসে খাইতে ॥
 তাহার ভটেতে ধরি তিলক ন'সায় ।
 অ'র তুলসীর মালা কর্ণেতে পরায় ।
 কৃষ্ণনা'মস্ত কর্ণে উপদেশ দিল ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যস্ত্র বনেতে চলিল ॥
 পরহিতকারী সাধু সত্যারে সমান ।
 সভারে নিস্তারে নর পশু নাহি জান ॥
 ভ্রমিতে ভ্রমিত গেলা শ্রীবৃন্দাবন ।
 যথা শেখারি-গৃহে শ্রীধর ব্রাহ্মণ ॥
 সর্বদা ক্ষেপণ করে বৈষ্ণব-সেবার ।
 বৈষ্ণবের শ্রীতি তাঁর অসংখ্য হয় ॥

পিপাজী সীতার সহ অতিথি হইল ।
 শ্রীধর পাইয়া বহু সমাদর কৈল ॥
 পদ ধোর ইয়া স্তব করি বসাইল ।
 ঘরে কিছু নাহি বিপ্র ভাবিতে লাগিল ॥
 শ্রী কহে মোর পরিধেয় লেঙ্গা বস্ত্র ।
 বেচিয়া আনহ খাছদ্রব্য পাকপাত্র ॥
 এত কহি উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র দিয়া ।
 গোধূমের কুঠি-মধ্যে রহিল বসিয়া ॥
 এতাদৃশ অমুরাগ বৈষ্ণব-সেবাতে ।
 উলঙ্গ হইয়া দিলা বসন বেঁচতে ॥
 শ্রীধর সে বস্ত্র 'নঞা বাজারে বেচিয়া ।
 স'মগ্রী আ'নিল কিনি বৈষ্ণব লাগিয়া ॥
 রন্ধন করিয়া কৃষ্ণ ভাগ লাগাইয়া ।
 পিপা আর সীতা দৌড়ায় আনিল ডাকিয়া ॥
 পিপা কহে সবে মেলি একত্রে বসিব ।
 ক্রস'দের আশ্বাদন একত্র করিব ॥
 তাঁহাদের অ'গ্রহেতে শ্রীধর বসিল ।
 তাঁহার ঘরী লাগি অপেক্ষা করিল ॥
 সভ গৃহমধ্যে তাঁরে ডাকিতে যাইয়া ।
 দেখয়ে ডেলের মধ্যে উলঙ্গ বসিয়া ॥
 হাতে ধরি উঠ'ইয়া জি'সেন তাঁরে ।
 উলঙ্গ বসিয়া কেনে হেতু কহ মোরে ॥
 ঘরে কিছু নাহি তাহে বসন বেচিয়া ।
 সাংগে আ'নিল তথা কহে বিবরিয়া ।
 সীতা চমৎকার হইয়া আলিঙ্গন কৈল ।
 বৈষ্ণবে এতেক শ্রীত কোথা না দেখিল ॥
 ধন্ত ধন্ত করি সীতা প্রশংসা করিল ।
 মো হেন জনার হেন রতি না জন্মিল ॥
 এতেক কহিয়া নিজ অলবস্ত্র কাড়ি ।
 পরাইয়া দিল যেও তেঙ কটি বেড়ি ॥
 গোজন করিয়া সীতা পরামর্শ কৈলা ।
 হেন ব্যক্তি ঘরে প্রভু কিছুই না দিলা ॥
 মুক্তি কিছু ইহার বিহিত চেষ্টা করি ।
 এত কহি বাহিরিলা অমুরাগে ভরি ॥
 বাজারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে ।
 হাব ভাব কটাক্ষ করয়ে কত ভাণে ॥
 বণিক ডাকিয়া নিজস্থানে বসাইলা ।
 চৌদিকে অনেক লোক আসিয়া ঘেরিলা ॥
 হস্ত কোতুক করি সবে মুগ্ধ কৈলা ।
 ভুল গোধূম বহু সবে মিলি দিলা ॥

শ্রীর বাতিযোগের যে এমতি বিক্রম ।
 ব্রহ্মলোক ভ্রষ্ট নহে ওবু হৈল ভ্রম ॥
 ঠাকুরাণীর অমুরাগ বৈষ্ণবে এমতি ।
 ধর্ম কি অধর্ম নাহি দেখেই সমতি ।
 কৃষ্ণের জনেরে পাপ নাহিক ঘটয় ।
 পাপপুণ্য দুই কাছে আসিতে নাহয় ॥
 শ্রীধরের গৃহে সেই গে'ধুমাদি বত ।
 রাশি করিলেন আনি হৈরা আনন্দিত ॥
 ইহার বিস্তার আর অনেক আছয় ।
 সংক্ষেপে কহিল মাত্র স্থল যে আশয় ॥
 একদিন সীতা যমুনার স্নানে গেল ।
 তীরে বৃক্ষতলে স্বর্ণভাণ্ড নিরখিল ॥
 যাহ্নে পিপাজীর স্থানে কহিতে লাগিল ।
 প্রাতে যমুনার স্নানে মুক্তি যবে গেল ॥
 স্বর্ণমুদ্রা একভাণ্ড যমুনার তীরে ।
 দেখিছ আনিতে কহ শ্রীধর বিহরে ॥
 দৈবাৎ চোর চুরি করিতে আসিয়া ।
 সে বৃত্তান্ত শুনে সব আড়ালে থাকিয়া ॥
 তনিক্রা অমনি চোর ছুটিয়া চলিল ।
 সেইখানে গিয়া সেই ভাণ্ড উঠাইল ।
 দেখে তার মধ্যে এক কালসর্প হয় ।
 তেমতি ঢ'কনা দিয়া গইয়া চলয় ॥
 ক্রোধ করি সেই ভাণ্ড তখ'র আনিঞা ।
 সীতাজীর সঙ্গে পরি দিল ফেলাইয়া ॥
 স্বর্ণংকার করি স্বর্ণমোহর পড়িল ।
 সপ্নেতে দংশিল ব'ল চোর চলি গেল ॥
 তক্ষ যে করিল বাহ্য প্রভু পূরাইল ।
 ছল করি মোহরের ভাণ্ড আনি দিল ॥
 ঠাকুরাণী তাহা নিঞা শ্রীধরকে দিল ।
 বৈষ্ণব-সব'র হেতু আনন্দ জন্মিল ॥
 শ্রীধরের বৈষ্ণব সেবার যে উল্লাস ।
 দেখি পিপাজীর মনে হৈল অভিলাষ ॥
 এক নদীতীরে টোটা বান্ধি কৈল স্থান ।
 বাজা এক করি দিল সেব'র সন্ধান ॥
 সীতামাতা উল্লাসেতে করেন রন্ধন ।
 ভোজন করান আইসে যায় সাধুগণ ॥
 একদিন সামগ্রী যে ছিল ফুরাইল ।
 হেমকালে কঠকগুলি বৈষ্ণব আইল ॥
 চিন্তার গমন সাধু কি করি উগার ।
 ভিক্ষা করিবারে ঠাকুরাণী বাইয়ায় ॥

নদীতে অন্ন জল পারেতে যাইয়া ।
 বাজ'রে ভিক্ষার লাগি বেড়ান কিরিয়া ॥
 এক যে বণিক তারে সুন্দরী দেখিয়া ।
 বাতিযোগে করে দুই অঁাধি মঠকিয়া ॥
 মাতা কহে গৃহে মোর আইলা অতিথি ।
 সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু নাহি স্থিতি ॥
 সেবা-উপযুক্ত যে সামগ্রী দেই যোরে ।
 বাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অকুরে ॥
 তাহা শু'ন অনেক সামগ্রী তাঁরে দিয়া ।
 সন্ধ্যা-অন্তে আসিহ কহিল দুইহিরা ॥
 ঠাকুরাণী হঠমনে স'ধুসেবা ঠেকণ ।
 পিপাজী কহেন দ্রব্য কোথায় পাইলা ॥
 তেঁহ পূর্বাগর সব বৃত্তান্ত কহিল ।
 ভাল ভাল বলি সাধু প্রশংসা করিল ॥
 সন্ধ্যাকালে পিপাজী কহেন সীতাজীরে ।
 সত্যে বন্ধ হৈলে তথা হয় বাইবারে ॥
 অপূর্ব সামগ্রী হয় সৌন্দর্য্য-যৌবন ।
 নিজস্ব'হতু বুঝা করয়ে ক্ষেপন ॥
 ধন তুমি তোমার যে যৌবন সকল ।
 বৈষ্ণবার্থে বে'চল যা হইল বিফল ॥
 অ'এব শীঘ্র করি যাহ তুমি তথা ।
 প্রতিশ্রুত হইলে ব'ণকস্থানে যথা ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া স'তা চলয়ে তথায় ।
 সাধু দেখে নদীজলে বসন ততয় ॥
 উঠাইয়া আপনি যে পার করে দিলা ।
 বণিকের গৃহে গিয়া উপনীত হৈলা ॥
 সত্যবাদী নিশ্চয়সর তা দেখহ দুক্লহ ।
 বৈষ্ণববতে অমুরাগ ভক্তির প্রবাহ ॥
 আশ্চর্য্য কখন এই অলৌকিক হয় ।
 অমুরাগে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না জানয় ॥
 তবে ঠাকুরাণী বণিকের ঘরে গিয়া ।
 এক ভিতে ব'স রহে মন কৃষ্ণে দিয়া ॥
 বণিক চাহয়ে অঙ্গস্পর্শ করিবারে ।
 আঙনের উদ্ধা যেন লাগয়ে শরীরে ॥
 নিকটে যাইতে নাহে পোড়য়ে শরীর ।
 দূরে পলাইলা মুঢ় হইয়া অস্থির ॥
 তখন বুঝিল এ তো প্রাকৃতিক নহে ।
 যুগ হৈল আপনা ধিকার করি কহে ॥
 'হি ছি মোরে ধিক্ বিক্ কি কর্ম্ম করিছ ।
 যেন জনে হেঁয় কর্ম্মে আশয় করিছ ॥

আর্তনাদ করে তাঁর চরণে পড়িয়া ।
অনেক মিনতি কৈল কাতর হইয়া ॥
অগ্ন্যাতা তুমি মোর লক্ষীঠাকুরানী ।
অপরাধ ক্ষেম মোরে যুট অক্ষ জানি ॥
চল মাতা গৃহে তব রাধি গিয়া আসি ।
কৃপা কর খোল মোর নরকের ফাঁসি ॥
তবে মাতা চলি গেলা আপন আশ্রমে ।
বণিক যাইয়া তথা পড়য়ে সম্মুখে ॥
সাধুর চরণ ধরি কাকুদান কৈল ।
সদাই প্রসন্ন তেঁহ আশ্বাস করিল ॥
বৈষ্ণবসেবার যত সামগ্রী লাগর ।
নিতিনিতি ব'ণক লইয়া তথা বার ॥
পিপাজীর লীলাকথা অনেক রহিল ।
সংক্ষেপে বর্ণিল যে সকল না জানিল ॥
ইহার অবশেষে হরি-ভক্তিতে আগ্রহ ।
অবশ্য অবশ্য জন্মে নাহিক সন্দেহ ॥
মুঢ়জন শুনে যদি প্রবৃত্ত জনমে ।
হরিভক্তি মহাদেবী তার হৃদে বসে ॥
অতএব বার বাহ্য হরিভক্তধনে ।
ভক্তমাল পুনঃপুন শুনহ অবশেষে ॥
কে হে শ্রীমান্ পিপাজীউ সীতাঠাকুরানী ।
কৃষ্ণদাসে কর কৃপা দাসমধ্যে গণি ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীকৃষ্ণদাস-আদি-ভক্ত
• চরিত্রবর্ণনং ষোড়শ মালা ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ মালা ।

গোবিন্দ কবিরাজ-আদি-ভক্তচরিত্র বর্ণন ।

অরু শ্রীচৈতন্যহরি অরু নিত্যানন্দ ।
অরাটৈষতচন্দ্র অরু গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জরু রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥
অন্তদেব-উপাসনা ছাড়ি বহু জন ।
আশ্রয় করিয়া ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
এমত অসংখ্য জন সকল কহিতে ।
না পারিয়া কিছু কহি প্রসঙ্গক্রমেতে ॥

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস বুধুরি ।
উপাসনা মহামায়া শক্তি শ্রীশঙ্করী ॥
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবী হন কবিরাজে ।
প্রতিমাক্রমেতে এক মূর্তিতে বিরাজে ॥
একদিন এক বিপ্র বৈষ্ণব আসিয়া ।
অতিথি হইলা তাঁর যত না জানিয়া ॥
সমাদর করি বিপ্রের জ্ঞান করাইলা ।
দেবীগৃহে সন্ধ্যাপূজা করিতে কহিলা ॥
দেবীমণ্ডপে বিপ্র যাইয়া দেখয় ।
মুক্তকেশী এক কালীমূর্তি বিরাজয় ॥
তাহার সেবার যে নৈবেদ্য পুষ্প-আদি ।
কতেক প্রকার তার নাহিক অবধি ॥
সেই গৃহমধ্যে এক শালগ্রাম দেখি ।
পূজা-আদি কৈল তাঁর হৈয়া বড় সুখী ॥
সামগ্রী পুষ্পাদি দেখি আনন্দ জন্মিল ।
সব দ্রব্য শালগ্রামে সমর্পণ কৈল ॥
পূজা-আদি করি দ্বিজ ব্রহ্মনেতে গেলা ।
দেবীর পূজারি পূজা করিতে আইলা ।
নিত্য নিরামিত পূজা করিল ব্রাহ্মণ ।
সেই যে প্রসাদ সব কৈল নিবেদন ॥
ব্রাহ্মণ নাহিক জানে প্রসাদ বলিয়া ।
কিন্তু দেবী তুষ্ট হৈলা প্রসাদ পাইয়া ॥
রাজে দেবী গোবিন্দেরে কহে কুতূহলে ।
আজি কিছু তুমি মোরে নাহি খাওয়াইলে ॥
তোমার যে নিরামিত কিছু না খাইছ ।
আজি মুক্তি মহাপ্রসাদ বিকুর পাইছ ॥
গোবিন্দ কহেন মাতা কোথায় পাইলে ।
দেবী কহে ঘোর ঘরে যতেক আনিলে ॥
বে কিছু সামগ্রী আই অতিথি ব্রাহ্মণ ।
সকলি শ্রীশালগ্রামে কৈল নিবেদন ॥
পূজারি আসিয়া সেই প্রসাদ যতেক ।
মোরে নিবেদন কৈল সামগ্রী প্রত্যেক ॥
গোবিন্দ কহেন মাতা তুমি ত ঈশ্বরী ।
তোমার ঈশ্বর কে বা বুঝিতে না পারি ॥
তুমি কার প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হৈলে ।
সংশয় ছেদন মোর কর কি কহিলে ॥
দেবী কহেন গোবিন্দ মূলতত্ত্ব নাহি জানো ।
আপনারে গণিত করিয়া মান্য মানো ॥

পরম-ঈশ্বর যেই পরাংপর হরি ।
 নিগুণ পরমব্রহ্ম সর্ব-অধিকারী ॥
 নিরাকার ব্রহ্মের যে পরম আশ্রয় ।
 স্নানরবিগ্রহ সৎ-চিন্তানন্দ-ময় ॥
 তাঁহার প্রধান শক্তি তিন শক্তি হয় ।
 চিত্ত-শক্তি জীবশক্তি মায়া এই হয় ॥
 চিন্ময়স্বরূপশক্তি জীব যে তটস্থ ।
 মায়া বহিরঙ্গা শক্তি বিকারী অবস্থা ॥
 সেই যে স্বরূপশক্তি চিত্তশক্তির বৃত্তি ।
 হ্লাদিনী সঙ্গিনী আর সংবিৎ শকতি ॥
 হ্লাদিনীস্বরূপা তাঁর প্রেমসৌর গণ ।
 সঙ্গিনীর বৃত্তি মাতা পিতা বন্ধু হন ॥
 বসন ভূষণ গৃহ আদি বন্ধ ধাম ।
 খাচসামগ্রী-আদি যশ লীলাকাম ॥
 সংবিৎ শক্তির বৃত্তি কৃষ্ণভক্তিজ্ঞান ।
 ব্রহ্মজ্ঞান-আদি বস্তু তাঁর পরিজন ॥
 জীব যে তটস্থ শক্তি কৃষ্ণের নিত্যদাস ।
 শক্তির বিশেষ হেতু তাঁহার আভাস ॥
 তেঁহ স্বঃসিদ্ধ জীব তাঁহার অধীন ।
 অতএব দাস হইয়া সিদ্ধাস্ত প্রকীর্ণ ॥
 মায়াশক্তি বহিরঙ্গা ত্রিগুণ-আত্মিকা ।
 স্বাভাবিক জড় হন বিকারি-অস্তিকা ॥
 প্রভু ভগবানের ঈক্ষণে শক্তি হয় ।
 নানাবস্তুর জন্মে তাহে ব্রহ্মাণ্ড রচয় ॥
 প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর এমতি শকতি ।
 ভুলাইলা আত্মক যে সত্তাকার মতি ॥
 অনিত্যোতে নিত্যবুদ্ধি সংসাররচন ।
 সদাই করয়ে নাহি বুঝে কোন জন ॥
 মহত্ত্ব অহঙ্কার পঞ্চ মহাত্মত ।
 পঞ্চতন্ত্রাত্ম আদি চরাচর যত ॥
 যত দেখ সকলি প্রাকৃত মায়াময় ।
 এমতি শকতি তাঁর ত্রিভুবনজই ॥
 হেন মায়ামহিমা যে মন-অগোচর ।
 যোগমায়া বেহ তাঁর কোটাংশের কর ॥
 যোগমায়া স্বরূপশক্তি ঠাকুরাণী ।
 তাঁর দাসী অভিমান করয়ে আপনি ॥
 সেই মায়াশক্তি হয় আমার অংশিনী ।
 মুক্তি যার অংশ তোমার কহিছ বাখানি ।
 অতএব সেই যে স্বরূপশক্তি য়েহ ।
 শক্তিবান্ সহিত অভেদ হন তেঁহ ॥

তত্ত্ববিবরণ তোমার কহিলাম সার ।
 অতএব বুঝ কৃষ্ণ প্রভু যে আমার ॥
 তাঁহার অধরাগ্নিত পূজ্যতম মৌর ।
 ইহাতে সংশয় নাহি কহিলাম সার ॥
 শ্রীপুরুষোত্তমে আমি সদা করি বন্দন ।
 বিমলা-রূপেতে মাত্র প্রসাদের আশে ॥
 গোবিন্দ এতেক শুনি মৌনেতে রহয় ।
 ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পায় ॥

পাদ্যে তথা কাকো—

বিষ্ণোর্নিবেদিতায়েন যজন্তে সর্বদেবতাঃ ।
 পিতৃভ্যশ্চাপি তদৈয়ং তদানন্তায় কল্পতে ॥

বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন দ্বারা সকল দেবতাকে
 অর্চনা করিবে এবং তাহা পিতৃদিগকে দিবে, তাহাই
 অনন্ত বলিয়া কল্পিত হয় ।

ভগবতী যে কহিলা সব সত্য হয় ।
 বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ত দেবতা বাহ্য হয় ॥
 শাস্ত্রের সহিত দেখ একবাক্য হৈল ।
 সত্যের প্রতীত হেতু প্রমাণ যে দিল ॥
 বিষ্ণুর প্রসাদ যেই অস্ত্রদেবে দেয় ।
 অসংখ্য অনন্ত ফল তাহাতে জন্ময় ॥
 গোবিন্দের মনে কিছু উদ্বেগ জন্মিয়া ।
 কতক দিবস যায় ভাবিলা গণিঞা ॥
 দৈবাৎ শরীর হৈল গৃহিণী অস্বাস্থ্য ।
 মরণসময় আসি হৈল উপনীত ॥
 কণ্ঠাগত প্রাণমাত্র শ্বাস উর্দ্ধ বহে ।
 কাতর হইয়া ইষ্টদেবী প্রতি কহে ॥
 এই ত আমার হৈল অবশেষ কাণ ।
 কৃপাবলোকনে ছিও সংসারের আগ ॥
 আকাশবাণীতে দেবী কহে বার বার ।
 গোবিন্দ শরণ লও হইবে নিস্তার ॥
 জিজ্ঞাসে তাহাতে গুরু বসি সেই স্থানে ।
 তেঁহ কহে গতি নাই নারায়ণ বিনে ॥
 এতেক শুনিল যবে দৌহার বচন ।
 কি হবে বলিয়া তবে করয়ে রোদন ॥
 কে আছে আমার লব কাহার শরণ ।
 আমি হেন ছরাচারে কে করয়ে জ্ঞান ॥
 দেবী যে কহিল পূর্বে তাহা না বুঝিছ ।
 না ভজিয়া কৃষ্ণদ আপনা খাইছ ॥

ভাই মোর রামচন্দ্র সুবিচার কৈল ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম আশ্রয় করিল ॥
 সেহ মোরে পূর্বে পুনঃপুন যুক্তি দিল ।
 তাহা না শুনিয়া পুন ভৎসন করিল ॥
 আচার্য্যপ্রভুর পদ সে কৈল আশ্রয় ।
 এবে বুঝি ভাল কৈল সাধু সেই হয় ॥
 এতেক চিন্তিয়া নিজ উপায় স্থজিল ।
 রামচন্দ্রে মোর হৃৎ লিখিতে হইল ॥
 শ্রীল-শ্রীনিবাস প্রভু আচার্য্য ঠাকুর ।
 তাঁহা বিনে আমার উপায় দেখি দূর ॥
 এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিজ মনে ।
 শীঘ্র পত্নী পাঠাইলা রামচন্দ্রস্থানে ॥
 পত্নীতে লিখিল সেই যত বিবরণ ।
 ভোগের-সাহায্য ভাই করহ এখন ॥
 না বুঝিয়া তব বাক্য করিহু হেলন ।
 এবে বুঝিলাম সেই বাক্য প্রয়োজন ॥
 আমার আসন্নকাল যদি দয়া কর ।
 এ সময় যদি আসি একবার হের ॥
 আমার উদ্ধার যদি বিচার করহ ।
 প্রভুরে যতনে যদি আনিতে পারহ ॥
 তবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিহা ।
 পবিত্র হইয়া যাই সংসার তরঙ্গা ॥
 যত অপরাধ মোর এবে ক্ষমা কর ।
 এ সময় মোর কিছু উপকার কর ॥
 অনেক কাকুতি করি পত্রিতে লিখিল ।
 রাতি বিরাতি চারি লোক পাঠাইল ॥
 উজ্জ্বল লোক সব ছুটিয়া যাইয়া ।
 রামচন্দ্র কবিরাজে পত্নী দিল গিয়া ॥
 পত্নী পাঠ করি সাধু উল্লাসিত হৈল ।
 আচার্য্য প্রভুর পদ ধরিয়া পড়িলা ॥
 প্রভু তুমি মোদিগের কুলের দেবতা ।
 তোমা বিনা কেহ নাহি মো-সভার জাতা ॥
 মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল ।
 কাতর হইয়া মোরে পত্নী পাঠাইল ॥
 কৃপা করি একবার যদি বান তথা ।
 তবে আমা-সভার ঘুচয়ে মনোব্যথা ॥
 আসন্ন সময় তার গোণ নাহি আর ।
 কৃতার্থ করিতে মনে যে হয় বিচার ॥
 প্রভু কহে চল তবে এইক্ষণে যাব ।
 অকৃত শ্রীকৃষ্ণ তার মঙ্গল করিব ॥

এত কহি প্রভু তবে করিলা গমন ।
 রামচন্দ্র চলে সাথে আনন্দিত-মন ॥
 কবিরাজ-গৃহে গিয়া উত্তরিল প্রভু ।
 এমন দয়াল আর না হইবে কত ॥
 গোবিন্দ শুনিয়া বধা তথায় যাইয়া ।
 নিরুখয়ে কৃপাদৃষ্টি দয়াদ্র হইয়া ॥
 গোবিন্দের শক্তি নাহি প্রণাম করয়ে ।
 কুচ্ছে হুটী হাত মাত্র শিরেতে উঠায়ে ॥
 গদ গদ স্বরে কিছু শুবন করয় ।
 হৃৎনয়নে ধারা বহে বুক বাঁহ যায় ॥
 এবে আমারে প্রভু যদি রক্ষা কর ।
 তবে আমি পতিত-পাবন-নাম ধর ॥
 জিহ্মগতে কেহ নাহি মোর রক্ষাকর্তা ।
 একা তোমা বিনে আর নাহি কেউ ভক্তা ॥
 এ আসন্নকালে আমারে নিস্তারক হও ।
 পতিতপাবন ধ্যান্তি অগতে বাঁচাও ॥
 এতেক করুণা শুনি প্রভু দয়াময় ।
 আশ্বাস করিয়া কিছু কহেন তাহার ॥
 অচিরে কৃষ্ণ কৃপা তোমায়ে করিবে ।
 সর্ববিঘ্ন দূরে যাবে মঙ্গল হইবে ॥
 এত কহি হরিণাম মহামন্ত্র দিলা ।
 শ্রোহ করি শ্রীচরণ মন্ত্ৰকে অর্পিলা ॥
 তৎক্ষণাৎ তার সর্বরোগশাস্তি হৈল ।
 স্বচ্ছন্দ পাইয়া তবে উঠিয়া বসিল ॥
 প্রভুর সেবার নানা আয়োজন করি ।
 মহামহোৎসব কৈল মঙ্গল আচরি ॥
 পরদিনে গোবিন্দেব প্রভুর আজ্ঞায় ।
 গমন করাইয়া নূতন বসন পরায় ॥
 প্রভু রাধাকৃষ্ণমন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা ।
 হরিক্ষণি শঙ্খশনি গগনে উঠিলা ॥
 নানাবাদ্য মহোৎসব সঙ্কীর্্তন হৈল ।
 গ্রামের যতেক লোক দৌধিতে আইল ॥
 কৃষ্ণতরু ভক্তিতরু ভঞ্জন প্রক্রিয়া ।
 সকলি কহিলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া ॥
 জনম সফল কৃতকর্তার্য মানিঞা ।
 শ্রীচরণে গোবিন্দ পড়য়ে সূটাইয়া ॥
 উঠিয়া গোবিন্দ এক পদ ঘে বর্পিল ।
 শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥

তথাহি পদম্—

ভজহঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অন্তর চরণারবিন্দ রে ।
মহাভূত দুর্গভ দেহ, সংসর্গে সেবহ,
হরিপদ চিত্ত রে ॥
নীত আতপ, বাস্ত বরীধত,
এ দিন বামিনী আগি রে ।
বুধার সেবিহু, কৃপণ দুর্জয়ন,
চপল সুখলব লাগি রে ॥
প্রবণ কীর্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদসেবন দাস্ত রে ।
পূজন সখীগণ, আত্ম-নিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥

পদ শুনি প্রভুর নয়নে বহে বারি ।
আলিঙ্গন কৈলা গোবিন্দের হৃদে ধরি ॥
প্রভু ভূত দৌহে কান্দে প্রেমানন্দরসে ।
রামচন্দ্র দেখি নাচে আনন্দ-উল্লাসে ॥
প্রভু চলি গেলা তবে আপন স্বধাম ।
শ্রীগোবিন্দদাসঠাকুর হৈল নাম ॥
তঁহার মহিমাশ্রবণ কে কহিতে পারে ।
সর্বলোকে গায় বণ প্রসিদ্ধ সংসারে ॥
কৃষ্ণকৃপা-পাত্র যাহা প্রস্তুত দুর্গভ ।
মহাস্ত-বস্ত্রাব শিখ মহাসুভব ॥
নানারস পদ পদাবলী প্রকাশিলা ।
প্রভুর চরণস্পর্শে সর্বাংশ ফলিলা ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ ।
দৌহে দৌহা তুগনা কেবল প্রেমানন্দ ॥
কিকিৎ কহিব আগে নাহি যার সীমা ।
রামচন্দ্র-গুণগান করিয়া গরিমা ॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভু পদ স্মরণ করিয়া ।
তঁার ভক্তগণ গাই কৃপা আকাজিকা ॥

শ্রীচান্দ্ররায় ।

রাজমহলেতে স্থিতি চান্দ্ররায় নাম ।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যুবৃত্তি কাম ॥
বিশ লক্ষ মুদ্রা ধার কর নাহি দেয় ।
নবাব-আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায় ॥

লক্ষর বন্দুক তোপ অনেক আশ্রয় ।
নবাব তাহার সনে যুদ্ধে না আঁটয় ॥
দেশে দেশে দস্যুপনা করিয়া বুটয় ।
ঘাটে মাঠে পথে লোক ভয়ে আঁ চলয় ॥
পরের রমণী আনি বলাৎকার করে ।
কে কোথা সুন্দরী খুঁজি ফিরে ঘরে ঘরে ॥
শক্তিমান-উপাসক দুর্গোৎসব করি ।
প্রজাদণ্ড করি লয় পূজা ছল করি ॥
ছংগল মহিব বধ লক্ষ লক্ষ করে ।
গো-ব্রাহ্মণ-আদি বধ করিতে না ডরে ॥
কত যে করয়ে পাপ সীমা নাহি হয় ।
চিত্রগুপ্ত লিখিবারে নাহিক পারয় ॥
পাপের শরীরে হয় প্রেভের যে ভোগ ।
ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় করিয়া হইল রোগ ॥
মহাবাই প্রচণ্ড হইয়া আন-হত ।
হইল উন্মানপ্রায় প্রলপয়ে কত ॥
ভাই যে সন্তোষ-রায় উদ্বিগ্ন হইয়া ।
নানা তৈল ঔষধ করয়ে বৈষ্ঠ দিয়া ॥
কত শত আসি মন্ত্রেতে ঝাড়য় ।
কিছুতেই তাহার সোয়াস্ত নাহি হয় ॥
এক দিন এক সাধু বৈষ্ণব আসিয়া ।
অতিথি হইয়া আসি গেলেন ফিরিয়া ॥
বাটীর বাড়িরে কোন লোকেবে কহিল ।
বৈষ্ণব আশ্রয় বিবে না চাইবে ভাল ॥
সে কথা লোকেতে আসি রায়েরে কহিলা ।
দৈবাৎ তণায় এক গণক আইলা ॥
সেই খড়ি পাতি গণি ঐমত কহিলা ।
কৃষ্ণকৃপাবলি বাক্য হৃদয়ে গাইলা ॥
দুই বাক্য ঐক্য হৈতে রায়ের হৃদয় ।
গছিল সে কথা বুঝি তার ভাগ্যোদয় ॥
পরামর্শ দিহ তৈল শ্রীকৃষ্ণভজন ।
জন্মান্তরে কি স্মৃতি আছিল কলাপ ॥
গড়ের-হাট নাম স্থানে তাঁহা বাস হয় ।
শ্রীল-নরোত্তম বে ঠাকুর মহাশয় ।
তাঁহার মহিমা যে সন্তোষ রায় জানে ।
শীঘ্রগতি চলি গেলা তাঁহার চরণে ॥
নানাজন্ম ভেট শ্রীচরণ আগে রাখি ।
চরণে পড়িল রায় বরে দুই আঁখি ॥
কৃপা কর মহাশয় লইল শরণ ।
মো-সবার আশ্রয় দিতে হবে শ্রীচরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণভজনে মোরা নিশ্চয় করিছ ।
 কারমনে তোমার চরণে বিকাইছ ॥
 একবার মোর গৃহে চরণ অর্পিণা ।
 আম'-সবার সর্বশেণে অ'ইস উদ্ধারিণা ॥
 এত শুনি শ্রীমান্ ঠাকুর মহাশয় ।
 হরিষ বিদ্যদ হই অগ্নিল হ্রদয় ॥
 এ হেন পাণীর হেন মতি কি হইব ।
 মস্তক ইহার বাটী কেমনে যাইব ॥
 আশ্বাস করিয়া বাসস্থান দিয়া তারে ।
 গেলেন ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে ॥
 এ সব বৃত্তান্ত নিবেদন কৈল তথা ।
 রাত্রে পড়ি রহিলেন ঘারে দিয়া মাথা ॥
 নিজাকালে প্রভু কহে শুন নরোত্তম ।
 পর উপকার যেই সেই সে উত্তম ॥
 অতএব শীঘ্র বাহু ইথে কি বিচার ।
 লোকের নিস্তার এই শ্রেষ্ঠ-সদাচার ॥
 প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা আনন্দ জগিল ।
 রায়ের সহিত তার গৃহেতে চলিল ॥
 রাঘবের বাটিতে মঙ্গলাচরণ কৈল ।
 ঘারে ষট পাতি নহবৎ বসাইল ॥
 ঠাকুরের আগমন হইবামাত্রোত্তে ।
 শঙ্খধ্বনি করে জুজুলু জীলোকেতে ॥
 ঠাকুরের পরাৰ্পণ গৃহে হবামাত্র ।
 চান্দরার নির্ম্যাধি হইলা সুপবিত্র ॥
 • পরিবার সহ আসি চরণে পড়িল ।
 ক্রিতি লোটাইয়া কৃতকৃতার্ঘ মানিল ॥
 চান্দরার কহে প্রভু অশ্বাসে বিকল ।
 তব আগমনমাত্রোত্তে হইল নির্মল ॥
 হেন পর ছাড়ি হার হার কি করিছ ।
 কেবল পাপের কুপে পড়িয়া মজিছ ॥
 আমা-সম পাতকী এ ত্রিভুবনে নাঞি ।
 লক্ষ অংশে নাহি হবে জগাই মাধাই ॥
 অতএব কৃপা করি আমারে উদ্ধার ।
 চান্দরার জ্ঞাতা করি এই নাম ধর ॥
 কাকুবাদ শুনি ঠাকুরের দয়া হইল ।
 অঙ্গে হাত বুলাইয়া আশ্বাস করিল ॥
 হরিনাম কর্ণে দিয়া রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র ।
 দীক্ষা দিয়া পিধাইলা ভক্তিবর্গতন্ত্র ॥
 শুদ্ধমাধুর্যভক্তি প্রসন্ন হইয়া ।
 দীক্ষা দিল ঠাকুর যে বচন আনিঞা ॥

কহেন ঠাকুর বহু হিত উপদেশ ।
 সদাচারময় বাক্য সাধনবিশেষ ॥
 শুন বাপু চান্দরার এই মোর বাক্য ।
 এ কথা যে রাখিবে হৃদয়ে করি সৌখ্য ॥
 পরের অনিষ্ট কভু কারমনোবাক্যে ।
 কোনো জীবে নাহি করো কিবা পশুপক্ষে ॥
 • বিবেচনা করি দেখ আপনার দেহে ।
 ক্ষুদ্র যে কণ্টক বিকে তাহাও না সহে ॥
 তেমতিহ জানিবে যে অস্ত্রের শরীরে ।
 অলপ দুঃখেতে হয় কাতর অস্তরে ॥
 ধন-জন-সুহৃদাদি-বিয়োগ তেমতি ।
 আপনার সমান জানিবে অস্ত্র প্রতি ॥
 প্রাণিবধ পশুহিংসা নির্দয়ের কায ।
 অতি নিন্দনীয় সেই সাধুর সমাজ ॥
 আশ্রয়িক ধর্ম সেই ভাস্করের মধ্যো ।
 কখন সে শ্রেয় নহে পর-পরিচ্ছেদে ॥
 বিচার করিয়া দেখ ইহা বড় বিপর্যয় ।
 এমন কোথাও বা যে হইতে পারয় ॥
 পরের মস্তক কাটি আপন মঙ্গল ।
 কভু নাহি হয় হয় নরকেতে স্থল ॥
 আত্মস্তিক শ্রেয় মাত্র হরি ভক্তি বিনে ।
 হয় নাহি হবার নহে কভু কোন জনে ॥
 অতএব পরদুঃখ নিজদুঃখ মানি ।
 • সবারে করিবে দয়া পুত্রবৎ জানি ॥
 অধর্ম না কর মতি কারবাক্যমনে ।
 সদাচারে বিরোধী অধর্ম আচরণে ॥
 অস্ত্র মলিন হয় রজ-তম-মর্মে ॥
 বুদ্ধিনাশ যায় তার ভক্তি কোথা রমে ॥
 পুণ্য যে বাধানে লোক তাহা না কর্তব্য ।
 ভক্তি-ব্যক্তিচার হয় অনন্ততা ধর্ম ॥
 পতিব্রতা স্বামী প্রতি একনিষ্ঠ বধা ।
 কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে অনন্ততা তথা ॥
 একান্তিক নহে শাস্ত্র কহয়ে বিচিহ্ন ।
 অতএব ধর্মধর্ম দুই হেয় মত ॥

মনঃশিকারাম্—

নধর্মঃ নাধর্মঃ অতিকূলনিকুলঃ কিং কুরু ।
 ব্রহ্মে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্যামিহ তস্মৈ ॥
 অতিকূলনিকুল ধর্ম ও অধর্ম বনঃসংযোগ না
 ৭১১১, ব্রহ্মধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা কর ।

শ্রীমহাপ্রভ—

আজ্ঞারৈব শুণান্ দোষান্
মরাদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধৰ্ম্মান্ সন্তোজা যঃ সৰ্ব্বান্
মাং ভজেত স সন্তমঃ ॥

মৎকর্তৃক আজ্ঞাপ্ত হইয়াও, মদাদিষ্টে ধৰ্ম্ম-
ধৰ্ম্মের দোষগুণ বিদিত হইয়াও, সম্যকরূপে
অধৰ্ম্ম বিসর্জন পূৰ্ব্বক যিনি আমার ভজনা
করেন, তিনিই সন্তম ।

চান্দরায় কহে প্রভু তোমার চরণ ।
আশ্রয় করিহু যবে শুদ্ধ হৈল মন ॥
অধৰ্ম্ম সে দূরে রহ অস্ত্র যে ধরম ।
এবে জ্ঞান হইতেছে অধৰ্ম্মের সম ॥
এক কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি অনর্থ ।
এবে বুঝিলাম প্রভু যত সব বার্থ ॥
হেন মহাপাপী মুঞি মুঢ় দুরাচার ।
হেন মোহ গেল মোর এ কৰ্ম্ম তোমার ॥
তবে গোষ্ঠীবর্গেতে সন্তোষরায় আদি ।
প্রভুর আশ্রয় কৈল বালক অবধি ॥
বিদায় হইয়া তবে চলিলেন গৃহে ।
বিরলে কহিল। কিছু চান্দরায় সহে ॥
এক কথা কহি তব হিতের কারণ ।
দেবদ্রব্য আর রাজস্ব হরণ ॥
কদাচ না করিবে এ তিন পাপ সূচ ।
রাজস্বহরণে বাপু সদাই বিরম ॥
তবে নৌকা আনিঞা ঠাকুরে চড়াইবা ।
বহু অর্থ অস্ত্র অলঙ্কার সমর্পিবা ॥
ঠাকুরের সহিত সন্তোষরায় গিয়া ।
গৃহে পৌছিয়া আইলা বিবর্ষ হইয়া ॥
প্রভু আজায় রান্ধকর বুঝি দিল ।
সেই হইতে শিষ্ট শাস্ত সুসভাব হৈল ।
শ্রীমান্ ঠাকুরমহাপ্রভের চরণ ।
পরশমণির সহ না করি তুলন ॥
তুলনা করিতে যার স্থান কোথা নাঞি ।
অতএব হার হার বলিহারি যাই ॥
যার স্পর্শমাত্র হে পাপী চান্দরায় ।
ভুবনপাবন হৈল মহান্ আশ্রয় ॥
ঠাকুরমহাপ্রভের শ্রীচরণ করি আশ ।
উহার ভক্তের শুখ গার কৃষ্ণদাস ॥

অস্ত্র উপাসনা ভেজি কৃষ্ণাশ্রিত
ইদানীন্ত পুণ্য চরিত্রে চরিত্র ॥

শ্রীভাইয়া দেবকীনন্দন রায় ।

দেবকীনন্দন নাম ভাইয়া করি বাখানি ।
নিবাস জামালপুর আটা মহাধনী ॥
কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে ।
শক্তি-উপাসক হয়ে ভজ্য বামাচারে ॥
প্রথম-সংসারে এক পুত্র জনমিল ।
পুত্রটি রহিল শ্রীর বিয়োগ হইল ॥
যমুনার তীরে ঘর নির্ভানি যমুনা ।
জ্ঞান আদি করে সারি সন্ধ্যাদি বন্দনা ॥
হস্তা যে বৃহৎ এক বৃহৎ দশন ।
দশন উপরে করি চৌকীর আসন ॥
জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া ।
দেবী পূজা করে এক বড়াই করিয়া ॥
রক্তচন্দনের ফোঁটা সর্বাঙ্গে লেপিয়া ।
মহাঈশ্বরবের ভায় আকার হইয়া ॥
রক্তচন্দন জবাপুষ্প তাম্র শঙ্খ ।
পূজায় বসিয়া করিদস্ত পরিষক ॥
বিতীয় বিবাহ কৈল তার শুন কথা ।
বিধির ঘটনা এক আশ্চর্য্য বারতা ॥
ভাইয়ার স্মৃতি বহু পূর্বের আছিল ।
কিংবা হঠাৎকার কোন সাধু কৃপা হৈল ॥
বিবাহ করিল এক বৈষ্ণবের কন্যা ।
বাপ-ঘরে থাকি দীক্ষা করি হৈল ধন্য ॥
শ্রীআচার্য্য-প্রভুর ঘরের হয়ে শিষ্য ।
ভক্তিমতে জ্ঞানবান্ দৃঢ় সুরহস্ত ॥
লিখন পঠন জানে গ্রন্থের বিগার ।
সুন্দর ভক্তিমতে বোধ অধিকার ॥
সদাচারমত সাধুসঙ্গে অভিলাষ ।
সদাই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে মনের বিলাস ॥
বিবাহের পরে যবে নববধীগমনে ।
ব্যবহারমতে আইলা আমীর ভবনে ॥
আসিয়া দেখে সব বিপর্য্যয় ভাব ।
তমোগুণময় মাত্র এচওঁ যতাব ॥
হুয় হুয় করি চলে দেখিতে করাল ।
রক্তচন্দন অঙ্গে জবাপুষ্পমাল ॥

কাটা ছেঁড়া মন্থমাংস সধা ব্যবহার ।
 যোগিনীচক্রোতে বসি করয়ে আহার ।
 এতেক দেখিয়া কল্যা চমকিয়া চার ।
 এই বুঝি হয় মোর শত্রুর আলয় ॥
 আশা বিধি হেন বিভ্রম কেনে কৈল ।
 কি দোষ আমারে হেন পক্ষেতে ডারিল ।
 পিতামাতা না জানি কতেক ধন পাইয়া ।
 অবলা আমারে দিল কূপেতে ডারিয়া ॥
 কোন্ অপরাধে কৃষ্ণ হইয়া নির্দয় ।
 কিংবা কোন সাধুর কথিত্ব অপচয় ॥
 বিলাপ করিয়া কান্দি ভূমে গড়ি যায় ।
 এখন আমার তবে কি হবে উপায় ॥
 এ সময়ে এ ভোজনোন্মত্তে কত না রহিল ।
 কৃষ্ণভক্তি হেন ধন হঠাতে হারাব ॥
 মনুষ্য দুর্লভ হেন জনম পাইয়ে ।
 সদগুরুচরণ পাইলু পিতার আশ্রয়ে ॥
 কৃষ্ণভক্তিनिधि পাব সাধ কৈলু চিতে ।
 আমার করমে শিরে হৈল বজ্রাঘাতে ॥
 সমুদ্রে ডুবিলু রত্ন আকাজক্ষা করিয়া ।
 রত্ন হাতে নাহি আইল মরিলু ডুবিয়া ॥
 হায় হায় কি করিব কি হবে উপায় ।
 দাসীরে কহয়ে তুঞ্জে বিষ লয়ে আয় ॥
 বিষ পান করি আজি পরাণ ত্যজিব ।
 কিংবা জলে প্রবেশিয়া ডুবিয়া মরিব ॥
 দাসী কান্দি কহে বিষ খাইয়া মরিবে ।
 আশ্রয়ভাণ্ডী হইয়া কি নরকে যাইবে ॥
 তেঁহ কহে সত্য বটে এ কথা নিশ্চয় ।
 আশ্রয়ভাণ্ডীরে কৃষ্ণ না হয় সদয় ॥
 তবে কি আমার গতি হইবে এখন ।
 পলাইতে পথ নাই অবলাজনন ॥
 উপায় আছে এইমাত্র দেখি তবে ।
 অনাহার করিয়া শরীর ত্যজি তবে ॥
 এতেক ভাবিয়া ভূমে কান্দি পড়ি যায় ।
 হেন সাধুজনে কতু বিষ কি জন্ময় ॥
 কৃষ্ণ যার একনাথ তাব কোথা বিষ ।
 বিষের মস্তকে পাদ দিয়া রাহে ময় ॥
 ভোজন করিতে ডাকে শান্তদী নন্দে ।
 কিছু নাহি কহে মাত্র ফুকরিয়া কান্দে ॥
 পঞ্চদশ নারীগণ আসিয়া মিলয় ।
 সব কহে মায়েরে না দেখিয়া কান্দয় ॥

ভূমিয়া কহরে শিশ খাও আইস মাতা ।
 কেহ না জানে তার মরমে ব্যথা ॥
 এইমত দুই দিন উপবাসে গেল ।
 অনেক সাধিল কিছু আহার না কৈল ॥
 তবে তাঁর শান্তদী নন্দ পুন কহে ।
 কি তোমার ইচ্ছা কহ তাহ করি নহে ॥
 তবে ধীরে ধীরে কহে যদি খাইতে কহ ।
 একমুষ্টি চাউল একটা একপাত্র দেহ ॥
 জল মোর এই দাসী যাইয়া আনিব ।
 আপন হস্তেতে পাক করিয়া খাইব ॥
 নহিলে না খাব প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয় ।
 প্রাণপণ যাথে কৈলু তাথে কারে ভয় ॥
 এত শুনি নারীগণ হাসিয়া কহয় ।
 কেন গো ইহারা কিছু হাড়ি ডোম নয় ॥
 অন্ন নাহি খাবে ঘর করিবে কেমনে ।
 এ তো বড় তপ্তি দেখি অসম্মত মেনে ॥
 কেহ কহে আগো উনি বৈষ্ণবের ঝি ।
 না খাবে শাস্তের অন্ন এই হবে বুঝি ॥
 ইহা কহি হাসিয়া নিন্দয়ে নারীগণ ।
 শান্তদী নন্দ বহু তিরস্কার কৈলা ॥
 তপ্তি কৈল প্রাণত্যাগ সেহ তো না ভাল ।
 হাড়ী চাউল-আদি আনি বথায়োগ্য দিল ॥
 স্বপাক করিয়া কল্যা কৃষ্ণে নিবেদিয়া ।
 খাইল কিঞ্চিৎ প্রাণধারণ লাগিয়া ॥
 প্রতিদিন এইমত কতদিন যায় ।
 বৈষ্ণব হইতে সদা স্বামীরে কহয় ॥
 সোয়ামী শুনিঞা তাহা ভৎসন করয়ে ।
 তুঞ্জে মোর গুরু হৈলি কহিয়া কহরে ॥
 তথ্যচ নাহিক চুকে পুনঃপুন কহে ।
 নাহি শুনে ভাইয়া মুখ হেঁট করি রাহে ॥
 কিছু কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের দেখ গুণ ।
 ক্রমে ক্রমে তার কিছু তম হৈল ন্যূন ॥
 স্বীয় ভজন-স্মৃতি-চরিত্র দেখিয়া ।
 মনে প্রশংসয়ে কিছু দ্রবীভূত হিয়া ॥
 কথোক দিবস পরে পুত্রটী মরিল ।
 শোকেতে কাঁতর ভাইয়া আকুল হইল ॥
 স্ত্রী কহে কান্দ কেনে কি করিবে আর ।
 শ্রীকৃষ্ণবিমুখ যেই এই গতি তার ॥
 শোক রোগ জন্ম যত্ন সধাই তাহার ।
 কৃষ্ণের কিঙ্কর যে সে ভবনিধি পার ॥

দুঃখের সময় বিনে যথার্থ না বুঝে ।
 কৃষ্ণে নাহি গছে মন শুনিলে না রিখে ॥
 তখন ভাইয়ার কিছু চিত্র নরখিল ।
 শ্রীর বচন কিছু মনে বিচারিল ॥
 তারে কহে তুমি অহুযোগ যে করহ ।
 ভোমার মনস্থ কিবা কি করিতে কহ ॥
 তেঁহ কহে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করহ ।
 নতুবা যে ব্যর্থ এই অর্থ আর দেহ ॥
 ভাইয়া কহে যে আশ্রয় করিয়াছি আমি ।
 শ্রী কহে মর্ষ তার নাহি জান তুমি ॥
 গুণেশ পার্শ্বতী শিব ব্রহ্মার ভজন ।
 বহুজন্ম কৈলে কৃষ্ণে অধিকারী হন ॥
 কৃষ্ণ বিনে সংসারতারণে কার শক্তি ।
 কদাচ না হয় ইহা সর্ব-শাস্ত্র-উক্তি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অবিন্শিতং তং পরিপূর্ণকামং,
 স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।
 বিনোপসর্পত্যপরং হি বাশিশং,
 ঋণাস্থলেনাতিতিষ্ঠতি সিন্ধু ॥ ৭ ॥

যিনি বিশ্বের অতীত, যিনি আত্মলাভেই
 পূর্ণকাম, যিনি প্রশান্ত ও সমভাববিশিষ্ট, তাঁহাকে
 বিলম্বিত পূর্বক যে ব্যক্তি অপরের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা
 হয়, সে মূর্থ সারমেয়পুচ্ছধারণে মহাসাগর পার
 হইতে বাসনা করে ।

অতএব হরি ভক্ত সর্বসিদ্ধ হবে ।
 দেবীও তাহাতে অতি সন্তোষ হইবে ॥
 ভাইয়া কহে ভাল তবে বিচার করিয়া ।
 কর্তব্য যে হয় তাহা করিব বুঝিয়া ॥
 শ্রী কহে তবে যদি করহ বিচার ।
 ব্রাহ্মণপণ্ডিতস্থানে না পাইবে সার ॥
 গোসাঞি মোহান্ত আর শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব ।
 লইয়া বিচারো পাবে সিদ্ধান্ত আসব ॥
 তবে ভাইয়া সব গোসাঞি মহান্ত লইয়া ।
 বিচার করিল বহু আগ্রহ করিয়া ॥
 তাহাতে সিদ্ধান্ত স্থির প্রতীত হইল ।
 কৃষ্ণ ভজিবারে মনে সার নিরূপিল ॥
 পরিহার হৈল শ্রীমান্ আচার্য্য প্রভুর ।
 আশ্রয় করিল যালিহাটির ঠাকুর ॥

আপনার পরিজন যে কেহ আছিল ।
 সকল সহিত হরি-আশ্রয় করিল ॥
 শুদ্ধসত্ত্ব সদাচার পরমপবিত্র ।
 আশ্রয়মাত্রেরে হৈল মহাযোগ্যপাত্র ॥
 যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণবসেবন ।
 মহাভাগবত হৈল অনন্তশরণ ॥
 গরিপার বাটী সেবা প্রকাশ করিল ।
 নন্দহুলাল নাম তাহার হইল ॥
 সেবার শৃঙ্খলা আর বৈষ্ণব-সেবন ।
 প্রেম্যানন্দে করে সেই আশ্চর্য্যকথন ॥
 অতাপি বিরাজমান ঠাকুর তথায় ।
 স্নায় দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মায় ॥
 তবে শুন-ভাইয়া মহাশয়ের চরিত্র ।
 আশ্চর্য্যকথন সেই পরম পবিত্র ॥
 চমৎকার দেখে হরিশক্তির মহিমা ।
 ভাইয়ার জন্মিল তাহে বৈরাগ্যের সীমা ॥
 ঠাকুর সেবার আর শ্রীর কার্য ॥
 গ্রাম ভূমি রাধি আর কৈল বিতরণ ॥
 দৌলত লোটায়া দিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ।
 বৃন্দাবন গেলা কৃষ্ণ অহুয়াগ-ভাবে ॥
 যমুনার তীরে বসি কৃষ্ণনাম কবে ।
 অবাচকবৃত্তি মাত্র রহে অনাহারে ॥
 কথোক দিবসে কৃষ্ণচরণ পাইলা ।
 বুঝা নাহি যায় কৃষ্ণভক্তির কি লীলা ॥
 যে শ্রীর সঙ্গেতে মহামোহ উপভয় ।
 সেই শ্রী হৈতে হৈল ভক্তির উদয় ॥
 অস্ত্র আশ্রয় জীবহিংসা ত্যাগিয়া ।
 ভাগবত হৈল কৃষ্ণময় হৈল দিয়া ॥
 সেই ঠাকুরাণীর গুণ কতক কহিব ।
 কহিতে তাঁহার গুণ সীমা না হইব ॥
 বহুকাণ্ড প্রকট থাকিয়া বৃদ্ধ হইল ।
 দিবানিশি শ্রীগৌরান্দ জিহ্বায় বর্জিল ॥
 আঁখে প্রেমধারা বলে গদ্যস্তোত্রসার ।
 দুটি আঁখি বাহি দয়ারজনী বহয় ॥
 অপ্রকট সময় শ্রীগৌরান্দ বলিয়া ।
 নামের সহিত গোলা স্বধামে চলিয়া ॥
 তাঁহার চরণে যদি শরণ লইতে ।
 কোন জনে কছু পাই কোনো ভাগ্য হৈতে ।
 তবে এই সংসারের যাতনা জানাই ।
 পরমরতন কৃষ্ণপ্রেমভক্তি পাই ॥

তাঁহা দৌহার চরণসেবন অমুরাগে ॥
অমুরাগ কৃষ্ণদাস অভাগিয়া মাগে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ-আদি-
ভক্তচরিত্রবর্ণনং সপ্তদশ-মালা ॥১৭॥

অষ্টাদশ মালা ।



শ্রীরাজা-রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের চরিত্র বর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয় ঐবৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীরাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায় ।

পদ্মাপারের রাজা পুঁটিয়া রাজধানী ।
রবীন্দ্রনারায়ণ নাম বুদ্ধিমান ধনী ॥
ভাটপাড়ার ভটাচার্য্যদিগের সেবক ।
শক্তি শিববক্তি-মহামায়া-উপাসক ॥
দুর্গামূর্ত্তিপ্রতিমা গৃহেতে সেবা হয় ।
বামাচারমত পঞ্চ-মকার করয় ॥
পরে তার যে অবস্থা শুন তার কথা ।
কর্ণপের চমৎকার আশ্চর্য্য বারতা ॥
শ্রীপাট মালাটি শ্রীমান্ আচার্য্যসন্ধান ।
পদ্মাপার পাঠাইলা বৈষ্ণব হুঁজন ॥
বিলাত সাধিতে আর কোন প্রয়োজন ।
তার মধ্যে পণ্ডিত হয়েন একজন ॥
কতক দিবসে নিজ কার্য্য উদ্ধারিয়া ।
কিরিয়া আইসে দৌহে একত্রে মিলিয়া ॥
পুঁটিয়া মোকামে আসি সন্ধ্যাকাল হৈল ।
রজনীবাণনহেতু রাজগৃহে গেল ॥
অতিথি জানিঞা তবে রাজভৃত্যগণ ।
ধাকিবার স্থান দিলা রসিতে আসন ॥
ছইদণ্ড রাজপরে ছই থালী ভরি ।
নানান মিষ্টান্ন আর-সামগ্রী লুচি পুরী ॥

কালীর প্রসাদ এক বিপ্র আনি দিল ।
কোথাকার জব্য বলি বৈষ্ণব পুছিল ॥
বিপ্র কহে বৈকালীর কালীর প্রসাদ ।
বৈষ্ণব কহেন হয় বাবস্থা বিবাদ ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনে আমরা না খাই ।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ইহা জানয়ে সবাই ॥
অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইহা শুনিঞা কোপিল ।
বৈষ্ণবেরে বিপ্র বহু ডংসনা করিল ॥
কালীর প্রসাদ যেমন না খাইনি তুঞি ।
ইহার সাজাই কালী দিব তোবে মুঞি ॥
বৈষ্ণব কহেন ভাল ভাল সাজা দিহ ।
আজি যাহ মহাশয় যে হয় করিহ ॥
তবে বিপ্র ক্ষত গিয়া রাজারে কহিল ।
রাজা তাহা শুনি কোপে অগ্নিসম হৈল ॥
দুয়ারী লোকেরে তবে কহিল কহিতে ।
প্রাতে দুই বৈরাগীকে না দেহ যাইতে ॥
প্রভাতে বৈষ্ণব চলি যাইবার কালে ।
রাজার হুকুম নাঞি যাইতে দারী বলে ॥
বৈষ্ণব বুঝিলা সেই প্রসাদ কারণ ।
রাজা তুমি কোধে কৈল এই প্রকরণ ॥
ভাল ভাল খেদি নাঞি দেখি কি করয় ।
আমিহ করিব ইহার বিহিত যে হয় ॥
পণ্ডিত বৈষ্ণব যে সাধনে তেজীমান্ ।
তাহাতে গোষ্ঠামীদিগের ধেমত প্রধান ॥
রায়ের মহারাজ শ্রীনন্দকুমার ।
কালগুণসম রক্তপ্রতাপ তাঁহার ॥
রাজা-রাজোজ্ঞা যত যাহার অধীন ।
চাহে রাখে চাহে মাংসে চাহে লহে ছিন ॥
শ্রীপাটমালাটিয়া যে দাস তেঁহ হয় ।
যেহেতুক রাজারে বৈষ্ণব না ডরায় ॥
দারোয়ান যদি নাহি দিলেন বাইতে ।
বসিয়া রহিলা কোনো কোন্ড নাহি চিতে ॥
কথোক্ষণে রাজা তবে বাহিরে আইলা ।
বৈষ্ণব দৌহারে লোক দিয়া ডাকাইলা ॥
ডাকিয়া কহয়ে হারে বৈরাগী বেটারা ।
কালীর প্রসাদ নাকি না খাইসু তোরা ॥
বৈষ্ণব কহেন মহারাজ যটে সত্য ।
কর্তব্য যে বৈষ্ণবের এই ধর্ম্ম নিত্য ॥
অন্তদেবপূজা আদি প্রসাদভোজন ।
অকর্তব্য ইহা হয় শাস্ত্রনিরূপণ ॥

সাহিত্যিক হই দোষ প্রসাদ-ভোজন ।
 বৈষ্ণবতা যায় আর দেবদ্ব হরণ ।
 বিশেষ ব্রাহ্মণপর অধিক নিবেধে ।
 চান্দ্রোদয় করিবারে হয় কহে বেদে ॥
 ইহা শুনি রাজা কটু ক হইয়া কহয় ।
 হাঁসে মুচ বৈরাগী এ কোন্ শাস্ত্রে কর ॥
 রাজা যদি কটু কথা ক'হিতে লাগিল ।
 তবে কিছু বৈষ্ণব তাহারে শুনাইল ॥
 থাক থাক মহারাজ পচাল না পাড় ।
 ভাল না হইবে ইথে কহিলাম দড় ॥
 ভয় কি দেখাও তুমি হেন জমিদার ।
 শত শত রাজা নন্দকুমারের সেবাপর ॥
 স্তানার ঠাকুরবাটীর ভৃত্য আমি ।
 আম'রেহ মানে বহু রাজা যথা তুমি ॥
 এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈল ।
 অন্তঃকরণেতে কিছু ভয় উপজিল ॥
 তখন শিখিল হৈয়া বিনয়পূর্বক ।
 জিজ্ঞাসে শাস্ত্রীয় কথা হইয়া সস্বধ ॥
 আপনি করিলে যেই কথোপকথন ।
 তাহার ব্যবস্থা কহ কোথায় প্রমাণ ॥
 বৈষ্ণব কহেন মহারাজ যদি শুন ।
 বিশেষে ইহার ক্র.ম. কহি তবে পুন ॥
 ইহার প্রমাণ ভাগবত শাস্ত্র হয় ।
 অন্যত্র শাস্ত্রেরও বহু নিবেদ আছে ॥
 হরিভক্তি-বিলাসেতে সিদ্ধাস্ত করিল ।
 অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ তাঁহা দিল ॥
 স্মার্তবাস্তবশের মত তোমা সভাকার ।
 তাহার সিদ্ধাস্ত এত করহ বিচার ॥
 বৈষ্ণব হইয়া নিজ দেবের প্রসাদ ।
 না থাকিব যাথে নিজ ধর্ম যায় বদ ॥

কালে—

পাখনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধির্ধিতিঃ শ্রুতম্ ।
 অগ্নিদেবস্ত নৈবেদ্যং ভুক্ত্য চান্দ্রোদয়ং চরেৎ ॥

বিষ্ণুর নৈবেদ্যকেই দেব, ঋষি ও সিদ্ধমুন্দ পবিত্র
 বিবেচনা করেন । অপরাপর দেবতার নৈবেদ্য
 ভোজনে চান্দ্রোদয়ের অন্তর্ধান করিবে ।

রাজার যে ক্রোধ-অংশ য'ব দূরে গেল ।
 বৈষ্ণবের বাক্য কিছু লইতে লাগিল ॥

সাধুর সম্মুখে দেখ কি রূপপ্রভাৎ ।
 আছিল কি রাজা পরে উঠে কোন্ ভাব ॥

পান্দ্রোদয়ং—

কৃষ্ণভুক্তেন ভোক্তব্যং নান্ননির্মাল্যবেব চ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভুক্ত বস্তুই ভক্ষণ করিবে, অন্তের
 নির্মালা ভোক্তব্য নহে ।

অগ্নিদে শু নির্মালাং ভক্ষ্যপেয়াদিকং দ্বিজঃ ।

সাত্ত্বৈতন্ম ন তদগ্রাহ্যং সুরাতুলো ন সংশয়ঃ ॥

অগ্নি দেবতাগণের ভক্ষ্যপেয়াদি নির্মালা অগ্রাহ্য
 এবং মত্তাসদৃশ সন্দেহ নাই ।

নৈবেদ্যগ্রহণস্পর্শদর্শনং ভক্ষণং তথা ।

দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্ঘ্যাৎ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ ॥

হে বিপ্র ! সুধী বৈষ্ণববৃন্দ অপরাপর দেবতা-
 গণের পেয়, নৈবেদ্য গ্রহণ, স্পর্শন, দর্শন ও ভক্ষণ
 করিবেন না ।

নান্দ্রোদয়ং নৈবেদ্যং নির্মালাং বৈষ্ণবঃ সদা ।

নান্নশ্চোপাসনা কার্য্যা প্রাণাঃ কঠাগতা যদি ॥

প্রাণ কঠাগত হইলেও, বৈষ্ণববৃন্দ অগ্নি দেবতা-
 গণের উপাসনা কিংবা তাঁহাদিগের নির্মালা গ্রহণ
 করিবেন না ।

দেবতাস্তরস্ত নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।

ন কার্য্যানাং ভক্ষণীয়মগ্রাহ্যং মুনিপুংসব ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! অগ্নি দেবতার নৈবেদ্য, পত্র,
 পুষ্প, ফল ও জল, কৃষ্ণভুক্তবৃন্দের ভক্ষণীয় নহে উহা
 অগ্রাহ্য ।

যদভক্ষ্যং তেব নির্মালাং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।

তদভুক্ত্য যদি মৃঢ়াত্মা তৎসর্বং সুরয়া সমম্ ॥

দেবতাগণের ভক্ষ্য যে নির্মালা, পত্র, পুষ্প, ফল
 ও জল যদি কোন মৃঢ়াত্মা ভক্ষণ করে, তৎসমস্ত
 মত্তের তুল্য ।

প্রাণত্যাগং বরং কুর্ঘ্যাৎ কাল কুটাদিতোজটনৈঃ ।

তথাপি দেবতাচ্ছিন্নভোজনস্ত ন বৈষ্ণবঃ ॥

কালকুটাদি ভক্ষণে বরং প্রাণত্যাগ করিবেন,
 তথাপি বৈষ্ণববৃন্দ দেবতাদিগের উচ্ছিন্ন ভক্ষণ
 করিবেন না ।

রাজা কহে অকদেবপ্রসাদ খাইলে ।
দেবদত্ত করণ হয় ইহা যে কহিলে ॥
ধিফুর প্রসাদে গেই দোষ নাহি হয় ।
সাধু কহে না'হ হয় দেবের আজ্ঞায় ॥
দেবতার মধ্যে তাঁরে না হয় গণনা ।
সর্বময় বেঁহ বস্তু নাহি যাহা বিনা ॥
সর্বোৎকর্ষ বেঁহ নাহি নিজ পরকীয় ।
তাঁহার উচ্ছিষ্ট যে অবশ্য গ্রহণীয় ॥
বিফুর প্রসাদ অন্ন-বস্ত্র-আদি যত ।
আসন ভূষণ গৃহ দেহ অভিমত ॥
ব্যবহার অবশ্যকর্তব্য শাস্ত্রে কহে ।
বিফুর নিবেদিত বিনে কিছু গ্রাহ্য নহে ॥
গ্রহণ করিলে তাহে অপরাধ হয় ।
ভক্তি না ক্ষুরয়ে আর নরকে বৈসয় ।

শ্রীমদ্ভাগবত—

তয়োপযুক্তশ্চ গন্ধবানোহনকারচর্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥

তোমার উপযোগী মালা-গন্ধ-বস্ত্র-ভূষণে অলঙ্কৃত
হইয়া, উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা, তোমার মায়াকে
জয় করিতে পারি ।

শুকঃ পৰ্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালং বিচারয়েৎ ॥

শুক, পর্যুষিত অথবা দূরদেশ হইতে আনীত
হইলেও প্রসাদ প্রাপ্তমাত্রেই ভোক্তব্য, তাহাতে
কখন কালবিচার করিবে না ।

অপরাধা যথা—

শক্তৌ গোপোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণম্ ।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলানীনামনর্পণম্ ॥

শক্তি বিচক্ষণানেও গোপ উপচারে পূজা, অনি-
বেদিত ভব্যভোজন এবং যথাকালজাত ফলাদি ভগ-
বানকে প্রদান না করা,—অপরাধ বলিয়া গণনীয় ।

আর কহি মহারাজ নিগূঢ় যে কথা ।
হরি বিনা উপায় নাহিক যাহা যথা ॥
প্রেমভক্তিসুখম যৈ কহিব পশ্চাতে ।
আত্যন্তিক প্রের নাহি কহি শুন যাতে ॥
মুক্তিহাতভক্তি আর কার্য নাই ।
দ্বিবর্গ যে দাতা আর আনিহ সবাই ॥

হরির অধীন সব আত্মস্থ হাবর ।
হরি সভাকার প্রভু সকলি কিঙ্কর ॥
নানার্থগতিক শাস্ত্র লোক বিড়ম্বিতে ।
কহরে লোকেতে তাহা না পারে বুঝিতে ॥
কালনিক শাস্ত্র কথোক্তলি প্রকাশিল ।
তম-শুণী লোক তাহে প্রামাণ্য করিল ॥
মহামায়া তুমি যারে কহিছ ঈশ্বরী ।
দ্বিগুণ-আত্মিকা তেঁহ হরির কিঙ্করী ॥
রজ-তম্বু-বিষয় বে দেন সভাকার ।
যে বিষয়মোহমদে ভুলিছে সংসার ॥
অতএব মহারাজ হরি বিনা গতি ।
ত্রিভুগতে নাহি আর কোন যে মুক্তি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

সক্ং ব্রহ্মসুখ ইতি প্রকৃতেঃশুণ্যৈশ্চ-
যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাশ্চ ধত্তে ।
স্থিত্যদয়ে হরিতিরিকিহরেতি সাজ্জা,
শ্রেয়াংসি তত্র ধনু সঙ্কতনোন্মূখাং স্ম্যঃ ॥

সক্, ব্রহ্ম, তমঃ প্রকৃতির এই শুণ্যব্রহ্মসুখ স্বত এক
পরমপুরুষ য'দও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই সংজ্ঞাত্রে
এই সংসার ধারণ করেন ; তথাপি মহাব্যোম পক্ষে সক-
লরূপ বাস্তবদেবই শ্রেয়োজনক সন্দেহ নাই ।

শ্রীমদগীতারাম্—

যেহ প্যক্তং বৈতাভক্তা বদন্তে প্রকরাস্বিতাঃ ।
তেহপি মামেব কোন্মেয় ! নজস্তাবধিপূর্ষকম্ ॥

হে কুস্তিনন্দন ! গাহার অপরাপর দেবতার
ভক্ত হইয়া প্রক্কা সহকারে তাঁহাদের ভক্তনা করে,
তাঁহারাও আমারই ভক্ত সত্য ; তবে তাঁহাদিগের
ভক্তনা বিধিপূর্ষক সম্পন্ন নহে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অবিন্ধিতং তং পরিপূর্ণকামং,
শ্বেনৈব লাভেন সগং প্রশান্তম্
বিনোপসর্গতাপরং হি বাগিশং,
খলাসুলেনাতিতিতর্কং সিদ্ধম্ ॥

যিনি বিষয়ের অতীত, যিনি আশ্র লাভেই
পূর্ণকাম, যিনি প্রশান্ত ও সমভাববিশিষ্ট, তাঁহাকে
বিসর্জন পূর্ষক যে ব্যক্তি অপরের প্রার্থী হয়, সে

মুচ কুঙ্কর-লাঙ্গল-বারণে মহা-সাগরপার হইতে ইচ্ছা করে ।

প্রথমে শ্রুত—

মুমুক্শু বা ঘোররূপান্ হিমা ভূতপতীনধ ।
নারায়ণকলাঃ শাস্তা ভজন্তি হনন্থবঃ ॥

মুমুক্শুগণ, ঘোররূপী ভূতপতিদিগকে ত্যাগ করিয়া,
এবং অপরাপর দেবতার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না
হইয়া নারায়ণের শাস্ত মূর্তির ভজন করেন ।

বহুশাস্ত্রে অনেক তো আছেয়ে প্রমাণ ।
গীতা ভাগবত দুই হয় যে প্রধান ॥
তাহার প্রমাণ এই কহিল নিশ্চয় ।
তবে যে যতক শুন আগমাদিচর ॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন বিবরিয়া কহি ।
এ সব কারণ কেহ আজ্ঞা বুঝে নাহি ॥
শ্রীমান্ ভগবান্ অজ্ঞা দিলা মহাদেবে ।
কলিত আগম করি মোহ কর জীবে ॥
আমাতে বিমুখ যাহা দেখি লোক হয় ।
তাহে মোর ভাষ বাধে সৃষ্টিবুদ্ধি হয় ॥
তবে মহাদেব সৃষ্টি করিলা আগম ।
দেখাইলা ফল আশ্রিত মনোরম ॥
সহজে লোকের রজ-তমের স্বভাব ।
তাহাতে দেখিল শাস্ত্র সেই-অমৃতব ॥
সেই পথে গমন করিয়া লোক রিখে ।
হরি যে পরম গতি তাহা নাহি বুঝে ॥

পাণ্ডে—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈশ্চ জনান্ যদ্বিমুখান কুরু ।
মাঞ্চ গোপন যেন শ্রাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥

কল্পিত আগম সৃষ্টি করিয়া যৎপ্রতি জনগণকে
বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর; তাহাতে
এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন থাকিবে ।

প্রকৃতিধণ্ডেতে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ।
ভগবান্ কহিলা ঐমত পঞ্চাননে ॥
তোমার শক্তির আরাধনা-আদি যন্ত্র ।
আমারে গোপন করি কর নানা ভয় ॥
সংসারমোচন কাহা হৈতে নাহি হয় ।
তাহার এক ইতিহাস শুন মহাশয় ॥

পদ্মপুরাণেতে ইহা প্রচুররূপ হয় ।
কানীতে যে হৈল রামনামের উদয় ॥
শ্রীমান্ কানীনাথের যে ভক্ত কথোত্তলি ।
তুষ্ট কৈল মহাদেবে ভজি সবে মেলি ॥
বর মাগিল ফল সংসারমুক্তি ।
দেব কহে মোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি ॥
পুনঃপুন তারা নাহি চাহে মুক্তি বিনে ।
মহাদেব বিচার করিলা কিছু মনে ॥
ইন্দির ধ্যান করি প্রসন্ন করিলা ।
নিমন্তস্তগণহেতু মুক্তি প্রার্থিলা ॥
ভগবান্ নিজ ব্রহ্ম রাম নাম দিলা ।
কানীর রতন এই হইল কহিলা ॥
কানীপুরে যার দেহপাতন হইবে ।
তৎকালীন এই নাম তার কর্ণে দিবে ॥
নিশ্চয় হইবে মুক্তি নাহিক সন্দেহ ।
বৈকুণ্ঠ পাইবে সেই নিজগুণ সহ ॥
গদগদভাবে মহাদেব রামনাম ।
পাইয়া ধারণ কৈলা কণ্ঠে অবিরাম ॥
কানীতে মররে যেই পশু কীট নর ।
রামনাম দিয়া তারে করেন উদ্ধার ॥
প্রসিদ্ধ এ প্রকরণ অগতে জানয় ।
অতএব হরি বিনে নাহিক উপায় ॥
অন্ত শাস্ত্রে বজ্রি কোথাও অন্তদেব হৈতে ।
মুক্তিফল কহে তাহা না তাও প্রতীতে ॥
রজ-তম-শাস্ত্র বিনে সাস্ত্রিকে না কহে ।
লোকবিড়ম্বনহেতু যথার্থ সে নহে ॥
যদি কহ অযথার্থ শাস্ত্রে কহিলে ।
তাহার কারণ শুন শাস্ত্রেতেই বলে ॥
পরোক্ষবাদ যে শব্দশাস্ত্রেতে কহয় ।
হরি তুষ্ট তাহে বটসন্দর্ভে বলয় ॥
সন্দর্ভশব্দের অর্থ গূঢ়ার্থ প্রকাশ ।
অতএব সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তনির্ভাস ॥
তাহাতে যে সিদ্ধান্ত কহিল তাহা শুন ।
যাহা হৈতে অধিক বিচার নাহি পুন ॥
শাস্ত্রের স্বভাব সাতে বিচার করিল ।
সর্বশাস্ত্রে ঐক্য করি সমাধান কৈল ॥
এক শব্দে আর অর্থ নানার্থে কহয় ।
রোচকার্থে শব্দান্তর লোকে না বুঝয় ॥
কোথাও লক্ষণা-গৌণ আদি শব্দে কহে ।
লোকে আর বুঝে শাস্ত্রে ঐক্য না করয়ে ॥

না বুঝিয়া কহে শাস্ত্রে নানা মতে কহে ।
 সব এক-ঐক্য নানা মত কহু নহে ॥
 নানা মত শাস্ত্রে কহু ব্যভিচার নহে ।
 তাহা হৈলে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা হইবে ॥
 তবে যে বিরোধ-মত-কল্পিত আগম ।
 তামসিক সেই শুন তাহার মরম ॥
 যথা যথা সাত্ত্বিক শাস্ত্রের যে বিরোধী ।
 তামস করিয়া তাহা জানিবে যে সুধী ॥
 সন্দর্ভে যে ইহার বিচার কৈল শুন ।
 যাথে মনে সন্দেহ নহে হইবেক পুন ॥
 দশধা-প্রমাণ-মধ্যে চারি যে প্রধান ।
 প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য শব্দ আর অনুমান ॥
 তার মধ্যে অনুমান প্রত্যক্ষ যে দুই ।
 ব্যভিচার দেখি তাতে সুপ্রতীত নাই ॥
 জল-বরিষণ-অস্ত্রে ধূমদরশন ।
 মায়াযুগে দরশনে করয়ে ক্রন্দন ॥
 শব্দ-শাস্ত্রে যে নাহিক ব্যভিচার ।
 ঐতিহ্য যে সাধুপরাম্পরা সেহ সার ॥
 তবে বাদী কহে শাস্ত্রে ব্যভিচার হয় ।
 তুমি কহ একবাক্য এ বড় সংশয় ॥
 নানা মত নানা বিধি নানা শাস্ত্রে দেখি ।
 আচার্য্য কহেন যার নাহি সূক্ষ্ম জ্ঞানি ॥
 সেই দেখ নানা মত বিচারিতে নারে ।
 ব্যভিচার বলি নানা বিধান আচারে ॥
 কিন্তু যে ইহার শুন সিদ্ধান্তনিদান ।
 মূলশ্রুতিবিচার যে ইহার প্রমাণ ॥
 সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে ব্যভিচার যথা ।
 তামস করিয়া সেই জানিহ যে তথা ॥
 সদাচারবিপর্য্যয় মকরাদি যত ।
 হাড়মাল জটা ভঙ্গ বিকূতে বিরত ॥
 বিষ্ণু তেজি উপাসনা দেবতা-অস্তর ।
 একাদশী জন্মাষ্টমী আর মতান্তর ॥
 অস্ত্রদেব-উপাসক-স্থানে বিষ্ণুমন্ত্র ।
 দীক্ষা শিক্কা কঠেন পুজন তন্ত্র-যন্ত্র ॥
 কেশ-অবতার আর ঈশ্বর নিঃশক্তি ।
 মায়াবাদমত যাহা নিন্দনীয় অতি ।
 • বিষ্ণুর বিগ্রহ ধাম কর্ম পারিপদ ।
 সপ্তম কহয়ে যাথে বড়ই প্রমাণ ॥
 সেই শাস্ত্র না শুনিবে কর্ণে দিবে বাণ ।
 যে অহা আদরে নাহি বৈস তার সাথ ॥

ভগবত-আজ্ঞায় শিব বিপ্ররূপ ধরি ।
 বেদার্থ কল্পিত কৈল মায়াবাদ করি ॥
 শাক্তরি ভাষা যে তাহা অজ্ঞে প্রশংসয় ।
 এ বৃত্তান্ত শ্রবণে শিব গৌরীয়ে কহয় ॥

পাদ্যে—

• মায়াবাদমসংচ্ছাদ্যঃ প্রচ্ছন্নঃ বৌদ্ধমুচ্যতে ।
 ময়ৈব বিহিতং দেবি ! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা ॥

অসংশয় মায়াবাদ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া কথিত ।
 হে দেবি ! ব্রাহ্মণমূর্তিধারণ পূর্বক কলিযুগে মৎকর্তৃক
 উহা বিহিত হইয়াছে ।

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে বিরোধি যতেক ।
 অস্তুর মোহের হেতু কহে পরতেক ॥
 মনুষ্যেই দৈবান্সর দুইমত জন্মে ।
 কৃষ্ণভক্ত দেব-অংশে অস্ত্র অস্ত্রে রমে ॥

পাদ্যে—

দেবী ভূতসর্গী লোকেহ্মিন্
 দৈবো হ্যাম্বর এব চ ।
 বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈবো
 হ্যাম্বরভূতবিপর্য্যয়ঃ ॥

ইহলোকে দৈবী ও তামসরী দুইরূপ প্রাণি-সৃষ্টি ;
 দৈবী সৃষ্টি বিষ্ণুভক্তগণ এবং তামসর সৃষ্টি
 ভবিপরীতগণ ।

তামস-পুরাণ ছয় ইহা যদি কহ ।
 তামস যে কহে তার কারণ শুনহ ॥
 তামস কল্পিতে তার উদ্ভব হইল ।
 যে হেতু তামস মত কিছু সঞ্চারিল ॥
 সেই সেই মত তাহা গ্রাহ্য নাহি হয় ।
 অস্তুর মোহের হেতু জানিহ নিশ্চয় ॥
 নতুবা পুরাণ শুদ্ধ তামস না হয় ।
 যে হয় তামসমত তাহি গ্রাহ্য নয় ॥
 অতএব আগম পুরাণ-শ্রুতি মতে ।
 নির্ভণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জানিহ অগতে ॥
 বেদের সিদ্ধান্ত এই কৃষ্ণে ভক্তি কর ।
 আর যত ধর্ম্মাধর্ম্ম সব পরিহর ॥
 সংসারমোচন যাহা হৈতে নাহি হয় ।
 সেই শুদ্ধ ইষ্টদেব বন্ধু কেহ নয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শুকন'স শ্রীং বক্তনো ন স শ্রীং,
পিতা ন স শ্রীজ্ঞাননৌ ন স। শ্রীং ।
দৈবং ন তং শ্রীং পশ্চি স শ্রীং,
ন মোচয়েদ্ব্যঃ সমুপেতমুত্থাম্ ॥

তিনি শূক নহেন, স্বরূপ নহেন, পিতা নহেন,
জননী নহেন, দেবতা নহেন, পতি নহেন—যিনি
বৃত্তা হইতে মোচন করিতে না পারেন ।

ইহাতে দৃষ্টান্ত দেখ প্রত্যক্ষ আছে ।
পূর্বে সাধুগণ হেন সকলি তেজস্বী ॥
হরিভক্তি প্রতিকূল শূক বলিবাজ ।
উপেক্ষা করিয়া সাধু লাগে নিজকাজ ॥

পাণ্ডে—

বামনায় মহীদানে বাণঃ পরমবৈষ্ণবঃ ।
লজ্জয়িত্বা গুরোক'ক্'ত' ত্যাগ এব বিধীয়তে ॥

শুকবাক্য লজ্জনে বামনদেবকে পৃথিবীদান করিয়া
লজ্জিত পবনবৈষ্ণব হও তে ত্যাগেরই বিধান
হইতেছে ।

স্বরূপ তেজসা মহাবাজ বিভীষণ ।
উপেক্ষিতা বন্ধুবর্গ ভাই যে রাবণ ॥
পিতা ত্যাগ কৈলা ভাগবত শ্রীচন্দ্রদাস ।
যেহেতুক ভক্তিপথে করিল বিবাদ ॥
শ্রীমান্ ভরুভক্তি নিজ কৈকেয়ী মাতারে ।
ত্যাগ করি মন্তক সাহেলা কাটিবারে ॥
দেবতা ত্যজিলা শ্রীমান্ বশিষ্ঠ দেবর্ষি ।
কোনকালে ছিলা তেঁহ শক্তির উপাসী ॥
মহানারায়ণ স্থানে তেঁহ চাহিলেন মুক্তি ।
তেঁহ কহে যোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি ॥
সংসার-মোচনহেতু এক হরিভক্তি ।
তাহা বিহু কাহার নাহিক সেই শক্তি ॥
ঐশ্বর্য তন তাঁহারে তেজিয়া বিজয়নি ।
বিচারিয়া হ'রপদে লইল শরণি ।
পতি-পুত্র-আদি ত্যাগ কৈল বহু জন ।
কৃষ্ণভক্তি অহুকুল সেই বন্ধুজন ॥

আগমে—

বিষ্ণুভক্তিং বিনা রাজন্ । যো চাত্মমুপদিশতি ।
আত্মনা সহিতঃ তত পিতরং মরকং নরং ॥

হে রাজন্ । বিষ্ণুভক্তি বিনর্জন পূর্বক নরসমগণ
কিছুই দেখিতে পার না ; তাহার আশ্রয়ের সহিত
পিতৃকুলও নরকগামী করে ।

রাজা কহে তবে কেন ভ্রান্তপণ্ডিত ।
সকলি সমান কহে বিষ্ণুর সহিত ॥০
সাধু কহে তারা তত্ত্ব না বুঝিয়া কহে ।
বিষ্ণু সর্বোত্তম তাঁর সম কেহ নহে ॥
তাঁহার বিভূতি ব্রহ্ম-রুদ্র আদি করি ।
পূর্বব্রহ্ম সনাতন ঈশ্বর শ্রীহরি ॥
ব্রহ্মা মারাধীন রুদ্র ঈশ্বর আবৃত ।
নিগুণ শ্রীহরি সর্বশাস্ত্রের সম্মত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শিবঃ শক্তিস্বরূপঃ শব্দং ত্রিলিঙ্গা শব্দসংবৃতঃ ।

হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥

শিব শক্তি-সম্বন্ধ এবং ত্রিবিধলিঙ্গসম্পন্ন শ্রীহরি
নিগুণ, দৃশ্যমান, প্রকৃতির অতীত পুরুষ ।

বিষ্ণুসহ অস্ত্র দেব যে কার সমান ।
পারশুর মধ্যো সেই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

পাণ্ডে

যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদির্দৈবতৈঃ ।
সময়েনৈব বীক্ষেত স পারশুী ভবেদ্রবম্ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি স্বরূপদেব নারায়ণের
সহিত তুল্যভাবে দর্শন করে, সে ব্যক্তি পারশু
সন্দেহ নাই ।

বিষ্ণু বিনে শিব যে পৃথক না মন্তব ।
বিষ্ণুর অংশাংশ করি মানিতে কর্তব্য ॥
অথবা হরির ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠতম ।
বৈষ্ণবের মধ্যে যে নাহিক ধাঁহা-সম ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

নিম্নগানাং যথা গজা দেবানামুচ্চাভো যথা ॥
বৈকবানাং যথা শত্ৰুঃ পুরাণানামিনং তথা ॥

গজা যেমন নদীসমূহের, নারায়ণ যেমন দেবতা-
দিগের এবং শত্ৰু যেমন বৈকবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই
গ্রন্থ (শ্রীমদ্ভাগবত) তদ্রূপ পুরাণের মধ্যে প্রথিত ।

অতএব সর্বদর্শ্য তেজি হরি ভক্ত ।
সংসার নিগুঢ় দৃঢ় চরিত্রের ত্যজ ॥

শ্রীমদগীতাম্—

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মায়েকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যাম্যসুচ ।

সর্বধর্ম্য বিসর্জন পূর্বক একমাত্র আমার শরণ
লও, আমি তোমার সর্বপাপ দূর করিব, শোক
করিত না ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আজ্ঞৈরব্যং গুণান্ দোষান্ মদাদিষ্টানপি স্বকান্ ॥

ধর্ম্যান্ সন্তোজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজ্যেত স সন্তমঃ ॥

মৎকর্তৃক অজ্ঞাপ্ত হইয়াও, মদাদিষ্টে ধর্মের দোষ
গুণ বিদিত হইয়াও, সম্যকরূপে স্বধর্ম পরিত্যাগ
করিয়া যিনি আমার ভজনা করেন তিনিই সন্তম্ ।

ব্রহ্মসংহিতাম্—

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য কৃষ্ণৈকং শরণং ব্রজ ।

যাদৃশী ভা'না যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের
শরণাপন্ন হও, যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তা
সিদ্ধি লাভ হয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ত্যাক্ত্বা স্বধর্মং চরণাবুজং হরে-

র্ভজ্যন্ন পঙ্কোহথ পতেৎ ততো যদি ।

যত্র ক বাহুভজ্যতুদমুখ্য কিং,

কো বাধ আশ্রোতুজতাং স্বধর্মতঃ ॥

যদি কেহ স্বধর্ম-পরিত্যাগে শ্রীহরির পাদপদ্ম-
ভজনায় অসিদ্ধ অবস্থায় পতিত হয়, তবে তাহার
অভ্যুদয়-হেতুই বা কি অশুভ হয় ; আর বাহারা
শ্রীহরির ভজনা করেন না, মাত্র স্বধর্ম হইতেই বা
তাঁহাদের কি অর্থলাভ হয় ?

সর্বধর্ম-পদে কৃষ্ণভক্তির ইত্তর ।

কর্ম যোগ জ্ঞান অস্ত্র উপাসনা আর ॥

পরিত্যজ্য পদে যত কৃত যে সাফল্যে ।

ভেজিয়া ভক্ত হরি পারে সর্বকালে ॥

কতি যে প্রত্যয় করি ত্যাগের অন্তর ।

কৃত না হইলে নহে ত্যাগের বিচার ॥

সর্বধর্মদোষগুণ বিচার করহ ।

সকল ভেজিয়া হরিচরণ ভজহ ॥

শান্ত মতি তার সেই করে না ভজরে ।

হরির কল'কে ভক্তে আকরে ভেজিরে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মুহুর্তবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনধ ।

নারায়ণকলাঃ শাস্তা ততস্তি হননশ্রমঃ ॥

মুহুর্ত ঘোররূপী ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ
করিয়া অবিবেচনাবে নারায়ণের শাস্তমূর্তির উপাসনা
করে ।

যে-তক জীবের মোহ বুদ্ধির ব্যত্যয় ।

আচারে সে-তক নাহি বুঝয়ে নিশ্চয় ॥

কর্তব্যাকর্তব্যো যবে নির্বেদ জন্ময় ।

শ্রোতব্য শ্রোতব্য সকলি তেজয় ॥

শ্রোতব্য যে যত ধর্মশাস্ত্র অভিমত ।

শ্রুত যাহা কৃত শুক উপদেশ যত ॥

কৃত করণীয় যত সকলি ভেজিয়া ।

তখন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তে নির্বেদ পাইয়া ॥

কৃষ্ণ-উপদেশটা শুক আশ্রয় করিয়া ।

কৃষ্ণভাক্ত পরাৎপরমহত জানিয়া ॥

চক্ষুমান্ হর তবে দেখিবারে পার ।

পরমনির্বৃত্তি তবে তখন জন্ময় ॥

শ্রীভগবদগীতাম্—

যদা তে বোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিক্রিয়াতি ।

তদা গম্যসি নির্বেদং শ্রোতব্যন্ত শ্রুতন্ত চ ॥

যখন তে'মার বুদ্ধি মোহারণ্য লঙ্ঘন করিবে,
তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে নির্বেদ প্রাপ্ত
হইবে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মৎকামা ব্রহ্মণ' জ'রমস্বরূপবিনোদবলাঃ ।

ব্রহ্ম মা' পরম' প্রাপুঃ সজাচ্ছতসহস্রণঃ ॥

মৎপ্রতি কামনাবিশিষ্ট অবলাগণের সহিত রতি
জীড়ার আমি উপপতিস্বরূপ প্রতীক্ষমান হইলেও
তাঁহারা আমাকে পরব্রহ্মরূপেই লাভ করিয়াছিল,
এবং তাঁহাদিগের সজলাভে অপর শতসহস্র-ব্যক্তিও
আমাকে সেইভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

ওস্বরূপ ব্রহ্ম-বাৎসল্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্ ।

প্রবৃত্তক' নিবৃত্তক' শ্রোতব্য' শ্রুতমেব চ ॥

মাহেকমেকশরণমাঙ্গানঃ সৰ্বদেহিনাম্ ।

যাহি সৰ্বাঙ্গভাবেন ময়া ত্রা হকৃতোভয়ঃ ॥

সেই হেতু হে উদ্ধব । তুমি প্রবৃত্ত, নিবৃত্ত, ক্রত, প্রোতব্য, বিধি ও নিষেধ সমস্ত বিসৰ্জন পূৰ্বক সৰ্বভূতের আত্মা একমাত্র আমারই শরণ লও, আমার সৰ্বাঙ্গভাবে দ্বারা তুমি নিশ্চয় অকৃতোভয় হইবে ।

অষ্টমস্কন্ধের শেষে রাজা স্যতব্রত ।

মন্ত্রনৈব প্রতি সাধু কহে এইমত ॥

অন্ত উপদেষ্টা উপদেশ-আদি ত্যাগ্য ।

টীকাতে বাখানে চক্রবর্তী যে আচার্য্য ॥

পাদোত্তরধণ্ডে—

শৈবশাক্তগাণপত্যসৌরস্ত দেবপূজকম্ ।

গোবিন্দশরণং পশ্চাৎবেদ্যদি স বৈষ্ণবঃ ॥

শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর এবং দেবপূজক জনাৰ্দ্দনের শরণাপন্ন হন, পশ্চাৎ তাঁহারাও বৈষ্ণব হন ।

শাক্তান্ত বৈষ্ণবো ভূত্বা দুর্গেত জাহ্নবে হরে ।

শাক্তই বৈষ্ণব হইয়া জীহরি কর্তৃক জ্ঞান প্রাপ্ত হন ।

অতএব অন্ত ছাড়ি হরির আশ্রয় ।

অবশ্যকর্তব্য ইহা নাহিক সংশয় ॥

কর্ম জ ন হই যে তাহাতে নাহি প্রের ।

সেই মাত্র কেবল জীবের ভ্রমময় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ ।

ঈরতেহমলয়া তক্ত্যা হরিরহুদ্বিভুখনম্ ॥

দানে নহে, তপস্কার নহে, শৌচে নহে, ব্রত-ব্রিতে নহে, কেবল নির্মল ভক্তিতেই জীহরি সন্তুষ্ট হন, অস্ত সমস্তই বিড়ম্বনা ।

অতএব কর্ম কর্তৃ নাহি হয় প্রের ।

সংসার ভ্রমমাত্র তাহাতে নিশ্চয় ॥

হরিতক্তি মিত্র বিনে সেই সিক্ত নহে ॥

এসিদ্ধ ব্যবস্থা ইহা সৰ্বশাস্ত্রে কহে ॥

কেবল যে জ্ঞান হরিতাবেতে বর্জিত ।

তাহাতেও প্রের নাহি বিশেষে অনহিত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিযুদস্য তে বিভো,

ক্লিষ্টস্তি যে কেবলবোধনকরে ।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যকঃ,

নাহুদযথা স্থলভূষাবধাতিনাম্ ॥

হে বিভো ! ভবদীয় ভক্তিযার্গে কল্যাণ স্রোত প্রবাহিত, যাহারা কেবল জ্ঞানমার্গানুসারী, তাহারা ক্লেশই পাইয়া থাকে ; স্থলভূষাবধাতির যেমন বৃহত্তর দর্শনে আগড়ার অবধাত করে, তাহারাও সেইরূপ বৃথা ক্লেশ পায় ।

যেহনোহরবিনাক্ষ । বিমুক্তমানিন-

দ্ব্যাস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আক্লিষ্ট ক্লিষ্টে ন পরং পদং ততঃ,

পতন্ত্যধোহনদৃতযুগ্মগুপ্তয়ঃ ॥

হে পদপলাশলোচন । আর যাহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধির অভাব, অথচ যাহারা বিমুক্ত্যভিমাত্রী, অতি কষ্টে পরমপদে আরোহণ করিয়াও, আপনার পার্শ্বদগ্ধের প্রতি অনানন্দ বশতঃ তাহারা পতিত হয় ।

শুদ্ধভক্তি বিনে কৃষ্ণ কর্তৃ নাহি পায় ।

জ্ঞান-কর্ম-আদি তেজি ভজন যে প্রা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অকামঃ সৰ্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীব্রেন ভক্তিযোগেন যত্তেত পুরুষঃ পরম্ ॥

উদারমতি ব্যক্তি কামনাশূন্য, সৰ্বকামনাবিশিষ্ট, মোক্ষাভিলাষী হইয়াও তীব্র আভ্যোগ দ্বারা পরম পুরুষেরই ভজনা করেন ।

তীব্রভক্তি পদে জ্ঞানকর্ম-অনাবৃত ।

টীকাকার-চক্রবর্তী-আচার্য্য-সম্মত ॥

ভক্তিরসামৃতসিকৌ—

অস্যাভিলাষিতাশূন্যঃ জ্ঞানকর্মাভনাবৃতম্ ।

আমুকুলোন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

অন্যাভিলাষিতাহীন, জ্ঞানকর্মাভি নাবৃত নহে, অথচ শ্রীকৃষ্ণের অন্য যে অনুকূল অনুশীলন, তাহাই উত্তম ভক্তি ।

জ্ঞানমিত্রা তকতি যে আশ্রয় করয় ।

নির্কামের হেতু কিন্তু কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

ভক্তিহীন জ্ঞান কৰ্ম বিফল কেবল।
অধঃপতনমাত্র হয় তার ফল ॥
নিকাম যে কৰ্ম করে বিষ্ণুর শ্রীত্যাগ।
তাহার যে ফল তাহা শুনহ যথার্থ ॥
অন্তর্যমির প্রতি কারণ সে হয়।
মনঃশুদ্ধি হইলে তাহে বৈরাগ্য জন্ময় ॥
সেই যে বৈরাগ্য শুদ্ধ জ্ঞানের কারণ।
ভক্তি প্রতি কভু কৰ্ম কারণ না হন ॥
কৰ্মার্পণ ভক্তি যে কেচিৎ মতে কন।
পরম্পরারূপে কষ্টে মুক্তি প্রতি হন ॥
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কাহা হৈতে না মিলয়।
বিনে সাধুসঙ্গ আর নাহিক উপায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

প্রায়েণ ভক্তিয়োগেন সংসর্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিজ্ঞতে সম্যক প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥

হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গপ্রায়ে ভক্তিয়োগ ব্যতীত
সংসার-জাণের আর উপায় নাই; আমি সাধুগণেরই
পরম আশ্রয় ॥

জ্ঞান-কৰ্ম ত্যজি ভজে অনন্যভাবেতে।
প্রশংসা তাহার সেই পায় ব্রজনাথে ॥
সদাচারহীন যদি ছুরাচার হয়।
কৃষ্ণপ্রিয় সেই সাধু করি মানি তার ॥

অপি চেৎ সূহৃদাচারো ভজতে মামনন্যতাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্ ব্যবসিতো হি সং ॥

যে ব্যক্তি একান্তমনে আমার ভজনা করে,
সূহৃদাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া জ্ঞাত
হইবে; কেন না, সে যৎপ্রতি একান্তচিত্ত ॥

কৃষ্ণভক্ত চতুর্দর্শ নাহিক মাগয়।
মুমুক্ষু যে কৃষ্ণভক্তিয়োগ্য নাহি হয় ॥
নিকাম অনন্য শুদ্ধসাধু্য ভকতি।
এইমাত্র কার যার ফল প্রেমরতি ॥
অন্ত অন্ত যোগ-ধর্ম সিদ্ধি অষ্টাদশ।
শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধি হয় প্রেমরস ॥
অন্য অন্য যোগ-ধর্মে সিদ্ধি ধর্ম অর্থ কাম।
শ্রীকৃষ্ণভজনে মিলে ব্রহ্ম প্রেমধাম ॥
প্রাকৃত যে সিদ্ধি ভক্ত দৃক্শাত না করে।
মুক্তিচতুষ্টয়নাম নাহি লয় উরে ॥

প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ খাজ চাহে।
দিলেও যে না লয় অনর্থ মানে তাহে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

সালোকাসাষ্টি সামীপ্য-সাক্ষৈপ্যকল্পপাত।
দীর্ঘমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা যৎসেবনং জনাঃ ॥

সমান লোকে বাস, সমান ঐশ্বর্য, সমীপাবস্থান,
সমান রূপ এবং সর্ববিষয়ে সমর প্রদান করিলেও
দীর্ঘ ভক্তবৃন্দ আমার সেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ
করেন না।

কৃষ্ণ যে আনন্দময় তাঁহার ভকত ॥
সেই মগ্ন সদা তার তুচ্ছ ত্রিজগৎ ॥
অতএব মহারাজ সদা ভজ হরি।
পরাম্পর পরম-ব্রহ্ম সভার উপরি ॥
সচ্চিদ্র আনন্দময় শ্রামলবিগ্রহ।
স্বরূপ শক্তি ধাম পরিকর সহ ॥
বেদের তাৎপর্য শ্রামলসুন্দরভজন।
আর বত কহে সেই ত্রিবর্গসাধন ॥
পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন।
বার বার ভজ গোপীনাথের চরণ ॥

শ্রীমদ্বৈতানাচাৰ্য্যভাষ্যে—

চিদানন্দাকারং জলদকৃতিসারং শ্রুতিগির্যং,
ব্রহ্মস্রোতাং হারং ভবজলধিগারং কৃতধিয়াম্।
বিহঙ্গং ভূতারং বিদধদবতারং মুহুরহো,
হরিং বারংবারং ভজন কুশলারম্ভকৃতিনঃ।

শ্রুতিবাণী ধারাকে চিদানন্দরূপ জলদশ্রামল-
কান্তি বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, রাজাদিনাদিগের
যিনি কর্তৃহার-স্বরূপ; আত্মসংযমীপণের যিনি ভব-
সাগরের একমাত্র কর্ণধার, যিনি ভূতার হরণার্থ যুগে
যুগে নানা অবতাররূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, হে
হিতব্রতাহুষ্ঠাতৃগণ, তোমরা সেই শ্রীহরিকে বার বার
ভজনা কর।

বংশীবিশ্রুতিবিতকরাং নবনীরদাতাং
পীতাম্বুতাং অরুণবিহকলাধরোষ্ঠাং ॥
পূর্ণেশ্বরমুখাং অরবিন্দ নেত্রাং,
কৃষ্ণাং পরং কিমপি ভক্তমহং ন জানে ॥

বংশীবিশ্রুতিবিতহর, জলদকান্তি, পীতবাসী, অরুণ-
বিহকরোষ্ঠ, পূর্ণেশ্বরমুখ, কমলনেত্র, সেই
শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোনও পরমভক্তই আমি জানি না।

অঙ্গসংহিতায়াম্—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাগির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, আদি ও
অনাদি, গোবিন্দ এবং সর্বকারণকারণ ।

কৃষ্ণের চিহ্নরূপ মাগ্নিক করিয়া ।

যে অধম কহে সেই জন মন্দধিরা ॥

তার মুখদরশনে মহাপাপ জন্মে ।

সে জনার অধিকার নাহি কোন কর্মে ॥

তার স্পর্শে প্রারম্ভিত করিতে জুয়ার ।

শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য রামাঙ্কজ স্বামী কর ॥

বস্ত্রের সহিত জলে পড়ি স্নান করি ।

স্মরণ করিব উঠি নাথ বিষ্ণু হরি ॥

মারাবাদ-ভাষ্য-কল্পনার্থ মধ্বাচার্য্য ।

দূষিলা শতেক-মতে মত শঙ্করাচার্য্য ।

শত দোষ দিয়া শতদূষণী নামেতে ।

গ্রন্থের একাশিলা প্রসিদ্ধ জগতে ॥

কুসঙ্গ সদাই ত্যাগ সংসঙ্গকরণ ।

নিভাস্ত শ্রেয়াংশ এই বেদের বচন ॥

শুক কৃষ্ণ বৈষ্ণবে যাহার নাহি রতি ।

নিম্নক পাত্তও সে বিরোধী ভক্তি প্রতি ॥

বিষয়-আত্মক অবৈষ্ণব দ্বিগ-বিট ।

সে সকল জানিবে যে সংসারের কীট ।

তার সঙ্গ না করিব সদা স'বধান ।

আপনা রাখিতে এই পরমবিধান ॥

কর্মী জানী ন'নাদেবপেবী যেই নর ।

তার সঙ্গ বিশেষতঃ সদা নিবারণ ॥

কাত্যায়নসংহিতায়াম্—

বরং হৃদবহুজ্ঞাপজ্ঞাস্তব্যবস্থিতঃ ।

ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশম্যম্ ॥

পঞ্জরভিতরে নিরস্তর অগ্নিশিখার অবস্থানও
বরং সহ্য হয়, তথাপি শ্রীহরির চিন্তায় বিমুখব্যক্তির
সংসর্গজনিত পীড়া সহ্য হয় না ।

বিষ্ণুহস্তে চ—

আজিজনং তরং যন্তে ব্যাগব্যাজললোকসাম্ ।

ন সঙ্গঃ শলাযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্ ॥

সর্প, ব্যাজ ও অলৌকিক আলিঙ্গনও বরং শ্রেয়ঃ
যদিয়া জান করি, কিন্তু নানাদেবৈকসেবী শলাযুক্ত

ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও ভাল বলিয়া জ্ঞান
করি না ।

সবার অরজল গ্রহণ নিবৃত্ত ।

বৈষ্ণবের অন্ন খাউতে হয় যে উচিত ॥

অভাবে কিঞ্চিৎ জল মাগিয়া খাইব ।

শাক্তাদির অন্ন ত্যাগ অবশ্য করিব ॥

পাদে—

‘প্রার্থয়েদবৈষ্ণবান্নং’ তদভাবে জলং পিবেৎ ।

সঙ্গং বিবর্জয়েচ্চৈব শাক্তাদীনাস্ত বৈষ্ণবঃ ॥

বৈষ্ণবের সকাশ হইতে অন্ন প্রার্থনা করিবে,
তদভাবে জল মাত্র পান করিবে; বৈষ্ণব সর্বথা
এক বেই শাক্তাদির সঙ্গ ত্যাগ করিবেন ।

ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যামেধাবৎ ।

নাম্নাং লভেত শাক্তানাং শৈবাদীনাস্ত বৈষ্ণবৈঃ ॥

শাক্তাদির দ্রব্য অপত্তি, তাহা প্রার্থনা করা
অনুচিত । শাক্ত ও শৈবগণের অন্ন কখনও গ্রহণ
করিবে না ।

বিশেষতঃ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে পাদোদক ।

পরমপদার্থ সেই কহিব কি-তক ॥

তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যার ।

যাতে চতুর্দর্শ মিলে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥

ন ব্রহ্মপঞ্চরাত্রে—

বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্কাণহেতুনা ।

পরং নির্কাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্ ॥

বৈষ্ণবে কন্যাসম্প্রদান পরম নির্কাণের কারণ;
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনও পরমনির্কাণের হেতু ।

শ্রী-ভাগবতে—

উচ্ছিষ্টলপনমুদ্যোদিতো দ্বিজৈঃ ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-সেবন ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত ।

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

শ্রীবিষ্ণোবৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকম্ ।

সর্বতীর্থযত্র পীড়া কুর্যাদাচমনং ন হি ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের পাদোদক সর্বতীর্থযত্র ও
পবিত্র; তাহা পান করিয়া আচমন করিতে
নাই ।

নীচ উচ্চ জাতি বলি নাহি বিচারিব ।
জাতিবুদ্ধি করিলে নরকে যায় ঐব ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শূদ্র বা ভগবন্তকং নিষাদং খণ্ডং তথা ।
বীকতে জাতিসামান্যং স যাতি নরকং ঐবম্ ॥

ভগবন্তক শূদ্র, ব্যাধ বা চণ্ডালকে যে ব্যক্তি
দাণ্যাদি জাতির ন্যায় দেখে, সে নরকগামী হয়
সন্দেহ নাই ॥

বৈষ্ণবের পুত্র বিষ্ণুসহিত সমান ।
অবশ্যকর্তব্য এই বৈদ্যের বিধান ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

এবং কৃষ্ণাশ্রমার্থে যমুস্বয়ং চ সৌহৃদম্ ।
পরিচর্য্যাকোত্তরত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥

এই প্রকারে কৃষ্ণাশ্রমার্থে যমুস্বয়ং সহিত সৌহৃদ
এবং জড় ও চেতন উভয়ত্র এবং যমুস্বয়ংগণের সাধু-
গণের ও মহৎগণের পরিচর্যা করিবে ।

যে জনার গৃহে নাহি বৈষ্ণব-সেবন ।
সেই গৃহ হয় তার অশানসমান ॥
পণ্ডিত সমান সেই গাধার সমান ॥
কুকুরের তুল্য কৃষ্ণবহির্মুখ জন ॥

পাদ্যে—

যদাশ্রমে কৃষ্ণসেবা কার্য্যসেবা তথৈব চ ।
অশানতুল্যং তদগৃহং স এব খণ্ডগামিনঃ ॥

যাহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের সেবা না
হয়, তাহার গৃহ অশানসদৃশ, এবং সে ব্যক্তি
চণ্ডালসদৃশ ।

ভগ্ননিরং চিত্তাতুল্যং ওদ্বর্ণনং ধরোপমম্ ॥
শুনতুল্যং তদাশ্রমং যঃ কার্য্যকৃষ্ণবহির্মুখঃ ॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তগণের ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
বিমুখ, তাহার গৃহ চিত্তাতুল্য, তাহার পরিচর্য্য গর্দভ-
তুল্য এবং তাহার বদন কুকুরতুল্য ।

বৈষ্ণব-সেবন বিনে কৃষ্ণভক্ত নহে ।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে শ্রীমুখের কহে ॥

অধিপুত্রাণে—

যে যে ভক্তজনঃ পার্শ্ব । ন যে ভক্তাশ্রমে তে জনঃ ॥

যে পার্শ্ব ! মদীর কেবল আমার ভক্ত, তাহার
আমার প্রকৃত ভক্ত নহে ।

প্রাতঃকালে কবে বৈষ্ণবের নামগান ।
ভাগবতোক্তম সেই কৃষ্ণের সমান ॥

দ্বারকাশ্রমার্থে—

নিত্যং যে প্রাতঃকথায় বৈষ্ণবানাম কীর্তনম্ ।
কুর্কন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুলাঃ কলৌ বলে ॥

হে বলিরাজ ! প্রত্যহ প্রভাতে গাজোখান করিয়া
যাহারা বৈষ্ণবগুণাকীর্তন করেন, এই কলিযুগে
তাহারা কৃষ্ণতুল্য ও ভাগবত ।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মহিমা অপার ।
শুন মহারাজ এক ইতিহাস তার ॥
কিছুদূর আচার্য্য প্রভুর গৃহ গৈতে ।
একঘর কামার আছিল সে গ্রামেতে ॥
প্রভুর বাটীতে এক বিড়াল আছিল ।
রোঙা বলি সব তারে কোতুকে ডাকরে ॥
প্রভুগৃহে বৈষ্ণবের ভোজনের শেষে ।
উচ্ছিষ্ট খাইল গিয়া সভার বিশেষে ॥
বিড়ালসভাব যে সভাব গৃহে যার ॥
কামারের গৃহে গেল খাইয়া হেথার ॥
দৈবাৎ তাহার মুখে এক কণা ছিল :
কামারের বধুর অগ্নিতে মুখ দিল ॥
সেই কণা মুখ তৈতে অগ্নি রহি গেল ।
না জানি অগ্নির সহ বধু তা খাইল ॥
খাইলে মাত্র সে কৃষ্ণ-উন্মাদ হইল ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিলে লাগিল ॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে ।
ভূত ঘাড়ে চাপিল কামারতুলা বলে ॥
ওঝা আনি আড়াও কতক তুক করে ।
কান্দে সগেষ্ঠী বুক চাপড়িয়া মরে ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ।
ইতর লোকের মুখে কামার শুনিঞা ॥
কান্দিয়া পড়িল গিয়া ধরি প্রভুর পাশ ।
রক্ষা কর প্রভু মোর বধুটা মরয় ॥
প্রভু কহে কহ তার কি ব্যাধি হইল ।
কামার কহে ভূত ঘাড়েতে চাপিল ॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে ।
হুই চক্রে অল পড়ে ঘর ভেসে চলে ॥

সর্বজ্ঞ আচার্য্য প্রভু বুঝিলেন মনে ।
এ দশা হইল বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের গুণে ॥
কাম্যারকে কহেন প্রভু আরে মূর্থ শুন ।
ভূত নহে কৃষ্ণপ্রেম হৈল বড় গুণ ।
কাম্যার কান্দিতা কহে তাহে কাজ নাই ।
ভাল বাথে হয় প্রভু করহ তাহাই ॥
হাসিয়া কহেন তবে প্রভু কাম্যারে ।
ইহার ঔষধ তবে কহিয়ে তোমারে ॥
যজমানিঞা এক বিপ্র ব্রাহ্মণের ঘরে ।
একমুষ্টি অন্ন আনি খাওয়াও তাহারে ॥
ইহা শুনি কাম্যার গলে বস্ত্র জড়াইয়া ।
দণ্ডবৎ করি হর্ষে চলিল ধাইয়া ॥
অনেক যজমান যার হেন বিপ্র জানি ।
একমুষ্টি অন্ন মাগি খাওয়াইল আনি ॥
খাওয়াইবা মাত্র বধু পূর্ববৎ হইল ।
হরিভক্তি উড়ে গেল আপনা নিদ্দিল ॥
অতএব বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের যে মহিমা ।
এমতি জানিবে যার নাহিক উপমা ॥
যদি কহ এত যে দেখিতে নাহি পাই ।
তাহা শুন যেহেতু তৎকালে ফলে নাঞি ॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধ বাহার প্রচুর ।
তার ফল প্রাপ্ত হইতে হয় বহুদূর ॥
বৈষ্ণব-অপরাধ ত খাইতে খাইতে ।
অপরাধ ক্ষয় পায় প্রকাশে পশ্চাতে ॥
বৈষ্ণবনিকটে অপরাধ তীক্ষ্ণবিষে ।
সর্বনাশ হয় নরকেতে বাস শেষে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আয়ুঃ প্রিয়ঃ যশোঃ ধর্ম্যঃ লোকানাশিব এব চ ।
হস্তি জৈরাংসি সর্করাণি পুংসো মহমতিক্রমঃ ॥
মহজ্ঞানের অতিক্রমকারী ব্যক্তির আয়ু, জী, যশ,
ধর্ম, দেবাদি লোক, বাহনীর বস্তু এবং সর্বপ্রকার
মঙ্গল বিনষ্ট হয় ।

অপরাধে সাবধান যেই সুখী হয় ।
অভিশীত কৃষ্ণে তার প্রেম উপজয় ॥
রাজা কহে যজমানিঞা ব্রাহ্মণের অগ্রে ।
হরিভক্তি নাশ যার কহ কি কারণে ॥
সাবু কহে বিপ্র যজ্ঞানের যজিরা ।
মানাদেব-প্রসাদ প্রাক-আদি অন্ন লৈয়া ॥

পাক-আদি করি খায় যাথে ভক্তি যার ।
যেহেতু বৈষ্ণবে তাহা কভু নাহি খার ॥
সেবা-অপরাধ নামাপরাধ কহি শুন ।
যেহেতুক সাধন করিলে পুনঃপুন ॥
প্রেম নাহি জন্মে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নাহি হয় ।
নহে এক কৃষ্ণনামে প্রেম উপজয় ॥
নাম-অপরাধে নাম গ্রহণেতে যার ।
সেবা-অপরাধ নরে নরক ভুঞ্জয় ॥
তবে যদি বল তার উপায় কি নাই ।
উপায় অছয়ে কিন্তু অতিকৃষ্ণ তাই ॥
একান্ত জিহ্বায় যার সদা নাম বৈসে ।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষেমনে তবে সে ॥
কোটি কোটি মহাপাপ নামাভাসে যার ।
অপরাধমাত্র ভক্তিবাধাকে জন্মায় ॥
সেবা অপরাধ কহি শুনহ প্রথমে ।
সদা সাবধান ইথে না জন্ময়ে প্রেমে ॥

সেবা-অপরাধ ।

ভগবত-শাস্ত্রেতে করিয়া অনাদর ।
অন্ত অন্ত শাস্ত্র-অবগাদিতে আদর ॥
ভগবত-বিগ্রহ অগ্রে তাহুল চর্চণ ।
এরওপক্ষেতে পুষ্প রাখিয়া অর্চন ॥
আম্রকালেতে পূজা পীঠে তথা ভূমে ।
বলিয়া পূজন নাহি করিবেক ভ্রমে ॥
নামকালে বামহস্তে স্পর্শ না করিবে ।
পর্য্যুষিত বাচিত বা পুষ্পে না পূজিবে ॥
পূজাকালে নিম্নবন নিজগর্ভে প্রকাশন ।
না করিবে অর্ঘ্যচন্দ্র-ভিলক-ধারণ ॥
পাদধোত বিনে নাহি মন্দিরে গমন ।
না করিবে অবৈষ্ণবপক নিবেদন ॥
কাপালিক কিংবা অবৈষ্ণব দর্শন ।
না করিবে পূজাকালে হবে সাবধান ॥
নখাশু-জলেতে আন নাহিক করিবে ।
যক্ষাক্ত দেহেতে তথা পূজা না করিবে ॥
রাজ্যভক্ষণ অন্ধকারে হরিস্পর্শ ।
বিধি বিনে ভোজন পানীয় দান অর্পণ ॥
বাস্ত বিনে শ্রীমন্দিরদ্বার উন্মোচন ।
কুহুরদৃষ্ট ভক্তদ্বারসামগ্রী অর্পণ ॥

পূজাকালে মৌনভঙ্গ অস্ত্রবাণ্যব্যয় ।
 বিষ্ণুভ্যক্ত্যাগ তৎকালীন না জুয়ায় ॥
 গন্ধ-মালাদিক দান-পূর্বে ধূপদান ।
 অনহ পুষ্পেতে পূজা অদস্তধাবন ।
 শ্রীসঙ্গ করিয়া দেহসংস্কারাদি বিনে ॥
 রক্ত-হলা শ্রীর স্পর্শ সামগ্রী অর্চনে ॥
 মৃতকস্পর্শ যে তথা সামগ্রী অদেয় ।
 রক্ত নীল মলিন অধোত পরকীয় ॥
 বস্ত্র-পরিধানে পূজাদিক না করিবে ।
 পূজাকালে মৃতকশরীর না হেরিবে ॥
 অধিক-উদ্বিগ্নকালে অর্চনকারণ ।
 পূজাকালে নহে আপন-মকুৎ-মোচন ॥
 ক্রোধ কর্যা আর শ্মশান হৈতে আগমন ।
 কুসুম পিণাক যুক করিয়া ভোজন ॥
 তৈলাভ্যঙ্গ শব্দেতে অর্চনকারণ ।
 হরির স্পর্শ হরিঃ কর্ম পাতক বহন ॥
 বানে চড়ি কিবা পদে পাতুকা সহিত ।
 গমন ভগবত-গৃহেইনা হয় উচিত ॥
 উৎসব অদর্শন অপ্রণাম তদগ্রত ।
 উচ্ছিষ্টে বা অশৌচে বা বন্দনাদি কৃত ॥
 একহস্তে প্রণাম বামে রাধি প্রদক্ষিণ ।
 পাদ প্রসারণ অগ্রে পর্য্যঙ্ক বন্ধন ॥
 শরন ভোজন মিথ্যা ভাষা উচ্চভাষা ।
 রোদনাদি অগ্রে যুদ্ধ অন্যত্র যুবা ॥
 নিগ্রহাঙ্গুগ্রহ নরে জুরভাষণ ।
 কথলাবরণ পর নিন্দিত স্তবন ॥
 অশ্লীলভাষণ অধোবায়ু বিমেষ ক্ষণ ।
 মধ্যকাল ত্যজি শক্তে পূজাদিক গোণ ॥
 ভোজনপানাদি পর্ণ ঔষধসেবন ॥
 বৎসিক অনিবেদিতমাত্রেতে ভক্ষণ ॥
 যে কালে যে ফল মূল-আদি অনর্পণ ।
 আযুক্তাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনাদিক প্রদান ॥
 পশ্চাৎ করিয়া বৈসে অন্যের বদন ।
 তদগ্রেতে ইহা না করিব কদাচন ॥
 গুরু অগ্রেতে শিষ্য মৌনে না থাকিব ।
 কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞান করিব ॥
 নিজবশ কখন অন্যদেবতানিন্দন ।
 বাক্যশ অপরাধ এই শাস্ত্রের বচন ॥

অথ নামাপরাধ ।

সেবা অপরাধ হয় নামেতে ভঙ্গন ।
 নামাপরাধেতে ক্রব নরকে গমন ॥
 তবে যদি একান্ত শরণ লয় নামে ।
 তবে কমা হৈতে পারে কভু কালক্রম

অপরাধ যথা ।

বিষ্ণু আর শিবে করে পৃথক দৈশজ্ঞান ।
 গুরুদেবে মানে যথা মনুষ্যসমান ॥
 বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র-আগম-নিন্দন ।
 নামে অর্থবাদ আর কুব্যাখ্যাকরণ ॥
 নামবলে পাপকর্মে করয়ে প্রবৃত্তি ।
 নাম ন্যূন জ্ঞানে অন্যশুভকর্মে মতি ॥
 অশ্রদ্ধালু জনে করে নাম উপদেশ ।
 নামের মাধাত্ম্য শুনি না করে বিশ্বাস ॥
 বৈষ্ণবের নিন্দা-আদি কিঞ্চিৎ-করণ ।
 নামে দশ অপরাধ এই বিবরণ ॥
 নামে ভগবানে হয় একই সমান ।
 তথাপিহ শীঘ্র নাম করে ফলদান ॥
 এই দশ নাম-অপরাধের কারণ ।
 নাম কৃপা করি নাহি দেন প্রেমধন ॥
 অতএব অপরাধে হও সাবধান ।
 হরির নামেতে শীঘ্র লহগা শরণ ॥
 নাম মন্ত্রে অভেদ জানিয়া জপ তাই ।
 কলিকালে বিশেষতঃ আর গতি নাই ॥
 “কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব” যে ইত্যাদি করিয়া ।
 অনেক প্রমাণ হয় ভগত ভরিয়া ॥
 কৃষ্ণদাসের মাত্র এই গতি এক হয় ।
 নাম বিণা আর কিছু নাহিক উপায় ॥

অথ চৌষটি অঙ্গ ভক্তি ।

গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন ।
 সঙ্গসঙ্গিজ্ঞান শিখা সৎমার্গে গমন ॥
 কৃষ্ণপ্রীতে ভোগভাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস ।
 দেহরক্ষামাত্র ত্যাগ অন্য অতিলাষ ॥
 একাদশী ব্রত ধাত্রী অশ্বখ-সেবন ।
 বিপ্র-গো-দৈবক্য অপরাধ বর্জন ॥

অবৈক্য সঙ্গ আর বহুশিষ্য ভাগ ।
 বহুশিষ্য ব্যাধি হানিল ভেতে বিরাগ ॥
 অস্ত্রের অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব ।
 শোক মোহ-ক্রোধাদির বশ না হইব ॥
 বিষ্ণু বৈক্য-শত্রু নিন্দা না তুনিব ।
 গ্রাম্য কথা প্রাণীমাত্র উদ্বেগ না দিব ॥
 শ্রবণ কীৰ্ত্তন পূজা শ্রবণ বন্দন ।
 পরিচর্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন ॥
 নৃত্যগীত দণ্ডবৎ নতি অভূতান ।
 অমূল্য ভগবানের গৃহেতে গমন ॥
 পরিক্রমা শুভপাঠ অঙ্গ সংকীৰ্ত্তন ।
 ধূপ মালা পদ্ম অ'দি প্রসাদ সেবন ॥
 আরাট্রিক মহে'ৎসব শ্রীমূর্তি দর্শন ।
 প্রিয়বস্ত্রদান ধ্যান তদীয় সেবন ॥
 তদীয় যে বে চাহি হয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তি অঙ্গ ।
 তুলসী-সেবন-আদি বৈক্য-সেবা-সঙ্গ ॥
 মধুরামণ্ডলে বাস শ্রীমদ্ভাগবত ।
 শ্রবণ কর্তব্য সহ সজাতীয় সত ॥

রসামৃতসিকৌ—

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাখ্যো রসিকৈঃ সহ ।
 সজাতীয়াশয়ে শ্লিঙ্গে সাষ্টৌ সঙ্গঃ স্বভো ববে ॥

রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আখ্যান
 হই এবং সমবাসনাপরায়ণ, আপনা অপেক্ষা প্রধান,
 ধর্মমূর্তি সাধুসঙ্গ ভজনের অঙ্গ ।

কৃষ্ণার্কে অধিলেটে। তৎকৃপাবলোকন ।
 জন্মবার্দ্ধন্যমহোৎসব একান্ত শরণ ॥
 কাটিকের ত্রত দৃঢ়নিয়ম কর্তব্য ।
 যতেক কহিল সারাংশার হয় সর্ব ॥
 তার মধ্যে বিশেষ মহিমা পাঁচ অঙ্গে !
 কৃষ্ণপ্রেম জন্মে বার অতি-অল্প সঙ্গ ॥
 সাধুসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত-আখ্যান ।
 মধুরামণ্ডলে বাস নামসকীৰ্ত্তন ॥
 শ্রীমূর্তিসেবন অঙ্ক-পিরীতি পূর্বক ।
 পঞ্চ সহ চতুঃষষ্টি ত্রৈলোক্য-ভারক ।
 চৌষষ্টি অঙ্গের মধ্যে নব অঙ্গ শ্রেষ্ঠ ।
 সব অঙ্গ আখ্যান অধিক সুমিষ্ট ॥

বধা—

শ্রবণ কীৰ্ত্তন বিকোঃ শ্রবণ পাদসেবনম্ ।
 অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যাত্মনিবেদনম্ ॥
 ইতি পুংসার্পিতা বিকো ভক্তিশ্চৈবকলকণা ।
 ক্রিয়েত ভাগবতাক্ষা তন্মন্ত্রেহদীতমুত্তমম্ ॥

বিষ্ণুর নাম-শ্রবণ-শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, শ্রবণ, তদীয় পাদ-
 সেবন, পূজা, বন্দনা, দাস্য, তাঁহাতে সখ্য ও আত্ম-
 নিবেদন,—এই নবলক্ষণা ভক্তি পূর্বক কর্তব্য যদি
 একমাত্র ভগবান্ হরিতে অর্পিত হয়, তাহাই উত্তম
 অমূল্যম ।

শ্রবণ কীৰ্ত্তন শ্রবণ পূজন বন্দন ।
 পরিচর্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন ॥
 আশ্রয় করিলা এই নববিধা ভক্তি ।
 শ্রীকৃষ্ণে শরণ লও পরম যুক্তি ॥
 কৃষ্ণ বিনে গতি নাই এ তিন জগতে ।
 বেদবিধি সর্বশাস্ত্র সাধুর সম্মতে ॥

শ্রীধরখামিপাণানাম্—

তপস্ত তাপৈঃ প্রপতন্ত পর্বতা-
 দটন্ত তীর্থানি পঠন্ত চাগমান্ ।
 যজন্ত যাগৈবিবদন্ত বাটৈ-
 হ'রিং বিনা নৈব যুতিং তরন্তি ॥

তপস্তার তাপেই সমস্ত হউন, গিরি হইতেই
 পতিত হউন, তীর্থাদিই পৰ্ব্বটন করুন, আগমাদিই
 অধ্যয়ন করুন, যাগ-যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করুন । অথবা
 তর্কাত্মক বিবাদই করুন, শ্রীহরির সাহায্য ভিন্ন কেহ
 যত্নসুখ হইতে জ্ঞান পাইতে পারেন না ।

নানা সিদ্ধি-ব্রহ্মাদি তাবৎ চমৎকার ।
 কৃষ্ণপ্রেমগন্ধ হৃদয়ে বৈশে যার ॥

মহাত্মনস্ত—

ব্রহ্মা সিদ্ধিব্রহ্মবিজয়িতা সত্যধর্ম্য সমাধি-
 ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়তোব তাবৎ ।
 যাবৎ প্রেমপাংমধুরি পু-বশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং,
 গন্ধোৎপাতঃকরণশরণীপাহতাং ন প্রচাতি ॥

যাবৎ মধুরমনের বশীকরণে সিদ্ধৌষধিরূপ প্রেমে
 গন্ধ পর্যন্ত অন্তঃকরণপথে পণিক না হয়, তাবৎ
 সিদ্ধিসমূহের দ্বারা সুসন্ধি বা বিজয়িতা, সত্যধর্ম্যই
 সমান এবং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ চমৎকৃত করিতে পারে ।

প্রেমের সাগর হরি রূপের অবধি ।
 লীলারসময় প্রেমানন্দ বসনিধি ॥
 তাঁহারে না ভজি আর কাহ'রে ভজিবে ।
 বাহারে ভজিয়া আর কি ধন পাইবে ॥
 প্রেমরত্নধন রাখ হৃদয়ে ভরিয়া ।
 কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া ।
 এ হেন রতনধন তাহা তেয়াগিয়া ॥
 কাহারে ভজিয়া আর কি ধন লাগিয়া ॥
 ভজ ভজ কিশোরকিশোরী সুধময় ।
 ইহার অধিক আর কি ধন আছয় ॥
 প্রেমের সম্পূর্ণে ভরি রাখহ দৌহার ।
 ইহার অধিক ধন আর কি আছয় ॥
 দেহ গেহ জীবনের আশা তেয়াগিয়া ।
 প্রাণ কর পণ সেই ধনের লাগিয়া ॥
 'দয়াল শ্রীকৃষ্ণ' একবার যেই কহে ।
 'প্রণমোহ্মি তব' কায় মন-বাক্যে সহে ॥
 তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে প্রতিজ্ঞা করিল ।
 বড়ই ভরসা নিজভক্তগণে দিল ॥

শ্রীরামায়ণে—

সকলদেব প্রণমো বস্তুবান্ধীতি চ যাচতে ।
 অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদামোত্তমত্রয়ং মম ॥

“তোমারই হইলাম” বলিয়া আমার শরণাগত
 হইয়া যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে, আমি নিরন্তর
 তাহাকে অভয় প্রদান করি ; ইহা আমার ব্রত ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্—

দৈবী হেবা গুণময়ী মম মাতা হৃদয়য়া ।
 যামেব বে প্রণম্যন্তে যান্ধামেতাং তরঙ্গি তে ॥

আমার মাতা—দৈবী, গুণময়ী, হৃদয়্য ; যাহারা
 আমার শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা এই মাতা হইতে
 উত্তীর্ণ হন ।

হৃদয়্য হৃদয় মাতা হৃদয়তরঙ্গ ।
 হরির অ'প্রমোদে করয়ে লক্ষ্যন ॥
 এমন দয়াল জিজ্ঞাস্তে নাহি আন ।
 পুতনায়ে দিলা যেই মাতৃগতিদান ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহো বকো যং স্তনকালকূটং
 জিহ্বাসম্মুখপারশ্বদপ্যাসাধী ।
 লেভে গতিং ধাত্র্যচিহ্নাং ততোহন্তং,
 কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেয ॥

‘অসাধী পুতনা কালকূটপূর্ণ স্তনপান করাইয়া
 বাঁহাকে বধ করিতে গিয়াও ধাত্রীযোগ্যা গতি লাভ
 করিয়াছিল, ‘তিনি ব্যতীত এমন দয়ালু কে আছে—
 যাহার শরণ গ্রহণ করিব ?

তাহাতে যে দেখহ বড়ই চমৎকার ।
 নীচ-উচ্চ-জাতিভেদ না করে বিচার ॥
 যেই ভঞ্জে সেই পায় চণ্ডাল কি যবনে ।
 সর্বের অধিকারী তর শ্রীকৃষ্ণ হুজনে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্—

কিরাতহুণাকু পুলিন্দপুরুশা
 আভীরককা যবনা শকাদয়ঃ ।
 যেহন্যে চ পাপা যদগাভ্রাভ্রাঃ,
 শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যবে নমঃ ॥

কিরাত, হণ, অকু, পুলিন্দ পুরুশ, আভীর, কক
 যবন ও শকাদি জাতিগণ ও অপরাপর পাপিগণ
 যাহাকে আভ্র করিয়া শুদ্ধিলাভ করে, সেই
 প্রভাবিত বিষ্ণুকে নমস্কার ॥

নীরব হইয়া রাজা তনিতে তনিতে ।
 নয়ানে গলয়ে ধারা চমকিত চিতে ॥
 গদগদভাবে বৈষ্ণব পদ ধরি ।
 গোটাইয়া কান্দে রাজা সুকারি সুকারি ॥
 বৈষ্ণব হৃদয়ে লজ্জা খালিজন করি ।
 দৌড়ে গলাগলি কান্দে সঙরি সঙরি ॥
 তবে রাজা সংবরণ করিয়া বৈষ্ণবে ।
 করযোড়ে করে স্তুতি গদগদভাবে ॥
 বুঝিলাম আমার উদ্ধারহেতু হরি ।
 তোমা পাঠাইলা ভবসাগরের তরী ॥
 আমি মূঢ় না ভজিয়া কবিমু উপেক্ষা ।
 তুমি দয়াময় না ছাড়িষ্ঠা কৈলে রক্ষা ॥
 সাধুর অন্তর হই দয়ালু হৃদয় ।
 দীনহীন জনপ্রতি সদাই সদয় ॥
 অপরাধ যত সব কম মহাশয় ।
 এবে মোর গতি তার করহ উপায় ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণ মুক্তি আশ্রয় করিব ।
 একান্ত করিহু পণ এবে না তুলিব ॥
 বৈষ্ণব কহেন তব পরম উপায় ।
 কহি তবে শুন যাথে সর্বসিদ্ধি হয় ॥
 শ্রীপাট মালিহাটী শ্রীমান্ আচার্য্য সন্তান ॥
 তাঁ-সবার পদাশ্রয় পরমকল্যাণ ॥
 সৎ-সম্প্রদায় নিত্যসিদ্ধ তেঁই সব হন ।
 আবির্ভাব মাত্র লোকনিষ্ঠার কারণ ॥
 শ্রীচৈতন্যোৎসব নিত্যপারিষদ ঐহো সব ।
 আশ্রয় করিলে সব হবে অমৃতব ॥
 গুরুপদ আশ্রয় কর্তব্য সম্প্রদায় ।
 সম্প্রদায়বিহীন দীক্ষা নিফলতা হয় ॥
 শ্রীমাদ্বী কৃষ্ণ সনক হয় চারি বাহ ।
 বৈষ্ণবসম্প্রদায় কৃষ্ণনিষ্ঠ ভক্তিবহ ॥

পাশ্বে—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।
 কলিযুগে নিশ্চিত চারিটি ধর্মসম্প্রদায় হইবে ।

অন্য—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্ৰান্তে নিফল মতাঃ ॥
 সম্প্রদায়শূন্য যে মন্ত্ৰ, তাহা বিফল ।
 ভক্তি অধিকারী নহে সম্প্রদায়ী-বিনে ।
 সম্প্রদায়ী বিনে যত দেখে ভুবনে ॥
 কৃষ্ণনিষ্ঠ কেহ নহে ব্যভিচারী হয় ।
 কর্ম জ্ঞান বিনে ভক্তিমর্ম না বুঝে ॥
 অন্য উপাসক স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে ।
 বিপর্যয় হয় সেই সংসার না তরে ॥

পাশ্বে তথা নারদপঞ্চরাত্রে হরিভক্তিবিলাসোক্তনু—
 বৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্ৰেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ॥

বৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্ৰদ্বারা নরকগামী হইতে
 হয় ।

সম্প্রদায় সর্বত্র পূর্বাণর যে প্রসিদ্ধ ।
 যোগে জ্ঞান ভক্তিমূর্ত্তে সাধুশাস্ত্রে সিদ্ধ ॥
 প্রতিপ্রবর্তক ভাগবতপ্রবর্তক ।
 বতিপ্রবর্তক হরিভক্তির সাধক ॥
 ইত্যাদি করিয়া সর্বযত্নের সম্প্রদায় ।
 সর্বত্র প্রকট হয় স্বস্বসিদ্ধিপ্রদ ॥
 শ্রীধরগোপালী ভাগবতের চীকার ।
 সম্প্রদায় অমুরোধ করিয়া লিখিয় ॥

সম্প্রদায়রকাহেতু আচার্য্যের প্রতি ।
 স্থানে স্থানে হয়ে শিষ্যকরণের বিধি ॥
 শ্রীমান্ মাধবাচার্য্য আমো ভাষ্যে স্থান স্থানে ।
 সম্প্রদায়-অমুরোধ করিয়া বাধানে ॥
 অল্পপরে কা কথা যে ব্রাহ্মণভোজন ।
 সম্প্রদায়ী বিপ্রেরে করাইব যে বিধান ॥
 অতএব যার যেই নিজ সম্প্রদায় ।
 দীক্ষা আদি করিব শ্রীতর বিধি হয় ॥
 বাতায় হইলে সেই কাজে না কুলায় ।
 পরিশ্রমমাত্র হিতে বিপরীত হয় ॥
 মহারাজ জয়সিংহ শ্রীকৃন্দাবনে ।
 ঠাকুর ছিনিয়া লৈলা ধর্মসম্প্রদায়-স্থানে ॥
 এ সকল বিবরণ বিশেষ-বিস্তার ।
 মনেতে আগ্রহ যদি হয় জানিবার ॥
 জয়সিংহ রাজার সংগ্রহগ্রন্থ শূর ।
 জয়সিংহ নাম গ্রন্থ অতি সুমধুর ॥
 প্রাচীন আর গ্রন্থ ভক্তিসিদ্ধান্তনীপকা ।
 দেখিলে সন্দেহ যাবে অন্তর করকা ॥
 বৈষ্ণবের উপদেশ পাইয়া রাজন ।
 আশ্রয় করিলা শ্রীমান্ আচার্য্যসন্তান ॥
 রাধাকৃষ্ণ মন্ত্ৰরত্ন পাইয়া রাজার ।
 মন ডুবি গেল হৈল ভক্তি চমৎকার ॥
 যে চরণস্পর্শে হৈল তাহে কি আশ্চর্য্য ।
 কত কত মুক্ত যাথে হৈল মূনিবর্য্য ॥
 অচিরাতে হৈল রাজা মহাভাগবত ।
 গোবিন্দবিগ্রহসেবা কৈল নিজমাথ ॥
 এতেক যে রাজকর্ম তথাচ যে মতি ।
 এক ভিল শ্রীচরণে নাহক বিরতি ॥

যথা—

ধীরো ন মুহতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতাঃ,
 পুণ্ড্রাপুণ্ড্রবিষয়েক্ষণতৎপরোহপি ।
 সজীতবাদ্যলয়তালবশং-গতাপি,
 মৌলিন্দুস্তপরিরক্ষণধীন-টীব ॥

মুকুন্দনিবিষ্টচেতা ধীর ব্যক্তি, পুণ্ড্রাপুণ্ড্র বিবরণ-
 কার্য্য-পরিদর্শনে নিরত থাকিগাণ মোহ প্রাপ্ত হন
 না । যেমন নর্ত্তকী সজীত বাঁদ্যলয়তালবশে মিস্ত্র
 থাকিয়াও মত্তকহু কুস্তপরিরক্ষণে মতি হির রাখিয়া
 থাকে ।

যে দেশে পণ্ডিত বিপ্র অবেক্ষক হন ।
রাজ্য অবেক্ষক আর অনর্থকারণ ॥
সে দেশ পাবণী হয় দানবসমান ।
কৃষ্ণভক্তি নাহি রয় বাহাতে কল্যাণ ॥
যে দেশে বৈক্ষক রাজ্য প্রজার সৌভাগ্য ।
নতুবা পাবণী হয় পাইয়া কুমারগ ॥

পাণ্ডে—

যজ্ঞো ন নৃপঃ কাঞ্চোঁ বিধান বিপ্রতথৈব চ ।
তত্র পাবণীনো লোকা ভবন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥

যে রাজ্যে রাজ্যে কৃষ্ণভক্ত এবং ব্রাহ্মণ বিধান
না হন, সে রাজ্যে লোক পাবণী হয় সন্দেহ নাই ।

যদ্যে দেশে বৈক্ষকো রাজ্যে শাস্ত্রভূতস্বরূপা ।
স দেশঃ পরমপ্ৰাণাঃ প্রজাশ্চ সুখিনোত্তমাঃ ॥

যে দেশে নৃপতি বিষ্ণুভক্ত হন এবং দেবতা শাস্ত্র-
ভূত সেই দেশ পরম প্রাণী এবং তত্ত্ব প্রজাবৃন্দ
পরম সুখী ।

কতক দিবস পরে বৃন্দাবন গেলা ।
সর্ববৈক্ষকের সেবা সম্মান করিলা ॥
অরুণে গোবিন্দের পোষাক যে দিলা ।
রাজ্য তাহা দেখিয়া অনেক প্রশংসিলা ॥
অতাপি শ্রীবৃন্দাবনে যশ অতিশয় ।
যোষয়ে সকল লোক বাণবৃন্দচর ॥
পরে ব্রহ্মভূমে দয়া করিলেন তাঁরে ।
সকল হইল শুভ আশাতরুবারে ॥
তীহার চরণযুগে করি এই আশ ।
কৃষ্ণদাসের ইথে যেন না হয়ে নৈরাশ ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীরাধা-রবীন্দ্রনারায়ণ-
চরিত্রবর্ণনং নাম অষ্টাদশ-মালা ॥১৮॥

উনবিংশ মালা ।

— * —

শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ-আদিগুণবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়ধৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর ।

বুধুরি নিবাস রামচন্দ্র কবিরাজ ।
শাস্ত্রজ্ঞ প্রশংসনীয় পণ্ডিত-সমাজ ॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভু নিজগৃহের সম্মুখে ।
হুই চারি ভক্ত সহ কৃষ্ণকথাসুখে ॥
বৃন্দতলাতে বসি আছেন ঠাকুর ।
বিতা করি রামচন্দ্র বান নিজপুর ॥
প্রভুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে ।
শিবিকা রাখিলা সেই বৃন্দের তলাতে ॥
বহু লোকজন নানা বাস্তবকর যত ।
বিশ্রাম করিতে বৈসে সকল-সহিত ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ গউরবরণ ।
সুদৃশ সৌন্দর্য্য বধা জিনিঞা মদন ॥
প্রভুর নিকট হয়ে শিবিকায় বসি ।
প্রভু হেরি নিজগণে কহে হাসি হাসি ॥
এই যে পুরুষ হেনে সৌন্দর্য্য যে হয় ।
কৃষ্ণদাস হয় যদি তবে সে শোভয় ॥
পুন কিছু খেদ-উক্তি কহেন ঠাকুর ।
হা হা কি আশ্চর্য্য এই ভব নারাপুর ॥
যে জীর সজ হয় নরক-দুয়ার ।
সে জীর লাগি লোক করে হাহাকার ॥
মহামহোৎসব করি মঙ্গল আচরে ।
শুদ্ধ অমঙ্গলে মঙ্গলাচরণ করে ॥
দ্রীসকে মহামত্ত আসক্ত হইয়া ।
কৃষ্ণ না ভজিয়া বুলে সংসার ভ্রমিয়া ॥
একেলা আছিল পুন হুইজন হৈল ।
সন্তান জন্মিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥

ভরণপোষণহেতু নানা ব্যবসায় ।
 নানাহুঃখে ফিরিয়া তাহাতে কাল যায় ।
 কতু অপমান কতু রাজদণ্ড হয় ॥
 সুখের লাগিয়া ফিরে হুঃখে কাল যায় ।
 ধনলোভে নানাপাপ সঞ্চয় করিয়া ।
 সংসার ভ্রমরে আর নরক ভূজিয়া ।
 এই দেখ বিবাহের এতেক উৎসাহ ।
 অর্থব্যয় করি কিনে মায়ার কলহ ॥
 গলে ফাঁসি দিল মায়ী তাহা না বুঝিয়া ।
 মজলাচরণ করে কোতুক করিয়া ॥
 অমজলে শুভক্ষান সদাই করিয়া ।
 উৎসাহ করয়ে জীব কৃতার্থ মানিয়া ॥
 কত্মা সম্প্রদানকালে বরণ অঙ্গুরী ।
 অঙ্গুরীতে পরাইয়া দেয় কর ধরি ॥
 অঙ্গুরী সে নহে মায়ী অধিকার ছাড়ি ।
 যায় পাছে দিল তার হাতে হাতকড়ি ॥
 বর-কত্মা করে দৌহে মাণ্য বে বদল ।
 মাণ্য সেই নহে গলে দিল দৃঢ় জেল ॥
 শুভদৃষ্টি করে করি বস্ত্র আবরণ ।
 শুভ নহে সেই হয়ে পিশাচী জৈরণ ॥
 হস্তে হস্ত সঁপে সেই মায়ী অধিকারী ।
 রাক্ষসী মহামল দিল নিজ অঙ্গুরী ॥
 মায়ী নিজ অধিকার কারয়া জীবেরে ।
 নানা বাস্তোস্তম করি মঙ্গল আচরে ॥
 শিবিকার বসি রামচন্দ্র সব জনি ।
 যুগার ধিকার করে আপনা আপনি ॥
 পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বিবেক জন্মিল ।
 ঘরে গেলা কিছু মনে উৎসাহ না হৈল ॥
 ছুই তিন দিন পরে কারে না কহিয়া ।
 প্রভুর নিকটে গেলা মনে বিচারিয়া ॥
 কান্দিয়া শ্রীআচার্য্য বে প্রভুর চরণে ।
 পড়িয়া কহেন কিছু কাতর বচবে ॥
 প্রভু মোরে কৃপা কর লইহু শরণ ।
 বিষয়-কুসঙ্গে মোর জড়ি ও জীবন ॥
 অথবা চূর্ণতি মো হুঃখীল পাপাচার ।
 আমারে করহ দয়া যুচুক সংসার ॥
 এতেক কাকূতি তবে তনি দয়াময় ।
 দয়া উপজিল তুলি লইল জদয় ॥
 প্রভু কহে চিন্তা নাহি কৃষ্ণ কৃপাময় ।
 অবশ্য করিব দয়া নাহিক সংশয় ॥

তবে প্রভু তার সহ আলাপ করিত ।
 পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন চিতে ॥
 শাস্ত্রীয় বিচার প্রভু অনেক করিয়া ।
 রামচন্দ্র তাহাতে সুপ্রতিপন্ন হৈলা ॥
 তুই বৈরা প্রভু মনে করিয়া বিচার ।
 যোগ্যপাত্র বটে ভক্তিশাস্ত্র পটাবলি ॥
 এতেক ভাবিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া ।
 রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
 তৎক্ষণাৎ প্রেমানন্দে ভাসি মহাশয় ।
 ভাগবতশ্রেষ্ঠ হৈল মহানু আশয় ॥
 প্রভু অতি শ্রীতি কৈলা নিজ আত্মাতুল্য ।
 রামচন্দ্র জানে বেন রতন অমূল্য ॥
 গুরুভক্ত এমন অগতে নাহি কোথা ।
 পরম আশ্রয় তার শুন এক কথা ॥
 একদিন প্রভু রাজ্যে কৃষ্ণকথা-বদে ।
 আদিনার ফিরিতেছেন রামচন্দ্র সঙ্গে ॥
 এক বে খড়ের বড় আছ আদিনায় ।
 প্রভু কহে রামচন্দ্র সর্প বুঝি হয় ॥
 খড়-বড় বলি রামচন্দ্র তা জানেন ।
 প্রভুর আজ্ঞায় তাহা সর্পই দেখেন ॥
 কহে বটে বটে প্রভু বড় সর্প হয় ।
 পুন প্রভু কহে নাহি খড়-বড় হয় ॥
 সর্প ঘুঁচ পুন রামচন্দ্র দেখে বড় ।
 অর্জুন যেমন পক্ষিচক্ষে মারে শর ॥
 আর এক কহি শুন অপূর্ব কথনে ।
 শ্রীরাধার কুণ্ডল খুঁজি দিলেন বেমনে ॥
 একদিন প্রভু বৈসেন স্মরণ-মননে ।
 দেখে জলকেলি কৃষ্ণ করেন গোপীগনে ॥
 আপনি নিত্য নিজ গোপীদেহে বেলি ।
 আনন্দে দেখয়ে রাধাকৃষ্ণ-জলকেলি ॥
 হেনকালে শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল ।
 খসিয়া পড়িল জলে হেরিয়া বিকল ॥
 আর আর সখীগণে খুঁজিয়া না পাইলা ।
 প্রভু তবে খুঁজিবারে যমুনা নামিলা ॥
 খুঁজিতে খুঁজিতে হেথা সপ্ত রাজি গেলা ।
 বাহু নাহি একাসনে বাসিয়া রহিলা ॥
 শ্রীমতী-গোরাগঞ্জিয়া-ঠাকুরাণী-আদি ।
 কান্দিয়া আকুল চক্ষে বহে জলনদী ॥
 শুক্লবদন শতক বীরহাযীর রাজন ।
 বাস্তবমত সব করয়ে অনমন ॥

সাত দিন রাত্রি ধ্যানভঙ্গ না হইল ।
 সতে কহে প্রভু বুঝি লীলা সংঘরিলা ॥
 কান্দিয়া কহেন ঠাকুরাণী সব-স্থানে ।
 প্রভুর অন্তর রামচন্দ্র ভাগ জানে ॥
 অতি প্রিয়তম রামচন্দ্র কবিরাজ ।
 শীঘ্র তাঁহাকে ডাক নাহি কর ব্যাজ ॥
 এইকালে রামচন্দ্র আসি উপনীত ।
 তাঁহারে দেখিয়া সবে হৈলা হরষিত ॥
 তেঁহ কহে ব্যস্ত সবে হেতু কি ইহার ।
 সবে কহে প্রভুর আশঙ্ক্য ব্যবহার ॥
 রামচন্দ্র অষ্টাদ করিয়া প্রভুপদে ।
 বুঝিয়া যে অন্তবৃত্তি ভাসয়ে আনন্দে ॥
 প্রভু নিকটে বস্ত্র-আবৃত হইয়া ।
 ধ্যানস্থ হইলা বসি সমাধি করিয়া ॥
 দেখেন যে প্রভু তা'ব বসুনার জলে ।
 শ্রীমণীর কর্ণের কুণ্ডল খুঁজি বুলে ॥
 আপনিহ নিজ সিদ্ধদেহ আরোপিয়া ।
 প্রভু-সখীরূপা-সঙ্গে বেড়ান খুঁজিয়া ॥
 খুঁজিতে খুঁজিতে এক পদপত্রতলে ।
 পাইলেন সেই কৃষ্ণপ্রিয় যে কুণ্ডলে ॥
 হুই সখী কোলাকুলি পাইয়া আনন্দে ।
 পরাইলা গিয়া শ্রীমতীর গণ্ডায়ে ॥
 এসময় হইয়া প্যারি তাধুলচর্কিত ।
 দৌহা-হস্তে দিলেন হইয়া আনন্দিত ॥
 চর্কিত তাধুল সেই দৌহে হস্তে করি ॥
 এ দেহেতে ক্ষুর্ত্তি হৈলে চমৎকারী ॥
 বাহু হৈল দৌহাকার তাধুলসহিত ।
 চারিদিকে ভক্তবৃন্দ দেখি চমকিত ॥
 তাধুলের সৌরভেতে আমোদ করিল ।
 সকলেই প্রেমানন্দে মুচ্ছিত হইল ॥
 তাধুল বাটিয়া সত্যাকারে প্রভু দিল ।
 প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইল ॥
 ত্রিজগতে পরমহর্ষত বে অমৃত ।
 যে অমৃত লাগিয়া ব্রহ্মা আদি ধরে ব্রত ॥
 শ্রীআচার্য্য প্রভুর শুভ চরণ-আশ্রয় ।
 অনাগ্রাসে হৈল সত্যাকার শুভোদয় ॥
 অতএব শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ ।
 আচার্য্য প্রভুর প্রিয় ভক্তরাজ-রাজ ॥
 রামচন্দ্র-কবিরাজ-ঠাকুরের উক্তি ।
 অপূর্ণ শুনহ এক সুসিদ্ধান্ত বুক্তি ॥

রামচন্দ্র কবিরাজ গঙ্গামানে বান ।
 নান-পূজা করিয়া চলিয়া আইসেন ॥
 একত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেই গঙ্গাঘাটে ।
 নান করি শিবপূজা করে বসি তটে ॥
 কবিরাজে কাঁহারো কচেন ক্রোধমনে ।
 পূজা কর শিবপূজা নাহি কর কেনে ॥
 কবিরাজ কচেন শ্রীকৃষ্ণ বিনে আর ।
 কাহারে না পূজি এই হয় সদাচার ॥
 অনন্তভাবেতে কৃষ্ণ ভজিতে উচিত ।
 গীতা ভাগবতে ইলা আছয়ে বিদিত ॥
 তথাচ ব্রাহ্মণগণ মর্দ্য না বুঝিয়া ।
 কষ্টভাবে কহে পুন হাত চালাইয়া ॥
 তোমার যে কৃষ্ণ শিব-আরাধনা করে ।
 শিব-আরাধনা নাহি করি সেব করে ॥
 মহাতম-স্বভাব ব্রাহ্মণগণে হেরি ।
 কবিরাজ কহে কিছু যোড়হাত করি ॥
 মহাশয় শুন কিছু নিবেদন করি ।
 আমি মূর্খ শত্রু কিছু বিচারিতে নারি ॥
 স্বাভাবিক এক ক্রম দেখি বিচারিহু ।
 উপাস্ত শ্রীকৃষ্ণ জান শরণ লইহু ॥
 এতেক কহিয়া চারি শ্লোক পাঠ কৈলা ।
 ব্রাহ্মণগণেরা শুনি মউন হইলা ॥

শ্লোক—

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোহপি শৈবঃ স্বয়ম্ ।
 তথা সমতয়াস্ত বা বিধিহরাদি মূর্ত্তিজয়ম্ ॥
 বিলোক্য ভববেধযোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমম্ ।
 প্রথম্য শিরসা হি তৌ বয়ছপেজ্জদাস্তং শ্রিতাঃ ॥
 প্রহ্লাদ-ঐব-রাবণানুজ-বলি-বাসাস্বরীষাদয়-
 স্তে বৈবিষ্ণুপরাধণা বিধিস্তবপ্রোঠা অগম্যজনাঃ ।
 যেহস্তে রাবণ বাণ পৌণ্ড্র-ক-বৃকাঃ
 ক্রৌঞ্চাক্রকান্তা অমৌ, বভূবুঃ
 ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেন্তমাজ্জগদৈরিণঃ ॥

শিবই বৈষ্ণব হউন আর বিষ্ণুই শৈব হউন, কিংবা
 বিধি, বিষ্ণু, শিব তিনটি মূর্ত্তিই এক হউন, আমরা
 শিব এবং ব্রহ্মাকে নত মস্তকে নমস্কার করিয়া এবং
 উর্হাদের ভক্তগণের মধ্যে ক্রম দেখিয়া বিষ্ণুরই দাসত্ব
 আশ্রয় করিলাম । প্রহ্লাদ, ঐব, রামানুজ, বলি, বাস
 এবং অস্বরিষ প্রভৃতি সকলেই বিষ্ণুভক্ত শ্রুতরাং
 অপরামর্য্য সকল দেবতারই শ্রীতিপাত্ত এবং অগতের

অঙ্গরূপে অর্চিত হইয়াছেন ; কিন্তু রাবণ, বাণ, ক, বৃক, ক্রোক এবং অঙ্কাদি, ব্রহ্মাও শিবের ভক্ত হইলেও তাঁহাদেরই প্রিয় ছিলেন না ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও প্রীতিপাত্র নহেন । তজ্জন্ত তাঁহারা নিখিল অগতের প্রতি বৈরাচরণ করিয়াছিলেন ।

শ্লোক'র্থ ।

শিব বিষ্ণু ভঙ্গু কিংবা বিষ্ণু শৈব হন ।
কিংবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হন বা সমান ॥
আমি নাহি জানি কিন্তু ইহা সভাকার ।
ভক্তের যে ক্রম দেখি করিহু নিচায় ॥
বিষ্ণু ভজনীয় বলি লইহু শরণ ।
ভক্তের যে ক্রম তার শুন বিবরণ ॥
হরির ভক্তত প্রব ব্যাস বিভীষণ ।
প্রহ্লাদাশ্বমের বলি আদি বত জন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সভ'ক'র প্রিয়তম ।
সর্বদেবতার মাত্ত শ্রীমদাঙ্গ সম ॥
সর্বগুণালয় সর্বজনহিতকারি ।
সঙ্গলবরণ ভবসংগরের তরী ॥
ব্রহ্মা শিব ভক্ত বাণ রাবণ পোণ্ডুক ।
বৃকাসুর আদি করি নরক ক্রোকক ॥
কেহ বুদ্ধ চহে নিজ ইষ্টদেব সনে ।
কেহ নিজবল হইতে তুচ্ছ করি ম'নে ॥
কেহ নিরে হস্ত দিয়া ভঙ্গ করিয়ায়ে ।
ত্রিলোক ভ্রমায় নিজ ইষ্টদেবতারে ॥
কেহ ত কৈলাস প্রভু হইতে চাহিল ।

* কেহ অনোচিত বাক্য গোপীকে কহিল ॥
কি আশ্চর্য্য বার ভক্ত তার নহে প্রিয় ।
দমন করিলা বিষ্ণু করিয়া অসীম ॥
অগতের বৈরী সর্বজনবিষকারী ।
ইহা দেখি অশ্রয় করিহু দুই হরি ॥
অন্তএব হরি বিনে না দেখি উপায় ।
সুখতি যে দূরে থাক তম নাহি ব্যয় ॥
হরির ভক্তত যুক্তি পর্যাণ্ড না চ'হে ।
কেবল প্রভুর প্রেমানেন্দে ভাসি রহে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আত্মারাম্যন্ত দুঃখো নিগ্রহা অপ্যক্রমে ।
কুর্নভ্যহৈতুকীং তন্নিবন্ধুতগুণে হরিঃ ॥
সিদ্ধকায়, বিধি-নিষেধাতীত, আত্মারাম সুনিবৃত্ত

শ্রীরির এই প্রকার গুণ দেখিয়া তাঁহাঁক অহৈতুকী ভক্তি করেন ।

সামন্ত্য কবিরাজ গুণের সাগর ।
রসিক ভক্তত যাহা-সম নাহি আর ॥
তাঁর শ্রীচরণপদ্ম ছন্দে ধরিয়া ।
বড় আশা কৃষ্ণদাস আছরে করিয়া ॥

শ্রীজগন্নাথ মাধবদাস ।

* জগন্নাথ মাধব দাস কৃষ্ণ-অমৃত্যুগে ।
অর্থ দারা পুত্র গৃহ সকলি তোরাগে ॥
নীলাগরিধামে সিদ্ধুতীরে বাস কৈল ।
এক শু হইয়া সুখবাহা তেরাগিল ॥
ভিক্ষা নাহি করে অবাচকবৃত্তি কৈল ।
তিনদিন উপবাসে অমনি রহিল ॥
দয় লু শ্রীংগর থ উৎকর্ষা হইয়া ।
লক্ষ্মীরে প'ঠ'ন প্রভু যতন করিয়া ॥
রাতে শয়নের কালে সেণ'র খালীতে ।
নিজ নি লাগয়ে ভোগ আছে নিরমিতে ॥
সেই অন্নখালী হাতে ত্রৈলোক্যসুন্দরী ।
গেলেন লইয়া ম ধবদাসের কে'ঠরি ॥
বলমল অঙ্গে নানা মণি-অভরণ ।
বস্মবস্ম পদ্ম তাহে কর্ণরসায়ন ॥
বিদ্যাতের তার সাধু দেখি চমকিত ।
খালী রাখি ঠাকুরাণী হৈলা অন্তহিত ॥
অনেক তাবরি সাধু স্থির কৈল মন ।
বুঝিলাম ইহ জগন্নাথের করণ ॥
বর্ণখালী প্রসাদ শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ॥
আনিলেন রূপা করি উপবাসী জানি ॥
তা'বাবেশে সাধু মহাপ্রসাদ পাইয়া ।
খালীখানি বাহিরেতে রাখিলা খুইয়া ॥
হোথা প্রাতঃকালে বর্ণখালি না পাইয়া ।
পাণ্ডাপণ চতুর্দিকে না পার খুঁজিয়া ॥
পরম্পর চোর বলি কলহ করিয়া ।
মাধবদাসের হানে পাইল বাইরা ।
এই চোর কেবতে আনিল চুরি করি ।
ইহা কহি বাকি আনে বেজাবাত করি ॥
সাধু চুপ করি রহে কিছু না কহয় ।
বতেক নিগ্রহ প্রভু গিঠ পাতি লয় ॥

আদেশ করিয়া প্রভু সেবকগণেয়ে ।
 উহারে যে মারিল সে লাগিল আবারে ॥ ১
 মোর পিঠ কুলিরা রহিল বেজাঘাতে ।
 খালী পাঠাইলু মুঞি অঙ্গের সহিতে ॥
 পূর্কপন বৃত্তান্ত কহিলা জগন্নাথ ।
 তুনি হাহাকার করি শিরে হানে হাত ॥
 হেন প্রিয়পাত্রে বত নিগ্রহ করিলু ।
 জগন্নাথ বাজিল যে ইহা না জানিলু ॥
 পরিহার করিল অনেক সাধু-স্থানে ।
 নিন্দা আর স্তুতি তাঁর একুই সমানে ॥
 সেই হৈতে মাধবদাসের যে প্রভাব ।
 প্রকাশ হইল কৈল লোকে অমৃতব ॥
 মাধবদাসের পীড়া হইল আশ্রয় ।
 বালুর উপর গিয়া পড়িয়া রহয় ॥
 জল আনিবার শক্তি নাহিক শরীরে ।
 জগন্নাথ দেখি হুঃখ হইল অন্তরে ॥
 ছন্দরূপে জলপাত্র লইয়া আপনি ।
 জল উঠাইয়া দেন দয়াল গুণমণি ॥
 মাধব কহেন তুমি কে বট আপনি ।
 কালালের এত দয়া কিবা স্বার্থ মানি ॥
 তেঁহ কহে অস্ত্র নহে মুই জগন্নাথ ।
 হুঃখ দেখি আইলু তব ধোরাইতে হাত ॥
 মাধব কহেন তব এ ত অনোচিত ।
 হেন কর্ম কেনে কর যাহাতে অনীত ।
 রত্নসিংহাসনে বৈস দেবনরে সেবে ।
 কত রাজা দ্বারে খাড়া রহে ভৃত্যভাবে ॥
 আমি নীচ কালাল যে আমারে সেবিতে ।
 কেমনে আইলা নিজ ঈশ ধোরাইতে ॥
 লোকে শুনি পরিহাস ইহাতে করিবে ।
 লক্ষীঠাকুরানী যে এখন লজ্জা দিবে ॥
 জগন্নাথ কহে নিন্দা লজ্জা হয় হব ।
 তথাপি তোমার হুঃখ দেখিতে নারিব ॥
 সাধু কহে নিন্দা কেনে স্বীকার করহ ।
 শ্রীড়াই আমার নহে ভাল করি দেহ ॥
 পীড়াশান্তি সাধুর যে তাৎপর্য্য নহে ।
 পাছে জগন্নাথে কেহ নিন্দাবাক্য কহে ॥
 এই তরে সাধুর প্রেমের রীত হয় ।
 শুদ্ধ মাধুর্য্য তাঁর নিকাম ভাবশর ॥
 পুরীর ভিতরে একদিন মাধোদাস ।
 রাজিযোগে রহে শীতকাল মাঘমাস ॥

শীত লাগে বুঝিয়া মেহেতে জগন্নাথ ।
 অঙ্গ হৈতে উঠাইয়া দিলা সকলাত ॥
 প্রাতঃকালে দেখে সবে মাধবের গায় ।
 সকলাত বহুমূল্য প্রিয়ঙ্গুর হয় ॥
 বুঝিল সবাই জগন্নাথ পরাইল ।
 তরে পাণ্ডাগণ কেহ কিছু না কহিল ॥
 উঠিয়া দেখয়ে গারে অপূর্ব বসন ।
 টান মারি ফেলিয়া না কৈলা বস্ত্র-জ্ঞান ॥
 যদি বল কেহ অপ্রাকৃত সে বসন ।
 টান মারি ফেলি দিলা হইল কেমন ॥
 শুদ্ধমাধুর্য্য ভাব প্রেমাকারাকার ।
 হেন দশা যার সে বিচার কোথা তার ॥
 মাধোদাস-জগন্নাথে শুদ্ধ সখ্যভাব ।
 সমতা কোতুক সদা যাতে অমৃতাব ॥
 একদিন বড়ই কোতুক হৈল শুন ।
 জগন্নাথ মাধোদাসে কহে পুনঃপুন ॥
 সত্যবাদী গোপালের বাগে চল যাই ।
 চুরি করি হুজনে কাঁটাল গিয়া খাই ॥
 মাধব কহেন ভাই আমি তো না যাব ।
 যাইতে হয় তুমি যাও মানা না করিব ॥
 স্বাভাবিক স্বভাব মাধব সাধুত্ব ॥
 উহারে আইসে বহু রকম সকম ॥
 মাধব একান্ত নাহি যাইতে চাহিলা ।
 চল চল বলি তাঁরে ধরি নিয়া গেলা ॥
 সলাপ মারিয়া দোহে বাগিচাতে গেলা ।
 বড় এক সুপক্ক কাঁটাল নামাইলা ॥
 খাইবার উদ্ভোগ করিতে ছইজনে ।
 চোর আইল বাগানে জানিল মালিগণে ॥
 ধর ধর করি সবে ছুটিয়া চলিল ।
 হাহা শুনি জগন্নাথ আগে পলাইল ॥
 মাধব উদাররীত বসিয়া রহিলা ।
 তাঁরে গিয়া মালিগণ ধরিয়া বান্ধিলা ।
 মালিগণ তাঁহার মহিমা নাহি জানে ।
 কাঁটাল সহিত তাঁরে পাকড়িয়া আনে ॥
 তেঁহ কহে মুই চোর কতু নহি ভাই ।
 চোর যে তাঁহারে চল দেখাইয়া দেই ॥
 জগন্নাথ জোরাবরি আনিলা আমারে ।
 দেখাইয়া দেই চল বান্ধি আনি তাঁরে ॥
 সন্দেশে আনিয়া মোরে পঠতা করিয়া ।
 আপনি পলায়া গেল মোরে বান্ধাইয়া ॥

খুঁট শঠের কৰ্ম দেখে দেখি তাই ।
 আপনি হইল সাধু আমারে বান্ধাই ॥
 দেখাইয়া দিইঁচল আনহ বান্ধিয়া ।
 কাঁটালের দাম লহ তাঁহায়ে ধরিয়া ॥
 প্রতীত না হয় যদি তবে দেখিয়া ।
 পলাইতে তাঁর বন্ধ রহিল পড়িয়া ॥
 কাঁটাঝোড়ে পীতাম্বর বসন পাইবৈ ।
 অগম্য চোর কি না প্রতীত হইবে ॥
 মালিগণ কহে এ কি প্রলাপ কহয় ।
 চুরি করি চোর অগম্যথেরে দেখায় ॥
 প্রাতে পাণ্ডাগণ সবে আসিয়া দেখিয়া ।
 হাহাকার করি দিলা বন্ধন খুলিয়া ॥
 সাধুহানে পুনর্বার বৃত্তান্ত শুনিয়া ।
 চমকিত হৈলা সবে আশ্চর্য মানিয়া ॥
 শ্রীমন্দের উত্তরীর বস্ত্র কিছু দূরে ।
 পড়ি গেল পলাইয়া যাইতে সত্বরে ॥
 উঠাইয়া নিয়া আসি পুলক অনুরে ।
 অনেক কাঁঠাল নারিকেল ভারে ভারে ॥
 পাঠাইয়া দিল অগম্যথের নিকটে ।
 তৎক্ষণাৎ এ কোতুক গ্রামে গ্রামে রটে ॥
 ক্রোধাবিত হইয়া মাধব শীত্র গিয়া ।
 অগম্যথে কহে বহু ভৎসনা করিয়া ॥
 হীয়া চোরা খুঁট খুঁট শঠ লম্পটিয়া ।
 কুই চুরি করি আইলি মোরে বান্ধাইয়া ॥
 চোরা যে স্বভাব তোর আছে পূৰ্ব হৈতে ।
 ননীচোর বলি খ্যাতি আছরে অগতে ॥
 নীরীচোর মনচোর প্রসিদ্ধ যে হয় ।
 কাঁঠাল তরুর বলি আর হৈল তার ।
 হার হার কি সহজ স্রমাদুৰ্ঘ্য ভাব ।
 গাঢ়শ্রমে যথা তথা এই মিষ্ট শ্রব ॥
 গালি নহে সেই বেদভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ ।
 বেদভক্তি আপনায়ে মানয়ে কনিষ্ঠ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

“প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন ।
 বেদভক্তি হৈতে সেই হয়ে মোর মন ॥
 এতক ভৎসন শুনি হাসে অগম্যথ ।
 আনন্দে মগন হরি উলসিত গাত ॥
 কতক দ্বিগুণ পরে মনে কিছু হৈল ।
 বৃন্দাবন দরশনে উৎকর্ষা অশ্লিল ॥

শ্রীমান্ অগম্যথ-আজ্ঞা লইয়া চলিল ।
 পথে নিজনিষা এক গ্রীষ্ম গৃহে গেঁধা ॥
 ভকতিপূৰ্ব্বক নারী বহু সেবা কৈলা ।
 পরে তথা হইতে উঠি গমন করিল ॥
 অগম্যথ সুকুমার চলে সাধুদনে ।
 পাছে পাছে চলে সদা তেঁহ নাহি জানে ॥
 উঠিয়া যাওন কালে নারী তা দেখিল ।
 অপূৰ্ব্ব বালক দেখি চমৎকার হৈলা ॥
 “ককে পুছরে আঁহা হেন সুকুমার ।
 কোথা হৈতে আনিলে এ ছাওয়াল কাহার ॥
 আঁহা মরি হেন রূপ হেন সুকুমার ।
 ইটাইয়া কেমনে আনিলে সমিভ্যার ॥
 মাধব শুনিয়া কিছু চমকিত হৈলা ।
 অন্তরে বুঝিয়া কিছু বাক্য না কহিল ॥
 চলিয়া গেলেন পথে লয়ে কৃষ্ণনাম ।
 কতদিনে উত্তরিল বৃন্দাবন-ধাম ॥
 বৃন্দাবন-দরশনে ভাসে প্রেমানন্দে ।
 হাসে গায় নাচে সাধু ভূমে পড়ি কান্দে ॥
 সৰ্বলীলাস্থান মনমোহন গোবিন্দ ।
 দরশন করিয়া বাড়য়ে প্রেমানন্দ ॥
 শ্রীল-নিধুবনে শ্রীমান্ বক্‌বিহারী ।
 হেরিয়া মোহিত হৈল রূপের মাধুরী ॥
 বিরক্ত শ্রী-স্বামি-হরিদাস সেবা করে ।
 কত বা প্রণয় আর কত বা আদরে ॥
 হেরিয়া মাধবদাস চমকিত হৈলা ।
 প্রেমানন্দে মগ্ন সাধু নাচিতে লাগিল ॥
 কতকল নৃত্য গীত আদি তথা করি ।
 যমুনার তীরে গেলা প্রেমাক্ষি সংবারি ॥
 কিছুই না মিলে সাধু রহে উপবসী ।
 পরদিন যমুনার তীরে আছে বসি ॥
 কতগুলি চনাভাজা কেহ আনি দিলা ।
 বক্‌বিহারীকে তাহা ভোগ লাগাইলা ॥
 প্রসাদ পাইয়া তাঁহা বসিয়া আছেন ।
 কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গান করিছেন ॥
 হোথা নিধুবনে বক্‌বিহারীর ভোগ ।
 স্বামী হরিদাস কৈল নানা উপযোগ ॥
 মিষ্টায় পকায় ব্যঞ্জনাদি কত ।
 দশদণ্ডমধ্যেতে প্রস্তুত হৈল বত ॥
 সম্মুখে বিহারীজীর ধরিলেন আনি ।
 ছায়ার সুদীর্ঘ দিলা যেমন নিভানি ॥

নির্মিত চই নও ভোজন করেম ।
 তবে দ্বার খুলি গিয়া আচমনী দেন ॥
 ভোজন করিলেন পরে শ্রীহস্তপরশে ।
 পরিপূর্ণ হয় পুন সবাই দরশে ॥
 কিন্তু 'নতি ভোজনের হি কিছু থাকে ।
 আর কেহনা'ই বুঝে স্বামী মাত্র দেখে ॥
 সেদিন না দেখি তাহা মনে হৈল দিখা ।
 বড়ই উদ্ভিগ্ন চিন্তে জনমিল বাধা ॥
 করবোড় করিয়া বিহারীজীর আগে ।
 পুছেন শ্রীহরিনাম অতি অনুরাগে ॥
 কেনে আজি নাহি খণ্ডি কি বিষ হইল ।
 বিহারী কহেন মোর ক্ষুধা না জন্মিল ॥
 জগন্নাথী মাধোদাস যমুনার তীরে ।
 খাওয়াইলা চনাভাজা অপূর্ব আমারে ॥
 তাহাতে ভরিল পেট ক্ষুধা নাহি লেশ ।
 উদরস্পন্দন তাতে হইল বিশেষ ॥
 এত শুনি স্বামী তবে মুচকী হাসিলা ।
 বাহিরে আইলা আর কিছু না কহিলা ॥
 হরিষ বিষাদ মনে চই উপ জল ।
 চনা খাইল বাল তাহে শিষ্য জন্মিল ॥
 হর্ষ হৈল দেখিতে কেমন ভক্ত সেই ।
 না খাওয়াইয়া ত'প্ত জন্মাইল যেই ॥
 অন্তরে আনন্দ হৈতে ক্রোধের স্তার ।
 চেলাগণে স্বামী তবে ডাকিয়া কহয় ॥
 ধীরসময়ে মাধবদাস যে কে বটে ।
 ধ্যান করয়ে বসি যমুনার তটে ॥
 শীঘ্র আনহ তারে বিহারী কহিল ।
 চনা খাওয়াইয়া তেঁহ পেট ফুলাইল ॥
 এত শুনি চেলাগণ ধাইয়া চলয় ।
 সাধুরে ধাইয়া সবে ঘেরিয়া পুজয় ॥
 জগন্নাথী মাধোদাস কার নাম হয় ।
 তেঁহ কহে মাধোদাস মুই হয় হয় ॥
 চেলাগণ কহে তবে এখনি উঠহ ।
 আজ! শ্রীবিহারীজীর শীঘ্র চলহ ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দিত-হিয়া ।
 পুলক হইল অঙ্গ চলিল ধাইয়া ॥
 নিধুম গিয়া হেরি মধুর সুরাতি ।
 প্রেমানন্দসাগরে ভাসয়ে মহামতি ॥
 হরিদাস-স্বামী বহু সন্মান করিয়া ।
 বসাইলা সমুখেতে আনন্দিত হিয়া ॥

অনিমিষে আপাদমস্তক নিরখয় ।
 এই যে মহাত্ম্যাব ইহার জন্ম ॥
 কৃষ্ণ নিরন্তর বাস করয়ে নিত্য ॥
 কৃষ্ণ বশীভূত হন ইহার একান্ত ॥
 এতেক ভাবিয়া সাধু মুচকি হাসিয়া ।
 কহেন শ্রীমাধোদাসে শ্রেণ্য করিয়া ॥
 চনা খাওয়াইয়া তুমি পেট ফুলাইলে ।
 মিষ্টার পকার কিছু খাইতে না দিলে ॥
 পীড়া জন্মাইলা দেহে উদ্যার উঠিছে ।
 অই দেখ মিষ্টান্নাদি পাড়িয়া রহিছে ॥
 সেই চনা-ভাজাতে বা না জানি কতেক ।
 আশ্বাদ আছিল যাত্রে বিপরীত এতেক ॥
 তোমার গুণেতে নো অমৃত হইল ।
 এতেক মিষ্টান্ন দ্রব্য যেহেতু তেজিল ॥
 শুনিতে শুনিতে তবে শ্রীমাধোদাসে ।
 কাল ফ্যা । করি চাহে অমৃত রসে ॥
 একবার নিরখয়ে শ্রীবিহারীজীর পানে ।
 আরবার 'নরখয়ে স্বামিজী'-বদনে ॥
 চনা-ভোগ দিল প্রাতে স্রবণ হইল ।
 সেই অনুসারে সাধু চি স্ততে লাগিল ॥
 বুঝলা যে সেই চনা খ ইয়া বিহ রী ।
 প্রক শ কারিয়া কহে হৈল পেট ভ'রী ॥
 শুনিয়া কাহিনী সাধু মুচ্ছ'গত রৈল ।
 আপনারে ধিকার যে করিতে লাগিল ॥
 ধিক্ ধিক্ মেরে চেন কমলবদনে ।
 চনা খাওয়াইলু কিছু দয়া নৈল মনে ॥
 ধীর-সর-ননী বেই মুখে না রে'চয় ।
 সে বদনে চনা খাওয়াইতে কি জ্বর'য় ॥
 দরদর ধরা বহি পড়ে ছনয়নে ।
 হরিদাস-ঠাকুর প্রশংসেন মনে মনে ॥
 এই যে মহাত্ম্য জিহো বড় অধিকারী ।
 ইহার সমান নাহি দেখি জগ ভরি ॥
 পুলক হইয়া স্বামী আগমন করি ।
 দৌহে প্রেমানে কান্দে দৌহে কণ্ঠ ধরি ॥
 তবে স্বামী তাঁরে রাখি দিন দুই তিন ।
 কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করে রাতিদিন ॥
 শ্রীমান্ মাধবদাস তথা হৈতে গিয়া ।
 শ্রীমন্-ভাণ্ডীর রট দর্শন করিয়া ॥
 ভাণ্ডীরবনেতে এক উচ্চ টিলা হয় ।
 ভাণ্ডীর উপজীবরবারাদি আছয় ॥

তথ্যই আছে এক ব্রহ্মচারী-মুখে ।
 নিরুপে স্বভাব নাহি জানে ত'জিলেখে ॥
 তখন গোপন স্বত শুভ চিনি আদি ।
 ঘর ভরা আছে যেমন রাখে মূদি ॥
 অতিথি বৈকবে এক রতি নাহি দেয় ।
 চাহিলে মারিতে ধায় আপনি না খায় ॥
 দড়ীর শিকলি সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া ।
 উপর হইতে উঠায় পুন টানিয়া ॥
 সেই টিলাতলে সাধু রহিল পড়িয়া ।
 কৃষ্ণনামপ্রেমরসে পূর্ণাক্ত হিয়া ॥
 উপর হইতে সেই ব্যক্তি ফুকারয় ।
 কে রে বেটা উঠিয়া বা না রহ এখায় ॥
 পুনঃপুন গালি যদি পাড়িতে লাগিলা ।
 সর্বজ্ঞ মাধব তার স্বভাব বুঝিলা ॥
 সাধুর স্বভাব হয় দয়ার সাগর ।
 প্রতিজ্ঞা একান্ত বার পর-উপকার ॥
 মনেতে চিন্তিলা এই মূঢ় অভাজন ।
 ইহার মঙ্গল কিছু করিব স্মজন ॥
 এত ভাবি হঠাৎকার চড়িলা উপরে ॥
 দেখে নানাসামগ্রী আছে থরে থরে ।
 তারে প্রীত থাকে সাধু বুঝাইতে চাহে ।
 নাহি শুনে তাহ গালি পাড়ি যাইতে কহে ॥
 দেখিলেন সাধু পাত্র নহে বুঝা তার ।
 বিচারিলা আর কিছু উপায় তাহার ॥
 টিলা হৈতে নামিয়া চলিল মহাশয় ।
 বতক সামগ্রী তার ধরেতে আছয় ॥
 কীড়াময় হইল সব ব্যাপে ঘরঘার ।
 হেরিয়া কান্দরে সেই করিয়া ফুৎকার ॥
 বাইরা বাইরা পড়ে সাধুর চরণে ।
 মহাশয় যোর সর্বনাশ কৈলে কেনে ॥
 বাইতে আমার ঘরে কিছুই না পাইলে ।
 বুঝি সেই কে পে সব কীড়া পাড়াইলে ॥
 আইল কিরিয়া পুন ভাল করগিলে ।
 অর্ধেক তে'মারে দিব কহিহু নিশ্চয়ে ॥
 মহাশয় শুনি তাহা মুচকি হাসয় ।
 বিনয় করিয়া পুন তাহাকে কহয় ॥
 ভাল হবে তবে যদি শুন যোর কথা ।
 হেঁহ কহে অবশ্য বে নাহিক অত্যা ॥
 সাধু কহে তুমি নিজে হও একমাত্র ।
 নাহি তব পিতা-পাতা নাহি কতা-পুত্র ॥

সফর করহ তুমি কাহার লাগিয়া ।
 অতিথি বৈকবে কেনে না দেও বাটিয়া ॥
 বুঝা কেন কালক্ষেপ বদিয়া কর ॥
 শ্রীকৃষ্ণের চরণ কেনে নাহিক ভজহ ॥
 স'খ্যা আধ্যাত্মিক যোগ-আদি তনাইলা ।
 শ্রীকৃষ্ণভজন হ'ব পশ্চাতে কহিলা ॥
 প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইয়া ভক্তিভব ।
 পশ্চাতে কহিলা ব'তে পরম মহত্ব ॥
 যতপি বৈরাগ্য ভক্তি-অঙ্গ নাহি হয় ।
 তথাপিহ ঐবৎ উপযোগিতা সহ হয় ॥
 বে হেতুক প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইলা ।
 পশ্চ'ৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে পলিলা ॥
 শুনিতে শুনিতে তার মন কিরি গেল ।
 সাধুসঙ্গ-কল্পবৃক্ষ তৎক্ষণে কলিল ॥
 সেইক্ষণে জন্মিল শ্রীকৃষ্ণ-অমুর'গ ।
 তদগতমানস হৈল সব করি তা'গ ॥
 মহাজন যে কহিল ইহার প্রম'ণ ।
 তাহা কহি শুন ইথে কর অ'ধান ॥
 সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব'শাস্ত্রে কর ।
 লবা ম'ত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয় ॥
 তবে জিমাধবদাস জীবনাবন ।
 পুন চলে নীল'চলচক্রে'র চরণ ॥
 কতোক দূরেতে ত'র আছে এক শিষ্য ।
 কৃষ্ণপরাশর সেই পরমরহস্য ॥
 সেই গ্র'মে গিয়া পরম্পরা লোকধ'রে ।
 শুনিয়া তাহ'র ব'ণ আনন্দ অন্তরে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবানন্দে কাল যায় ।
 যাত্রে সব বৈষ্ণব গিয়া তথাই মিলয় ॥
 হরিসঙ্কীৰ্ত্তন নৃত্য গীত গ্রহণাঠে ।
 প্রতিদিন এইমত করি নিশি কাটে ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু তাহা দেখিবারে ।
 উৎসাহ হইল কিন্তু মনেতে বিচারে ॥
 প্রকাশ রূপেতে গেলে আমারে লইয়া ।
 উৎসব করিবে নানা সে সব ছাড়িয়া ॥
 অতএব মুই কোন ছরভাব করি ।
 বাইরা তাহার গৃহে সে আনন্দ হেরি ॥
 এতেক চিন্তিয়া সাধু গেলা সন্ধ্যা অন্তে ।
 যে সময় সঙ্কীৰ্ত্তন করে সব সন্তে ॥
 কিছুদূর আদিমতে বসি মহাশয় ।
 কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনরসে আনন্দে তনয় ॥

সে সব সুরঙ্গ দেখি লোভ জনমিল ।
 প্রতিদিন শুনিবার উপায় স্থজিল ॥
 সঙ্কীৰ্ত্তন বিরামেতে বিশ্রামের কালে ।
 নিজ সেই শিষ্য-স্থানে গিয়া কিছু বলে ॥
 কাদাল হই যে মুই কেহ মোর নাই ।
 পেটের নিমিত্ত মাত্র কিরিয়া বেড়াই ॥
 আপনে বদ্যপি রাখ তবে থাকি হেথা ।
 কিছুই না চাহি মাত্র চাহি পেটভাতা ॥
 গুরু সেবার মোরে নিযুক্ত করহ ।
 অনুগ্রহ করি মোরে যদ্যপি রাখহ ॥
 তেঁহ বলে ভাল ভাল তবেত থাকহ ।
 কেবল যে পেটভাতে যদ্যপিহ রহ ॥
 তবে তারে গো-সেবার অন্য যে মহলে ।
 নিযুক্ত করি তা তেবে রাখ কতৃহলে ॥
 মহা-অমৃতব সিদ্ধ শ্রীমাধবদাস ।
 ছয়রূপে শিষ্যগৃহে করি অপ্রকাশ ॥
 রহিলেন ভক্তিরূপ দেখিবার আশে ।
 যাহা শুনি স ধুগণে হৃদয় উল্লসে ॥
 হা হা কিবা আর্তি তাঁ বলি হারি যাই ।
 না জানিয়া কৃষ্ণরস কেমনি বা সেই ॥
 তাঁহার যে শিষ্য সেই কেমনি বা হয় ।
 বাহার সদৃশগেতে মজিগা মহাশয় ॥
 মো-সভার সে গুণের বিন্দু ন স্পর্শিল ।
 ধিকার এ দেহে কেন বিধি সিরঞ্জিল ॥
 হায় হায় ধিক্ ধিক্ ছিছি থুথু থুথু ।
 আমা-হেন মহাপাতকীর মুখে শু ॥
 বরঞ্চ যে পশুজন্য আমা হৈত ভাল ।
 কে মোর পাবাণ দিয়া হিয়া নিরমিল ॥
 পশু যে অজ্ঞান কিন্তু অপরাধহীন ।
 কৃষ্ণনাম শুনি বস্ত্রশঙ্কে হয় ভ্রাণ ॥
 অপর ধী জানিয়া যে মো-হেন পশুরে ।
 প্রেমদান দূরে রহ স'স'র না তরে ॥
 কিছু না বুঝিহু ভক্তি মর্ম না জানিহু ।
 হেন যে সুরার সিদ্ধ বণা না স্পর্শিহু ॥
 কেমন কঠিন করি কেমন বিখাতা ।
 নিরমিল এই দেহ সৃষ্টির অন্যথা ॥
 ইহার উপায় নাহি দেখি ত্রিকুবনে ।
 এক দয়াময় মাত্র শ্রীচৈতন্য বিনে ॥
 তাঁহার অতঃপদ করিলাম সার ।
 তেঁহ বিনে নাহি দেখি এ দুঃখের পার ॥

তেঁহ কি করিবে দয়া হেরি মুই ছার ।
 যে করুণ তাঁহার চরণে দিহু ভার ॥
 ভরসা করিহু তাঁর যে করে বিচার ।
 হইবে কপালে তবে যে থাকে আমার ॥
 তবে শ্রীমাধব দাস গো-সেবার ছলে ।
 একমাস রহি সেই কোতুক নেহালে ॥
 অ'র এক শিষ্য তথা আইল মাধবের ।
 দুই পরমার্গ ভাট মিলে বের বের ॥
 দুই তিন দিন সাধু রহি তাঁর ঘরে ।
 একদিন গেলা সাধু গোহাল-দ্বারেরে ॥
 হেথৈ গিয়া এক বাক্তি মুদিত নয়ান ।
 দর দর ধারা চক্ষে করয়ে ধের'ন ॥
 কৃশাঙ্গ মলিন যেম কাদালের প্রায় ।
 অন্ধকার গোহালেতে বসিয়া ধেরায় ॥
 বিষয় হইয়া তথা পুছে কোন লোকে ।
 সে কহয়ে হেথার রাখ'ল মিনসা থাকে ॥
 মনে ভাবে রাখ'লের হেন কি চরিত্র ।
 বাহ নাহি প্রেম-জলে পূরিত হ'নেত্র ॥
 ঘনাইয়া ধীরে ধীরে নিকট বাইয়া ।
 মুখে নাহি সরে বাণী আকৃতি দেখিয়া ॥
 নিজগুরু শ্রীমাধবদাসের আকৃতি ।
 যেমন আকৃতি দেখে তেমন প্রকৃতি ॥
 অখচ রাখাল হেথা আটছে গো সেব'র ।
 বড়ই হইল ভ্রম স্থির নাহি হয় ॥
 তট হইয়া গিয়া কহয়ে ভারেবেরে ।
 হের আইস দেখ দেখি কে গোহালি-বরে ॥
 তেঁহ কহে কহ কেটা দেখিলে কাহ'রে ।
 বড় যে চঞ্চল তুমি কি হেতু কহ মোরে ॥
 তেঁহ কহে ভাল তাহা কবি পশ্যতে ।
 অ'গে নিরখহ আসি গোহালি ঘরেতে ॥
 চমকিত হইয়া ধাইয়া তথা গেলা ।
 দেখিয়া তাঁহারে গিয়া কাঁঠবৎ হৈলা ॥
 মুখে নাহি সরে বাণী মনে ধকধকি ।
 গুরু যে আমার এ কি চমৎকার দেখি ॥
 গোলমাল দেখি সব লোক জমা হৈল ।
 পরস্পর কি কি বলি ফুকার পড়িল ॥
 তবে সাধু নিজগুরু শ্রীমাধব দাস ।
 জানিয়া কহয়ে হা হা এ কি সর্বনাশ ॥
 হেন ছয়রূপে কেনে করিলে এ কর্ম ।
 ইহার কারণ কিছু নাহি জানি মর্ম ॥

এত কহি মহাশয়ের চরণ ধরিয়া ।
 দাবিতেই বাহু হইল চাহে চমকিয়া ॥
 দেখে শিষাগণ কাছে বহু জনস্ব ।
 লজ্জিত হইয়া সাধু মুখে নাহি রব ॥
 শিষ্য চরণেতে পড়ি অষ্টাঙ্গ হইয়া ।
 কান্দে উচ্চনাদ করি ভূমে গড়ি দিয়া ॥
 কেনে প্রভু এত বিচক্ষণ কৈছে মোরে ।
 হৈন কৰ্ম কেনে কৈল কি তব অন্তরে ॥
 যদি ভৃত্য অপরাধী হয় শ্রীচরণে ।
 দণ্ড করি তবে কেনে না কৈলে শোধনে
 অপরাধ ক্ষেম প্রভু কৃপাদৃষ্টে হের ।
 ঘরে আইস তব শ্রীচরণ ধৌত কর ॥
 তবে উঠি মহাশয় কদম্বেতে ধরি ।
 অঙ্গে হস্ত বুলায় নরনে বহে বারি ॥
 তব অপরাধ নাহি না করিহ খেন ।
 ইহার কারণে শুন কহি তবে স্তব ॥
 তুমি মোর অতিপ্রিয় গুণের সাগর ।
 কুবনে নাহিক দেখি সমান তোমার ॥
 তোমার যে ভক্তিরস রস দেখিবারে ।
 ছাপাইয়া আসিয়া রহিলু তব ঘরে ॥
 আমারে দেখিলে তুমি কুণ্ঠিত হইবে ।
 রসভঙ্গ হবে হেতু রহি হ্রস্বভাবে ॥
 তবে সাধু ঘরে লৈয়া শুক্রায়া করিয়া ।
 প্রেমানন্দে মগ্ন হৈল নিজ পাসরিয়া ॥
 মহামহোৎসব কৈল মঙ্গলাচরণ ।
 যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কখন ॥
 কতক দিবস সাধু থাকিয়া তথায় ।
 চলিলেন অগরাধ ধরিয়া স্বদয় ॥
 কথক দূরেতে আর এক শিষ্য হয় ।
 বণিক সে জাত্যাংশে বাণিজ্যব্যবসায় ॥
 বণিক শ্রীপুরুষোত্তম যবে গিয়াছিল ।
 মোর গৃহে যবে বলি প্রার্থনা করিল ॥
 তাহে অসীকার কৈল সেই অহুসারে ।
 বণিকের গৃহে গেলা কৃপা করি তারে ॥
 গৃহে গিয়া দেখেন বণিক নাহি ঘরে ।
 তাঁর স্ত্রী সন্মান করিলা সাধুবরে ॥
 পদ ধোয়াইয়া দিলা বসিতে আসন ।
 ব্যস্তসমস্ত হৈল ভোজন কারণ ॥
 এক বিপ্র অন্তরঙ্গ কোঠারি উপরে ।
 গাকের উত্তোপে আছে আগনার তরে ॥

স্ত্রী গিয়া বিনয় করিয়া বিপ্রে কহে ।
 অতিথি বৈষ্ণব এক আইলা মোর গৃহে ॥
 একমুষ্টি তণ্ডুল দিই তোমার হাতিতে ।
 ছ'জন্য হবে তাঁরে না হবে রাঙ্কিতে ॥
 এতেক কহিতে বিপ্র রাগত হইয়া ।
 কহেন তোমার হেন কে আস্তে রহিয়া ॥
 আমি ত নারিব তুমি তাঁহারে রাঙ্কিও ।
 নহে চাহ এ সব সামগ্রী নিরা যাও ॥
 তাহা শুনি স্ত্রী ভরে নামিয়া আইল ।
 সে সব বৃত্তান্ত সাধু শুনিতে পাইল ॥
 মাধবের শিষ্য হন সেই যে ব্রাহ্মণ ।
 গুরু আসিয়াছেন বলি না জানে তখন ॥
 বণিকের স্ত্রী তবে দুগ্ধাদি আনিয়া ।
 সাধুরে ভোজন করাইল আউটির ॥
 সাধু দুগ্ধ পান করি উঠিয়া চলিল ।
 যাইতে বণিক সহ পথে দেখা হৈল ॥
 বণিক চরণে ধরি পুনশ্চ আনিলা ।
 বড় ভক্তিভাব করি গৃহে বসাইলা ॥
 তখন যে সেই বিপ্র নামিয়া আসিয়া ।
 দণ্ডবৎ কৈল নিজ অতীষ্ট জানিয়া ॥
 সাধু কহে তব মুখ মুই না দেখিব ।
 মোর আগে রহ যদি হেথা না রহিব ॥
 বণিকের স্ত্রী এক বৈষ্ণবের অর্থে ।
 এক মুষ্টি তণ্ডুল তোমার পাকপাত্রে ॥
 চাহিল দিবারে তুমি তাহা না পারিলে ।
 উপেক্ষা করিলে আর রাগত হইলে ॥
 আমি ইহা নাহি কহি বার্ষে আপনার ।
 বৈষ্ণবের প্রতি তব এই ব্যবহার ॥
 বুঝিলু বৈষ্ণব তুমি বহিমুখ হও ।
 শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে কভু অধিকারী নও ॥
 তবে বিপ্র কাকুবান করিতে লাগিলা ।
 কাতর দেখিয়া সাধু প্রসন্ন হইলা ॥
 শাসন করিয়া শিষ্যে শোধন করিলা ।
 দয়ার্জ হইলা কিছু কোপ না রহিলা ॥
 তবে শ্রীমাধবদাস তথা হৈতে গিয়া ।
 পূর্বশ্রমে গেলা মাতা দর্শন লাগিয়া ॥
 পরিক্রমা করি কৈল দণ্ডবৎ নতি ।
 মাতা অঙ্গে হস্ত দিয়া সেহ কৈলা অতি ॥
 মাতাও ভজনানন্দ ভাগবতোক্তম ।
 পূর্বাশ্রমে আইলা বরি মানিলা বিবম ॥

অহুরোধ করি পুন্নে ভৎসন করিলা ।
এখানে আসিতে তব উচিত না ছিল ॥
স্ত্রী, পুত্র, গৃহ তব পূর্বের আছয় ।
হঠাৎ জন্মিবে মোহ কি তাহে বিশ্বয় ॥
অতএব শীঘ্র বাপু স্থানান্তর যাহ ।
পুন এককর্ণ এই স্থানে নাহি রহ ॥
মাতার যে উপদেশ প্রশংসা করিয়া ।
দণ্ডবৎ করি মাত্র গেলেন চলিয়া ॥
পুরুষোত্তম শ্রীমান্ জগন্নাথ স্থানে ।
যাইয়া দর্শন করি ভাসে প্রেম-বানে ॥
জগন্নাথ তাঁহে দেখি হৈলা আনন্দিত ।
পূর্ব বে সখ্যতাত্ত্ব হইল উদিত ॥
শ্রীমান্ মাধবদাসের গুণগন ।
গাইয়া মাগয়ে কৃষ্ণদাস শ্রীচরণ ॥

শ্রীসুরদাস ।

শ্রীল-সুরদাস সাধু জগতে বিখ্যাত ।
পরম-রসিক কৃষ্ণ-নিষ্ঠ দৃঢ়-ব্রত ॥
তাহার কবিত্ব শুনি ধেন কে আছয় ।
অস্তর-পুলক-ভাবে শির না চালয় ॥
মহা-অনুভব হয় বিরক্ত মহাপ্রেমী ।
শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎ বাস বৃন্দাবনভূমি ॥
অষ্টাদশ মিলি যেহ উপেক্ষা করিল ।
চারি মুক্তি আদি চতুর্কর্গ তেয়াগিল ॥
শিষ্য অনুশিষ্য ক্রমে জগৎ তারিল ।
যার নাম-ভেলা লোকে আশ্রয় করিল ॥
শ্রীমান্ সুরদাস সাধু জিজগৎশুর ।
জগতের আরাধা মনুষ্য-সুরাসুর ॥

শ্রীকেশবভট্ট ।

শ্রীকেশবভট্ট শাস্ত্র শিষ্ট কৃষ্ণভক্ত ।
সিদ্ধ পকতিবান্ পরম-বিরক্ত ॥
মোছলমান সদা ঘেঁটা হিন্দুর ধরমে ।
মধুরায় কৈল বাসা তীর্থে যে বিশ্রামে ॥
যেই হিন্দু মানে যার জোয়াবরি করি ।
মোছলমানগণ স্রষ্ট করে ধরি ধরি ॥

শ্রীমান্ ভট্টজীউ দেখি বড়ই অনর্থ ।
আপনি চলিয়া গেলা শ্রীবিশ্রাম তীর্থে ॥
ভট্টজীর উপরে যতেক মোছল মান ।
উদ্যুক্ত হইল সবে করিতে আক্রমণ ॥
সেইকালে ভট্টজীউ হস্তার করিল ।
যতেক যবনগণ পদপ্রায় হৈল ॥
অজ্ঞেতে বিধের জালা হঠতে লাগিলা ।
ছট্‌কট্‌ করি সব মৃত্যাবৎ হৈলা ॥
প্রধান যে পীর তেঁহ দেখি সভার গতি ।
ভট্টজীর চরণে পড়িয়া কৈল নতি ॥
তবে মহাশয় তারে প্রশয় হইয়া ।
সভাকারে স্নহ কৈল কৃপাদৃষ্টি দিয়া ॥
সেই হৈতে দোষাত্ম্য না করে মোছলমান ।
নির্দ্বিগ্ন হইয়া লোক তীর্থে করে মান ॥
কেশব ভট্টের গুণ কথা নাহি যায় ।
কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র কহিল ইহার ॥

শ্রীহরিবাস নাম পরমমহাস্ত ।
যার গুণগান কহি নাহি হয় অস্ত ॥
দেবী মহামায়া যারে গৌরব করিয়া ।
কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা কৈল যার স্থানে গিয়া ॥
গ্রামভুক্ত যত লোক দেবীর শাসনে ।
বৈষ্ণব হইল দীক্ষা কৈল যার স্থানে ॥
তাঁহার বিশেষ কিছু কহিব বিস্তারি ।
ইথে অবিশ্বাস নাহি কর হেলা করি ॥
সত্যবাদী ভিত্তিম্বর সর্বস্ত নিম্পূহ ।
নাভাজী কহিল যাহা অতি সত্যবহ ॥
চটখাবল নাম এক গ্রাম হয় ।

ভমিরা শ্রীহরিবাস গেলেন তথায় ॥
এক বাগিচার দেবী-মণ্ডপ আছয় ।
সেইখানে গিয়া সাধু বিশ্রাম করয় ॥
ধেনকালে গ্রামী কোন ইতর যে লোকে ।
ছাগ বলিদান কৈল দেবীর সম্মুখে ॥
দেখিয়া শ্রীহরিবাস চমকিত হৈলা ।
জীব-হিংসা দেখি বড় কাতর হইলা ॥
রুষ্ট হইয়া কিছু তবে দেবীরে কহয় ।
এ যে কর্ম তোমার উচিত কভু নয় ॥

এ ত ইতরের কন্ম নির্দয় যে হয় ।
 অগম্যাতা বলি সবে তোমায়ে পূজয় ॥
 অগম্যাতা কেমনে হইতে চাহ তুমি ।
 বিবদুষ্টি না করে যে সভাকার স্বামী ॥
 তোমায়ে দেখি যে কার অনুগ্রহ কর ।
 কার মাথা কাটিয়া রক্ত-পান কর ॥
 এতেক শুনিয়া দেবী লজ্জিত হইলা ।
 সাধু হুঃখ ভাবিয়া অন্তর উঠি গেল ॥
 উপবাস করি সাধু রহিলা পড়িলা ।
 দেবীর উচিত আজি করিব বলিলা ॥
 দেবী অমিদারের বস্ত্রার রূপ ধরি ।
 রক্তনের সামগ্রী তুল আদি করি ॥
 লইয়া গেলেন যথা সাধু আছে পড়ি ।
 রক্ষন করিয়া খাও কহে হাত জুড়ি ॥
 শরণ লইলু মোরে কর অনুগ্রহ ।
 কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ-দীক্ষা দেহ ॥
 তাহার অমৃত বাক্য আর স্মরণিতে ।
 পরিতোষ হৈল সাধু তুষ্ট হৈল চিত্তে ॥
 কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া রহুই করিয়া ।
 ভোজন করি' অন্ন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া ॥
 রায়ে দেবী গ্রামে ভয়ঙ্কর রূপ ধরি ।
 গিয়া উপদ্রব করে ছত্কার করি ॥
 কাহারে ধরিয়া আছাড়িয়ে ভূমিতল ।
 ক'হারে চাপড় চড় কাহারে মারে কৌল ॥
 কার বড় ভাদি পাড়ে কার হাড়িকুড়ি ।
 ভুতি নতি করয়ে সবেই হাত ঘুড়ি ॥
 কে তুমি কি আজ্ঞা কর কহ তাহা করি ।
 ক্ষেম অপরাধ কেনে মার অবিচারি ॥
 তবে দেবী কহে যদি পারণে বাঁচিব ।
 মোর আজ্ঞা মত গ্রাতে সবাই করিবে ॥
 সবে কহে যেই আজ্ঞা অবশ্য পালিব ।
 গ্রাৎকালে সেই আজ্ঞা আপনি করিব ॥
 তবে কহে মুঠ দেবী গ্রামের তোমার ।
 মুঠ তুষ্ট হব ভাল হবে সভাকার ॥
 বাগিচার আই যে বৈষ্ণব উত্তরিল ।
 মুঠ তার স্থানে কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা কৈল ॥
 তাঁর স্থানে গ্রামের সহিত সবে গিয়া ।
 কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কর উৎসব করিয়া ॥
 সবেই বৈষ্ণব হও শ্রীকৃষ্ণ ভজহ ।
 মুঠ যার দাসী মোর ইষ্টদেব গৌর ॥

একারে ভীষণতর চুৎকে কহিল ।
 অজ্ঞ বিজ্ঞ সাংকার প্রজা উপজিল ॥
 আর কহে দেবী আজি হৈতে বোই জনে ।
 জীবহিংসা করিবেক আমার সদনে ॥
 তাহার উচিত ফল তৎকণাৎ দিব ।
 পরিবার সহ তারে সবংশে মারিব ॥
 দেবীর আজ্ঞা সবে নিশ্চয় করিলা ।
 দেবী যথা সাধু বসি তথা চলি গেল ॥
 ঘোড়হস্ত করি কিছু করিও লাগিলা ।
 মুঠ তব স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈলা ॥
 মোর অপরাধ কিছু না লইবে আর ।
 জীবহিংসা আর নাহি হবে গৃহে মোর ॥
 কল্য এই গ্রামশুদ্ধ বৈষ্ণব হইবে ।
 তোমার চরণ আসি আশ্রয় করিবে ॥
 সর্বজ্ঞ শ্রীহরিবাস অনুভব কৈলা ।
 দেবীর বাক্যেতে অতি সন্তুষ্ট হইলা ॥
 দেবীর সম্মান করি তথা বসাইয়া ।
 কৃষ্ণকথারসে নিশি গোহ'য় আগিয়া ॥
 প্র তৎকালে গ্রামের বাল বৃদ্ধ বনিত ॥
 সাধুর নিকটে গেল কৃষ্ণমন্ত্র লৈতে ॥
 দীক্ষা করি গ্রামশুদ্ধ হইল বৈষ্ণব ।
 ছল ছলি পড়ি গেল মহাকলরব ॥
 তুলসীর মালা কাঠে লগাট তিলক ।
 দেখিতে সুন্দর দেশ ক বলা আলোক ॥
 স কাৎ কি ভক্তিদেবী মূর্তিমান্ হৈল ।
 অথবা বৈকুণ্ঠ আসি আ'বভাব কৈল ॥
 মহামহাৎসব চটখাবল নগরে ।
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা হৈল ঘরে ঘরে ॥
 ইথে যদি কেহ কর কুতর্ক বিশেষ ।
 দেবী বৈষ্ণবের স্থানে কৈল উপদেশ ॥
 ইথে কি বিস্ময় এ তে' সুসম্ভব হয় ।
 কৃষ্ণভক্ত দেবত গণের পূজ্য হয় ॥
 কৃষ্ণভক্তসমান দেবতাগণ নহে ।
 ইহার সন্দেহ কিবা সর্বগাত্রে কহে ॥

যথা—

বিবৃথাঃ কিং পুনঃ সর্কে অজঃ শক্কা ভবেদ্ যদি ।
 ম কেহ পি সমতাং যাস্তি কৃষ্ণভক্ত নারদ ॥
 হে নারদ । নিখিল দেবগণের কথা কহিব কি,
 যদ্যং ব্রহ্মা ও ইন্দ্রও যদি পুনরায় প্রাহৃত হন, কৃষ্ণ-
 ভক্তের সত্বিত সমতা প্রাপ্ত হইত পারেন না ।

সে বিচার দূরে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ দেখহ ।
কৃষ্ণের স্বরূপ হন বৈষ্ণব-বিগ্রহ ॥
চৌষটি-ভজন-অঙ্গ-মধ্যে উক্ত সেবা ।
পরমরহস্য আর ছাড়ি দেবী-দেবা ॥
কৃষ্ণের সেবন হৈতে অধিক বৈষ্ণবে ।
সাধুশাস্ত্রমতীসিক্ত সেবন করিবে ॥

তথা—

মন্তকপূজাভ্যাসিকা ॥
মদীয় ভক্তই অধিক পূজার যোগ্য ।
অতএব বৈষ্ণব কৃষ্ণের মূর্তি হয় ।
নয় স্তব সর্কারাধ্য ইথে কি বিশ্বয় ॥
ছোট বড় বৈষ্ণবের সেবা আরম্ভনে ।
সর্বকল পাই আর সংসার-মোচনে ॥
সেহ ফল অল্প কৃষ্ণপ্রেমভক্তি মিলে ।
এ ফল মিলয়ে কোন দেবতা পূজিলে ॥
কৃষ্ণভক্তি দূরে থাকু সংসার না যায় ।
ত্রিবার্গের ফল-নাথ্য দেবগণ হয় ॥
দেবগণ মুক্ত নহে যে মুক্তি প্রার্থয়ে ।
হরিভক্তি সেই মুক্তি বিষয় দেখয়ে ॥
অতাবে জীবমুক্ত মুক্তি না চাহিয়ে ।
শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ কহে মিলেও না লয়ে ॥

শ্রীভাগবৎ—

সালোক্যসাষ্টিসামীপ্য-সাক্ষিপ্যকতমপ্যুত ।
দীপ্যমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মংসেবনং জনা ॥
সমান লোকে বাস, সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য,
সাক্ষ্য ও সাধুজা লাভ করিলেও মদীয় ভক্ত জন
মংসেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করেন না ।
অতএব দেবগণ হৈতে হরিভক্ত ।
শ্রেষ্ঠতম পরাংপর সার দেব-উক্ত ॥
হরিভক্তগণে যেই সামান্ত গণন ।
নিজ গলে ছুরি দিল কে রাখিবে তার ॥
হরিদাস-ঠাকুরের মারা প্রণময় ।
চৈতন্যচরিতামৃতে এসিদ্ধ অ'ছয় ॥
অতএব সংশয় ইহাতে কিছু নাই ।
বৈষ্ণব পরমপূজ্য সত্যকার ঠাই ॥
শ্রীল-হরি'য়াস প্রভু পতিতপাবন ।
তিনি কৃষ্ণদাস চাহে চরণে শরণ ॥
ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীরামচন্দ্র কটীরাজ-আদি-
গুণবর্ণনং উনবিংশ-মালা ॥ ১৯ ॥

বিংশ মালা ।

—*—

ত্রিপুরদাস আদি-ভক্তগুণবর্ণন ।

.অয় শ্রীচৈতন্যহরি অয় নিত্যানন্দ ।
জগদ্বৈতচন্দ্র অয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
অয় রূপ সনাতন ওট-রঘুনাথ ।
শ্রীদীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ ॥

শ্রীত্রিপুরদাস ।

শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস ন'সেতে কারয় ।
একান্ত শ্রীনাথদীর পদে মন নাস্ত ॥
মোহবের প'ংশ'-সরকারে ধনব'ন্ ।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব-অর্থ সকলি লোটন ॥
নীতকাল হৈলে গোবর্দ্ধনে ন'থদীর ।
জড়াও অনেক বস দেন ভক্ত ধীর ॥
স'ল টু বনাত রেছাই নানামত ।
প্রতিদিন নূতন পরান অভিমত ॥
কতদিন পবে সেই ত্রিপুর কারয় ।
ধনশূন্য হইয়া হইল অসমর্থ ॥
কিছুনা নাহি অর্থ থাইতে না জান ।
তথাচ জড়াও নাথদীর সঙ্গে দেন ॥
পরে এক বৎসর যে শীতের সময় ।
কিছুই সঙ্গতি নাই ভাবেন উপায় ॥
গৃহে গিয়া নিজঘরে চৌদিক্ নেহারে ।
কিছু না দেখিছা সাধু ফাঁফর অন্তরে ॥
পিতলের দোরাতি একটীমাত্র ছিল ।
তাহাই লইয়া হস্তে বাজারে চলিল ॥
একটা যে মুদ্রা তাহা বেচিয়া পাইল ।
তাহে একখ'নি মোটা বসন কিনিল ॥
কিঞ্চিৎ কুসুমি র' করিয়া তাহাতে ।
লইয়া চলিল সাধু কান্দিতে কান্দিতে ॥
সুকুম'র সুন্দর শ্রীনাথদী আয়ার ।
কেমনে এমন ২য় অঙ্গে দিব তার ॥
কোত্তিত হইয়া ২য়খানি নিয়া দিলা ।
ঠাকুরের তাকারী তা লইয়া রাখিলা ॥

আর আর বড় বড় মনুষ্য অনেক ।
 জাড়াও আনিয়া দিছে সালাদি বতেক ॥
 তাহার বেটন করি বাক্সিয়া রাখিল ।
 ভাল ভাল বস্ত্র নাথজীকে পরাইল ।
 সেবাইত যে গোসাঞি তাঁরে নাথজী कहিল ।
 মোর অঙ্গে শীতনিবারণ নাহি হৈল ॥
 তা শুনি গোসাঞি সাল পাওরি বতেক ।
 পরাইল শ্রীঅঙ্গেতে বতেক কতেক ॥
 তথাচ না যায় শীত পুনরপি কহে ।
 শতবস্ত্র দিলে শীত নিবারণ নহে ॥
 ত্রিপুর দাসের বস্ত্র আনি দেহ কহে ।
 তাহা বিনে মোর শীত নিবারণ নহে ॥
 এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি চিস্তির ।
 তাগার-গোমস্তা স্থানে গেলেন ধাইয়া ॥
 বাইয়া কহেন এ বৎসর ঠাকুরের ।
 জাড়াও না পহুছে কি ত্রিপুরদাসের ॥
 ত্রিপুরদাসের বস্ত্র বিনে নাথজীর ।
 শীত নিবারণ নহে হইলা অস্থির ॥
 গোমস্তা শুনিয়া তাগারীয়ে জিজ্ঞাসিলা ।
 তাগারী কহেন এক মোটা বস্ত্র দিলা ॥
 লজ্জার ভোমার স্থানে নাহি লেখাইল ।
 আমি তাহা অস্ত্র বস্ত্রে বেটন করিল ॥
 শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস প্রিয়ভক্ত হয় ।
 মহামহিমা যে তার সবাই জানয় ॥
 দস্তে জিহ্বা কাটি তবে গোমস্তা কহয় ।
 হা হা কি করিয়াছ কৰ্ম্ম অনোচিত হয় ॥
 শীত লইয়া আইল তাহাতেই কাম ।
 সেই সে সকল-সার সেই অমুপায় ॥
 মোটা যে বসন সেই জগতে উৎকৃষ্ট ।
 সাল পাওরি হৈতে সেই অতিশ্রেষ্ঠ ।
 অঙ্কার বিঘাট সিন্ধে দিয়া ভক্তিধাণা ।
 প্রেমরসে কষায়িত অমুরাগে রাজা ॥
 নরানজলেতে ধোয়া উৎকর্থা-আতপে ।
 শুক হইল যার কিরণের তাপে ॥
 এক সেই বস্ত্র আর গোপীকনকরে ।
 তাহা বিনে শীতনিবারণ নাহি হয়ে ॥
 তবে সেই বস্ত্রখানি আনিয়া বাক্সিয়া ।
 নাথজীর শ্রীঅঙ্গে দিলেন উড়াইয়া ॥
 তখন বতেক শীত নিবারণ হৈল ।
 মহামোহন সব কল্যাণচরণ হৈল ॥

সেহ বে ত্রিপুরদাসের অমুদাস ।
 অম্বে অম্বে হৈতে কৃষ্ণদাস কহে আশ ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস মহানুভব ।

শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস সাধু মহা-অনুভব ।
 প্রেমানন্দে সদা মগ্ন উদার স্বভাব ॥
 নৃত্য-গীত-বাদ্যরসে সদাই মগন ।
 কৃষ্ণগুণগান বিনে নাহিক কখন ॥
 নৃত্য-গান-রসে কৃষ্ণ বশীভূত হৈল ।
 ভক্তবাৎসল্য হরি আপনা সঁপিগ ॥
 একদিন দেখে সাধু দিল্লীর বাজারে ।
 অপূৰ্ণ জিলাপি করি রাখে থরে থরে ॥
 দেখিয়া উৎসাহ হৈল এ হেন সামগ্রী ।
 বৃথা অস্ত্রে ধাবে এ ত নাথজীর বোণা ॥
 এতেক চিন্তিয়া কারে কিছু না कहিলা ।
 দোকানে বাইয়া মনে মনে ভোগ দিলা ॥
 থালীর সহিতে সেই জিলাপির রাশি ।
 তৎক্ষণাত গোবর্দ্ধনে পহুছিল আসি ॥
 নাথজী ধাইয়া তাহা অতিভৃগু হৈল ।
 হোথা দোকানদার কহে জিলাপি কি হৈল
 চমকিত হইয়া ভাবয়ে সবে মেলি ।
 নাথজী ধাইল বলি সাধু কুতূহলী ॥
 দোকানদারে কহে চিন্তা না করিহ ।
 নাথজীর স্থানে থালী জিলাপির সহ ॥
 গোবর্দ্ধনে গেল তথা ঠাকুর ধাইল ।
 থালী শূণ্য আন গিয়া বিশেষ कहিল ॥
 এতেক শুনিয়া তবে হালোয়াইগণ ।
 উৎসাহ করিল অতি আনন্দিত মন ॥
 দিল্লী আর গোবর্দ্ধনে পাঁচদিনের পথ ।
 হালুই আইল তথা চড়ি মনোরথ ॥
 নানান সামগ্রী অতি উত্তম উত্তম ।
 করিয়া লইয়া আইল করি বাস্তোত্তম ॥
 নাথজীর ভোগ দিয়া নিজ থালী লৈয়া ।
 চলিয়া গেলেন সবে আনন্দিত হিয়া ॥
 তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
 শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি মাগে কৃষ্ণদাস ছার ॥

শ্রীকিষ্ঠলদাস ।

মথুরানিবাসী শ্রীকিষ্ঠলদাস নাম ।
 বালা রাজার পুরোহিত তত্ত্ব অভিরাম ॥
 কৃষ্ণেতে আটকি চিত্ত সর্বস্বত্যাগী ।
 সদাই বিরহল থাকে প্রেমরসরাগী ॥
 রাজা তাহা শুনি নিজ-পুরোহিত-রীত ।
 দেখিতে করিল বাজা ভিজি গেল চিত ॥
 একদিন একাদশী-জাগরণ রাত্রে ।
 ডাকিয়া আনিল সেই প্রেমী মহাপাত্রে ॥
 দোমংলা ছাতের উপরে রাজা বৈসে ।
 অনেক বৈষ্ণব তঁখা জাগরণে আইসে ॥
 কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী কীর্তন নর্তন ।
 করিতে লাগিল যেহি বৈষ্ণবের গণ ॥
 শ্রীমান্ বিষ্ঠলদাস শুনিতে শুনিতে ।
 প্রেম্যানন্দে অচেতন নাহিক সংবিতে ॥
 কতক রাত্রে পরে উঠি বাহ্যহীন ।
 নাচিতে লাগিল মাত্র প্রেমের অধীন ॥
 কোথায় পড়য়ে পদ কাহার উপরে ।
 স্মৃতিমাত্র নাহি ভাসে আনন্দ সাগরে ॥
 হকার উদ্ভূত নৃত্য করিতে করিতে ।
 ছাতের উপর হৈতে পড়িল ভূমিতে * ॥
 কৃষ্ণের করুণা কিছুমাত্র না লাগিল ।
 রাজা-আদি হাহাকার করিয়া উঠিল ॥
 শ্রীমুখ আসি নামি সবে ধরিয়া দেখয় ।
 কিঞ্চিৎ বেদনা দেহে নাহিক লাগয় ॥
 যতন করিয়া রাজা গৃহে পাঠাইল ।
 নিতানি ধরচ যে বন্ধান করি দিল ॥
 সাধু গৃহ ছাড়ি ষাটঘরাতে রহিল ।
 মাতার আগ্রহে শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিল ॥
 গোবিন্দ-আজ্ঞাতে পুন গৃহেতে বাইয়া ।
 দিবস যাপন করে বৈষ্ণব সেবিয়া ॥
 কতক দিবসে এক পুত্র জনমিল ।
 রজিরায় বলি নামকরণ করিল ॥
 অষ্টাদশ বর্ষ যবে বয়স হইল ।
 পিতার সমান কৃষ্ণে ভক্তি উপজিল ॥
 দৈবাধীন মুক্তিকান্তিতরে কিছু ধন ।
 আর এক শ্রীবিগ্রহ অতিসুগঠন ॥

পাইয়া আনন্দে সেবা করিল প্রকাশ ।
 পিতা তাহা দেখি অতি হইল উল্লাস ॥
 পিতা পুত্রে সেবা নৃত্য-স্নেহ প্রেমে করি ।
 আনন্দে কাটার কাল দিবস শরীরী ॥
 রাজার তনয় রজিরায়ে চরিত ।
 দেখিয়া অন্তরে বড় হৈল প্রজ্ঞাচিত ॥
 কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা তাঁর স্থানেতে করিল ।
 তাহাতে পরম প্রেমশক্তি জন্মিল ॥
 বিষ্ঠলের ঘরে এক নটিনী আইল ।
 ঠাকুরের গৃহে গান আরম্ভ করিল ॥
 রাসলীলা গান করে মধুর শ্রবণেতে ।
 বিষ্ঠল শুনিয়া প্রেমে নারে সংব্রিতে ॥
 ঘরে যত অলঙ্কার অর্থ বহু ছিল ।
 সকল আনিয়া নটিনীর আগে দিল ॥
 পেধে আর কোথ তে কিছু যদি না পাইল ।
 রজিরায়ে-পুত্রে হাত ধরি সমর্পিল ॥
 নটিনী তাঁহার হাত ধরি বসাইল ।
 গান-অন্তে হস্ত ধরি লইয়া চলিল ॥
 তখন বিষ্ঠলদাস কহে নটিনীকে ।
 বহু অর্থ দেই লহ পুত্র দেহ মোরে ॥
 রজিরায়ে কহে পিতা অনোচিত হয় ।
 কৃষ্ণের সম্বন্ধে দান করেছ আমার ॥
 এখন উচিত নহে পুন লইবারে ।
 বিষ্ঠল শুনিয়া লজ্জা পাইল অন্তরে ॥
 নটী রজিরায়ে লৈয়া পুত্রভাব করি ।
 লইয়া চলয়ে তবে আপন নগরী ॥
 হেনকালে রাজকন্ডা বৃত্তান্ত শুনিয়া ।
 তৎক্ষণাৎ গুরুগৃহে আইল ধাইয়া ॥
 কহে নটিনী-আগে বিনয় করিয়া ।
 গুরু মোর ভিক্ষা দেহ করুণা করিয়া ॥
 নটী কহে তবে দিব ইহার সমান ।
 স্বর্ণ যদি দেও তুল করিয়া প্রমাণ ॥
 রাজকন্ডা কহে দিক্ স্বর্ণ কিবা কহ ।
 সরবস অর্থ গৃহ প্রাণ চাহ লহ ॥
 রাজার কন্ডার তাব-ভক্তি দেখিয়া ।
 পুলক হইয়া নটী কহয়ে বুঝিয়া ॥
 কিছু নাহি চাহি মুই গুরু তব লহ ।
 সুখে থাক মোর বাড়া ঘরে চলি বাহ ॥
 তখাচ যে রাজকন্ডা নিজ অঙ্গ হৈতে ।
 সর্ব অলঙ্কার খুলি দিল সুরিতে ॥

গুরুকে নইয়া নিজগৃহে চলি গেল ।
 পিত'র হৃদয়েতে দিতে বিশ্বাস নহিল ॥
 পুন কোন দিন কারে দিবে প্রেমাপ্রশ্নে ।
 প্রাণধন প্রভু যম হারাইব শেষে ॥
 অপূৰ্ণ মন্দিরে রাখি সেবা আগন্তিল ।
 অলৌকিক কেহ কভু েন না দেখিল ॥
 পূজা গন্ধ মালা অলঙ্কার বস্ত্র দান ।
 ত্রিসন্ধ্যা আরতি পাদসেবন স্তবন ॥
 বিবিধ সেবন করি দিবস যাপন ।
 ইথে কি বিচিত্র পাইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
 গুরুরূপ-কৃষ্ণ ভজনের যে মহত্ব
 বেদ-বিধি কহিতে না প রে তার তত্ত্ব ॥
 গুরু চরণ ভজি কৃষ্ণচন্দ্র পাই ।
 গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজিলে পাই নাই ॥
 অতএব বাজকতা ধস্ত ধস্ত হয় ।
 কৃষ্ণভজনের তত্ত্ব সেই সে জানয় ॥
 শ্রীমান্ বিষ্ঠলদাস আর রত্নিরায় ।
 আর রাজকতা শুভমতি মহাশয় ॥
 সতাকার শ্রীচরণে করিয়া বিনতি ।
 কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণ-চরণে ভক্তি ॥

শ্রীনারায়ণ-ভট্ট ।

শ্রীমান্‌নারায়ণ-ভট্ট বড় অধিকারী ।
 বাহার আশ্রয় শ্রীল-বলদেব হরি ॥
 শ্রীমান্ বৃন্দাবনে উঠাগ্রামে হয় বাস ।
 দাউজীর সেবারসে বড়ই উন্নাস ॥
 নিরীহ নিশ্চেষ্ট মহাবিরক্ত উদার ।
 সৰ্ব্বশুনাকর সমাচার-ব্যবহার ॥
 পৰ্বত উপরে স্থিতি নিতি শত শত ।
 বৈষ্ণবসেবনে হয় লেখা নাহি কত ॥
 নানান সামগ্রী পরিপূর্ণ যে তাগারে ।
 কোথা হৈতে আইসে কেহ কহিতে না পারে ॥
 অপ্রকটসময় হইল যবে আসি ।
 এক ধনী অজ্ঞ কহে নিকটেতে বসি ॥
 শেবকাল হৈল এবে প্রয়াগ চলহ ।
 তীর্থরাজ ত্রিবেণীর আশ্রয় করহ ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু হুঃখ পাইল মনে ।
 কহ ছাড়ি আশ্রয় করিতে কহে আনে ॥

শ্রীবৃন্দাবনধামের যে মহিমা না জানে ।
 নাহি জানাইলে নাহি জানে অজ্ঞানে ॥
 আমি ত শ্রীবৃন্দাবনের অনুচর হই
 অজ যে লোকের কিছু হিত করি মুই ॥
 এতেক ভাবিয়া শ্রীপ্রয়াগ তীর্থরাইজ ।
 শ্রবণ কবিল সেই অজ্ঞের সমাজে ॥
 শ্রবণ করিবামাত্র প্রকট হইল ।
 মহাকোলাহল করি তরঙ্গ চলিল ॥
 শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন ধাৰা ।
 তিন বর্ণে স্তম্ভর বহয়ে বেণী পারা ॥
 সৰ্ব্বতীর্থ মথুরামণ্ডলে করে বাস ।
 হরিভক্ত অনুরোধে হইল প্রকাশ ॥
 পৰ্বত উপর হৈতে দেখি অজগণ ।
 পুছয়ে সাধুরে তবে করিয়া যতন ॥
 এ কি আচরিতে দেখি নদীর প্রবাহ ।
 তিন বর্ণ অপূৰ্ণ যে-শোভা এ কি কহ ॥
 ভট্টজী কহেন শুন এই ব্রজধাম ।
 সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহ হন সৰ্ব্ব-অভিরাম ॥
 যতেক তীর্থের তীর্থ সভার উপাত্ত ।
 সৰ্ব্বতীর্থ শ্রীল-বরুনার করে দাত্ত ॥
 তুমি কহ বৃন্দাবন ছাড়িয়া প্রয়াগ ।
 যাইতে আমারে ইহা বড়ই বিরাগ ॥
 এতেক শুনিয়া সেই ধনী মহাজন ।
 অপরাধ মানি তাঁর ধরিল চরণ ॥
 আমি অজ্ঞ মূঢ় মুখ ইহা জানি নাই ।
 এবে বুঝিলাম শিখিলাম তব ঠাই ॥
 অপরাধ ক্ষেম মোর লইল শরণ ।
 প্রসন্ন হইয়া স'ধু কৈল আশ্বাসন ॥
 অতাপিহ উঠাগ্রামে পৰ্বতের তলে ।
 নির খাল আছয়ে প্রয়াগ লোকে বলে ॥
 হরিভক্তজনের অনুরোধ কে না করে ।
 হরি নিজভক্তপদরজ বাঁধা করে ॥
 ইহার অধিক আর কি আছে মহিমা ।
 শ্রীমান্-ভাগবতে কহে মহিমার সীমা ॥
 শ্রীল-নারায়ণ-ভট্ট-মহাস্ত চরণ ।
 রূপা-আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণদাস অজজন ॥

পুনশ্চ শ্রীরূপ-সনাতন ।

(মূল হিন্দী ।)

শ্রীভক্তবল্লভ বল্লভ সুহৃৎ ত সুখ নৈনা নদিয়ে ।
কলিতবসন্তোয়ারের তারণকারণ ।
তরলী সৃজিলা বিধি রূপ-সনাতন ॥
সর্ববেদশাস্ত্রসিদ্ধ মহন করিলা ।
অমৃত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি উদ্ধারিলা ॥
মীমাংসক মায়াবাদী অশ্রু বঞ্চিয়া ।
কৃষ্ণতত্ত্ব দেবে দিলা অমৃত বাটিয়া ॥
শ্রীল-রূপ-সনাতন-কৃত বস্তু গ্রহ ।
নাতাজী দেখিয়া হৈল চমৎকার বস্তু ॥
সুনিষ্ঠ সুহৃদ সে বিচিত্র অলঙ্কার ।
পরমপাণ্ডিত্য সিদ্ধান্ত বেদসার ॥
শব্দে নানা অর্থ অথচ এক ভাব ।
পরম প্রসাদগুণ বড়ই প্রভাব ॥
নন্দগ্রামে একদিন শ্রীল-সনাতন ।
শ্রীকৃষ্ণের স্থানে গেলা কথিতে মিলন ॥
শ্রীকৃষ্ণগোস্থামী করি দণ্ডবৎ নতি ।
আগন আদি অর্পিয়া সম্মান কৈলা অতি ॥
ভোজন কারণ দুগ্ধ শর্করাদি আনি ।
পরমায় আদি পাক করিলা আপনি ॥
সনাতন কিছু কিছু আভাস দেখেন ।
শ্রীমতী কিশোরজীউ টহল করেন ॥
দেখিয়া নয়নে প্রেমধারা বহি যায় ।
না কহে কাহারে কিছু বসিয়া দেখয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ রন্ধন করি যুগলকিশোরে ।
কীরভোগ লাগাইলা পুলক অন্তরে ॥
কিশোর কিশোরী দৌড়ে ভোজন করেন ।
তাহাও সনাতন আভাসে দেখেন ॥
ভোজন করিয়া যবে দৌড়ে চলি গেলা ।
শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধরি কান্দিতে লাগিলা ॥
তুমি ধন্য ধন্য তব বলি হারি বাই ।
ভ্রাম-ভ্রামার খাওয়াইলে করিয়া রসুই ॥
কিন্তু এক দেখিয়া যে দুঃখ হৈল মনে ।
টহল করিলা প্যারী তোমার রন্ধনে ॥
তুমি মেনে বড় যে রন্ধন না করিহ ।
সুসুমারী প্যারীজীকে দুঃখ নাহি দিহ ॥
তবে সেই প্রসাদ যে গোস্থামী পাইয়া ।
কুটীরে চলিয়া গেলা প্রেমানন্দ দিয়া ॥
অবশেষে শ্রীল-রূপগোস্থামী পাইলা ।
বাহু আশ্রয়ন করি আপনা ভুলিলা ॥

যে প্রসাদকণার মহাদেব মস্ত হৈল ।
যে প্রসাদ লাগিয়া পার্শ্বভী তপ কৈল ।
যে প্রসাদ লাগি পুরুষোত্তম শ্রীবিমলা ।
অচ্যপি করেন বাস অতি কুতূহলা ॥
হেন যে প্রসাদ শ্রীল-রূপ সনাতন ।
অনায়াসে নিতি পান হেরে শ্রীবদন ॥
অতএব গোসাঞি শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন ।
সম নাহি গণি ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥
আর এক কথা শুন অপূর্ব কাহিনী ।
যাহা শুনি সাধুগণ না ধরে পরানী ॥
শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি শ্রীমন্ রাধিকার রূপ ।
বর্ণন করিলা সে যে অতি অপরূপ ॥
বেণীর তুলনা দিলা ফণীর সহিতে ।
শ্রীসনাতনের তাহে দুঃখ হইল চিতে ॥
বিষধর সহ সুখা-ধরের তুলনা ।
না ভাইল মনে তাতে পাইল বেদনা ॥
ফণীর স্বরূপ বেণী আকৃতির অংশে ।
শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি নহে রসাতাসে ॥
সনাতনে জানাইতে কৈলা এক লীলা ।
হলে শ্রীমতীর বেণী তাঁরে দেখাইলা ॥
একদিন রাধাকৃষ্ণতীরে বৃন্দভালে ।
ঝুলনার প্যারীরে লইয়া কৃষ্ণ ঝুলে ॥
কিছু দূরে হৈতে শ্রীমান্ সনাতন দেখে ।
প্যারীর বেণী যেন কণী লকলকে ॥
কৃষ্ণসর্পাকৃতি বেণী দেখি সনাতন ।
তখন প্রশংসে তবে রূপের বর্ণন ॥
অস্ত ফণিদর্শনে উপবে মনে তর ।
সে ফণিদর্শনে হৈল আনন্দ উদর ॥
প্রেমানন্দে জাত্য হৈল বিবর্ণ শরীর ।
সর্পাঘাতে যেন হয় বিবর্ণ অস্থির ॥
হেন বৃষ্টি বেণী কণী দংশন করিল ।
গরল-আকৃতে দেহে অমৃতে ব্যাপিল ॥
প্রেমানৃতে-ব্যাপি দেহে শ্রীল-সনাতন ।
ভূমে পড়ি গড়ি যায় নাহিক চেতন ॥
প্যারী-পীতাম্বর হেরি আনন্দে ভাসিলা ।
চকিতমাত্রেতে দেখা দিয়া দৌড়ে গেলা ॥
শ্রীল-সনাতনের মহাপ্রভাব শুনিয়া ।
আকবর পাংশা আইলা দর্শন লাগিয়া ॥
ষোড়হস্তে রাধা দাঁড়াইয়া তার আগে ।
বাক্য শুনিবারে প্রশ্ন করেন অমুরাগে ॥
সনাতন রাজদর্শন নিম্না মানি ।
হেঁট-মাথে রহিলা না কহে কিছু বাণী ॥

পুন আকবর সাহা কৃষ্ণভক্ত সঙরিয়া ।
 আলাপ করিলা তবে সন্মান করিয়া ॥
 রাজা বহু ভক্তি নতি করিয়া চলিলা ।
 বাণনকালেতে রাজা কহিতে লাগিলা ॥
 গোসাঞি তোমার কিছু আকাঙ্ক্ষা যে থাকে ।
 ব্যক্ত করিয়া তাহা কহ ত আমাকে ॥
 যে আকাঙ্ক্ষা করহ তাহা আহের করিব ।
 বাহা চাবে তাহা দিব ব্যর্থ না হইব ॥
 সনাতন কহেন আকাঙ্ক্ষা কিছু নাহি ।
 পুন রাজা কহে পুন কহে নহি নহি ॥
 একান্ত বড়পি রাজা পুনঃপুন কহে ।
 তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে ॥
 অর্থ ত তোমার স্থানে কিছু নাহি চাহি ।
 এক যে বাসনা তবে যদি শুন কহি ॥
 এই যে বসুনাতির তোমার আশ্রয় ।
 ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অন্নস্থান হয় ॥
 এই স্থানটুকি মোর বান্ধাইয়া দেহ ।
 আর কিছু মুই তব স্থানে নাহি চাহে ॥
 এতেক শুনিয়া রাজা ডাকি ভৃত্যগণে ।
 দাণ্ডাইয়া দাণ্ডাইয়া দেখেন সেইখানে ॥
 দেখে নানা মণি মুক্তা পরশ রতনে ।
 বসুনার তীর বান্ধা কতেক ভাঙনে ॥
 মনোহর অলৌকিক পরমমোহন ।
 যাহা হেরি মোহ যায় ব্রহ্মা-আদি গণ ॥
 শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল ।
 দেখিতে দেখিতে তেন আব না দেখিল ॥
 বিচার করিল মনে এই বৃন্দাবন ।
 স্বরূপ যে হয়ে এই পরমমোহন ॥
 আমি কিছু সনাতনে দিতে যে চাহিল ।
 তাহারি উত্তর মোরে ছল করি দিল ॥
 তুমি কিবা দিবে মুই পাইল যে ধন ।
 তার এক কপার কোটি কোটির যে কণ ॥
 তোমা-হেন লক্ষকোটি রাজার যে ধন ।
 অধিক নাহিক হবে না হবে সমান ॥
 এই ভাবে সনাতন বসুনার তীর ।
 বান্ধিতে কহিল এই আশার গন্তীর ॥
 এতেক চিন্তিয়া রাজা মুচকি হাসিয়া ।
 গোসাঞির আগে কহে শ্রবন করিয়া ॥
 এবে বৃন্দালাস তুমি এক ভিজগতে ।
 মহা-আচা ধনি জন নাহি তোমা হৈতে ॥
 ভিজগতনাথ বেই পরমহুসন্ত ।
 হুয়ারাধ্য বেই তেঁহ তোমাতে পূজত ॥

অতএব তোমারে যে আমি দিব কি ।
 অ মি যে পাংশাহা অভিমান করিছি ॥
 এতেক কহিয়া তবে রাজা চলি গেল ।
 কিঞ্চিৎ মহিমা সনাতনের কহিল ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন চরণের আশ ।
 জন্মে জন্মে দৃঢ় আশা করে কৃষ্ণকান ॥

শ্রীহরিবংশ গোস্বামী ।

শ্রীমন্ হরিবংশ গোস্বামী-চরিত্র ।
 অগতে ব্যাপিত হয় পরমপবিত্র ॥
 শ্রীমন্ গোপাল ভট্টজীর শিষ্য তেঁহ ।
 মহাভক্তিবান্ তেঁহ রাধাকৃষ্ণ প্রেমবহ ॥
 এক একাদশীদিনে তাহুল প্রসাদি ।
 ধাইলা বলিয়া শুরু কৈলা অপরাধি ॥
 অন্তরে গোসাঞি কষ্ট নাহি ত হইলা ।
 বাহ্যে লোকশিক্ষা হেতু শাসন করিলা ॥
 হরিবংশ গোসাঞির শিষ্য অমৃতক্রেম ।
 এবে রাধাবল্লভি গোসাঞি ব্রজধামে ॥
 শ্রীমন্ গোপাল ভট্ট শাসন করিল ।
 তাহাতে কিছুই মাত্র দোষ নাহি ছিল ॥
 আচার্য্য গোপালভট্ট তাহাতে প্রণালী ।
 কিরাইলা কি হেতুক না জানি কি বলি ॥
 যেহেতুক অস্ত্র অস্ত্র সম্প্রদায় সনে ।
 ব্যবহার আহার পরমার্থে নাহি বনে ॥
 বিচ্ছেদ হইল এক-পতঙ্গ না হয় ।
 বাজা জয়সিংহ বহু বিচার করয় ॥
 সে সব কহাতে এবে ফল কিছু নাই ।
 কোটি কোটি দণ্ডবৎ সভাকার ঠাই ॥

শ্রীহরিদাস স্বামী ।

শ্রীমন্ হরিদাস স্বামী প্রসিদ্ধ অগতে ।
 শ্রীমন্ বঙ্কবিহারীর কৃপাপাত্র মতে ॥
 শ্রীমন্ বৃন্দাবনধামে নিধুবনে বাস ।
 বিরক্ত উদার প্রেমভক্তি রসরাস ॥
 শ্রীবঙ্কবিহারী কৃপা করিলে যেমনে ।
 আশ্চর্য্য কথন সেই শুনহ শ্রবণে ॥
 স্বতঃ প্রকাশিত চিদানন্দ শ্রীবিহারী ।
 নিধুবনে আছিলােন মৃত্তিকা ভিত্তরি ॥

হরিদাস স্বামী প্রতি প্রত্যাদেশ কৈলা ।
 স্বামী বস্ত্র করি মাটি খুদি উঠাইলা ॥
 পরম সৌন্দর্য্য মণিময় অপ্রাকৃত ।
 ভুবনমোহন রূপ অতিচমৎকৃত ॥
 অভিষেক করি সিংহাসনে বসাইয়া ।
 সেবার নিযুক্ত হৈলা আনন্দিত হিয়া ॥
 অলঙ্কার বস্ত্র নানা সেবার সামগ্রী ।
 রাজা-রাজাড়া সব আনে করি ব্যগ্রী ॥
 সেবার শৃঙ্খলা অতি সুন্দর হইলা ।
 স্বামী প্রেমানন্দে অহি রসেতে মাতিলা ॥
 শিষ্য বাইবারে এক ব্যক্তি নিবেদয় ।
 তার মধ্যে গুণ এক স্পর্শমণি হয় ॥
 স্বামী সর্ব্বজ্ঞ তাহা জানিয়া কহয় ।
 এক স্পর্শমণি তব গাঁঠিতে আছয় ॥
 রত্নগুণ শক্তি তার তাহা ত থাকিতে ।
 তুমি কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব না গছিব চিতে ॥
 তাহা যদি দূর কর তবে যে কহিব ।
 করিতে যে পারি যাতে কৃষ্ণভক্তি পাবে ॥
 নতুবা বাইয়া কর বিষয়সেবন ।
 গত'রাত পুনঃপুন সংসারভ্রমণ ॥
 এতেক শুনিয়া সেই ব্যক্তি পুন কহে ।
 তবে হেন বস্তুতে কি কাজ রাখি মোহে ॥
 পুন সাধু কহে যদি আমার সাঙ্গাতে ।
 যমুনার দূর জলে পারহ ডারিতে ॥
 তবে মোর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র আসি লও ।
 শ্রীমন্ বিহারীজীর টাইনিয়া হও ॥
 তবে সেই ব্যক্তি স্পর্শমণিকে লইয়া ।
 যমুনার টান মারি দিল কেলাইয়া ॥
 দেখি হরিদাস স্বামী আলিঙ্গন করি ।
 কৃষ্ণদীক্ষা দিলা প্রশংসিয়া বেরি বেরি ॥
 সেবার বিহারীজীর নিযুক্ত করিল ।
 অলৌকিক চমৎকার রত্ন চটি গেল ॥
 এক মহাজন যে বিহারীজীর তরে ।
 বহুমূল্য আতর পাঠার লোকদ্বারে ॥
 স্বামী যে বালুকা পরি আছেন বসিয়া ।
 হেনকালে লোক দিল আতর লইয়া
 তখন বিহারীজীউ শয়নে আছয় ।
 স্বার বন্ধ অঙ্গে দিতে না হয় সময় ॥
 স্বামী হস্তে করি সেই আতরের শিশি ।
 তুমি ডারি দিলা সব সেইখানে বসি ॥
 লোক কহে মহাশয় কি হেতু ইহার ।
 হেন বস্ত্র ডারিলে উপরে বালুকার ॥

স্বামী কহে বিহারীজীর অঙ্গে পরাইল ।
 বরঞ্চ দেখহ চল ঠাকুরের তল ॥
 গায়েখানের তবে সময় হইল ।
 লোকেরে বাইয়া তবে অঙ্গ দেখাইল ॥
 শ্রীমন্ বহিয়া সেই আতর পড়িছে ।
 সদগন্ধেতে দশদিক্ আমোদ করিছে ॥
 অশ্রুচর্য্য মানিয়া সেই লোক চলি গেল ।
 শ্রীকৃষ্ণভক্তের কেবা জানে কোন্ লীলা ॥
 শ্রীমন্ শ্রীহরিদাস-স্বামীর চরণ ।
 রূপা লাগি কৃষ্ণদাস করয়ে বরণ ॥

শ্রীহরিরাম ব্যাসজী ।

শ্রীমন্ হরিরাম নাম ব্যাস গোস্বামী ।
 মহা-অনুভব ভক্তিবান্ মহাপ্রেমী ॥
 ঝরাপরা নাম দেশ তথায় নিবাস ।
 সর্ব্বতাপ করি য়েহ ব্রজে কৈলা বাস ॥
 শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুৰী গোস্বামীর শিষ্য ।
 শিষ্য শ্রীমাধব নাম শিষ্ট শাস্ত ধীর ।
 তাঁর শিষ্য শ্রীস-হরিরাম যে গোসাত্ত্বিক ।
 অতএব তাঁর বংশ মাধ্বী-সম্প্রদাই ॥
 শ্রীমন্ ব্যাস কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবন ।
 বিনে নাহি তার জাতি-কুঁড়ু ভোজন ।
 একদিন গৃহে কোন বিবাহ-উৎসাহ ।
 তাই ভাতিজার করে পকায় সমূহ ॥
 মিঠাদি সামগ্রী ভাঙারে ভাঙারী ।
 আপনি হইল মনে পরামর্শ করি ॥
 অপূর্ব্ব সামগ্রী সব ইতরে খাইবে ।
 বৈষ্ণবের ষোগ্য যাতে কৃষ্ণ তৃপ্ত হবে ॥
 এতেক ভাবিয়া কারে কিছু না কহিয়া ।
 বৈষ্ণব নিমন্ত্রি সব দিল খাওয়াইয়া ॥
 ভ্রাতা-আদি-গণ গালি পাড়িয়া কহয় ।
 বিবাহের কার্য্য এবে কি হবে উপায় ॥
 তেঁহ কহে অনর্থক কেনে কর এত ।
 বৈষ্ণব খাওয়াও যাহা সাধুর সম্মত ॥
 ব্যাসজীর চরিত্র যে অপূর্ব্বকথন ।
 পরম নৈষ্ঠিক নাহি বাহার সমান ॥
 একদিন মহোৎসব হৈল কোন স্থানে ।
 উচ্ছিষ্ট যে অন্ন নিয়া যায় হাড়িগণে ॥
 ব্যাসজীউ জিজ্ঞাসিলা সেই হাড়িগণে ।
 কোথায় পাইলি অন্ন ভোজ কোন্ স্থানে ॥

হাড়িগল কহে আজি অমুকের স্থানে ।
 মহোৎসব হইল খাইল সাধুগণে ॥
 তাহা শুনি ব্যাসজীউ আনন্দিত হৈল ।
 তাহা হৈতে একমুষ্টি লইয়া খাইল ॥
 বৈষ্ণবের উচ্ছ্রিষ্ট এমতি শুণ তার ।
 খাইবামাত্রোতে হইল প্রেমের বিকার ॥
 আতি-গোষ্ঠী তাহা দেখি কৈল অসংগ্রহ ।
 ব্যাসজীর তাহে কিছু না হৈল অসহ ॥
 ঠাকুরাণী সহ বঃব বৃন্দাবন গেলা ।
 মহিমা দেখিয়া সবে চমৎকার হৈলা ॥
 সেই আতি-গোষ্ঠী আদি চরণে পড়িলা ।
 অর্ধিলা করিয়া খাওয়াইতে না পারিলা ॥
 গৃহ ছাড়ি সাধু বৃন্দাবনে কৈল বাস ।
 তথায় নর্তকগণ করে লীলা রাস ॥
 নাচিতে নাচিতে রাধিকার ঘে নুপুর ।
 ধসিয়া পড়িল ছিণ্ডি অঙ্গুলির ডোর ॥
 ব্যাসজী উঠিয়া ছিণ্ডি বজ্র-উপবীত ।
 মূগুর বান্ধিয়া দিল গদগদ চিত ॥
 কহে সাধু আজি মোর এ যজ্ঞোপবীত ।
 লকল হইল কর্ণে লাগিল উচিত ॥
 তিন পুত্র ব্যাসজীউ আপনার ধন ।
 বাটোয়ায়া করিয়া দিবার হৈল মন ॥
 পুন বিচারিল অর্থ পাইয়া সবাই ।
 কৃষ্ণ না তজ্জিবে কেহ হইয়া বিষই ॥
 বৈরাগ্য জন্মর কার শ্রীকৃষ্ণ তজ্জর ।
 পরামর্শ করি মনে চিহ্নিল উপায় ॥
 এক বাট কৈল ধনে খাণ্ড-বাটী ঘর ।
 এক বাট ঠাকুর শ্রীকিশোরী কিশোর ॥
 এক বাটে মালা ভ্রাম বন্ধনী তিলক ।
 তিন বাটে কৈল এক গুণিতে কোতুক ॥
 গুলি খাট করি উঠাইলা তিন জন ।
 তিন জনে তিন বস্ত্র করিলা গ্রহণ ॥
 ব্যাসজীর স্ত্রী অতি পতিব্রতা সতী ।
 বৃন্দাবনে আইলেন লইবারে পতি ।
 ব্যাসজী তাঁহারে গৃহে বাইতে কহেন ।
 তেঁহ নাহি যান বনে পড়িয়া রহেন ॥
 তবে সাধু দূরে থাকি বৈষ্ণবসেবনে ।
 রাখিলেন নিজ স্ত্রী জ্ঞান নাহি মনে ॥
 একদিন ব্যাসজীউ বৈষ্ণবের সহ ।
 প্রগাঢ় পাইতে বৈসে করিতে উৎসাহ ॥
 ঠাকুরাণী ছুড় পরিবেশন করিতে ।
 সুরধামা কাড়ি দিল ব্যাসজীর পাতে ॥

ব্যাসজী কহেন হা রে ছুটিনী কুস্কৃত ।
 বড় সুরধামা দিলে মোরে জানি গুণিত ॥
 আজি হৈতে মুখ মাছি দেখিব তোমার ।
 এত কহি তাঁহারে করিল বেরেকর ॥
 সুবোধ সুশীলা তেঁহ পরামর্শ কৈল ।
 নিজ অলঙ্কার দশসহস্রের ছিল ॥ ৩
 লইয়া শ্রীব্যাসজীর নিকটে ধরিয়া ।
 করবোড়ে কহে কিছু দিনতি করিয়া ॥
 শ্রীমন্ কি.শারীজীর মন্দির যে নাই ।
 মন্দির বানাও এই গুলিকে ভাঙ্গাই ॥
 তাহার চরিত্র দেখি প্রদয় হইল ।
 তাহাতে কিশোরীজীর মন্দির বানিল ॥
 ব্যাসজীর প্রভাব কতক কহা যায় ।
 যুগলের প্রেমানন্দে দিবানিশি যায় ॥
 হরিরাম ব্যাস আর শ্রীঅনন্দধন ।
 আর হরিদাস স্বামী এই তিন জন ॥
 মহা-অগুভব সিদ্ধ গুনিয়া পাতশা ।
 দেখিবারে মনে বড় হইল তিরিয়া ॥
 লইয়া বাইতে রাজা এই তিন জনে ।
 যান পাঠাইয়া দিলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥
 ইহারা বাইতে কেহ সম্মত নহিলা ।
 তথাপিহ একান্ত করিয়া নিয়া গেলা ॥
 তিনই বিরক্ত অবধূতবেশ হয় ।
 অর্কোন্মীলিত দৃষ্টি উন্মত্তের প্রায় ॥
 পাতশা লইয়া বহু সম্মান করিল ।
 নির্জন পবিত্র স্থানে সত্বরে রাখিল ॥
 কৃষ্ণকথা পুছে রাজা স্তম্ভনর্ভমতে ।
 সাধুগণ অতি তুষ্ট হইলা তাহাতে ॥
 ছই তিন দিন থাকি উৎকণ্ঠিত হৈলা ।
 বৃন্দাবনে বাইবারে রাজারে কহিলা ॥
 রাজা কহে এতেক উৎকণ্ঠা কেনে হও ।
 কার কোন্ সেবা তোমা-সভাকার কও ॥
 এতেক গুনিয়া সবে আনন্দিত হৈলা ।
 তিন দৌহা তিন জনে প্রেমোতে পড়িলা ॥
 ব্যাসজীর সেবা সদা পিকদানি হাতে ।
 থাকেন যুগলপার্শ্বে রত মহলেতে ॥

(দৌহা মূল হিন্দী ।)

সবকুমার চক্রচূড়া নৃপতি সামরো ।
 শ্রীরাধিকা তবম মন পটরা ॥

শেষ গৃহ আদি বৈকুণ্ঠ পরমস্থ ।
সব লোক থানে তবন রাজধানী ॥
মেঘ ছায়ায় কোট রাগ সীঁচত রাঁহা ।
যুক্তি চারো আঁহা তরত পানি ॥
স্বর শব্দী পাহর পবন জল ইজ্রাণী ।
চরণদাসী ভট্ট নিগধাণী ॥
ধর্ম কোতোয়াল শুক সূত নারদ আঁহা ।
করত চরাচর সনকাদি আনী ॥
সমুগুণ পহরিয়া কাল বঁহুয়া রাঁহা ।
দাঁড়ি এত কর্ম কামরতি সুখ নিশানি ॥
কনক মরকত ধর নিকুঞ্জ কুসুমিত মহল ।
মধ্য কমলীয় সেনি আটানি ॥
পলন বিহরত দোউরাঁহা পৌছে কোউ ।
জীব্যাসমহলন নিয়া পীকদানী ॥
হরিদাস ঠাকুরের চামর সেবন ।
আনন্দঘনের সেবা পাদসংবাহন ॥
এতেক শুনিয়া রাজা আনন্দিত হৈল ।
কিছু ভাব উদয় হইয়া বিচারিণ ॥
ব্যাসজীকে অতীশীঘ্র কহিলা যাইতে ।
সদা কার্য পীকদানির পীকাদি ডারিতে ॥
আর দুই জনকে কহেন স্তুতি করি ।
তে'মরা চামর পদসেবা অধিকারী ॥
ভাহাতে কিঞ্চিৎ গৌন হৈলে ক্ষতি নাই ।
কৃপা করি ব্রহ দুই দিন এই ঠাই ॥
ব্যাসজী চলিয়া গেলা তাঁহার। রহিলা ।
দুই তিন দিন পরে তাঁহার।ও গেলা ॥
অতএব ঋষীসজীর অলৌকিক লীলা ।
কিঞ্চিৎ কহিল সব কহিতে নারিলা ॥

শ্রীঅলিভগবান্ ।

শ্রীল-আলি-ভগবান্ নাম বড় সাধু ।
কৃষ্ণরসে মত্ত পান করে প্রেমমধু ॥
কণে পড়ে কণে উঠে মাতোয়ার-প্রায় ।
হৃদ্যাবন-দরশনে হইল আশ্রয় ॥
হৃদ্যাবনে গেলা বহু কুচ্ছে মহাশয় ।
অশ্রুধারা অবিরাম দেখিতে না পার ॥
হৃদ্যাবন গিয়া দেখে রতন-অড়িত ।
ভূমি গৃহ বৃক্ষ তন্তু যমুনার ভিত ॥
কমলকমর কমলতা সুশোভিত ।
বেদিকে নেহারে হেরি হর চমকিত ॥

যমুনাগুলিনে দেখে শ্রীরাসমণ্ডল ।
ত্রিভুগমোহন শোভা পরম-বিরল ॥
তথাই বাইবামাজ জীৱগ প হইল ।
গোপী-অভিমান হৈল সে দেহ ভুলিল ॥
গোপীসহ রাধাকৃষ্ণ হেরিয়া মোহিত ।
চারিপানে চাহে হরে চমকিত-চিত ॥
গোপীগণ হাতে ধরি নিকটে আনিয়া ।
হাস্ত-পরিহার্য করে প্রণয় ভরিয়া ॥
রাসরসে কৃষ্ণ রসে হইল মগন ।
কণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পান ॥
বিরহে কাতর যে কতক দিন পরে ।
সে দেহ ছাড়িয়া সেই রসে নৃত্য করে ॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
সর্বসিদ্ধি পাইল য়েহ জিতিল সংসার ॥

শ্রীরসিক মুরারী ।

শ্রীমান্ রসিক মুরারি মহাভাগ ।
সিদ্ধ মহাস্ত কৃষ্ণে মহা-অনুরাগ ॥
সহস্রেক চেলা সকলেই শক্তিবন্ত ।
সকলেই অক্তিবন্ত সকলেই শাস্ত ॥
ঠাকুর-সেবার আর বৈক্যব সেবার ।
গ্রাম ভূমি আছে তার চেলায় উপর ॥
গোমস্তা-স্বরূপ এক চেলা গ্রামে থাকে ।
শুদ্ধমতি গুরু-আজ্ঞা সাবধানে রাখে ॥
দৈবাত্ত বে সেই গ্রাম রাজার আজ্ঞাতে ।
অন্ত কেহ আইলেক দখল করিতে ॥
শিষ্য সেই সমাচার শুদ্ধকে লিখিলা ।
রসিক মুরারি ভাল বুঝিতে নারিলা ॥
শিষ্যকে লিখিলা তেঁহ পত্রপাঠ হেথা ।
চলিয়া আসিবে তুমি শুনিব কি কথা ॥
ভোজন করিতে বসি ছিলা সেই চেলা ।
হেনই সময়ে পত্র লোকে নিয়া দিলা ॥
খাইতে খাইতে সেই লিখন পড়িয়া ।
অমনি চলিল তবে অর তেরাপিয়া ॥
আচমন নাহি করি সফা মুখেতে ।
হন্তে বস্ত্র জড়াইয়া চলিল তুরিতে ॥
শুদ্ধর অগ্রেতে গিয়া দণ্ডবৎ করি ।
দাঁড়াইল সঙ্কোচিত চক্ষে বহে বারি ॥
রসিক মুরারি-জীউ প্রসন্নবদনে ।
পুছেন হন্তেতে বস্ত্র জড়াইলে কেনে ॥

শিষ্য কহে পাঠমাত্র আসিতে লিখিলা ।
 জোজন রাখিয়া অমনি চলি আইলা ॥
 আচমন করিতে যে হইবে গউন ।
 একারণে আইলু হাতে লপটি বসন ॥
 শিষ্যের এ রীত শুনি রসিক মুরারি ।
 প্রসন্ন হইয়া কহে যাও স্বরা করি ॥
 আচমন করিয়া আইস শীঘ্র করি ।
 তবে তারে বিশেষ পুছেন যে মুরারি ॥
 গ্রামরোধ করিল রাজার লোক আসি ।
 বিশেষ কহিলা তবে গুরুস্থানে বসি ॥
 রসিক মুরারি তবে সহস্রেক চেলা ।
 তাঁর সমিতিয়া দিয়া আজ্ঞা করি দিলা ॥
 রাজার যে লোক সব দূর করি দেহ ।
 গ্রাম গিয়া আপন দখল করি লহ ॥
 তবে তেঁহ পরমার্থ-ভ্রাতাগণ সঙ্গে ।
 গিয়া রাজভৃত্য সব দূর কৈল রঙ্গে ॥
 রাজা শুনি ক্রোধ করি ফোজ পাঠাইলা ।
 এক মন্ত-হস্তী তার সমিতিয়া দিলা ॥
 ইহাদিগের প্রতাপে সে ফোজ পলাইল ।
 মন্তহস্তী আক্রমণ করিয়া আইল ॥
 গুরুতর সেই শিষ্য হস্তীর শ্রবণে ।
 কৃষ্ণনাম দীক্ষা দিলা ধরিয়া তৎক্ষণে ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হস্তী নাচিতে লাগিলা ।
 মাহুতেরে দূরে টান মারি ফেলি দিলা ॥
 নাম গোপালদাস বলিয়া রাখিলা ।
 নাসে টীকা দিলা গলে তুলসীর মালা ॥
 গ্রামে গ্রামে ফিরে হস্তী সবে প্রীতি করে ।
 শাস্ত স্বভাব করি অনিষ্ট না করে ॥
 রাজার লোকেতে যবে ধরিবারে বার ।
 সে সব লোকেতে তবে মারিয়া ভাগ্য ॥
 রসিক মুরারী-জীর আশ্রমে যখন ।
 বৈষ্ণব জোজন করে যার সে তখন ॥
 ছায়ে পড়িয়া থাকে বৈষ্ণব খাইলে ।
 উচ্ছিষ্ট পত্রাদি নিয়া বাহিরে ডারিলে ॥
 তাহাই খাইয়া যায় আর নাহি চায় ।
 রসিক-মুরারি-জীউকৃপা করে তার ॥
 একদিন মহোৎসবে অনেক বৈষ্ণব ।
 প্রসাদ পাইতে বৈসে দেখিতে সৌভব ॥
 রসিক-মুরারি-জীউ শিষ্যে আজ্ঞা দিলা ।
 বৈষ্ণবের পানোদক লইতে বলিলা ॥
 তার মধ্যে একজনর সঙ্গে কুঠছিল ।
 তার পানোদক কৃপা করি না লইল ॥

গুরু আগে আনি দিল তেঁহ পান কীরি ।
 না পাইল স্বাদ কহে শিষ্যপানে হেরি ॥
 কহে তথা কহে পানোদক যে আসিল ।
 কুঠ অঙ্গে দেখি এক বৈষ্ণবের না মিল ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু শিষ্যেরে ভৎসিল ।
 পানোদক আন সেই বৈষ্ণব যথার ॥
 পুনর্বার গিয়া তাঁর পানোদক আনি ।
 দিলা তবে সাধু পান করিলা তখনি ॥
 পদতের মধ্যে এক বৈষ্ণবের মতি ।
 বাতিক স্বভাবে কিছু চঞ্চল প্রকৃতি ॥
 খাইতে খাইতে কহে সবাই পাইল ।
 পদতের মধ্যে এক সাধু রহি থেলা ॥
 আমার হস্তের এই সোঁটা না পাইলা ।
 সোঁটারে আমার সাধুমধ্যে না গণিলা ॥
 অতএব শীঘ্র এক পানোড়া আনহ ।
 সে কথার মন-যোগ না করিলা কহ ॥
 তবে ক্রোধ করি নিজ পাত্র উঠাইয়া ।
 উচ্ছিষ্ট আগ্নের সহমারিল ফেলিয়া ॥
 রসিক মুরারীজীর মুখে গিয়া লাগে ।
 সাধু মুহ হাসি তাহা খায় অগুরাগে ॥
 কহে মুই বৈষ্ণবের অধর-অমৃতে ।
 চোঁটা না করিহু নাহি শ্রদ্ধা কৈহু চিতে ॥
 বৈষ্ণব-পোসাক্রি মোরে করুণা করিয়া ।
 অধর অমৃত দিল মুখেতে ডারিয়া ॥
 সাধুর স্বভাব দেখে কৃতার্থ মানিলা ।
 সেই বৈষ্ণবের বহু সম্মান করিল ॥
 শ্রীমান-রসিক-বিহারি শ্রীচরণে ।
 কোটি পরণাম করি কৃষ্ণদাস ভণে ॥

শ্রীমদ্বনা ।

জাত্যংশে কসাই সে মদ্বনা নাম হয় ।
 বাহার স্বরণে যায় অন্তর, কথার ॥
 কৃষ্ণগুণগান সদা বৈষ্ণবসেবক ।
 জাতিধর্ম নাহি হয়ে জীবের হিংসক ॥
 কিনিয়া আনিয়া মাংস বেচি গুজুরান ।
 বাটখারা তার এক শালগ্রাম হন ॥
 তেঁহ নাহি জানে কারে বলে শালগ্রাম ।
 বাটখারা বলি জানে পাথরের খুম ॥
 গধের কিনারে বসি বিকি কিনি করে ।
 দৈবান্ত বৈষ্ণব এক বাইতে তাহারে ॥

দাণ্ডাইয়া দেখিলা যে শালগ্রাম হয় ।
 মাংসের বাটখারা দেখি ছুঃখ উপজয় ॥
 তথা হৈতে লইবার মনস্থ করিলা ।
 ধীরে ধীরে সধনারে কহিতে লাগিলা ॥
 এই যে পাথরখানি মোরে তুমি দেহ ।
 আর এক বাটখারা দেই তাকা লহ ॥
 এখানি ত দিতে নারি সধনা কহয় ।
 যতেক ওজন করি ইহাতেই হয় ॥
 সের-পোয়া-অদিক ওজন করি যত ।
 ইহার এমত গুণ পূরা হয় তত ॥
 বৈষ্ণব কহরে ভাই অবশ্য আমারে ।
 অই যে পাথরখানি দিতে হবে তোরে ॥
 বৈষ্ণবের একান্ত আগ্রহ দেখি দিলা !
 তেঁহ নিজগৃহে লৈয়া অভিব্যেক কৈলা ॥
 চন্দন তুলসী পুষ্প আদি করি দিয়া ॥
 ভক্তিতে করিল পূজা ভোগ লাগাইয়া ॥
 স্নাত্তিযোগে তারে কহে ঠাকুর স্বপনে ।
 তুমি কেনে আমারে যে আনিলে এখানে ॥
 সাধনার স্থানে মুঞি সুখ আছিলাম ।
 তার মুখে মোর গুণগান শুনিতাম ॥
 তাহাতে আমার বড় সুখ জনময় ।
 অতএব শীঘ্র নিয়া রাখহ তথায় ॥
 বৈষ্ণব চেতন পাই করয়ে বিচার ।
 কসাইর স্থানে যাইতে চাহে পুনর্বার ॥
 ইহাতেই বুঝি সেই বড় ভাগ্যবান্ ।
 প্রাকৃত না হবে সেই ভক্তির নিধান ॥
 এতেক বিচারি তবে ঠাকুর লইয়া ।
 প্রাতঃকালে সধনার বাটী গিয়া দিয়া ॥
 নিরখিয়া তার সাধু অন্তর-বাহির ।
 অনুভব কৈলা এই মহান্ গম্ভীর ॥
 দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁরে কহে ।
 এই বাটখারা তব প্রাকৃতিক নহে ॥
 শালগ্রাম ইহা তুমি ভজহ বাহারে ।
 দাক্ষাৎ সে ইহঁ কৃপা করিল তোমায়ে ॥
 আমি ছল করিয়া লইয়া গেছু ঘরে ,
 মোরে কৃপা নাহি কৈল দম্বত তোমায়ে ॥
 এতেক শুনিয়া সধনার চিত্ত দ্রবে ।
 প্রাণের অধিক মানি রাখিলেক তবে ॥
 গৃহে পরিবার কুলাচার তেরাপিরা ।
 ভিন্ন এক স্থানে রহে ঠাকুর লইয়া ॥
 ভিক্ষা করি ঠাকুরের সেবন করয়ে ।
 নাহি কোন ব্যবসা না বাচয়ে কোথারে ॥

কতক দিবস পরে বাহা হইল মনে ।
 শ্রীপুরুষোত্তমে অগম্য-দর্শনে ॥
 প্রেমাবেশে অগম্য-দর্শনে চলিল ।
 সে-দেশীর স্বামী বহু পথেতে মিলিল ॥
 ততুল গোধূম সবে দেয় খাইবারে ।
 কসাই বনিয়া কেহ স্পর্শ নাহি করে ॥
 কতক দূরেতে গিয়া সজছাড়া হৈলা ॥
 ভিক্ষা করিবারে এক গ্রামমধ্যে গেলা ॥
 সেই গ্রামে এক গৃহস্থের বধু ভ্রষ্টা ।
 সধনা স্তম্ভর দেখি হৈল কামচেষ্টা ॥
 খাইবারে দিব বলি গৃহে লৈয়া গেলা ।
 স্বারোধ করি ভ্রষ্টাচার প্রকাশিলা ॥
 তেঁহ কহে মুই জীব সঙ্গ নাহি করি ।
 বহু কহে মুই হৈমু নিশ্চয় তোমারি ॥
 বরঞ্চ স্বামীর মুই মস্তক কাটিয়া ।
 তোমার সাক্ষাতে আনি প্রত্যয় লাগিয়া ॥
 অন্তরে স্বামী তার নিদ্রিত আছিল ।
 ছুটিয়া যাইয়া তার মস্তক কাটিলা ॥
 কটা মুণ্ড আনিয়া সাধুর আগে ধরে ।
 কহয়ে তোমার হইমু থাক মোর ঘরে ।
 তাহাতেও যত্নপি দম্বত না দেখিল ।
 ক্রোধে তবে ভ্রষ্টা এক তুফান করিল ॥
 চীৎকার করিয়া কহে ওহে পাড়াপড়সি ॥
 চোর ধরিয়াছি সবে আঁগুয়াও আসি ॥
 আমার স্বামীর এই মস্তক কাটিল ।
 ধন নিয়া যাইতে কপাট ধারে দিল ॥
 এতেক শুনিয়া পাড়ার লোক যে আইল ।
 হাকিম আসিয়া সধনারে নিয়া গেল ॥
 হাকিম পুছয়ে তুমি মানুষ মারিলে ।
 তেঁহ মনে তাবে ইহা স্বীকার না কৈলে ॥
 কি জানি জীটাকে পাছে নিয়া দেয় শূলে ॥
 তারে ত বাঁচাই মোর যে থাকে কপালে ॥
 যে হয় সে হবে মুই স্বীকার করিব ।
 পর-উপকার ইহা অবশ্যকর্তব্য ॥
 এত ভাবি সাধু কহে আমি মাঝিয়াছি ।
 অর্থগুলি বটে মুই চুরি করিয়াছি ॥
 ক্রোধের ভক্তের কভু হিংসা নাহি হয় ।
 দেখহ বাহারি পাপ তাহারি ফলয় ॥
 হোথা সেই ভ্রষ্টা জী দম্বত প্রকাশিয়া ।
 নিজ-মত জীর্ণপেরে কহে কুকারিয়া ॥
 গতির মাথা ত মুই স্বহস্তে কাটিল ।
 তথাপিহ ছষ্ট মোরে সুখ না চাহিল ॥

তাহার উচিত সাজা দিহু ভাল-মতে ।
 এখন গর্দান মারিবেক হাকিমিতে ॥
 পরস্পর সেই কথা প্রচার হইয়া ।
 ধরিয়া লইয়া গেল হাকিম শুনিয়া ॥
 সধনাকে সাধু জানি বিদায় করিল ।
 ছুই যে রাড়ের সাজা উচিত করিল ॥
 সধনা ঐক্যগুণ পাইতে গাইতে ।
 গিয়া উত্তরিল ফটকের নিকটেতে ॥
 হোথা অগম্য পাপগুণে আজ্ঞা দিলা ।
 সধনা নামেতে মোর ভক্ত এক আইলা ॥
 পালকিতে চড়াইয়া আনহ তাহারে ।
 আজ্ঞামাত্র সবে গেলা তারে আনিবারে ॥
 পালকিতে চড়াইয়া চামর করিয়া ।
 প্রভুর সম্মুখে তারে দিলেন আনিয়া ॥
 প্রভুত্ব-দরশনে আনন্দ হইল ।
 সধনা শ্রীমুখ হেরি আপনা ভুলিল ॥
 বাহারা কশাই বলি পথে ঘুণা কৈল ।
 তাহারা দেখিয়া সবে চমকিত হৈল ॥
 তখন তাহারা সেই সধনা-চরণ ।
 ধূলিপাদোদক শিরে ধরে করে পান ॥
 সহস্র জন্মের পুণ্য দিয়া যদি মুই ।
 সে চরণরজ পাই তবে কিনে লই ॥
 কৃষ্ণভক্তিগুণের সাগরে অবগাই ।
 তাপ পাপ অলা মোহ সংসার এড়াই ॥

শ্রীকাশীশ্বর গোসাঞি ।

শ্রীমন্ জৈমিন্যুর পুরী গোবামীর শিষ্য ।
 প্রভুর সতীর্থ হন অগতে উপাশ্রয় ॥
 স্বভাব উগার অতি পণ্ডিত গম্ভীর ।
 নিরীহ নিশ্চেষ্ট যোনি অতি সে সুধীর ॥
 মহাপ্রেমভাব শ্রীমন্ বৃন্দাবনধামে ।
 বাতুলের প্রায় কৃষ্ণ অবেষণে ভ্রমে ॥
 কড়ু উপবাস কড়ু শাক ফুল ফল ।
 কড়ু মাধুকরী কড়ু পান মাত্র জল ॥
 বহুনার তীরে পড়ি ডাকে উচ্চস্বরে ।
 হা হা বাধাকৃষ্ণ বলি সদাই ফুকারে ॥
 যেই তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিল ।
 অনারামে রাখাকৃষ্ণচরণ পাইল ॥
 বেণুকুণ-নিকটে যে সমাজ তাঁহার ।
 অজ্ঞাপ বিদ্যারমান কুণ্ডের তিতর ॥

নিত্যসিদ্ধ হন দেহত্যাগ যাত্রা করি ।
 নানালীলা করি জীব দেন ভক্তিবল ॥
 তাঁহার চরণ ভক্তি বহুক সদাই ।
 আশা-সত্য আশ্রয় যে আর কেহ নাই

শ্রীখোজেজী ।

খোজেজীউ মহাভাগবত হন সিদ্ধ ।
 বয়স অনেক কাল হইলেন বৃদ্ধ ॥
 শিষ্যগণে কহে মোর কাগপ্রাপ্ত হৈল ।
 বৈকুণ্ঠের দূত কোলে লইতে আইল ॥
 চলিলা মুই তবে শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ।
 কিন্তু এক কথা কহি শুন মন করি ॥
 যে সময় শ্রীবৈকুণ্ঠপুরীতে যাইব ।
 সেইকালে এখানেতে ঘণ্টাবাদ্য হব ॥
 ইহা কহি সাধু তবে দেহত্যাগ কৈল ।
 কিন্তু যে হেথায় ঘণ্টাবাদ্য না হইল ॥
 না বাজিল জানি শিষ্যগণ চিন্তা করে ।
 কারণ কিছু কেহ বুঝিতে না পারে ॥
 আর এক শিষ্য কোন দূরগ্রামে আছে ।
 সমাচার ইহঁরা দিলেন তাঁর কাছে ॥
 তেঁহ সিদ্ধ ভক্তিমাত্র দৃঢ়ভক্তিবান্ ।
 চলিয়া আইলা শুনি গুরুর পরাম ॥
 পরমার্থ ভ্রাতাপণ সম্মান করিলা ।
 গুরুর যে বাক্যে তাহা তাঁরে শুনাইলা ॥
 বৈকুণ্ঠ বাইবামাত্র ঘণ্টাবাদ্য হবে ।
 শ্রীচরণ পাইলাম তাহাতে আনিবে ॥
 কিন্তু তাহা না বাজিলা বড়ই সন্দেহ ।
 ইহার কারণ কিবা বিচারিয়া কহ ॥
 ইহা শুনি তেঁহ কহে কারণ আছর ।
 যাব যে বাসনা মনে ভোগ ইচ্ছা হয় ॥
 কৃষ্ণ তাহা পূরাইয়া নিজধামে লয় ।
 ইহার প্রমাণ ক্রম আদি করি হয় ॥
 স্বামী এই আশ্রিতলে দেহ তেজিয়াছে ।
 আশ্রবৃক্ষে মিষ্ট আশ্র পাকি রহিয়াছে ॥
 দেহত্যাগকালে আশ্র খাইতে হৈল মন ।
 আশ্রভোগহেতু নহে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 আশ্রভোগ করাইয়া কৃষ্ণ দয়াময় ।
 লইলেন তবে তাঁরে আপন আলয় ॥
 ইহা কহি তবে ভ্রাতাপণেরে কহয় ।
 আশ্রবৃক্ষে অই যে সুপক আশ্র হয় ॥

অইটি পাড়িয়া আন বুঝিবে নিশ্চয় ।
যে কারণে স্বামীজী বৈকুণ্ঠে নাহি যায় ॥
তবে বুকে উঠি সেই আত্মটী আনিল ।
অন্তের দ্বারায় তাহা দোফাঁক করিল ॥
ভিতর হইতে এক কীট নিকশিল ।
নিকলিয়া মাত্র কীট দেহ ত্যাগ কৈল ॥
দেহ তেজি দিবাক্রপ শ্রাম কলেবর ।
চতুর্ভুজ বনমালা শঙ্খ-চক্রধর ॥
হইয়া চলিলা স্বর্ণবিমানে চড়িয়া ।
দেখিয়া হইলা সবে চমুকিত হিয়া ॥
ভোগ করাইয়া কৃষ্ণ লয় নিজধাম ।
পাছে কেহ মনে কর প্রারদ্ধাদি কাম ॥
প্রারদ্ধাদি কৰ্ম্ম সে ত প্রথমেতে যার ।
কৃষ্ণভক্তে বাধা জগাইতে না পারয় ॥
এই যে সাধুর আত্ম ভোগ যে করিল ।
সুদামা বিপ্রের আর প্রবে যথা হৈল ॥
ভক্তে বুঝিবে কুতর্কিকে না বুঝিবে ।
প্রারদ্ধের ভোগ বলি কুতর্কে কহিবে ॥
খোজেন্তীর শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া ।
বাসনা তেজিব চাহে কৃষ্ণদাস হিয়া ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে ত্রিপুরদাস-আদি-ভক্ত-
গুণবর্ণনং বিংশ-মালা ॥ ২০ ॥

একবিংশ মালা ।

—:—

বাঁকা-রাকা-আদি-ভক্ত-গুণবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীবাঁকা পতি রাকা স্ত্রী ।

বাঁকা নামে পতি রাকা নামে স্ত্রী ।
পাণ্ডুর পুরেতে বাস বড় অধিকারী ॥
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অনন্তধরণ ।
তৃণ কাঠ বেচি করে দিন গুজরান ॥
নারদ গোসাঞি তাহা অন্তরীক হৈতে ।
কৃষ্ণের উকত বলি দয়া হৈল চিতে ॥

বৈকুণ্ঠে বাটয়া ভগবানেরে কহেন ।
তোমার প্রণয় প্রভু বড়ই কঠিন ॥
তোমার একান্ত ভক্ত বাঁকা রাকা হরে ।
কাঠ বেচি খায় তাহা পূর' না পড়য়ে ॥
এত দুঃখ কেনে নেহ তোমার তকতে ।
ভগবান্ কহে মোর দোষ নাহি তাতে ॥
আমি দিতে চাহি ধন সে না তাহা লয় ।
ধনে পাছে মোরে তুলে এই তার ভয় ॥
সাক্ষাতে দেখেই মুই দেখাই তোমারে ।
যবে বাঁকা রাকা যায় কাঠ আনিবারে ॥
সেইকালে হরি এক স্বর্ণমুদ্রাখলি ।
রাখিলেন বনের বাহিরে পথে কেলি ॥
বাঁকা আগে চলি গেল তাহা না দেখিল ।
পশ্চাতে বাইতে রাকা বেধিতে পাইল ॥
মোহরের ভোড়া দেখি মনে মনে ভাবে ।
স্বামী মোর আনিলে ত লইতে না দিবে ॥
ধূলা মাটি চাপা দিয়া এখন ত রাখি ।
পাছে কি বিচার করে তেঁহ তাহা বেধি ॥
এত ভাবি ধূলা চাপা দিয়া রাখি গেলা ।
ছুই লনে ছুই বোঝা কাঠ বান্ধি নিলা ॥
ফিরিয়া আসিতে সেইখানে রাকা রহি ।
স্বামীয়ে কহবে এক কথা শুন কহি ॥
একখলি স্বর্ণমুদ্রা আছঁবে পড়িয়া ।
আমি রা খরাছি ধূল নাটি চাপা দিয়া ॥
বাঁকা রাকা ত ন কহে ভাল করিয়াছ ।
তার উপরে ধূলা মাটি যে দিয়াছ ॥
উহার গানেতে আর ফিরে না তাকাও ।
হেথা হৈতে চলহ স্বরায় পার হও ॥
এত শুনি রাকা কিছু লজ্জিত হইয়া ।
কাঠ নিয়ে চলে তার আশ তেরাপিয়া ॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীনারদ কহেন ।
তব ভক্তচরিত্র যে না যায় কখন ॥
তোমার যে প্রেমসুধারস আশাদিল ।
তার মন প্রাকৃত-বিষয়-বাহ হৈল ॥
পুন নাহি কহে তারে আটকিতে পারে ।
প্রাকৃত-বিষয় দিয়া এ তিন সংসারে ॥
তবে শ্রীনারদ সহ প্রভু চলি গেলা ।
কৃষ্ণদাস মুঢ় পানে ফিরে না চাহিলা ॥

শ্রীলডু ভক্ত

লডু নামে ভক্ত অতিশয় চমৎকার ।
 বাহুবলি নাহিক অন্তরে প্রেমাকার ॥
 প্রেমাবেশে অচেতন হাড়ে কোন স্থানে ।
 পড়িয়া আছেন যথা মত্ত মদপানে ॥
 অস্ত্র গ্রামে চোরগণ দেবী পূজা করে ।
 নরপশু খুঁজি বলে বলি দিবার তরে ॥
 সমুখে দেখে সেই মহাভাগবতে ।
 নরপশু বলি নিয়া গেলা বলি দিতে ॥
 পশুতুলা চোরগুলা না চিনিল তাঁরে ।
 কাটিবার উদ্যোগ দেবীর আগে করে ॥
 কৃষ্ণের ভকতে হিংসা করয়ে জানিয়া ।
 ক্রোধে নিকশিলা দেবী প্রতিমা ফাটিয়া ॥
 খড়্গা হাতে করি দেবী কাটি চোরগুলা ।
 মস্তক লইয়া হস্তে নুফিতে লাগিলা ।
 জড়ভরতের অমুরাগে চোরগণে ।
 মস্তক কাটিয় যথা করি ক্রীড়নে ॥
 তেমতি মস্তক নিয়া কন্দুক খেলিলা ।
 ভক্তরাজে সম্মান করিয়া পাঠাইলা ॥
 কৃষ্ণভক্ত পঞ্চপাত যেই জন করে ।
 তাহার চরণে করি কোটি নমস্কারে ॥

শ্রীসন্ত ভক্ত ।

শ্রীস-সন্ত ভক্ত নাম পরম স্মৃজন ।
 বৈষ্ণবসেবনমাত্র তাঁহার ভজন ॥
 কোথা হৈতে আইসে জ্বা কেহ নাহি জানে ।
 মাজিয়া আনিয়ু কহে গোপালকারণে ॥
 একদিন সন্ত ভক্ত বাজারে গিয়াছে ।
 আর কোন বৈষ্ণব গৃহেতে আসি পুছে ॥
 সাধু ঘরে দেখি নাই গিয়াছে কোথায় ।
 সাধুর ঘরী কহে গিয়াছে চুলায় ॥
 এতেক শুনিয়া সে বৈষ্ণব কিরি গেলা ।
 বাইতে পথে তার সনে দেখা হৈলা ॥
 সন্ত কহে কি কারণে ফরিয় চলিলে ।
 বুঝি মোর গৃহেতে সম্মান না পাইলে ॥
 বৈষ্ণব কহেন তব গৃহেতে বাইয়ে ।
 পুছিলাম সন্ত ইহ গেলেন কোথায় ॥
 তোমার ঘরী কহে গিয়াছে চুলায় ।
 তনিয়া চলিযু মুই কি বলিব তার ॥

ইহা শুনি সন্ত তাঁর চরণে ধরিয়া ।
 গৃহে আনি সেবা কৈল ভকতি করিয়া ॥
 তৎকণাৎ গৃহাশ্রম তেজিয়া চম্বিলা ।
 একান্ত হইয়া গিয়া বনেতে বসিলা ॥
 কালে কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব পাইলেন সাধু ।
 আশ্বাদয় মহাশয় সেবানন্দ-মধু ।
 তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
 বৈষ্ণবের পদে মতি রহক আচার ॥

শ্রীত্রিলোক সোণার ।

ত্রিলোক নামেতে এক স্বর্ণকার হয় ।
 একান্ত ভকতি তাঁর বৈষ্ণবসেবার ॥
 রাজার কস্তার বিভা কারণ তাঁহারে ।
 সোণার কলস দুই দিল গড়িবারে ॥
 ওজন করিয়া সাধা ঘরে নিয় গেলা ।
 বৈষ্ণব সেবনে বড় উৎসাহ হইলা ॥
 সেই স্বর্ণ সমুদায় বিক্রয় করিয়া ।
 মহামহোৎসব কৈলা বৈষ্ণব লইয়া ॥
 এমতি উৎসাহ হৈল বৈষ্ণবসেবনে ।
 পশ্চাৎ কি হবে তাগা নাহি গণে মনে ॥
 হোথা বিবাহের তিন দিবস থাকিতে ।
 রাজদূত আইল স্বর্ণকলস লইতে ॥
 ত্রিলোক কহেন তাগা তৈয়ার না হয় ।
 তৈয়ার হইলে দিয়া আসিব তথায় ॥
 প্রভুর প্রতিজ্ঞা থক হইয়া তখন ।
 বশীভূত হটলেন বিক্রীত যেমন ॥
 মহারাজ শ্রীচৈতন্ত সাধিল যেমনে ।
 কি আশ্চর্য্য কথা সেই সুখদ শ্রবণে ॥
 পণ্ডিত গম্ভীর সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য ।
 যতেক পুরুষোত্তমে দণ্ডীর আচার্য্য ॥
 সভাসদ প্রধান শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ।
 ব্যবস্থা প্রমাণ্য যার স্বত্যাাদি শাস্ত্রের ॥
 মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীমন্দিরে যাব গেলা ।
 প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলা ॥
 অপূর্ব সৌন্দর্য্য অষ্ট সাত্ত্বিক দেখিয়া ।
 কোলে করি নিয়া গেলা বিম্বিত হইয়া ॥
 নিজগৃহে নিয়া তবে শুশ্রূষা করিয়া ।
 গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহেন পুছিয়া ॥
 রূপ দেখি চমৎকার অলৌকিক প্রেম ।
 কেটা বাট কহ ইহ কোথা পূর্বাশ্রম ॥
 পরিচয় দিয়া পরে কহেন আচার্য্য ।
 ইহ শ্রীমান্ ভগবান্ অবতারবর্ষ ॥

তাহা শুনি ভট্টাচার্য্য উপহাস কৈল ।
 আচার্য্য পাইয়া ক্ষোভ প্রভৃতি করিল ॥
 অনেক বিচার কৈল সার্কভোম সনে ।
 ঈশ্বর ক'রয়া সার্কভোম নাহি মানে ॥
 তবে শ্রীআচার্য্য সার্কভোমে কহিল ।
 আম এই ভিতে আঁক কাটিয়া রাখিল ॥
 প্রভুর করুণা হবে তোমারে হইবে ।
 তোমার বুদ্ধির মোহ হবে দূরে যাবে ॥
 তুমি ত তখন এই সিদ্ধান্ত করিবে ।
 এই মহাপুরুষের শরণ লইবে ॥
 ভট্টাচার্য্য কহেন ভাল ভাল তা পারিবে ।
 এখন স্বকার্য্যে যাহু পশ্চাতে শিখাবে ।
 ইহা কহি ভট্টাচার্য্য উড়াইয়া দিল ।
 আচার্য্য তখন তবে কিছু না বলিল ॥
 স্থল স্থল কহি কিছু সংক্ষেপ কথনে ।
 এ সকল লীলা প্রত্যক্ষ ত্রিভুবনে ॥
 যেমতে পাইল রাজা প্রভুর চরণ ।
 তাহার প্রদক্ষে কহি এ সব কথন ॥
 তবে ভট্টাচার্য্য পুন কহয়ে প্রভুরে ।
 বেদান্ত গুনহ নাচ কাচ করি দূরে ॥
 প্রভু কহে যে আজ্ঞা যাহাতে মোর হিত ।
 হয় তাই কর কৃপা করি বে উচিত ॥
 মুখ মুই মোর নাহি দিগ-পাশ-জ্ঞান ।
 দয়া করি কর যাতে মোর পরিজ্ঞান ॥
 ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হইবে ।
 ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে ॥
 এত কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত বাধানে ।
 সাতদিন ধরি প্রভু বসি মাত্র শুনে ।
 নির্বিশেষে ব্রহ্ম আর তত্ত্বমসি জ্ঞান ।
 মায়াদাময় বাণী পাশ্বে বিধান ॥
 এই সব মত বাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য ।
 কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য ॥
 ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মোন করি রহ ।
 বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ ॥
 প্রভু কহে কি কহিব যে কহিছ অর্থ ।
 সকলি যে বিপর্য্যয় ব্যাখ্যান অনর্থ ॥
 সৎ-চিৎ-আনন্দময় রূপ ভগবান্ ।
 অনন্ত স্বরূপশক্তি যোগময়া হন ॥
 জীব নিত্যদাস সেব্যসেবকসম্বন্ধ ।
 ইহার অন্তথা কর বড়ই এ ধন্দ ॥
 মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান ।
 লক্ষণা করিয়া সব কহ অবিধান ॥

ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনিত্য ।
 অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ ॥
 শুনি দণ্ড হয় কর্ণ না সচে পরাগে ।
 ভট্টাচার্য্য ইহা শুনি ক্রোধ হইল মনে ॥
 কহয়ে তুমি যে বড় আমারে শিখাও ।
 কি শিখেছ তুমি তবে শুনি দেখি কও ॥
 প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তুমি ।
 কিছু ব্যাখ্যা করি তবে যাহা জানি আমি ॥
 তবে প্রভু সেই সূত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিল ।
 ঘাইট-প্রকার তার সমর্থ কারিল ॥
 শুনি ভট্টাচার্য্য তবে চমকিয়া কহে ।
 ইহা ত সামান্ত মনুষ্যের সাধা নহে ॥
 ভট্টাচার্য্য যে ছিল পাণ্ডিত্য-অভিমান ।
 গেল যদি তবে প্রভু হৈলা কৃপাবান্ ॥
 আচম্বিতে ভট্টাচার্য্য দেখয়ে প্রভুরে ।
 চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে ॥
 এতেক শুনিয়া লোক যাইয়া কহিলা ।
 ত্রিলোক ভাগিরা এক বনে লুকাইলা ॥
 বিবাহের পূর্বদিন পুন লোক আইল ।
 লাগ না পাইয়া গিয়া রাজারে কহিল ॥
 রাজা শুনি নিজ ভূত গণেরে কহয়ে ।
 স্বর্ণকারে বাকি আন যেখানে থাকয়ে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র দেখি নিজ ভক্তের উপর ।
 আপদ পড়িল বলি হইলা কাতর ॥
 ভক্তবৎসল ভক্তরক্ষার কারণ ।
 ছই স্বর্ণকলস যে অপূর্বগঠন ॥
 ত্রিলোকে রক্ষা ধরি আপনি লইয়া ।
 রাজার নিকট প্রভু আইলা যাইয়া ॥
 রাজার সভায় নিয়া সম্মুখে রাখিলা ।
 রাজা সভাসদ সহ আনন্দ হইলা ॥
 সবাই প্রশংসে অতি সুগঠন হেরি ।
 পুনঃপুন দেখে রাজা নিজহস্তে ধরি ॥
 রাজা কহে এতেক গউন হৈল কেনে ।
 তেঁহ কহে বনাইতে করি সুগঠনে ॥
 মার্জ্জন করিতে গেলু সুমিষ্ট জলেতে ।
 পলাইল বলি মোর খাইয়া গৃহেতে ॥
 ঘেরবার করি মহা-উৎপাত করিল ।
 খেজমত করি তার এই ফল হৈল ॥
 এতেক কহিয়া প্রভু তলি উটাইলা ।
 ক্রোধ করিয়া চাণি পাঁচ পদ গেলা ॥
 কিরাইয়া রাজা অতি লজ্জিত হইয়া ।
 নিজলোকে কহে ত্রিলোকে বাণী গিয়া ॥

পদাভিকগণে শীঘ্র উঠাইয়া আন ।
কোন উপদ্রব তথা নাহি করে যেন ॥
ত্রিলোক জ্ঞানেতে রাজ্য শিরোপা করিল ।
বহু অর্থ দিয়া পুন তাহারে তুলিল ॥
প্রভু সেই অর্থ আদি ত্রিলোকের ঘরে ।
লইয়া যাইয়া রাখি ধরি রূপান্তরে ॥
বনেতে ত্রিলোক বধা আছেন বসিয়া ।
খাণ্ডসামগ্রী নিয়া গেলেন চলিয়া ॥
সামগ্রী সমুখে দিয়া কহে দ্রুততর ।
রাজ্য বহু অর্থ দিয়া শীঘ্র যাহ ঘর ॥
সোণার কলস পাই অতি তুষ্ট হৈল ।
শাল শিরোপা বহু পুরস্কার দিল ।
কহিতে কহিতে হরি অন্তর্দীন হৈল ॥
ত্রিলোক অন্তরে অনুমানেন্তে বুঝিল ॥
জানিলাম কৃষ্ণ এই মায়ী প্রকটিল ।
খাইয়া চলিল কিছু কারে না কহিল ॥
ঘরে গিয়া দেখে নানা দ্রব্য কতমত ।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় আর হটল শত শত ॥
অর্থ পাইয়া সাধু করে কৃষ্ণ-সেব ।
প্রোমাণেন্দ্রে রহে যথ সদা রাজি দিবা ॥
সোণার কলস আনে যেই কারিগর ।
তাহার সহিত যে ত্রিলোক স্বর্ণকার ॥
আমার হৃদয় রহু সেই দু'জনাব ।
অভয় চরণ বাহা বিনে নাহি আর ॥

শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাক্ষস ।

শ্রীপুরুষোত্তমবাসী রাজা প্রতাপরুদ্র ।
যাহার স্মরণে নাশে সকল অভদ্র ॥
প্রতাপ প্রচণ্ড যার প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়তা ।
অস্ত্র কত্রিরে তাঁরে আপে মানি কাপুরুষতা ॥
কত্রিরের প্রতিজ্ঞা যে দৃঢ়তর হয় ।
তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা সাধি শালাঘা করয় ॥
মহারাজ প্রতাপরুদ্রের যে প্রতিজ্ঞে ।
যে প্রতিজ্ঞা জিহুবনে প্রশংসয় বিজে ॥
মুনি ঋষি তপস্বী বেদস ভব শেব ।
কোটি কর তপে যার না পার উদ্দেশ ॥
তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রদ করি তাহা ।
সাধিল আপন পণ নিজ সাধ্য বাহা ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ শ্রীমান্ গোবিন্দ হরি ।
তাঁহারে জিনিল তাঁর সঙ্গে হঠ করি ॥

গৌরচন্দ্র কহয়ে যে রাজদরশন ॥
কদাচ না করিব করিল দৃঢ় পণ ॥
মহারাজা কহে মুই অবশ্ত মিলিব ।
শ্রীচরণে দৃঢ় মন আশ্র সমর্পিব ॥
রাজ্যধনু দেহ প্রাণ গণনা না কৈলা ।
ধনু মহারাজ সেই প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥
অভয় পরম নিধি শ্রীচরণপদ্ম ।
জিনিয়া লইয়া হৃদে করিলেন বন্ধ ॥
শ্রামলশূন্য বনমালা পীতবাস ।
শ্রীবৎস শোভিত স্বর্ণরেখা শ্রীনিবাস ॥
দেখি চমৎকার ভট্ট অনিমিষে চাহে ।
প্রোমানন্দে মুচ্ছিত সংবিৎ নাহি দেহে ॥
দেখিতে দেখিতে আর সে রূপ না দেখে ।
পূর্ণব্রহ্মরূপ পুন গোবিন্দ নিরখে ॥
তখন যে গোপীনাথ আচার্য্যের বাক্য ।
স্বরণ হইল তাহা হইল প্রত্যক্ষ ॥
পরম ভক্তিতাবে যতন করিয়া ।
রাখিল আপন গৃহে সেবা নিরূপিয়া ॥
শুভভাবেতে গিয়া কহে রাজস্থানে ।
এক মহাপুরুষ আইলা শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
শ্রীচৈতন্য নামশ্রীকৃষ্ণের অবতার ॥
চতুর্ভুজ রূপ মোর হইল গোচর ॥
অনির্বচনীয় সেই অলৌকিক রূপ ।
ত্রৈলোকা জিনিয়া কান্তি পরম অরূপ ॥
রাজ্য গুণি চিন্তে কিছু আশ্চর্য্য মানিল ।
অনেক বিতর্ক করি ভাবিতে লাগিল ॥
পুরুষোত্তমমধ্যে চতুর্ভুজ হয় সবে ।
তার মধ্যে বিশেষ প্রকার কিছু হবে ॥
রাজ্য যদি এত মনে বিতর্ক করিলা ।
সর্বজ্ঞের শিরোমণি প্রভুতা জানিলা ।
আরদিন ভট্টাচার্য্য দেখে আচম্বিতে ।
ষড়্ভুজ প্রভু তিন অবতার মতে ॥
শ্রামবর্ণ ছই হস্ত মুরলিবদন ।
দুর্কাদলশ্রাম ছই হস্তে ধনুর্বাণ ।
হেমবর্ণ ছই হস্তে দণ্ড কুমণ্ডল ।
অপূর্ব সৌন্দর্য্য হেরি জুড়ায় নয়ান ॥
ভট্টাচার্য্য দেখি পুন রাজ্যারে কহিল ।
অস্তঃপটে প্রভু নৃপে কৃপাবান্ হৈল ॥
রাজ্যের জন্মিল মহা প্রেম-অনুরাগ ।
চৈতন্য হইল রাগ সর্বত্র বিরাগ ॥
শ্রীচৈতন্য ধ্যান জ্ঞান শ্রীচৈতন্য প্রাণ ।
শ্রীচৈতন্য ব্যতীত আর নাহি স্মরণ আন ॥

শিষ্টলোক পাঠায় শ্রীচৈতন্যচরণে ।
 একান্ত মিলিয়া চাহে লইতে শরণে ॥
 প্রভু তাহা নাহি শুনে উপেক্ষা করয় ।
 কহে সন্ন্যাসীর রাজভেট না জুয়ায় ॥
 তবে রাজা ভক্তবৃন্দগণের চরণে ।
 ধরিয়া পড়িল মিলিবারে প্রভুসনে ॥
 ভক্তগণ যোগ্যপাত্র জানিয়া রাজারে ।
 বোড় কর করি সবে কহয়ে প্রভুরে ॥
 রাজা তব চরণে শরণ লইবারে ।
 কাতর হইল একবার হের ভারে ॥
 প্রভু কহে হেন বাক্য পুন না কহিবে ।
 পুন যদি কহ তবে হেথা না দেখিবে ॥
 সন্ন্যাসীর অনুচিত রাজদরশন ।
 শ্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ ॥
 এত শুনি ভক্তবৃন্দ আর না কহিলা ।
 রাজা তাহা শুনি অতি খেদিত হইলা ॥
 আর্জনাৎ করি কহে তাপিত হইয়া ।
 আইলা প্রভু ত্রিভুবননিষ্ঠার লাগিয়া ॥
 জগৎ তারিব একা প্রতাপ রুদ্র বিনে ।
 একান্ত যে এই কি প্রতিজ্ঞা কৈল মনে ॥
 শুনিলাম জগাই মাধাই তরাইল ।
 আমি ত পাতকী তবে কি দোষ করিল ॥
 তবে যদি উপেক্ষিলা কি কার্য্য বাচিয়া ।
 প্রাণ ত্যাগ করি তবে তাঁরে সঙরিয়া ॥
 রায় রামানন্দ তবে আশ্বাস করিয়া ।
 রাখয়ে রাজার প্রাণ মরিতে না দিয়া ॥
 পুনর্বার ভক্তবৃন্দ প্রভুহানে কহে ।
 তোমা বিনে রাজা প্রাণ তেজিবারে চাহে ॥
 অন্তরে রাজার প্রতি প্রভু কৃপাবান্ ।
 বাহ্যে কিছু লোকশিক্ষা হেতু করে ভাণ ॥
 কপট করিয়া পুন কহে ভক্তগণে ।
 নারায়ণ বলি দুই হস্ত দিয়া কাণে ॥
 মহাবিশ্বরী যে রাজা ত'হার মিলনে ।
 পুন যদি কহ তবে না রব এখানে ॥
 তরে ভক্তবৃন্দ তবে পুন না কহিল ।
 রাজার আগ্রহ দেখি চিন্তিত হইলা ॥
 প্রভুর প্রতিজ্ঞা নাহি করিব মিলন ।
 রাজার প্রতিজ্ঞা তবে ছাড়িব জীবন ॥
 তবে ভক্তবৃন্দ এক উপায় স্থজিলা ।
 রায় রামানন্দ নূপে উপদেশ দিলা ॥
 প্রভু যবে প্রেরাবষ্ট হইয়া রহিবে ।
 অর্জবাহু দশভাব বধন জানিবে ॥

সেইকালে রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক ।
 করিতে করিতে পাঠ বাইবে সম্মুখ ॥
 আনন্দে ধরিয়া এতু আলিঙ্গন দিবে ।
 কৃপা করিবেন তব বাহা পূর্ণ হবে ॥
 ইহা শুনি রাজা বড় আনন্দিত হৈল ।
 সেই শুভকাল লক্ষ্য করিয়া রহিল ॥
 রথাগ্রে নর্ত্তন প্রভুর মহা চমৎকার ।
 প্রসিদ্ধ যে ধ্যান হৃদে আছে সবাংকার ॥
 নর্ত্তনের পরে ভক্তবৃন্দের সহিতে ।
 বিশ্রাম করিলা জগন্নাথের বাগিচাতে ॥
 অর্জবাহুদশা প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে ।
 অল্পে অল্পে রাজা গিয়া দাণ্ডাইলা পাশে ॥
 রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক পাঠ করি ।
 উচ্চ করি গায় তাহা শুনি গৌরহরি ॥
 প্রেমানন্দ-স্বখে কহে কে তুমি হে বন্ধু ।
 কর্ণেতে ঢালিলে মোর সুধারসসিন্ধু ॥

শ্লোক শ্রীগোপীগীতা—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
 কবিতরীড়িতং কল্যাণপহম্ ।
 শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
 ভূবি গুণস্তি যে ভুরিদা জনাঃ ॥

কৃষ্ণকথা সমুপ জীবনে সুধা বর্ষণ করে । তত্ব-
 দর্শী কবিরূপ উহাকে পাপনাশকারী বলিয়া বর্ণন
 করেন । উহা শ্রবণ মঙ্গলময় ও শান্তিদায়ক । এই
 পৃথিবীতে যাহারা বিস্তারিতভাবে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন
 করেন, তাহাবাই ভুরিদা অর্থাৎ ভূরিপরিমাণে অমৃত-
 দাতা ।

এত কহি প্রেমাবেশে উঠিয়া রাজারে ।
 গাঢ় আলিঙ্গন করি হনুমান বুয়ে ॥
 দৌড়ে ভূমে গড়ি কান্দে গুঢ় আলিঙ্গনে ।
 আনন্দেতে অর অর করে ভক্তগণে ॥
 কতক্ষণে মহাপ্রভু সংবিৎ পাইল ।
 উঠিয়া সম্মুখে দেখে নৃপ আলিঙ্গিল ॥
 যতপি রাজারে প্রভু দৃঢ় কৃপা কৈল ।
 ভক্তগণ শিক্ষা হেতু তজি উঠাইল ॥
 ছি ছি বিষরীর সঙ্গ হইল আমার ।
 নারায়ণ নারায়ণ এ কি তিরস্কার ॥
 শ্রীমান্ প্রতাপকল্প মহারাজ ধীর ।
 যতেক কজ্জিরমণ্ডো এক মহাবীর ॥

বত দৃঢ়ব্রতমধ্যে শ্রেষ্ঠ দৃঢ়ব্রত ।
 পৌরাজ্য জিতিল যাথে অভূত-চরিত্র ॥
 তুচ্ছ রাজাগণ গ্রাম জিতি করে শ্রাব্য ।
 চৈতন্তে নাহিক রতি অতি সে দুর্ভাগ্য ॥
 ধন্য ধন্য ধন্য রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র ॥
 যার পদরজে যার সংসার অভদ্র ॥
 প্রভুর পার্শ্বদ হৈল প্রেমানন্দে ভাসে ।
 দেবগণ অশঙ্ক করয়ে আকাশে ॥
 সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ দুল করিমু কীর্তন ।
 আমার শক্তি নহে বাহ্যলিখন ॥
 তাঁহার শ্রীচরণরজের এক কণ ।
 আশা করি কৃষ্ণদাস করে নিরীক্ষণ ॥

শ্রীগোবিন্দদাস গোস্বামী ।

গোবর্দ্ধনগ্রামে বাস শ্রীগোবিন্দদাস ।
 নাথজী গোপাল গোবর্দ্ধনে যার বাস ॥
 তাঁর সহ সখ্যভাব সদা কেলি করে ।
 শুদ্ধভাবাক্রান্ত যাথে ঐশ্বর্য না ফুরে ॥
 গোবিন্দদাসেব দেখে সোভাগোর সীমা ।
 চমৎকাব-কারী যার নাহিক উপমা ॥
 অলপ বয়স হয় গোবিন্দদাসের ।
 পরিপাক সাধন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের ॥
 গোবর্দ্ধনবাসী শ্রীনাথজীর নহ !
 খেলাইতে যান মাঠে কবিতা উৎসাহ ॥
 একদিন দাণ্ডাগুলি খেলে দুই জনে ।
 গোবিন্দের দাণ্ডা হৈল নাথজীর সনে ॥
 খেলা ছাড়ি নাথজী আইলা পলাইয়া ।
 গাছু পাছু গোবিন্দ ধরিতে যার ধারা ॥
 নাথজী মন্দিরে গিয়া সিংহাসনোপরি ।
 দাণ্ডাইয়া নিজ গিরিধারি-ভক্তি করি ॥
 গোবিন্দ যাইয়া নাথজীর শিটে পড়ি ।
 তাকিয়া মারিল এক গুলি দস্ত করি ॥
 পূজারি সেবকগণ তাহারে দেখিয়া ।
 সোরসায় করি সবে আইল হাঁকিয়া ॥
 ধরিয়া তাহারে চড় চাপড় মারিয়া ।
 বাহির করিয়া দিলা গলে হাত দিয়া ॥
 কোষ করি গোবিন্দ কহয়ে নাথজীরে ।
 মোর দাণ্ডা তাকি গিয়া রহিল মন্দিরে ॥
 আর মোরে লোক দিয়া নিগ্রহ করিলি ।
 ভাল অরে হুট ছোঁড়া লিখাব যে কালি ॥

ইহার সাজাই তোরে ভ লমতে দিবি ।
 সাজাই না দিবে তোরে জল না খাইব ॥
 এত কহি গোবিন্দ গৃহেতে নাহি গেল ।
 গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসিয়া রহিল ॥
 হেথায় নাথজীর ভোগ প্রস্তুত হইল ।
 গোসাঞিরে নাথজীউ কোধে জানাইল ॥
 গে বিন্দ আমার সহ খেলিতে আইল ।
 নিগ্রহ করিয়া তাহে নিকলিয়া দিল ॥
 যতক মারিল মোর শরীরে বাজিল ।
 সব অঙ্গে অঙ্গে মোর বেদনা হইল ॥
 নিগ্রহ খাইয়া গিয়া গোবিন্দকুণ্ডের ।
 তীরে বসি আছে নাহি যার নিজঘর ॥
 অন্ন জল নাহি খায় উপবাসী হয় ।
 আমি নাহি খাব সে না আইলে হেথায় ॥
 এতক শুনিয়া যে চমক পড়ি গেল ।
 পরম্পর সবে ব্যস্তসমস্ত হইল ॥
 এত যে মহিমা গোবিন্দের জানি নাই ।
 হাহাকার করি মুচ্ছা হইল গোসাঞি ॥
 গোবিন্দের তলাসে চলিল সবে খাই ।
 ঘরে বনে মাঠে খুঁজি কোথাও না পাই ॥
 গোবিন্দকুণ্ডের তীরে দেখে বসি আছে ।
 রাগাধিত হাতে এক ছড়ি নাচাইছে ॥
 নিকটে বাইয়া কহে বিনতি করিয়া ।
 নাথজী তোমার স্থানে দিলা পঠাইয়া ॥
 তোমা ন দেখিয়া তেঁহ কিছু না খাইল ।
 তুমি রুষ্ট হইলে বলি উপবাস কৈল ॥
 গোবিন্দ কহয়ে আঁধি হইয়া পলাইল ।
 আর মোরে নিগ্রহ করিয়া নিকাশিল ॥
 তাহে আমি এই ছড়ি দিয়া যে পিটিব ।
 যেমন সে তার আজি উচিত করিব ॥
 গোবিন্দের ভাব-ভক্তি তাঁহারে বুঝিয়া ।
 কহেন শ্রীনাথজীর আশর জানিয়া ॥
 হারি মানি নাথজীউ তোমার নিকটে ।
 কহি পাঠাইল পুন খেলিবেক মাঠে ॥
 তাহা শুনি গোবিন্দ হর্ষ হইয়া কহয় ।
 হারি মানি নিজ তবে যাইব তথায় ॥
 ইহা কহি উঠিয়া চলিল শ্রীমন্দিরে ।
 কটিতে লেঙ্গটি এক ধূলার ধুসরে ॥
 হাতে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা খেলার সামগ্র ।
 হাসিতে হাসিতে গিয়া নাথজীর অগ্র ॥
 টিটকারি দিয়া কহে এখন কেমন ।
 হারি মানি মোর ঈষৎ বাঁচিলে যে খন ॥

মন্দিরে বাইরা দেখে শ্রীমুখ মলিন ।
 না খাইল আনিয়া হৃদয়ে হইল ক্লিণ ॥
 গোবিন্দ কহয়ে ভাই খাও নাহি কেনে ।
 বদন মলিন দেখি দগধে পরাণে ।
 মন্দিরে কপাট দিয়া দৌছে বসি খায় ।
 হাসিতে হাসিতে মহা আনন্দ উদয় ॥
 তখন সকল লোক গোবিন্দনাসের ।
 মহিমা আনিয়া ধূলি লয় চরণের ॥
 এক দিন শ্রীগোবিন্দ শৌচ ফিরিতে ।
 বসিয়াছে মাঠে কিন্তু মন নাথজীতে ॥
 নাথজী দেখিয়া তারে মূচকি হাসিয়া ।
 আকন্দের ফলশুলা উঠাইয়া নিয়া ॥
 কৌড়ছে করিয়া মুছ হাসিতে হাসিতে ।
 হৃদয় করি যায় নাচিতে নাচিতে ॥
 মুছ মুছ স্বরে গান করিতে করিতে ।
 কভু গালবাণ্ড কভু তুড়ি দিতে দিতে ॥
 হেলিয়া ছলিয়া নানা ভঙ্গি করি চলে ।
 নুপুর যুগ্ম বাজে চরণকমলে ॥
 ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ ।
 ঝলমল করি বাজে কিঙ্কণী কঙ্কণ ॥
 নাসায় নোলক দোলে যেন পূর্ণশশী ।
 গোবিন্দের সন্মুখে বাইরা হাসি হাসি ॥
 কৌড়ছে হইতে আকন্দের ফল নিয়া ।
 গোবিন্দের অঙ্গে মারে তাকিয়া তাকিয়া ॥
 রূপ দেখি শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দে চাহে ।
 বাহু বিস্তৃত সাধু জড়বত রহে ॥
 - পুনঃপুন নাথজীউ মরিতে মরিতে ।
 বাহু হৈল গোবিন্দের উঠিল তুরিতে ॥
 জলশৌচ না করিয়া অমনি উঠিয়া ।
 নাথজীর পাছে পাছ চলয়ে ধাইয়া ॥
 আকন্দের ফল তুলি তুলি ফিকি মারে ।
 হাসি হাসি নাথজী ছুটিয়া যায় দূরে ॥
 হার হার সে রূপ সে হান্ত সে গমন ।
 সে ভঙ্গি সে রঙ্গি নাট সে চন্দ্রবদন ॥
 দেখি কি পরাণ কেহ ধরিবারে পারে ।
 গোপীর কি মোষ কেবা সংবরিতে পারে ॥
 আকাশে দেবতাগণ হেরে অনিমিখে ।
 দেবকন্ঠা পঙ্কর্যাদি-স্ত্রী লাখে লাখে ॥
 পলাইয়া গিয়া নিজমন্দিরে রহিল ।
 গোবিন্দ গোবিন্দকুণ্ড তীরেতে বসিল ॥
 মাতা তাঁর আসি বহু ভৎসন করিয়া ।
 ঘরেতে লইয়া গেল ভোজন লইয়া ॥

ভোজন করিতে বসি মনেতে পড়িল ।
 শৌচ করিয়া জলশৌচ না করিল ॥
 মাতারে কহয়ে মুঠ নাহি ছোঁচাইল ।
 মাতা তাহা শুনি পুন ভৎসন করিল ॥
 অন্ন তেয়াগিয়া উঠি ছোঁচাইল গিয়া ।
 ভোজন না হৈল হোথা নাথজী আনিয়া ॥
 গোসাক্ষিয়ে আজ্ঞা দিল গোবিন্দ লাগিয়া
 প্রসাদসামগ্রী পাঠাও প্রচুর করিয়া ॥
 নানান সামগ্রী নানা প্রসাদ উপায় ।
 খালি ভরি গোবিন্দের গৃহেতে পাঠায় ॥
 গোবিন্দ কহয়ে হাসি মারি খাবার ভয়ে ।
 নাথজী আমার তরে সামগ্রী পাঠায়ে ॥
 মাতা শুনি কহে দূর দূর দৃষ্ট ছোঁড়া ।
 বিশেষ না বুঝে তেঁহ ব্রজবাসী ভোরা ॥
 নাথজীর সহ নীল পুঞ্জের যে সম্বন্ধ ।
 না বুঝি পুঞ্জের ভাব পড়ে গালি মন্দ ॥
 গোবিন্দ-চরিত্র হয়ে সুধার সদন ।
 সর্ব-মন-রঞ্জন বিশেষ সাধুজন ॥
 গাইরা তাঁহার আগে প্রেমের অঙ্কুর ।
 কৃষ্ণদাস মাগে এই কলির অনুর ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস গুণামালী !

কৃষ্ণদাস নাম এক ব্রাহ্মণসুতার ।
 পঞ্চাল লাহোর দেশে উদ্ভব তাঁহার ॥
 বয়সে সপ্তমবর্ষ আচরিতে তাঁর ।
 গৌরাক্ষ উদয় হৈল হৃদয়-মাকার ॥
 গৌরাক্ষ নাহক দেখে নাম নাহি শুনে ।
 প্রভু কি ভঙ্গি কৈউদয় হৈল মন ॥
 গোড়দেশ আর যে দক্ষিণ উদ্ধারিলা ।
 পশ্চিম-উদ্ধার হেতু এক ভঙ্গি কৈলা ॥
 ভাগ্যবান আই বিপ্র-বালক-অন্তরে ।
 প্রকাশ হইয়া কৈলা উদাস তাহারে ॥
 নিত্যসিদ্ধ তেঁহ গৌরাক্ষের অশ্রুচর ।
 জন্মাইলা পশ্চিমে লোক করিতে উদ্ধার ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি কান্দেন বালক ।
 কিছু নাহি তার চিত্তে করে ধকধক ॥
 গৃহ হৈতে বাহির হইয়া পূর্বমুখে ।
 ধাইয়া চলিল শ্রীচৈতন্য বলি ডাকে ॥
 ছ'নয়ানে বহে ধারা উন্নতের স্রাব ।
 কল জল পব্য মাত্র আহার করয় ॥

উপনীত হৈল আসি শ্রীকৃষ্ণাবন ।
 দরশন করিলা শ্রীধান-গোবর্দ্ধন ॥
 গোবর্দ্ধন-উপরে গোপাল-দরশন ।
 করিয়া হইল শিশু আনন্দিত মন ॥
 শ্রীল-মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞির সেবক ।
 গোপালের পুজারি দেখে অপূর্ব বালক ॥
 গোপাল হেরিয়া যে নয়ান জলে ভাষে ।
 গৌরাজ বলিয়া ডাকে প্রেমের আবেশে ।
 দেখিয়া আনন্দ হৈল পরম যতনে ।
 নিকটে রাখিয়া অতি প্রেমের বিধানে ॥
 সেবক হইল শিশু পুজারি স্থানে ।
 উৎকর্ষা হইল শ্রীগৌরাজ-দরশনে ॥
 গোড়দেশে যাইবারে উৎসৃষ্টি হইল ।
 সেইকালে গৌরাজ বৃন্দাবন আইল ॥
 দরশন করি শ্রীগৌরাজ বলি কান্দে ।
 বামন যেমন হাতে পাইলেক চান্দে ॥
 শিশু কহে মোর হৃদে প্রবেশিলা যেই ।
 দেখিয়া জানিহু প্রভু তুমি হও সেই ॥
 শরণ লইহু প্রভু কৃপা কর মোরে ।
 নিজদাস বলিয়া করহ অঙ্গীকারে ॥
 মুচকি হাসিয়া প্রভু দয়ার্জ হইল ।
 নিজকর্তৃ হৈতে গুঞ্জামালী তাঁরে দিলা ॥
 অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া বহু স্নেহ কৈল ।
 গুঞ্জামালী বলিয়া আখ্যান তাঁর দিলা ॥
 সেই হইতে গুঞ্জামালী নাম তাঁর হইল ।
 গুঞ্জামালী বলি নাম ভুবনে ব্যাপিল ॥
 শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আচ্ছা কৈল তাঁরে ।
 পশ্চিমদেশেতে কর ভক্তির প্রচারে ॥
 পঞ্চাব লাহোর আর মুলতানাদি করি ।
 শাসন করগা কৃষ্ণভক্তি দান করি ॥
 তেঁহু কহে প্রভু মোর আছে কি শক্তি ॥
 আমার শাসনে কেনে লইবে ভক্তি ॥
 প্রভু কহে আমার বিভূতি তুমি হও ।
 মোর শক্ত্যে শাসন হইবে তুমি যাও ॥
 প্রথমে মুলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া ।
 লোক নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া ॥
 বড়ই প্রতাপ হৈল লোকে চমৎকার ।
 অলৌকিক দরশন আকার প্রকার ॥
 যারে কৃপা করে সেই কৃষ্ণভক্ত হয় ।
 শ্রীচৈতন্যপদে তাঁর মতি উপজয় ॥
 চৈতন্যে ভজয়ে লোক তার উপদেশে ।
 প্রভুর মোহাই যে কিরিল দেশে দেশে ॥

পরম্পরা সন্তানসকলে সবলোক ।
 বৈষ্ণব হইল গেল সংসারের স্রোত ॥
 তথা নিজ ভ্রাতৃপুত্র বনয়ারি-চক্র ।
 তাঁরে শিষ্য-করি ভক্তি দিলা প্রেমানন্দ ॥
 গাদির মহাস্ত করি তাঁরে বসাইল ।
 আপনি চলিলা পুন গুজরাট যাইল ॥
 সেবার শৃঙ্খলা তথা বড়ই করিলা ।
 শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ তথায় প্রকাশিলা ॥
 তথাকার লোক ধর্ম-কর্ম নাহি জানে ।
 শিশ্নোদরপরায়ণ ধনী সব জনে ॥
 গুঞ্জামালী গোসাঞি দেখিয়া মুগ্ধলোক !
 দয়ার্জ হইয়া মনে পাইল অতি দুখ ॥
 কৃপা করি নিজ শক্তি ভক্তি প্রকাশিয়া ।
 উদ্ধারিলা সব লোক কৃষ্ণমত দিয় ॥
 বৈষ্ণব হইল সবে বলে হরি হরি ।
 প্রেমানন্দে নাচয়ে যতেক নর নারী ॥
 প্রভুর যে গাদি বড় গোড়ীয়া আখ্যান ।
 ছোট গোড়ীয়ার তথা শুন বিবরণ ॥
 শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শাখা চক্রপাণি নাম ।
 পরম বিদগ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি ধাম ॥
 প্রভুর প্রেরিতে গেল পশ্চিম দিশাতে ।
 কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ॥
 গুজরাট গেলেন গুঞ্জামালি-নাম শুন ।
 মাইয়া তাঁহার সঙ্গে হইল মেলানি ॥
 পরিচয় হইয়া মিলিয়া দুইজনে ।
 বহুরে আনন্দধারা দৌহার নয়নে ॥
 কতক-দিবস-পরে শ্রীল চক্রপাণি ।
 আর এক স্থানে সেবা প্রকাশে আপনি ॥
 যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণবসেবন ।
 শিষ্য প্রশিষ্য কৈল ভক্তি-বিতরণ ॥
 অদ্বৈতপ্রভুর দয়া দিল বহুজন ।
 চৈতন্যের জর বলি নাচে সর্বজন ॥
 ছোট গোড়ীয়া বলি গাদির খেয়াতি ।
 আচার্য্যের গাদি সেই সবার সম্মতি ॥
 ছোট গোড়ীয়া আর বড় যে গোড়ীয়া ।
 অদ্যাপিহ আছে যে খ্যাতি জনত ব্যাপিয়া ॥
 পরে গুঞ্জামালী গোসাঞি পজাবে আসিয়া ।
 ওলখা নামেতে গ্রাম তথায় বসিয়া ॥
 সেবা প্রকাশিল বহু সেবক করিয়া ।
 জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া ॥
 জনার্দন নামে বিপ্রকুলোত্তম শাস্ত ।
 শিষ্য করি তারে কৈল গাদির মহাস্ত ॥

তেঁহ নিজ ছোট ভাই শ্রামণী গোসাঞি ।
 তাঁহারে করিয়া শিষ্য গাদিতে বসাই ॥
 পঞ্জাবের পশ্চিমেতে সিদ্ধনামে দেশ ।
 উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ ॥
 হিন্দু ত বতেক ছিল বৈষ্ণব করিলা ।
 মোহনমানু বত ছিল চরিত্তক হৈলা ॥
 গোসাঞির সঙ্কীৰ্ত্তন শুনিয়া ববন ।
 দীক্ষাতাবে সেই নাম করিল গ্রহণ ॥
 হরিনাম অপে মালা-তিলক ধারণ ।
 যবনের আচার তেজিল সৰ্ব্বজম ॥
 বৈষ্ণব আচার করে নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।
 অদ্যাবধি সেই রাজ্যে মোহনমানগণ ॥
 সেহ পূজ্যতম হয় শাস্ত্র অভিমতে ।
 কৃষ্ণভক্ত পরিজ্ঞ সন্দেহ নাহি ইথে ॥

তথা হি—

ভক্তিরষ্টবিধা হেবা যন্মিন স্নেছেহপি বর্ততে ॥

যদি অষ্ট প্রকার ভক্তি স্নেছে বিদ্যমান থাকে,
 সেও বৈষ্ণব হয় ।

তার পরে পঞ্জাব মুলতান গুজুরাত ।
 সুরত-আদি দেশে প্রভু চৈতন্তভক্ত ॥
 ক্রমে ক্রমে দিল সব শ্রীচৈতন্তদায় ।
 নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তানের শিষ্য হয় ॥
 কথক শ্রীপণ্ডিত গোস্বামি-পরিবার ।
 শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার হয়ে বহুতর ॥
 তবে গুজামালী সৰ্ব্ববিষয়ে তেজিয়া ।
 বৃন্দাবনে বাস কৈলা একাকী হইয়া ॥
 চৈতন্যপাদ গুজামালী মহামতি ।
 তাঁর শ্রীচরণে কৃষ্ণদাসের মুক্তি ॥

শ্রীমথুরাবাসি-বৈষ্ণবগণ ।

আর যত মথুরামণ্ডলবাসী সাধু ।
 কতোকগুলিনেরে করি নামগানসাধু ॥
 রঘুনাথ গোপীনাথ রামদাস দাণ্ড ।
 গুজামালী বিঠ্ঠল শ্রীরামানন্দ জসু ॥
 গোবিন্দ মুরলি গোতি শ্রীবৃন্দনন্দন ।
 হরি দাস মিশ্র আর মুকুন্দ ভগবান্ ॥
 চতুর্ভুজ বিকুন্দাস আর রঘুনাথ ।
 মহা-অমৃতব নৃব কৃষ্ণ যার নাথ ॥

ইত্যাদি করিয়া বহু ব্রজের বৈষ্ণব ।
 কৃষ্ণদাস মাগে ইষ্টা-সবার কৃপালব ॥

কলিয়ুগে ভক্তরাজ বত নারীগণ ।
 তার মধ্যে কতকগুলি করিব গণন ॥
 সীতাখালী গঙ্গা আর উমা ভটিয়ানী ।
 স্মৃতি কুমারী গৌরী গণেশদেবরানী ॥
 স্বলা লখা মানবতী শুচি সত্যজামা ।
 যমুনা কমলা শূগা দেবী কোলী রামা ॥
 জুগো জেবা হীরা হরিচেড়ী আর দেবকী ।
 কৃষ্ণদাসশিরে পদ দিয়া কর সুখী ॥

শ্রীগণেশদে রানী ।

ওড়ছো বলিয়া দেশ রাজা তথা কার ।
 মধুকর-সাহা নাম পাটয়ানী তার ॥
 গণেশদে রানী নাম সাধুসেবী হয় ।
 বৈষ্ণবের ভেক দেখি চরণে লুটায় ॥
 অব্যরি ছায়াব গৃহে বৈষ্ণব ঘাইতে ।
 আনন্দে লইয়া রানী সেবে বাধমতে ॥
 একদিন চোর এক বৈষ্ণবের বেশে ।
 অন্তরেতে গেলা চুরি করিবার আশে ॥
 রানী দেখি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ।
 অতি সমাদর কৈল সোভাগ্য মানিয়া ॥
 নানামত সেবা কৈল পদপদ দিয়া ।
 চরণ সেবন কৈল ভক্তি করিয়া ॥
 নির্জন পাইয়া চোর নিজমূর্ত্তি ধরি ।
 কহে মোহরের খলি দেহ বাহির করি ॥
 আনন্দিত হৈয়া রানী একখলি দিল ।
 আর দেহ বলি চোর রাগত হইল ॥
 আর দিব বলি রানী সন্তত হইল ।
 তথাচ স্বভাব হুঁষ্ট দৌরাত্ম্য করিল ॥
 রানীর উকতে তীক্ষ্ণ কাটারি মারিয়া ।
 মোহরের তোড়া নিয়া গেল পলাইয়া ॥
 রক্ত বহি যায় অতি হঃসহ বেদনা ।
 তথাপি প্রকাশ নাহি করিল স্মৃনা ॥
 বৈষ্ণবের নিন্দা পাছে করে লোকে শুনি ।
 এ কারণ প্রকাশ না করিলেক ধনী ॥
 পটি বাস্তি উকতে মৌনেতে পড়ি রহে ।
 রাজা বিজ্ঞাসিলেন রজোযোগ হয়ে রহে ॥

হই তিন দিন পরে পুন রাজ্য' কহে ।
 কি হইল এ ত তব রাজ্যোযোগ নহে ॥
 পীড়া কিছু হৈল কিংবা কারণ কি কও ।
 পীড়া দেখি তব দেহে অখচ ছাপাও ॥
 তবে রাণী পূর্বাঙ্গের বৃত্তান্ত কহিল ।
 অপরাধ লাগি কোন বৈষ্ণবে মারিল ॥
 না বুঝিয়া পাছে লোক বৈষ্ণব নিন্দয় ।
 এ কাবণে ন কহিলু রাধিহু কহয় ॥
 এতেক শুনিয়া রাজা চমৎকার হৈল ।
 সাধু সাধু বলিয়া রাণীয়ে প্রশংসিল ॥
 এতেক বিশ্বাস তব বৈষ্ণবের প্রতি !
 মুই না জানিহু মর্শ্য মোর ধিক্ মতি ॥
 অতএব বৈষ্ণবের ভেক দেখি মাত্র ।
 আদর কর্তব্য না বিচারি পাত্রাপাত্র ॥
 গণেশ-দেব রাণী পানধৌত পানি ।
 কৃষ্ণদাস বাঞ্ছয়ে পরম জাতা জানি ॥

লাধা নামে ভক্ত লোকে ভোমজাতি কহে !
 কিন্তু দেব পিতৃ তাহে পূজিবারে চাহে ॥
 সাধু সখকে তেঁহ ভুবন পাবন ।
 অস্ত্রের সখকে নীচজাতি অভাজন ॥
 নাভাজী কহেন মোর মাথার মুকুট ।
 বৈষ্ণবসে 'নে যার ভক্তি অটুট ॥
 আকাল সময়ে মালা তিলক ধারণ ।
 করিয়া আইসে যে ইতর যত অম ॥
 বৈষ্ণবের বেশ দেখি বৈষ্ণবসমান ।
 সেবা-পূজা করে নাহি করে হের জ্ঞান ॥
 তাহে পরিতোষ কৃষ্ণ চম্পক ধরি ।
 বলদে বলদে বহু গম যব ভরি ॥
 আনিয়া ঢালিয়া দিল আদিনার মাঝে ।
 দুগ্ধবতী দুটি গরু আনে দুগ্ধ-কাজে ॥
 আদিনাতে আনি প্রভু অর্জুনের কৈল ।
 কে আনিল কে রাখিল কেহ না জানিল ॥
 রাতে স্বপ্নে কহে হরি লাধা ভক্ততরে ।
 কুঠী ভরি রাখ গম গাই দুটি ঘরে ॥
 যত গম নিতি নিতি ধরচ করিবে ।
 নাহি সুরাইয়ে দুগ্ধ অইমত পাবে ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু বড় হর্ষ হৈল ।
 বৈষ্ণবসেবার বড় ঘটা আরম্ভিল ॥

ভবে পুরুষে তুষে জগন্নাথ দেবিবারে ।
 প্রেমাবেশে উৎকণ্ঠিত হইল অস্তরে ॥
 মাড়োয়াঃ দেশ হৈতে অষ্টাঙ্গ করিয়া ।
 চলিলেন মহাশয় গদগদ হিয়া ॥
 বহুদিন পরে যবে নিকট হইল ।
 জগন্নাথ তবে পাণ্ড'গণে আজ্ঞা দিল ॥
 লাধা নামে ভক্ত এক আমার আসিছে ।
 য'নে চড়াইয়া গারে অ'ন মোর কাছে ॥
 অজ্ঞা পাইয়া তাহে প'লকিতে করি ।
 আনিয়া দিলেন তবে প্রভু বরাধরি ॥
 প্রভু ভূতা দরশনে আনন্দ হইল ।
 ভক্ততবৎসল হরি লোকেতে কেবিল ॥
 কতোক দিবস থাকি লাধাজী চলিল ।
 পথে পথে এক দিন ভাবিতে লাগিল ॥
 বিব'হের যে গা এক কন্তা ঘ'ব হর ।
 ঘরে অর্থ কিছুমাত্র নাহিক সঞ্চয় ।
 বিব'হ কিমতে হবে নাহিক উপায় ।
 বাহা হয় হইবেক কৃষ্ণের ইচ্ছায়
 ভক্তাধীন জগন্নাথ জ'নিয়া অস্তরে ।
 এক মহাজনে স্বপ্নে কহে মাড়োয়ারে ॥
 লাধা নামে ভক্ত মোর শীঘ্র তার ঘরে ।
 সহস্রেক মুদ্রা দিবে না চাহিবে পরে ॥
 মহাজন স্বপ্ন দেখি বিচার করিয়া ।
 লাধার বরণী-স্থানে টাকা দিলা নিয়া ॥
 কি হেতুক টাকা দিলে কহে ঠাকুরাণী ।
 তেঁহ কহে মুই কিছু হেতু নাহি জানি ॥
 শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথের আজ্ঞা হৈল ।
 ইহ কহি মহাজন গৃহে চলি গেল ॥
 কত দিবসে গৃহে লাধাজী আইল ।
 টাকার প্রসঙ্গ শুনি চমকিত হৈল ॥
 বিচার করিয়া সাধু অস্তরে বুঝিল ।
 শ্রীমান্ জগন্নাথের হয় এ সকল লীলা ॥
 লাধাজীর শ্রীচরণ করিয়া ধ্যান ।
 কৃষ্ণদাস কিছু তাঁর করে গুণগান ॥

ইতি শ্রীভক্তমালাে দীকা-রাঁকা-আদি-ভক্তগুণকথনং
 একবিংশ-মালা ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ মালা ।

—•—

নরসী-ভক্ত-আদি-গুণকথন

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয় ঐশ্বর্যচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

শ্রীনরসী ভক্ত ।

জুনাগড় বাস হয় কৃষ্ণে ভক্তিমস্ত ।
নরসী ভক্ত নাম সবার সুশাস্ত ॥
শক্তি নাহি করিবারে অর্থ উপার্জন ।
ভাই অপমান করে ভরণ-পোষণ ॥
নরসী যে ভূষার্ত হইয়া একদিনে ।
জল চাহে গিয়া 'নর ভাউকের স্থানে ॥
বেজার হইয়া কহে ভাউজ মুখরা ।
খাইতে আছহ মাত্র অতিথের পার' ॥
যোগ্যতা নাহিক কিছু আশিস কবিতা ।
খাইতে অনেক আছে শিরে হস্ত দিয়া ॥
এইমত কজিরত অমেক করিল ।
বাহির করিয়া দিল জল নাহি দিল ॥
ভাউজ এতেক যদি অপমান কৈল ।
অভিমান তৎক্ষণাৎ বাহির হইল ॥
প্রাণ তেজাগিব বলি বনে প্রবেশিল ।
ব্যাঘ্রে খাউক বলি সঙ্গ করিল ॥
প্রবেশ করিল গিয়া বহুব্রবনে ।
এক শিবালয় হয় তথা সুনির্জনে ॥
শিবের আলয়ে গিয়া পড়িয়া রহিল ।
সাত দিন অমাহার কিছু না খাইল ॥
আণ্ডতোষ মহাদেব প্রদত্ত হইয়া ।
বর মাগি কহে নিজমুর্ক্তি প্রকাশিয়া ॥
নরসী কহে দণ্ডবৎ ভক্তি করি ।
কি বর মাগিব মুই বুঝিতে না পারি ॥
সর্বোত্তম বাহা হয় তাহি মোরে দেহ ।
আপনি সকল জাম বিচার করহ ॥
চিন্তিয়া দেখিল দৈব কৃপাভক্তি বিনে ।
সর্বোত্তম কিছু নাই এ ভিন্ন ভবনে ॥

নরসীও বৈষ্ণব কৃষ্ণচরণ-আশ্রিত ।
কৃষ্ণপ্রেমদান হয় ইহারে উচিত ॥
কৃষ্ণপ্রেমদাতা মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্কর ।
বড় কৃপা কৈলা দেব নরসী উপর ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দিয়া তাহারে লইয়া ।
বৃন্দাবন গেলা দেব হরষিত হৈয়া ॥
যথা নিত্য রাসলীলা কৃষ্ণচন্দ্র করে ।
ভক্তির প্রভাবে দৌহে গোপীরূপ ধরে ॥
গোপীরূপে শ্রীরাসমণ্ডলে যবে গেলা ।
মুচকিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে লাগিলা ॥
গোপীগণ তাঁরে ঠে'রে হাসিয়া কহয় ।
কোথা হৈতে আইলা এ নূতন সখীদ্বয় ॥
নরসী দেখিয়া শ্রীমান্ রাখাকৃষ্ণরূপ ।
গোপীগণশোভা রাসমণ্ডল অরূপ ॥
বিভোল হৈলা মুখে নাহি সরে বানী ।
গোপীগণ হাসেন ধরিয়া তাঁর পানি ॥
এইরূপে অনেক যে কোতুক হইল ।
কণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পাইল ॥
হাহাকার করি মুচ্ছা হইয়া পড়য় ।
বাহা দেখিবার চাহে দেখিতে না পায় ॥
সেই রূপ সদাই হৃদয়ে বদ্ধ হইল ।
অন্ত চেষ্টা বাসনা সকল দূরে গেল ॥
পরে নিজ দেশে আসি গৃহে বসি থাকে ।
পাগল বলিয়া উপহাস করে লোকে ॥
এক যে বৈষ্ণব যান দ্বারকা দর্শনে ।
হুণ্ডি করিবারে গেল মহাঞ্জন-স্থানে ॥
হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিজ্ঞান করিয়া ।
নরসী ভক্ত স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া ॥
উদার বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানি ।
ছুটিতে ছুটিতে গেলা নরসীর স্থানে ॥
তাহারে কহেন একশত টাকা মুহ ।
দ্বারকা মোকামে মোরে হুণ্ডি লিখি দেহ ॥
তের বলে ভাল ভাল শত টাকা দেহ ॥
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেই লহ ॥
হুণ্ডি লিখি দিলেন শ্রামল সাহা নামে ।
কহে যে ভূখর বড় শ্রীদ্বারকাধামে ॥
যার হুণ্ডি চলে সর্বদেশ বেয়াপিয়া ।
যাবামাত্র টাকা পাবে হুণ্ডি সমর্পিয়া ॥
উদার স্বভাব সাহজিক বৈষ্ণবের ।
না বুঝে নরসীজীর কথা অন্তরের ॥
প্রত্যত করিয়া হুণ্ডি লইয়া চলিল ।
দ্বারকা যাইয়া কতদিনে উভহিলা ॥

ভাবল সাহা কে বলি সহরে খুঁজিয়া ।
 বেকার বৈক্য সব লোকে জিজ্ঞাসিয়া ॥
 সবে বলে শ্রামল সাহাকে জানি নাই ।
 হেনকালে সম্মুখেতে ঘেঁষে এক ঠাই ॥
 একজন একখলি টাকা কান্দে করি ।
 আনিয়া কহে বৈক্যবের বরাবরি ॥
 ভূনাগড়ে হৈতে এক চিঠি আসিয়াছে-
 মোর নামে নরসী এক হুণ্ডি লিখিয়াছে ॥
 তাহা শুনি হর্ষে তবে বৈক্যব কহেন ।
 হাজার টাকার হুণ্ডি মোরে দিয়াছেন ॥
 শ্রামল সাহা কি তবে হয় তব নাম ।
 তেঁই কহে হয় হয় আমার আখ্যান ॥
 হুণ্ডি লইয়া তবে টাকা শুনি দিল ।
 তত্ক্ষণাত্ অমরোথে বোঝা বহিয়া আনিল ॥
 শ্রামল সাহা যে কৃষ্ণ বখার্ব লিখিল ।
 বৈক্যব সরল তাহা কিছু না বুঝিল ॥
 আর এক বড়ই কোতুক শুন কহি ।
 নরসীর সম যে কৃষ্ণের শ্রম নাহি ॥
 ছুই কড়া নরসীর তার একের পুত্রের ।
 বিবাহ দিবারে ইচ্ছা হইল মাগের ॥
 পিতাকে কহে মোর পুত্রের বিবাহ ।
 কড়া ঠাহরিয়া তার উদ্বোধন করহ ॥
 তেঁই কহে কৃষ্ণ দিবে আমি কি করিব ।
 জগতে যে করে সেই সম্পন্ন হইব ॥
 এত শুনি কড়া তার আপনি উদ্বোধগি ।
 হইয়া বটুক ডাকি কহে কড়া লাগি ॥
 ঘটক বাইরা এক কড়া হির কৈল ।
 সম্বন্ধ করিয়া বিভা লয় হির হইল ॥
 তখন শুনিল সব কড়াকর্তাগণ ।
 নরসী কালান সদা করয়ে তজন ॥
 তাহার দোহিত্য তার অন্ন নাহি ঘরে ।
 ইহা শুনি সবে মেনি আর্তনাদ করে ॥
 বিবাহের ছুই এক দিন যবে রহে ।
 নরসীর তনয়া নিজ পিতা হানে কহে ॥
 বিবাহের উদ্বোধন করহ শীঘ্র তবে ।
 নরসী কহে বার তার সেই বিভা দিবে ॥
 কড়া তার চিন্তে অতি ভাবিত হইল ।
 লগ্নপত্র দিয়া গেল লজ্জাকর হৈল ॥
 পিতা মনোযোগ না করিল কি হইবে ।
 ইহার সম্পন্ন তবে আর কে করিবে ॥
 এতক ভাবিয়া মনে দুঃখিত হইল ।
 বিবাহের দিন অতি কোতুক জন্মিল ॥

নরসী নিজ প্রিয়তম লক্ষ্মী-মিত্র-বর ।
 শ্রীকৃষ্ণ করিল সহ আইলা তথায় ॥
 হয়রূপে আসি বিবাহের আয়োজন ।
 করিলা সকলি সঙ্গে নিয়া বহুজন ॥
 সন্ধ্যাকালে হাতী ঘোড়া মগাল দীপক ।
 লইয়া আনিল তথা বত মত লোক ॥
 কোথা হৈতে আইসে তাণ কেহ না সমুখে ।
 নরসী আনিব বলি সব লোকে বুঝে ॥
 বরসজ্জা বড়ই অতুল করি করি ।
 নরসীকে কহে আইস ভাল বস্ত্র পরি ॥
 তেঁই কহে ভাল বস্ত্র পরিলে কি হবে ।
 চগহ বাইব মোরে যথা নিয়া যাবে ॥
 ছিণ্ডা কটিবেড়া বস্ত্র করতাল হাতে ।
 উঠিয়া চলিলা মাম গাইতে গাইতে ॥
 কৃষ্ণ সুচকিয়া হাসে দেখিয়া দেখিয়া ।
 এক হস্তিপৃষ্ঠে তাঁকে দিলেন চড়াইয়া ॥
 হস্তী পর চড়ি করতাল বাজাইয়া ।
 হয়ে কৃষ্ণ হরিনাম চলিল গাইয়া ॥
 আপনি শ্রীকৃষ্ণ অধাক হইয়া ।
 চলিলা সমৃদ্ধি কবি বরে র লইয়া ॥
 কড়াকর্তা-গৃহে গিয়া সবে পহুছিলা ।
 সমৃদ্ধি দেখিয়া তারা বিস্মিত হইলা ॥
 পূর্বে যে দারিদ্র বলি উপহাস কৈল ।
 বরের সমৃদ্ধি দেখি চমক লাগিল ॥
 লোকজনে খাইতে দিবার নাহি বোজ ।
 অহঙ্কার চূর্ণ হৈল দেখিয়া বিচিৎ ॥
 বিবাহকালীন নরসী সত্যতে বসিয়া ।
 নামগান করে করতাল বাজাইয়া ॥
 চারিদিকে বেরি লোক বেধিতে আইল ।
 বাউল দেখিয়া লোক হাসিতে লাগিল ॥
 ভক্তবৎসল কৃষ্ণ যতন করিয়া ।
 এতক করিল ভক্ত্যশের লাগিয়া ॥
 সেই ভক্ত বশ-আদি দৃকপাত না করে ।
 তথাপিহ মহোৎসাহ কৃষ্ণের অন্তরে ॥
 পরদিন বর নিয়া ঘরেতে আইলা ।
 লোকজন কোথা মেল কেহ না আনিয়া ॥
 আর এক নরসীর কাহিনী যে জন ।
 ভক্তপক্ষপাত কৃষ্ণ করিলা যে পুন ॥
 নরসীর সেই কড়া স্বামীগৃহে গেল ।
 তাহার দরিদ্র অতি অন্নের বিকলা ॥
 খণ্ড খণ্ডী কহে তোমার পিতারে ।
 কহিয়া পাঠাও কিছু উপকার করে ॥

তাহা শুনি বার বার নিজ-গিড়া-হানে ।
 মানুষ পাঠায় কিছু অর্থের কারণে ॥
 নয়নী তাহা নাহি শুনে মনে নাহি তার ।
 পুনর্বার বহু কান্দে কহিয়া পাঠায় ॥
 বরঞ্চ আমারে তেঁহ কিছু নাহি দেন ।
 একবার আসি মাত্র দেখা দিয়া যান ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু কস্তার বাটীতে ।
 সেই ছিঁড়াবস্ত্র বেশে করতাল হাতে ॥
 চলিলে পথে পথে কীর্তন করিতে ।
 উত্তরিল গিয়া তথা হরষিত-চিত্তে ॥
 বেহাই বেহানী তারা ঝাল ঘে দেখিয়া ।
 নিরাশা হইল অর্থ-আশা তেয়াগিয়া ॥
 অনাদর করি হাসি-বিক্রম করিয়া ।
 বাসা দিল ভাঙ্গা এক চালাতে লইয়া ॥
 পুষ্প তুলসী নিয়া পূজাতে বসিল ।
 হেনকালে ঝড়-বৃষ্টি চইতে লাগিল ॥
 ভাঙ্গা ছাপরেতে জল পড়িতে লাগিল ।
 পুষ্প তুলসীগুলি ভাসিয়া চলিল ॥
 তবে সাধু হাত যুড়ি ইন্দ্রেয়ে কহয় ।
 কৃষ্ণপূজাব্য কেনে কর অপচয় ॥
 এতেক কহিতে জল নাহি পড়ে তথা ।
 চতুর্দিকে বর্ষে মুষলের ধার যথা ॥
 বিহাই দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য মানিল ।
 কারণ কি তার কিছু বৃদ্ধিতে নারিল ॥
 তবে তাঁর কস্তা তার পাকের সামিগ্র ।
 যথাশক্তি আনি দিল হৈয়া অতি বাগ্র ॥
 পাক না করিয়া সাধু গব্য কিছু খাইল ।
 ছহিতা নিকটে বসি কহিতে লাগিল ॥
 স্বগুরু-খাণ্ডী-আদি ইহঁরা দরিদ্র ।
 অন্ন না খাইতে জোড়ে সদাই অভদ্র ॥
 তুমি কিছু উপকার করিবে বলিয়ে ।
 স্বগুরু-শাশের মোর আছিল আশয়ে ॥
 তুমি যদি শূন্তহস্তে আইলে দেখিয়া ।
 মোরে উপহাস করে গল্পনা করিয়া ॥
 ইহা শুনি সাধু তবে কন্যারে কহয় ।
 খাণ্ডীয়ে কঃ তুমি কি তেঁহ চাহয় ॥
 বাহা চাহে তাহা দিব নাহিক সংশয় ।
 আমার প্রভুর ঘরে কি বা না আছয় ॥
 এত শুনি কন্যা তবে কহে ক্ষত গিয়া ।
 খাণ্ডীর স্থানে তবে আনন্দিত হিয়া ॥
 পিতা মোর কহে বাহা চাহ তাহা দিব ।
 অতএব কহ তাঁর স্থানে কি চাহিব ॥

খাণ্ডী এ কথা শুনি ক্রোধাবেশে কহে ।
 বাহা চাহ তাহা দিবে কল্পতরু মত ॥
 কটিতে কেবল এক টেনামাত্র হেরি ।
 ছাই না পাথর দিবে বৃদ্ধিতে না পারি ॥
 পানিহারায় দিতে হবে দুইটা পাথর ।
 তাহা গিয়া চাহ তব পিতার গোচর ॥
 এত শুনি ছুঃখ ভাবি কিরিয়া আইল ।
 পিতার নিকটে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥
 পিতা কহে মাতা তুমি ছুঃখ না ভাবিহ ।
 দিয়া যাব আমি কিবা চাহি তাহা কহ ॥
 জীব স্বভাব অন্য অন্য জীব স্থানে ।
 স্নান হইবে বড় শ্রেষ্ঠ করি স্থানে ॥
 পিতা স্থানে কহে তবে পাড়ার বতেক ।
 জীলোকেরে বস্ত্র দেহ প্রত্যেক প্রত্যেক ॥
 সাধু কহে ভাল ভাল তাহাই করিব ।
 পাথর যে চাহে শাপ তাহা আনি দিব ॥
 তবে সাধু স্তামল-সাহার স্থানে কহে ।
 গাড়ী ভরি ন মা বস্ত্র আইসে তার গৃহে ॥
 আর স্বর্ণময় এক আর রূপায়ময় ।
 দুইখানা পাথর যে আনিয়া ডারয় ॥
 গ্রামে গ্রামে পাড়া পাড়া প্রতি ঘরে করে ।
 কহুন্ময় বস্ত্র বিলাইল সবাকারে ॥
 ঘরে তাঁর রহিল পাথর দুই খান ।
 সাধু তবে নিজস্থানে করলা পরাণ ॥
 কন্যা নিজ পিতার বৈ মহিমা দেখিয়া ।
 ভক্তিতে অশ্রু লোভ একান্ত হইয়া ॥
 স্বগুরু-আলয় ছাড়ি পিতৃগৃহে গেলা ।
 শ্রীকৃষ্ণ ভজিব বল তাঁহারে কহিলা ॥
 স্বগুরু-আলয় মুই কছু নাহি যাব ।
 তোমার চরণে থাকি ভজন করিব ॥
 তাঁর ছোট ভগ্নী তাঁর বিবাহ না হয় ।
 তেঁহ কহে আমার যে আই আশা হয় ॥
 আমার প্রাতজ্ঞা এই বিভা না করিব ।
 স্তামল-সাহারে মুই একান্ত ভজিব ॥
 সেই মোর পতি সে বহু যে বাক্যব ।
 মায়ায় প্রভাব মাত্র অন্য পতিভাব ।
 এতেক বিচার করি বহিনী যে দুই ।
 হৃদয় উন্মোচিত কহে পিতার স্থানে বাই ॥
 পিতা শুনি বড় দুঃখ হইল অন্তরে ।
 ভাল ভাল বলি প্রশংসয়ে দৌহাকারে ॥
 দুই কন্যা তাহারা লইয়া কৃষ্ণগুণ ।
 গান করে প্রেমামনে ভাসি তিন জন ॥

গ্রামে গ্রামে বনে বনে নগরে বাজারে ।
 বাহু ক্ষুণ্ণ নাহি কৃষ্ণগান করি কিরে ॥
 নগরিয়া লোক তার মর্ম নাহি জানি ।
 নিন্দা করে ছুটে বাক্য করে কাণাকাণি ॥
 জাতি-কুটুম্ব নিমন্ত্রণ নাহি করে ।
 তাহাতেও ক্ষোভ কিছু নাহিক অন্তরে ॥
 সালক নামেতে রাজা-হানে ছুটে গিয়া ।
 ঠকাম করিল ছুটে অপবাদ দিয়া ।
 রাজা পদাভিক ধারে ভলব করিলা ।
 তিনজন গাইতে গাইতে চলি গেলা ॥
 ক্রোধাবেশে রাজা কিছু কহিবারে চাহে ।
 কটু নাহি আইসে মুখে মৌন করি রাহে ॥
 তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া সঙ্কোচ হৈল চিতে ।
 শুক-স্তোত্র করে রাজা করি বোড়হাতে ॥
 ঠাকুরের সঙ্কীর্ণ-আরতি-সময় হইল ।
 তা সভারে রাজা দর্শনে নিয়া গেলা ॥
 তিনজনে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল ।
 প্রেমাবেশে সাধুগণ উন্মত্ত হইল ॥
 রাজা পাণ্ড মিত্র আদি চৌদিকে বেঁড়িয়া ।
 গানেতে মগন হৈল প্রেমাবি' হিয়া ।
 হেনকালে ঠাকুরের কণ্ঠেতে হ'তে ।
 এক পুষ্পহার আসি নরসীর গলেতে ॥
 আচরিতে পড়িল যে সবাই দেখিল ।
 রাজার অন্তরে কিছু চরৎকার হৈল ॥
 তকতি করিয়া রাজা পান্দ খোলাইয়া ।
 লান্না মিষ্ট-অন্ন তাহা সব খাওয়াইয়া ॥
 অধর-অমৃত পান্দেদক পান করি ।
 চৌড়রা ফিরিয়া দিল নগরী নগরী ॥
 নরসী সাধুর উপহাস যে করিব ।
 অপবণ কহি ছুটে করি যে মানিব ॥
 তার দণ্ড হবে বর-সর্বস্ব লুটিয়া ।
 মন্তক সুগুন করি দিব খেদাইয়া ॥
 তখন জানিল লোক নরসীর মহিমা ।
 ছুই কন্যা আর তেঁহ নিম্নাপের সীমা ॥
 তাঁ সব-দর্শনে জগৎ পবিত্র হইল ।
 একা কৃষ্ণদাস মাত্র বঞ্চিত রহিল ॥

শ্রীঅঙ্গদ ভক্ত ।

স্বায়সেন গড় নাথে বেশপতি রাজা ।
 তার জাতি খুঁটা হন বুকে মহাতেজা

রাজার চাকর সেমাগতির প্রধানী
 রাজা খুঁড়া বলি তারে করে বহুদীন ॥
 অঙ্গদ তাহার নাম অতি মৃত্যুভি' ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানো নাহি কৃষ্ণ রতি ॥
 স্ত্রীবাধা হন তেঁহ অত্যন্ত স্ত্রীভি' ।
 কিন্তু তাঁর স্ত্রী হন স্ত্রীকৃষ্ণ আশ্রিত ॥
 পরম বৈষ্ণব তেঁহ দৃঢ়ভক্তিমতী ।
 স্মরণ স্মরণ দাস্ত সাধুর প্রকৃতি ॥
 স্বামীয়ে কহেন সদা কৃষ্ণ ভজিবারে ।
 মূর্খের স্বভাব তেঁহ গ্রাহ নাহি করে ॥
 একদিন স্ত্রীর গুরুদেবগৃহে আইলা ।
 অঙ্গরে লইয়া সতী সেবন করিলা ॥
 অঙ্গদ তাঁহার স্বামী তাহা ত দেখিয়া ।
 স্ত্রীকে কহয়ে কিছু ভৎসন করিয়া ॥
 গৃহমধ্যে কেন পরপুরুষ আনিলে ।
 বুঝি নারী হইয়া যে স্বতন্ত্র হইলে ॥
 ইহার কি ভাব কিছু বুঝিতে না পারি ।
 বুঝি ভ্রষ্টা হইলে ইহা অনুমান করি ॥
 এইমত রমণীয়ে ভৎসনা করিল ।
 তাঁর গুরুকে কিছু দ্রষ্টা কহিল ॥
 তাহা শুনি স্ত্রীর মনে দুঃখ উপজিল ।
 হায় হায় বিধি মোর হেন সঙ্গ দিল ॥
 নির্দোষ স্মৃঢ় স্বামী নাহি বুঝে ধর্ম্ম ।
 বুঝিলাম মোর ভাগ্যে বিধির এ কর্ম্ম ॥
 সহজে স্ত্রীলোক মুই নাহিক উপায় ।
 ইহার প্রারম্ভিক প্রাণ-ত্যাগ জুরায় ॥
 এত ভাবি অনাহারে পড়িয়া রহিল ।
 পরাণ ছাড়িব বলি নিশ্চয় আনিল ॥
 স্বামী তাঁর অঙ্গদ যে স্বভাবে স্ত্রীমিত্র ।
 মানিনী দেখিয়া তবে হৈল পদানত ॥
 কাতর হইয়া বহু সাধনা করিল ।
 কহে এবে তাহি যে করিব যাহা বল ॥
 নারী কহে তবে আমি পরাণ রাখিব ।
 অঙ্গদ তবে আমি গ্রহণ করিব ।
 যদি মোর এক কথা করহ শ্রবণ ।
 যাহা বলি তাহা যদি করহ গ্রহণ ॥
 অঙ্গদ কহেন কুম যে আজ্ঞা করিবে ।
 অবশ্য করিব তাহা অকথা না হবে ॥
 স্ত্রী কহে তবে তুমি স্ত্রীকৃষ্ণ ভজহ ।
 আমার গুরুর স্থানে দীক্ষা যে করহ ॥
 অঙ্গদ কহেন তাহা অবশ্য করিব ।
 মরিতেও কহ যদি তাহাও মানিব ॥

অজ্ঞান কৃষ্ণভক্তির যে মৰ্ম নাহি জানে ।
নারীর সোহাগ হেতু করিবারে মানে ॥
তবে সেই নারীর গুরু স্থান হইতে ।
মহাদীক্ষা কৈল স্ত্রীর অমুরোধ-মতে ॥
নিমাত সম্প্রদায় হন গুরু অপ্রাকৃত ।
তাঁহার স্পর্শের গুণ দেখ চমৎকৃত ॥
আশ্রয় মাতেতে তার চক্ষু খুলি গেল ।
অজ্ঞানতিমির নাশি প্রকাশ হইল ॥
ক্রমে ক্রমে মন যদি গছিল কৃষ্ণেতে ।
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হৈল বহু লাগিল হইতে ॥
পরম্পর পরম পদার্থ মহানিধি ।
জানিয়া তাহাতে তবে ডুবে নিরবধি ॥
কার-মন বাক্যে তবে স্ত্রীরে প্রশংসে ।
তোমা হৈতে মোর ভবভ্রগতি বিনাশে ॥
তোমা হৈতে পাইলুমু মূর্খী কৃষ্ণে ভক্তি ।
তোমারে যে গুরু-সম মানিতে যুক্তি ॥
স্ত্রী কিবা পুত্র কিবা পুত্র কেনে নর ।
কৃষ্ণে যতি বাধা হৈতে সেই গুরু হয় ॥
বিপ্র কিংবা স্ত্রী কিংবা পুত্র কেনে নর ।
যেই কৃষ্ণভক্তবেত্তা সেই গুরু হয় ॥

“পত্নাবল্যাম্—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাঃ স্ত্রীমনসমুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমুকলোক স্ত্রীভো বশাচ্চ মুক্তিপ্রিয়ঃ ।
নো দীক্ষাং ন চ সংক্রিয়ানচপুরস্চর্যাং মনাগীকৃতে,
মজ্জোহরং রসনাস্পৃগেব কগতি শ্রীকৃষ্ণনামাস্বকঃ ॥

• যিনি স্থিরমনা সিদ্ধবৃন্দের আকর্ষণশক্তি সদৃশ,
যিনি অশেষপ্রকার পাপের মোচনকর্তা, যিনি মুক
ব্যতীত চণ্ডাল বাবৎ সকলের পক্ষেই সহজ-লভ্য,
যিনি একমাত্র মোক্ষপ্রদ; কি দীক্ষা, কি দক্ষিণা,
কি পুরস্চরণ কিছুতেই যাহাকে লক্ষ্য করিতে পারে
না, সেই শ্রীকৃষ্ণনাম-মূলক মন্ত্র একবার উচ্চারিত
হইবামাত্রই ফলদাতা হয় ।

কৃতার্থ মানিয়া রমণীরে প্রশংসয় ।
কি আশ্চর্য দেখেহ সদগুরুর আশ্রয় ॥
ছুর্ঘটঘটন সদগুরুর চরণ ।
অন্যাপিহ কর ইহা সাক্ষাতে দর্শন ॥
অসম্প্রদায় উপদিষ্ট তার যতি গতি ।
সম্প্রদায়নিষ্ঠ বৈ তাহার প্রকৃতি ॥
সুবোধ যে হয় সেই অনুভব করে ।
বর্ষের যে তার কিছু না হয় গোচরে ॥

তবে শ্রীঅজ্ঞান রাজবিষয় ছাড়িয়া ।
শ্রীকৃষ্ণভজন করে গৃহেতে বসিয়া ॥
রাজা বোনাইলা বুকে বাইতে হইবে ।
তঁহে কহে আমি হৈতে তাহা না চলিবে ॥
বহু-জীব-হিংসা হয় বুকের আড়ালে ।
অন্যারে পাঠাও আমি হৈতে না হইবে ॥
তখাচ না শুনি রাজা বুকে পাঠাইল ।
কি করিবে রাজ-আজ্ঞা বাইতে হইল ॥
বুকে গিয়া প্রতিযোগী রাজারে জিতিল ।
রাজার পাগেতে বহুমূল্য হীরা ছিল ॥
নির্মল সুন্দর সুল সুহৃৎ হীরে ।
পাইয়া অঙ্গবাসী অস্তরে বিচারে ॥
এই যে অপূর্ণ জব্য অক্সযোগ্য নহে ।
পর্যব পুরুষোত্তমে অগম্য-দৈহে ॥
এতক ভাবিয়া হীরা বতনে রাখিল ।
নিজপ্রভু রাজার নিকটে তবে আইল ॥
লুটিয়া আনিল বত সব জব্য দিল ।
হীরাখানি নাহি দিল গোপনে রাখিল ॥
গরে পরম্পরা রাজা হীরার কথন ।
শুনিয়া অস্তরে কিছু হৈল ক্রোধমন ॥
অঙ্গদের স্থানে হীরা লাগিল রাখন ।
তঁহে কহে নাহি দিব থাকিতে জীবন ॥
অঙ্গ কার যোগ্য নহে সে হীরা-বতন ।
অগম্য-অঙ্গ যোগ্য হইবে ভূষণ ॥
এতক শুনিয়া রাজা ক্রোধাবিষ্ট হৈল ।
খুঁড়া বলি কথনে যে কিছু না কহিল ॥
পুনঃপুন চাহিতে ও যদ্যপি না দিল ।
রাজা তার ঘর-দার সকলি ঘেরিলা ॥
সাধুর একান্ত মনে অগম্যে দিব ।
পূরণ তেজিতে হয় তাহাও তেজিব ॥
এত ভাবি হীরাখানি বাকি পাগড়িতে ।
কতগুলি সওয়ার লইল নিজ সাথে ॥
পলাইয়া চলিল শ্রীপুরুষোত্তমপথে ।
রাজা শুনি পাগ্রে কহে ধরিয়া আনিতে ॥
পাঁচশত সওয়ার পাড় পাঠায় অমনি ।
অঙ্গদ ছুটেই ধরি আনক এখনি ॥
হীরাখানি যদি দেয় আপন ইচ্ছায় ।
লইয়া আসিবে তবে ছাড়িয়া তাহার ॥
লড়িতে প্রবর্ত হই যদি হয় তবে ।
হীরা যে লইবে তার মন্তক ছেদিবে ॥
এতক শুনিয়া সব সওয়ার চলিল ।
কতদূরে লাগ পাই তাঁহারে ঘেরিল ॥

তাঁরে কহে হীরা দেহ নতুবা তোমার ।
 মস্তক ছেদিব ইহা হুকুম রাজার ॥
 কঁাকর হইয়া তেঁহ ভাবে মনে মনে ।
 ইহার যে উপায় কি করিব এখনে ॥
 এক পরামর্শ ঠাহরিল নিজ মনে ।
 সওয়ারগণেরে বলে বৈস এইখানে ॥
 এই পুরুষীতে আমি যান করি ।
 পশ্চাতে তোমার গুলে হীরা দিব ধরি ॥
 এত কহি যানপূতা করিয়া অঙ্গর ।
 হীরা ধুলি হস্তে লৈল তাহারি বিপদ ॥
 দান করি অগ্নিগাথ চরণ-কমল ।
 স্তুতি করি কহে কিছু হইয়া বিকল ॥
 তোমার কারণে প্রভু হীরা রেখেছিহু ।
 চূর্ণাগা যে আমি পরাইতে না পারিহু ॥
 এ হেন সামগ্রী পরিবেক কোন ছার ।
 ইহা পরাইতে যোগ্য কপালে তোমার ॥
 তোমার উদ্দেশে এই ভলে সমপিহু ।
 যে ইচ্ছা তোমার কর পদে নিবেদিহু ॥
 এত কহি অগাধ জলেতে দিল ডারি ।
 দেখিয়া সওয়ারগণ উঠে হাহা করি ॥
 পুনশ্চ সওয়ারগণ মনে হুই হৈলা ।
 ভাল ভাল হীরা মো সবার হাতে আইলা ॥
 জলে হৈতে তলাসি এখনি উঠাইব ।
 বায় যাকু অঙ্গদের পিছে না করিব ॥
 অঙ্গর শ্রীপুরুষোত্তমপথে চলি গেলা ।
 সওয়ারগণেতে হীরা তলাসে লাগিলা ॥
 শীঘ্র বল সেঁচাইয়া পদ উঠাইলা ।
 অনেক বতন কৈল হীরা না পাইলা ॥
 রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কহিলা ।
 উপায় না দেখি রাজা নিরস্ত হইলা ॥
 হোখা শ্রীপুরুষোত্তমে অঙ্গর যাইয়া ।
 দেখে শ্রীবদনে হীরা শোভে বলকি ॥
 পাণ্ডাগণ পরস্পর চমকিয়া বলে ।
 কোথা হৈছে আইল হীরা প্রভুর কপালে ॥
 অগ্নিগাথ আবেশ করিলা পাণ্ডাগণে ।
 কপালেতে হীরা মোর পরায় যে জনে ॥
 অঙ্গর তাহার নাম কেজ্ঞে মোর আইল ।
 তাহারে জানাও সুই হীরা যে পরিল ॥
 তবে পাণ্ডাগণ তাঁর তলাস করিয়া ।
 বহু সমাদর করি আনি সম্মানিয়া ॥
 অগ্নিগাথ-আজ্ঞা সেই হীরার বৃত্তান্ত ।
 কহিল তাঁহাদের যে সকল অচোপান্ত ॥

দরশন করাইল নিরা শ্রীবদন ।
 হীরা ভালে শোভে দেখি উল্লসিত মন ॥
 প্রেমামনে গদগদ পুলকশরীর ॥
 দয়াল প্রভুর গুণ দেখিয়া অস্থির ॥
 অগ্নিগাথ শ্রীবদনে মন্দ মন্দ হাস ।
 প্রভু ভূতা দৌহাকার অন্তরে উল্লাস ॥
 সেই হীরা অস্তাবধি কপালে শোভয় ।
 পরে পরে পরে সন্তত না পরয় ॥
 সেই শ্রীঅঙ্গদের যে পদধূলিকণ ।
 বহুপুণ্যফলে যদি পাই সে রতন ॥
 তবে এই তাপজয় সংসার এড়াই ।
 কৃষ্ণভক্তি অমল্যরতন-ধন পাই ॥

শ্রীকরুরির রাজা শ্রীচতুর্ভূজ ।

চতুর্ভূজ নাম করুরির মহারাজা ।
 মহাতাগবত হুই অংশে মহাতেজা ॥
 বৈষ্ণবসেবাস শ্রীত কায় মন-বাক্যে ।
 গৃহে হৈতে চারি ক্রোশ তক চৌকি রাখে ॥
 বৈষ্ণব দেখিয়া মাত্র বতন করিয়া ।
 একান্ত বলিয়া আনে চরণে ধরিয়া ।
 সুবিধি শোধি রূপে করয়ে সেবন ।
 যাওন কালেতে তাঁরে দেয় বহুধন ॥
 এই ব্রত রাজার অগ্ৰধর্ম্মেতে বিরত ।
 প্রতিদিন বৈষ্ণব আইসে শত শত ॥
 সব বৈষ্ণবের পাদোদক ভূক্শেবে ।
 খাইয়া ভকতিপূর্ণ অশেষবিশেষে ॥
 আর এক কোন রাজা পশ্চিমদেশীয় ।
 এ সব বৃত্তান্ত শুনি জ্ঞান হৈল হের ॥
 বৈষ্ণবের বেশ ধরি যেই জন যায় ।
 তাহারে পূজয়ে আর উচ্ছিষ্ট ভুজয় ॥
 জানিয়া শুনিয়া নাহি বৈষ্ণব সেবয়ে ।
 তাঁড় এক পাঠাই সুই দেখি কি করয়ে ॥
 এত কহি ডোম এক তাঁড় আনাইয়া ;
 পাঠাইল বৈষ্ণবের ভেক বানাইয়া ॥
 করুরির রাজার গৃহে উপনীত হৈল ।
 বৈষ্ণব দেখিয়া রাজা সমাদর কৈল ॥
 কৃত্রিম বৈষ্ণব তাঁড় ডোমজাতি হয় ।
 অস্ত রাজা তাঁরে পাঠাইল অঙ্গার ॥
 এ কথা শুনিয়া রাজা কোন পরস্পরা ।
 তথাচ ভকতি কৈলা করিয়া সুধারা ॥

বৈষ্ণবের ভেকমাত্র দেখিয়া ভকতি ।
 অবশ্য কর্তব্য বিচারিলা মহামতি ॥
 বহু ভক্তি-নতি সেবা ভকতি করিল ।
 অর্থ দিয়া তাহার সন্তোষ জন্মাইল ॥
 ভাঁড় মনে ভাবে মুই ঠকাইয়া লৈলু ।
 রাজা মনে ভাবে মুই কৃতার্থ হইলু ॥
 ভাঁড় যে বৈষ্ণব তবে বিদায় মাগিল ।
 ভাল ভাল কহি রাজা বিশেষ কহিল ॥
 শুনিলাম অমুক যে রাজা কৃপা করি ।
 তোমা পাঠাইল মোরে পবিত্র বিচারি ॥
 তেঁহ বড় দয়ালু আমার হিতকারী ।
 তাঁরে এক জব্য আমি দিব মূল্য তারি ॥
 যতন করিয়া নিয়া দিবে তাঁর স্থানে ।
 পৌছ-সমাচার যেন পাঠায় এখানে ॥
 ইহা শুনি ভাঁড় কিছু কণ্ঠিত হইল ।
 আমি যে কপট বুঝি রাজা তা জানিল ॥
 তবে রাজা সাঁচা এক জরির ফালিতে ।
 এককড়া কাণা কড়ি বান্ধিয়া তাহাতে ॥
 মোহর করিয়া দিলা যতন করিয়া ।
 ভাঁড়ের হস্তেতে দিলা চলিল লইয়া ॥
 সেই রাজা-স্থানে গিয়া কহিল হাসিয়া ।
 মোরে বহু ভক্তি কৈল বৈষ্ণব জানিয়া ॥
 তুমি মোরে পাঠাইলা জানিল কেমনে ।
 তোমারেও বহুভক্তি কৈল কাশ্মিনে ॥
 আর কি অপূৰ্ণ জব্য তোমার কারণে ।
 মোর হস্তে দিয়া পাঠাইলেন যতনে ॥
 এত কহি জরির ফালির যে পুঁটলি ।
 রাজার হস্তেতে দিলা অতি প্রাণা করি ॥
 রাজা খুলি দেখে কাণা কড়ি এক কড়া ।
 সুন্দর জরির ফালি তাহাতেই মোড়া ॥
 দেখিয়া রাজান তবে ভাবে মনে মন ।
 পাঠাইল কাণা কড়ি কড়া কি কারণ ॥
 পাত্র মিত্র সভাসদ সভারে পুছিল ।
 আত্মোপাস্ত সব বিবরণ জানাইল ॥
 পূৰ্বাপর শুনি সবে বিচার করিল ।
 তাহার সিদ্ধান্ত তবে নিশ্চয় কহিল ॥
 ভাঁড় যে বৈষ্ণবে তুমি পাঠাইলে তথা ।
 তারি উদাহরণ যে পাঠাইলা তেথা ॥
 ভাঁড় যে সে কাণাকড়ি ভেক যে সে জরি ।
 কাণাকড়ি লবু কিস্ত জরি দীপ্ত করি ॥

জরির আদর কাণাকড়ির কি মূল ।
 জরি-আচ্ছাদিত-হেতু জরি-সমতুল ॥
 অতএব পূজনীয় ভেক আচ্ছাদিত ।
 ভাঁড় পূজনীয় হৈল তাহার সহিত ॥
 ভেদের মহিমা-গুণ এমতি যে হয় ।
 চণ্ডাল হইলে তবে পূজিতে জুয়ায় ॥
 রাজা কহে ইহার প্রমাণ কোথা হয় ।
 সভাসদ কহে আদিপুরাণাদি কর ॥
 চোর তেক ধরি চুরি করিবারে গেল ।
 জানিয়াও রাজা তার সন্মান করিল ॥
 বিস্তার করিয়া সভাসদ শুনাইল ।
 প্রীত হইয়া রাজা চমকিত হৈল ॥
 এত শুনি রাজা বহু প্রশংসা করিল ।
 আপনারে অপরাধী করিয়া মানিল ॥
 আপনি চলিল করুরির রাজা-পাশ ।
 চরণে পড়িয়া ক্ষেমাইল নিজদোষ ॥
 দুই জনে মেলামেলি করি কৃষ্ণকথা ।
 কহিয়া আনন্দ হৈল দুই বন্ধু যথা ॥
 করুরির রাজা এক প্রার্থনা করিয়া ।
 কহেন তাঁহার দুটি হস্তেতে ধরিয়া ॥
 শুনি এক পড়া 'শুয়া' আছয়ে তোমার ।
 কৃষ্ণগুণ গান করে অতি চমৎকার ॥
 পক্ষীটি আমারে যদি দেহ কৃপা করি ।
 তেঁহ কহে ক্ষেম মোরে তাহা ত না পারি ॥
 রাজ্য লও ধন লও প্রাণ দিতে পারি ।
 শুয়া যে আমার প্রিয় তাহা দিতে নারি ॥
 আমার সুসদ সেই উপদেশকর্তা ।
 গুরু করি মানি তারে সেই মোর আতা ॥
 বিষ্ণু-উদ্ভূত মুই যবে থাকি ভুলি ।
 চেতন করায় সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ॥
 তাহার প্রসাদে মুই কৃষ্ণনাম শুনি ।
 স্মরণ করায় বুঝি মোরে মুঢ় জানি ॥
 তুলসীর মালা গলে তিলক শোভয় ।
 কৃষ্ণের অধরামৃত খেনে নাহি খায় ॥
 অপ্রাকৃত হয় সেই অসম্ভব গুণ ।
 কৃষ্ণভক্তিমাতে তাঁর কিছু নাহি ন্যূন ॥
 করুরির রাজা শুনি চমৎকার হৈল ।
 এতেক আসক্তি শুনি পুন না চাহিল ॥
 পুন সেই রাজা কহে গদগদভাবে ।
 তোমা হৈতে মোর এক রোগ গেল এবে ॥

বৈষ্ণবেরে ছোট বড় করিয়া মানিত ।
 ভজন করয়ে কি না পরম করিত ॥
 এবে মোর সে চণ্ডাল রোগ শাস্তি হৈল ॥
 তোমার শরণমাজে পবিত্র হইল ।
 এবে মুই বৈষ্ণবেরে দেখি ভেক মাত্র ॥
 শরণ লইব পদে দেখিয়া পবিত্র ।
 রাজা কহে তোমার অপেক্ষা আছে কিবা ।
 যাতে শুরু করি মানি শুয়া কর সেবা ॥
 এতাদৃক মতি যদি শক্তি জন্মে হয় ।
 তবে মুই ধন্য হই তোমার কৃপায় ॥
 তবে সেই রাজা নিজ গৃহে চলি গেলা ।
 করুণির রাজা বহু সন্তান দখলিলা ॥
 করুণির রাজা চতুর্ভুজ নৃপমণি ।
 আর সেই অস্ত রাজা মহাভক্তিবানী ॥
 আর সেই গুণাপকী মহাপুণ্ড্রাতম ।
 কৃষ্ণদাস হৃদয়েতে ককর বিশ্রাম ॥

শ্রীমীরাবাই ।

মেরতা গ্রামেতে অন্য মীরাবাই নাম ।
 রাণা বে রাজার বধু গুণ অমুপাম ॥
 একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনন্তমানস ।
 প্রেমভক্তি চমৎকৃত কৃষ্ণ যাতে বশ ॥
 অস্ত কথা অস্ত চেষ্টা অন্য সঙ্গহীন ।
 কাম-ক্রোধ-লোভ আদি আপনা অধীন ।
 অন্যরে শ্রীমূর্তি এক প্রকাশ করিয়া ।
 যতনে সেবন করে ভাবাবিষ্ট হিয়া ॥
 অষ্টকাল যখন সে সেবার নিয়ম ।
 গিরীতে করয়ে শুরু হৃদয় নিকাম ॥
 বৈষ্ণব অব্যাহি-বার সদা আইসে বার ।
 বখা কৃষ্ণসেবা তথা বৈষ্ণবসেবার ॥
 নৃত্যগীত বাস্তব করে বৈষ্ণব সহিত ।
 কৃষ্ণসরসে বাই সদা আনন্দিত ॥
 গানশব্দ অনন্তর অমৃ নিম্বিত ।
 যাতে দ্রবীভূত হৈল এককের চিত ॥
 বাইজীর গানশক্তি আকৃষক শাহা ।
 পাতশা শুনিতে মনে করিল উৎসাহা ॥
 তানসেনে সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেণে ।
 বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উদ্যাসে ॥

বৈষ্ণব জানিয়া বাই সমাদর কৈল ॥
 গান শুনিবারে তবে পাতশা কহিল ॥
 ঠাকুরের আগে বাই গাইতে লাগিল ।
 গান শুনি তানসেন আপনা নিন্দিল ॥
 পাতশা শুনিয়া তবে চমৎকার হৈল ।
 প্রেমাবেশে দুইজন অধৈর্য্য হইল ॥
 পাতশা চাওয়া গেলা তবে রাজা জ্ঞান ।
 অন্যরে বৈষ্ণব বাওয়া করি দিল মান ॥
 বধু নষ্ট হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হৈল ॥
 চুটিয়া কাটিতে গেলা তলোয়ার নিয়া ॥
 বাইজীর উপরে গিয়া তলোয়ার হানিল ।
 কাটিবার থাকু কাজ অঙ্গে না কুটিল ॥
 বিষ-আদি খাওয়াইলা কিছুই না হয় ।
 হরির ভক্তজনে বিস্ময় কে করয় ॥
 বৈষ্ণব আসিতে যবে বারণ করিল ।
 বাইজী অন্তরে কিছু কোষিত হইল ॥
 গৃহ হৈতে নিকাশিলা গেলা বৃন্দাবন ।
 রাজা পাছে পাছে পাঠাইলা নিজজন ॥
 ধরিয়া আনিতে চাহে ছুঁইতে না পারে ।
 আশ্বিনের শিখা যেন দেহ দগ্ধ করে ॥
 ফিরিয়া চলিল সবে যত পাছে আইল ।
 তখন চমকি রাজা মরম বুঝিল ॥
 অপরাধ মানি আর কিছু না কহিল ।
 কৃষ্ণপ্রিয় জন এই নিশ্চয় জানিল ॥
 বৃন্দাবনে গিয়া বাই আনন্দে মগন ।
 বাহা হৈল শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ মরশন ॥
 কহি পাঠাইল শ্রীকৃষ্ণেরে কার দ্বারে ।
 দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে ॥
 গোমাত্রি কহেন মুই করি বনে বাস ।
 নাহি করি শ্রীলোকের সহিত সঙ্গাষ ॥
 এ কথা শুনিয়া বাই কোড় পাই মনে ।
 পুন কহি পাঠাইল গোমাত্রির স্থানে ॥
 এতদিন শুনি মাই শ্রীকৃষ্ণ-বৃন্দাবনে ।
 আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে ॥
 পুরুষ কোকিল প্রমদাদির অগম্য ।
 তেঁহ যে খাইলা তাতে নাহি বুঝি মর্ম্ম ॥
 প্যারীজীর প্রিয়সখী ললিতা আনিলে ।
 কমনে রহিবে তেঁহ অস্তঃ পুরুষলে ॥
 এতক প্রহেলী যদি কহি পাঠাইলা ।
 শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কিছু লজ্জিত হইলা ॥

কহিতে কহিলা পুন বাইজীর স্থানে ।
কৃপা করি আসি বেন দেন দরশনে ॥
তবে বাই হঠমানে গোসাঞির স্থানে ।
বাইরা অষ্টাদ করি পড়িলা চরণে ॥
পরমসুন্দরী বাই অঙ্গপ বরসে ।
গোপী-উদ্দীপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ
হুইজন পরস্পর কৃষ্ণকথা-বসে ।
মগন হইল প্রেম-আনন্দ উল্লাসে ॥
বাইজীর কত গুণ কথা নাহি যায় ।
কৃষ্ণদাস মাগে তাঁর চরণ সহায় ॥

শ্রীপৃথ্বীনাথ রাজা ।

পৃথ্বীনাথ নাম রাজা গুরুভক্ত অতি ।
সর্বত্র গুরুকে দিলা স্নেহসর মতি ॥
গুরু নাহি লৈলা তারে পুন সমর্পিণী ।
গুরু আজ্ঞা হেতু কষ্টে গ্রহণ করিলা ॥
গুরু শ্রীধারকানাথ দর্শনে চলিলা ।
তাঁহার সহিত রাজা গমন করিলা ॥
দৃঢ় ভক্তিতাবে করে গুরুর সেবন ।
নীচসেবা করে তেজি রাজ-অভিমান ॥
গুরু সেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রসন্ন হইল ।
কতদূর বাইতে তাঁরে আদেশ করিলা ॥
পৃথ্বীনাথ রাজা তুমি ঘরে ফিরি বাহ ।
ঘরেতে বসিয়া গিয়া মোর নাম লহ ।
প্রসন্ন হইহু আমি তোমার উপর ॥
গৃহে বসি দরশন পাইবে আমার ॥
ধারকাদর্শন আর গোমতীতে স্নান ।
ধারকা সম্বন্ধে তপ্তমুদ্রা যে ধারণ ॥
গৃহেতে বসিয়া গিয়া করহ স্বচ্ছন্দে ।
গৃহেতে বাইব সব তোমার সম্বন্ধে ॥
স্বপন দেখিয়া রাজা চেতন পাইয়া ।
অন্তরে বিচার করে তটস্থ হইয়া ॥
কৃষ্ণ মোরে আজ্ঞা দিলা গৃহেতে বাইতে ।
কি করি ইহার কিছু না পারি বুঝিতে ॥
কৃষ্ণকৃপা হৈল যেই গুরুকৃপা হৈতে ।
তাঁর সেবা ছাড়ি নাহি পারি গৃহে বাইতে ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পালন নাহি মোর দোষ ।
গুরু-রূপে তেঁহ যদি থাকেন সন্তোষ ॥

অতএব গুরুসেবা ছাড়িতে নাহিব ।
নরকে বাইতে হই বরঞ্চ বাইব ॥
এত ভাবি গুরুসেবা করিয়া চলিলা ।
অন্তরে রহিলা কারে কিছু না কহিলা ॥
পুনর্বার কৃষ্ণ কহে পৃথ্বীনাথ তুমি ।
ঘরে ফিরি বাহ স্নেহসর হইহু আমি ॥
গুরু যে তোমার সে ত আমার স্মৃতি ।
মোর বাক্য রাখ বাতে অমার পিরীতি ॥
পুনর্বার স্বপন দেখিয়া বিচারয় ।
পুন আজ্ঞা কৈল কৃষ্ণ কি করি উপায় ॥
গুরুর সাক্ষাতে তবে বিবরি কহিলা ।
গুরু শুনি চমকিয়া কহিতে লাগিলা ॥
আহা মরি বাপু তব বলিহারি বাই ।
তুমি ধন্ত তোমার জগতে সম নাই ॥
কৃষ্ণকৃপামৃত এত তোমার উপর ।
ঘরে বাহ বাপু সেই আজ্ঞা কল্প সার ॥
গুরু যদি উপদেশ এতেক কহিলা ।
তবে মহারাজা ঘরে ফিরিয়া চলিলা ॥
গুরুর বিচ্ছেদে রাজা ক্ষোভিত হইল ।
গুরুসেবা ছাড়ি চিন্ত প্রসন্ন নহিল ॥
হুই চারি দিন পাছে দেখে রাজিয়োগে ।
গোমতী পাবন-নদী আইলেন বেগে ॥
শ্রীধারকানাথ শ্রীমান্ টীকম রণ ছোড় ।
হুই যে ঠাকুর দেখে গৃহের ভিতর ॥
ধারকার অমৃত তপ্তমুদ্রা দিয়া ।
বাহমূলে রাজার বলিল ছাবা দিয়া ॥
বহ সাধু সন্ত আনি রাজা দেবাইল ।
দেখিয়া সকলে নিজ কৃতার্থ মানিল ॥
আনন্দে গোমতী নদী স্নান সবে কৈল ।
ধারকানাথের পদে প্রণাম করিল ॥
রাজার মহিমা দেখি আশ্চর্য মানিল ।
স্তব-স্তোত্র করি বহ সৎকার করিল ॥
বৈষ্ণবনাথ দেবস্থানে এক অঙ্গ নিল ।
চক্ষু লাগি কৈল বহ তপ ত্রত পূজ ॥
মহাদেব আজ্ঞা দিলা অমুক বে দেশে ।
পৃথ্বীনাথ নাম এক সাধু রাজা বৈসে ॥
তাঁহার গামছ-বস্ত্রে আঁখি মুছ গিয়া ।
চক্ষুমান হবে সব শান্তিকে পাইয়া ॥
আজ্ঞা বাইরা তাঁর গামছা লইয়া ।
চক্ষুমান হৈল চক্ষু তাহাতে মুছিয়া ॥

কৃষ্ণের করুণা যারে তাহার মহিমা ।
 ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পার সীমা ॥
 ব্রহ্মাও শোধিতে পারে কটাক-কিরণে ।
 তাহে কি আশ্চর্য্য কার অকচক্ষুদানে ॥
 গুরুভক্তি বিনে কত কৃষ্ণ নাহি পাই ।
 ইথে বুঝি আমি মবার অধিকার নাই ॥
 মহারাজ পৃথ্বীনাথ-চরণে পড়িয়া ।
 গুরুভক্তি মাগে কৃষ্ণদাস অভাগিয়া ॥

শ্রীমধুকর সাহা !

ওড়ছো নামেতে গ্রাম মধুকর সাহা ।
 বৈষ্ণবে যে কত প্রীত নাহি যায় কথা ॥
 যখন ম সারপ্রাণী মধুকরতুল্য ।
 অসম্প্রদায় কৃষ্ণে ভক্তি যে অমূল্য ॥
 বৈষ্ণবের নামগান বৈষ্ণবস্বরূপ ।
 ঐসঙ্গ্য বৈষ্ণব-পূজা-চরণ-সেবন ॥
 বিদ্বৎ লোক যত পাষণ্ড নিন্দুক ।
 ভয়ের স্বভাবে তারা দেখি পার ছুৎ ॥
 ঘেব করি তারা এক পাখার গলায় ।
 তুলসীর মালা দিয়া তিলক নাসায় ।
 মধুকর-সাহার গৃহে হাঁকাইয়া দিল ।
 মধুকর তাহা দেখি বিচার করিল ॥
 ভগবদ্ভক্তের ভেদ ইহার যে হয় ।
 ইহ পুণ্য হয় পূজা করিতে জুয়ায় ॥
 ইহাকে অবজ্ঞা কৈলে অপরাধ হয় ।
 সাধকের বর্ণনাহানি শাস্ত্রেতে কহয় ॥
 কৃষ্ণের ভক্ত ইহ মোর প্রভুর দাস ।
 মোর মিত্র রূপ করি আইল মোর বাস ॥
 এত চিন্তি আদর করিয়া গৃহে আনি ।
 চরণ-ফালন করি কহি মিষ্টবাণী ॥
 গন্ধ-পুষ্প-আদি দিয়া করিল পূজন
 রন্ধন করিয় করাইলেন ভোজন ॥
 দণ্ডবৎ প্রণাম গদগদভাবে কৈল ।
 সেবন সন্মান করি বিদায় করিল ॥
 অন্তএব ধন্য ধন্য তাঁর মতি রীতি ।
 ধন্য যে স্বভাব তাঁর ধন্য কৃষ্ণে রতি ॥
 রসায়তলিঙ্গপ্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোসাঞি ।
 বৈষ্ণবের মাঠাঘোড়ে কহিল তাহাই ॥

বৈষ্ণব হৃদয়মতি সেহ পূজ্যতম ॥
 পশু-পক্ষ সেহ যদি লয় কৃষ্ণনাম ॥
 সেহ ত পরমপূজ্য দূরে থাকু সেহ ।
 গাধার শরীরে যদি ভেদ দেখি কই ॥
 দণ্ডবৎ প্রণাম সন্মান নাহি করে ।
 কেমন ভরসা তার কি সাহস করে ॥
 অপরাধে ভয় নাহি মরকে না ডরে ।
 কৃষ্ণভক্তিধনে বুঝি আকাজ্ঞা ন' মরে ॥
 সর্ব অর্থে বহিষ্কৃত বুঝি হৈতে চাহে ।
 এই যে আশয়ে শ্রীল গোস্বামীদী কহে ॥
 অতএব বৈষ্ণবের সাধন ভজন ।
 বিচার কর্তব্য নহে ভেদ-দর্শন ॥
 মাঝেতে আদর পূজা সৎকার কর্তব্য ।
 ইহাতে সন্দেহ নাহি অবশ্য সুসেবা ॥
 অতএব মধুকর সাহা যে করিল ।
 ধন্য বটে আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মিলিল ॥
 তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার ।
 কুমতি ঘাটক কৃষ্ণদাস অভাগার ॥

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী কানীপুরে বাস ।
 জ্ঞানযোগমার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ ॥
 বেদান্ত পণ্ডিত যে শাক্তরীত্যামতে ।
 ত্রিবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশ যাতে ॥
 যতেক দণ্ডীর গুরু কানীতে প্রাণ্য ।
 আপনারে মানে ইষ্টব্রহ্মেতে অভিন্ন ॥
 মায়াবাদী ঐশ্বরের স্বরূপশক্তি ।
 যোগমায়া নাহি মানে ব্যতিক্রম মতি ॥
 ভক্তি যে পদার্থ তাঁর মন্য নাহি জানে ।
 প্রেমভাব দেখি কহে কান্দে কি কারণে ॥
 বেদের তাৎপর্য্য অর্থ প্রেম যে পর্য্যন্ত ।
 কল্পিতার্থ বাদে তার নাহি জানে অন্ত ॥

প্রমাণঃ তস্মৈ—

মায়াবাদমসচ্ছাত্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।
 মর্দৈব বিহিতং দেবি । কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥
 মায়াবাদময় অসৎ শাস্ত্র বৌদ্ধ শাস্ত্র নামে কথিত ।
 হে দেবি ! কলিযুগে আমিই ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া
 উহা প্রণয়ন করিয়াছি ।

সেইকালে মহাপ্রভু একটী শ্রীকৈতবে ।
প্রচণ্ড প্রতাপ গুণ ব্যস্ত ত্রিভুগতে ॥
প্রভুর প্রেমতত্ত্ব যেই অলৌকিক ক্রিয় ।
কাশীতে প্রকাশানন্দ বিশেষ শুনিয়া ॥
প্রসন্ন না হৈল তাকে লোক প্রতারক ।
ভাবকালিদেখি তুলে ইতর যে লোক ॥
এক কহি এক শ্লোক আপনি রচিয়া ।
পাঠাইলা মহাপ্রভুর স্থানে লোক দিয়' ॥

শ্লোক:—

যজ্ঞান্তে মণিকর্ণিকাঃ মলসরঃ স্বদীর্ঘিকা দীর্ঘিকা,
রত্নং তারকমক্ষরং তনুভূতে শব্দঃ স্বয়ং বচ্ছতি ।
তস্মিন্নন্তু তথামনি স্মররিপোর্নির্কীগম'র্গে স্থিতে,
মূঢ়ে হনাত্ম মরীচিকাস্ম পশুবৎ প্রত্যাশয়'
ধাবতি ইতি ॥

যেখানে মণিকর্ণিকা, অমলসরোবর প্রভৃতি পুণ্য-
তোয়া দীর্ঘিকা এবং স্বদীর্ঘিকা শোভমান; যেখানে
শব্দ স্বয়ং জীবগণকে “তারক”—এই হৃদয় অক্ষর-
রত্নদান করিতেছেন এবং যে স্থান মদনের ক্রীড়াভূমি
নহে, সুখেরাই স্মররিপুর মুক্তিপথস্বরূপ একরূপ অদ্বুত
স্থান পরিত্যাগ পূর্বক পশুবৎ প্রত্যাশায় মোহিনী
মুক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া মরীচিকালোভে অস্ত্রাধা ধাবিত
হয় ।

শ্লোক পড়িয়া প্রভু মূর্চক হাসিলা ।

তাহার উত্তর শ্লোক লিখি পাঠাইলা ॥

শ্লোক:—

যশ্মান্তো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাষু ভাগীরথী
কাশীনাং পতিরর্কমস্ত ভজতে শ্রীবিখ্যনাথঃ স্বয়ম্ ।
এতশ্চেব হি নাম শব্দনগরে নিস্তারকং তারকং
ভস্মাৎ কৃষ্ণ পদাষুজং ভব সখে ! শ্রীপাদ ।
নির্কীগমম্ ॥

যাহার যশ্মজল হইতে মণিকর্ণিকার উদ্ভব এবং
যাহার চরণকমল হইতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর জন্ম;
শব্দ অর্কজ বলিয়া যাহাকে ভজন করেন এবং শিব-
নগরে যাহার তারক নাম জীবগণের নিস্তারকার্য্যে
সিদ্ধ আছে, হে সখে শ্রীপাদ ! তুমি সেই মোক্ষদারী
শ্রীকৃষ্ণচরণকমল ভজন কর ।

পুন এক শ্লোক তেঁহ লিখি পাঠাইলা ।
প্রভু দেখি কন্ত বলি আদর না কৈলা ॥

শ্লোক:—

বিখ্যামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ে' বাতাসুপর্ণাশনা-
স্তেহপি জীমূখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টে'ব
মোহ' গতঃ ।
শালসং সমুত' পয়োদধিযুতং যে ভূজতে মানবা
স্তেবামিত্রিয় নিগ্রহে যদি ভবেদ্বিক্রান্তরেৎ
সাগরম্ ॥

পরাশর, বিখ্যামিত্র প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ বায়ু, জল,
বৃক্ষপর্ণ মাত্র ভক্ষণ করিয়াও জীর্ণগণের যে কমলীয়-
কান্তি মুখপদ্ম দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ছিলেন, দধি-
ঘৃতশালারভোজী মানবের যদি ভক্ষণে মোহাচ্ছন্ন
হওয়া অসম্ভব হয়, তবে বিক্রাপর্কতেবও সাগর উত্তীর্ণ
হওয়া সম্ভব ।

ভক্তবৃন্দ দেখি তার উত্তর লিখিলা ।
শ্লোক লিখি পাঠাইল প্রভু না জানিলা ॥

সিংহো বলী বিরদশুকরমাংসভোগী,
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারম্ ।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোগী,
কামী ভবেত্তনুদিনং বদ কোহত্র হেতুঃ ॥

সিংহ সর্কাপেক্ষা বলিষ্ঠ এবং হস্তী ও শূবরের
মাংস ভোজন করিয়াও সংবৎসরে কেবলমাত্র একবার
ইন্দ্রিয়স্থখে রত হয় । কিন্তু শিলাখণ্ডভোজী পারাবত
নিরন্তর রতিক্রিয়ার রত থাকে, ইহার কারণ কি,
বল দেখি ?

তবে মহাপ্রভু যবে বৃন্দাবন গেলা ।
প্রকাশানন্দের তবে মতি ফিরাইলা ॥
কাশীপুরে প্রভু তবে থাকি হুই মাস ।
যত বহির্মুখ ছিল কৈল নিজ দাস ॥
প্রকাশানন্দের সহ বিচার করিয়া ।
মার্য্যবাদপাণ্ডিত্য দিলেন ঘুচাইয়া ॥
কল্পিত বেদান্ত-অর্থ তখন বুঝিলা ।
প্রভুর আশ্রয় তেজ দেখিতে পাইলা ॥
শিষ্য সমিতিয়াই সব বৈষ্ণব হইল ।
প্রভুর চরণতলে শরণ লইল ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিস্তার ।
 সংক্ষেপে কহিহু যেন শক্তি আমার ॥
 কৃষ্ণসেবানন্দ ভক্তি প্রধান মানিল ।
 আর যে যতেক মত হের বুদ্ধি হৈল ॥
 সেই মুখে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন করি ।
 স্তুতি কৈল প্রভুর অন্তরপদ ধরি ॥
 মুখ মুই সে বিচার স্তুতি বে করিল ।
 বুঝিতে না পারি তাহা বর্ণিতে নারিল ॥
 প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল ।
 প্রভু প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল ॥
 অতঃপর তাঁহার মহিমা কি পর্য্যন্ত ।
 মহা ভাগবত হৈলা পরম সুশাস্ত ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনে নাহি জানে আন ।
 চৈতন্য পরম-ধর্ম চৈতন্য গেষ্মান ॥
 চৈতন্য ভজন সদা চৈতন্য ধ্যেমান ।
 চৈতন্য পরমতত্ত্ব করয়ে বাখান ॥
 চৈতন্য শরনে দেখে চৈতন্য স্বপনে ।
 যে দিকে কিরায় আঁখি শ্রীচৈতন্য মান ॥
 ক্রমে ক্রমে কহে প্রভু বড় দয়াময় ।
 কুতর্কিক মুই মোর খুচাইলে সংশয় ॥
 বড় দয়াময় প্রভু বড় দয়াময় ।
 শুক তর্কিকে দিলে ভক্তির আশ্রয় ॥
 তবে অমুরাগে লীলা-গুণ যে প্রভুর ।
 বর্ণন করিলা এক গ্রন্থ মহাপুর ॥
 শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নাম সুমধুর ।
 মধুর বর্ণন চমৎকার রসপূর্ণ ॥
 আশ্রয়ে অমৃত আর অবশে মঙ্গল ।
 শুনিয়াছে যেই সেই জানে তার বল ॥
 শুনিতে শুনিতে আর বাড়য়ে পিরাস । *
 প্রেমদাস করিয়া হৃদয়ে করে বাস ॥
 শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-গুণ ।
 সংক্ষেপে ক'হিহু কিছু শোধিতে অপন ॥
 মুখ মুই বিস্তার করিতে নাহি জানি ।
 সাধ করে মনে বলি করি টানাটানি ॥
 শ্রীমান্ প্রকাশানন্দ নিত্যসিদ্ধ হন ।
 লীলা লাগি এই এক প্রভুর গঠন ॥
 সতক শ্রীআচার্য্য প্রভুর পরিবার ।
 শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ আরাধ্য সত্বর ॥

তাঁহার চরণে মুই ।
 বৈষ্ণবের স্থানে এই উদ্দেশ্য পহিহু ॥
 শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব-চরণের কৃপা আশী ।
 করিয়া আছয়ে দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা নবনী-ভক্ত-আদি-গুণকথনং
 ষাটবিংশ-মালা ॥২২॥

ত্রয়োবিংশ মালা

নিবাহি-গ্রামীয় সাধু আদিভক্তগুণ বর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দে চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 শ্রীদীঘ গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ।
 জয় রূপসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ॥

নিবাহি-গ্রামেতে কোন সাধু ।

নিবাহি-গ্রামেতে গ্রামে একজন চোর ।
 আজন্ম করয়ে চুরি পাপাচারে ভোর ॥
 হাজার টাকার এক থলি চুরি করি ।
 আনিলা কাহার তাতে তুল হৈল তারি ॥
 প্রসিদ্ধ যে চোর যত ধরিয়া নিয়া যায় ।
 হাকিম তা-সভাকারে পরীক্ষা করায় ॥
 তাহা জানি সেই চোর চিন্তিত হইল ।
 কি করি উপায় বলি ভাবিতে লাগিল ॥
 আমারে ধরিয়া নিয়া পরীক্ষা করাবে ।
 ঠেকিলে গর্দান লবে কিংবা শালে দিবে ॥
 সেই গ্রামে কেঁধাও হয় পুরাণের কথা ।
 দৈবাত্ত শুনিতে সেই চোর গেল তথা ॥
 বাইরা শুনয়ে কৃষ্ণমন্ত্রের গ্রহণ ।
 হইতেছে সেইক্ষণ মহিমাকথন ॥
 কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণমাত্রেরে পুনর্জন্ম ।
 হয় ক্ষয় পায় যত প্রারকাদি কণ্ঠ ॥
 বিজয়ক হয় তার দুর্জাতিহ বার ।
 গায়ত্রীদীকিতে যথা নিপ্র দ্বিজ হয় ॥

তথা—

পিতৃগোত্রের বা কন্যা স্বামিগোত্রের গোত্রিকা ।

তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ বিজয়ং জায়তে নৃণাম্ ॥

বিবাহের পর কন্যা যেমন পিতৃগোত্র বিসর্জন
পূর্বক স্বামী-গোত্রবিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ দীক্ষাপ্রাপ্ত
হইলে মানব বিজয় পায় ।

বসিয়া শুনিল চোর এ সব কথন ।
ঘরে গিয়া হর্ষ হৈয়া ভাবে মনে মন ॥
টকা চুরি করিয়াছি আমি ত নিশ্চয় ।
পরীক্ষা করবে কালি ধরিয়া অমায় ॥
চোর ধরা নিশ্চয় পড়িব পরীক্ষায় ।
অতএব যে শুনিলাম পরম উপায় ॥
পুরাণে কহিল কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষামাত্র ।
সে জনম যায় হয় বিজ মহাপাত্র ॥
অতএব শীঘ্র আমি কৃষ্ণমন্ত্র লই ।
পরীক্ষাতে উত্তরিব জন্মান্তর হই ॥
এত ভাবি-এক যে বৈষ্ণব স্থানে গেল ।
কৃষ্ণমন্ত্র দেহ বলি বিনতি করিল ॥
বৈষ্ণব কহেন আজি নহে কালি দিব ।
তঁহ কহে নহি, নহি এখন লইব ॥
একান্ত আগ্রহ দেখি সাধু দীক্ষা দিল ।
দীক্ষা করি মনে মনে আনন্দিত হৈলা ॥
পরদিনে হাকিমের পদাতি আসিয়া ।
ধরিয়া লইয়া গেল তস্কর বলিয়া ॥
গোইন্দা কহয়ে এই চোর চুরি কৈল ।
রাজা তাহা শুনি তাঁর করিতে লাগিল ॥
তঁহ কহে মহারাজ চোর কতু নহি ।
এ জন্মেতে আমি চুরি কতু করি নাহি ॥
বরঞ্চ আমারে কোন পরীক্ষা করাও ।
ঠেকি যদি তবে মোর ধন প্রাণ লও ।
তবে ত'রে কহে রাজা পরীক্ষা করাতে ।
তপত সাবল কহে হস্তেতে লইতে ॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস তার অন্তরে আছর ।
কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা কৈলে পুনর্জন্ম হয় ॥
অতএব কহে সুই এ জন্মে কথন ।
চুরি করি থাকি কিংবা পাণাদিক কোন ॥
তবে এই হস্ত মোর সাবলে অলিবে ।
নতুবা আমার সিংহা কিছু না হইবে ॥

এতক কহির হস্তে সাবল লইল ।
অগ্নিবস্ত-লোহ হস্তে শীতল ঠেকিল ॥
শুদ্ধ জানিয়া তারে . শ্রীতি কৈল ।
গোইন্দার গর্দান রতে আছা দিল ॥
তবে সাধু গোইন্দার প্রাণ যায় জানি ।
দয়ালু হইয়া কহে যুড়ি ছই পানি ॥
মহারাজ উহার অপরাধ কিছুই নাই ।
মিথ্যা না কহিল চুরি কৈলু সত্য সুই ॥
এ জন্মে না কৈলু পূর্বজন্মেতে করিলু ।
যদবধি কৃষ্ণমন্ত্র-আশ্রয় না কৈলু ॥
এত কহি আশোপান্ত সবলি কহিল ।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল ॥
তবে রাজা তারে বহু সন্মান করিল ।
গোইন্দার প্রানদান করি ছাড়ি দিল ॥
অতএব কৃষ্ণমন্ত্রমাহিমা এমতি ।
অপরাধী জনে কতু না হয় ত্রুতীতি ॥
গুরুকৃপা মন্ত্রবলে সেই যে তস্কর ।
ভাগবতোত্তম হৈল কৃষ্ণের কিস্কর ॥
মূল সহ পাপে মতি তৎকালে ছুটিল ।
অনন্তভাবেতে কৃষ্ণধারণ লইল ॥
ভুবনপাবন তাঁর চরণের রত্ন ।
আমা সব পাতকীর যাহা নিরা কাজ ॥
সেই শ্রীচরণরত্ন বাঞ্ছে কৃষ্ণদাস ।
জনমে জনমে করে দাস হৈতে আশ ॥

শ্রীঅনু-সুরদাস ।

পরগণে সড়িলা নাম তাহাতে বৈসয় ।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণের আশ্রয় ॥
পাংশার চাকর তের লক্ষের তসিল ।
করেন কিন্তু যেমন শ্রীকৃষ্ণের শীল ॥
সুরদাস নাম কিন্তু কমললোচন ।
রূপে গুণে শীলে সর্বলোকের রঞ্জন ॥
মহাজন-লোক গুড়-বেপারের তরে ।
শত মোন গাড়ী তারি আনিল বাজারে ॥
অতি চমৎকার গুড় মিছিরির প্রায় ।
নজরে দেখিয়া সুরদাস মহাশয় ॥
মনেতে বাসনা হৈল উৎসাহ সহিত ।
হেন বস্ত্র শ্রীমদনমোহন উচিত ॥

এত ভাবি সব গুড় আটক করিয়া ।
 বতন করিয়া নিল ছনা দাম দিয়া ॥
 সেইক্ষণে গাড়ী সহ শ্রীবৃন্দাবন ।
 চালাণ করিয়া যথা মদনমোহন ॥
 দ্বিতীয়-গ্রহর-রাত্রি-কালে আসী গাড়ী ।
 পহঁছিল বৃন্দাবন শ্রীজীয়ের বাড়ী ॥
 ছয়ারে কপাট দিয়া শুইয়াছে সবে ।
 গাড়োয়ান ফুকারয় করি উচ্চরবে ॥
 সড়িলা হইতে গুড় আইল শত মোন ।
 ভাঙারে উঠাও আসি দেহ লোকজন ॥
 ভিতর হইতে কেহ ডাকি কহিলেক ।
 আজি রহ প্রাতঃকালে উঠান যারেক ॥
 ঘর না খুলিল হোথা মদনমোহন ।
 তখন যে পূজারি কহেন স্বপন ॥
 সুরদাস গুড় পাঠাইল মোর তরে ।
 সন্ধ্যার বেঁ খাইল তাহে পেট নাহি ভরে ॥
 অতএব গুড় বে ভাঙারে উঠাইয়া ।
 মালপুয়া কর কিছু আমার লাগিয়া ॥
 এখনি করহ তবে না হয় গটন ।
 ক্ষুধা মোর হইয়াছে অতি অসহন ॥
 স্বপন দেখিয়া শীঘ্র উঠিয়া পূজারি
 ঘর খুলি বাহিরে আইলা ভরা করি ॥
 তটস্থ হইয়া গুড় ভাঙারে উঠায় ।
 স্থান চোকা করি তবে কড়াই চড়ায় ॥
 অতিশীঘ্র মালপুয়া প্রচুর করিল ।
 মদনমোহন-আগে ভোগ লাগাইল ॥
 আনন্দন করিয়া শ্রীমদনমোহন ।
 প্রসাদ রাখিলা ভক্তগণের কারণ ॥
 যথা সুরদাস তাঁর স্থানে সেই রাখে ।
 মালপুয়া প্রসাদ পহঁছিল এক পাখে ॥
 স্বপন দেখিয়া সুরদাস চমকিয়া ।
 উঠিয়া প্রসাদ পাইল অ'নন্ডিত হিয়া ॥
 গদগদ প্রেমভাবে প্রসাদ পাইল ।
 নিজ জন্ম তনু ধন্য করিয়া মানিল ॥
 সেই সুরদাস সেই পূজারিঠাকুর ।
 সেই গুড় মালপুয়া স্নান করি মধুর ॥
 তাঁহা-সবা-স্থানে মোর একান্ত প্রার্থনা ।
 ভক্তি দিয়া নিস্তারন করিয়া করুণা ॥

শ্রীমুরারি দাস ভক্ত ।

শ্রীমুরারিদাস নামে পরমবৈষ্ণব ।
 লোকাপেক্ষা চামারের কুলোতে উদ্ভব ॥
 অতি নিষ্ঠ শাস্ত্র মুহু প্রিয়বদ ধীর ।
 গ্রাম্যবার্তাহীন বুদ্ধিমান্ মতি স্থির ॥
 আপনাতে নীচ-দৈন্ত বুদ্ধি দম্বহীন ।
 জিতেন্দ্রিয় সদাচার ভক্তিতে প্রবীণ ॥
 রসিক-মুরারি-জীউ মহাস্ত প্রধান ।
 তাঁরে দেখি হৈল কিছু চমৎকারজান ॥
 প্রসন্ন হইয়া সাধু চিত্ত পুণকিত ।
 হঠাৎ তাঁহার ঘরে গিয়া উপস্থিত ॥
 মুরারি তাঁহারে দেখি কুণ্ঠিত হইয়া ।
 মুখে না আইসে বাণী ভয়ে ভীত হিয়া ॥
 হাত কচালিয়া পাছু পাছু হাঁটি যায় ।
 কি করিবে কি কহিবে কিছু ন' জুয়ায় ॥
 আসন দিবার উপযুক্ত নাহি ঘরে ।
 বসিতেও কহিতে নাহিক পারে ডরে ॥
 অষ্টাদ হইয়া পড়ে দূরেতে থাকিয়া ।
 রসিক-মুরারি কোলে করিলা ধাইয়া ॥
 তেঁহ কহে মোরে স্পর্শ ন কর ঠাকুর ।
 নীচজাতি মুই সম না হয় কুকুর ॥
 রসিক-মুরারি কহে তুমি সাধুতম ।
 তোমারে স্পর্শিয়া মুই হইব উত্তম ॥
 এত কহি বসি তাঁহা করি কোন ছল ।
 পান কৈলা মুরারিদাসের পাদজল ॥
 স্তুতি-নতি করি বহু উঠিয়া আইল ।
 পাদোদক পান করি কৃতার্থ মানিলা ॥
 তাঁর শিষ্য রাজা সব বৃত্তান্ত শুনিলা ।
 মুরারি-দাসের পাদোদক গুড় খাইল ॥
 শুনিয়া রাজার কিছু অবজ্ঞা করিল ।
 মুচির চরণোদক কেমনে খাইল ॥
 রসিক মুরারি-জীউ জানিয়া অন্তরে ।
 রাজার অজ্ঞতা নাশ করিবার তরে ॥
 রাজার নিকটে তবে আপনি চলিলা ।
 দেখিয়াও রাজা সমাদর নাহি কৈলা ॥
 মুচকি হাসিয়া সাধু নিকটে বসিয়া ।
 কহিতে লাগিল নৃপো অজ্ঞতা বুঝিয়া ॥
 আমি গুড় আইলু বে নিকটে তোমার ।
 প্রসন্ন না হৈলে কহ কি হেতু ইহার ॥

রাজা ক্ষেপে কহে এথা কি কাজ আহর ।
 মুরারি-মুচর বাড়ী যাও মহাশয় ॥
 শুনিলাম তার পাদোদক পান কৈলে ।
 লোকে লজ্জা দিতে কেন এখানে আইলে ।
 এত শুনি সাধু মনে বিচার করিল ।
 ইহার কুমতি শাস্তি করিতে হইল ॥
 রসিক মুরারি তবে কহেন রাজারে ।
 আরে মুখ শোন কিছু হিত কহি তোরে ॥
 বুঝিলাম পাদোদক মুরারিদাসের ।
 পান কৈলু আমি তব উদয় তমের ॥
 বড় মুখ তুমি তব নাহি কিছু জ্ঞান ।
 কেবল করহ মাত্র বিষয়ের ধ্যান ॥
 বৈষ্ণব যে কি পদার্থ তাহা নাহি জান ।
 হরিভক্ত বলি তুমি আপনারে ম'ন ॥
 বৈষ্ণবেতে রতি বিনে ভক্ত নাহি হয় ।
 কৃষ্ণকৃপা নাহি হয় ভক্তি না জন্ময় ॥
 বৈষ্ণবেতে নীচবুদ্ধি বড় অপরাধ ।
 সর্বনাশ হয় সর্বধর্ম যায় বাদ ॥
 চণ্ডালের বংশে জন্ম হরিভক্তি হয় ।
 পরমপাশন সেই বেদ দৃঢ় কর ॥
 কিবা বিপ্র কিবা শূত্র যখন বা হয় ।
 সেব্যতম হয় সেই অংশ নিশ্চয় ॥
 উত্তম-ভক্তি এই শাস্ত্রের প্রমাণ ।
 লোকশাস্ত্র ধর্মমার্গে করয়ে বাধান ॥
 এত কহি শাস্ত্রের প্রমাণ বহু দিলা ।
 তোর মুখ না দেখিব রাজারে কহিলা ।
 এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈল ।
 গুরু উপেক্ষা শুনি ভয়েতে কাঁপিলা ॥
 তখন গুরুর পদে পড়িয়া কান্দয় ।
 শরণ লইলু প্রভু না তেজ আমার ॥
 আমি মুখ নাহি জানি এবে বুঝিলাম ।
 নীচ যে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ দৃঢ় জানিলাম ॥
 বৈষ্ণবের সেবা সুই একান্ত করিব ।
 পাদোদক অধর-অমৃত যে খাইব ॥
 তোমার চরণে য়েই অপরাধ কৈলু ।
 সে সকল ক্ষেম মোর শরণ লইলু ॥
 তখন প্রসন্ন হৈলা রসিক মুরারি ।
 রাজার মন্তকে শ্রীচরণ দিলা ধরি ॥
 রাজা সেই হৈতে করে বৈষ্ণবসেবন ।
 বৈষ্ণবে অনন্ত রতি একান্ত শরণ ॥

কৃষ্ণের করুণা তবে হঠাৎ হইল ।
 রাজ্যত্যাগ করি বনে গমন করিল ॥
 রসিক-মুরারি আর শ্রীমুরারিদাস ।
 অর মহারাজ মোরে করহ আশ্বাস ॥
 শ্রীচরণ ধর মোর মন্তক-উপরে ।
 তবে সে নিস্তার পাই এ দুঃখসাগরে

শ্রীতুলসীদাস মহাস্তু ।

শ্রীমান্ তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত ।
 অলৌকিক অদভূত ব'হ'র চরিত ॥
 পূর্বে তেঁহ অ'ছিল বান্দীকি মুনিবর ।
 লোকের নিস্তার হেতু কৈলা অবতার ॥
 লৌকিক-লীলাতে এক ব্রহ্মণের ঘরে ।
 জন্মিলেন মহাশয় লোকব্যবহারে ॥
 কালেতে বিবাহ করি গৃহস্থালী কৈল ।
 স্ত্রীর বশীভূ বিপ্র একান্ত হইল ॥
 একক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গ বিনে নাহি রহে ।
 যথা তথা স্ত্রীর প্রশংসাই গিয়া কহে ॥
 বসিতে কহিলে বৈসে উঠিতে উঠয় ।
 কাষ্ঠের পুতলী যেন কুটকে ন'চয় ॥
 স্ত্রীর বাপের বাটী হইতে লইতে ।
 পুনঃপুন আইসে লোক না দেয় বাইতে ॥
 অনেক কাষ্ঠেতে যদি পাঠাইয়া দিলা ।
 স্ত্রীর ক্ষেদ্রে ধ'র রহিতে নারিলা ॥
 কান্দিয়া ডুলির পাছে পাছে চলি গেলা ।
 স্ত্রী তাহা দেখি অতি লজ্জিত হইলা ॥
 ভৎসন করিলা বহু স্বামীর উপর ।
 হারে সুচ হতভাগা নির্লজ্জ বর্বর ॥
 স্ত্রীর আঁচল ধরি সদাই বেড়াও ।
 ছি ছি ধিক্ ধিক্ লজ্জা তুমি নাহি পাও ॥
 লোকে উপহাস করে স্থগা ন হি হয় ।
 গলায় রসুড়ি দিয়া মরিতে জুয়ায় ॥
 এত আর্জি তব যদি জৈশ্বরে হইত ।
 না জানি ভাগোর ফল তবে কি না হৈত ॥
 এতেক ভৎসন যত্নপি স্ত্রী করিল ।
 শুনিয়া বিপ্রের কিছু শিংকার জন্মিল ॥
 তৎক্ষণে হইল মনে বিবেক উদয় ।
 অমনি ফিরিয়া আইলা ঘরেও না যায় ॥

সর্বভাগ্য কবি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ।
 আশ্রয় করিয়া লৈল একান্ত শরণ ॥
 বিগ্রহ প্রকাশি কৈলা সেবা চমৎকার ।
 অদভূত হৈল তবে প্রেমের বিকার ॥
 অন্নকালে রামচন্দ্রের অমুকম্পা হৈল ।
 * অনেক সংসার সাধু পবিত্র করিল ॥
 শ্রীমান্ রঘুনাথ লীলা চরিত্র বর্ণন ।
 ভাষা-ছন্দে করি কৈল ভুবন-পাবন ॥
 তাঁহার মুহিমা কিছু কহি শুন আর ।
 যার পদধূলে ভূত পাইল নিস্তার ॥
 কাশীঃ অন্তঃ সাধু আর কোন স্থানে ।
 কোন প্রয়োজনে গেলা করিয়া ভ্রমণে ॥
 * এক বৃক্ষতলে গিরি বিশ্রাম করিলা ।
 পাক করি খাইবারে উদ্ভোগ করিলা ॥
 সেই বৃক্ষে এক ভূত বহুকাল রহে ।
 যাতনাশরীর দিবানিশি ছুঃখে দহে ॥
 সাধু সেই বৃক্ষতলে পাদ ধোত কৈলা ।
 পদ-ধোত-ছিটা গিয়া বৃক্ষেতে লাগিলা ॥
 অৎক্ষণাৎ সেই ভূত নিস্তার হইল ।
 দিবাদেহ ধরিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে চলিলা ॥
 দেখিয়া তুলসীদাস কহেন তাহারে ।
 কে তুমি স্বরূপে কহ কৃপা করি মো'রে ॥
 তেঁহ কহে ভূতযোনি আছিলাম আমি ।
 চরণ-অমৃত দিয় তরাইলে তুমি ॥
 স্তুতি-নতি করি নিজ বৃত্তান্ত কহিলা ।
 বুঝিয়া তুলসীদাস কহিতে লাগিলা ॥
 বৈকুণ্ঠের প'বিষদ এবে হৈলে তুমি ।
 এক বে প্রার্থনা তব ঠাই করি আমি ॥
 শ্রীরামদর্শন আমি কি উপায়ে পাই ।
 কৃপা করি কহ মোর নিবেদন এই ॥
 তেঁহ কহে তুমি সাধু যোগ্যপাত্র হও ।
 তথাপিহ এক যুক্তি কহি তাহা লও ॥
 শ্রীল হনুমান্ রামচন্দ্র-প্রিয়তম ।
 তাঁহার কৃপাতে অতি পাইতে সুগম ॥
 তুলসী কহেন তাঁর লাগ পাব কোথা ।
 তেঁহ কহে কহি শুন লাগ পাবে যথা ॥
 এই গ্রামে অমুক বে ব্রাহ্মণগৃহেতে ।
 তিনি আইসেন রামায়ণশ্রবণেতে ॥
 মনুয্যবেশেতে অবদূতবেশধারী ।
 অমুক দিকেতে বৈসেন হরায়ণ করি ॥

পাঠ-অন্তে তাঁহার চরণ দৃঢ় করি ।
 ধরিয়া কহিবে মোরে দেখাও শ্রীহরি ॥
 তুমি যোগ্যপাত্র শ্রীম'ন্ হনুমান্ জানি ।
 দেখাইবে অবশ্য তোমা'রে রঘুমণি ॥
 এত কহি তেঁহ পরব্যোম চল গেলা ॥
 রামায়ণ যথা ইহ তথায় চলিলা ॥
 দেখেন সহস্র লোক চারিভিতে হয় ।
 অবদূত বেশ কোন জন নিবধয় ॥
 সেইরূপ একব্যক্তি দেখেন বসিয়া ।
 শ্রীরামচরিত্র শুনি পুলকিত হিয়া ॥
 তথায় বাসয়া সাধু শ্রবণ করয় ।
 মধ্যে মধ্যে দৌড়ে দৌড়াপানে নিরধয় ॥
 দৌহার অস্তরকথা দৌহাতে বুঝিয়া ।
 ক্রণেক ক্রণে আনন্দে হাসয় মুচকিয়া ॥
 পাঠ অস্তে লোক সব উঠিয়া চলিলা ।
 অমনি যে হনুমান্ গমন করিলা ॥
 তুলসী সম্মুখে গিয়া অষ্টাঙ্গ হইয়া ।
 পড়িলা প্রণাম করি চরণে ধরিয়া ॥
 মুহ হাসি হনুমান্ আলিঙ্গন কৈল ।
 তুলসী অভীষ্ট আপনার যে কহিল ॥
 তব প্রিয় রামচন্দ্র আমা'রে দেখাও ।
 অকপটে তোমার স্বরূপ দরশাও ॥
 প্রসন্ন হইয়া তবৈকান্তরূপ ধরি ।
 বর দিলা অচিরাতে দেখা দিবে হরি ॥
 হনুমান্ বহু তবে স্তুতি নতি কৈলা ।
 তেঁহ চলি গেলা ইহ নিজ স্থানে অ ইলা ॥
 সহজেই রামচন্দ্র তাহে কৃপাবান্ ।
 তবে যে এতেক চেণ্ডা উৎকর্ষা কারণ ॥
 তুলসীদাসের প্রভু শ্রীরঘুনন্দন ।
 প্রসিদ্ধ জগতে ইহা জানে সর্বজন ॥
 এক বে ব্রাহ্মণ সেই গোহত্যা করিয়া ।
 তীর্থভ্রমণ করি বেড়াই ফিরিয়া ॥
 কাশীতে গেলেন বিপ্র তীর্থের রটনে ।
 রামনাম মহামন্ত্র অপরে বধনে ॥
 তুলসীদাসের স্থানে গিয়া প্রণমিয়া ।
 পূর্ষাপর কহে নিজকর্ম বিবরিয়া ॥
 মুই ছষ্ট অধম বে গোহত্যা করিহু ।
 বেহেতুক তীর্থভ্রমণে নিকশিহু ॥
 শ্রীমান্ তুলসীদাস অ শর্যা বানির ।
 তাঁর মূর্ত্যাসে তাহে চকিত হইয়া ॥

রামনাম জপে আর ক্ষুদ্র পাপ অস্ত ।
তীর্থভ্রমণ করে অ'র কহে অস্ত ॥
তবে সাধু কোথাবেশে কহে ব্রাহ্মণেরে ।
হাঁ রে ছুটে কুমতি দেখিতে নাহি তোরে ॥
রামনাম জপিতেছে আর প্রায়শ্চিত্ত ।
কারণ ভীবিহু আর ভ্রমিতেছ তীর্থ ॥
আনন্দ্য এক নামে বত পাপ হরয় ।
গোটা কল্লো পাপী তাহা করিতে নারয় ॥
শ্রীমন্মাম-উচ্চারণ-উপক্রম হৈতে ।
পাপ বার শুভ হয় সৰ্ব্ব তৎক্ষণাতঃ ॥

প্রমাণ—

অংহঃ সংহরদধিলঃ
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্ত ।
ভরণিরিব তিমিরজলধিঃ
জয়াত জগন্মঙ্গলং হরেনাম ॥

সূর্য্যাদেব উদিত হইলেই যেমন বসুমতীর নিখিল
অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ এই ভবসাগর
তরণীস্বরূপ জগন্মঙ্গলকারী শ্রীহরির নাম উচ্চারিত
হইবামাত্রই সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া সর্বোপরি
বিজয় করে ।

হেন পরাৎপর যে তারকব্রহ্ম নাম ।
তাতে অল্প বুদ্ধি করি করে অল্প কাম ॥
অল্প ধর্ম বড় বড় যজ্ঞ দান করে ।
নাম অল্প যজ্ঞ অঙ্গী করিয়া আচারে ॥
সেই অপরাধে তার নিষ্ঠুর না হয় ।
নাশ যোনি নরকাদি ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণ-ভক্তি অধিকাণী নহে ।
তময়ন হয় দস্ত অহঙ্কার সহে ॥
অতএব যদি মোর বাক্য এবে ধর ।
যদি আত্মস্তিক নিজ হিত চেষ্টা কর ॥
সর্বধর্ম তেজি তবে রামচন্দ্র ভজ ।
অন্য অভিলাষ কুটীনাটি সব তেজ ॥
প্রায়শ্চিত্ত করিতেও না হইবে আর ।
আনন্দ্য পাপ আর যাইবে সংসার ॥
প্রেম্যানন্দ মহোৎসব অনাসে পাইবে ।
ইহার অধিক লাভ আর কোথা পাবে ॥
এতেক শুনিয়া বিপ্র চমকিত হৈলা ।
সাধুর চরণে তবে শরণ লইলা ॥

তবে কৃপা করিলেন প্রসন্ন হইয়া ।
বিপ্র ভাগ্যত হৈল সকল ছাড়িয়া ॥
বিপ্র কহে মহাশয় কৃপা করি মোরে ॥
নামের মহিমা যদি কিঞ্চিৎ আমারে ॥
শুনাও জনম মোর হউক সফল ।
তোমার প্রসাদে পাইনু ভক্তিজ্ঞানবল ॥
তবে সাধু প্রেমাবেশে অশংসা করিয়া ।
নামের মহিমা কিছু কহে ছুটে হৈয়া ॥

নামের মহিমা কথন ।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নভ্রামনামিনোঃ ॥

শ্রীহরির নাম—চিন্তামণি, স্বয়ং কৃষ্ণ-চৈতন্যরস-
বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ; নাম ও নামী অভিন্ন ।

শ্রীমন্মাম চিন্তামণি সর্বফলদাতা ।
পূর্ণ চৈতন্যরস কৃষ্ণে অভিন্নাত্মা ॥
নিত্যমুক্ত নিগুণ পরম্পর বিভূ ।
নাম নামী অভেদ ত্রিভুগতের প্রভূ ॥

যথ —

মধু মধুর মতনঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকলনিগমবল্লীসংফলং চিৎস্বরূপম্ ।
সকলপি পরিগীতং প্রকরা হেলয়া বা,
ভৃগুবর ! নরমাজ্ঞং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

ও ভৃগুবর ! কৃষ্ণনামামৃত অতি মধুর এবং
সর্বকল্যাণের আলয় ; সকল নিগম-সমূহের পরম
উপাদেয় ফল এবং চিদানন্দস্বরূপ । সুতরাং এই
মধুর কৃষ্ণনাম প্রকার বা অপ্রকার একজীবর মাত্রও
ব্যক্তাব্যক্তরূপে উচ্চারিত হইলে জনগণের জ্ঞান
করিয়া থাকেন ।

মধুর মধুর মঙ্গলের যে মঙ্গল ।
সহস্রবল্লী যে বেন তাহার সংফল ॥
চিৎস্বরূপ সেই কৃষ্ণনাম একবার ।
হেলা কিংবা প্রজ্ঞাক্রমে করয়ে উচ্চার ॥
নরমাজ্ঞ কেহ হয় তারয়ে সংসার ।
মাহিক করয়ে গাত্রাপাঞ্জের বিচার ॥

নরমাত্র কহেন যে তার বিবরণ ।
 সুনহ বিস্তার তার অপূর্ণ কথন ॥
 যবন-চণ্ডাল-আদি যত নীচগণ ।
 অধিকারী নহে কোন কর্ম যজ্ঞ দান ॥
 এবং মহাপাতকাদিকৃত সেই নর ।
 তাহার নাহিক কোন কর্মে অধিকার ॥
 এ সব অনধিকারী যজ্ঞাদি ক'বাল ।
 ব্যর্থ হয় তার কিছু ফল নাহি মিলে ।
 কৃষ্ণনাম তেমন দুর্বল নাহি হন ।
 সকল ধর্মের প্রভু মহাবলবান্ ॥
 সকল ধর্মের ফলদাতা মহাবিভূ ।
 কেহ কল দ্বিত নায়ে ন'ম বিন কভু ॥
 চণ্ডাল যবন খস স্নেহ-আদি গণ ।
 একবার হেলায় যত্নপি করে গান ॥
 নিশ্চয় সে হয় জ্ঞান হিক সন্দেহ ।
 জীবনমুক্তি হয় আত্মকুল সহ ॥
 অতএব কৃষ্ণনাম জগতের সাধ ।
 সকলের জ্ঞাতা সেই সবার অধিকার ॥
 এমন ম'মা ক'র আছেয়ে ভুবন ।
 হেলা করি একবার গাঃ ঘেটে জনে ॥
 নীচ উচ্চ না বাছে পাতকী শ্রদ্ধা-হীন ।
 পবিত্র করয়ে তাবে কহয়ে প্রবীণ ॥

যথা—

“চেতোদর্পণমার্জনং
 ভবমহাদাবাগ্নিনির্কীর্ণং,
 শ্রেয়ঃকৈরবচ্ছিক।বিতরণং
 বিস্তাবধুজীবনম্ ।
 আনন্দাশুধিবর্জনং প্রতিপদং
 পূর্ণামৃতবাদনং,
 সর্বাঙ্গদ্বপনং পরং বিজয়তে
 শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ণনম্ ॥”

যাঁহার নামপ্রভাবে চিত্ত-দর্পণ পরিমার্জিত হয়,
 তাঁহার প্রভাবে সংসারারণ্যের মহাদাবাগ্নি নির্কীর্ণিত
 হয়, যিনি নিখিল মঙ্গলের নিধান, যিনি বিস্তাবধু
 জীবনপ্রদ, যাঁহার নাম শ্রবণে আনন্দ-জলধি
 ঝলিয়া উঠে, যাঁহার প্রতি চরণ-বিক্ষেপে সুধা-বর্ষণ
 হয়, যিনি সর্বজীবকে নিজ আনন্দবারিধি-সিকনে
 স্নিগ্ধ করেন সেই কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ণন সর্বশ্রেষ্ঠ
 ইহা শোভা পাইতেছে ।

মার্জন করেন চিত্তরূপ বেদর্পণ ।
 ভবমহাদাবাগ্নি করেন নির্কীর্ণণ ॥
 শ্রেয়ঃরূপ কৈরব যে চক্ষিমা তাহার ।
 অমঙ্গল নাশি করে মঙ্গল বিস্তার ॥
 অবিজ্ঞানশক বিস্তাবধু জীবন ।
 যাহা বিনে বিস্তা নাশ হয় অমুকণ ॥
 প্রতিপদ আনন্দ-অশুধিকে বর্জন ।
 প্রেম-অমৃত-রস করান আশ্বাস ॥
 সর্বৈশ্বর্য স্নিগ্ধ করি নিবৃত্তি করায় ।
 অতএব কৃষ্ণ নামসঙ্কীর্ণন অয় ॥

যথা—

যন্নামধেয়শ্রবণাকীর্ণনাদ্-
 যৎপ্রহ্বণদ্যৎস্ম গা পি কচিৎ .
 শ্বাদোহপি সত্ত্বঃ সর্বনাঃ কল্পতে,
 কৃতঃ পুংস্তে ভগবন্তু দর্শনাৎ ॥

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ণন করিলে, যাঁহাকে
 প্রণাম ও শ্রবণ করিলে চণ্ডালও গোমবাগের ঘোণাতা
 লাভ করে, ‘হ দেব! তোমাকে স'ক্ষাৎ দর্শন করিয়া
 যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ?

যে করে ভগবান্নাম-শ্রবণ কীর্ণন ।
 স্নেহ-আদি করি খস চণ্ডাল যবন ॥
 তৎক্ষণাৎ নীচ সেই যজ্ঞ-অর্হ হয় ।
 হৃৎক'তিষ যার বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় ॥

যথা—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
 স্তত্রার্চিতা নিয়মিতঃ শ্রবণে ন কালঃ ।
 এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান্নামপি,
 হৃদৈবমীদৃশমিহাজনি নাম্মুরাগঃ ॥

হে ভগবন্! তুমি বিভিন্ন-স্বভাব জীবের অস্ত
 নিজের বাবতীয় শক্তি প্রদান করিয়া কতই নাম
 প্রচার করিয়াছ, ঐ সমস্ত নামশ্রবণেরও কালকাল
 নাই । কিন্তু আমি এতই হৃৎগ'য যে তোমার
 এরূপ কৃপা বিস্তামানেও তাদৃশ নামে আমার অমুরাগ
 জন্মিল না ।

কৃষ্ণতুলা কৃষ্ণনাম কৃষ্ণশক্তি যত ।
 অপ্রাকৃত সর্বশক্তি নামেতে অর্পিত ॥
 তাহে কালকাল নাহি কীর্ণনে বিচার ।
 এত কৃপা জগতের জীবের উপর ॥

তথাপি হৃদৈব জীম্বে হেন যে পদার্থে
অমুখ্য না অগ্নিয়া মগ্নয়ে অনর্থে ॥
নামসংকীর্ণনে দেখে কাল'কাল নাস্তি ।
সর্বদা লইবে নাম দূত করি অস্তি ॥

যথা—০

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরেনাম্নি লুক্ক ॥

হে বাধ । শ্রীহরির এই মহিমাময় নামকীর্ণনে
কোন দেশ-কাল-নিয়ম নাই ; উচ্ছিষ্টাদি বিষয়েও
কোনপ্রকার নিষেধ নাই ।

নারদ গোস্বামী উপদেশ দিলা ব্যাধে ।
নামসংকীর্ণন শু'চি অশৌচ না বাধে ॥
স্থানের নিয়ম নাহি কালের নিয়ম ।
উচ্ছিষ্টমুখেতে জপ বেদের বচন ॥
অতএব হরির নামেতে সদাচার ।
জিহ্বায় ধারণ কর কাল না বিচার ॥

যথা—

নামৈকং যন্ত বাচি স্বরণপথগতং শ্রীভ্রমূলং গতংবা
শুদ্ধং বাপুজ্ঞপ্তং ব্যবহিতরহিতং তারয়েত্যেব সত্যম্ ॥

যে হরির নাম উচ্চারিত হইলে, স্বরণ করিলে
অথবা শ্রবণ করিলে শুদ্ধভাবে অশুদ্ধ ব্যবহৃত হইলে,
কোনরূপ অঙ্গহীন হইলে যে সংসার হইতে উদ্ধার
করেন, ইহা সত্য ।

এক কৃষ্ণনাম যই মুখে উচ্চারয় ।
কিংবা যে স্বরণ করে কর্ণে বা শুনয় ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণের অপেক্ষা তাতে নাই ।
আশ্চর্য্য মহিমা হেন ত্রিজগতে নাই ।
মধা অন্ধরে কিন্তু ব্যবধান বিন ।
ক্রম জ্ঞাপ করে বেদে সত্য করি ভণ ॥
এব-কারে অন্যাবচ্ছেদ করি কহে ।
এতাদৃশ সত্য কোন ধর্ম্ম হৈতে নহে ॥

যথা—

অংকঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকলনোকস্ত ।
তরুনিব তিমিরজলধিঃ
জয়তি জগন্মূলং হরেনাম্নি ॥

আদিতাদেব উদিত হইলেই যেমন বসুমতীর
নিখিল অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ এই ভব-
সাগরের তরুণীস্বরূপ জগন্মূলকারী শ্রীহরির নাম
উচ্চারিত হইবামাত্রই সমস্ত পা বিনষ্ট করিয়া
সর্বোপরি বিরাজ কবে ।

এক নাম উচ্চারণ-উল্লুখ হইতে ।
অখিলপাতক : রে তরে ভব হৈতে ॥
যে, রতিমির-ভবসংসারের তরি ।
জয় জয় জগন্মূল নাম হরি ॥
অতএব সর্বধর্ম্ম তেজিয়া আধার ।
হে জিহ্বা কেবল হরিনাম কর সার ॥

যথা—

স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনরত্যেব লোকান্
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজম্ ।
যোগাভ্যাসঃ পরমনিঃসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ,
সর্বং ত্যক্তা মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণতি যৌতু ॥

স্বর্গার্থী স্থির-প্রতিজ্ঞ এবং মুক্তিকাজী লোক
সকল দীনদশাপন্ন ও ক্লেশভাগীই হইয়া থাকে ।
যোগাভ্যাস পরম বিরস, সুতরাং সে সকল প্রয়াসের
আবশ্যক কি ? আশি সমস্ত ছাড়িয়া হে কৃষ্ণ, হে
কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে থাকিব ।

স্বর্গার্থী হইয়া নানাকর্ম্ম যেই করে ।
দীনহীন সেই জন ভ্রময়ে সংসারে ॥
মুখু যে জ্ঞানযোগ করয়ে আস্থান ।
ক্লেশমাত্র তার যে হারায় প্রেমধন ॥
যোগীর যে যোগ সেই পরমবিরস ।
অরে মন সব তেজি হও মোর বশ ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ তপ যতনে তেজহ ।
আমার রসনা মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ ॥
এক শ্রী স্বামীর সহ সতী হৈতে যায় ।
সাধু তাহা দেখি মন বিচার করয় ॥
এই কী এই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যে মানিয়া ।
প্রাণাত্মক দেহে : কে করে জানাইয়া ॥
স্বর্গ ভোগ ফল অতিভুচ্ছ না বুঝিয়া ।
পরম যে ধর্ম্ম করি অন্তরে গানিয়া ॥
অ ত্যস্তিক ক্লেশ দেহ দগধ করিয়া ।
কন্তু অর্থ পায় পরিণাম না বুঝিয়া ॥

সম্মুখে দারুণ কাল সংসার আনল ।
 কলুষলোভে নাহি বুঝে তার বল ॥
 দয়ালুহৃদয় সাধু এতক চিন্তিয়া ।
 স্ত্রীঃ নিকটে গেণা করুণা করিয়া ॥
 মহাস্ত তুলসীদাস জানয়ে সে নারী ।
 প্রণাম করিলা অতি ভক্তিভাব করি ॥
 সেই যে স্মৃতি তাব সাক্ষাতে ফলিল ।
 শুন তার কথা সাধু যে কৃপা করিল ॥
 আগে ত নারীকে অতি প্রশংসা করিলা ।
 শেষে ক্রম ক্রমে তব কাহিতে লাগিলা ॥
 শুন দেখি মাতা তুমি সতী যে হইবে ।
 ইহাতে যে পরলোকে কি গতি পাইবে ॥
 নারী কহে স্বামীসঙ্গে স্বর্গেতে বাইব ।
 চৌদ্দ ম হস্তকাল বিষয় ভুঞ্জিব ॥
 সাধু কহে তাহার অন্তেতে কি হইবে ।
 তেঁহ কহে কৰ্ম্মক্ষেপে যে হয় হইবে ॥
 সাধু কহে কৰ্ম্মক্ষয় ইথে ত না হৈল ।
 দারুণ সংসারজালা তবে ত না গেল ॥
 যদি কহ বহুকাল সুখ-আনন্দন ।
 বহু জ্ঞান করিতেছ মোহের কারণ ॥
 বহনহে সেই অতি অল্পকাল হয় ।
 কালের প্রবাহে কত ইন্দ্র বহি যায় ॥
 লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রপাত কালে হইতেছে ।
 চৌদ্দ ইন্দ্র ব্রহ্মার একদিনে যাইতেছে ॥
 স্বর্গ সেই স্বাভাবিক অনিত্য যে হয় ।
 সেই থাকু ব্রহ্মাণ্ড যে ইহা নাশ যায় ॥
 জীব কত কত ব্রহ্মার আয়ু যে পর্য্যন্ত ।
 ভ্রমণ করিছে তার নাহি হয় অন্ত ॥
 অতএব অল্পসুখ বিষয় লাগিয়া ।
 মিথ্যা মারামোহে মরে দেহ জ্বালাইয়া ॥
 নারী কহে মহাপন্ন কর্তব্য কি হয় ।
 অন্য মৃত্যু মারা-মোহ কি করিলে যায় ॥
 সাধু কহে মাতা তব ব্রহ্মা যদি হয় ।
 তবে কিছু কহি শুন ইহাব উপায় ॥
 জীবন্ত শরীর পোড়াইয়া যাহা নহে ।
 সৰ্ব্ব ধর্ম্ম আচরিয়া বেদ ব্রত কহে ॥
 সুন্দর বিধানে করিলেও যা না হয় ।
 শ্রীরামচরণ শ্রবণাত সুখে পায় ॥
 রামনাম মহামন্ত্র যে জন অপয় ।
 সেই ধন ধন সেই ত্রৈলোক্যবিজয় ॥

এক নামে কোটি মহাপাতক মাশিরা ।
 জীবনমুক্ত হয় নির্মল হইয়া ॥
 পুনঃপুন সাধনেতে কি হয় না জানি ।
 চতুর্দর্শ নাহি চাহে অতি তুচ্ছ মানি ॥
 যে বর্গ ল'গিয়া তুমি দেহ কৈলে পণ ।
 তার নাম শুনিতেহ কর্ণে হস্ত দৈন ॥
 তাঁহার দর্শনে লোক পবিত্র হইয়া ।
 দেখে রামচন্দ্র ভ.জ শরণ লইয়া ।
 দেবগণ পিতৃগণ ধন্য ধন্য করে ।
 সর্বগুণ সহ বৈসে তাঁহার শরীর ॥

তথা—

“যস্তান্তি ভক্তিভগবতাকিঞ্চন”

তুমি দেহ পোড়াই তছ ক্ষুদ্রকল-আলো ।
 সেই মহ কল পার সুখে অনায়াসে ॥
 প্রেমভক্তি মহাকল সর্বফলের কল ।
 সর্বসুখময় সর্বশুভর মঙ্গল ॥
 নিত'সুখ সেই তার নাহিক বিন'শ ।
 চিদানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠে হয় তার বাস ॥
 স্বর্গ যে অমিত্য তাহে দুঃখেতে মিশ্রিত ।
 জৈষাদি-মাৎস্যর্ষ ভয়-বিচ্ছেদ ব্রত ॥
 বৈকুণ্ঠ পরম ধর্ম্ম নিত্য চিদানন্দ ।
 জৈষা রাগ ছেদ মোহ নাহি মায়াগন্ধ ।
 অতএব শ্রীরামপদে শরণ যে লয় ॥
 তাঁহার মহিমা কিছু কহা ত হে যয় ॥
 এতক শুনিয়া স্ত্রীর মন কিরি গেল ।
 স্বামি-সহগমনেতে নিবর্ত্ত হইল ॥
 তুলসীদাসের পদে শরণ লইল ।
 মোহ দূর গেল চিত্ত প্রকাশ হইল ॥
 কহে মোর কর্তব্য কি কহ মহাপন্ন ।
 কৃপা করি কহ যাহে মোর হিত হয় ॥
 তবে সাধু রামচন্দ্র উপদেশ দিল ।
 তাঁহার কৃপাতে তাঁর রং কিরি গেল ॥
 তৎকলাৎ প্রেমভক্তি উদয় হইল ।
 জন্ম-অন্ধ জন যেন চক্ষুমান হইল ॥
 শ্রীমান্ তুলসীদাস নিজভক্তিবলে ।
 শক্তিসঞ্চারণ কৈলা ভাসে প্রেমজলে ॥
 কৃপা করি স্বামীয়েহ বাঁচাইয়া দিল ।
 তাহারেও রামচন্দ্রচরণে সঁপিলা ॥

এই কথা শুনিয়া ত'ব আকবর শাহা ।
 সধুর দর্শনে তাঁর হইল উৎসাহা ॥
 বতন করিয়া তবে নিয়া গেলা তাঁরে ।
 সম্মান করিয়া কিছু কহে মৃদুস্বরে ॥
 তোমার জহুরা যে শুনিমু পরম্পরা ।
 সতীর স্বামীরে তুমি বঁচাইল' মরা ॥
 আমি কিছু চাহি তব জহুরা দেখিতে ।
 সধু কহে জহুরা কি না পারি বুঝিতে ॥
 কাকাল তিস্ত মুই উদর লাগিলা ।
 ঘরে ঘরে ফিরি বুলি খাচিয়া করিয়া ॥
 এইমাত্র জানি মুই জহুরা না জানি ।
 রাজা কহে কপট কহিলে এই ব'ণী ॥
 পুনঃপুন পাংশা কহে সাধু দৈন্ত করে ।
 তাহাতে সজ্ঞোষ হৈল পাংশা অন্তরে ॥
 সাধুরে লইয়া তবে কয়েদ রাখিল ।
 ভকতবৎসল রাম সহিতে নারিল ॥
 হনুয়ানে আজ্ঞা দিলা কুবুজি রাজার ।
 উচিত করিয়া কর ভক্তে উদ্ধার ॥
 হনুমান নিজ অনুচর কপিগণ ।
 পাঠাইলা রাজপুরী-ভঞ্জন-কারণ ॥
 সহস্র সহস্র কপি আসিয়া পলিল ।
 রাজার পুরীতে আসি আক্রমণ কৈল ॥
 অট্টালিকা গৃহ সব ভাঙ্গিতে লাগিল ।
 স্তম্ভ উপাড়িয়া ঘায়ে ক্ষেপণ করিল ॥
 স্ত্রী বালক বৃদ্ধ লোক ধরিয়া ধরিয়া ।
 দূরে টান মারি ফেলি আছাড় মারিয়া ॥
 ঘর-দ্বার লুটি অর্থ নদীতে ফেলায় ।
 জ্বার করিয়া সবে লক্ষ লক্ষ ধায় ॥
 বিপদ পড়িল রাজা অবরে অপার ।
 যুক্তি করি কোনমতে নাহি প্রতিকার ॥
 সহরে লোকের হৈল ক্রন্দনের রোল ।
 পরম্পর ডাকাডাকি পড়ি গেল গোল ॥
 রাজার সভায় এক হিন্দু প্রমাণিক ।
 শিষ্ট শাস্ত ধর্মভীত বুদ্ধিতে অধিক ॥
 করষেড় করি তেঁহ রাজারে কহেন ।
 এ যে অনর্থ ইহার আছয়ে কারণ ॥
 তুলসীদাসের বাত অশমন হৈল ।
 যেহেতুক এ দরস্ত বিপদ পড়িল ॥
 তাহা ত'নি রাজা শীঘ্র তুলসীদাসেরে ।
 কয়েদ হইতে আনাইয়া জ্ঞতি করে ॥

বুঝিলাম তুমি মহাপুরুষ সজ্জন ।
 প্রিয়তম প্রভুর ভকতে শ্রেষ্ঠ জন ॥
 অপরাধ হইতে মোরে বঁচাইয়া লহ ।
 প্রসন্ন হইয়া শ্রীচরণ মাথে দেহ ॥
 সধুর স্বভাব স্তখে ছুখে অপমানে ।
 সযান কিঞ্চিৎ নাহি ক্ষোভ গ্লানি মনে ॥
 প্রসন্ন হইয়া নূপে আশীষ কহিলা ।
 সকল আপদ সেইরূপে দূরে গেলা ॥
 যতপি ভকতমনে ক্ষোভ নাহি হয় ।
 ভকতবৎসল হরি তেঁহ না সহয় ॥
 ভক্ত অপরাধ গোঁ মূঢ়জন করে ।
 পক্ষপাত করি হরি দণ্ড করে তারে ॥
 শান্তি দিয়া রাজারে চলিয়া গেলা সাধু ।
 মঙ্গল হইল যথা তম নাশে বিধু ॥
 তাঁর শ্রীচরণশুণ কীর্তন করিয়া ।
 কৃষ্ণদাস প্রেম মাগে দস্তে তৃণ দিয়া ॥

শ্রীকরমানন্দ ।

করমানন্দ নামে সাধু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ।
 শান্ত নিষ্ঠ যার সম নাহিক দ্বিতীয় ॥
 কৃষ্ণদরশন করি বহু গুণ কৈলা ।
 নিজদেহ মানি দৈন্ত করিতে লাগিলা ॥
 অধম যে আমি মোর নাম সেই লয় ।
 নরকে গমন করে পুণ্য যার ক্ষয় ॥
 হরি কহে তুমি কেন অধম হইবে ।
 তোমার যে নাম লয় সে বৈকুণ্ঠে যাবে ॥
 বিশেষ কহিনু মুই আজি যে হইতে ।
 ওব নাম যেই লবে প্রীতপূর্ব চিত ॥
 সেইজন প্রেমভক্তি পাইবে নিশ্চিতে ।
 অচিরে মুক্ত হবে সংসার হইতে ॥
 অতএব যে কবে সন্ধান বড় হয় ।
 পরম উপায় যার প্রেমভিক্কাশয় ॥
 করমানন্দ করমানন্দ রূপ সবে তাই ।
 প্রেম অমৃত পাইতে ইহা-সম নাই ॥
 আমি ত বাক্ষিনু গলে কবচ করিয়া ।
 কৃষ্ণনামনিধি পর্ষে রাখিনু ধরিয়া ॥
 উষর তুমি যে মোর হৃদি তীক্ষ্ণ করে ।
 গোপিনীম বীজ দেখি বিধাত, কি করে ॥

ভাগ্যহীন করে কলতরুর আশ্রয় ।
তথাচ তাহার দারিদ্রতা নাহি যায় ॥
সমুদ্রে ডুবয়ে যদি রত্নের লাগিয়ে ।
রত্ন নাহি হাতে আইসে গুণ্ডলি উঠয়ে ॥

(দৌহা মূল হিন্দী)

ভাগ্যহীন জন সমুদ্রে ডুবে যাঁহা রত্ন কি চেরি ।
কর লাগে যুদ্ধা উঠে উহ করমকি ফেরি ॥
কৃষ্ণদাস অভাগিনী বড় ভাগ্যহীন ।
শরণ না দেয় কেহ দেখি দীননীন ॥

নাথজীর মন্দিরের ছর রে আশ্রয় ।
দরশন করাইল সবাই বেড়িয়া ॥
হাড়ি ঠাকুর বলি তাঁর নাম হৈল ।
ভাগবত বলি সবে পূজিতে লাগিল ॥
জীবিকা বাড়ায় দিল প্রসাদে বন্ধন ।
ন থকী সন্তুষ্ট হৈল দেখি তাঁর মান ॥
সেই হাড়ি ঠাকুরের বিষ্ঠায় জনম ।
কৃষ্ণদাস মাগে ক্ষয় করিত করম ॥

শ্রীপরশুরাম রাজগুরু

শ্রীকাল ভক্ত ।

গোবর্দ্ধনে নাথজীর পুরীর বাহির ।
ঝাপুকসি করিয়া ছিটায় সদা নীর ॥
মন্দিরের পাশে এক আছয়ে ঝরকা ।
নাথজীর চরণ তাহাতে যায় দেখা ॥
সেইখান হৈতে হাড়ি দরশন করে ।
আনন্দে মগন হয় পুলকেতে ভরে ॥
নিতি নিতি হাড়ি দরশন করি যায় ।
গোসাঞি দেখিয়া তাহা মনে হুঃখ পায় ॥
ঝরকার পথে হাড়ি উঁকি মরি দেখে ।
খাণ্ড-পানীর ঠাকুরের আগে থাকে ॥
অনোচিত হয় বলি মন্দির-পশ্চাত ।
এত ভিত বানাইয়া দিল হাতাহাত ॥
পরদিন হাড়ি দরশন না পাইয়া ।
অনেক করুণা কৈল শিরে হাত দিয়' ॥
রাতিযোগে নাথজী গোসাঞি-স্থানে কহে ।
মুই বড় হুঃখ পাউনু পরাণে না সফে ॥
ঝরকা করিয়া যোধ দেওয়াল পাতিয়া ।
হাড়ির সে দরশন দি গ ছুটাইয়া ॥
তাহে মোর বড় হুঃখ ইল অন্তরে ।
দেওয়াল পাতিলে মোর বৃকের উপরে ॥
এতক স্বপন দেখি চমকি গোসাঞি ।
দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দিল সেই রাত্রে বাই ॥
হাড়ির বাটিতে গিয়া ভক্তি নতি করি ।
চরণে ধরিয়া আনে অতি সমাদরি ॥

পরশুরাম নাম এক রাজগুরু জন ।
মহাভাগবত কৃষ্ণভক্তের প্রধান ॥
কৃষ্ণে মন নিবেশিয়া উৎকর্ষা সদাই ।
বহু ধন-জন কিন্তু তাতে মন নাই ॥
তথাচ জন্ময়ে বাধা ক্ষম্পেক্ষণে ।
নিরপেক্ষ হ'য়া যে না হয় ভজনে ॥
তাহাতে ক্ষোভিত অতি উৎকণ্ঠিত মন ।
উপায় কি করি কার লইব শরণ ॥
দৈবত বৈষ্ণব এক গৃহেতে আইলা ।
ভক্তি করিয়া তাঁর আতিথ্য করিলা ॥
তঁহে অতি বিজ্ঞতম পণ্ডিত সুজন ।
সুখ হৈল তাঁর সনে করি আলাপন ॥
তঁহারে কহেন কিছু নিবেদন করি ।
এ দুস্তর মায়া হইতে কি উপায়ে তরি ॥
অর্থ পরিবার-রক্ষা-মতে কাল যায় ।
কৃষ্ণে নাহি মন গছে ভজন না হয় ॥
তাহার উপায় কিছু কহ মহাশয় ।
কৃপা কর মোরে যাতে মোর হিত হয় ॥
তবে সেই বৈষ্ণব কহেন উপদেশ ।
অপূর্ব সুশ্রব কথ্য পরম উদ্দেশ ॥
মহাশয় তব মন কৃষ্ণে লাগিয়াছে ।
কিন্তু যে বিষয়-রিপু বাধা করিতেছে ॥
সম্যক প্রকারে মন ধারণ না হয় ।
উচ্চ অয়ে কিরি যেন বিড়াল বেড়ায় ॥
এতক বিষয় যায় এত পরিবার ।
শ্রীকৃষ্ণে অননুচিত কোথা হয় তার ॥

মন নিরপেক্ষ বিনে স্থিরি নাহি হয় ।
অন্ত চেষ্টা থাকিতে কি নিরপেক্ষ হয় ।
এক মন স্তম্ভ কীট কতেক বিষয় ।
গ্রহণ করিতে তার কি শক্তি হয় ॥
স্বাভাবিক বিষয়লালসায়ুক্ত মন ।
বিশেষ হইয়া আছে তাহাতে পতন ॥
স্তম্ভ ভূণ অধি যথা একত্র সংযোগে ।
দাহ বিনে নাহি থাকে উত্তর বিভাগে ॥
অতএব মহাশয় বিষয় তেজিয়া ।
এইক্ষণে চল বন বিহিত জানিয়া ॥
তঁহে কহে মহাশয় যে কহিলে সত্য ।
যোগভ্রষ্টকারী এই সংসার অনিত্য ॥
অতএব কৃপা করি সঙ্গ মোরে লহ ।
ম'রাবদ্ধ হৈতে মোরে উদ্ধার করহ ॥
এতেক বিচার করি সর্বত্যাগ করি ।
পর্যতকন্দরে গেলা ইন্দ্রিয় সম্বরী ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে মন নিয়োজিয়া ।
আচেন কতক দিন নিবৃত্তি পাইয়া ॥
রাজা হেথা শুনিলা যে বৈরাগ্য করিয়া ।
অমুক পর্বতে গুরু বসিলেন গিয়া ॥
সেবাহেতু দুই হাজার যজ্ঞ পাঠাইল ।
তঁহে তাহা দেখি অতি বিষন্ন হইল ॥
যেই মায়া ছাড়াইতে বৈরাগ্য করিল ।
সেই মায়া পুন পাছে পাছে গোড়াইল ॥
বৈষ্ণবে কহে এবে উদ্ধার করহ ।
ইহা হৈতে নিয়া মোরে পুনশ্চ পলাহ ॥
বৈষ্ণব কহেন বটে যে কহিলে সত্য ।
পলাইতে উচিত যে বাঁচাইতে আশ ॥
টাকা সহ সেই লোক তথায় রহিল ।
না করিয়া দুই জনে পলাইয়া গেল ॥
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করি দুই জন ।
আনন্দে মগন নিবা-নিশি নাহি জ্ঞান ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইয়া দুইজন ।
পরমনিবৃত্তি হৈল পাইলা বৃন্দাবন ॥
উহা দৌহারী শ্রীচরণ করিয়া স্রবণ ।
কৃষ্ণগান মাগে প্রেমভকতিরতন ॥

শ্রীগদাধর ভট্ট ।

গদাধর-ভট্ট নাম রসিক ভকত ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-রসে উনমত ॥
এক পদ বানাইয়া ভট্ট-মহাশয় ।
শ্রীজীবগোস্বামীর স্থানে আনন্দে পাঠায় ॥
বৃন্দাবনে গোস্বামী পাইয়া সেই পদ ।
উখলিল গোস্বামীর প্রেমানন্দমদ ॥
গোস্বামীজী ভট্টজেকে লিখি পাঠাইলা ।
পদ পাঠাইলা যে সে সুধার সঞ্চিলা ॥
পদের যে স্বাদ আশ্বাদিতে বৃন্দাবনে ।
বিনি নাহি রস চড়ে গৃহের অঙ্গনে ॥
ভট্টজী পাইয়া লিপি মস্তকে ধরিয়া ।
ছনয়ানে গলে ধারা পড়য়ে বাহিয়া ॥
পত্রী পঠ করি ভট্ট চলিলা আপনি ।
শ্রীবৃন্দাবন যথা শ্রীজীবগোস্বামী ॥
যাইয়া পড়িলা পদ গোস্বামী তুলিয়া ।
আলিঙ্গন করিলেন হৃদয়ে ধরিয়া ॥
পরম্পর প্রেমানন্দে কৃষ্ণকথারঙ্গে ।
রজনী-দিবস যার রসের প্রসঙ্গে ॥
ভট্টজী কহেন মোরে কৃপাবলোকন ।
করিয়া বিস্তারি কহ রসপ্রকরণ ॥
গোসাঞি শ্রীজীব তবে আনন্দ পাইয়া ।
রাধাকৃষ্ণরসলীলা কহে বিস্তারিয়া ॥
শুণ শুণ ভট্ট তবে অপূর্বকথন ।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা রসপ্রকরণ ॥

রসপ্রকরণ যথা ।

নাভাজীউ রসতত্ত্ব পষ্ট না বর্ণিলা ।
কেবল কহিলা মাত্র ভট্টে শুনাইলা ॥
অতএব নাভাজীর আশয় অমৃত ।
বুঝিয়া যে লিখি কিছু শুচ রসরীত ॥
কর্ণরসায়ন রাধাকৃষ্ণের চরিত ।
শ্রীল-জীবগোস্বামীর শ্রীমুখগলিত ।
রসপ্রকরণ অত্র সাধুর চরিত ।
দৌহা-আদি লিখিয়া বর্ণিব মনোনীত ॥

(দৌহা হিন্দী)

রসময়মুরতি যো গোকুল নিত্যবিহার ।
মনমে উপজি বাসনা গৌর ভের অবতার ॥

রাধাপ্রেম নিজমাধুরী ঠর আপনেহি সীত ।
 ইহ আশ্বাদন-হেতবে মনমে উপজে প্রীত ॥
 নিশিদিন রাধাভাব ধর শ্রাম ভের ছাতি গৌর ।
 মন ঠর আনন-নয়নমে রাধা বিনা নাহি ঠর ॥
 মনমে রাধাভাব ধরি আশ্বাদত নিজপ্রীত ।
 হিয় বসি রূপগোসাঞিকে প্রকটিলে রসরীত ॥
 তিনি করি উজ্জলনীলমণি নিজগণে হিয়াহার ।
 বরশায়ে সববসিকোকো বসোসাগরকে পার ॥
 সো অমুমতি লয় যথাকতি তিহি পদপঙ্কজ আশ ।
 যুগলপ্রেমেরসবোধিকা রচতু হৈঁ হরিদাস ॥

রস যে কেমন কি বিধানে কিবা নাম ।
 কিঞ্চিৎ লিখিব যুগলের পদকাম ॥
 শ্রীল-রূপগোপ্যামীর চরণকমল ।
 স্মরণ করিয়া যাতে হইবে সফল ॥

অথ রসভেদলক্ষণ ।

গৌণ মুখ্য দুই ভেদ রস যে দ্বাদশ ।
 তার মধ্যে পাঁচ মুখ্য সপ্ত গৌণ রস ॥

অথ গৌণরস ।

হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ আর রৌদ্র ।
 ভয়ানক বীভৎস এই সাত ভদ্রাত্ত ॥
 অভদ্র যে সেহ ভদ্ররূপে প্রকাশয় ।
 পাণ্ডবিশেষে চমৎকার রস হয় ॥

মুখ্যপঞ্চ ।

শান্ত দাস্ত সখ আর বাৎসল্য শৃঙ্গার ।
 পঞ্চ-মুখ্যআধো যে শৃঙ্গাররস সার ॥
 লক্ষ্যোপরি শ্রেষ্ঠ যে মধুররস হয় ।
 তাহাই কহিব কিছু শক্তি অমুখ্য র ॥

অথ রস-উৎপত্তিলক্ষণ ।

বিভাব অনুভাবে মেলি সাব্বিক সঞ্চারী ।
 স্থায়ী ভাব রস হয় চমৎকারকারী ॥

তত্র বিভাব ।

বিভাব যে দুই অবলম্বন উদ্বীপন ।
 আশ্রয় বিষয় দুই বিধি আলম্বন ॥
 বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ রসমগরুণ ।
 রসিধশেষর সর্বনাশকেন্দ্র দুঃখ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণ যথা ।

মনমোহন স্তব্ধচরণ—
 কমলছাতি হেরিয়া যুবতি ।
 কুলগৌরব— লাজ বৃহতি
 তেজিয়া করে কাননে কঁপতি ॥
 কেলিকলানিধি ছলভ শ্রামক
 যুবতীগণমে জাক মিলে ।
 ধন্ত ধন্ত সেই পুণ্যপুঞ্জকৃত
 ধরণী জনমে অতি ভাগ্যকলে ॥
 অতি বমণীয় মধুর দেহ
 সকল স্তলক্ষণ অতি বলবন্ত ॥
 নববুবা নীল— লাবণ্য প্রিয়বদ
 মধুর হাস বদনে রসবন্ত ॥
 রহ প্রতিভা অতি বিদগধ চতুরক
 শিরোমণি ললিত স্মরী ।
 করুণাময় দক্ষিণ প্রেমবস্ত্র স্মরী
 সুবাবদূক গভীর ॥
 স্তব্ধ বুদ্ধি প্রতিক্ষণ নৌতুন
 ত্রিভুবনমোহন পুরুষবর ।
 অমুপম স্তব্ধর মোহন মুরলী
 করকমলে শোভিত মনোহর ॥
 সকলকীর্তিধর অতুলিত ত্রিভুবনে
 সবগুণসাগর নায়কনিধি ।
 নিত্য বেহারত শ্রীবৃন্দাবন—
 ভূবি উজ্জল-সরসে নিরবধি ॥

অথ নায়কভেদ ।

ব্রজ আর মধুরা দারকা তিন ধামে ।
 পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ হরি ক্রমে ॥
 লীলার মাধুরী আর রূপের মাধুরী ।
 রসের মাধুরী বংশী মাধুরীর ধুরী ॥
 বস্ত্রবেশ রসরাজ ব্রজেননন্দনে ।
 বিনে আর এ চারি নাহিক কোন স্থানে ॥
 অতএব পূর্ণতম শ্রাম নটরাজ ।
 পূর্ণব্রজ সনাতন ব্রজেতে বিরাজ ॥
 ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরশান্ত আর ।
 ধীরললিত এই চারি যে প্রকার ॥
 এ চারি বস্ত্রাব কৃষ্ণচন্দ্রে এক বর্ডে ।
 সাহজিক কিন্তু ধীরললিত কৃষ্ণেতে ॥

ষাটশ রস আর চারি যে স্বভাব ।
আগে আর কহিব কৃষ্ণের রসভাব ॥
অথ ধীরোদাত্ত-লক্ষণ ।

স্বভাব বিনয়ী মুহু কক্ষণা গভীর ।
নির্দাক্তিক শীলবৃত্ত অত্যাশ্রিত ধীর ।

ধীরোদাত্ত ।

সর্বত্র সমান ভাব আশ্র-পরকীরে ।
সহিষ্ণুতা বিনয়ী বিবেকী শাস্তাশয়ে ॥

ধীরোদাত্ত ।

অহঙ্কার মৎসর কপট ক্রোধ বল ।
সত্য প্রকাশ স্পর্ধা-ব্যাপক চপল ॥
ধীরোদাত্ত স্বভাবের লক্ষণ যে এহি ।
ললিত কৃষ্ণের যে সহজ ভাব কহি ॥

ললিত ।

শ্রেয়সী অধীন নবযুবা বিদগ্ধতা ।
নিশ্চিন্ত সদাই পরিহাস চঞ্চলতা ॥
পতি-উপপতি ভাবে ষাটশ যে রস ।
পুন যে দ্বিগুণ হৈয়া করয়ে প্রকাশ ॥
কনুকা-বিবাহ আর অন্তের উপপতি ।
ভাবভেদ অই যে চকিষণ রসরীতি ॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই ।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠতাই ॥
এই সব নামভেদ নারকের ভেদে ।
পুন কহি তাহার লক্ষণ যে বিভেদ ॥

অত্র অনুকূল-লক্ষণ ।

অত্মাপেক্ষা অতি অহুরাগ যে একেতে ।
অনুকূল সেই তার সাক্ষী রাধিকাতে ॥

তন্ত উদাহরণ. শ্রীরাধা প্রতি সখী উক্তি ।

গোকুলনগরে, অনেক রূপসী,
আছরে নবযৌবনী ।
কেনিকলারসে, রূপে গুণে ধনী,
তোমা-সম নাহি গণি ॥
হেহেতু নাগর, সে সব নাগরী,
হেয়িরা মাহিক তুলে ।
কিরে নাহি চার, তোমায়ে চিন্তর,
কর দিরা প্রতিমূলে ॥

কি গুণে বেক্কেছ, কি গুণ করেছ,
কি রসেতে ভুলায়েছ ।
তোমা বিনে নাহি, জানে দিবা-নিশি,
কি ভাগ্য ভুমি করেছ ॥

অথ দক্ষিণ ।

অনেক-রমণী সনে বিহার করয় ।
সবাতে সমান ভাব দক্ষিণ কহয় ॥

তদ্বৎসা—

বহু গোপী-সনে কৃষ্ণ বিহার করিতে ।
সমান আর ভাব দেখিয়া সবাতে ॥
রাধার হইল মান নিজ উৎকর্ষতা ।
স্বাভাবিক পূর্ববৎ হেয়িরা খর্ব্বতা ॥

অথ শঠ ।

সম্মুখেতে অতি প্রিয় কহয়ে বচন ।
অসাক্ষাতে নিদ্রয়ে যে শঠের লক্ষণ ॥

তদ্বৎসা—

একদিন নিশিযোগে, শ্রীরাধার অহুরাগে,
কৃষ্ণচন্দ্র করি অভিগার ।
বাইতে কুঞ্জ বিপিনে, চন্দ্রাবলী সখীসনে,
দেখা হৈল পথের মাঝার ॥
হাসিয়া কহয়ে সখী, বড় যে কোতুক দেখি,
এনা বেশে গমন কোথারে ।
কোন রমণীর প্রেমে, বাধিত হৈয়াছ কামে,
ক্রতগতি যাইছ তথারে ॥
বাইতে নারিবে তথা পাও পাবে মনে বেধা,
আজি তোমার না দিব ছাড়িয়া ।
মো-দবার প্রিয়সখী, চন্দ্রাবলী বিধুবুধী,
তোমার বাব তথায় লইয়া ॥
এত কহি মুচকিয়া, বসন ধরিলা সিয়া ॥
কৃষ্ণ কিছু কহয়ে চাতুরী ।
আমি ত তাহাই চাই, চন্দ্রাবলী-স্থানে বাই,
কিন্তু বুই আমি শীঘ্র করি ॥
সখী কহে তা মা হবে, কি কাজে কোথায় যাবে,
বল আমি বাইয়া করিব ॥
বেধানে যে কাজে কবে, তখনি করিব সবে,
যাহা চাহ তাহা আমি দিব ॥

কৃষ্ণ মনে ভাবে তবে, চাতুরী ত না লাগিবে,
নিশ্চয় যে যাইতে হইল ।
শঠতা করিয়া তবে, কহয়ে পুলকভাবে,
তবে সখী শীঘ্র করি চল ॥
চন্দ্রাবলী-চন্দ্রানন, সুধা আশে মোর মন-
চকোর পিয়াসে উৎকণ্ঠিত ।
মিলাইয়া তাহা মনে, অমিয়ার সিঞ্চে,
প্রাণদান দিয়া কর হিত ॥
তবে চন্দ্রাবলী-স্থানে, লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সনে,
মিলাইলা শৈব্যা-আদি সখী ।
চন্দ্রাবলী বিধুমুখী, আনন্দে পরম সুখী,
প্রাণনাথ বদন নিরখি ॥
কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী প্রতি, প্রিয়বা 'য় নানাভাতি,
কহে কিন্তু মন রাধিকা ত ।
কৃষ্ণ কহে চন্দ্রাননি, রূপে গুণে তুমি ধনি,
তোমা সম না দেখি জগতে ॥
বিদগ্ধার শিরোমণি, প্রেমরসে রসখনি,
রসময়ী সু-রমণীমণি ।
বভেক প্রেমসী রামা, তুমি মোর শ্রেষ্ঠতমা,
তোমা বিনে আর নাহি জানি ॥

বিনয়পূর্বক 'রহ রজনী বঞ্চিয়া ।
প্রভাতে শ্রীরাধা-স্থানে আসি দেখা দিয়া ॥
চন্দ্রাবলীর নিন্দা কহে ভঞ্জন করি ।
শঠের লক্ষণ এই ইহাতে বিচারি ॥

অথ ধৃষ্ট ।

অন্তমারিকার ভোগচিহ্ন দেহে হয় ।
প্রত্যক্ষ দর্শন তথাপিহ করে নয় ॥
বস্ত্রেতে মুছয়ে আর কহে চিহ্ন কোথা ।
লাজভর নাহি মিথ্যা কহয়ে ধৃষ্টতা ॥
ঈনন্দকিশোর ইহা ভেদ ছেদানবধি ।
বিদগ্ধগদন হরি কহিল যে এই ॥

অথ আশ্রয় আলম্বন ।

আশ্রয়ালম্বন কৃষ্ণবল্লভা নারিকা ।
কৃষ্ণের সমান গুণ জগতে অধিকা ॥
দেব-নর-আদি জিহুবনে বত নারী ।
গবার মুকুটমণি কহেয় সুন্দরী ॥

রূপে গুণে বিদগ্ধাতে চমৎকারকরী ।
হেরিয়া লজ্জিত সব জগতের নারী ॥
সকল যৌবন কৃষ্ণসনে স্মর কেলি ।
ধন্য রূপ যৌবন ধন্য ধন্য ভাগি ভাগি ॥
প্রথমে নারিকা হয় বিবিধ প্রকার ।
স্বকীয়া যে বিবাহিতা পরকীয়া আর ॥
স্বকীয়া যে ধর্মপরা পতিব্রতা হয় ।
পতিশুশ্রূষণে রত পতিসুধময় ॥
ছায়াকার শ্রীকৃষ্ণিনী-আদি বত গণ ।
পতিব্রতা সতী লক্ষ্মী জানে জগজ্জন ॥
ব্রজে পরকীয়াভাব শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণেতে ।
লোক দেব ধর্ম ছাড়ি মজ্জিলা পিরীতে ॥
কুল শীল গৌরব সব লোকলজ্জা ভয় ।
কৃষ্ণপ্রেম-অমুরাগে গোপিকা ছাড়য় ॥
অনেক আপদ যে সম্পদ করি মানে ।
কৃষ্ণচন্দ্রে কোটি কোটি প্রাণতুল্য জানে ॥
যতপিহ কৃষ্ণচন্দ্রে আরভাব হয় ।
সতীগণ পদ সেবে লক্ষ্মী প্রশংসয় ॥
পরকীয়া হুই মত পরোড়া কলকা ।
কন্যাকা যে বিবাহিতা অন্য যে পরোড়িকা ॥
ধন্যা-আদি নাম গোপ কন্যাসহস্রেক ।
মুখান্ধভাব বিবাহিতা সবে পরভেক ॥
কাত্যায়নীব্রতপরা ইহ সব হন ।
কৃষ্ণসনে বিভা নাহি জানে গুরুজন ॥
লুকাছাপা কৃষ্ণসনে বনেতে বিহার ।
স্বকীয়া হইয়া পরকীয়' ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ-অমুরাগে পিতা মাতারে ছাপায় ।
কৃষ্ণসঙ্গে পাছে কোন বাধ' জনমায় ॥
পরোড়ার লক্ষণ কহি শুন ত'র কথা ।
গোপের রমণী নব-যৌবন অবস্থ ॥
বয়েন কিশোরী রাধাদিক শত শত ।
পরমমাধুরী রূপে গুণে সূচরিত ॥
নিত্যসিদ্ধ অসংখ্য সাধন সিদ্ধ আর ।
তাহার মধ্যেতে ভাব কত যে প্রকার ॥
সকল গোপিনীমোহনের সম্মোহিনী ।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীল-রাধা-ঠাকুরানী ॥
রূপে গুণে প্রেমরসে পরমমাধুরী ।
সবার মুকুটমণি হরি-মন-হারী ॥

অমিত-ত্রিগদীচ্ছন ।

নবীন কিশোরী হেম— বরণ সু-উজ্জল,
অতি কমলীর শরীর ।
কুচ-কলস-যুগ, কঠিন সূচিকণ,
শ্রামমন বাহাতে সুধির ॥
লোল দুগ্ধকল, হান্তবধন মৃদু,
নিম্নি সুধারসধার ।
কর-পদ-নখ-মণি, অগ্রে রতনভূষা,
আপনারে করয়ে দিকার ।
মিজ অঙ্গেতে যোল, শিঙ্গার যে শোভয়ে,
তাহার শুনহ যোল নাম ॥
যাহাতে কৃষ্ণের মন, সদাই মোহন করে,
উদ্দীপন করে হিয়া কাম ।
মজ্জন রঞ্জন,— অঞ্জন মোহন,
দীর্ঘ সুলোচনে সাজে ।
নাসিকা অগ্রে, শোভিত গজমতি,
বক্ষে যে বিরাজ ॥
কটিতে নীলপট, নীবিবন্ধ সুশোভিত,
বেণী রচিত কুচভারে ।
মল্লিকা-মাল, প্রকলিত বেষ্টিত,
কুচপরি কুসুম সারে ॥
মণিময় ভূষণ শ্রবণোপরি লোলিত,
যুগ দ-তিলক সুনাসে ।
ইন্দুমুখে চিবুকে, নীলবিন্দু প্রকাশিত,
শ্রামমন বন্ধ সেই ফাঁসে ॥
নীলাকমল, কমলকরে সুশোভিত,
তাড়ুলে লোহিত অধরে ।
কপালে দুগ্ধকলে, বক্সী সূচিচিত্রিত,
পদযুগে মহারব-সারে ॥

অথ দ্বাদশ আভরণ ।

শিরে রত্নকুণ্ড শোভে কর্ণে টাপকলি ।
পদক মুকুতা-মালা লম্বি হালি হালি ॥
করেতে কঙ্কণ চুড়ি নিতম্বে রসনা ।
বাহুযুগে বাজুবন্ধ রতনে জোটনা ॥
চরণ-অঙ্গুলে শোভে রতন-চুর্চুকি ।
নুপুর স্তম্বর বোলে বাজয়ে ঝুমুকি ॥
দ্বাদশ আভরণ হয় প্যারীকীর অঙ্গে ।
পরমশোভিত • ভূষা প্যারী-অঙ্গ-সঙ্গে ॥

• পরম বসিত—পারীভর ।

অথ ত্রিরাধিকার গুণ ।

নবযৌবনী ধনী, মধু-রস-লাবণি,
অতি চঞ্চল ছগভঙ্গি ।
হেরিয়া মোহন মন-রঙ্গি ॥
গীত-বাক্য-আদি, বিদগধতা নিধি,
বচনচাতুরী কত ছান্দে ।
কৌতুক-কলা-রসে, ভঙ্গিম সুবিনোদ,
রসময়-হরি-মন বান্ধে ॥
বিনয় করুণা-ধীর, লাজলীল সুগভীর,
মর্যাদাক পর-উপকারী ।
মহাভাব-প্রেমবতী, অঙ্গে অমুভাব জ্যোতি,
শুদ্ধ সমর্থ্য রতি ভারি ॥
ব্রজে সকলের মাত্র, রূপে গুণে ধন্য ধন্য,
সকল লোকেতে প্রশংসয় ।
গুরুজন ঘরে ঘরে, আদর সভাই করে,
প্রাণসম সকলে মানয় ॥
সখীর প্রাণে, আনন্দ হৃদয়ে,
প্রিয়াগণমধ্যে প্রেষ্ঠা ।
কৃষ্ণ বশীভূত, প্রণয় সহিত,
প্রাণের অধিক প্রেষ্ঠা ॥
ত্রিরাধিকা বত, গুণে অলঙ্কৃত,
কৃষ্ণেতে ততক নহে ।
যে হেতু মোহন, ত্রিরাধিকা বিন,
ফণেক গুণে না রহে ॥

সেই পরকীয়া আর স্বকীয়তে হই ।
তিন তিন ভেবে নারিকার গুণ কই ॥
মুগ্ধা আর মধ্যা প্রসন্না তিন নাম ।
পৃথক পৃথক কহি অতি অমুপাম ॥

তত্র মুগ্ধা-লক্ষণ ।

মবীন বংসে নব-মন্মথ উদয় ।
৩তিতে বাসতা অতি লজ্জায়ুত হয় ॥
অন্তরে বাসনা বাছে লাজেতে ছাপায় ।
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে চৈলিয়া ফেলায় ॥
মানবিন্দুতা নাহি জানে মুগ্ধা মতি ।
কান্দয়ে কেবল মান করি প্রিয় প্রতি ॥
প্রিয়-প্রীত-বাক্যেতে হইয়া অতি সুখী ।
মান হুরে যার হয় প্রকলিতমুখী ॥
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে মুচকি হাসিয়া ।
পুনঃপুন উরজ কাঁপয়ে বস্ত্র দিয়া ॥

বসনে কাঁপিয়া পুন বদন ফিরাই ॥
 প্রিয়ে প্রিয়বাক্যে হয় আনন্দ হৃদয় ॥
 ছল ছুতা করি প্রিয়-বদন হেরয় ॥
 সুরতি-সঙ্গ-প্রসঙ্গে অন্তরে ডর হয় ॥
 সুখ-সঙ্গবিশেষ-রসেতে হরি সুখী ॥
 সে রস দেখিয়া আনন্দিত সব সুখী ॥

অথ মধ্য-লক্ষণ।

প্রিয়ের সহিত, ধব মিলনে জীবত,
 লজ্জিত কিকিৎ পরধর বচনে।
 কহরে প্রিয়ের সনে, সুরত প্রসঙ্গে,
 অন্তরে সম্মতি রমণে ॥
 তরুণ বয়স কুচ, সুন্দর সুবলিত,
 পুষ্ট হইতে কিছু নীন।
 অঙ্গ সুসোতি, ভাব-হাস-মুত,
 বিদগ্ধতা কটি খীণ ॥
 প্রিয়ের সহিত, নয়ানে নয়ানে,
 বচন কহিতে আঁধি।
 কিকিৎ কুক্ষিত, করির! মগ্নান,
 লাজে হয় হেঁটমুখী ॥
 রসিক মাগর, হৃদয়েতে যবে,
 কর চালাইতে চাহে।
 ছুই বাহু দিয়া, হৃদয় চাপিয়া,
 হাসিয়া হাসিয়া কহে ॥
 গুমগুম মোর, হৃদয়ে চালাও,
 কর করি জোরাবরি।
 তোমার কি কিছু, খাতি ধন মোর,
 হৃদয়ে রেখেছি ধরি ॥
 মাগর কহরে, তোমার হৃদয়ে,
 রতন-মাগর হয়।
 আমি সুদারি, উহাই দেখিয়া,
 লোভ মোর উপজয় ॥

(দোহা সওইরা হিন্দী)

অবধী প্রিয়নয়নমো নয়নে ন জোড়ত
 নেক নিহারি ফিরি হসিঁকে।
 অব বরকুচ চলে, হরিকে তব বাধত
 হের চকড়া কুচসিঁকে ॥

পুনি বোলত হের মন,—মোহকী অন্ধ হের
 অগমে তুমসে বসিকৈ ॥
 কেলি কলোনমে, লোল জিহা সুখী,
 তুলি রহি ভুজবন্ধন খসিকৈ ॥
 ধীরা অধীরা আর ধীরাধীরা নাই ॥
 মান-বিদগ্ধতা তিন অতি অনুপায় ॥

তত্র ধীরমধ্য-লক্ষণ।

ধীরমধ্য প্রিয় যদি অপরাধ করে।
 বক্র-উক্তিভেদে তৎসে প্রেমবাক্য-দ্বারে ॥
 ত্রিপদী।

আহা মধ্য বাই, কতু দেখি নাই,
 এমন বেশ তোমার।
 হরি ছাড়ি আকু, হর হইয়াছ,
 অপরূপ রূপসার ॥
 ভালোতে যাবক, অঙ্গনের তাহে,
 লেখা ত্রিলোচন ভাল।
 প্রেমসীর অঙ্গে, অঙ্গ-ঘরিষণে,
 চন্দন বিভূতি মাল ॥
 চন্দনের বিন্দু, আধো মিশিরাছে,
 আধো শব্দ শোভিরাছে।
 সহজে তুমি ত, পশুপতি হও,
 শীঘ্র যাও সতীকাছে ॥
 নাগর কহরে, এ গোপনগরে,
 তোমা সম সতী কে বা।
 পশুপতি মুই, করিতে আইনু,
 তোমারি চরণসেবা ॥
 অথ অধীরা মধ্য।

অধীরা মধ্য রাগ মানিনী হইয়া।
 কঠোর উক্তিভেদে কহে প্রিয়েরে তৎসিরা ॥

তদ্বথা—

উচ কুচ পুষ্ট কেঠোরতনী কোন্।
 রসিক-রমণী হরি নিল তব মন ॥
 সে অথ ছাড়িয়া হেথা আইলা কি কারণে
 শীঘ্র যাও হৃদয়ে সে যে পাইবেক মনে ॥
 তোমা-হের নাগর পাইয়া সে রমণী।
 কেমন করেছে তোমা খসিঁ সেই ধনী ॥

গুণহীনি কুরগিণী আমি অরসজ ।
হেথা তব যোগ্য নহে যাহা বখাঃবাগ্য ।
ভুলিয়া এসেছ কিংবা দিশা লাগিয়াছে ।
নীত্র গমন কব ধনী জানে পাছে ॥

অথ ধীরাধীরমধ্যা ।

ধীরাধীরমধ্যার লক্ষণ সেই হয় ।
বক্র-উক্তিহেতু মানে প্রিয়কে তৎসর ॥

তদ্ব্যথা—

হেথা কেন হে নাগর কি কাজ হেথায় ।
কে কহিল আসিবারে নিজ অভিপ্রায় ॥
কান্দাইতে আমারে তোমারে পাঠাইল ।
এবে বাহ কহ গিয়া কার্য্য সিক হৈল ॥
চরণধাবক শিরে ধর তুমি যার ।
তাহার চরণ গিয়া পূজ বার বার ॥
সেই দেবী প্রসন্ন হইয়া বর দিবে ।
রসের সাগরে ডুবি বড় সুখ পাবে ॥

অথ প্রগল্ভতা ।

সর্বোপরি মধ্যাতে সরস রস হয় ।
মুগ্ধা প্রগল্ভতা গুণ তাহাতে বর্ত্তয় ॥
প্রগল্ভতা-লক্ষণ এবে কহি কিছু শুন ।
একা রাধিকাতে বর্ত্তে সকল এ গুণ ॥
পূর্ণ-বোবন মদ-অস রতিরসে ।
উৎসাহ সদাই স্বাভিযোগ পরকাশে ॥
প্রৌঢ় বচন ক্রিয়া হাস পরিহাস ।
প্রগল্ভতা রীতি ইহ প্রিয় যাতে বশ ॥

তদ্ব্যথা—

প্রিয়ের সহিত, কোতুকাচারিত,
হাস পরিহাস সদা ।
হিয়া হিয়া মিলি, রঙ্গে রসকেলি,
করয়ে হইয়া সুদা ॥
প্রিয়ে রতি যবে' চাহে ধনী তব,
মুখ ঝাঁপে মুচকিয়া ।
অভিলাষ মনে, জানায় বতনে,
স্বাভিযোগ প্রকাশিয়া ॥
রতিরসরঙ্গে, মাতি প্রিয়সঙ্গে,
বিহরে নিলজ-প্রাণ ।
বিপরীত রতি, বিপরীত রীতি,
করি প্রিয় সুখ দেয় ॥

মানিনী যখন, হরেন তখন,
তাড়ন ভৎসন করে ।
ধীরাধীরা আর, অধীরা প্রকার,
আর ধীরা পরচারে

অথ ধীর প্রগল্ভতা ॥

ধীরপ্রগল্ভতা রতিরসেতে উদাস ।
মানের সময়ে কহে শ্রমবৎ ভাব ॥

তদ্ব্যথা—

রসিক নায়ক অপরাধী যবে হরি ।
অগমনকালে দূরে হইতে নেহারি ॥
আইস আইস বলি আদর করিয়া ।
বগনে বীজন করে কাছে বসাইয়া ॥
অন্তরে উদাপ বাহু প্রসঙ্গের প্রায় ।
বিস বদন কিন্তু রক্ষ তা কহয় ॥
প্রিয়ে কুচে কর দিতে কর না রোধয় ।
চুষন করিতে মুখ বাড়াইয়া দেয় ॥
আলিঙ্গন করিতে আপনি আলিঙ্গয় ।
হৈল ত এখন বলি উদাস কহয় ॥

অথ অধীরপ্রগল্ভতা ।

অধীরপ্রগল্ভতা যবে মানবতী হয় ।
নিম্নেহের জায় বাক্য কঠোর কহয় ॥
তাড়ন ভৎসন করে নরনের ভঙ্গী ।
মালায় বন্ধন করে গর্জে যেন ভঙ্গী ॥
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে কোপ করি ।
গালি দেয় ক্রম শঠ বলিয়া স্তম্ভরী ॥
রসিক নাগর তাহে আনন্দিত হিয়া ।
বাহেতে বিনয় করে ভয় প্রকাশিয়া ॥

অথ ধীরাধীরপ্রগল্ভতা ।

অধীরা ধীরার গুণ হই যাতে বর্ত্তে ।
ধীরাধীরপ্রগল্ভতা যে জানিহ তাহাতে ॥

তদ্ব্যথা—

মানের পোষণ করে আনন্দভাবে ।
বাহেতে সহজ প্রায় উদাস রতিতে ॥
কখন নিম্নেহবৎ রুষ্টবাক্য কহে ।
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে মৌনে রহে ॥
মধ্যপ্রগল্ভ, এই তিন ঠান মত ।
হয় আর মুগ্ধা একের সহ সাত ॥

স্বকীয়া-পরকীয়া-মতে তাহার বিত্তণ ।
কন্তকা মিলিয়া যে পোনর হয় পুন ॥
সেই পোনর আর আট প্রকার গণন ।
অষ্ট-নায়িকা-মতে কহে বিজ্ঞজন ॥
তবে কহি শুন সেই আটের লক্ষণ ।
কৃষ্ণদাস চিন্তে যাহা করয়ে ধারণ ॥

অথ অষ্টনায়িকা-ব্যবস্থা ।

প্রথম নায়িকা অভিসারিকা অবস্থা ।
দ্বিতীয় বাসকজ্জা তিন উৎকণ্ঠিতা ॥
চতুর্থ যে বিপ্রলক্সা পঞ্চম ঋজ্বিতা ।
ষষ্ঠ বিরহাবস্থা কলহাস্তরিতা ॥
স্বাধীনভর্তৃকা সাত প্রোষিতভর্তৃকা ।
সহিত গণনা আট রসামরটীকা ॥

তত্র অভিসারিকা-লক্ষণ ।

প্রিয়ের মিলন আশে কুঞ্জেতে গমন ।
সঙ্কোচপূর্বক অভিসারের লক্ষণ ॥
ইহাতে যে বেণ ভূষা হুই ত প্রকার ।
শুভ্রবস্ত্র শুক্লপক্ষে শুভ্র মণিহার ॥
নীলবস্ত্র কৃষ্ণপক্ষে নীল আভরণ ।
মৃগমদ আদি করি অঙ্গেতে লেপন ॥
দূরে হৈতে লোকে পাছে দেখিয়া জানয় ।
যেহেতু শুক্লকৃষ্ণ বেশে বাহিরায় ॥

অথ বাসকসজ্জা ।

প্রিয়ের সহিত বিলাসের আশ করি ।
গৃহশয়া মাল্য তাড়ুল স্নিগ্ধ বারি ॥
চন্দনাদি নানাগন্ধ বসন ভূষণ ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ের কারণ ॥

অথ উৎকণ্ঠিতা ।

প্রিয়-আগমন হবে শীঘ্র না করয় ।
পথপানে চাহি রহে উৎকণ্ঠা হৃদয় ॥
বিরহে তাপিত অতি করয়ে বিলাপ ।
নয়নে গলরে বারি কহয়ে প্রলাপ ॥
সখীগণ আশ্বাস করয়ে কতমতে ।
এখন আসিবে প্রিয় স্থির কর চিতে ॥
হোথা প্রিয়-আগমন সঙ্কটকুঞ্জেতে ।
করিতেই দেখা চন্দ্রাবলী সখী সাথে ॥
ধরি নিরা গেলা চন্দ্রাবলীর সমীপে ।

তথা বিপ্রলক্সা ।

সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন ।
প্রিয়-আগমন-পথ করে নিরীক্ষণ ॥
বৃক্ষের যে পত্রে পড়ে শব্দ যদি হয় ।
ঐ আইল প্রিয় বলি উঠিয়া বৈসরথ ॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ের কারণে ।
কিরিয়া আইলা দূতী বজ্র হেন মানে ॥
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায় ।
না আইলা যবে-তবে মানবতী হয় ॥

অথ ঋজ্বিতা ।

অন্যানায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক ।
আইসে অঙ্গেতে নখচিহ্নাদি যাবক ॥
দেখিয়া কোপিতা মনে ভৎসনাদি করি ।
উপেক্ষা করয়ে যে ঋজ্বিতাবতী নারী ॥

তদ্বৎসা—

| | |
|-----------------|--------------------------|
| প্রভাতসময়ে, | বনশোভা অতি, |
| | নানাকুল বিকসিত । |
| ফুলিত লতা, | পরমশোভিতা, |
| | বৃক্ষ ফল-ফুল-যুত ॥ |
| কোকিল কুহরে, | নাচয়ে ময়ূরে, |
| | মধুর শ্রীবন্দাবনে । |
| রতন অভিত, | অতি সুললিত, |
| | বেদী হয় স্থানে স্থানে ॥ |
| হেনই সময়, | বিদগধ-রাজ, |
| | মদনমোহন হয় । |
| চন্দ্রাবলী সহ, | বিহার করিয়া, |
| | সঙরি আইসে প্যারী ॥ |
| সঙ্কট করিয়া, | না আইলু ভাবিয়া, |
| | ভয়েতে কম্পিত হিয়া । |
| ধূমতি অতি, | চাতুরী যুক্তি, |
| | চলে ভিতে ভাগাইয়া ॥ |
| তালেতে সিন্দূর- | বয়ানে কাশর, |
| | হৃদয়ে নথের রেখা । |
| কঙ্কণের দাগ, | রহে বাহুভাগ, |
| | রক্তচিহ্ন দিছে দেখা ॥ |
| অন্তরসঙ্কোচে, | নিজমেহে তাহা, |
| | অনুভব কিছু নাই । |
| অপরাধ জানি, | পাছে শ্রবণী, |
| | উলোময়ে ঘোরে রাই ॥ |

ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে ধীরে পথে,
চলয়ে নাগরায় ।
রজনী আগিয়া, ঢুলুঢুলু অঁাখি,
লোহিত নদান তার ॥
যথারে মানিনী, রাই সুবদনী,
স্কুরের ডিতবে বসি ।
ধীরে ধীরে গিয়া, দেখা দিলা তথা,
নাগর গোকুলশশী ॥
সব সখীগণে, বিরসবদনে,
হেরিয়া নয়নকোণে ।
কোপ করি কহে, কে বট তুমি হে,
হোথা যাক কি কারণে ॥
নিজ মহিমাদ, রাখিব'বে সাধ,
বদি থাকে তব মনে ।
বচন রাখহ, শীঘ্র চলি বাহ,
ফিরিয়া নিজভবনে ॥
হরি ডরি চিতে, দাগুাইয়া ভিতে,
যোড় করি দুটি কর ।
নয়নযুগল, করে ছল ছল,
কম্পিত দুটি অধর ॥
পারী সুবদনী, মানিনী ভাবিনী,
হেরিয়া পিয়ার বেশ ।
দ্বিগুন কোপেতে, ভরি গেলা চিতে,
কহয়ে কিছু শেষে ॥
আইস আইস পিয়া, এ বেশ করিয়া,
সাজায়া কে দিল তোমা ।
বড় সাধ করি, রসিকা নাগরী,
কোন বে সুন্দরী রামা ॥
বদন কাজর, আলতা সুন্দর,
ভালে পরায়াছে ভাল ।
দেখাইতে মো'রে, আইলে নিশিভো'রে,
দেখিহু এখন চল ॥
কিবা কাজ আর, এখানে তোমার,
এখন চলিয়া যাহ ।
আমার ছাধিনী, কুরুপা রমনী,
মোদিকে কেনে কান্দাহ ॥
শঠের শিখর, তুমি যে নাগর,
তোমারে বিশেষ জানি ।
ডালঘাতে আর, জানিহু তোমার,
ভাল হৈল এবে মানি ॥

কুলের গৌরব, রহি গেলা সব
সদয়হৃদয় বিধি ।
কথায় তোমার, না তুলিব আর,
যাবৎ জীবনাবধি ॥
তবে কর ঘোড়ি, কিছু কহে হরি,
বিরস বদন করি ॥
তোমা বিনে মুই, আর জানি নাই,
ত্রিজগতে কোন নারী ॥
আলতা সিন্দূর, কোথা ভালে মোর,
কি দেখিয়া কি कहিলে ।
তবে বুঝি হবে, ফাগুয়ার গুঁড়ি,
লেগেছে মোর কপালে ॥
পুন পাণ্ডী কহে, বটে বটে অহে,
ধট্টের মুকুটমণি ।
হাতের কঙ্কন, দেখিতে দর্পণ,
চাহে বা কোন নয়নী ॥
চেখা হৈতে যাক, মিছে কেন রহ,
চ তুরী কবিয়া বাত ।
তুমি যে আমার, যেমন স্নান,
সকলি হইমু জ্ঞাত ॥
চন্দ্রাবলীশ্রদ্ধা, পান কর গিয়া,
পরমস্থখে ডাসিবে ।
সব ছখ যাবে, আনন্দ পাইবে,
যুগে যুগে শীয়ে রবে ॥

পুন হরি স্তুতি যত করে বার বার ।
তত দেখে মানের গৌরব বাড়ি আর ॥
রসিক নাগর তবে মরম বুঝিয়া ।
নীতাস্বর গলে ডারি কাতর হইয়া ।
চরণে ধরিয়া কহে ক্ষেম মোরে রাই ।
নিশ্চয় কহিলু তোমা বিনে কারু নই ।
হুজুয় মানের সিকু তরঙ্গে ব্যাপিল ।
কৃপা না করিল ধনী ফিরিয়া বসিল ॥
নাগর বুঝিয়া যে রাইয়ের অনাদর ।
অভিमानে গমন করিলা বনাস্বর ॥

अथ कनहासुरिना ।

মান-আছে নিরান বিচ্ছেদের স্থান।
অনুভূতিতে সেই কলহাসবিতা-লক্ষণ।

অথ স্বয়ংদূতী ।

স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী ছই ভেদ হয় ।
শুনহ তাহার রীত ভেদের বিষয় ।

অথ স্বয়ংদূতী ।

অতি-অনুরাগে লাজ ভেজি প্রিয়সনে ।
মিলিবারে চাহে আভিযোগের কারণে ॥
স্বয়ংদূতী সেই স্বয়ং দূত্যপনা করি ।
প্রিয়সনে মিলে গিয়া আপনী স্তন্যরী ॥
তাহাতে যে হিন ভেদবাক্য কায়মন ।
বাক্যের অনেক ভেদ না যায় বর্ণন ॥

তত্র আদিক ।

অঙ্গুলে ধ্বনি করে মুখে দেই হাত ।
অন্তমনা ভুলবাক্য কহে সখীসাত ॥
চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলে ধরনী খোদয় ।
কর্ণকণ্ঠন করি শুন দরশায় ॥
সখীর কণ্ঠেতে ধরি করে আলিঙ্গন ।
পুনর্বার ছাড়ি করে তাড়নভংসন ॥
চঞ্চলনয়নে পুন ইধি-উধি চাহে ।
স্তম্ভপ্রায় রহে অকারণ বাক্য কহে ॥
অধর দংশন করে সখার কণ্ঠেতে ।
মিছামিছি কহে কথা ধরিয়া কণ্ঠেতে ॥

অথ চাক্ষুষ ।

ঈষৎ নয়ানে হেরি বদন কিরায় ।
হাসি হাসি চাহি পুন নয়ান ঢুলায় ॥
মুদ্রিত নয়ান পুন আধ আধ হেরি ।
কটাক্ষ করয়ে বামনয়ান পসারি ॥

অথ আপ্তদূতী ।

অতি অনুরাগ মন বুঝি কার্য করে ।
প্রিয়বদ চতুর আপ্তদূতী কহি তারে ॥
সেই আপ্তদূতী হয় তিন প্রকারিণী ।
অমিতার্থা নিম্ফটার্থা পত্নীহারিণী ॥

তত্র অমিতার্থা ।

দোহ-মন কথা বুঝি শীঘ্র যে মিলায় ।
সুন্দর চতুর অমিতার্থ সে কহায় ॥

তদ্ব্যথা—

প্রিয়ের সাক্ষাতে দূতী বাইয়া কহয় ।
কেমন হে তুমি তব কঠিন হৃদয় ॥
কামময় বিবাক্ত কটাক্ষের হানি ।
বিক্রিলে হৃদয়েতে অবলা কমলিনী ॥
তাহাতে ব্যথিত হৈয়া লাজভর তেজি ।
বনে বনে কিরয়ে তোমার প্রেমে মজি ॥
তুরিতে চলহ রাখ অবলার প্রাণ ।
বিরহ-অনল হৈতে কর পরিজ্ঞান ॥

অথ পত্নীহারী ।

পত্নী লইয়া বেঁহ জানায় সন্দেশ ।
ভৎসনের সহ কহে বিনয়-বিশেষ ॥
অনেক কোশল করি আনয়ে নাগব ।
পত্নীহারী দূতী ইহ পরমচতুর ॥

অথোদ্দীপনবিভাব লক্ষণ ।

যাহাতে প্রতিমতাব দ্বন্দে উপজয় ।
উদ্দীপনভাব সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
দেই ২ গুণ রূপ এক চারি ৭ ভূষণ ।
ইহ সব উদ্দীপন-বিভাবের গুণ ॥

তত্র গুণ ।

কায়-মন-বাক্যে তিন গুণ অসাধারণ ।
তার মধ্যে কায়গুণ অনেক প্রকার ॥
বয়সে লাবণ্য রূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ।
অভিরূপ কোমলতা সাত কায়কার্য্য ॥

তত্র বয়সে ।

বয়সে প্রকার চারি পরমমোহন ।
বয়ঃসন্ধি নবযুবা স্তব্যস্তবৌবন ॥
পূর্ণবৌবন আর এ চারি প্রকার ।
পরমমধুর আশ্বাদয় বিধি হা ॥

অথ বয়ঃসন্ধি ।

শৈশবতা তরুণতা একত্র মিলয় ।
লাজ চপলতা শোভা গুণ প্রকাশয় ॥

অথ নববৌবন ।

সৌন্দর্য্য বিশেষ বৃক্ষঃস্থলে প্রকাশয় ।
দৃষ্টের চঞ্চল মন্দহাস্ত সুখ হয় ॥
সদাই আনন্দ তব কোতুক বাড়য় ।
নববৌবনের এই লক্ষণ কহয় ॥

অথ ব্যক্ত যৌবন ।

চক্ষের হই ভাগ পুষ্ট অঙ্গ সুচিকণ ।
জিবলি প্রকট হয় বেকত-যৌবন ॥

অথ পূর্ণযৌবন ।

মিবিড় নিতম্ব ক্ষীণ কটি অঙ্গে জ্যোতি ।
পুষ্ট কুচ উরুযুগ কদলীর ভাতি ॥
পূর্ণযৌবন কৃষ্ণচক্রে না সম্ভবে ।
কোন কোন প্রেমসীর গণেতে উদ্ভবে ॥

লাবণ্য ।

মণি মুক্তা জিনি অঙ্গে করে ঝলমলাট ।
যাহার বৈভবে হয় মন্থধের নাট ॥

অথ রূপ ।

সুনিধি উজ্জল বর্ণ যাহার পরশে ।
মারীপণ সূক্ষ্ম যাব মদনহুতাশে ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-আদি ইত্যাদি করিয়া ।
কিক্রিৎ কিক্রিৎ ভেদ জানে রসধিরা ॥
বিভাব-লক্ষণ কিছু সংক্ষেপে ক'হিল ।
কৃষ্ণদাসের বুকে যাহা উপজিল ॥

অথ অমুভাব-লক্ষণ ।

অন্তরের ভাব বাহ্যদর্শে প্রকাশয় ।
হরিপ্রেমরসে সেই অমুভাব হয় ॥
অলকার উদ্ভাসের বাঁচক এ তিন ।
প্রকারে অমুভাবরস শৃঙ্গারের চিন ॥
যৌবনের তেজে উপজয়ে অলকার ।
বিশ্ণুপ্রতি প্রকার সেই আশ্চর্য্য বিকার ॥
প্রিয়ে তাহা হেরি ভাসে সুখের সাগরে ।
রসিকা রমণী ধনী রাধাতে সঞ্চারে ॥
অঙ্গ প্রথম তিন ভাব হাব করিলা ।
আপন-অধীন তিন রসময় লীলা ॥
শোভা কান্তি দীপ্তি মাধুর্য্যভাব আর ।
প্রাগম্ভ্য ঔদাস্য বৈর্য্য সপ্ত অলকার ॥
অবদ্রজ স্বতঃসিদ্ধ করয়ে প্রকাশ ।
যাহা হেরি মাধবের পরম উল্লাস ॥
লীলা বিলাস বিদ্রম কিলকিকিত ।
বিচ্ছিন্ন বিকোচ মোটাবিত কুটমিত ॥
ললিত বিকৃতি আর এ দশ প্রকার ।
স্বভাবক বিশ্ণুপ্রতি এই ত অলকার ॥

তত্র ভাব-লক্ষণে ।

উজ্জলের প্রসঙ্গে পহিলা কহি ভাব ।
কোত্তিত করয়ে চিত্ত চঞ্চল স্বভাব ॥

তদ্ব্যথা—

রতি প্রসঙ্গে স্ততি-লজ্জাশীল-মতি ।
নিকটে নাহিক যার সত্তর-প্রকৃতি ॥
অঙ্গে হস্ত দিতে অঙ্গে বসন কাঁপয় ।
সখীর অঞ্চল ধরে ছাড়িয়া না দেয় ॥
সখী কহে তুমি ত ওহে রসিকশেখর ।
নবীন বয়সে হয় সখীর আমার ॥
রসের বিভেদ নাহি জানয়ে রমণী ।
এতেক চঞ্চল কেনে হও হে আপনি ॥
ধীরে ধীরে সব কার্য্য সাধিবারে হয় ।
অসাধনে কোন কার্য্য হস্ত না মিলয় ॥

অথ হাব ।

ভাব হৈতে হাব কিছু অধিক প্রকাশ
গ্রীবা বক্রে থাকে কিন্তু নয়ানবিকাশ ।

হেলা ।

হাব হৈতে হেলা আর কিছু প্রকাশয় ॥
শৃঙ্গার বিষয়ে দেখে শোভাপ্রকাশয় ॥

তদ্ব্যথা—

| | |
|------------------|---------------------|
| সখীগণ বেড়ি, | মুচকি হাসয়ে, |
| | বদনে বসন দিয়া । |
| কেম লো সখি, | বদন তোম'র, |
| | মলিন কিবা লাগিয়া ॥ |
| আলুগালু বেণ, | অঙ্গেতে অলস, |
| | কাঁপিছে কুচযুগল । |
| শ্বেদ বহি যায়, | নয়ান ঘুমায়ে, |
| | উঠিতে নাহিক বল ॥ |
| অঙ্গে রোমাবলি, | উকসি উঠিছে, |
| | জ্বলে দেখি মধ-চিন । |
| না জানিয়া কিবা, | বিপদে পড়িলে, |
| | শরীর হয়েছে ক্ষীণ ॥ |
| তাহা শুনি ধনী, | সুধাংশুবদনী, |
| | লাজেতে কাঁপিল মুখ । |
| সে শোভা দেখিয়া, | রসিক নাগর, |

চুষন করিয়া, কুচে কর দিবে,
 ধনী মুখ অঙ্গ মোড়ি ।
 বাঙ বাঙ করি, করে কর ঠেলি,
 কয়েক কড়গ চুড়ি ॥
 নয়ান জুড়ি, করিয়া চাহয়ে,
 রোদনের সহ হাস ।
 গর্জ অভিলাষ,— আদি বেকরিয়া,
 সাত-মত পরকাশ ॥
 তাহা ত হেরিয়া, রসিক নাগর,
 ভাসয়ে সুখসাগরে ।
 অঙ্গ পুলকিত, সখীর সহিত,
 তাহার বাখান করে ॥
 অথ মোড়ায়িত ।

প্রিয়ের স্মরণ করি ভাবেতে ভাবিত ।
 মিলনে যে অভিলাষ সেই মোড়ায়িত ॥

তদ্বৎ—

প্রিয়ের মিলন, লাগিয়া সুন্দরী,
 রস অভিলাষে ভরি ।
 সময় নিরখে, উৎকর্ষা হইয়া,
 সখীর বদন হেরি ॥
 খেনে খেনে ধনি, কয়েক উঠিয়া
 বাহির যাইয়া দেখে ॥
 কয়েক পিয়ার, সহিত বিহার,—
 মনোরথ করি থাকে ॥
 খেনে অঙ্গ মুড়ি, আলিস তেজরে,
 পড়য়ে সখীর কোলে ।
 নিরা বাঙ সখি, প্রাণনাথ যথা,
 আমারে সদাই বলে ॥
 অথ কুটমিত ।

কুচে কর দিতে প্রিয়ে ধনী অঙ্গ মোড়ি ।
 না না না না কহে তব করে কর ঘোড়ি ॥
 বাছে আহা উছ করে বেদনার স্তার ।
 মনে অভিলাষ ইহ কুটমিত হয় ॥

তদ্বৎ—

কেম হে নাগর, ঠেটাই না কর,
 কর মুক্তি তব পার ।
 পুনঃপুন কর, চাহাহ আমার,
 হৃদয়ে কিবা আছর ॥

তোমার কি কিছু খাতি ধন আছে,
 লইতে আইস তাহা ॥
 কিংবা কিছু খাদ্য, লাড় কি মোদক,
 আছয়ে তা কর চাহা ॥
 হক বাহ মেনে, বেদনা লাগয়ে,
 কাঁচলি ছিঁড়িয়া গেল ।
 টুটি গেল হার, শিন্ন যে তোমার,
 কস্তুরী-চিত্র মোছিল ॥
 আহা উছ মরি, কিঞ্চিৎ তোমার
 হৃদয়ে নাহিক দয়া ।
 এখনে কেমহ, পরে বাহা কহ,
 তুষিব তোমারেদিয়া ॥
 অথ বিবেক ।

অনাদর করি মান-গরবে করে রোধ ।
 তাহারে কহিয়ে যে অলকার বিবেক ॥

তদ্বৎ—

কুঞ্জে বসি পারী কৃষ্ণ সহ সখী সঙ্গে ।
 কোতুক করিয়া কৃষ্ণরচিত প্রসঙ্গে ॥
 হাসিয়া হাসিয়া সখীগণেরে কহয় ।
 এই যে কালীয়া ইহার কুটিল আশয় ॥
 অন্যরমণীর সনে বিহার করিয়া ।
 তোমা বই কাক নই কহেন আসিয়া ॥
 ইহার প্রেমসীগণে দেখেছ গো তোরা ।
 পরম কপলী না কি সুরসিকা বরা ॥
 এতেক কহিতে সেই ময়ামের ভঙ্গি ।
 হেরিয়া তনিয়া আর সেই বাক্য ব্যঙ্গি ॥
 আনন্দে মগন কৃষ্ণ নিজ কর্ত্তহারে ।
 ধূলি পড়াইল পারী গলে নিজকরে ॥
 পারীকী সে হার ধরি নাসার শুঙ্গিয়া ।
 মোর দোষ নাই বলি নাক সিটকিয়া ॥
 কহয়ে ইহাতে তব প্রেমসীগণের ।
 অঙ্গগন্ধ আছয়ে কুঙ্কুম যে স্তনের ॥
 তোমারে সে ভাল লাগে মোরে নাহি তা ।
 এত বলি হার ধূলি টানিয়া ফেলায় ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি আনন্দিত হৈলা ।
 বাছে কিছু সঙ্কোচিত ভঙ্গি প্রকাশিলা ॥

অথ ললিত ।

প্রিয়সনে সন্দর্শনে যে অঙ্গ ভঙ্গিয়া ।
 ললিত কহয়ে তারে রসময়সীমা ॥

তদ্ব্যর্থ'—

প্রিয়সনে দর্শন হইতে চ্ঠাৎকার ।
দণ্ডায় সুভঙ্গি করি অতি চমৎকার ॥
অড়ঘোমা টানি ঈষৎ ক্রকুটি করিয়া ।
চাহরে প্রিয়ের পানে ঈষৎ হাসিয়া ॥
বামপদে অঙ্গভার অর্পিয়া দাণ্ডায় ।
অঙ্গের সৌগন্ধে আলিকুল বেড়ি ধায় ॥

অথ বিকৃতি ।

কহিতে বিরল-কথা সলজ্জিত হয় ।
কৌড়া-উপযুক্ত আদি বিকৃতি কহায় ।

অথ উদ্ভাস্বর ।

কৌড়ারস মনোবৃত্তে অলস তেজস্বর ।
জুস্তাত্যাগ করে খাস নাসায় বঁহয় ॥
এ সকল অনুভাবে শোভা যে উদয় ।
উদ্ভাস্বর নাম সেই কৃষ্ণদাস কয় ॥

অথ সাধিক লক্ষণ ।

প্রিয়েতে যে রতি প্রেমা উপজে বিকার ।
সাধিক কহিলে তারে সে অষ্ট-প্রকার ॥
স্তম্ভ শ্বেদ রোমাঞ্চ আর স্বরভেদ ।
কম্প বৈবৰ্ণ্য অশ্রু প্রলয় বিভেদ ॥

অথ সকারী ।

রতির বিকারে রয় তেত্রিশ যে ভাব ।
স্থায়ী হৈতে সকারে সকারী অনুভব ॥
নির্বেদ বিষাদ আর বিনতিদৈন্তৃত্য ।
ছর্ষলতা শ্রম মদ গর্ভ শঙ্কা জ্বাস ॥
আবেগ উন্মাদ অপরাধ ব্যাধি প্রায় ।
মোহ জাড্য মতি লাজ অদসতা হয় ॥
বিতর্ক চিন্তা আর ঔৎসুক্য সুমতি ।
স্বতি ঔগ্র্য অমর্ষ অসুখা সুপ্তি ধুতি ॥
চপলতা নিজা আর নিশিদ্ধাগরণ ।
ভাবের গোপন অবহিত্ত হর্ষ মন ॥
এই যে তেত্রিশ ভাব মিলি রস হয় ।
এতৌকে বর্ণিতে অতি পুস্তক বাড়ায় ॥
সকারী মিলিয়া ব্যক্তিচারীর উদয় ।
সকলের মূগ রতি স্থায়ী ভাব হয় ॥

অথ স্থাব্রিতাব-লক্ষণ ।

স্থায়ী যে শৃঙ্গাররসে তিন মত হয় ।
তিন ধামে ব্যক্ত সেই তিন গুণোদয় ॥
সমর্থী সমঞ্জসা আর সাধারণী ।
মধুর রতির স্তন অপূর্ণ কাহিনী ॥
কুজ'র সামান্য রতি সাধারণী তেঁহ ।
দ্বারকামহিষীগণ সঞ্জসা যেহ ॥
ব্রজগোপীগণের সমর্থী রতি হয় ।
অতি চমৎকার শুকদেব প্রশংসয় ॥
সন্তোষেচ্ছাময়ী আত্মজুথের তাৎপর্য ।
সাধারণী-লক্ষণ সাধরে নিজকার্য ॥
স্বকীয়া মহিষীগণে নিজ নিজ কাম ।
অলপ বাসনা যাতে সমঞ্জসা নাম ॥
সমর্থ শ্রীব্রজগোপী কামগন্ধহীন ।
প্রিয়সুখ তাৎপর্য শুদ্ধপ্রেমচিন ॥
তাহাতে প্রণয় মান স্নেহ রাগ অনুরাগ ।
মহাভাব অন্তে যথা ইক্ষু রসভাব ॥
ক্রমে যথা অন্তে গুড় শর্করা মিহিরি ।
তেমতি বাড়য়ে প্রেমরসের মাধুরী ॥

তত্র প্রেমের লক্ষণ ।

অনেক বিপদে মন কিঞ্চিৎ না টলে ।
প্রেমের লক্ষণ সেই সাধুশাস্ত্রে বলে ॥

স্নেহের লক্ষণ ।

সেই প্রেম পরিণাক হৃদয়েতে হয় ।
'স্নেহ' নাম ধরি সুখ অধিক বাড়ায় ॥
স্নেহের স্বভাব হেরি কারা না পূরয় ।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত সদা বিষয় না ভায় ॥
সেই স্নেহ হইমত স্তব-মধু প্রায় ।
মধু সদা জ্বব রহে স্তব জমি যায় ॥
সহজে সুদৃষ্ট মধু অধিক আশ্বাস ।
যতের মধুত মতান্তর কিছু ভেদ ॥
মধুস্নেহ শ্রীরাধার চন্দ্রাবলি স্তব ।
অতএব দৃষ্টান্ত হয় বিশেষ সন্মত ॥

অথ মান লক্ষণ ।

স্নেহ-পরিণামে তবে 'মান' কিস হয় ।
বক্রগতি শোভা হয় রস সুখময় ॥

অথ প্রণয়-লক্ষণ ।

মানপরিপাকেতে বিশ্বাস মিত্রবৃদ্ধি ॥
সখ্য দুই ভাব হয় সুখের উন্নতি ॥
প্রণয় বলিয়া তবে হয় ত আখ্যান ।
প্রণয়ের পরিপাকে রাগের লক্ষণ ॥

রাগ ।

বহু বে ছঃখেতে সুখ করিয়া মানয় ।
ঈষৎ না টলে মন রাগ সেই হয় ॥

অমুরাগ ।

প্রিয়-সুখকমল যে যখন দেখয় ।
নূতন নূতন বুদ্ধি প্রতিকণে হয় ॥
দেখির'ও দেখি নাই মনে উপজয় ।
ভূষি নাহি হয় অমুরাগের বিষয় ॥

তদ্ব্যখ্যা ।—

সখীর সহিত, কহয়ে সুন্দরী,
 কিশোরী অমুরাগিনী ।
কি করিব সখি, কহ না উপায়,
 কেমন করে পরাণী ॥
একতিল প্রিয়,— বদন মাধুরী,
 না দেখিলে' প্রাণে মরি ।
হেরিয়াও যোর, না পূরয়ে আশা,
 বাসনা ময়ানে তারি ॥
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, নূতন বে হেরি,
 যেন কতু দেখি নাই ॥
কি দিয়া বাঞ্ছিল, পরাণ আমার,
 ভাবিয়া কিছু ন. পাই ॥
যে দিকে নিরখি, শ্রামলসুন্দর, —
 মোহন-মাধুরী বেধি ।
স্তম্ভ বহি আর, কিছু দেখি নাই,
 এ কি জালা হৈল সখি ॥

অথ পরস্পর-বলীভাব ।

দৌহার গুণেতে, দৌহার হৃদয়,
 ভুলিয়া সদাই খুরয়ে ।
দৌহার গুণেতে, দৌহার হৃদয়ে,
 সদা আকর্ষণ করয়ে ॥

দৌহার পিরীতে, দৌহার মাতিয়'ছে,
 একজোতে হৈয়া চিত ।

দৌহার মাধুরী, দৌহার পান করি,
 ভুলিয়াছে লোকস্রীত ॥

দৌহার মরম, দৌহার সে জ'নবে,
 অন্য নাহি কেহ বুঝে ।

দৌহার তুলনা, দৌহার বিষ আর,
 নাহিক ভুবনমাঝে ।

কিশোর কিশোরী, রসের মাধুরী
 তুলনা দিবাব নাট ।

কোটি কোটি সুখা, নিহনি বাউক,

কৃষ্ণদাস গুণ গাই ॥

বিপ্রলম্ব মহাভাব দিব্যান্নাদ-আদি ।
অনেক প্রকার হয় মাহন অবধি ॥
বিস্তারিত বহু মানি বর্ণিতে নাহিল ।
বুদ্ধির প্রবেশ আছে সুন্দর না হৈল ॥
বিপ্রলম্ব সম্ভোগ যে এই দুই প্রকার ।
তাহার অন্তরগর্ভ অনেক বিচার ॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি দিগ-দরশন ।
বাহুল্য করিতে হয় বহু প্রকরণ ॥

তত্র বিপ্রলম্ব ।

পূর্বরাগ মোন প্রেমবৈচিত্র্য প্রবাস ।
চারি ভেদ হয় বিপ্রলম্বে এক শ ॥

তত্র পূর্বরাগ লক্ষণ ॥

সঙ্গমের পূর্ব যেই দেখিয়া শুনিয়া ।
জনমের রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া ॥
সেই পূর্বরাগ তার বিষয় বে তন ।
দর্শন শ্রবণ বহু ভেদ কহি পুন ॥
চিত্রপট স্বপ্ন আর সাক্ষাৎ তিন ভাঁতি ।
দরশনভেদ পূর্ব রাগের উৎপত্তি ॥

তত্র সাক্ষাৎ ।

বসুনার জলে যাইতে কদম্বের তলে ।
হেরিয়া নাগর কাহু পরাণ বিকলে ॥
ঘরে গিয়া সুন্দরী স্তম্ভের ন্যায় রহে ।
ধীরে ধীরে নির্জনে সখীরে কিছু কহে ॥

যমুনার তীরে সখি কাহারে দেখিছ ।
প্রাণ মন দেহ মুই সঁগিয়া আইছ ॥
না দেখিলে সখি তাঁরে প্রাণ বাহিরায় ।
বুঝি ধর্ম কুল লীল সব নাশ যায় ॥

অথ চিত্রপট-দর্শন ।

কৃষ্ণের মুরতি চিত্রপটেতে লিখিয়া ।
দেখাইলা যবে সখী বিশাখা আনিয়া ॥
দেখিয়া মুচ্ছিত রাই হৃদয়ে ধরিয়া ।
হাহাকার করি কান্দে ক্ষিতি লোটাইয়া ॥

অথ স্বপ্ন-দর্শন ।

আজু সখি নিশিতে কি স্বপন দেখিছ ।
অতি অপক্লপ রূপ অলঙ্কার-তরু ॥
অঙ্গে অঙ্গে সখি তার অনঙ্গ-নিহনি ।
কিশোর-বয়সে একজন কে না জানি ॥
ভাহারে দেখিতে পুন লালসা জন্ময় ।
না দেখিয়া প্রাণ মোর বাহিরাতে চায় ॥

অথ শ্রবণ ।

বন্দি স্তুতি দ্বিতীয়ে সখামুখে আর ।
পূর্বরাগে শ্রবণ এই তিন পরকার ॥
এ সখার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ ।
শুনিয়া শ্রীরাধা করে ধূলার লুণ্ঠন ॥

অথ বংশীদ্বতী ।

পরম আনন্দে রাই পুষ্পের কাননে ।
ফুল ভুলি তুলি ফিরে সখীগণসনে ॥
হেনকালে বংশীধ্বনি কদম্বকাননে ।
হইতে আসিয়া তথা লাগিল শ্রবণে ॥
হৃদয় পশিয়া তবে উঠিল তরঙ্গ ।
অঙ্গ অবশ হইল উছলি অনঙ্গ ॥

অথ বন্দিস্তুতি ।

বৃষভাসুরাজার সভায় বন্দীগণ ।
শ্রীনন্দন-রূপ গুণ করে গান ॥
গোপনে থাকিয়া তাহা শুনিয়া শ্রীমতী ।
অধৈর্য হইয়া মজি গেল বুদ্ধি-মতি ॥

অথ মান ।

প্রেমের আশ্রয় গতি মান স্বাভাবিক ।
জনমে কখন নয় কখন অধিক ॥

সেই দুইমত হেতু নিহেতু উপলব্ধি ।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে পরম সুখ ভুঞ্জে ॥

তত্র সহেতুক ॥

কৃষ্ণ অন্তরীকার সনে বিহারাদি ।
করয়ে দেখয়ে শুনয়ে ধনৌ যদি ॥
কোপ করি মান করে প্রিয়ের উপর ।
সহেতুক মান সেই অপূর্ব মধুর ॥
লেহ বিনে ভয় ঈর্ষা বিনা যে প্রণয় ।
নাহি হয় ব'তে মান প্রেম প্রকাশয় ॥
শ্রবণ দর্শন অ'র এক অমুমান ।
তার মধ্যে শ্রবণ হয় দ্বিবিধ-বিধান ॥
সখীমুখে শুনি আর শুকমুখে শুনি ।
মানিনী যে হয় তবে বিদগ্ধ-রমণী ॥

অমুমিতি ।

ভোগচিহ্ন বাক্যস্থলন আর স্বপ্ন তিন ।
মানের কারণ ইহ অমুমান-চিন ॥
অন্ত নারিকা-ভোগচিহ্ন প্রিয়দেহে ।
দেখিয়া করয়ে মান ঈর্ষায় না সহে ॥
নিকটে বসিয়া ভ্রমে সতীনীর নাম ।
যবে লয় প্রিয় সেই বাক্যের স্থলন ॥
স্বপনে দেখিয়া প্রিয় অন্ত-রামা-সনে ।
বিহার করয়ে হেরি বিরসয়ে মানে ॥

অথ নিহেতু মান-লক্ষণ ।

অকারণে উঠে যেই মানের তরঙ্গ ।
নিহেতুক হয় সেই এক রসরঙ্গ ॥
প্রেমের কুটিল-গতি সাহজিক হয় ।
বক্রগতি সদাই প্রকাশে সর্পপ্রায় ॥
হাসিয়া হাসিধা হরি সখীর সহিত ।
সাধন করিতে মানভঙ্গ হয় ক্রত ॥

অথ প্রেমবৈচিত্র্য-লক্ষণ ।

প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমমগ্নী ধনি ।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয়ে কোথা মনে গণি ॥
চৌদিকে হেরিয়া কান্দে বিরহ-কৃত্রাণে ।
প্রেমবৈচিত্র্য ইহা হরি হরি হাঙ্গে ॥

তদ্ব্যথা—

শ্রামের নিকটে বসি, রক্তরসে হাসি হ'সি,
 বিবিধ কোতুকে শশিমুখী ।
 বিহরয় প্রিয়সনে, চাক্রপাশে সখীগণে,
 আনন্দিত সে কোতুক দেখি ॥
 হেনই সময় চিত্তে, প্রেম-উদ্দীপন-রীতে,
 প্রিয়ের বিচ্ছেদ-ক্ষুৰ্ত্তি-ভাবে ॥
 কান্দিয়া সখীর স্থানে, কহয়ে কাতর মনে,
 বিরহ-উৎকর্ষ মুহুরবে ॥
 কহ সখি প্রিয় কোথা, আমার অন্তর-বেধা,
 যুচাও আনিয়া মিলাইয়া ।
 নতুবা না বাঁচে প্রাণ, এ হুখে করহ ত্রাণ,
 নহে চল অ'মারে লইয়া ॥
 তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, হস্ত মুখে মন্দ মন্দ,
 নিরথয়ে প্রহুঙ্গ-বদনে ।
 সখীগণ চারিপাশে, মুচকি মুচকি হাসে,
 কহে কিছু মধুর বচনে ॥
 কহ সখি কি কারণে, বিরহিলী হৈলে কেনে,
 প্রিয়ে তব গেল কোথাকারে ।
 কেহ ইহ শ্রামলশনী, তোমার দক্ষিণে বসি,
 রসের মাধুরী তব হেরে ॥
 নয়ান পসারি চাহ, এই তব প্রিয়ে লহ,
 তেজ সখি বিরহবেদনা ।
 তাহা শুনি সুধামুখী, চেতন পাইয়া আঁখি,
 কুক্ষিত করিয়া সুবদনা ॥
 লজ্জিত সহাস্তমুখে, তর্জনী অর্পিণা নাকে,
 বংকিঞ্চিৎ টানিয়া ঘোমটা ।
 হেঁটবদনেতে রহে, সখীর পানেতে চাহে,
 হেরি হরি সে ভাবের ছটা ॥
 পরম আনন্দ মনে, ধরি প্যারী চন্দ্রাননে,
 চুষন করয়ে ঘন ঘন ।
 পুনঃপুন আলিঙ্গয়, অশ্রু নয়ানে বর,
 এই প্রেমবৈচিত্র্য লক্ষণ ॥

অথ প্রবাস ।

প্রেরণী ছাড়িয়া প্রিয় দূরদেশে যায় ।
 তাহাতে যে রীতি সেই প্রবাস কহায় ॥
 সেই সে প্রবাস সেই হুই ত প্রকার ।
 এক বে কিকিঞ্চিৎ-দূর দেশান্তর আর ॥

নিকটে প্রবাস গোচারণের কীরণ ।
 দূর-দেশান্তর হয় যথুবাগমন ॥
 নিকটে প্রবাসে হয় নিকটে মিলন ।
 সব হুখ দূরে যায় করি দরশন ॥
 সুদূর-গমনে হয় ছরস্বরবেদনা ।
 তিন বে প্রকার সেহ অশোচ্য হুচনা ॥
 ভাবী ভবন ভূত এই তিন হয় ।
 সংক্ষেপে কহিল বিপ্রলস্ত-অভিপ্রায় ॥
 ইহা যে দশদশা বিরহ-উদ্গাদ ।
 তনিত্তেই জন্মে ভক্তের অন্তরে বিষ দ ।

অথ দশদশা ।

চিত্তা জাগরে'দেগ ক্ষীণ মলিন ।
 প্রলাপ ব্যাধি উদ্গাদ মুচ্ছা মরণ ॥
 এই দশ দশা হয় ক্রমেতে উদয় ।
 তনিত্তে বিদরে কৃষ্ণদাসের হৃদয় ॥

অথ সন্তোষ লক্ষণ ।

দরশন আলিঙ্গন চুষনাদি করি ।
 তাহে যে উপজ্ঞে সুখ সন্তোষ বিচারি ॥
 তাহাতে যে ভেদ হুই মুখা আর গৌন ।
 মুখ্য চেতন আর গউন স্বপন ॥

তত্র মুখ্য ।

মুখ্য পুন চারি ভেদ সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ ।
 সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান্ চারি মুখ্য গণ্য ॥

তএ সংক্ষিপ্ত ।

পূর্ব্বরাগ-অন্তে কৃষ্ণসনে যে মিলন ।
 সংক্ষিপ্ত-সন্তোষ বলি তাহার গণন ॥

তদ্ব্যথা ।

প্রথম মিলনে কৃষ্ণসনে সুবদনী ।
 অঙ্গভঙ্গি করি হয় সুলজ্জ-বদনী ।
 চুষন করিতে মুখ ব স্রতে ঝাঁপয় ।
 বুকে কর দিতে হস্ত দিতে ঠেলিয়া ফেলয় ।
 সঙ্গম-প্রসঙ্গে অঙ্গ মুড়িয়া হেলায় ।
 সত্তর অন্তর দেহে কম্প প্রকাশয় ॥

অথ সঙ্কীর্ণ-সন্তোষ ।

মানের পশ্চাতে যে সন্তোষ-উপচার ।
 সঙ্কীর্ণ সন্তোষ বলি গণনা তাহার ॥

নিষ্ঠর সঙ্কোচহীন কিন্তু যে মানের ।
ঈশ্বর গতিতে হয় ভক্তি সু-অঙ্গের ॥
সঙ্গমপ্রসঙ্গে করে ব্যাক্যের তাড়ন ।
বদন ফিরায় মূখ করিতে চুম্বন ॥
কোপদৃষ্টি করিয়া চাহয়ে প্রিয়পানে ।
আনন্দে ভাসিয়ে হরি অন্তরে বাধানে ॥

অথ সম্পন্ন সন্তোষ ।

প্রাণ হইতে প্রিয় আসি যে সন্তোষ গ ।
সম্পন্ন যে সেই যাতে সর্ব উপযোগ ॥
ফিরিয়া আসিব সে যে হয় দুইমত ।
এক প্রাণুর্ভাব আর আগমন লোকবত ॥

প্রাণুর্ভব ।

বিরহিনী প্রেমসীমার রাধিতে পর'ণ ।
আচানক দেখা দিয়া হয় অদর্শন ॥
রতিকেলি আদি নানাক্রীড়া যায় করি ।
স্বপনের ছায় তাহা মানয়ে সুন্দরী ॥

অথ সমৃদ্ধিমান সন্তোষ ।

পূরবশ-বাধা হৈতে ছুটি যে দর্শন ।
জলভ দর্শন সে সন্তোষ বিচক্ষণ ॥
রসময় সর্ব সর্ব উপচার তাহে হয় ।
সন্তোষ গ সমৃদ্ধি মান করিয়া কহয় ॥

অথ গৌণ-সন্তোষ-লক্ষণ ।

স্বপনেতে নানা রঙ্গ-রসের সংযোগ ।
তাহাতে যে সুখ সেই গউণ সন্তোষ ॥
স্বপন দেখিয়া ধনী অতিপ্রমোদিত ।
সখীর সহিত কহে করিয়া বিদিত ॥

তদবস্থা ।

স্বাক্ষু সখি মোর, হিয়ার আনন্দ,
কিছু যে কহিব তোরে ॥
স্বপনে দেখিছ, প্রিয়তম আসি,
বসিয়া মোর শিরে ॥
বদন চুম্বন, করয়ে আমার,
মুচকি মুচকি হাসি ।
মাগার মুকুতা,— মৌলক হুগিছে,
তাহে শোভে সুশশী ॥

উরজে কমল,— করয়ুগ দিতে,
বাহু পসারিয়া তারে ।
ধবিতে চাহিছ, করে না পাইছ,
ছুটিয়া পলাইল দূরে ॥
ঘুমের ঘোটে তে, শয্যায় হাতাড়ি,
এ পাশ ও পাশ করি ।
ন' পাইয়া বন্ধ, কোণ্ঠিত হইছ,
নয়ানে ঝরয়ে বারি ॥
তখন বুঝিছ, স্বপনে দেখিছ,
চেতন পাইয়া মনে ।
উঠিয়া বসিয়া, স্থির কৈছ হিরা,
কৃষ্ণদাস রস ভণে ॥

সংক্ষেপে কহিছ এই রসপ্রকরণ ।
কিশোর কিশোরী দৌহে ইহার শোভন ॥
দেব-মর গন্ধর্বাদি যতক আছেয় ।
কোথাও না সম্ভবে ইহ রসের বিষয় ॥
রসিক করিয়া অভিমানী যত হয় ।
বুধা অভিমান যাহ শোভা নাহি পায় ॥
রাধাকৃষ্ণ বিনে রস না করে উদয় ।
সুধাকর বিনে সুধা নাহি বরিষয় ॥
যতনে গোপন করি হৃদয়ে রাধিবে ।
মৃত কামুক-স্থানে কভু না কহিবে ॥
আধকাবী বিনে যেহ ইহ লীলারস ।
আশ্বাদিতে চায় সেই জন যায় নাশ ॥
ইহা শুনি ভট্টকীউ আনন্দসাগরে ।
ভাসয়ে করয়ে পান অমৃতের ধারে ॥
ধোয়ের-গ্রামের শ্রীকল্যাণসিংহ নাম ।
কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধমতি অতি অমুপাম ॥
গৃহ ছাড়ি ভট্টকীউ গেলেন ইহা শুনি ।
কৌতুক দেখিতে তথা গেলেন আপনি ॥
যাইয়া শ্রীকৃষ্ণাবনে তথায় বসিয়া ।
উদাস হইল চিত্ত সে রস অনিয়া ॥
কৈহ গৃহত্যাগ করি ভট্টকীর সঙ্গে ।
মাতিলেন দুইজন কৃষ্ণরসরঙ্গে ॥
শ্রী তাঁর হৃৎক মানি ভট্টকীর পাশ ।
কহি পাঠাইলা শুনি স্বামীর উদাস ॥
স্বামী মোর ছাড়ি গেলা আমার পালন ।
কে করিবে তাঁরে কহ পাঠাইয়া দেন ॥

ভট্টজী কহেন তেঁহ অজ্ঞ মুখ হন !
 স্বামী কেটা অজ্ঞাবধি নাহিক আমেন ॥
 নিত্যস্বামী যেই তারে কহ ভজিবারে ।
 পালন করিবে সেই ভার ত লাগে যারে ॥
 অগতের পতি কৃষ্ণ তাঁ'হারে ছাড়িয়া ।
 ভ্রষ্টভাবে ফিরি কেনে অস্ত্রে চাহিয়া ॥
 এ কথা যাইয়া সেই লোক শুন'ইল ।
 বুঝিতে নারিল জী প্রসন্ন নহিল ॥
 কোন গুণিজন-দ্বারে বাহু করিবারে ।
 পাঠাইলা কোনরূপে স্বামী আইসে ঘরে ॥
 গুণী গিয়া ছিটাকোটা-তন্ত্র মন্ত্র চলে ।
 করিল অনেক সব হইল বিফলে ॥
 সাধুসঙ্গ-ছিটাকোটা যাহারে লাগিল ।
 কৃষ্ণের পিয়ীতিরসে যে জন ভুলিল ॥
 তাহার প্রকৃতি ছিটাকোটার ভূলাতে ।
 অস্ত্রে কি কখন পারে উৎপথে লইতে ॥
 রাজার আগে নাহি হয় প্রজার দোহাই ।
 মন্তহস্তী পোয়ালেতে বাক্সা যায় নাই ॥
 অগৎ যাহার ২শ তারে বশীকার ।
 যে জন করিল তারে ঔষধি কি ছার ॥
 ভট্টজীর স্থানে গ্রন্থপাঠ শুনিবারে ।
 ত্রিবিধ মনুষ্য চারিত্রিতে বৈসে ধরে ॥
 বৈষ্ণবগণের দেহে পূলকাস্ত্র হয় ।
 এক যে তাঁ'হার দেহে প্রেম না জন্ময় ॥
 লজ্জিত হইল তেঁহ বৈষ্ণব-সত্যায় ।
 মনে মনে তার এক স্থজিল উপায় ॥
 গোপতে মুঠায় এ মরিচ রাখিয়া ।
 কথায় সময়ে কান্দে চক্ষে বুলাইয়া ॥
 কোন ব্যক্তি জানি তেঁহ ভট্টেরে কহিলা ।
 ভট্টজী মুচকি হাসি কহিতে লাগিলা ॥
 সাধু সাধু সেই ব্যক্তি ভাল বুঝিয়াছে ।
 সেই ভ্রষ্টচক্ষের উচিত করিবারে ॥
 কৃষ্ণকথা শুনি যেই চক্ষু নাহি বুঝে ।
 লকা-মরিচ দিতে উপযুক্ত হয় তারে ॥
 ভট্টজীর কত গুণ কহা নাহি যায় ।
 নির্মমসর লাভালাভে সমান হৃদয় ॥
 গৃহেতে থাকিতে চোর সিন্ধু কাটি ঘরে ।
 দ্রব্য নিকাশিয়া মোট বাকি সিন্ধু-দ্বারে ॥
 উঠাইতে নাহি পারে শিরের উপরে ।
 ভট্টজী দেখিয়া তাহা বরকার যারে ॥

দয়া উপজিল ধীরে ধীরে তথা স্বই ।
 চোরের মস্তকে মোট দিবারে উঠাই ॥
 চোর ভয়ে পলাইতে চাহয়ে ছুটিয়া ।
 ভট্টজী আশ্বাস করি রাখয়ে ধলিয়া ॥
 ভয় নাহি আমি কিছু না কহিব তোরে ।
 সামগ্রী লইয়া যাও বেচি'কিনি ঘরে ॥
 চোর কুষ্ঠভাবে অতি লজ্জিত হইল ।
 ভট্টজীর আগ্রহে লইয়া ঘরে গেল ॥
 ভট্টের পরশে তার চিত্তশুদ্ধি হইল ।
 সেই মোট সহ পরদিন তথা আইল ॥
 ভট্টজীর শ্রীচরণে সমর্পণ করি ।
 কান্দিয়া পড়িল নিজ উদ্ধারে বিচারি ॥
 কৃপা করি ভট্ট তারে নিজ শিষ্য কৈল ।
 শুদ্ধসত্ত্ব পরম যে ভাগবত হৈল ॥
 অপচয়ে ভুট্ট তার কহিলু বিশেষ ।
 তবে শুন লাভেও নাহিক পরিতোষ ॥
 একদিন ঠাকুরের মন্দির-মার্জ্জন ।
 করিছেন ভট্টজীট আনন্দিত মন ॥
 সেইকালে এক ধনী শিষ্য হইবারে ।
 লইয়া আসিল বহু-ধন অলঙ্কারে ॥
 ভট্টজীকে এক শিষ্য যাইয়া কহিল ।
 শিষ্য না করিব বলি তারে উপেক্ষিল ॥
 অতএব কৃষ্ণ প্রীত তাৎপর্য মাত্র ।
 ত্রৈলোক্য ঐশ্বর্য্য সুক্তি না মানে বিচিঅ ॥
 তাঁহার চরণ-পদ্ম-রজে অধিকার !
 কবে হেন শুভ ভাগ্য হইবে আমার ॥
 কবে তাঁর কৃপালেশকৃষ্ণনাস হবে ।
 এ দেহে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জৈষৎ পশিবে ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে নিবাহি-গ্রামীয়-সাধু-আদি-ভক্ত
 গুণবর্ণনং ত্রয়োবিংশ-মালা ॥২৩॥

চতুর্বিংশ মাল।

মাধবসিংহ-রাজরাণী-আদিভক্ত গুণবর্ণন ।

শ্রীমাধব সিংহের রাণী ।

জয় শ্রীশৈবন্তহরি জয় নিত্যানন্দ ।

জগদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
 জয়পুরের রাজা মানসিংহের কনিষ্ঠ ।
 মাধোসিংহ নাম রাজ্য-শ'সনে বসিষ্ঠ ॥
 তাঁর পাটরাণী অতি সুন্দরী সুশীলা ।
 সুবুদ্ধি সুমতি সতী স্তন তাঁর লীলা ॥
 একদিন রাণী গৃহে শ'নে আছয়ে ।
 দাসী তাঁর পা'সেবা করয়ে বসিয়ে ॥
 দাসী সেই কৃষ্ণভক্ত ভাবযুক্তমতি ।
 সদা মুখে কৃষ্ণনাম জপে দিবারাত্রি ॥
 রাণী গৌর পাদসেবা করিতে করিতে ।
 নাম উচ্চারিয়া দাসী লাগিলা কান্দিতে ॥
 নূতন কিশোর হে হে শ্রীনন্দ কিশোর ।
 বলিয়া ফুকার করি প্রেমানন্দে ভোর ॥
 অপূর্ব ফুৎকার করে প্রেমের সহিতে ॥
 অমৃতের ধারা যেন বহে বদনেতে ॥
 রাণীর শুনিয়া তাহা হৃদয় অবিল ।
 কহে পুনঃপুন কহ আহা বল বল ॥
 শুনিতে শুনিতে রাণী মগন হইল ।
 দাসীরে প্রশংসা করি কহিতে লাগিল ॥
 তুমি ত আমার পাদসেবা-যোগ্য নহ ।
 দাসী যে তোমারে বলি অপরাধ সেহ ॥
 বিচার করিলে তব দাসীর যে দাসী ।
 হৈতে যোগ্য ন' হইব বিনে ভাগ্যরাশি ॥
 অতএব তুমি মোর পাদ ছাড়ি গেহ ।
 শিরে আইস শিরে চরণ ধরহ ॥
 এতেক কহিয়া পাড় আলিঙ্গন কৈল ।
 দুইজনে প্রেমাংশে বিহ্বল হইল ॥
 দাসী-কহে ঠাকুরাণি দেখহ ভাবিয়া ।
 কুলিলে বিষয়-সুখ মোহিত হইয়া ॥

অনিতা সে সুখ তাতে কত বা আশ'দ
 কৃষ্ণপ্রেমভক্তি বা কি-জাতীর আশ'দ ॥
 অনিত' বিষয়-সুখ হৈল আর গেল ।
 কৃষ্ণপ্রেম পর'পর নিত্য করে আল ॥
 রা ॥ কহে তোমার সঙ্গেতে তা বৃক্ষিহু ।
 আজি হৈতে শুরু করি তোমারে মানিহু ॥
 আজি হৈতে বিষয় যে সুখ তেয়াগিহু ।
 কৃষ্ণপ্রেমধন লাগি জীবন সঁপিহু ॥
 এত কহি কৃষ্ণ বলি লুঠয়ে ধরনী ।
 মতে ৎকণ্টা হৈল চিস্তি ইন্দ্রনীলমণি ॥
 তবে সর্ববিষয়বাসনা ভোগ তেজি ।
 নৌতুন-কিশোর-প্রেমে মন গেল মজি ॥
 ইন্দ্রনীলমণি ছবি মূর্তি প্রকাশিয়া ।
 নির্জজন মহলে থাকে তাঁহারে সেবিয়া ॥
 ন'ন'ন শিখার ভোগ মনের সহিতে ।
 কতমত প্রকার যে করে অ'নন্দেতে ॥
 সাজাইয়া কাচাইয়া আপনি দেখয় ।
 খাওয়াইয়া শোওয়াইয়া বাতাস করয় ॥
 পুষ্পমালা নিজহস্তে গাঁথিয়া পরায় ॥
 চূয়া-চন্দনাদি গন্ধ অঙ্গেতে লেপয় ॥
 শ্রীমতীর মনভঞ্জন করিয়া বসায় ।
 পঙ্কপাত করি নিজ কিশোরে ভৎসয় ॥
 পুনর্বার শ্রীবদন মলিন দেখিয়া ।
 প্যারীরে সাধয়ে সুকুমারের হইয়া ॥
 ত'তে যদি মানভঙ্গ না হৈল ঝিয়া ॥
 চরণে ধরিতে কৃষ্ণ কহয়ে ঠারিয়া ।
 গলেতে বসন দিয়া চরণ ধরায় ।
 তা দেখি পরমানন্দসাগরে ডুবয় ॥
 এইরূপ রসরস কিশোর কিশোরী ।
 লইয়া করয়ে রাণী দিবস-শরীরী ॥
 আনন্দসাগরে ডুবি হাসে কান্দে নাচে ।
 কিশোর কিশোরী দৌহার নানালালা রচে ॥
 দিনে দিনে সেবানন্দে অ নন্দ বাড়িল ।
 একদিন মনে কিছু উৎসাহ হইল ॥
 ছগারের ফাঁকে আড়ি পাতিয়া রহয়ে ।
 যুগলকিশোর কিবা সুখ বিহরয় ॥
 ততেক আদির করে প্যারীজীর প্রতি ।
 বাহাতে পরমানন্দ নিজমনোবৃত্তি ॥
 মনে হৈল এই যে পরমানন্দসার ।
 একেলা যে আশ্বাদিতে নহে চমৎকার ॥

বৈষ্ণবসহিত রস আবাদিতে সুখ ॥
 নতুবা অন্তরে শুমরিয়া হয় দুখ ॥
 বৈষ্ণবসেবাও বিনে কৃষ্ণের পিরীতি ।
 নাহি হয় শুনিয়াছি ভজনমান প্রতি ॥
 ইহা বলি আরম্ভিল বৈষ্ণবসেবন ।
 যুখে যুখে আসিতে লাগিলা সাধুগণ ॥
 নানান-জাতীয় লাড়ু পেড়া মিষ্ট অন্ন ।
 পাকোয়ান করি নিজ হস্তে ভিন্ন ভিন্ন ॥
 কৃষ্ণে নিবেদিয়া সাধুগণেরে খাওয়ার ।
 ভক্তশেষ চরণ-অমৃত শেষে পায় ॥
 নুতন কিশোর আগে বৈষ্ণবসহিত ।
 নৃত্য গীত ইষ্টগোষ্ঠী করে মনোনিীত ॥
 মালা চন্দন দিয়া পুজয়ে বৈষ্ণবে ।
 চরণ সেবয়ে নিজহস্তে ভক্তিভাবে ॥
 অন্তরে বৈষ্ণবগণ সদা আইসে যায় ।
 বেপর্দা দেখিয়া দেওয়ানানি ক্ষোভ পায় ॥
 দেওয়ান রাণীর হ'নে কহি পাঠাইলা ।
 র'জরানী হৈয়া কেনে পর্দা যুটাইলা ॥
 রাণীকহে রাণী নাম না কহিও মে রে ।
 দাসীনাম লিখি দিহু যুগলকিশোরে ॥
 পর্দা উঠাইয়া নুতন কিশোরের সঙ্গে ।
 অঙ্গ সমর্পিহু ঢাক বাজাইয়া রঙ্গে ॥
 জাতি পাতি তেয়াগিহু বৈষ্ণবসনাজে ।
 চতুর্ভুজ তেয়াগিহু পিরীতের কাজে ॥
 জীবনের আশা তেয়াগিহু পাইগারে ।
 যুগলের সেবাদরশন ব্রজপুরে ॥
 সরস ধরম নাম ধন জন প্রাণ ।
 যুগলের বালাইয়ের সনে তেজিলাম ॥
 এ হুঁস রিপূর হাত যদি ছাড়ানু ।
 তবে আর কারে তম নির্বিস্ব হইহু ॥
 অতএব বিবরণ দেওয়ানেরে কহ ।
 ত্রিচরণে সঁপিয়াছি দেহ পর্দা সহ ॥
 এ সব কাহিনী তবে দেওয়ান শুনিয়া ।
 মউন হটল তবে ক্ষোভিত হইয়া ॥
 রাজা মাধোসিংহ পুত্র প্রেমসিংহ সনে ।
 কাবেল গিয়াছে রাজ্যশাসনকার ॥
 রাণীর বেপর্দা আর বাক্যবিবরণ ।
 বিস্তারিত লিখি পাঠাইলেন দেওয়ানে ॥
 রাজা পত্নী পাইয়া পুত্রেরে কহে ডাকি ।
 ভব মাতা নাড়া সঙ্গে নাড়া হৈল না কি ॥

বেপর্দা হইয়া খেচ্ছাময় আচরিল ।
 ইহা কহি দেওয়ানের পত্র দেখাইল ॥
 প্রেমসিংহ পত্র পড়ি আনন্দিত হৈল ।
 বুঝিলাম মাতা বড় পদে আরোহিল ॥
 পিতারে কহয়ে এত বুঝিলাম ভাল ।
 মাতা মোর তিন কুল উজ্জল করিল ॥
 কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা ব্রত ধরিয়াছে ।
 ইহা বিনে ভাগ্য আর জগতে কি আছে ॥
 প্রেমসিংহ কৃষ্ণভক্ত সাধুমত কহে ।
 র'জা বিপর্যয় বুঝি ক্রোধানলে দহে ॥
 রাগত হইয়া রাজা পুত্রেরে ডাকিল ।
 রাণীর মন্তকচ্ছেদ করিতে কহিল ॥
 প্রেমসিংহ কহে মোর মন্তক থাকিতে ।
 কার স ধ্য আছে মোর মাতার হিংসিতে ॥
 এত কহি প্রেমসিংহ সৈন্য সাজাইয়া ।
 উদযুক্ত হইল যুদ্ধে প্রতাপ করিয়া ॥
 রাজাও করিতে যুদ্ধ প্রবর্ত হইল ।
 শিষ্টলোক মধ্যে থাক দৌহা থামাইল ॥
 ক্রোধে রাজা রাণীর মন্তক ছেদিবা র ।
 গৃহেতে চলিলা ক্ষত বাঁড়িনী সওয়ারে ॥
 গৃহে গিয়া মস্ত্রী সনে পরামর্শ কৈল ।
 হঠাৎ জীহত্যা করা উচিত নহিল ॥
 বৃহৎ বে ব্যাঘ্র পালা আছে পিঁজিরাতে ।
 তাহা নিরা ছাড়ি দিল রাণীর গৃহেতে ॥
 ব্যাঘ্রে খাইবেক বলি উদ্যম করিল ।
 কৃষ্ণভক্ত প্রতি সেই উদ্যম ব্যর্থ হৈল ॥
 খাটবে কি ব্যাঘ্র সেই বৈষ্ণব হইল ॥
 রাণীর চরণস্পর্শে নাচিতে লাগিল ॥
 কৃষ্ণ সেবা পূজা রাণী করিতেছে বসি ।
 সেইকালে ব্যাঘ্র তথা দাড়াইল আসি ॥
 রাণী দেখি ঘেহ করি তাহাকে ডাকিল ।
 আইস আইস বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ॥
 পুলক হইয়া ব্যাঘ্র অষ্টাঙ্গ হইল ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠ নাচিতে লাগিল ॥
 কণ্ঠে তুলসীর মালা তিলক নাসার ।
 রচিতা দিলেন রাণী আনন্দ হিয়ার ॥
 তখন বুঝিল রাজা প্রাকৃত না হবে ।
 আমার দৌরাত্ম্য এত কৃষ্ণ না সহিবে ॥
 এই অপরাধে মোরে না জানি কি হয় ।
 বিচারিলা অপরাধ তখন উপায় ॥

পাছ মিছ লভাসদ সব সবিত্যার ।
 রাণীর নিকটে গেলা করি পরিহার ॥
 নিকটে বাইয়া রাজা অষ্টাঙ্গে পড়িল ।
 নিজ দ্রী বলি অভিমান নাহি কৈল ॥
 যোদ্ধুহস্তে স্তব স্তোত্র অনেক করিল ।
 অপরাধ ক্ষেম বলি কাকুবাদ কৈল ॥
 রাণী কহে যোরে এত পরিহার কেন ।
 অপরাধ কি করিলে মুই ত না জান ॥
 বাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মজল হইবে ।
 মুই তব অধীন দয়া, অবশ্য রাখিবে ॥
 রাজা কহে তুমি ত অধীন কার নহ ।
 সৃষ্টি স্থিতি নাশ তুমি করিতে পারহ ॥
 বাহার অধীন এই জগত সংসার ।
 সে তব অধীন তাহে বিচিহ্ন কি তার ॥
 অতএব যেই ইচ্ছা তাই তুমি কর ।
 তোম'রে সহায় করি রাজ্য মুই করো ॥
 এত পরিহার করি রাজা চলি গেলা ।
 অর্থে সামর্থ্যে রাজা অমুকুল হৈলা ॥
 একদিন মানসিংহ মাধো সিংহ হুই ॥
 নৌকার সন্মাল করে দরিয়ায় যাই ।
 হেন কালে প্রচণ্ড বাতাস ঝড় হৈল ।
 দরিয়ায় বড় ঢেউ তুফান উঠিল ॥
 ঝলকে ঝলকে জল নৌকার উঠয় ।
 নৌকা ডুবি যায় প্রায় হইল সংশয় ॥
 ভয়ে অসাড় ভাব রাজা হুইজন ।
 ভাবে এ সময় লব কাহার শরণ ॥
 বিচারিয়া সেই রাণীর স্মরণ করিল ।
 চক্ষুর নিমিষে সর্ব আপদ ঘুটিল ॥
 ঝড় বাতাস নাহি দরিয়া স্তব্ধির ।
 অনায়াসে তরণী লাগিল গিয়া তীর ॥
 গৃহেতে যাইয়া রাজা রাণীয়ে এণতি ।
 করিয়া কহিল হাত যুড়ি বহু স্তুতি ॥
 বিপদনাশের হেতু সম্পদের দাতা ।
 ভুক্তি মুক্তি আদি কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি প্রদা ।
 হরিভক্তি বিনে আর যেন কেউ নাই ॥
 ত্রিঙ্গতে এমন কদাচ নাই নাই ॥
 অতএব সেই যে রাণীর পদযুগে ।
 হরি অনুগ্রহ অর্থ কৃষ্ণদাস মাগে ॥

শ্রীবিদুর-নাম ভক্ত ।

বিদুর ন'মেতে ভক্ত জৈত'রণ গ্রামে ।
 নিরন্তর সাধুসেবা করয়ে নিকামে ॥
 বৈষ্ণবেতে প্রীতি তাঁর একান্ত ভাবেতে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন তাঁরে হৈল যাহা হৈতে ॥
 বরিষা না হৈল আকাল বৎসর ॥
 বৈষ্ণবসেবার হেতু উদ্ভিগ্ন অন্তর ॥
 ভূমি চাষ করিবারে করিলা যুক্তি ।
 জল নাহি বীজ নাহি কিসে হবে ক্ষেতি ॥
 ভাবিয়া ইহা কিছু পার নাহি পায় ।
 কৃষ্ণচন্দ্র রাজিবোপে স্বপনে কহয় ॥
 চাস গিয়া চস তুমি অন্ন উপজিবে ।
 বিনা জল বিনা বীজ ধাত্তাদি ফলিবে ॥
 অ'দেশ পাইয়া সাধু ভূমি চাস দিল ।
 দুই চারি দিনে ভূম অঙ্কুরিত হৈল ॥
 ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া ফল হইল ।
 বহু অন্ন মৈল গৃহে আনি স্তূপ কৈল ॥
 পাড়ার সকল লোক দেখি চমকিত ।
 জানিল কৃষ্ণের কৃপা হইল বিদিত ॥
 বৈষ্ণব সেবার দেন মহিমা অপার ।
 কৃষ্ণ-কৃপা অনায়াসে হয় হঠাৎকার ॥
 হেন যে বৈষ্ণবপাদপুদ্মে রতি মতি ।
 বিধাতা বঞ্চিত কৃষ্ণদাস পাপ প্রতি ॥

শ্রীচতুরস্রামী ।

চতুরস্রামী নাম এক ভক্ত প্রধান ।
 তুলা নিন্দা স্তুতি আর অপমান ॥
 কৃষ্ণকতাৎপর্য আর সকল বিষয় ।
 অনাসক্ত যথা পদ্মপত্র জলাশয় ॥
 গৃহেতে অ'ইলা গুরু আনন্দিত হৈলা ।
 কায়মন-বাক্যে সেবা করিতে লাগিলা ॥
 গৃহেতে যুবতী ভার্য্যা গুরুর সেবায় ।
 নিযুক্ত করিল পাছে ক্রটি কিছু হয় ॥
 শয়ন করিলে গুরুর চরণ সেবয় ।
 দৈবাক্ত মনেতে কিছু হৈল অপচয় ॥
 দ্রীর সহিত তাঁর অঙ্গসদ হৈল ।
 চতুরস্রামী তাহা বিশেষ জানিল ॥

কোভ না করিল কিছু প্রকাশ না কৈল
মনে মনে ধর্মার্থ বিচার করিল ॥
এই স্ত্রী মোর স্পর্শবোধ্য না হইল ।
গুরুদেব যার অঙ্গে পরশ করিল ॥
এতক ভাবিয়া গুরুস্থানে নিবেদয় ।
এই স্ত্রী গৃহ অর্ধ যে মোর আছয় ॥
এই সকল অর্পিহু হুই এই শ্রীচরণে ।
গ্রহণ করিয়া কর বাহা নয় মনে ॥
গুরু নিজ দোষ ভাবি লজ্জিত হইলা ।
মাথা হেট করি লাজে মউনে রহিলা ।
চতুরখামী তবে নিজগুরু চরণে ।
সর্বস্ব অর্পণ করি গেলা বৃন্দাবনে ॥
বৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণচরণারবিন্দে ।
সঁপিলা মানস নিজ পরম আনন্দে ॥
উহার চরণে কোটি কোটি পরণাম ।
বাহা হৈতে অনায়াসে পূরে সর্বকাম ॥

পুনশ্চ শ্রীকবীরজীর ।

কানীবাগী সাহা এক মহাব্যাধিগ্রস্ত ।
সহিষ্ণুতা নাহিক হয় সদাই অসুস্থ ॥
গদ্যরূপে বেষণ করিবারে সাঁহা যায় ।
হেনকালে কবীরজী তাহারে কহয় ॥
প্রাণ কেনে তেজ ইহার ঔষধ আছয় ।
আমি ভাল করি আটস যদি মনে লয় ॥
কৃতার্থ মানিয়া সাহা সাধুর চরণে ।
পড়িয়া কাকুতি করে বাতনাকরণে ॥
সাধুর স্বভাব পরহুঃখেতে কাতর ।
রামনাম-মহামন্ত্র অপে তিনবার ॥
তৎক্ষণে নির্ল্যাঘি পুষ্টশরীর হইল ।
সাধু গুরুস্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল ॥
গুরু রাম নাম তাঁরে কোপ করি কহে
অপরাধী তুই তোম মতি শুদ্ধ নহে ॥
এক রামনামে হয় ব্রহ্মাণ্ডশোধন ।
ক্ষুদ্র বিষয়েতে কৈলি তিন উচ্চারণ ॥
তাহা শুনি কবিরজী লজ্জিত হইয়া ।
পরিহার করে গুরু চরণে ধরিয়া ॥
হেন রামনাম যে জিজ্ঞাসের লায় ।
প্রাকৃ করিয়া মানি কি হবে আমার ॥

জন্মে-জন্মে অপরাধ কতক করিল ॥
বেহেতুক ভক্তি পথে বঞ্চিত হইল ॥

কেবলকুণা ন মে এক আত্যাংশে কুমার ।
ভাগবতোক্ত মহিমার নাহি পার ॥
কৃষ্ণপ্রেমাম্বল সুখী উদার চরিত ।
বৈষ্ণবসেবার তাঁর একান্ত পিরীত ॥
উপায় করয়ে বাহা বৈষ্ণবসেবার ।
লুঠাইয়া দেয় ঘরে কিছু না রাখয় ॥
একদিন ছই চারি বৈষ্ণব আইলা ।
সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু না দেখিলা ॥
বাগারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে ।
সামগ্রী মাগিলা সাধুসেবার কারণে ॥
বণিক কহয়ে খাদ্যসামগ্রী যে লবে ।
ইহার যে মূল্য হৈতে কর্ম করি দিবে ॥
কুয়া বনিতেকে মোর তাহাতে খাটিবে ।
ভিতর পশিয়া মাটি খুদিয়া উঠাবে ॥
কেবল কহেন ভাল করিব তাহাই ।
বৈষ্ণবসেবার সিধা দেহ লৈয়া বাই ॥
এতক কহিয়া সাধু সামগ্রী আনিয়া ।
বৈষ্ণবসেবন কৈল আনন্দ হিয়া ॥
পরে সেই বণিকের কুয়া খুদিবারে ।
গেলেন তথায় পূর্ববাক্য অনুসারে ॥
কুয়ার ভিতর পশি মৃত্তিকা খুদিতে ।
ধসিয়া পড়িল কুয়া দুই দিক্ হৈতে ॥
উপরে সকল লোক হাহাকার করি ।
কহয়ে কেবল কুয়াগণ-মধ্যে গেল মরি ॥
লোক মার' গেল বলি কুয়া না খুদিল ॥
কান্দ হইয়া লবে ঘরে চলি গেল ॥
কেহ কোন কার্যক্রমে একমাস পরে ।
গেল সেই বুজারজী-গাড়োলা ভিতরে ॥
মৃত্তিকা-ভিতর হৈতে অপূর্ব সুবরে ।
শুনে রাম-কৃষ্ণ-নাম কে জানি উচ্চারে ॥
আমি গিয়া সেই ব্যক্তি রহস্ত কহিল ।
শুনিয়া সকল লোক ধাইয়া চলিল ॥
আশ্চর্য মানিয়া লোক মৃত্তিকা খুদিয়া ।
দেখেন কেবল নাম লয়েন বসিয়া ॥

একটুক মৃত্তিকা মা পড়ে তাঁর গায় ॥
 কিছু মায়ে বেদন' ব্যামহ নাহি পায় ॥
 ছই দিক্ হইতে পড়িয়া ছই চাপ ॥
 মেরাপের ন্যায় মধ্যে রহে সন্ধিস্থল ॥
 তার মধ্যে বসি সাধু হরিনাম লয় ॥
 যার নিজজন তেঁই আহার যোগায় ॥
 দেখে তথা আছে খাদ্যসামগ্রী কতেক ॥
 ভাণ্ডভরা অল নানা মিষ্টায় অনেক ॥
 উঠাইয়া গৃহে তাঁরে আনিল সবাই ॥
 জনতা হইল লোক না হয় সামাই ॥
 কেহ দণ্ডবত নতি করিয়া পড়য় ॥
 কেহ পাদোদক ধায় স্তবন করয় ॥
 এক জীবজন্তুমূর্ত্তি ডুওরপুর হৈতে ॥
 নির্মাণ করিয়া আনে বিক্রয় করিতে ॥
 কেবলকুবার যাচী আসি উত্তরিল ॥
 সাধু তাহা দেখি মনে লালসা হইল ॥
 সেবা করিবারে মনে উৎসাহ জন্মিল ॥
 পুষ্পমূল্য কি লইবে ভাস্করে পুছিল ॥
 সাধুর আগ্রহ দেখি বহু মূল্য কহে ॥
 অসমর্থ হেতু সাধু চুপ করি রহে ॥
 ভাস্কর ঠাকুর নিয়া চলিবারে চাহে ॥
 উঠাইতে নাহি পারি চারিপানে চাহে ॥
 ক্রমে ছই চারি পাঁচ সাত লোকে ঝাঁকে ॥
 উঠাইতে না পারিয়া হাত দিলা নাকে ॥
 বুঝিলা মরম এই সাধুর ইচ্ছায় ॥
 ঠাকুর হইল ভারি বাইতে না চায় ॥
 তবে সে ভাস্করগণ সাধুর চরণে ॥
 পড়িয়া কহরে লহ করত গ্রহণে ॥
 আমরা বলদমাত্র বেড়াই বহিরা ॥
 বেচিতে বেড়াই আর অর্থের লাগিয়া ॥
 তোমার ঠাকুর তুমি ঘরে নিয়া সেব ॥
 মূল্য অর্থ মোরা কিছুমাত্র নাহি লব ॥
 এতেক বলিয়া সেই ভাস্করগণ গেল ॥
 সাধু তবে ঠাকুরের সেবা আরম্ভিল ॥
 পরম-পিরীতি-ভক্তি-ভাবে সেবা করে ॥
 ঠাকুর একান্ত বশীভূত হৈলা তাঁরে ॥
 অনেক হইল চেলা প্রেমভক্তিবান্ ॥
 গ্রামে গ্রামে সর্বলোক করে পূজ্যমান ॥
 শ্রী তাঁর অন্নবুদ্ধি ভক্তিহীনপ্রায় ॥
 সাধুসন্ত দেখি তাঁর মান্য না করয় ॥

কেবল দেখিয়া তাহা ক্রোধিত অন্তরে ॥
 বুঝাইলে নাহি বুঝে গ্রাহ নাহি করে ॥
 একদিন তাঁর ভ্রাতা প্রাকৃতকুমার ॥
 অবৈষ্ণব অন্তব্য না জানে ব্যবহার ॥
 গাধায় চড়িয়া আইল কগিনীর স্থান ॥
 তেঁহ তাঁরে আদর করিয়া বহমান ॥
 রন্ধন করিল অতি পরিপাটী করি ॥
 নানাজাতি ব্যঞ্জন পিষ্টক-আদি পুরি ॥
 ভ্রাতার কারণ বহু অয়োজন কৈল ॥
 অনেক সামগ্রী স্ত্রী প্রস্তুত করিল ॥
 ইতরের যোগ্য নহে কৃষ্ণভক্ত বিনে ॥
 তাহাই করিব যাতে ধায় সাধুগণে ॥
 এতেক ভাবিয়া কোন ছল করি সাধু ॥
 অল্প কর্ণে পাঠাইয়া দিল নিজ বধু ॥
 হেথা যত সামগ্রী যতেক উপচার ॥
 বৈষ্ণবে খাওয়ার সার করিয়া বিচার ॥
 হেনকালে শ্রী তাঁর আসিয়া দেখিল ॥
 ভাল জ্বা বত সব বৈষ্ণবে খাইল ॥
 দেখিয়া সে সব ব্যবহার ক্রোধে জলি ॥
 বৈষ্ণবগণেরে গালি দিল কটু বলি ॥
 তাহা শুনি কেবলের সন্তোষ না হৈল ॥
 কুটি ধরি শ্রীকে তবে বাতির করি দিল ॥
 অসতী যে সেই শ্রী বাপে চল গেল ॥
 তখনি যাইয়া এক উপপ'ত কৈলা ॥
 তাহাতে জন্মিল ছই তিন কন্তা পুত্র ॥
 দারিদ্রতা তাহার সহিত হৈল মিজ ॥
 আকাল সময় টোল খাইতে না পার ॥
 কাদাল হইয়া ফিরে তিক্ষা না মিলয় ॥
 কেবলের বাটি নিত্য মহোৎসব হয় ॥
 কাদাল গরিব যেই যার সেই পার ॥
 খাইতে না পাইয়া বালকগুলি মাতে ॥
 তথায় বাইয়া বসিলা দরজাতে ॥
 কেবলকুবার এক শিষ্য শাস্তমতি ॥
 গুরুর সাক্ষাতে কহে করিয়া বিনতি ॥
 মোর মাতা গুরু অতি কেশে পাইয়া ॥
 ছুরারে আলা রাখ পালন করিয়া ॥
 কেবল কহেন সেই নহে মোর ভাৰ্য্যা ॥
 ব্যভিচারি সেই মোর বহুকাল-ভাৰ্য্যা ॥
 ক্রোধে গড়ি আসিয়াছে দেই খাইবারে ॥
 অন্ন দিতে উপযুক্ত হয় সভাকারে ॥

বাহিরে রাখিয়া তারে আকালপর্যন্ত ।
 পালন করিলা সাধু বাতে দয়াবন্ত ॥
 আকাল-অতীতে তারে বিদায় করিল ।
 মাগি গিয়া থাক এবে তাহারে কহিল ॥
 আর কিছু কহিলেন অপূৰ্ণ কথন ।
 বাহাতে তাহার মনে হইল চেতন ॥
 তোমার যে স্বামী হতে হৈল কি তোমার ।
 একমুষ্টি অন্ন দিতে শক্তি নৈল তার ॥
 আমার যে স্বামী তাঁর দেধহ মহিমা ।
 জন্মান্তর কর্তা যে গৃহিণী ষার রমা ॥
 মোরে পালিতেছে আর মোর পরিবার ।
 আর নিজজন কত হাজার হাজার ॥
 এতেকু শুনিয়া তার বিবেক অগ্নিল ।
 আপনা খিৎকার করি মন দূঢ় কৈল ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মে মন সমর্পিলা ।
 পাইল নির্কৃতি সব অজ্ঞান তেজিয়া ॥
 কেবলকুবারপায় কোটি পরণাম ।
 পরম সুশাস্ত বেঁহ কৃষ্ণভক্তধাম ॥

শ্রীহরিদাস বণিক্ ।

হরিদাস বণিক্ বাস কাশীর নিতট ।
 নিবাস সুশাস্ত অতি শুভ নিরুপট ॥
 বহুকালাবধি আশা করিয়াছে মনে ।
 বৃন্দাবনধামে গিয়া শরীর-তেজনে ॥
 পীড়িত হইয়া অতি সঙ্কট হইলা ।
 ডুলি চড়ি শ্রীমুগতি জীধাম চলিলা ॥
 যাইতে যাইতে পথে কালপ্রাপ্ত হৈলা ।
 সেইখানে বৃন্দাবন দরশন দিলা ॥
 শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাসহ শ্রীরাগসম্বলে ।
 দরশন পাইলা জীবতে সেইকালে ॥
 দেহত্যাগ করিয়া পাইয়া গোপীদেহ ।
 বিহারে মাতিলা বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সহ ॥
 তাঁহার চরণপদ্ম করিয়া অরণ ।
 কৃষ্ণদাস মাগে কৃষ্ণভক্তিরতন ॥

শ্রীকরমেতি বাই ।

খড়্গল্যা গ্রামেতে বাস রাজ-পুরোহিত ।
 পরশুরাম নাম তাঁর কৰ্তা জচরিত ॥

করমেতি তাঁর নাম অলপ বয়েস ॥
 স্বামীর স্বর নাহি ষার বিবাহের শেষ ॥
 তাঁহার চরিত্র-কথা অতি চমৎকার ।
 এমন আশ্চর্য্য কিছু নাহি শুনি আর ॥
 একে শ্রী তাহাতে হয় বালিকা-বয়েস ।
 বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণে এতেক আবেশ ॥
 মহা অমুরাগ-পরাকাষ্ঠা ঐকান্তিক ।
 দেহ-অমুরোধ নাহি কি কব অধিক ॥
 প্রাকৃতিক-মতি কৃষ্ণে হঠাৎ লাগিল ।
 কৃষ্ণ লাগি সদা মন বিরূহে বিকল ॥
 নির্জনে বসিয়া সদা অন্তরে চিন্তয় ।
 প্রেমাবেশে হাসে কান্দে পাগলীর প্রায় ॥
 কৃষ্ণলীলা প্রফুল্লিত কমল দেখিয়া ।
 মন মত্ত মধুকর পড়িল মাতিয়া ॥
 কৃষ্ণরূপ-অমৃতের সাগরে পড়িল ।
 উঠিতে না পারে সুখে ভুবিয়া রহিল ॥
 কৃষ্ণগুণ-কল্পলতা জড়াইয়া অঙ্গে ।
 চালাইতে নারে অঙ্গ শুভ বসরঙ্গে ॥
 কৃষ্ণনাম-কল্পবৃক্ষ হৃদয়ে কপিয়া ।
 প্রেমানন্দ-ফল খায় বুকিয়া বুকিয়া ॥
 কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে ত্রিভুগতে আর !
 কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সুখসার ॥
 এইরূপ রসে থাকে কতদিন পথে ।
 লইতে আইল বাইতে হবে স্বামিঘরে ॥
 স্বামিসঙ্গ বিষতুল্য করিয়া মানয় ।
 বিংশষে বিষয়ী সেই অবৈষ্ণব হয় ॥
 বড়ই পড়িল শোচ চিন্তায় আকুল ।
 উপায় হইবে কি ইহার অমূল ॥
 তথায় বাইলে মোর কুসঙ্গ সঙ্করে ।
 মন বুদ্ধি হরি লবে বিষয়-তঙ্করে ॥
 কৃষ্ণভক্তি-পদশরতন হারাইব ।
 হায় হায় মোর তবে কি দশা হইব ॥
 রাজপ্রভাতে মোরে লইয়া যাইবে ।
 ইহার যুক্তি বুই কি করি কি হবে ॥
 বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ।
 স্থির হৈল চিন্তে তবে যাই পলাইয়া ॥
 বৃন্দাবন যাই কথা যুগলকিশোর ।
 নিত্যসখীসঙ্গে সঙ্গে করয়ে বিহার ॥
 পুনঃপুন মন বুঝাইয়া ধনী কহে ।
 কাতর হইয়া পুটিচক্রে ধারা রাখে ॥

আরে মন মোরে কিছু অনুকূল হও ।
 কৃষ্ণ-অবেশে মোরে শীঘ্র নিয়া বাও ॥
 কমলবদন শুভ সুখময়ধাম ॥
 রসের সাগর রূপে গুণে অনুপাম ।
 তাহারে মিলাও মোরে এই হিত কর ।
 চল তবে এই অভাগীর কর ধর ॥
 লইয়া বাইয়া পাছে আছাড় মারহ ।
 পুনর্বার গৃহকাসে কিরিয়া আনহ ॥
 তেজ্য যেই ঘৃণান্দিত বিষয়ের সহ ।
 মিলাইয়া পাছে পুন বীজ্যনি করহ ॥
 তোমার চরণ ধরি নিবেদন করি ।
 হে মন মোর নহে পাছে করহ চাকুরী ॥
 যে পথে চলিবে দৃঢ় সেই পথে যাবে ।
 পুন পাছুপাছু নাহি কিরিয়া চাহিবে ॥
 সুখ মান অর্থ আর জীবনের আশা ।
 তেজিয়া করহ কৃষ্ণ-আশালতা বাসা ॥
 প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ-অবেশে ॥
 কৃষ্ণ বিনে অনর্থক কি কাজ জীবনে ॥
 দৃঢ় কর প্রতিজ্ঞা যে বেপর্যায় স্বাস ।
 যে সাধনে পাই সেই যোগে কর আশ ॥
 এতেক চিন্তিয়া ধনী অর্জননিষোগে ।
 ঘর হইতে বাহিরিল মহা-অনুরাগে ॥
 বাটী হৈতে বাহির হৈতে না পারিয়া ।
 কোঠার উপর হৈতে পড়ে লক্ষ দিয়া ॥
 কৃষ্ণ অনুরাগ-বন্ধু ধরি নামাইল ।
 কিকিৎ শরীরে নাহি বেদনা লাগিল ॥
 পড়িয়া চলিল ধনী বৃন্দাবনপথে ।
 তল্লাস পড়িয়া গেলা গৃহেতে প্রভাতে ॥
 হাহাকার করে সবে কন্যা কোথা গেল ।
 লোকধর্মভয়ে সবে অধোমুখ হৈল ॥
 রাজার নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণ কহিল ।
 মহারাজ মোর নাক কাণ কাটা গেল ।
 কন্যা মোর রাজিযোগে কোথাকারে গেল ।
 কি জানি কি হুঃখ তাবি বনে প্রবেশিল ॥
 রাজা তনি তৎক্ষণে চতুর্দিকে লোক ।
 পাঠাইল তল্লাসে পাইয়া মন-হুঃখ ॥
 ষাঁড়িনী উটেতে চড়ি চলিল খুঁজিতে ।
 দূর হৈতে বাই তাহা পাইল দেখিতে ॥
 বুঝিল আমার তব লোক আসিতেছে ।
 ক্ষত চলি যার কণে কণে চার পাছে ॥

মরদানেমধ্যে লুকাইতে নাহি স্থান ।
 মৃত এক উট পড়ি আছয়ে দেখেন ॥
 উদর-ভিতর তার সড়িয়া গিয়াছে ।
 গহ্বরের জায় চাম শুকাইয়া আছে ॥
 হুর্গন্ধি কেলস তাতে অতিশয় হর ।
 ভিতর পশিয়া গিয়া লুকাইয়া রয় ॥
 বিষরের হুর্গন্ধি স'ফুতা নাহি হৈল ।
 উটে যে হুর্গন্ধি সেহ স্নগন্ধি মানিল ॥
 কৃষ্ণ-অনুরাগের এমতি রীত হয় ।
 পরম যে হুঃখ তাহে বাধা না জন্ময় ॥
 তিনদিন উপবাসী তাহাব ভিতরে ।
 রহিয়া কেবল কৃষ্ণনামে প্রাণ ধরে ॥
 লোক জন কিরি গেল দেখা না পাইয়া ।
 বাহির হইয়া বাই পলাতে বাইয়া ॥
 গজায় ন করি শ্রীমন্‌ব্রন্দাবন গেলা ।
 দরশন করিয়া পরমানন্দ হৈলা ॥
 ব্রহ্মকুণ্ডীতে চোর বনের ভিতর ।
 বসিয়া চিত্তয়ে কৃষ্ণ আনন্দ-অন্তর ॥
 পিতা তাঁর পরশুরাম চুঁড়িতে চুঁড়িতে ।
 বৃন্দাবন গেলা দুই চারি লোক সাথে ॥
 বনে বনে কিরি বহু অবেষণ করি ।
 না দেখিয়া উঠি এক উচ্চ বৃক্ষোপরি ।
 যুদ্ধ হৈতে নিরখয়ে চারি দিক-পানে ।
 দেখে বসি আছে বনে ধ্যানপরায়ণে ॥
 নামিয়া নিকট গিয়া দেখে চমৎকার ।
 বাহুবলি নাহি চক্রে বহে গজাধার ॥
 তেজে করিয়াছে আলো চৌদিক ব্যাপিয়া ।
 মুখে না আইসে বাণী আশ্চর্য্য দেখিয়া ॥
 অষ্টোজ হইয়া দ্বিজ কৈল নমস্কার ।
 পিতা হৈয়া করিলেন শিষ্য ব্যবহার ॥
 কিবা পুত্র কিবা কন্যা নীচ কেনে ময় ।
 যেই কৃষ্ণভক্ত সেই পুণ্ড্রাতম হয় ॥
 বহুকণ পরে বাইজীর বাহু হৈল ।
 আঁধি মেলি সম্মুখেতে পিতারে দেখিল ॥
 নমস্কার করি হেঁটমাথে বসি রহে ।
 বিনয়পূর্ব্বক তবে পিতা কিছু কহে ॥
 মাতা মোর গৃহে চল বনেতে কি কাজ ।
 ঘরে বসি কৃষ্ণ ভজ করিয়া বিরাজ ॥
 তুমি মোর কুলের দীপক গৃহলক্ষ্মী ।
 অমৃতান্তিবিভক্ত হৈলু তোমায়ে নিরখি ॥

তেঁহ কহে পিতা কেন এত ভুতি কর ।
 মোর লাগি এত কেনে আগ্রহ বিস্তার ॥
 প্রামদসুন্দর-সিদ্ধতরঙ্গ-পাথারে ।
 ডুবিরাহে মোর মন উঠিতে না পারে ॥
 দেহ নিয়া গিয়া মোর কি কাজ আছে ।
 বুধা কেনে আগ্রহ করহ মো-বিষয় ॥
 মোর আশা ত্যাগ করি গৃহে চলি যাও ।
 মরিল যে জন তার পাছে কেন ধাও ॥
 কালিয়া-পাথারে বেই ডুবির মরিল ।
 সংসারের কর্মে সেই অযোগ্য হইল ॥
 অতএব পিতা শুন যৎ চলি যাহ ।
 যেরে গিয়া কৃষ্ণপ্রেম আশ্বাদ করহ ॥
 বিষয়-বিষমে বুধা ইঞ্জির চরাও ।
 দূরে তেজ তাহা সুধাসাগরে ডুবাও ॥
 বড় সুখ পাবে হৃৎকথা বাইবেক দূর ।
 দিনে দিনে প্রেমানন্দ বাড়িবে প্রচুর ॥
 ক'হতে কহিতে ধনী নয়ানের জলে ।
 ভাসিয়া হইয়া মুচ্ছা পড়িল ভূতলে ॥
 পরশুরাম দেখিয়া কষ্টার ব্যবহার ।
 চমৎকৃত আপনারে করিয়া ধিক্কার ॥
 কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র ধরে চলি গেল ।
 রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল ॥
 রাজা শুনি প্রশংসিয়া তাঁরে দেখিবারে ।
 বৃন্দাবন গেলা যথা বাইজী বিহরে ॥
 দেখে যমুনার তীরে বসিয়া একাকী ।
 কৃষ্ণনাম জপিছে বুরিছে ছই আঁখি ॥
 অষ্টাদ করিয়া রাজা প্রশংসা করিল ।
 দৈবং নামাইয়া মাধা বাই প্রণমিল ॥
 রাজা বহুবাক্য ভুতি বহুক্ষণ কৈল ।
 বাইজীউ একবার দৃষ্টি না করিল ॥
 তবে রাজা ব্রহ্মকুণ্ডতীরে কিছুদূরে ।
 কুটীর করিতে আরম্ভিল তাঁর তরে ॥
 তেঁহ কহে অকর্তব্যকুটীর বনাইতে ।
 বহু জীবহিংসা হবে যুক্তকা খুদিতে ॥
 তখাচ রাজন পাকা কুটীর বানায় ।
 দিলেন তাঁহার দেহরক্ষার লাগিয়া ॥
 বনমধ্যে তাহাতে রহিলা সতী ধনী ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে দিবসরজনী ॥

শাক মূল ফল কড়ু চনা চাবাইয়া ।
 আশ্রয়কাহেতু মাত্র থাকেন খাইয়া ॥
 কৃষ্ণের প্রেরণী তেঁহ প্রেরণা পাইলা ।
 ধীর গুণ নাভাজীউ পুলকে বর্ণিলা ॥
 তাঁর সেই কুঠরী অদ্যপি বর্তমান ।
 না ভালে না টুটে তাহা আছে সন্মান ॥
 কর্মোত্তম বাইর কুটীর বনি খাত হয় ।
 তাহাতে কখন কোন বৈফল্য রহয় ॥
 তাঁর শ্রীচরণগুণ বর্ণিতে বর্ণিতে ।
 কণমাত্র শাস্তি হৈল কৃষ্ণদাস-চিত্তে ॥
 কিঞ্চিৎ জবিল চিত্ত পূর্ববৎ পুন ।
 কুঞ্জরশউচ যিনে তৈল বাতি যেন ॥

শ্রীখড়গসেন ।

গোয়ালির স্থানে এক বসতি কার্যহ ।
 কৃষ্ণ-অমুরাগে সাধু সদা মনে ব্যস্ত ॥
 বড়ই উৎকর্ষা চিত্তে কৃষ্ণদর্শনে ।
 হাহাকার করয়ে সদাই রাজি-দিনে ॥
 রাসযাত্রাপূর্বে সাধু ঠাকুরের আগে ।
 উদ্ভাসের জ্বালা নৃত্য করে অমুরাগে ॥
 করিতে করিতে নৃত্য বিরহ-আবেশে ।
 পড়িলা ভূমেতে প্রাণ অমনি নিকশে ॥
 অমনি শ্রীনিত্যরাসলীলায় প্রবেশ ।
 শ্রীকৃষ্ণসহিত নৃত্য হাস-পরিহাস ॥
 ভক্তির মহিমা মহা-অপার-সমুদ্র ।
 বঞ্চিত অমুচ কৃষ্ণদাসিয়া অভয় ॥

শ্রীপ্রেমনিধি ।

প্রেমনিধি নাম সাধু আগরা নিবাস ।
 শুদ্ধাচার অতি যতি শুদ্ধ সুপ্রকাশ ॥
 কৃষ্ণসেবারসে মন মগন সদাই ।
 অষ্ট-বাম যখন যে সেবার জট নাই ।
 আগরা সহরস্থান অনেক যবন ।
 জল আনিবারে নারে পরশ-কারণ ॥
 লোকভিত্তি নাহি থাকে অনেক নিশিতে ।
 সেইকালে জলহেতু ব্যয় যমুনাতে ॥
 একদিন যোর মেঘ বর্ষে অতিশয় ।
 মহা-অককার পথ দেখা নাহি ব্যয় ॥
 কলসী লইয়া সাধু চলিল যমুনা ।
 মশাল লইয়া ব্যয় দেখে একজনা ॥

যে পথে চলয়ে সাধু আগে আগে যায় ।
 কে যায় মশাল ধরি সাধু না জানয় ॥
 যমুনার জল ভরি ফিরিয়া আনিতে ।
 আগে আগে আইসে পুন সেই সেই পথে ॥
 প্রেমনিধি নিজগৃহে প্রবেশ করিল ।
 মশালজী কোথায় গেল আর না দেখিল ॥
 ঘরে আসি চিন্তায় আকুল সাধুবর ।
 মশাল ধরিয়া আগে কে চলিল মোর ॥
 ঠাকুরের ঘরে যবে প্রবেশ করিল ।
 সেই সে মশাল সিংহাসনেতে দেখিল ॥
 শ্রীহস্তে মশাল-গুল-তৈল লাগিয়াছে ।
 চরণেতে কাণী অঙ্গে ঘর্ষ হইয়াছে ॥
 আর্জনা করি সাধু মুছাইয়া দিলা ।
 সেই হৈতে রাতে আর যমুনা না গেলা ॥
 বৈকালে শ্রীভাগবত নিতি পাঠ করে ।
 গ্রামস্থ যে স্ত্রী পুরুষ আইসে শুনিবারে ॥
 হুট ঘেঁটী লোক গিয়া কহয়ে পাংশারে ॥
 প্রেমনিধি পরস্তুী নিয়া আইসে ঘরে ॥
 ক্রোধ করি পাংশা ধরি আনিতে কহিল ।
 চরি চোবদার ধরি আনিবারে গেল ॥
 বৈকালিক জলপান ঠাকুরেরে দিয়া ।
 পানার্থক জল পাছে দিবার লাগিয়া ॥
 বাইবার কালে সেই সময়ে চোবদার ।
 ধরিয়া লইয়া গেল নিকট পাংশার ॥
 পাংশা হুকুম কৈল কয়েদ রাখিতে ।
 কয়েদ করিল নিয়া পল্লতথানাতে ॥
 অন্তরে বড়ই হুঃখ রহয়ে সাধুর ।
 জল না পাইলা রহে তৃষ্ণায় ঠাকুর ॥
 রাজিযোগে পাংশা নিজামর স্বপনে ।
 ক্রোধান্বিত বন্ধোপরি বসি একজনে ॥
 বাড় মুচাড়িয়া ধরি কহে বার বার ।
 প্রেমনিধি সাধু প্রিয়ভক্ত সে আমার ॥
 তৃষ্ণাসমে জল দিতেছিল যে আমার ॥
 জল দিতে নাহি দিল তুড়ুক তোমার ॥
 তৃষ্ণার্ত রহিলু মুই জল না পাইয়া ।
 এ হুঃখ মিটাব আজি তোমারে মারিয়া ॥
 এখান ছাড়াইয়া ঘরে পাঠাও তাহারে ।
 মকুবা এখনি বধ করিব তোমারে ॥
 এতেক স্বপন দেখি জাগিয়া বিচারে ।
 তখনি ডাকিয়া নিজগণ-অনুচরে ॥

প্রেমনিধি সাধুরে তখনি আনাইয়া ।
 স্ততি-নতি করি বহু চরণে পড়িয়া ॥
 কহয়ে ঠাকুর তব তৃষ্ণার্ত আছয় ।
 জলপান করাও এখনি গিয়া তায় ॥
 দুই চারি মশাল সহিত দিল তার ।
 আনন্দিত-হিয়া সাধু গিয়া শীঘ্রতর ॥
 মান করি পুন ভোগ-রাগ আদি দিল ।
 কর্পুর বাসিত জল পান করাইল ॥
 লোকে ধন্য ধন্য সবে করিতে লাগিল ।
 তাঁহার প্রসাদে কত বৈষ্ণব হইল ॥
 বিষয়-বিষম-তৃষ্ণা শাস্তির কারণে ।
 কৃষ্ণদাস নিবেদয় তাঁহার চরণে ॥

শ্রীকেবলরাম ভক্ত ।

ভক্ত শ্রীকেবলরাম সাধু সদাচারে ।
 তাঁহার সমান কেহ নাহিক সংসারে ॥
 পরমদয়ালু পরহুঃখেতে কাতর ।
 কৃষ্ণভক্তি জানয়ে করিয়া রত্নসার ॥
 যারে দেখে তারে কহে কৃষ্ণপদ ভজ ।
 বিষয়-বিষম-বিষ এইক্ষণে তে'জ ॥
 সাম দান দণ্ড ভেদ উপায় করয়ে ।
 কোনমতে কৃষ্ণভক্তি লওয়াইতে চায় ॥
 চরণে ধরিয়া পড়ে ছাড়িয়া না দেয় ।
 যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপদ নাহিক ভজয় ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উন্নতবৎ ফিরে ।
 সব লোক জাগ কৈল গ্রামে ঘরে ঘরে ॥
 তাঁহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল ।
 দাক্ষণ সংসারগিছু উদ্ধার করিল ।
 কৃষ্ণনাম ঘরে ঘরে উচ্চৈঃস্বরে গায় ।
 ভবনদীতীরে যেন খেয়ারি বৈসয় ॥
 পার-হওনের কালে বহুলোক মেলি ।
 কোলাহল করে যেন হয়ে কুতূহলী ॥
 দয়ার সাগর গুণনিধি মহাশয় ।
 জীবের দেখিয়া হুঃখ হুঃখিত হৃদয় ॥
 পথে কোন লোক এক বলদের দেখে ।
 বেজাবাত কৈল দেখি সাধু পুন কহে ॥
 কেনে ভাই আমারে করিলা বেজাবাত ।
 সেই কহে কেন হেন কহ মিথ্যাবাত ॥
 সাধু কহে হয় নয় দেখ ভাই সবে ।
 বেজাবাতচিহ্ন পৃষ্ঠে দেখ সবে তবে ॥

গো-বিশ্র-বৈষ্ণব-অপমান মহাশয় ।
সহিতে না পারে দেখে দহয়ে হৃদয় ॥
তাহার সদগুণ-দয়া-ভক্তির কলিকা ।
কৃষ্ণদাস মাগে মানি প্রাণের অধিকা

শ্রীনরবরের রাজা ।

ময়বর-দেশের রাজা মহাভাগবত ।
সাধন-নিয়ম পাষণ্ডের রেখবত ॥
স্বরূপ মনন পূজা দণ্ডবত-নতি ।
আর যে নিয়ম কত আছে নিতি নিতি ॥
তাহার অন্যথা একতিল নাহি হয় ।
রাজ্য ধন পুত্র দারা প্রাণ যদি যায় ॥
একদিন নিয়মিত পূজার বসিয়া ।
হেনকালে পাংশা তার নগরে আসিয়া ॥
আছরে রাজন কৃষ্ণে মন অরোপিয়া ।
বোলাইলা কার্য লাগি লোক পাঠাইয়া ॥
তাঁহে না আইলা রাজা উত্তর না দিলা ।
কিরিয়া আসিয়া লোক পাংশারে কহিলা ॥
না আইলা শুনি পাংশা ক্রোধ যে করিয়া ।
আপনি চলিলা সঙ্গে ফউজ লইয়া ॥
রাজা যথা পূজা করে তথায় বাইয়া ।
কটু কহি ডাকে হস্তে তলোয়ার নিয়া ॥
তথাচ উত্তর নাহি দিল নৃপবর ।
ক্রোধাবেশে পাংশা তবে করিলা ওয়ার ॥
একপদ কাটিয়া ডারিল তথাপিহ ।
বাহু নাহি কৃষ্ণে মন সর্কোল্লির সহ ॥
পাংশার মনেতে কিছু চমৎকার হৈল ।
হুই দণ্ড নিরখিয়া ভাবিতে লাগিল ॥
এই যে পুরুষ এ ত সামান্য না হয় ।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইবে নিশ্চয় ॥
রাজার মিয়ব তবে সমাপন কৈল ।
ঠাকুরেরে দণ্ডবৎ উঠিয়া করিল ॥
চরণে বেদনা তবে অনুভব হৈল ।
মূর্ছিত হইয়া রাজা ভূমিতে পড়িল ॥
লজ্জিত হইয়া তবে পাংশাহ আপনি ।
ধরিয়া তুলিয়া তাঁরে কহে স্তুতিবাণী ॥
শুশ্রূষা করিয়া তাঁর পীড়াশান্তি কৈল ।
গ্রাম-ভূম-আদি বহু ইনাম করিল ॥

সেই ঠাকুরের সেবা নানা বিধিমতে ।
অদ্যাপি বরাদ্দ আছে সরকার হৈতে ॥
অলৌকিক সেই মহাশয় চরিত্র ।
কৃষ্ণকৃপা ব্যারে তায়ে এ কোন বিচিত্র ॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার ।
ধন্য হই যদি পাদরক্ত পাই তাঁর

শ্রীজগদেব পমার ।

জগদেব নাম তাঁর খেয়াতি পমার ।
কৃষ্ণভক্তসমাজে তুলনা নাহি ধার ॥
সে দেশের রাজার তনয়া ভাগাবতী ।
কৃষ্ণভক্ত তেঁহ অতি সুশীলা সুমতি ॥
বিবাহ দিবারে রাজা উদ্ভুক্ত হইল ।
কন্তা কার ব্যারে নিজ মত জানাইল ॥
জগদেব পমার যদি মোর স্বামী হয় ।
নতুবা কাটারি দিব গলায় নিশ্চয় ॥
রাজা শুনি মনে কিছু বিচার করিল ।
কন্তার চরিত্র বুঝি আনন্দ হইল ॥
জগদেব সাধু কৃষ্ণভক্ত মহাশয় ।
এই হেতু কন্তা মোর বরিতে চাহয় ॥
ভাল ভাল আমার ভাগ্যের সীমা নাই ।
হেন ভাগবত মোর হইবে জামাই ॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা ডাকি জগদেবে ।
বিনয়পূর্ব্বক কিছু কহে মুহূর্ত্তরে ॥
ভূমি মোর কন্তা অঙ্গীকর কৃপা করি ।
যে প্রসাদে এ হস্তর ভবসিদ্ধি তরি ॥
পমার কহেন যুই বিভা না করিব ।
বনেতে গমন করি শ্রীকৃষ্ণ ভজিব ॥
বহু যত্ন কৈলা রাজা না হৈল সম্মত ।
কন্তারে বিশেষ তবে কহিল পরত ॥
কন্তা শুনি বড়ই ক্ষোভিত হৈল মনে ।
অন্ন-জল তেরাগিব তাহার কারণে ॥
রাজা-রাণী শোকাকুলি উপায় না দেখি ।
কন্তার আগ্রহে অতিশয় মনহুঃখী ॥
একদিন রাজার সত্য নাচে নটী ।
কৃষ্ণলীলা গায় নটী অতি পরিপাটী ॥
পমারে করিলা নিমন্ত্রণ শুনিবারে ।
পমার শুনিতে আইলা আনন্দ-অন্তরে ॥

সম্মান করিয়া রাজা বসাইলা তাঁরে ।
 গান শুনি মহাভাব সাধুর সকারে ॥
 আনন্দসাগরে ভাসি কহে নটিনীরে ।
 অমৃত করালে পান কি দিব তোমারে ॥
 ধন কিছু নাহি মোর দেহ মাত্র এই ।
 কি দিয়া শুধিব ঋণ প্রাণ চাহ দিই ॥
 হাসিয়া নটিনী কহে প্রাণ চাহি দেহ ।
 শুনিয়া কহয়ে সাধু এই দিই লহ ॥
 এত কহি নিজ মাথা কাটিয়া তৎক্ষণে ।
 অমনি ডারিয়া দিল নটিনী চরণে ॥
 চিকের ভিতর হইতে রাজকন্যা দেখি ।
 কান্দিয়া আকুল হৈল ঝরে ছুটি আঁখি ॥
 পমার আমার স্বামী মরিল বলিয়া ।
 কান্দে ধনী হই কর বৃকেতে হানিয়া ॥
 রাজা-রানী আদি সবে সাশুনা করিতে ।
 কহে মোর প্রাণ চাহে বাহির হইতে ॥
 যদি মোর এ পরাণ রাখিবারে চাহ ।
 পমারের কাটাযুগ্ম আনি মোরে দেহ ॥
 তবে সেই কাটাযুগ্ম তারে আনি দিল ।
 রাজকন্যা তাহা এক খালিতে রাখিল ॥
 সঙ্গুথ হইয়া যবে দেখয়ে নয়ানে ।
 পশ্চাৎ হইয়া মুণ্ড ফিরয়ে আপনে ॥
 পুন খালি ফিরাইয়া সঙ্গুথ করায় ।
 পুন মুণ্ড অ'পনিহ পশ্চাৎ করয় ॥
 জীসজ না করিব প্রতিজ্ঞা আছিল ।
 মরিয়াও সেই মনস্কাম প্রকাশিল ॥
 পুন রাজকন্যা সেই ধড় আনাইয়া ।
 মুণ্ড স্বক্ষোপরি ধরি দিল বসাইয়া ॥
 বসাইয়া মাত্র ঘোড় লাগি পূর্ববৎ ।
 হৈল শরীর যাতে কৃষ্ণের শুকত ॥
 চেতন পাইয়া পুন ফিরিয়া বসিল ।
 রাজকন্যা বহু স্তুতি করিতে লাগিল ॥
 অঙ্গসজ তোমারে করিতে নাহি কহি ।
 দাসী অঙ্গীকার মোরে কর মাত্র এহি ॥
 তোমার সেবার মুই কৃতার্থ হইব ।
 কৃষ্ণ-নাম-লীল'-গুণ সদাই শুনিব ॥
 এই বাহ্যামাত্র মোর কৃপা কর মোরে ।
 নতুবা তেজিব প্রাণ কহিল তোমারে ॥
 এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দিত হৈল ।
 কৃষ্ণ-অমুরাঙ্গী রাজকন্যারে বুঝিল ॥

হৃদয়ে অগ্নিল মূখ প্রসন্ন হইয়া ।
 অঙ্গীকার কৈল তার স্ত্রীত্ব মানিয়া ॥
 চতুর্দিকে লোক সব দেখি চমৎকার ।
 প্রশংসা করয়ে করে অন্নভয়কার ॥
 তবে হুই জনে শেজি বিষয় বিভাগ ।
 নির্জনে থাকয়ে সখা ছাড়ি অন্য যোগ ॥
 কৃষ্ণকথা-আলাপন বিনে অন্য কথা ।
 যথায় প্রসঙ্গ হয় নাহি যান তথা ॥
 পূর্ণ কৃষ্ণকৃপা হৈল দৌহার উপরে ।
 ডুবিল দৌহের মন প্রেমের পাথারে ॥
 প্রেমামৃত-সিন্ধুনীরে দৌহে জীড়া করে ।
 পরমনিবৃত্তি হৈল মায়া গেল দূরে ॥
 রাজার বৈষ্ণবে রতি হয় আসাধারণ ।
 কৃষ্ণ ভক্ত শ্রেষ্ঠ-নিষ্ঠা-শান্তি নিশ্চয়সর ॥
 আর এক কন্যা তাঁর আছয়ে যুবতী ।
 ধর্ম্মেতে নাহিক মতি স্বভাব অসতী ॥
 এক যে বৈষ্ণব গৃহে কতক দিবস ।
 থাকয়ে অন্তরে যায় আছয়ে বিশ্বাস ॥
 কিন্তু অন্তঃপটে সেই কন্যার সহিত ।
 আসক্তি জন্মিয়া দৌহে হইল পিরীত ॥
 রাজা প্রাতঃকালে উঠি বাহির বাইতে ।
 দৌহে মেলি জীড়া করে ছাতে সেই পথে ॥
 দৈবাৎ অলসে নিদ্রা গৌণ হুই জনে ।
 উলঙ্গ হইয়া দৌহে করি আলিঙ্গনে ॥
 রজনী প্রভাত হৈল তাহা নাহি জানে ।
 হেনকালে রাজা যায় মুখ প্রক্ষালনে ॥
 আগে গিয়া দেখে কন্যা বৈষ্ণব সহিত ।
 শুতিয়া আছয়ে কিছু নাহিক সংবিৎ ॥
 দেখিয়া রাজন্ কিছু বিচার করিল ।
 যত্নপি বৈষ্ণব হেন অতিক্রম কৈল ॥
 তথাপি আমার ইহঁ দণ্ড-অর্হ নহে ।
 বৈষ্ণবের দণ্ডকর্তা কভু রাজা নহে ॥
 কৃষ্ণের শুকত হয় কৃষ্ণ যার প্রভু ।
 অন্যের শাসন-অর্হ নহে সেই কভু ॥
 এতেক বিচার করি কিছু না কহিয়া ।
 নিজ উত্তরীয় বস্ত্র উড়নি লইয়া ॥
 তাহা দৌহার অঙ্গে ঢাকি গেলেন চলিয়া ।
 নিদ্রাভঙ্গ হৈল দৌহে উঠে চমকিয়া ॥
 রাজার উড়নি অঙ্গে দেখিয়া ভাবয় ।
 কল্লিত হইয়া উঠি গেলা নিজালয় ॥

বৈষ্ণব সত্ত্ব অতি কল্পিত অস্তরে ।
 রাজা তাহা দেখি অতি সন্মান আচরে ॥
 পূর্বে নৈতে অধিক ভক্তি আচরিল ।
 বৈষ্ণব অস্তরে তবে আনন্দ পাইল ॥
 বৈষ্ণবে এতক ভক্তি অতএব ধন্য ।
 সাধু সাধু সেই এক জিজগতে মান্য ॥
 নির্ম্মলসম্মখে তাঁরে মানি শ্রেষ্ঠ করি ।
 তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কারি ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীমাধবসিংহ-রাজরাণী-আদি-
 ভক্তগুণবর্ণনং চতুর্বিংশ-মালা ॥২৪॥

পঞ্চবিংশ মালা

—•—

কৃষ্ণদাস সোণার-আদি-ভক্তগুণবর্ণন ।

শ্রীকৃষ্ণদাস সোণার ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
 জয়দেবতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

কৃষ্ণদাস নাম হয় সোণার বৈষ্ণব ।
 কৃষ্ণসেবাপরায়ণ শুদ্ধপ্রেমভাব ॥
 দিবা রাত্রি নাহি আনে প্রেমসেবানন্দে ।
 চকোর যেমন সুখা পান করে চন্দ্রে ।
 প্রাতঃকাল অবধি পদার স্রোত-ন্যায় ।
 বধন বে সেবা তারকটি নাহি হয় ॥
 মধ্যে মধ্যে নিয়মিত নৃত্য-গীত-বাদ্য ।
 করে নিতানি সাধু অমুরাগ-সিদ্ধ ॥
 একদিন নৃত্যগীত করিতে করিতে ।
 পায়ের নূপুর খসি পড়িল ভূমিতে ॥
 নৃত্য দেখি ঠাকুরের আনন্দ জন্মিল ।
 কিঙ্ক রসাক্তর হৈল নূপুর খসিল ॥
 আপনি সামান্য বালকের রূপ ধরি ।
 নূপুর চরণে পরাইলা বহু করি ॥
 কে ভূমি করিতে সাধু আর দেখে নাই
 নশের সাধুর মনে হইল বড়ই ॥

সেহাবেশে অমুরাগ অনেক করিল ।
 প্রণয়কলহেতে ধিক্কার বহু দিল ॥
 ভূত্যের চরণ ধরি নূপুর পরালে ॥
 ছি ছি তব লাজ নাই যুগা না করিলে ॥
 ঠাকুর শুনিয়া তাহা মুচকিয়া হাসে ।
 তাহার মরম নাহি বুঝে কৃষ্ণদাসে ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস সাধুর ।

গোবর্দ্ধনবাসী কৃষ্ণদাস মহাশয় ।
 গোফাতে থাকেন কৃষ্ণভক্তির আলয় ॥
 দিবানিশি কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গায় ।
 আহার-বিহার কুখা-ভুখা না বাধয় ।
 কৃষ্ণ বলি সদাষ্ট করুণা করি ডাকে ।
 উন্নত সদাই সাধু প্রেমানন্দ সুখে ॥
 একদিন গোফার দ্বারে এক ব্যাঘ্র ।
 আসি দাড়াইল ভয়ঙ্কর-মূর্তি উগ্র ॥
 সাধু তারে দেখি বহু সন্মান করিল ।
 অতিথি বলিয়া আনি আসন অর্পিল ॥
 ধাইতে কি দিব বলি করয়ে চিন্তন ।
 মাংসভোগী হয় ব্যাঘ্র আদি পশুগণ ॥
 মাংস আর কোথা পাব নিজ অঙ্গ বিনা ।
 এত ভাবি নিজ পাদ কাটিয়া আপনা ॥
 ব্যাঘ্রেরে ভোজন করিবারে সাধু দিল ।
 ব্যাঘ্র তা ভোজন করি উঠিয়া চলিল ॥
 কর্মীর আকার পাছে কেহ কর মনে ।
 সাধুর আশয় গুঢ় কেহ নাহি জানে ॥
 পরহুখে হুঃখী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব ।
 নাহি দেখে নিজ সুখ-হুঃখ লাভলাভ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি করিয়া কামনা ।
 তাঁহার চরণে চাহি সঁপিতে আপনা ॥

শ্রীগদাধর ভক্ত ।

বরহামপুরের সন্নিকটে এক গ্রাম ।
 তাহাতে বসতি হয় গদাধর নাম ॥
 অপূর্বমন্দিরে কৃষ্ণসেবা অমুগাম ।
 গাল বেহারী হয়ে ত ঈঠাকুরের নাম ॥
 দিবানিশি নানা উপচারে সেবা করে ।
 বৈষ্ণবে পিরীত সেবা কতক প্রকারে ॥

কিন্তু যে সঞ্চয় অর্থ অন্ন আদি করি ।
কিছুমাত্র নাহিক রাখয়ে যেরে ধরি ॥
অন্ন-জল-কল-মূল যখন যে পায় ।
সংসার করিয়া ভোগ তখনি লাগায় ॥
তথাপিহ নিতি হয় মহামহোৎসব ।
নানা ভোগ লাগে ধায় শতেক বৈষ্ণব ॥
কৃষ্ণেতে প্রসন্ন যেই তার কি অভাব ।
না চাহিতে হয় তার চতুর্ভুজ লাভ ॥
এক দিবস যে প্রহর দুই হৈল ।
সেবা নাহি হয় দ্রব্য কিছু না মিলিল ॥
আনন্দে বসিয়া সাধু কৃষ্ণগুণ গায় ।
ঠাকুর আনিবে মনে আছয়ে নিশ্চয় ॥
হেনকা ল এক মহাজন দুইশত ।
টাকা দিয়া ঠাকুরে করিল প্রণিপাত ॥
সেই দুই শত টাকা তখনি লইয়া ।
সামগ্রী আনিয়া নানা পাকাদি করিয়া ॥
ভোগর'গ দিয়া মহামহোৎসব কৈল ।
কল্য হইবেক বলি কিছু না রাখিল ॥
নিতি নিতি এইমত করে মহোৎসব ।
প্রেম্যানন্দে কাটে কাল নাহি কোন ক্ষোভ ॥
মোরা যে বিষয়শুখ মস্তকে ধরিল ।
তঁহ সেই বিষয়ের মাথে পদ দিল ॥
বিষয় নামাইয়া ভূমে তাঁর পাদধর ।
মস্তকে ধারণ করি শক্তি নাহি হয় ॥
যেহেতুক মায়ার যে চরণ-আঘাতে ।
না মরি না বাঁচি সদা মগ্ন যাতনাতে ॥
বৈষ্ণব গোসাঁঞি বিনে ইহার উপায় ॥
অনেক চুড়িয়া কৃষ্ণদাস না দেখয় ॥

শ্রীভগবান্দাস ।

ভগবান্দাস নাম একান্ত নৈষ্ঠিক ।
ভজননিয়ম যেন পাবাণের রেখ ॥
রাজা ছল করি তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবারে ।
সহরে ঢেঁড়য়া দিল নিজভৃত্যদ্বারে ॥
তিলক তুলসী মালা যে জন ধরিব ।
তৃতীয় বিদসে তার মস্তক ছেদিব ॥
অনৈষ্ঠিক বাহারা তাহারা তাহা শুনি ।
কণ্ঠ-তিলক-হীন হইল অমনি ॥

ভগবান্দাস কহে এ বড় প্রমাণ ।
কণ্ঠ তিলক ছাড়ি জীবনে কি সাধ ॥
যায় যাবে পরাণ বাঁচিয়া কিবা কল ।
যতপি ছাড়িতে হয় তুলসীর মাল ॥
পরাণ থাকিতে এ ত না পারি ছাড়িতে ।
মৃত্যু ত নিশ্চয় আছে কি তার তাহাতে ॥
এত কহি সর্কাজে তিলক-ছাব কৈল ।
কণ্ঠ ভরিয়া কণ্ঠ ধারণ করিল ॥
দুই তিন দিন পরে রাজা বোলাইল ।
ভক্তিনিষ্ঠা জানি তাঁরে পরিতোষ হৈল ॥
বাহারা ভয়েতে মালা-তিলক ছাড়িল ।
তাহাদিগের লজ্জা দিয়া ভক্তি শিখাইল ॥
রাজার চরণে করি কোটি পরণাম ।
আমা-সবাকারে যদি শিখায় ধরম ॥

শ্রীসুবার দেওয়ান ।

সুবার দেওয়ান এক বড় ভক্তিমান ।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণপদে মন ॥
স্বভাব সুশান্ত নিম্নসব দয়ালীল ।
কৃষ্ণ বিনে মিথ্যাকার দেখয়ে অধিল ॥
শ্রী তাঁর তেমতি সুবিজ্ঞা কৃষ্ণভক্তা ।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে সমান অনুরক্তা ॥
গুরু-গৃহে আইলেন অতি ভক্তিতাবে ।
শ্রী পুরুষ মিলি কায়-মন বাক্যে সেবে ॥
গুরুর গমনকালে বিদায় কারণ ।
কি দিব জীকে তবে পুছে দেওয়ান ॥
শ্রী কহে যতপি আমারে বিজ্ঞানহ ।
তবে যে উচিত যদি মোর বাক্য লহ ।
'সর্কস্বং গুরুবে দস্তাং' এই ত প্রমাণ ।
যারে সমর্পণ যে করিলে দেহ প্রাণ ॥
অতএব গৃহ-অর্থ সকলি সঁপিয়া ।
চলহ বাহির হই এক বস্ত্র নিয়া ॥
কৃষ্ণ পাইবার পথ বড়ই সুগম ।
পরম উপায় যে পাইতে প্রেমধন ॥
যার দ্রব্য তাঁরে দিয়া পাবে রত্ন সার ।
ইহাতে কি পরামর্শ কিবা সে বিচার ॥
শ্রীর সুনন্দবাক্য সাধুর সন্মত ।
বেদের নিগূঢ় সার পরম সিদ্ধান্ত ॥

তনিয়া দেওয়ান তাঁরে প্রশংসা করে ।
 গদগদ স্বরে দুটি চক্ষে ধারা বহে ॥
 ধন্য তুমি তোমার বাল্যই নিরা মরি ।
 প্রীত এমন মতি কভু নাহি চেরি ॥
 তোমার মায়ার আমি হইয়া মোহিত ।
 সঞ্চয় করি যে মুই অর্থে মোর প্রীত ॥
 সেই তুমি তাতে যদি অনাসক্ত হৈয়া ॥
 গুরুকে সর্বস্ব দিতে ছুট হৈল হিয়া ।
 ইহার অধিক আর সুখ কিবা আছে ।
 এ মোহে তরিত্ন বাতে কৃষ্ণ পাব পাছে ॥
 ভাল ভাল তবে সেই অবশ্য কর্তব্য ।
 চল নিকশিয়া যাই দিয়া সব ভ্রব্য ॥
 তবে শ্রী নিজ অঙ্গ-ভূষণ বতেক ।
 খুলিয়া ধরিল অঙ্গ অঙ্গের প্রত্যেক ॥
 দুই হাতে দুই গা ছি বাক্সি রাজা সূত্র ।
 স্বামী বর্তমান চিহ্ন রাখিলেন মাত্র ॥
 দুই পুত্র দু'জন্য পরিধান হয় ।
 তাহাই লইয়া মাত্র দৌড়ে নিকশয় ॥
 গুরুকে সর্বস্ব সাধু অমর্পণ কৈল ।
 গুরু তাহা নাহি নিল দৌড়ে হেঁট হৈল ।
 সাধু স্ত্রী-পুরুষে মেলি চাহে সমর্পিতে ।
 গুরু শিষ্য প্রতি স্নেহে না চ'হেন নিতে ॥
 গুরু আজ্ঞা করি তবে গৃহে চলি গেলা ।
 আজ্ঞাক্রমে সেই গৃহে বসতি করিলা ॥
 গুরু সেই অর্থ কিছু গ্রহণ না কৈলা ।
 কিন্তু ছলে বলে পাছে তারি সাত কৈলা ॥
 তাঁহার চরণ রক্ত হৃদয়ে অর্পিলা ।
 ভক্তির কণা মাগে এ কৃষ্ণদাসিয়া ॥

শ্রীলালমতী বাই ।

লালমতি বাই নাম শুন তাঁর কথা ।
 ভক্তিপথে নাহি বুঝি তাঁহার সমতা ॥
 বুঝি তেঁহ ভক্তিদেবীর প্রিয়ধাম ।
 অথবা দেবীর তাঁর অঙ্গেতে বিশ্রাম ॥
 কিংবা তাঁর অঙ্গের কিরণ লালমতি ।
 কিংবা তেঁহ অরং প্রকাশরূপে স্থিতি ॥
 গুরু কৃষ্ণ ভক্ত ভক্তি এক করি অ
 অস্ত্র দেবা দেবী জ্ঞান ধর্ম নাহি মানে ॥

অনন্যমাধুর্য্য দৃঢ় অচলা ভকতি ।
 অষ্ট সাধিক মহাপ্রেমময় রতি ॥
 দিবা-নিশি জ্ঞান নাহি কৃষ্ণময় দেখে ।
 কৃষ্ণনাম বিনে অন্য শব্দ নাহি মুখে ॥
 আহার বিহার নিদ্রা কোন চেষ্টা নাহি ॥
 হা হা কৃষ্ণ বলিয়া ফুৎকারে রহি রহি ॥
 বৈষ্ণব দেখিয়া শ্রীল-কৃষ্ণবুদ্ধি করি ।
 প্রেমাবেশে কান্দায় চরণযুগ ধরি ॥
 বৈষ্ণব-অধরামৃত-পাদোদক-রজ ।
 সেবন করেন সদা ধরেন হৃদিমাঝ ॥
 বৈষ্ণবের গুণগান করে যেই নীত ।
 দুর্কীসারে ভগবান্ কহে ছন্দ গাঁথা গীত ॥
 নাম গুণ লীলা সদা উচ্চস্বরে গায় ।
 দুই চক্ষে যেন গজাধারা বহি যায় ॥
 কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ বাতে চারি ওষে সম ।
 চেরে একে একে চারি নাহিক বিষম ॥

(দৌহা হিন্দী)

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক ।
 ইনকে পদ বন্দন কটের নাঠে বিধন অনেক ॥
 অতএব উপদেশ সাধুর সিদ্ধান্ত ।
 উপনিষদের মতে সিদ্ধান্ত নিতান্ত ॥
 চারি একে একে চারি জানিয়া নিশ্চয় ।
 শরণ লইতে তবে কৃষ্ণদাস ধায় ॥
 ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীকৃষ্ণদাস-সোণার-আদি-
 ভক্তগুণকথনং পঞ্চবিংশ-মালা ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ মালা ।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-সহ শ্রীবৃন্দাবন-মহিমাবর্ণন ।

অর শ্রীচৈতন্যহরি অর নিত্যানন্দ ।
 অরাতৈত্তচন্দ্র অর গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 অর রূপ সনাতন ভট্ট-ব্রহ্মনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-ব্রহ্মনাথ ॥
 এবে কহি বৃন্দাবনধামের মহিমা ।
 পরম অমৃত যার নাহি হয় সীমা ॥
 মধুরামণ্ডল ব্যাপি লীলা অমূল্য ।
 গিরি নদী বৃন্দ বন মহিমা অমূল্য ॥

কুপ-সর্বোবর আদি ভুবনপাবন ।
 প্রধান প্রধান কিছু করিব বর্ণন ॥
 সপ্ত গিরি চারি ধাম ছয়াদশ বন ।
 ছয়াদশ উপবন পরমমোহন ॥
 ত্রিসপ্ত কনকধ্বজি সপ্ত বট হর ।
 সপ্ত নদী সপ্ত সরোবর বিরাজয় ॥
 চৌরানীতি কুণ্ড চৌরানীতি হয় কুপ ॥
 অসংখ্য লীলার স্থান লীলা অমূল্যপ ॥
 তাঁ-সবার নামসংকীৰ্ত্তন পুন করি ।
 মহিমা গুণের কথা কহিবারে নারি ॥
 বর্ষানের গিরি নন্দীশ্বর গিরিবর ।
 কাশ্যবনে গিরি কৃষ্ণদচিহ্নধর ॥
 চরণপাহাড়ি বলি খ্যাত ত্রিজগতে ।
 অস্ত্রাপি দর্শন শ্রীচরণ চিহ্ন তাতে ॥
 কনকধ্বজি গিরি পরমমোহন ।
 বধা গুড় রাসলীলা সহ-গোপীগণ ॥
 আদিবাজি গিরিবর পরমসুখম্য ।
 বজ্রনাথরূপে তথা কানন সুখম্য ॥
 চপলপাহাড়ি বধা চরণ গঙ্গা হয় ।
 গো-মহিষ-আদি তথা পদ চিহ্নচয় ॥
 সপ্তম শ্রীগোবর্দ্ধন যাহার মহিমা ।
 বেদ-বিধি-মপোচর না হয় বর্ণিমা ॥
 ইহ-সবার মহিমা যে প্রত্যেকে বর্ণিতে ।
 নারিব বর্ণিতে তাহা যে আইসে বুদ্ধিতে ॥
 প্রথমে শ্রীনন্দীশ্বর-গুণগান করি ।
 চিদানন্দময় নিত্য ব্রহ্মময় গিরি ॥
 বোগপীঠ বোগেশ্বর জগত-আরাধ্য ।
 পরাংপর কৃষ্ণকীড়'ধাম নিত্যসিদ্ধ ॥
 পিতা শ্রীগননন্দরাজা মাতা শ্রীবনোদা ।
 গো-গোপ-গোপিকা সহ যথা লীলা সদা ॥
 প্রাতঃকালে মাতা গাজোখান করাইয়া ॥
 ক্রোড়ে করি শত শত চুম্বন করিয়া ॥
 অশ্রুজলে ভাসি যায় শুনে কীর বহে ।
 স্নেহে মাতা নাহি ছাড়ে কণ্ঠে ধরি রহে ॥
 স্বর্ণ-অলঙ্কার কৃষ্ণ-অঙ্গেতে শোভিত ।
 নীলরতন যেন সোণার অর্ডিত ॥
 বনোদামাতার কণ্ঠে ভাল শোভা করে ।
 ত্রৈলোক্য উপমা তার নাহিক দিবারে ॥
 মায়ের আদরে কৃষ্ণ আলুধাইয়া গা ।
 নাচার ছাখানি পদ আধ আধ রা ॥

বদন মায়ের স্বর্কে করে কণ্ঠ ধরি ।
 মুহু হাস্ত শ্রীবদনে চমৎকারকারী ॥
 নাসার গোলক গজমতি আন্দোলিত ।
 কি আশ্চর্য্য তাহা হেরি ভুবন মোহিত ॥
 লালন করয়ে মাতা ছাড়িতে না পারে ।
 ভূমেতে রাখিতে মাতার অন্তর বিদরে ॥
 কতকণ পরে তবে দাসগণ ধারে ।
 সুখপ্রকালন-আদি করান সত্বরে ॥
 অলঙ্কার-বস্ত্র পরাইয়া তবে দিলা ।
 মলরাম সহ গোদোহন-হেতু গেলা ॥
 গো-দোহন করে মধুমঙ্গল সহিতে ।
 হেনকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে ॥
 কৃষ্ণ লাগি অন্ন আদি পাক করিবারে ।
 আইসেন শ্রীযনোদা-মাতার আগারে ॥
 নব-গোচারণে নিশা সোণার পুতলী ।
 কীর্ণ মধ্যভাগ তাহে শোভয়ে জীবলী ॥
 অঙ্গের ছটার দশদিক্ আলোকিত ।
 সুস্থির চপলা যেন বেড়িয়া উদিত ॥
 সুন্দর কুটিল নব কাদম্বিনী তিনি ।
 স্থলগাফা কেশ পৃষ্ঠে লোঠন দোলনি ॥
 অপূর্ব লোহিত কটবসন ঘাগরা ।
 বালোর তাহার প্রান্তে দোলে মণি-হীরা ॥
 সুন্দর নীল বস্ত্র অঙ্গে ঝুড়ুনি শোভয় ।
 মণি মুক্তা হীরা অরি খচিত তাহার ॥
 চরণে ঘুঘুর হেমনুপুর পঞ্চম ।
 চালাইতে চরণ বাজিছে ঝম্‌ঝম্ ॥
 কটিতে কি স্বণী কণ্ঠে মুকুতার হারি ।
 মণি-চন্দ্রহার শোভে উরজ-উপরি ॥
 অমূল্য রতন মণি সোণার অর্ডিত ।
 বক্ষঃস্থল শোভা কবে কৃষ্ণমনো'নীত ॥
 কর্ণে রত্ন টেঁড়ি তাহে সুমুখা লটকে ।
 নাসাতলে মুক্তা দোলে বিজুরী চমকে ॥
 নাসার তিলক মুগমদ সুশোভন ।
 চিবুকে কস্তুরীবিন্দু শ্রীকৃষ্ণমোহন ॥
 সিন্দূরের বিন্দু ভাল অলক কুন্তল ।
 অর্দ্ধকুণ্ডলীরূপে করে বলমল ॥
 সোণার কমলে যেন ভ্রমরার পাঁতি ।
 হেমচন্দ্রোপরি যেন নবঘনতাতি ॥
 তাহার উপরে শোভে মণিময় সিঁতি ॥
 হেম-অঙ্কিতনে আন্দোলিত মুক্তাপাতি ॥

তাহে লগ্ন মধ্যে মণি মাণিক্য রচিত ।
 চৌদিকে মুকুতা গাঁথি পরম শোভিত ॥
 টীকা আন্দোলারমান সুচিকণ ভাগে ।
 তাহে চমৎকার শোভা বদনকমলে ॥
 বাহুয়ে বাজুবদ্ধ রতনে জড়িত ।
 তাঁটক তাবিজ তাহে ঝাঁপ সুগলিত ॥
 নীলমণি-চুড়ি করে কঙ্কণ বলয়া ।
 আঙ্গুলে অঙ্গুরী হীরা মাণিক-কলয়া ॥
 গজেন্দ্রগমনে আইসে সঙ্গে সহচরী ।
 সমান বয়েস বেশ পরমসুন্দরী ॥
 কৃষ্ণকথা-আলাপনে হাসিতে খেলিতে ।
 লোহিত পুষ্পে ॥ গেণ্ডু লুফিতে লুফিতে ॥
 গোষ্ঠের খিড়িকে আনি উপনীত হৈল ।
 কৃষ্ণ হেরি হৃদয়কমল বিকসিল ॥
 সখীসহ পবন আনন্দে মগ্ন হৈলা ।
 আড়নগানে হেরি চমকিত ভেলা ॥
 প্রেমের বিকার লোকভরে সামাগিয়া ।
 সুবদনে দিলা আড়ঘোমটা টাঙ্গিয়া ॥
 সেই যে গ্রীবার ভঙ্গি শ্রীহস্তের শোভা ।
 করতল রক্ত করপৃষ্ঠ স্বর্ণ-আভা ॥
 তাহাতে রতনাসুখী পরমমোহন ।
 হেরিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইলা মগন ॥
 আর তাহে ছলক্রমে বস্ত্রান উঘারি ।
 ঘোমটা খুলিয়া চাহে নয়ান পসারি ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র তাহা হেরি পূনক হৃদয় ।
 নিজানুসন্ধান ভুলি চমকিয়া চার ॥
 প্রকুম-কমল হেরি যেমন ভ্রমর ।
 পূর্ণচন্দ্র হেরি যেন লোভিত চকোর ॥
 নবঘনপানে যেন চাতক চাহর ।
 চন্দ্রের উদয়ে যেন সিদ্ধ উথলর ॥
 তেমনি কৃষ্ণের হৃদি-নয়ান উন্মত্ত ।
 রসলোভী জানিয়া রসের পরতত্ত্ব ॥
 ডুবিয়া রসের সিদ্ধ উঠিতে নারর ।
 আঁখি মন-হীন কৃষ্ণ করাদি চালর ॥
 দোহন করয়ে বাঁটে ছুঁই নাহি করে ।
 শুধুই চালর হস্ত বাহু নাহি ফুরে ॥
 ধবলীর ভরমে ধবলপদ * ছান্দি ।
 ভ্রমচেষ্টা দোহন করয়ে মুষ্টি বান্ধি ॥

দৌহ-মন দৌহো প্রেমসাগরে মগ্নন ।
 দৌহাকার ভ্রমচেষ্টা আশ্রবিস্মরণ ॥
 প্রমাদ হেরিয়া ললিতাদি সখীগণ ।
 উপায় চিন্তিয়া তার কৈলা সমাধান ॥
 প্যারীজীর সমুখ করিয়া আচ্ছাদন ।
 ঘেরিয়া চলিলা সবে করি আবরণ ॥
 নন্দালয়ে যাইয়া শ্রীশোভাচরণে ।
 প্রণাম করিলা সবে সুনয়নবদনে ॥
 মাতা শ্রীরাধিকা হেরি আনন্দিত হৈলা ।
 ক্রেড়ে কবি শত শত বদন চুম্বিলা ॥
 আহা বৎস তোমার বালাই লইয়া মরি ।
 তোমা সম গুণবতী ব্রজে নাহি হেরি ॥
 রূপে গুণে শীলে কন্ঠে কুণল রন্ধনে ।
 এমন বালিকা আর না দেখি হুবনে ॥
 আহা মরি কোন্ বিধি সিরঞ্জিল তোমা ।
 জিভুবনে তোমা সম নাহিক উপমা ॥
 আমার কৃষ্ণের রূপ যেমন সুন্দর ।
 তাহার সহিত হয় তুলনা তোমার ॥
 বিধাতা বিমুখ মোরে বঞ্চনা করিল ।
 হেন যে রূপদী বধু মোর না হইল ॥
 তথাচ আমি র স্বাভাবিক হয় জ্ঞান ।
 তোমায়ে দেখিরা মোর বধুর সমান ॥
 এত কহি বক্ষঃস্থলে স্নেহাবেশে রাখি ।
 বদন চুম্বয়ে মাতা ছলছল আঁখি ॥
 তবে আজ্ঞা দিলে রন্ধনে যাইতে ।
 লইয়া রোহিণী মাতা চলিলা তুরিতে ॥
 অঙ্গুগতা দাসী শ্রীচরণ-ধোয়াইলা ।
 সোণার পুতলী গৌরী রন্ধনে চলিলা ॥
 যোগাইয়া দেন তবে শ্রীরোহিণী মাতা ।
 রূপমাত্রে পাক কৈল অমৃতনির্মিতা ॥
 এতেক ব্যঞ্জন তার না যায় বর্ণন ।
 শাল্য পিষ্টক ক্ষীর স্বাদু বিলক্ষণ ॥
 অল্প গোপীগণ জলপানীয় সামগ্র ।
 বানাইয়া সুন্দর হইয়া চিত্তব্যগ্র ॥
 উৎকর্ষা হইয়া মাতা কৃষ্ণে বোলাইয়া ।
 স্নান করাইয়া জলপান করাইয়া ॥
 শ্রীমধুমঙ্গল আর শ্রীদামাদিগণ ।
 কৃষ্ণের যতক সখা প্রণয়ভাজন ॥
 কৃষ্ণ বলরামে মাতা সবার সহিত ।
 ভোজন করায় অতিয়েহে আশ্রিত ॥

ভোজনকালীন কৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে ।
কত বা কৌতুক কবে হাসে কত রঙ্গে ॥
বর্ণিতে নারিলু তাহা বিস্তার করিয়া ।
সংক্ষেপে কহিমু কিছু ভোজনের ক্রিয়া ॥
সমাপন করিয়া ভোজন আচমন ।
শয়ন করিয়া করি তাবুলচর্চণ ॥
হুই দণ্ড শয়ন করিয়া উঠি তবে ।
গোচারণে গেলা দশদণ্ড বেল যবে ॥
স্নেহেতে কাতর মাতা সাজাইয়া দিল ।
গোধন লইয়া সখানন্দে গোঠে গেলা ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত ধনিষ্ঠা আনিয়া ।
প্যারীজীকে দিলী অতি গোপন করিয়া ॥
সখীসঙ্গে মিলি প্যারী ভোজন করিয়া ।
কৃষ্ণদরশনহেতু উৎকণ্ঠা হইলা ॥
যশোমতী মাতা বহু আদর করিয়া ।
মণি অলঙ্কার বস্ত্র দিলা পরাইয়া ॥
কুন্দলতা সহ গৃহে দিলা পাঠাইয়া ।
ঘরে গিয়া অট্টালকা উপরে চড়িয়া ॥
কৃষ্ণদরশন কবে উৎকণ্ঠা হইয়া ।
প্রেমেতে মূচ্ছিতা সখী রাখয়ে ধরিয়া ॥
কৃষ্ণ চলি গেলা বনে না মিলে দর্শন ।
বিহবে কাতর হেরি মিলি সখীগণ ॥
গুরুদন অমুমতি লইয় আইলা ।
সূর্য্যপূজা ছলে বনে লইয়া চালিলা ॥
বৃন্দাবন গিয়া রাখাকুণ্ডতীরকূঞ্জে ।
অতিশ্রী স্থানে যাতে কৃষ্ণমন রঞ্জে ॥
তথায় মিলন হৈল কৃষ্ণের সহিত ।
বাসনা পূরিল নিজ নিজ মনোনীত ॥
অতএব শ্রীল-নন্দীশ্বরে নিত্যলীলা ।
অনাদ্যন্ত অখণ্ডিত পরম রসিলা ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের ধাম ।
ত্রিভুগতে এক পূজ্য মালা অভিরাম ॥
উহার চরণে করি কোটি কোটি নতি ।
মরণে জীবনে মো সবার বেঁহ গতি ॥

অথ কাম্যবনে চরণ পাহাড়ি—মহিমা বর্ণন

কাম্যবনে বহু লীলা কহিতে নারিব ।
চরণপাহাড়িগুণ কিকিৎ বর্ণিব ॥

লুকালুকি কুণ্ড হয় তাহার পার্শ্বতে ।
গোপীসহ কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে তাতে ॥
জলফেলাফেলি করি পিচকারি কেলি ।
করিতে করিতে কহে গোপীগণ মেলি ॥
জলে ডুবি থাকিতে কে কতক্ষণ পারে ।
আইস সকলে ডুবি কহেন কৃষ্ণেরে ॥
ইহা কহি গোপীগণ আপনে আপনে ।
আঁখি ঠাণ্ডা রা করে হাসত বদনে ॥
ছল করি হারাইব ইহাতে কৃষ্ণেরে ।
কেমন চতুর আজি বুঝব উহারে ॥
কৃষ্ণসহ এককালে সবাই ডুবিব ।
চতুরাই করি মোরা উঠিয়া গ্রহিব ॥
কৃষ্ণ উঠিবার সময়ে জানি ডুব দিব ।
আগেতে উঠিলা বনি ছলে হারাইব ॥
পাছে হাততালি দিয়া ঢাটকারি দিব ।
পণ করি চূড়া বাশী ছানিয়া লইব ॥
এতক যুক্ত্য কার ডুবে কৃষ্ণসহ ।
খেলিতে খেলিতে হৈল প্রেমের কলহ ॥
কৃষ্ণ কহে জিনিলাম তোমরা হারিলে ।
গোপীগণ কহে তুমি লাজ না মানিলে ॥
হারিয়া জিনিতে চাহ করিয়া অন্যায় ।
বাশী কাড়িয়া লব দোখ কে রাখয় ॥
কৃষ্ণ কহে পুন আইস ডুবি পণ করি ।
তোমরা ষষ্ঠ্যং হারি কিংবা আমি হারি ॥
তোমরা শতেক চুষ আলমজন দিবে ।
নতুবা যে মোর স্থানে বুঝিয়া লইবে ॥
কৃষ্ণের চাতুর্য্য আর বাক্যের কোশল ।
হুই পক্ষে হয় নিজ প্রয়োজনফল ॥
গোপী তাহা না বুঝিয়া অঙ্গীকার কৈল ।
পুন বুঝি মূর্খাকর্য্য মুখ ফিরাইল ॥
পুনর্বার এককালে ডুবিয়া সবাই ।
গোপীগণ উঠি দেখে কৃষ্ণ উঠে নাই ॥
বহুক্ষণ হৈল যদি কৃষ্ণ না উঠিল ।
মুখস্থানি হৈল সত্যার ভয় জন্মাইল ॥
কৃষ্ণ কেনে না উঠিল কি হেতু ইহার ।
আঁখি ছল ছল সবে কহে পরস্পর ॥
খুঁজিয়া সবাই বুণে জলের ভিতর ।
কানিয়া আকুল সবে বিকল অন্তর ॥
মণিহারী কলী ঘেন প্রাণ বিনে দেহ ।
ভেষমতি না মিলি কৃষ্ণ স্থির নহে কেহ ॥

ব্যাধের বাণেতে যেন চঞ্চল হরিণী ।
 ইধি উধি ধার কান্দি করি উচ্চধ্বনি ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র ডুবি জলের তিতর হইয়া ।
 গমন করিয়া গিয়া পর্কতে চড়িয়া ॥
 গোপীগণে কাতর দেখিয়া দুঃখ হৈল ।
 পর্কতশিখর হৈতে বংগী বাজাইল ।
 সে যে বংশীধ্বনি তার উমপা না হয় ।
 অন্যপর কার কথা পাষণে দ্রবয় ॥
 পর্কতসহিত দ্রবি মোহবৎ হৈল ।
 শ্রীচরণপদচিহ্ন তাহাতে হইল ॥
 সুমধুর কোটি কোটি অমৃত-নিন্দিত ।
 শুনি চমৎকার গোপী হইল মোহিত ॥
 সর্ব তাপ গেল দূর আনন্দমাগবে ।
 ভাসিল জানিয়া কৃষ্ণ পর্কত-উপরে ॥
 সুখের সাগর কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ।
 হেরিয়া গোপিকা দেহ ধরিতে না পারি ॥
 কৃষ্ণসঙ্গে মিলি পুন সুখ কোতুকে ।
 বিহার কর য দিবা নিশি নাহি দেখে ॥
 অতএব চরণপাদচিহ্ন ধন্ত ধন্ত ।
 মন্তকে বিরাজে যার শ্রীচরণচিহ্ন ॥
 কদম্বখণ্ডিত গিরি যাহা রসলীলা ।
 শোভা করে ফলে ফুলে গিরি ধাত শিলা ॥
 আদিবদ্রি গিরিবর পরমমহত্ব ।
 নরনারায়ণরূপে যথা কহে তব ॥
 অদ্যাপি বিরাজমান চতুর্ভুজরূপে ।
 নিজ নাম ধ্যান করে নিজ নাম জপে ॥
 ঐশ্বর্যমার্গের ভক্তি অধিকারিগণ ।
 মুনি যোগী ঋষিগণের আশ্রয়ের স্থান ॥
 চরণপাদচিহ্ন খ্যাত যন্ত গিরিবর ।
 কৃষ্ণবলরাম গো-মহিষ অমুচর ॥
 সবাকার পদচিহ্ন অদ্যাপি প্রকাশ ।
 কৃষ্ণপদচিহ্নোদ্ভব গঙ্গা তাঁর পাশ ॥
 শ্রীচরণগঙ্গা বলি তাঁহার ধেরাতি ।
 ভুবনপাবনী তেঁহ সর্বলোকগতি ॥
 একদিন কৃষ্ণ বলরাম সখা সঙ্গে ।
 গো-মহিষ-চারণ করয়ে রসরঙ্গে ॥
 কোতুকী হইয়া কৃষ্ণ বংশীধ্বনি কৈল ।
 মধুর ধ্বনিতে গিরি দ্রবীভূত হৈল ॥
 বেখানে যে সখাগণ গো মহিষ ছিল ।
 সজাকার পদচিহ্ন পর্কতে হইল ॥

কৃষ্ণ বলরাম-পদচিহ্ন স্থানে স্থানে ।
 হাঁটু পাড়ি বসি ছিল সখা কোনখানে ॥
 তাহার যে চিহ্নদরশন অদ্যাপিহ ॥
 অলৌকিক দুর্লভ জগতে শুভাক্ষ ॥
 চরণপাদচিহ্ন গিরিবর পদছায়া ।
 আশ্রয় করিয়া হর তাপ পাশ মায়া ॥
 শ্রীমন্ গোবর্দ্ধন গিরিরাজ ।
 তাঁহার ভূগনা নাই ত্রৈলোক্যের মাঝ ॥
 অতঃপর কা কথা শ্রীবৈকুণ্ঠের সনে ।
 না হয় ভূগনা তাঁর মহিমা কে জানে ॥
 কৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর গোবর্দ্ধন ।
 গোবর্দ্ধন বিনে নাহি শোভে বৃন্দাবন ॥
 মথুরামণ্ডলে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ।
 বৃন্দাবনসর্বোত্তম গিরি গোবর্দ্ধন ॥

তথা—

বৈকুণ্ঠজনিভো বরা মধুপুরী তজ্জাপি রানোৎসবাদ-
 বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণ্যং তজ্জাপি গোবর্দ্ধনঃ ।
 রাধাকুণ্ডমহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাং,
 কুর্ধ্যাদন্ত বিরাজতে গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥

মধুপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি, এইজন্য বৈকুণ্ঠ হইতে
 শ্রেষ্ঠতম । তথায় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হেতু বৃন্দাবন ।
 উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নীলাশ্রয়ী বলিয়া তাহাতে
 আচার গোবর্দ্ধন । গোকুলপাত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশিত
 প্রেমামৃতসিঞ্চন হেতু এই গোবর্দ্ধন গিরিমধ্যস্থ রাধা-
 কুণ্ড শ্রেষ্ঠ । সুতরাং কোনবিবেকী ব্যক্তি গোবর্দ্ধন
 পর্কততটস্থিত এই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবে ?

গোবর্দ্ধন দরশনে কৃষ্ণ-দরশন ।
 গোবর্দ্ধনশিলা-পূজা কৃষ্ণের পূজন ॥
 গোবর্দ্ধনশিলারূপে ত্রৈলোক্য নন্দন ।
 ইহাতে কুতর্ক যার সেই অক্লম্বন ॥
 গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য যে লীলা ।
 রাধাসহ নানাকেলি পরম রসিলা ॥
 কন্দ মূল কল জল পুষ্প মুক্তা মণি ।
 অজস্র সুখদ স্বাদ কতেক ভাঙনি ॥
 মণিময় স্থান গৃহে উচ্চ নীচ স্থানে ॥
 কমলতা তরু শোভে তোরণগঠনে ॥
 পনস ঝর্জুর তাল গুবাক শিয়াল ।
 লতা আম্র-বৃক্ষ আম্র বেগ বংশ শাল ॥

নানাবৃক্ষ শ্রেণীমত পরমশোভিত ।
বৃক্ষমূলে স্তম্ভ বন্ধ রতনে জড়িত ॥
কৃষ্ণের পরম প্রিয় প্রেমসী সহিত ।
রাসলীলা সদা করে বসন্ত উচিত ॥
গোবর্দ্ধননামের মহিমা পরাৎপর ।
শ্রবণ মাত্রেতে হয় কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
শ্রবণ দর্শন আদি পরম সাধন ।
অল্প সঙ্গে মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন চরণে শরণ ।
লইলু করিহু নিজ দেহ-সমর্পণ ॥

মৃগ সারোবর ।

সপ্ত সারোবর হয় পরম মোহন ।
তাহার মহিমা গুণ না যায় কখন ॥
নরন নামাতে সারোবর রমণীয় ।
নারায়ণ সারোবর মহামহোদয় ॥
চন্দ্র সারোবর চন্দ্রাবলীজীর হয় ।
পরম সৌন্দর্য্য তীরে কল্লতরুময় ॥
কুসুম-সারোবর-তীরে কুসুমবিহার ।
নন্দগ্রামে পাবন-সারোবর মনোহর ॥
বিশাখা-সখীর পিতা পাবন আভীর ।
তাহার নির্মিত হয় সুধাসম নীর ॥
প্রেম-সারোবর যবে কিশোরী কিশোর ।
সঙ্কেতমিলন হৈল গোপতে দৌহার ॥
বিচ্ছেদকালে যে দৌহার নয়ান ঝরিল ।
তাঁহাতে সুন্দর সারোবর জনমিল ॥
মান সারোবর যার পরমমাধুরী ।
মান-করি যথা গিয়া বাসিলেন প্যারী ॥
কৃষ্ণের সুখদ অতি আনন্দজনক ।
অতিশয় মহিমা পাবন সর্বলোক ॥

সপ্তবট ।

সপ্ত বটবৃক্ষ কৃষ্ণলীলা সমুৎকল ।
অতিশয় উচ্চ হন অতিশয় স্থল ॥
ভাতীর নামে যে বট কৃষ্ণ যার তলে ।
সখাগণ সনে নিত্য নান' খেলা খেলে ॥
শিখার নামেতে বট রাধা প্রেমসীরে ।
যার তলে বসি বেশ কৈল নিজ করে ॥
বংশীবট নাম বৃক্ষতলে দাড়াইয়া ।
বংশীধ্বনি কৈলা গোপীগণে আকর্ষিয়া ॥

অক্ষয়বটের তলে রাসাদিক করে ।
সঙ্কেত যে বট প্যারী সহিত বিহরে ॥
প্রথম মিলন যবে রাধাসনে হৈল ।
দুতীগণ বটতলে সঙ্কেত করিল ॥
সন্ধ্যা অস্তে কৃষ্ণ আসি তথায় রহিল ।
দুতীগণ কিশোরীরে আনি মিলাইল ॥
মুগ্ধাবস্থা নবীন যে নারক সতি ।
কখন মিলন নাহি ভয়েতে কম্পিত ॥
কৃষ্ণের ভিতর ধনী না যায় চলিয়া ।
রবেন সখীর কটি ধরি জড়াইয়া ॥
না না সখি চল আমি হেথা না রহিব ।
উহার নিকটে মুই কি করিতে যাব ॥
আধ আধ রোদন কিঞ্চিৎ রোষ করি ।
টানয়ে সখীর কর ধরি জোরাবরি ॥
সখীগণ কহে কেনে ভীতপ্রায় সখি ।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি হেরি হও সুখী ॥
পরম বাঞ্ছিত অভিজ্ঞাষের রহন ।
বহুহঃখ মিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেন ধন ॥
রসের সাগর কৃষ্ণ রূপের অবধি ।
হৃদয়ে ধারণ কর হেন গুণনিধি ॥
রস য় হেন যে উরজ চক্রবাকে ।
চরাও অমিয়-সুখ হৃদ কৃষ্ণবক্ষে ॥
হেন পদমুখ কৃষ্ণ নীলপদ্ম-মুখে ।
সখ্যতা করিয়া মিল প্রেমানন্দ সুখে ॥
কৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণি স্বর্ণকাস্তি দিয়া ।
অধিক শোভিত কর হেমে জড়াইয়া ॥
হেম-ভূজ-মৃগাল গ্রীবায় সমর্পিয়া ।
মধুকর । ভৃগু কর মুখমধু দিয়া ॥
কৃষ্ণ-কাদম্বিনী-পার্শ্বে রাকা-চন্দ্রানন ।
উদয় করাও হবে পরম মোহন ॥
রসময় কৃষ্ণচন্দ্র তুমি রসময়ী ।
দৌহা রস পানে দৌছে করহ অব্যাহি ॥
তাহা শুনি কিশোরীর আনন্দ অপার ।
অস্তরে বাসনা কিন্তু বাহ্যে ভাবান্তর ॥
তবে সখী পৃষ্ঠে কর দিয়া বাহু ধরি ।
কৃষ্ণ আগে লইয়া বায়েন সবে ঘেরি ॥
নহি নহি পুনঃপুন বলিয়া চলেন ।
ছুই পদ আগে যান এক পদ পিছনে ॥
উহার নিকটে কেনে মোরে নিরা বাহ ।
কি কাজ আছেরে তোমা-সবার তা কহ ॥

কৃষ্ণরূপ হেরিয়া অন্তরে রসোল্লাস ।
 লজ্জা-ভয় হেতু বাহ্যে অন্যথা প্রকাশ ॥
 অন্তর আশায় চাহে উড়িয়া পড়িতে ।
 লজ্জা যে বৃহত্তী রাধা রাখে সঙ্কোচিতে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র হেরিয়া সে পরমরূপসী ।
 চমকিয়া চাহয়ে অনঙ্গরসে ভাসি ।
 হেন চমৎকার রূপ কভু নাহি চেরি ।
 এ কি অপরূপ কাস্তি ভুবনসুন্দরী ॥
 সোণার লতিকা কিবা তড়িতে জড়িত ।
 হেম-রাশি-চন্দ্র কিবা ভূমেতে উদ্ভিত ॥
 স্বর্ণ কমলিনী কিবা পুঞ্জ সৌদামিনী ।
 কে নু বিধি নিরমিল এ হেন রমণী ॥
 অন্তরে না সহে বাজ উরু হুরুহুরু ।
 অনিনিধে চাহিয়া বহয়ে তুলি ভুরু ॥
 সখীগণ ধরাধরি নিকটে আনিতে ।
 আগুসারি কৃষ্ণ কর ধরিতে চাহিতে ॥
 বন্ধার করিয়া কহে কর ফেলে ঠেলি ।
 শপথ কতেক দেয় বসময় গালি ॥
 ছুট লম্পট ধুই মানা কর সহি ।
 মোর অঙ্গস্পর্শ যেন কভু করে নাই ॥
 যে মোর অঙ্গেতে হাত দিবে জে'রাবরি ।
 গোধন শপথ তার বংশী যাবে চুরি ॥
 সখীগণ কর্ণে কর্ণে প্রবোধ জন্মায় ।
 শির হেলাইয়া পুন উলটিয়া ধায় ॥
 সখীগণ ধরি পুন অনেক তুষিয়া ।
 কৃষ্ণের নিকটে দিলা বামে বসাইয়া ॥
 বদ্যপিহ উৎকর্ষা পরম হৃদিমায় ।
 তথাপিহ না না না না কহে কহি লাজ ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র ধরি তবে আলিঙ্গিতে চাহে ।
 জীবৎ রোদন মুখে না না না না কহে ॥
 উঠিয়া যাইতে পুন উদ্যম করিল ।
 কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষঃস্থলে ধরি আগলিল ॥
 জীবৎ রোদন করি করেছে ঠেলয় ।
 লক্ষ্যবস্তু দিয়া সখীগণেরে ধরয় ॥
 তাহাতে যে আভরণ শব্দ কমকে ।
 শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হাস্য চমকে ॥
 অনিনিধে চাহে ছদি করে হুরু হুরু ।
 হাত যোড়ে সখী আগে নাচাইয়া ভুরু ॥
 সুচকি হাসিয়া সখীগণ আশ্বাসয় ।
 হির হও বৈস তব পুরিবে আশয় ॥

তবে কৃষ্ণ ভ্রমে বসিলেন ভূমি তলে ।
 হাসিয়া রমণীগণ শেষে কিছু বলে ॥
 এত কেনে দিশাহারা হইলে নাগর ।
 আকাশের চান্দ কি হঠাৎ মিলে কর ॥
 সুধার্ত্ত হইলে কিবা গৌণ নাহি সহে ।
 অমৃতের আশ্রয় কি মুখ মেলি রহে ॥
 এত কাহি বদনে বসন দিয়া হাসে ।
 চেতন পাইয়া কৃষ্ণ আসনেতে বৈসে ॥
 পূম্বর্কার ধরি সবে আনি কৃষ্ণবামে ।
 বসাইল সখীগণ তুষি ক্রমে ক্রমে ॥
 বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে পশ্চাৎ করিয়া ।
 সখীর বস্ত্র ধরি আড়বোমটা টানিয়া ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র সখীগণে কহে আশি ঠারি ।
 তোমরা বাহিরে যাহ দ্বার কুরু করি ॥
 সুচকি হাসিয়া সখীগণে উঠি যায় ।
 অঞ্চল ধরিয়া রহে নাহিক ছাড়য় ॥
 কৃষ্ণ কথাছলে অশ্রুমনা করাইয়া ।
 ছুটিয়া বাহিব গেলা দ্বার লাগাইয়া ॥
 কৃষ্ণের কম্পিত অঙ্গ মদন হৃতাশে ।
 কমলে ভ্রমর যেন মধুর পিয়াসে ॥
 হুরু হুরু হিয়া অতি চঞ্চল হইল ।
 আলিঙ্গন করিবারে উদ্যম করিল ॥
 প্যারী করে কব ঠেলি উঠি একত্বিতে ।
 দাণ্ডাইলা কাঁপে অঙ্গ লজ্জা-ভয় রীতে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র খাই বহু বিনতি করয়ে ।
 মদনে মোহিত হৈয়া চরণে পড়য়ে ॥
 চরণে পড়য়ে কহে প্রসন্ন যে হও ।
 স্মর ধরতর হৈতে আঘারে তরাও ॥
 কৃষ্ণের করুণা শুনি দ্রবিল অন্তরে ।
 মনেতে বাসনা কিছু লাজে ভঙ্গি করে ॥
 তবে উন্মত্তের জ্ঞান অধৈর্য্য হইয়া ।
 গাঢ় আলিঙ্গন কৃষ্ণ করে ধরি হিয়া ॥
 কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে প্যারী বিংশ হইলা ।
 লোমাক শরীর বন্ধে ধরি শয্যায় রহিলা ॥
 লজ্জা ভয় গেল নিজ দেহ পাসরিলা ।
 কৃষ্ণচন্দ্র বন্ধে ধরি শয্যায় লইলা ॥
 আলিঙ্গন চুষন করয়ে বারে বারে ।
 আকাশের চান্দ যেন মেলি গেল করে ॥
 চাতকের মিলে যেন মেঘবরিষণ ।
 শতাব্দ সুখিতে যেন মিলে সুধাপান ॥

কত বা আদর করে কত বা তোষয়ে ।
 চিবুক ধরিয়া পুন বদন হেরয়ে ॥
 কর্ণে কর্ণে বক্ষে বক্ষে কপোলে কপোলে ।
 মিলিয়া চুষয়ে পুন বদনকমলে ॥
 গিরিধর হেমগিরি জন্মেরে ধরিয়া ।
 সহিতে না পারে তার পড়ে আলুরাইয়া ॥
 অঙ্গুলি-অগ্রেতে য়েহ পূর্বে ধরে গিরি ।
 এবে হেমগিরি ধরে জন্মের পসারি ॥
 তথাচ না পারে তার তার সহিবারে ।
 ভূমে রাখি কোপে পুন উঠার উপরে ॥
 বক্ষ দিয়া চূর্ণ করিবারে চাহে গিরি ।
 জন্মাইয়া উপাড়িতে চাহি করে ধরি ॥
 ক্রীড়ারস বিশেষ অমৃত পান করি ।
 হস্ত উপজিল তবে হেরিয়া সুন্দরী ॥
 সুন্দরী তখন লজ্জা পাইয়া উঠিয়া ।
 বিমুখ হইয়া বৈসে বস্ত্র সংবরিয়া ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র পবন করয়ে বস্ত্র দিয়া ।
 মিষ্টবাক্য কহি মুখে দেয় মুছাইয়া ॥
 ধনি করপদ্মে কর বাক্য করিয়া ।
 উৎফুল্ল বদন কোপে ফেঁসায় ঠেলিয়া ॥
 পুন কৃষ্ণ-অঙ্গ-স্পর্শে লজ্জা দূরে গেল ।
 রসের উল্লাসে দৌড়ে রজনী বঞ্চিল ॥
 প্রভাতসময়ে সখীগণ কুঞ্জে আসি ।
 বদনে বসন দিয়া কহে হাসি হাসি ॥
 কি করহ সখী হেথা কুঞ্জের ভিতর ।
 গৃহে না যাইতে চাহ পাইয়া নাগর ॥
 আহা মরি অঙ্গে কত বেশ ছিন্নভিন্ন ।
 মুখ স্নান দেখি তাহে তাড়নুলের চিহ্ন ॥
 কৃষ্ণেরে কহয়ে তুমি কেমন গোঁয়ার ।
 ছি ছি তব কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার ॥
 সোণার লতিকা রাই নব-কমলিনী ।
 মলন করিলে করি মাতোয়ারা জিনি ॥
 লীড়া দিলে সর্ব অঙ্গে পেষণ করিয়া ।
 উঠিতে নাহয়ে রাই ধরনী ধরিয়া ॥
 এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হাসে মুচকিয়া ।
 লজ্জার উঠয়ে রাই বস্ত্র সংবরিয়া ॥
 বমকিয়া তুরিতে সখীর আড়ে গিয়া ।
 তর্জন করয়ে সখীগণেরে তৎসিরা ॥
 চিহ্না ইকি বলিস্ গো কিসের বা চিহ্ন ।
 অঙ্গ বা মলিল কেটা কিবা ছিন্নভিন্ন ॥

তোদের সহিত আর কোথাও না বাব ।
 মিথ্যা অপবাদ এত সহিতে নাহিব ॥
 কবাট মুদিয়া মোরে রাখি গেল কুঞ্জে ।
 পুন নানা কথা কহি মিছামিছি গুঞ্জে ॥
 আমি ঘরে যাই বলি ক্রোধভাবে ধায় ।
 ধরতর করি ছই চারি পদ যায় ॥
 বিপর্যয় বস্ত্র গোরী অঙ্গেতে আছয় ।
 তাহা দেখি সখীগণ হাসিয়া কহয় ॥
 সখি তুমি ঘরে যাও তার নাহি দায় ।
 পরের বসন কেনে উড়ি যাও গায় ॥
 তাহা শুনি নিজ-অঙ্গবস্ত্র-পানে চায় ।
 লজ্জিত হইয়া এক পার্শ্বে গা দাঁড়ায় ॥
 সখীগণ পরস্পর মুচকি হাসয় ।
 সে কোতুক দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসয় ॥
 তবে রাই ঈষৎ রোদন মুহু হাস্ত ।
 লজ্জার সহিত সে যে পরম রহস্ত ॥
 আঁখি কচালিয়া পাছু গ্রীবা ফিরাইয়া ।
 ঈষৎ কুঞ্চিত আড়নরনে চাহিয়া ॥
 সখীগণে কহে মোর বস্ত্র দেহ আনি ।
 দেহে মোর উড়াইলি কাহার উড়ানি ॥
 সখীগণ কহে তবে হাসিয়া হাসিয়া ।
 আমরা কখন দিহু উড়ানি আনিয়া ॥
 কাহার সহিত তুমি পরিবর্ত কৈলে ।
 পুরুষের বস্ত্র কোথা কি আনি পাইলে ॥
 তাহা শুনি ক্রোধমনে বঙ্কিমনরানে ।
 চাহিয়া ভৎসন তবে করে সখীগণে ॥
 কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈতে তবে সখীগণ রঞ্জে ।
 নীলবস্ত্র নিয়া পরাইল রাই-অঙ্গে ॥
 নিজ অঙ্গ হৈতে রাই পীতবস্ত্র ধুলি ।
 বাক্য করিয়া টান মারি দিল ফেলি ॥
 সে ভলি দেখিয়া কৃষ্ণ-আনন্দ-সাগরে ।
 ভাসিয়া না পায় কুল তরঙ্গে সাঁতারে ॥
 তবে নিশি অবসান সূর্য্যের উদয় ।
 বুঝিয়া তঁহু হৈল সখীগণচয় ॥
 রাই লইয়া বাইতে সবে উদ্যম করিলা ।
 কৃষ্ণচন্দ্র তাহে অতি নিকৃৎসাহ হইলা ॥
 রাই-মুখ স্নান হৈল অন্তরে কাতর ।
 ছল করি কৃষ্ণপানে চাহে বায়েবার ॥
 অতএব হেন রসলীলা যে সঙ্কেতে ।
 তাহার তুলন্য দিতে কি আছে ভগতে ॥

সঙ্কেতে-বটের পদে শরণ লইতে ।
বড়ই বাসনা হয় কৃষ্ণদাস চিতে ॥
নন্দবট নন্দ মহারাজের পীরিতি ।
গোচারণকালে স্নিগ্ধচ্ছায়ে বৈসে তথি ।
বহুগণসহ নানা কথোপকথনে ।
বৈসেন করে মিষ্ট অন্ন জল পাণে ॥
শ্রীমদ্রাজ-মহাসুখ-অনুকূল ।
ধন্য যে পরম শ্রেষ্ঠ সেই বটমূল ॥
অতএব তাঁহার চরণে নমস্কার ।
উপাস্ত পরম ইষ্ট তেঁহ যে আমার ॥

অথযাবট ।

যাবট কিশোরীজীর গ্রামের ভূষণ ।
যাবট বলিয়া সেই গ্রামের আখ্যান ॥
অভিমহালয় মণিমানিক্য নির্মাণ ।
ঐশ্বর্য-গোধন-আদি নাহিক গণন ॥
শ্রীমতীর পতি অভিমানী অভিমন্য ॥
নগুংসক দৃষ্টিমাত্র পুরুষের চিহ্ন ॥
জটিল শাণ্ডী আর ননন্দা কুটিল ।
দেবর দুর্শ্ব নামে গোষ্ঠে সদা খেলা ॥
অনন্দমঞ্জরী ভগিনীর তেঁহ পতি ।
ভগিনীর সহ এক ঘরেতে রসতি ॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী তেঁহ পরমরূপসী ।
তুলনা নাহিক যায় জিনি কোটি শলী ।
সহজে মঞ্জরী সখী পরমপ্রেয়সী ।
শ্রীমতীর ভগ্নী তাহে অধিক সরসী ॥
শ্রীমতীর মহল নির্জন মণিময় ।
সুন্দর যে শোভা তার বর্ণন না হয় ॥
গৃহ সব হেমময় জড়াও মণিতে ।
তাঁহাতে রচনা লতাঝুটা চারিত্রিতে ॥
সুস্তার ঝালর ক্ষুদ্র হ রার সহিত ।
পাটের খোপনা তাহে অতি সুললিত ॥
ক্ষটিকমণির খাড়া ঝলমল করে ।
অপূর্ব তোরণ শোভে হোর মনোহরে ।
পদ্মরাগ চন্দ্রকান্তি মণির গঠন ।
নানা চিত্ররেখা হয় অর্পণেতে জোঁটন ॥
অপূর্ব পালঙ্ক করিহস্তেতে নিশ্চিত ।
হৃৎকণ্ঠবৎ শব্দা তাঁহাতে শোভিত ॥
পালঙ্কের অধো হয় কমল বিছানা ।
তাঁহাতে ঝালি পাঁর্শে পাটের খোপনা

মান-ভোজনের বেশরচনের স্থান ॥
পৃথক পৃথক হয় অপূর্ব নির্মাণ ॥
সখী আর সেবা-রা মঞ্জরীর গণ ।
দাসী আদি করি তার না হয় গণন ॥
প্রেমে সেবা করে সবে পরম উৎসাহে ।
তাঁহার সুখের লাগি প্রাণ দিতে চাহে ॥
শ্রীমতীর সুখের সুখী দুঃখের যে দুখী ।
কিসে বা জন্ময়ে সুখ থাকিয়ে নিরুখি ॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে রাই সদা পুলকিত ।
কৃষ্ণগুণকথা-সে সদাই পিরীত ॥
কৃষ্ণসনে আলিঙ্গন সঙ্গম-কারণ ।
সদা সখীগণ করে উপার চন্দন ॥
অভিসার করিবার গোপিত ছরার ।
অছয়ে উদ্দেশ কেহ না পায় তাহার ॥
অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়া দার ।
বাহিরেতে বন আচ্ছাদন ছত্রাকার ॥
তাঁহার কিঞ্চিৎ দূরে হয় গড়খাট ।
তাঁহার তুলনা দিতে স্থান আর নাই ॥
দুই পা র রত্নময় কেতকীর বন ।
নানাজাতি বৃক্ষ শোভে পরম নির্জন ॥
তলে শোভে কুমুদ কল্লার কুবলয় ।
প্রফুল্লিত তাহে মত্ত মধুকর চয় ॥
তাঁহা পার য বার যে পথ সুনির্দিষ্ট ।
জলমধ্যে মণিস্তম্ভোপরি রত্নভিত ॥
তাঁহার উপরে হয় প্রবালের পাটা ।
আলিসা দুধারী তার স্বর্ণ-মণি-জটা ॥
সাঁকো বলি লৌকিকভাবাতে বারে কহে ।
পরম সুন্দর সেই প্রাকৃতিক নহে ॥
অভিসার-সনে-সখীগণ আসি মিলি ।
পরম সুন্দর করে কোতুক হলাহলি ॥
কেহ নানা মিষ্ট-অন্ন বানাইরা আনে ।
কেহ কেহ মালা চন্দন পানদানে ॥
কেহ নানা গন্ধ নানা দ্রব্য উপহার ।
কৃষ্ণের নিমিত্ত হেতু কুঞ্জে লটবাব ॥
শ্রীমতীর বেশ সবে বানাইরা দেন ।
মধ্যে মধ্যে পরিণাম রচনাবচন ॥
কৃষ্ণসুখহেতু কৃষ্ণ-মন-বৃন্দ জানি ।
পারীজীর বেশ করে সকল রমণী ॥
বেণীর রচনা কেহ করেন কোতুকে ।
মণিগুচ্ছা দেন তাঁর মধ্যে থাকে থাকে ॥

অথৈ ০ টকিয়া বেন বর্ণময় কাঁপা ।
 মূলভাগে বেড়ি দিল মল্লিকার ধোপা ॥
 নাসার তিলক কেহ কপালে সন্দূর ।
 অঙ্গ মোছাইয়া লেপে কুঙ্কম কপূর ॥
 কর্ণভূষা নানা মণি-মুক্তার অড়িত ।
 নাসার নোলক গজমতি সুললিত ॥
 কেহ ত স্নায় কণ্ঠে মণিমুক্তাহার ।
 রতন ধুকধুকি মরকত মণিসার ॥
 চরণে নুপুর মণি-মুগুর পঞ্চম ।
 বাহার মধুরধ্বনি কৃষ্ণমনোরম ॥
 কটিতে কিকিণী করে বলর-কঙ্কণ ।
 বাহাতে কৃষ্ণের মন্ত শ্রবণ-নয়ন ॥
 ইত্যাদি করিয়া ভূষা মালা বস্ত্র গঞ্জে ।
 সাজাইয়া সবে মেলি পরম আনন্দে ॥
 কিবা অপরূপ রূপ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ।
 কিশোরসহিত মাত্র উপমা কিশোরী ॥
 তবে অভিসার করি প্যারীয়ে লইয়া ।
 চলিলেন সব সখী হরষিত হইয়া ॥
 সেবাগরা সখীগণ উৎসাহ করিয়া ।
 পরস্পর ঝকোড়েন হাসিয়া হাসিয়া ॥
 খাদ্যদ্রব্য ঝারি মালাগন্ধাদি যতেক ।
 সবে কহে আমি নিব গোপিকা শতেক ॥
 বাহার যে উপযুক্ত সেবামতে নিয়া ।
 নানা বাসায়স্ববীণা-আদিক লইয়া ॥
 চুপে চুপে ধীর ধীর খিড়কি-দুয়ার ।
 খুলিয়া বাহির হৈল সন্তর-অন্তর ॥
 সঙ্কেতকুণ্ডিতে গিয়া প্রিয়াসনে মিলি ।
 পরানন্দ কোতুকে রসের হলাহলি ॥
 কিশোর-কিশোরী দৌছে দৌড়া-দরশনে ।
 উপজিল মুহূর্ত্তস দৌহার বদনে ॥
 চক্ষে চক্ষু চাহি প্যারী ঈষৎ লজ্জায় ।
 কৃষ্ণ নয়নে কিছু হেট-দৃষ্টে চায় ॥
 তবে কৃষ্ণ করে ধরি বামে বসাইয়া ।
 কত না আদর করে বদন চুম্বিয়া ॥
 লানা-রস কোতুকেতে রজনী বঞ্চয় ।
 কত যে কাহিনী তাহা কহা নাহি যায় ॥
 যাবট যে বট যথা জীবতীর গৃহ ।
 কে কহিতে পারে তার মহিমা সমূহ ॥
 কিকিৎ কহিছে মাত্র মন বুঝাইতে ।
 তাঁর কপোমুত-আশা কৃষ্ণদাস-চিতে ॥

অথ সপ্তমী ।

সপ্তমী হয় মহামহিমা অপার ।
 প্রত্যেক কহিতে নারি মূলর বিস্তার ॥
 কৃষ্ণগঙ্গা পাতালজাহ্নবী সমন্ততী ।
 মানসগঙ্গা অলকনন্দা বসুনা গোমতী ॥
 মানসগঙ্গা যিনি গোবর্দ্ধনে স্রোত-নদী ।
 বসুনার সহ মিলি রহে নিরবধি ॥
 অতুল মহিমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতি ।
 নোকাধগুলীলা কৈল লইয়া যুবতী ॥
 দধি দ্রুত বিকি ছলে রাধিকা সুন্দরী ।
 কৃষ্ণদশনে বায় সঙ্গে সহচরী ॥
 দধির পসরা মাখে সব গোপীগণে ।
 উত্তরিলা মনসগঙ্গার তীরবনে ॥
 হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র রসিকেশ্বর ।
 নৌকা এক চড়ি আটসে অতি ধরতর ॥
 বেধিয়া রমণীগণ বেন নাহি দেখে ।
 পারে রাধি নৌকা অন্য দিকেতে নিয়খে ॥
 নাবিকস্বরূপ কৃষ্ণে দেখে গোপীগণ ।
 অনিমিখে চাহে সবে আনন্দে মগন ॥
 ঠারিয়া কহয়ে রাই তবে ললিতারে ।
 ডাকহ নাবিকে সখী গার করিবারে ॥
 ললিতা সুন্দরী তবে ঈষৎ হাসিয়া ।
 ডাকহ নাবিকে তবে মধুর করিয়া ॥
 কে তুমি খেরারি অহে পাব করি দেহ ।
 নৌকা নিয়া আইস উপযুক্ত কড়ি লহ ॥
 কৃষ্ণ তাহা শুনিয়াও নাহি দেয় কাণ ।
 ইতি টিপি চাহে তুড়ি নিয়া করে গান ॥
 পুনঃপুন ডাকিতেই কি'রয়া তাকার ।
 কে ডাকে কে ডাকে বলি হাঁকিয়া কহয় ॥
 পার হইবার সময় এখন যে নয় ।
 বুঝিয়া বদ্যপি দান দেহ তবে হয় ॥
 ইহা কহি মুখ কিরাইয়া বসি রহে ।
 মুচকিয়া সখীগণ পুনর্বার কহে ॥
 আইস বুঝিয়া দিব বেতন তোমার ।
 বাহা চাহ তাহা দিব শীঘ্র কর পার ॥
 তবে কৃষ্ণ কহে পুন ধর্ম সাক্ষী করি ।
 বাহা চ'হি তাহা দিব তবে আমি তরি ॥
 বদনে বসন দিয়া কাসে সখীগণ ।
 প্রিয়সখী পানে সবে চাহি বসেঘন ॥

নাবিকেরে কহে আইস যা চাহ তা দিব ।
 শীঘ্র পার কর মোরা দ্বার যাইব ॥
 শ্রীমতী কহেন সাধ যা চাহ তা দিব ।
 তা কেনে কাহলি বড় অজ্ঞান হইব ॥
 তাহা শুনি সখীগণ হাসিয়া উঠিল ।
 তোম র কি ভয় সাধি এতেক হইল ॥
 রত্নদেবী কহে তবে নানারঙ্গ করি ।
 ভয় নাই কেনে সাধি দেখহ বিচারি ॥
 বেতন দিব'র দায় বিচার ত যার ।
 হৃদয়েতে আগে তার দায় আপনার ॥
 অতএব এবে এড়াইতে পথ নাই ।
 প'ড় গেল। সুরাফাঁদে যা করে গোসাঞি ।
 রাহুস্থে প'ড় গেল। পূর্ণ শশধর ।
 কমলিনী হেরিয়া কি ছাড়য়ে ভ্রমর ॥
 তাবিলে কি হবে হেম সুখা ঘটয় ।
 আজি লোঠা গেল তার নাহিক সংশয় ॥
 তবে সুবদনী লাজে বদন কাঁপিয়া ।
 কষ্টপ্রায় কহে কিছু বন্ধার করিয়া ॥
 কুরুভক্তি কার কহে দূর লো পামরি ।
 নিজ মনবৃত্তি কহ পরের উপরি ॥
 বেতন দিবার সাধ থাকে যদি তোর ।
 দেগা লো যাইয়া তু' তাহার কি ঘোর ॥
 হাস-পরিহাসে চড় কোতুক হইল ।
 অন্তরে কিশোরীজীর আনন্দে পূরিল ॥
 প্রফুল্লবদনে কৃষ্ণ নৌকা ধীরে ধীরে ।
 বাহিয়া আইলা গোপিকার বরাবরে ॥
 হেমে লড়া সুবিচক্রে মনোহর তরী ।
 রত্ন-কেরোয়াল তাহে স্বর্ণময় সুরি ॥
 বন্ধে কেরোয়াল শোভে চরণে চরণ ।
 হেরিয়া গোপিকাগণ প্রেমেতে মগন ॥
 পরস্পর কহে সবে ছলছল আঁধি ।
 কিবা অপরূপ রূপ দেখ দেখি সাধি ॥
 ধমুনা করেছে আলো নবীন কাণ্ডারী ।
 শ্রাম-অঙ্গ অলঙ্কার সৌন্দর্যমণী তরি ॥
 ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা রূপে অমিয়া খেলিছে ।
 হাসির হিলোলে কত মুকুতা পড়িছে ॥
 শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্য নদীতরঙ্গ ঢালিছে ।
 রূপের মাধুরীরসে স্রোত বহিতেছে ॥
 প্রতিবিম্ব অলমধ্যে তরঙ্গ সচল ।
 কোটি কোটি চক্রে জিনি পরম উজ্জল ॥

তবে গোপী কহে অহে সুনর কাণ্ডারী ।
 মোরা পারে বাব শীঘ্র দেহ পার করি ॥
 কৃষ্ণ কহে পার করি তার নাহি-দায় ।
 বেতন কি দিবে তাহা করহ নিশ্চয় ॥
 ললিতা কহেন যোগ্য বেতন যে লুহ ।
 আট কোড়ি পাবে দধি-পনারের সহ ॥
 কৃষ্ণ কহে তোমার উচিত কথা নহে ।
 বিচার করিয়া কহ রহে সহে যাচ্ছে ॥
 পরমসুন্দরী তাহে নবীনা যুবতী ।
 ভূষণে শোভিত কত'হার হীরা যতি ॥
 আর তাহে রূপের হিলোলে মুগ্ধ হাসি ।
 হৃদয়ে শোভয়ে কিবা রতন-কলসী ॥
 তোমা সেবা সম আচ্য কে আছয়ে আর ।
 ছোট কথা উপযুক্ত না হয় তোমার ॥
 অতএব তোম সবার পার বে করিতে ।
 কোটি স্বর্ণমুদ্রা চাহি বিচার সম্মতে ॥
 তাহা শু'ন ললিতা কহয়ে রহ রহ ।
 আপনা সমুঝি মুখ সামলিয়া কহ ॥
 কুলবতী সতীগণে ইঙ্গিত করহ ।
 বুঝিবে পশ্চাৎ যদি পুনরায় কহ ॥
 কৃষ্ণ কহে স্বরূপ কহিতে যদি কঠ ।
 না কহিব বরঞ্চ নৌকার আসি উঠ ॥
 অর্থ রতন মুদ্রা কিছুই না লব ।
 তোমা-সবার ব্যয় নাহি তাহাই লইব ॥
 তোমার পশ্চাতে কেউ নবীন-কিশোরী ।
 তড়িত-লতিকা কিংবা সোণার গাগরি ॥
 অমিয়া নিম্বিয়া মুগ্ধ মুগ্ধ মন্দ হাসি ।
 বদন-সৌন্দর্য্য হেরি কান্দে কোটি শশী ॥
 আহা মরি এমন রূপসী জিতুবনে ।
 কতু দেখি নাই কতু ন' শুনি শ্রবণে ॥
 উহার সহিত একবার আলিঙ্গন ।
 ইহা মাত্র চাহি নাহি চাহি কোন ধন ॥
 ইহাতে যে তোমা-সবার ব্যয় কিছু নাহি ।
 শপথ করিয়ে যদি আর কিছু চাহি ॥
 অনারাসে পার হৈয়া যাও বিনি অর্থে ।
 মোর যশ গাইতে গাইতে যাবে পথে ॥
 ললিতা কহেন পূম নির্লজ্জ যে তুমি ।
 ভৎসনা করিয়া তোমার হারিলাম আমি ।
 পুন যদি কই কহ তবে সাক্ষা পাবে ।
 সাধার ঢালিয়া দধি পশ্চাতে আমিবে ॥

তবে কৃষ্ণ বেন তাহা শুনে শুনে নাই ।
 কহে যে কহিলাম ভাল দেও যে তাহাই ॥
 স্বরায় নৌকার চড় উহার অগ্রেতে ।
 চড়াইয়া বসিও আমি আমার পার্শ্বেতে ॥
 গোপীগণ মুচকিয়া হাসিয়া কহয় ।
 হাসি পায় হৃৎ ধরে না কহিলে নয় ॥
 গ্রামে নাহি মানে হৈলে আপনি মণ্ডল ।
 গরের রমণী দেখি হইলে চঞ্চল ॥
 আত্মা করিতেছ নিজ বামে বসাইতে ।
 ভয় লজ্জা নাহিক কিঞ্চিৎ তব চিতে ॥
 পুন কৃষ্ণ কহে ভাল যে ইচ্ছা তোমার ।
 যেখানে বসিও সেই সৌভাগ্য আমার ॥
 মুচকিয়া গোপীগণ নৌকার চড়িলা ।
 জীমতীরে ঘেরি সবে চৌদিকে বসিলা ॥
 রাধাকৃষ্ণ মিলনে মনে সবার আনন্দ ।
 বাছে কিছু প্রকাশয় রসের প্রবন্ধ ॥
 কৃষ্ণদরশনে প্যারীর নয়ান চঞ্চল ।
 যতনে নিবारे তবু করয়ে উছল ॥
 আনমনা হইয়া বসিলা সবে নার ।
 আন কথা কহে সবে কৃষ্ণে না তাকায় ॥
 চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণ প্যারীকে দেখিতে ।
 ইধি উধি ফিরে কেহুয়াল করি হাতে ॥
 মাধুগন্ধা-পাথারে লইয়া যবে তরী ।
 মন্দ মন্দ হাসিতে খেলিতে গেলা হরি ॥
 হেন কালে ঘোর অন্ধকার করি মেঘে ।
 চৌদিক ঘেরিয়া সে আইল মহাবেগে ॥
 প্রচণ্ড বহয়ে বায়ু উছলে তরঙ্গ ।
 কৃষ্ণের তাহাতে কিছু নাহি ভুরুভঙ্গ ॥
 নৌকার ঝলকে জল উঠিয়া ভরিল ।
 মন্দ মন্দ বুড়িয়ারা পড়িতে লাগিল ॥
 উছল পাছল হয় নৌকা না ঠাহরে ।
 গোপীগণ স্থির হৈয়া বসিতে না পারে ॥
 উলটিয়া পড়ে গুড়া অড়াইয়া ধরে ।
 পরস্পর অড়াঅড়ি করি ধরে ডরে ॥
 দধি স্নাত উলটিয়া সব পড়ি গেল ।
 অঙ্গের উড়নি খসি কোথায় পড়িল ॥
 উড়াইয়া বায়ুবেগে নিয়া গেল দূর ।
 সর্বদা উদাস হৈল স্তম্ভরোগের ॥
 কৃষ্ণের যে মনোরথ বিধি ঘটাইল ।
 দুল্লভ দর্শন অনায়াসে যে হইল ॥

উরজ উদর পৃষ্ঠ-আদি কেশপাশ ।
 অনিমিখে হেরে কৃষ্ণ পরম উল্লাস ॥
 কিশোরীর পানে চাহে ভঙ্গি প্রকাশিয়া ।
 মুচকি মুচকি হাসে আঁধি মটকিয়া ॥
 ঈর্ষা-ক্রোধ-ভাবে আঁধি আড়ম্বুড়ি করি
 কৃষ্ণপানে চাহে রাই স্তম্ভরী নাগরী ॥
 ক্রভঙ্গি করিয়া গালি পাড়ে যুহু যুহু ।
 তাহাতে যে শাকা স্নান উগারয়ে বিধু ॥
 সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ-হৃদয় ।
 স্নর-ধরতর-শরে আপনা ভুলয় ॥
 তবে গোপীগণ ঝড়-তুফান দেখিয়া ।
 তরঙ্গে অস্থির নৌকা প্রমাদ পণিয়া ॥
 কৃষ্ণের অনিষ্টচিন্তা হৃদয়ে ভাবিয়া ।
 কৃষ্ণসুখপান চাহে উদ্বিগ্ন হইয়া ॥
 কাতর হইয়া তবে ষোড়পানি করি ।
 কহয়ে কৃষ্ণেরে কিছু চক্ষে বহে বারি ॥
 ভয়েতে কাতর মোরা দেহ পার করি ।
 হেদে হে নাগর কান্ন স্তম্ভর কাণ্ডারী ॥
 প্রচণ্ড পবন তাহে নদী বেগবান্ ।
 উছলিচে তরঙ্গ বে প্রলয় সমান ॥
 তাহে ঘোর মেঘারক্ত বিন্দু পড়িতেছে ।
 বেলা অবসান সূর্য্য অস্ত হইতেছে ॥
 আমরা মরি যে তার লাগি ভাবি নাই ।
 তোমার অনিষ্ট পাছে হয় ভয় পাই ॥
 তথাপিহ পরিহাস করে রসরাজ ।
 ঘনাইয়া গিয়া বৈসে গোপীর সমাজ ॥
 অধিক উলমল নৌকা করিতে লাগিল ।
 ভয়েতে কিশোরী কৃষ্ণের কণ্ঠেতে ধরিল ॥
 পরম আনন্দে কৃষ্ণ বন্ধেতে রাখিয়া ।
 শত শত চুষ দিল চিবুকে ধরিয়া ॥
 তবে তরী কৃষ্ণ পারে লইয়া যে গেল ।
 প্রণয় ভৎসন গোপী করিতে লাগিল ॥
 দধি হৃৎ-মাধনাদি কৃষ্ণে খাওয়াইয়া ।
 কষ্টে নিজ নিজ গৃহে গেলেন চলিয়া ॥
 হেম রসরঙ্গ যে মানসগঙ্গোপরি ।
 আনন্দে করয়ে সদা-কিশোর-কিশোরী ॥
 তাহার মহিমা গুণ কে কহিতে পারে ।
 জীবের শক্তি নহে এ তিন সংসারে ॥
 জীমতানসগঙ্গা কৃপাদৃষ্টে হের ।
 কৃষ্ণরাস পরিহার করে অসীকার ॥

তত্র শ্রীকালিন্দী ।

শ্রীমতী কালিন্দী জলে সদা কৃষ্ণ-রঙ্গ ।
জলক্লেদী-আদি করে গোপীকার সঙ্গ ॥
অন্যাপিহ গো গোপ গোপীগণ সঙ্গে ।
বমুনায় জলে বিহরয়ে নানারঙ্গে ॥
অহো কি হৃর্ভাগা ভ্রাগাধীন এই জন ।
বমুনায় জল বেট না করিল পান ॥

শ্লোকঃ—

অহো অভাগাং লোকস্ত ন পীতং বমুনাজলম্ ।
গো-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা ॥

যে স্থানে কংসনিহনন শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ ও
গোপীকার সঙ্গে নিয়ত সর্বদা কেলি-ক্রীড়া-রসে
নিমগ্ন, সেই বমুনাজল যে ব্যক্তি পান না করিল,
তাহার কি হৃর্ভাগ্য !

অতএব বমুনায় মহিমাবর্ণন ।
মরে কি করিবে নাহি পারে দেবগণ ॥
বমুনায় জলক্রীড়া গোপিকাসহিত ।
চমৎকার কৃষ্ণচন্দ্র লীলার উচিত ॥
কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-ঠাকুর বর্ণিলা ।
ত্রিভুবন-জন-মন মোহিত করিলা ॥
আমি কি বর্ণিব তাহে, মূর্খ বুদ্ধিহত ।
বর্ণিতে বিস্তের মুখ কৈল আচ্ছাদিত ॥
অতএব সংক্ষেপে শ্রীবমুনামহিমা ।
কহিল কিঞ্চিৎ তার না পাইল লীমা ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড ।

চৌরাসীতি কুপ আর চৌরাসীতি কুণ্ড ।
সর্বতীর্থ শিরোমণি জিনিয়া ব্রহ্মাণ্ড ।
রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড পরাংপর সার ।
ত্রিভুগত-মধ্যেতে উপমা নাহি আর ॥
তার মধ্যে শ্রীল-রাধাকুণ্ডের মহত্ব ।
ব্রহ্মা-শিব আদি বার নাহি জানে তত্ত্ব ॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আর বাহ্যে পরব্যোমে ।
বাহার, অধিক সম নাহি কোন ধামে ॥
বুদ্ধাবন পরাংপর সর্বশ্রেষ্ঠতম ।
তাহার মধ্যেতে সর্বোত্তম অঙ্গুণম ॥

বর্ণা—

রাধা রাধা প্রিয়া বিকোত্ততাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্বগোপীষু নৈবৈক। বিশেষত্বাত্তবদতা ॥

রাধা কৃষ্ণের বেরণ প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তাঁহার
তত্ত্বপাই প্রিয়। সমস্ত গোপিকার মধ্যে শ্রীরাধাই
শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র প্রেমসী ।

রাধাকুণ্ডে স্নান যেই করে একবার।
রাধিকা সমান প্রেম জনমে তাহার ॥
স্নান-পান-মাত্র ছুটে সংসারের কীসি ।
তৎকণাৎ হয় সেই রাধিকার দাসী ॥
কুণ্ডের প্রকট কিছু কহিব সংক্ষেপে ।
আর শ্রামকুণ্ড প্রকটিলা যেইরূপে ॥
শ্রামকুণ্ডমানে শ্রীরাধিকা শ্রীত হন ।
রাধাকুণ্ডে নৈ কৃষ্ণ বিক্রীত মানেন ॥
এতদিন শ্রীরাধিকা সহ গোপীগণ ।
কোতুকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেন ওলাহন ॥
বৎসানুরবধ তুমি সেচ্ছার করিলে ।
অতএব মহাপাপ গোবধী হইলে ॥
তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত বদ্যপি করিবে ।
তবে তুমি আমা সবার স্পর্শযোগ্য হবে ॥
পৃথিবীর সর্বতীর্থে স্নান যদি কর ।
তবে মহাপাপ হৈতে শুদ্ধ হৈতে পার ॥
অতএব আমা-সবাকারে ন' ছুঁইহ ।
মো-সবাব 'নকট হইতে দূরে যাহ ॥
তাহা শুনি কঁাকর হইয়া কৃষ্ণ কহে ।
ভাল ভাল প্রায়শ্চিত্ত যে করিব নহে ॥
তবে কৃষ্ণ যুরলীর প্রান্তভাগ দিয়া ।
কুণ্ড এক করিলেন মৃত্তিকা খুঁদিয়া ॥
ব্রহ্মাণ্ডে যতেক তীর্থ গঙ্গা আদি করি ।
স্বরণ করিলা সবাকারে প্রভু হরি ॥
তৎকণাৎ আইলা সকলে মূর্ত্তি ধরি ।
নাণ্ডাইল' কৃষ্ণ-আগে যোড়হস্ত করি ॥
গোপীগণ দেখি তাহা চমৎকার হৈল ।
এ সব অপূর্বরূপ কোথা হৈতে আইল ॥
কৃষ্ণ কহে ইহঁ হন সব তীর্থগণ ।
ইহঁ-সবা এই কুণ্ডে করিয়ে স্থাপন ॥
স্নান করি পাপ দূর এখনি করিব ।
তোমা সবার অঙ্গ আলিঙ্গনে যোগ্য হব ॥
মুচকি হাসিয়া গোপী কহে পরস্পর ।
কি কহক জানে এই কালিয়া কিশোর ॥
তীর্থগণে ইহার আজ্ঞায় সব আইল ।
কিবা মত জানে কিবা যোগসিদ্ধি কৈল ॥

তবে কৃষ্ণ তীর্থগণে কুণ্ডেতে স্থাপিয়া ।
 ঘান কৈল গোপিকার সন্মুখে বহিয়া ॥
 অপূৰ্ণ কুণ্ডের শোভা বলমল করে ।
 সৰ্ব্বতীর্থময় মহামহিম বিস্তারে ॥
 দেখিয়া বাসনা হৈল রাধিকা-অন্তরে ।
 আমিহ ঈশনি কুণ্ড করিব সত্বরে ॥
 এত ভাবি সখীগণ সহিত কিশোরী ।
 দেখয়ে তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণ দীর্ঘা করি ॥
 পরস্পর কহে লবে উহার উত্তম ।
 খুদিব যে কুণ্ড মোরা পরমমোহন ॥
 তীর্থগণে বোলাইয় আমরা আনিব ।
 কৃষ্ণের কুণ্ডের জল ছেঁচিয়া লইব ॥
 এত কহি কেহ নিল শুথুনা লকড়ি ।
 কেহ নিল শিলাটুক কেহ নিল খড়ি ॥
 খুদিতে লাগিল সবে কুণ্ড করিবাবে ।
 রাধিকা স্নানরী নিজ কঙ্কণে আঁচড়ে ॥
 খুদিতে খুদিতে এক কুণ্ড প্রায় হৈল ।
 কিন্তু জল না হৈল তীর্থ না আইল ॥
 সবার বদনপানে সবাই চাহয় ।
 বদনে বসন ঝাঁপি মুচকি হাসয়ে ॥
 দীঘল ফিরাইয়ে মুখ কৃষ্ণপানে চাহে ।
 লজ্জিত হইয়া সবে ঠারঠারি কহে ॥
 লজ্জার বিষয় সখি কি করি উপায় ।
 তীর্থ দূরে থাকু দেখি জল নাহি হয় ॥
 কৃষ্ণ দূরে থাকি দেখি মুছ মুছ হাসে ।
 কিশোরীর দেখি রজ প্রেমানন্দে ভাসে ॥
 তবে সব সখীগণ যুক্তি করিল ।
 লাজ থাইয়া কৃষ্ণহানে ঘাইতে হৈল ॥
 কৃষ্ণের নিকটে গিয়া স্নানকারীগণ ।
 ভক্তি করিয়া কিছু হাসিয়া কহেন ॥
 তুমি যে খুদিলে কুণ্ড তীর্থ যে আনিলে ।
 বৃষ্টিতে নাতিমু কিবা কুহক করিলে ॥
 আমা-সবা নারীগণে কিংবা ভুলাইলে ।
 প্রায়শ্চিত্ত করি বালি মিথ্যা যে কহিলে ॥
 অতএব মোরা এই কুণ্ড যে খুদিমু ।
 ইথে তীর্থগণ আদি ঘান-পান বিহু ॥
 প্রতীতি না হবে আমা-সবাকার মনে ।
 গেল কি না গেল পাপ আনিব কেমনে ॥
 অতএব তীর্থগণ তব কুণ্ড হৈতে ।
 মো-সবার কুণ্ডে আনি ঘান কর তাতে ॥

তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হৈল ,
 সে ভক্তি দেখিয়া স্নানাগরে ভাসিল ॥
 তবে কহে ভাল ভাল তাহাই করিব ।
 বাহা হৈতে তোমা-সবার প্রতীতি হইব ॥
 এত কহি সৰ্ব্বতীর্থ সেই কুণ্ডে আনি ।
 ঘান কৈল কৃষ্ণ যে পাবনশিরোমণি ॥
 শ্রীরাধিকা মনে বড় আনন্দিত হৈল ।
 সখীগণে ঠারেঠোরে কহিতে লাগিল ॥
 কৃষ্ণসনে চতুর্থাই কেমন করিমু ।
 ছলে কলে নিজ কুণ্ডে তীর্থ আনাইমু ॥
 হাঁসিয়া কৃষ্ণেরে সবে টিটকারি দেন ।
 কৃষ্ণ তাহে প্রেমানন্দমাগরে ভাসেন ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র প্যারীসদে জলকৈল কৈল ।
 রাধাকুণ্ড নাম তার সাদরে রাখিল ॥
 নিজ সর্বশক্তি রাধিকার সর্বশক্তি ।
 সম্যকপ্রকারে যে অর্পিতা প্রেম রতি ॥
 রাধিকা স্বরূপ হন কৃষ্ণের স্বরূপ ।
 ত্রৈলোক্যের মধ্যে এক পরম অরূপ ॥
 নিগুণ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতির পর ।
 ত্রিজগতে যার সম উর্দ্ধ নাহি আর ॥
 কৃষ্ণের প্রেমসী যথা রাধিকাস্নানরী ।
 হেমতি শ্রীরাধাকুণ্ড অতি প্রিয়করী ॥
 রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড দুই দোহা মূর্তি ।
 দুই কুণ্ড সঙ্গমে দোহার মন-বৃত্তি ॥
 রত্ন-সিংহাসন সেই সঙ্গম উপরে ।
 তমালের তরুতলে সদাই বিহরে ॥
 রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড তীরের যে শোভা ।
 বর্ণন না হয় যাতে রাধাকৃষ্ণ লোভা ॥
 অষ্ট-সখী-কুণ্ড কুণ্ড তাহাতে বেষ্টিত ।
 মহিমা সমান রাধাকুণ্ডের উচিত ॥
 শ্রীল-রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড কৃপা কর ।
 কৃষ্ণদাসমস্তকে চরণছায়া ধর ॥

চারি ধাম ।

চারি ধাম হয় শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে ।
 যাহার প্রকাশ রূপ অস্ত অস্ত হলে ॥
 রামনাথ বজ্রীনাথ জগন্নাথ-কন্দ ।
 শ্রীল-দ্বারকানাথ পরমমহৎ ॥
 যাহার স্মরণে হয় সংসারমোচন ।
 দর্শনের গুণ তাহা না যার বর্ণন ॥

অন্তঃগর অন্ত লীলাহান বে বর্ণিব ।
কিঞ্চিৎ বর্ণিব মাজ্জ সকল নারিব ॥
সাধুগণ কহিতে পারেন সর্বস্বান ।
মো-সবার অন্তর-অগম্য যে লকান ॥

শ্রীগোবর্দ্ধন কদম্বধতি ।

গোবর্দ্ধন নিকটে কদম্বধতি হয় ।
তথা পাশাক্রীড়া দৌহে অর পরাজয় ॥
পণ করি খেলে রাধাকৃষ্ণ দৌহ জনে ।
চৌদিকে বেষ্টিত ললিতাদি সখীগণে ॥
শ্রীমধুমঙ্গল শ্রবলাদি ধর্মসখা ।
কৃষ্ণপক্ষপাত করি করে লেখা জোখা ॥
চতুর শ্রীমতীপক্ষ বত সখীগণে ।
হারিলেও অমায় করিয়া সবে জিনে ॥
কৃষ্ণের মুয়লী হার চূড়া গুণামালা ।
গোলমাল করি হারাইয়া কাড়ি নিলা ॥
কৃষ্ণের বয়স্ত সব আঁটিতে না পারি ।
ললিতার ডরে সব রক্তে চূপ করি ॥
কৃষ্ণের পরমশ্রুত প্যারীজীর অয়ে ।
ভজি করি হারি সেই কোতুক দেখরে ॥
চুষ আলিঙ্গন পণ হয় ত যখন ।
যতনে জিনিতে চাহে শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥
তিনবার পণে হারি তবে শ্রীকৃষ্ণ কহে ।
পুন বে খেলিব পণ রাখ মোর সহে ॥
আমি যদি হারি মধুমঙ্গলেই লবে ।
আপন জোরেতে বাকি নিয়া যাবে সবে ॥
ভুমি যদি হার প্যারী প্রিয়সখী তব ।
ললিতা স্তম্ভরীকে আমারে সঁপি 'দব ॥
এ কথা শুনিয়া রাই অকুটি করিয়া ।
ক্রোধাবেশে কৃষ্ণে কিছু কহরে তৎসিরা ॥
মুখ সামালিয়া কথা কহ বিচারিয়া ।
নিজ মরিয়ায় গোপীসমাজে রাখিয়া ॥
তোমার যে বটু মধুমঙ্গল যেমন ।
তেমন সহস্র বিপ্র আনিয়া এখন ॥
করাইয়া ভোজর দক্ষিণা কোড়ি কোড়ি ।
বিদায় করিতে পারি দিয়া দশ বুদ্ধি ॥
আমার ললিতা-সখী রূপে গুণে শীলে ।
এমন একটা নাহি জিকুবনে মিলে ॥
ইহার সহিত তব বটু ব্রাহ্মণেরে ।
কোন অংশে সমান করিলে কি বিচারে ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল খেল ত এবারি ।
যে উচিত হয় পাছে করিব বিচারি ॥
এত কহি পুন দৌহে খেলিতে লগিলা ।
ললিতা মুচকি হাসি মউনে রহিলা ॥
খেলেতে খেলেতে তবে কৃষ্ণ হারি গেল। ।
নিজ দায় পাইয়া শ্রীললিতা উঠিলা ॥
তা দেখিয়া বটু তবে পলাইয়া যায় ।
ঝমকিয়া ললিতা সমুখ আগুলায় ॥
গলায় বসন দিয়া ধরিলা বটুরে ।
বিকাইলে পথে বাকি নিয়া যাব তোরে ॥
প্যারীজীর আগে আনি বসাইলা তারে ।
গলায় বসন আর চাহে বাকিবায়ে ॥
বটু কহে মোরে বাকি করি কি বিচার ।
কৃষ্ণ মোরে বেচিবেক কি শক্তি উহার ॥
উহার বা কে মানে ও ত গোয়ালিয়া ।
মুই বিপ্র মোরে পূজে আদর করিয়া ॥
গোপীগণ কহে মোরা তাহা না শুনিব ।
কৃষ্ণ পণ করিলাছে বাকি নিয়া যাব ॥
তবে বটু কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চনাদে ।
রক্ষা কর বলিয়া কপট করি কান্দে ॥
কৃষ্ণ কহে ছাড়ি দেহ বটুরে আমার ।
আর বাহা কহ দিব যে ইচ্ছা তোমার ॥
ললিতা কহেন বংশী বন্ধক রাখহ ।
ভাল ভাল বটুরে লইয়া তবে যাহ ॥
তবে কৃষ্ণ বংশী বাক্স রাখিয়া বটুরে ।
খালাস করিয়া পুনর্বার খেলা করে ॥
কৃষ্ণেরে তৎসঙ্গে তবে শ্রীমধুমঙ্গল ।
কর চালাইয়া মহা হইয়া চঞ্চল ॥
তোহার সহিত আর কোথাও না যাব ।
কালি হৈতে গৃহমধ্যে বসিয়া থাকিব ॥
খেলায় করিয়া পণ বাক্সাও আমারে ।
কোনদিন কোথায় বেচিয়া যাবে মোরে ॥
ঘরে গিয়া আজি কব ব্রজেশ্বরী স্থানে ।
কৃষ্ণ যে তোমার মিথ্যা যায় গোচারণে ॥
গোপের রমণী নিয়া যেন বিহরয় ।
তার মধ্যে এই যে ললিতা গোপী হয় ॥
ইহার সহিত যে পিরীতি অতিশয় ।
কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে সদাই কিরয় ॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে সবারে কহিব ।
কালি হৈতে যনেতে আসিবা যুটাইব ॥

তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র সহ গোপীগণ ।
কৌতুকে হাসরে সবে ঝাঁপিয়া বদন ॥
সেই পাশা-লীলা-স্থানে কোটি নমস্কার ।
পরমশরণ্য এক জগত-ভিতর ॥

অথ বজ্র-লীলাস্থান-বর্ণন ।

গোবর্দ্ধন বেড়ি হয় বহু লীলাস্থান ।
অসম্ভ্য গণন সব না হয় বর্ণন ॥
শ্রীকৃষ্ণপশ্চিমে মুখরাই-নামে গ্রাম ।
শ্রীমতীর অনুকূল শ্রীমুখরাধাম ॥
নিকটে স্মন-সরোবর সনোহর ।
কুসুম-সরোবর বলি খেয়াতি যাহার ॥
গোবর্দ্ধন-উত্তরে শ্রীকেশিকুঞ্জবন ।
যথা শঙ্খচূড় দৈত্যো পাইল মরণ ॥
সিংহাসন-সহিত শ্রীরাধিকা লইয়া ।
বাঁঠতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কেশেতে ধরিয়া ॥
মুঠাখাত মাঝি তার মস্তক হইতে ।
শ্রমস্তক-মাণি দিলা দাঁড়জীর হাতে ॥
বলদেব বিচার করিয়া কিছু মনে ।
পাঠাইলা কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধিকার স্থানে ॥
বিলাসবদন-নাম স্থান কিছু দূর ।
রাসলীলা-রসকেলি তথায় প্রচুর ॥
দানঘাটি গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণদানী কৈলা ।
শ্রীরাধিকাসনে রসকেলি বিস্তারিলা ॥
সে স্থানে বসিয়া কৃষ্ণ সেই যে প্রস্তর ।
ধরিয়া যে মহাপ্রভু কাম্বিলা বিস্তর ॥
দান-নিবর্তন কুণ্ড নিকটে তাহার ।
দান-হলে রাধাকৃষ্ণের যথায় বিহার ॥
কুণ্ডাটকে দান-গোসাঞি বর্ণন করিলা ।
দান-নিবর্তন কুণ্ড তাহাতে কহিলা ॥
তাহার নিকটে হয় শোকরাই নাম ।
মহিমা অগার চন্দ্রাবলীজীর গ্রাম ॥
পরে নিরুগাণ্ড যথা মিলি গোপীগণ ।
কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমাবেশে কৈল নির্মল ॥
গোবর্দ্ধন হৈতে এক ক্রোশ হয় দূর ।
গাঁঠনি নামেতে গ্রামে লীলা চমৎকার ॥
প্যারীসহ কৃষ্ণ বনবিহার করয় ।
হাস-পরিহাসে চলে সঙ্গে সখীচর ॥

পশ্চাৎ হইতে তবে ললিতা স্কন্দরী ॥
দৌহার উড়নি বস্ত্র ধরি চূপ করি ॥
মুচকি হাসিয়া গাঁঠিছড়া বাকি দিল ।
ঠাঠাঠারি করি তবে হাসিতে লাগিল ॥
বদনে বসন দিয়া পরম্পর হাসে ।
হাসিয়া চলিয়া পড়ে কেহ না প্রকাশে ॥
ঈষৎ নয়ানে প্রিয়সখী পানে চাহে ।
অদ্বৈতে ঠেসাঠেসি কাণে কাণে কহে ॥
প্রিয়াজী দেখিয়া তাহা চকিত নয়ানে ।
পুছরে সব্বস্ব কহ সখি হাস কেনে ॥
কেহ নাহি কহে কিছু করতালি পিটি ।
হলুহলু ধ্বনি করে ভ্রমে পড়ে লুটি ॥
কৃষ্ণচন্দ্র যে হেতুক বিশেষ জানিয়া ।
না প্রকাশি আনন্দে হাসয়ে মুচকিয়া ॥
ফাঁকর হইয়া রাই চারি পানে চাহে ।
কি হেতু হাসয়ে সবে কেহ নাহি কহে ॥
আকাশ-পাতাল ভাবি না হয় নিশ্চয় ।
সবার বদনপানে ফেলফেল চার ॥
আজি শুভলগ্ন হয় কহে সখীগণে ।
কিশোরীর বিত্তা হৈল কিশোরের সনে ॥
তবে বস্ত্র পালটিয়া পড়িতে শ্রীরাধা ।
টান পড়ি গেল বস্ত্রে দেখে গাঁঠি বাক্সা ॥
তখন বুঝিয়া রাই লজ্জিত হইয়া ।
সখীগণে ভৎসেন বহু ভ্রুকুটি করিয়া ॥
বস্ত্র আকর্ষিয়া গাঁঠি ধূলিবারে চারে ।
কৃষ্ণ চতুরাই কারি টানিয়া রাখয়ে ॥
হাসির সহিত রাই ঈষৎ রোদন ।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে করয়ে ভৎসন ॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র উল্লাসিত মন ।
ভৎসন সে নহে মানে সূধা বরিষণ ॥
এইমত নানা রঙ্গ রস-কুতূহলে ।
গেঁঠেলায় রাধাকৃষ্ণ বন ভ্রমি বুলে ॥
সেই গেঁঠেলা গ্রাম তার ধূলিকণ ।
জন্মে জন্মে মোর হউ মস্তকে ভূষণ ॥
গোলাবকুণ্ড যে হয় শ্রীকৃষ্ণনির্মিত ।
কদম্বের বৃক্ষ চারিপাশে সুললিত ॥
শোভার নাহিক সীমা অতি সুনির্জন ।
হোরি খেলার যথায় লৈয়া প্রিয়াগণ ॥
নারদ গোস্বামীজীর পরে স্থানকুণ্ড ।
তাহার পশ্চিমে হয় সুনির্দীপ কুণ্ড ॥

পরে প্রমোদকুণ্ড বিহারের স্থান ।
 প্রমোদে মগন হৈলা তথা গোপীগণ ॥
 পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দূরে নয়ন-সরে বর ।
 সেতুবন্ধরাধা স্থান পশ্চিমে তাহার ॥
 পরে বদি বদ্রীনাথ নর ন'রাগণ ।
 তথা শিব গোবী দৌহে বিবাহ করেন ॥
 তথাই অলকানন্দা স্নানার্জন স্থান ।
 নিকটেতে গন্ধশিলা পরমমোহন ॥
 পরে বিগ-নামে গ্রাম রাজার আলয় ।
 সেইরূপ সরোবর নাটাবন হয় ॥
 সাগরি-শেখর নাম ধবলা পর্বত ।
 শ্রীমতী হিন্দোলা দোলে সহ সখীযুগ ॥
 পর্বতগহ্বরে কৃষ্ণকুণ্ড-স্নানার্জন ।
 পরে ইন্দুলিকা-গ্রাম ইন্দ্রদেবস্থান ॥
 কনয়ারে কণ্ঠমুনি ধ্যান করিলেন ।
 যার অন্ন তিনবার কৃষ্ণ খাইলেন ॥
 কাম্যানে বহু লীলাস্থান যে অনন্ত ।
 কিঞ্চিৎ বর্ণিব আর নাহি পাই অস্ত ॥
 বিমলকুণ্ডের শোভা পরমমোহন ।
 মহিমা অপান যার না হয় বর্ণন ॥
 পরে শ্রীযশোদাকুণ্ড পরে সেতুবন্ধ ।
 সাগর আনয়া ইচ্ছার আপন কৃষ্ণচন্দ্র ॥
 তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব কথন ।
 ঐশ্বর্য দেখিয়া নাহি ভুলে গোপীগণ ॥
 একদিন কৃষ্ণ গোপীগণ সহ তথা ।
 বিহরয়ে কহে হাস-পরিহাস-কথা ॥
 হেনকালে তথা এক বানর আইল ।
 হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥
 এই যে বানর তারে নাম অবতারে ।
 রাবণ বধিতে সেতু বান্ধিল সাগরে ॥
 তাহা শুনি গোপী হাসি লুটিয়া পড়িল ।
 পরস্পর শ্লেষ করি কহিতে লাগিল ॥
 শুনেছ গো অপরূপ আর এক কথা ।
 ইনি না কি রামরূপে পঞ্চবটী যথা ॥
 বানর ভল্লুক নিয়া সাগর বান্ধিয়া ।
 সীতার উদ্ধার কৈল রাবণ বধিয়া ॥
 ভৈরব হয়েন ইহার প্রণাম করহ ।
 পূজ-পাতি আনিয়া যে বর মাগি লহ ॥
 এইমত কাহ সবে শেলেষ করিয়া ।
 নমস্কার করে গোপী হাসিয়া হাসিয়া ॥

কৃষ্ণ সেই বনভূমি দেখি আনন্দিত ।
 পূজক হইয়া যেন অমৃতে সিঞ্চিত ॥
 পুন কৃষ্ণ কহে সত্য মিথ্যা না কহিলু ।
 রামরূপে সাগরেতে সেতুবন্ধ কৈলু ॥
 বরঞ্চ দেখিয়া যদি দেখিবারে চাহ ।
 এখানে সমুদ্র আনি বস্ত্র'পক কহ ॥
 সাগরবন্ধন করি সাক্ষাত দেখহ ।
 তবে মোর বচনে যে প্রত্যয় বাটহ ॥
 তাহা শুনি গোপী কহে ঐবা হেলাইয়া ।
 ভাল ভাল বান্দ দেখি সমুদ্র আনিয়া ॥
 তবে কৃষ্ণ সমুদ্রেতে স্রবণ করিল ।
 আজ্ঞাকারী সিদ্ধ তথা তৎক্ষণে আইল ॥
 মহাকোলাহল শব্দ প্রচণ্ড তরঙ্গ ।
 ব্যাপক হইয়া আইসে করি নানা রঙ্গ ॥
 গোপিকা দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া ।
 ধরিলেন কৃষ্ণকণ্ঠ বাহু পসারিয়া ॥
 কৃষ্ণ সুখী হইয়া কোতুক করি কহে ।
 সেতুবন্ধ করি তবে আইস মোর সহে ॥
 পাথর বহিয়া আন তোমরা সবাই ।
 মোর হস্তে দেহ মুই জলেতে বসাই ॥
 তবে গোপীগণ সবে মাথার করিয়া ।
 পাথর বহিয়া আনে হরষিত হৈয়া ॥
 পাথর লইয়া কৃষ্ণ জলেতে রাখিল ।
 নাহিক ডুবয়ে শিলা ভাসিয়া রহিল ॥
 এইমত সাগরবন্ধন কৈলা করি ।
 রামেশ্বর মহাদেবে আনিয়ে সগরি ॥
 সেতুবন্ধোপরি মহাদেব যে বসিল ।
 পূর্ব সেতুবন্ধোপরি বধা বাস কৈল ॥
 গোপীগণ দেখিয়া সে সব বিবরণ ।
 চমৎকার হৈল মুখে না সয়ে বচন ॥
 ভাবিয়া করিল হির সবাই মেলিয়া ।
 কৃষ্ণ কি কুহক জানে তাহা প্রকাশিয়া ॥
 এ সব করিয়া মো সবারে দেখাইল ।
 নতুবা সাগর এথা কেমনে আইল ॥
 অতএব গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ।
 দেখিয়া না মানে মানে ইন্দ্রজালকার্য ॥
 সেই যে সাগর সেতুবন্ধ রামেশ্বর ।
 রূপা করি ইহা যেন গোপিকা-চক্ষর ॥
 পৌদ-পিছোনি খেলিলেন সঙ্গে সখীগণ ।
 পর্বতে তাহার চিহ্ন অঙ্গাঙ্গি দর্শন ॥

শিশু বৎস সহ বনে করিলা ভোজন ।
 তাহার বে থালী ছই আছে বর্তমান ॥
 কাম্যবনে অসংখ্য লীলার স্থান হয় ।
 অধিক লিখিতে নারি পুস্তক বাড়য় ॥
 পরে বৃষভানু পুর বর্ষান আখ্যান ।
 চৌদিকে প্রাচীর হয় অতি শোভাবান্ ॥
 বর্ষান পর্বতোপরি রাজার আলয় ।
 জৈলোক্যের পূজা বৃষভানু মহাশয় ॥
 লাললাভিনী-জীউ তথার বিরাজে ।
 বিচিত্র দেউল কুঞ্জ নানা বাস্ত বাজে ॥
 গ্রামে অষ্টমথী-সহ প্যারী বে বৈসয় ।
 নিকটে শ্রীবৃষভানু মহারাজ হয় ॥
 বামে শ্রীকৃত্তিকা-মাতা সম্মুখে শ্রীদাম ।
 তাঁর গুণ কে কহিবে কৃষ্ণপ্রিয়তম ॥
 পূর্বে বৃষভানুকুণ্ড ভানুখোর নামে ।
 কৃত্তিকা-মাতার কুণ্ড শোভে তার ব মে ॥
 বিলাস-ন মেতে বন ধূলিখেলার স্থান ।
 যথা বর পাইলা প্যারী দুর্কাসার স্থান ।
 সখীসঙ্গে সুধামুখী বসি ধূলি খেলে ।
 তথা দিরা শ্রীদুর্কাসা যান হেনকালে ॥
 আর যত বালিকা যেন কেহ না উঠিলা ।
 রাধিকা উঠিয়া দণ্ডবৎ নতি কৈলা ॥
 পরমরূপসী তাতে সৌভক্ততা দেখি ।
 মুনিবর অন্তরে হইলা বড় সুখী ॥
 প্রসন্ন হইয়া মুনি বর দিতে চাহে ।
 কহিতে ম' জানে বালা চুপ করি রহে ॥
 সুখিয়া ত মুনিবর বিচার করিল ।
 জীজাতির উচিত যেই বর দান কৈল ॥
 তুমি বে করিবে পাক অমৃত-সমান ।
 হইবেক যেই তাহা করিবে ভোজন ॥
 পরমায়ুবৃদ্ধি তার হইবে বিস্তর ।
 কান্তি-পুষ্টি হইবে নিব্যাধি কলেবর ॥
 পরে শ্রীসঙ্কটবট সঙ্কট-বিহারী ।
 প্রেমসরোবর আর অনেক মাধুরী ॥
 পরেতে শ্রীনন্দীশ্বর নন্দ্যের আলয় ।
 কৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালা অতি উচ্চ হয় ॥
 বর্ষাতে শ্রীকিশোরীর গৃহের ছয়ার ।
 মন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালার ॥
 ছয়ার সমান দোহে দোহাদৃষ্টি হয় ।
 দোহে দোহে ছেরি সুধামাগরে আসয় ॥

শ্রীনৃসিংহদেব হন গ্রামের দক্ষিণে ।
 পূর্বে শ্রীললিতাকুণ্ড তার পূর্বস্থানে ॥
 কৃষ্ণপদচিহ্ন এক পাশাশে শোভয় ।
 ললিতাকুণ্ডের বামো সূর্য্যাকুণ্ড হয় ॥
 বিশাখার কুণ্ড তার অধিকোণ-স্থানে ।
 শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় পরম শোভনে ॥
 তাহার নৈঋতে পৌর্ণমাসীর ভবন ।
 তাহাই শ্রীনন্দীমুখী-ঠাকুরাণী-স্থান ॥
 পশ্চিমে শ্রীশোভাদাকুণ্ড পরম কানন ।
 কৃষ্ণের সাধনা হেতু রহে হাউগণ ॥
 স্থান করেন মাতা জলেতে নামিয়া ।
 ততক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্রে ঘাটে বসাইয়া ॥
 কান্ধিলে সাধনা করেন চাউ দেখাইয়া ।
 ভয়েতে না কান্দে কৃষ্ণ থাকেন বসিয়া ॥
 শ্রীমান্-সনাতন-প্রভু-গোবিন্দ-জীউর ।
 অতুল মহিমা-স্থান ভজনকুটীর ॥
 অনন্ত লীলার স্থান নন্দগ্রামে হয় ।
 অধিক কহিতে নারি পুস্তক বাড়য় ॥
 বাবট-আখ্যান গ্রাম শুভ সুধময় ।
 গোপ গোপপুত্র আভয়নোর আলয় ॥
 শ্রীমতীর গৃহে অভিহিত পতিশ্রয় ।
 শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অন্য ॥
 অতি উচ্চ বহু-অট্টালকাতে বসিয়া ।
 সখীসঙ্গে কৃষ্ণকথা-বসরক হিয়া ॥
 লালস শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমাত্র মনোবৃত্তি ।
 দেহ গেহ ধন জন সর্বত্র বিরক্তি ॥
 পূর্বেতে কিশোরীবট পরমমোহন ।
 কোতুকে ঝুলয়ে রাই সহ সখীগণ ॥
 সিদ্ধি সরোবর আদি বহু লীলাস্থান ।
 সংক্ষেপে ক'হল 'কছু বাবট-আখ্যান ॥
 পরে শ্রীমালিনীকুণ্ড মালিনী-অরায় ।
 মালিনী সহিত প্যারী অন্তর আশয় ॥
 নির্জনে বসিয়া কহে আনন্দে উল্লাসে ।
 মালিনী জিজ্ঞাসে কহে প্রেমাম্বল্যে আসে ॥
 ক্রোশেক পরেতে শ্রীকোকিলাবন হয় ।
 তথা হৈতে কৃষ্ণচন্দ্রে সঙ্কট করয় ॥
 কুহকুহ ধ্বনি কোকিলেরা রব করে ।
 রাই তাহা শুনি তথা করে অভিসারে ॥
 শ্রীনন্দীশ্বরের পূর্বে আজনক-গ্রাম ।
 কৃষ্ণ রাই-চন্দ্রে পরাইলেন অঙ্গন ॥

দক্ষিণ করেল চক্রাবর্তী নগর ।
 রাসকলি-স্থান তথা কুলনা স্তম্বর ॥
 সাহার বলিয়া গ্রাম উপনন্দ-স্থান ।
 মর্দানামেতে গ্রামে সূর্য্যকুণ্ড হন ॥
 সূর্য্যের সুরতি তথা তীরে বিরাজর ।
 সূর্য্যপূজাছলে রাই কৃষ্ণেরে মিলর ॥
 সাহারের পূর্ব্ব রাধাকুণ্ডের ঐশান ।
 শঙ্খচূড়বধ-আদি-বহু-লীলা-স্থান ॥
 সাঁঝির ঐশানকোণে উমরাই গ্রাম ।
 প্যারী যাহা রাজা হৈল রাজপট্টধাম ॥
 বৃন্দাবনেখরী রাধা সখীগণ জানি ।
 রাজ-অভিষেক কৈল কৃষ্ণে নাহি গণ ॥
 তাহা শুনি সখীগণ কৃষ্ণে কৈল রাজা ।
 বৃন্দাবনে মানিয়া কৃষ্ণের সব প্রজা ॥
 তাহা দেখি জোর বরি কৃষ্ণে উঠাইয়া ।
 ছলে আনি দিলা প্যারীসনে মিলাইয়া ॥
 কৃষ্ণ যথা রাজা হৈল ছত্রবন ন'ম ।
 বজ্রনাভ তথা কৈল জলাশয় গ্রাম ॥
 কৃষ্ণেরে করিয়া প্রজা হাসি সখীগণে ।
 প্যারীকে করিল তবে রাজা বৃন্দাবনে ॥
 সখীগণে কহেন শ্রীললিতা স্তম্বরী ।
 বৃন্দাবনে রাজা রাধা বৃন্দাবনেখরী ॥
 শুনিলাম আর কেটা রাজা না কি হৈল ।
 প্যারীজীর রাজ্যে আসি অধিকার কৈল ॥
 ধরিয়া আনহ শৌর্য্য যাইয়া তাহারে ।
 দণ্ড করি বন্ধ কর কুঞ্জ-কারাগারে ॥
 তবে দুই চারি সখী যাইয়া কহয়ে ।
 প্যারীজীর রাজ্যে কেটা রাজা নাকি হরে ॥
 এত বড় যোগ্যতা যে আছেয়ে কাহার ।
 উঠিয়া চলহ শ'ত্রু হকুম রাজার ॥
 ইহা কহি হাত পাকড়িয়া উঠাইয়া ।
 ছলে আনি দিলা প্যারীসনে মিলাইয়া ॥
 প্যারীর সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখিলা ।
 ঘোমটা টানিয়া প্যারী ঐবৎ হাসিলা ॥
 ষোড়শ করি কৃষ্ণ দাঁড়াইলা আগে ।
 পাত্রে শ্রীললিতা বসি প্যারীর বামভাগে ।
 প্রতাপ করিয়া তেঁহ কহে সখীগণে ।
 এই কি রূপতি হৈল শ্রীল-বৃন্দাবনে ॥
 ভালমতে দেহ সব ইহার সাজাই ॥
 কৃষ্ণ কহে মোর কিছু অপরাধ নাই ॥

আজ্ঞামাত্রে আইলাম মহারাজার স্থানে ।
 যে দণ্ড করিতে হয় করহ এখনে ॥
 ললিতা কহেন নিজহস্তে তুমি রাই ।
 যে উচিত হয় দেহ ইহার সাজাই ॥
 কুঞ্জ-কারাগারে নিয়া লইয়া নির্জন্মে ।
 বাহুবলগতা দিয়া করিয়া বন্ধনে ॥
 হেমগিরিঘর বন্ধস্থলে চাপাইয়া ।
 দশনে বন্দন ক্ষত করহ দাবিয়া ॥
 ইহা শুনি বহনে বসন দিয়া ধনী ।
 লাজে অধোমুখ হৈল কমলবদনী ॥
 ললিতার চতুরাই বাক্য শুনি রাই ।
 ক্রোধভাবে করি ভৎসে ক্রভ'জ চরাই ॥
 সে ভদি দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তর ।
 দৌহার দর্শনে হৃষ্ট মন দৌহাকার ॥
 দৌহে দৌহা মিলি সূর্য্যসাগরে ভাসিল ।
 সখীগণ হেরি মহা কোতুকী হৈল ॥
 কুশস্থলী দ্বারকালীলার প্রকরণ ।
 বাবট নিকট হয় বকথরা গ্রাম ॥
 হারোয়াল নামে গ্রাম পাশকীড়া যথা ।
 কৃষ্ণ হারিলেন রাধিকার স্থানে তথা ॥
 কৃষ্ণের ময়ূর যুগ বাক্রিয়া লইয়া ।
 সখীগণ চলিলেন পণ্ডেতে জিনিয়া ॥
 দাইগ্রামে কৃষ্ণ দধি খাইলা যথার ।
 বটবৃক্ষে পড়ে দোনা অস্ত্রাপিহ হয় ॥
 শেবশারী গ্রামে বিরাজয়ে শেবশারী ।
 অনন্তশস্যায় প্রভু আছেন সদাই ॥
 কীরসিদ্ধ পুশ্পোত্তান তাহার অগ্রেতে ।
 ত্রজের সীমানা থাখা আছেয়ে তথাতে ॥
 উজানি-নগর হয় ধর্ম্মের গ্রামের পূর্বে ।
 যমুনা উজান বহে সুরলীর রবে ॥
 রামঘাট যথা বলদেব রাস কৈল ॥
 বারুকোণে বৎসাসুর-দৈত্য-বধ হৈল ॥
 গো-বৎস-হরণ আসি ব্রহ্মা যথা কৈল ।
 পূর্বেতে কুখণ-বন নানালীলা হৈল ॥
 স্তম্বর রতন-ভূষা আ'ন সখীগণ ।
 পর'ইল শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া বতন ॥
 আগিয়ারা গ্রাম যথা মুক্তাটবী বন ।
 তথাই অক্ষয়বট দাবারিমোচন ॥
 পূর্বে তপ-বন যথা কচ্ছা গোপীগণ ।
 কাত্যাবর্তীপূজা করি শাইল বন্দান ॥

যথা যমুনার চীরঘাট কৃষ্ণ যথা ।
 বসন হরিল গোপিকার করি নতা ॥
 নিকটেতে গোপীঘাট যথা গোপীসঙ্গে ।
 ছল করি কৃষ্ণচন্দ্র বিরহিল রঙ্গে ॥
 নন্দঘাট পরে হয় শ্রীনন্দরাজেরে ।
 যথা হৈতে লৈয়া যার বক্রণের চরে ॥
 তাহার পশ্চিমে ব্রহ্মমোহন পুলিন ।
 সখাগঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র করিলা ভোজন ॥
 সেহালা নামেতে যে দ্বিতীয় শেবশায়ী ।
 রূপের তুলনা দিতে জিজ্ঞাসিতে নাই ॥
 শ্রীনন্দঘাটের পূর্বপারে অগ্নিকোণে ।
 ভ্রমর কৃষ্ণে ভ্রম করাইল সেই স্থানে ॥
 বাহুবলু আদি খেলা সখাগণ-সনে ।
 শুন্যর ভাণ্ডীরবন তাহার দক্ষিণে ॥
 সখাগণ-সনে তথা সদাই ক্রীড়ন ।
 ভাণ্ডীরনামেতে বট একাদশ বন ॥
 পরে বিদ্যবনে সখাসনে নানা রঙ্গে ।
 লক্ষ্মী তপ করে তথা অদ্যাপি না ভঙ্গে ॥
 আসে কৃষ্ণসনে লক্ষ্মী রাস ইচ্ছা কৈল ।
 ব্রজের অমুগা নহে কৃষ্ণ না লইল ॥
 তে-কারণে লক্ষ্মীদেবী তপস্তা করয়ে ।
 রাস না পাইলা তবু কাস্ত নাহি হয়ে ॥
 অষ্টম শ্রীমহাবন কৃষ্ণজন্মস্থান ।
 অনন্ত হীর'র স্থান তথায় যে হন ॥
 মথুরামণ্ডলমধ্যে চক্ৰিশ কামন ।
 নিতালীলা কৃষ্ণের পরমমোহন ॥
 ছয়দশ বন ছয়দশ উপবন ।
 তা সবার নাম শুন করিব কীর্তন ॥
 বাহার অরণে মিলে কৃষ্ণশ্রেয়ধন ।
 আশ্চর্য্য তাহাতে কিবা সংসার-মোচন ॥
 যমুনার পশ্চিমে যে হয় সপ্তবন ।
 মধুতাল কুমুদ বহলা কাম্যবন ॥
 বৃন্দাবন আর যে খদির নামে বন ।
 এই সপ্ত আর পঞ্চ পূর্বাগরে হন ॥
 ভদ্র ভাণ্ডীর বেল লোহ মহাবন ।
 এই পঞ্চ একত্রেতে দ্বাদশ গণন ॥
 আর উপবন সে হয় যে দ্বাদশ ।
 পরম মহিমা সর্ববেদে গায় বশ ॥
 অধিকাকানন কোট আর যে খেলন ।
 নেওড়াক জেওলাই ছদ্ম তপ বন ॥

কোকিল ভূষণ বচ্ছ সুজাটবী বন ।
 আর যে বিলাসবন দ্বাদশ গণন ॥
 এই যে চক্ৰিশ বন ভুবনগাবন ।
 কৃষ্ণকীড়া-স্থানে পূজ্য স্বরগীর হন ॥
 এ সব বনের মধ্যে কোন কোন স্থান ।
 মহিমা-উদ্দেশে করি কৃষ্ণলীলা গান ॥
 বৃন্দাবনমধ্যে নিধুবন-আদি করি ।
 অষ্টকুঞ্জ আর রাসস্থলী সুরাধুরী ॥
 কিকিৎ মহিমা গান করিব মানস ।
 কুজবনে যেন সিদ্ধলজ্জনে সাহস ॥
 শ্রীমন্ মথুরামণ্ডল হয় মূলধাম ।
 পরমমহত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অভিরাম ॥
 পরম সৌন্দর্য্য মহিমায় পরাৎপর ।
 ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যে সম নাহি যার ॥
 মথুরানামের যে মহিমা চমৎকার ।
 স্বল্পপুরাণাদি শাস্ত্রে করয়ে ফুৎকার ॥
 পরমপদার্থ হয় মথুরা এই নাম ।
 কোটি-প্রণব-তুল্য সর্বকামধাম ॥
 ব্রহ্মময় ধাম শ্রুতিগণ গুণ গায় ।
 গোপালতাপনী শ্রুতি দেখে হয় নয় ॥

তথাচ শ্রুতিঃ—

“ব্রহ্ম গোপালপুত্রী হীতি” ॥

গোপালপুত্রী ব্রহ্মস্বরূপা ।

আর বহু শাস্ত্রে বহু মহিমা কহয় ।
 শ্রুতির শাসনে আর অপেক্ষা না হয় ॥
 সাধুমাগে মহাজন-উক্তি যে শুনহ ।
 ‘অপূর্ব বারতা বাহা কর্ণসুধাবহ ॥
 সর্বগ অনন্ত বিভূ কৃষ্ণতনুসম ।
 উপবাস ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥
 এই যে অপূর্ব-কথা সর্বশাস্ত্রসার ।
 মথিরা শ্রীকৃষ্ণদাস করিলা উদ্ধার ॥
 সর্বত্র গমন আর অনন্ত অপার ।
 সর্বশক্তিবুজ যার নাহি পারাবার ॥
 অধিক কি আর কৃষ্ণতনুর সমান ।
 উপর কি অধ ব্যাপি সর্বত্র নিধান ॥
 লীলা যার নাহি যার প্রত্যক্ষ দেখহ ।
 অন্যের কা কথা যে ব্রহ্মার হৈল মোহ ॥
 ব্রজের একদেশে কোটি বৈকুণ্ঠ দেখিল ।
 অপার মহিমা দেখি কাঁকর হইল ॥

তাহাতে কাহার সাধ্য মহিমা কখন ।
সম্যক্ কহিতে চাহে সেই মুখবন ॥
মধুরার মধ্যে বৃন্দাবন অতিশ্রেষ্ঠ ।
তার মধ্যে রাধা-শ্রীম-কুন্ত হন ত্যোষ্ঠ ॥
তাহার অধিক শ্রীমন্ গিরি গোবর্ধন ।
তাহার অধিক নাহি তাহার সমান ॥

বৈকুণ্ঠান্নিতো বরা মধুপুরী ॥

শ্রীকৃষ্ণের জগাহেতু মধুপুরী বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

যতপি কৃষ্ণের দেহ শ্রীম-বৃন্দাবন ।
তথাপিহ সেবা-সেবক-রূপ হন ॥
সম্যক্ প্রকারে শ্রীমন্ বৃন্দাবনধাম ।
কৃষ্ণস্থ-তাৎপর্য মাত্র মনকার ॥
ফুলে ফুলে জলে নামামতে কৃষ্ণ সেবে ।
হৃদয়ে চরণ ধরে আনন্দ-উৎসবে ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মচিহ্ন ধরি ।
পর শোভিত অঙ্গ ত্রৈলোক্যানুশ্রী ॥
শ্রীরাধার প্রিয়সখী রাধার অনুগা ॥
রাধার শ্রীবৃন্দাবন কহে শাস্ত্রাস্তগা ॥
রাধা বিনে শোভা নাহি নাহিক আনন্দ ।
কৃষ্ণের নাহিক স্থখ বেহ সর্বানন্দ ॥

অন্যবৈবর্তে—

কৃষ্ণ বৃন্দাবনৌ বৃন্দা বৃন্দাবনবিনোদিনী ॥

শ্রীরাধিকার নাম ;—কৃষ্ণা, বৃন্দাবনৌ, বৃন্দা বৃন্দা-
বন-বিনোদিনী ।

রাধার শ্রীবৃন্দাবন কৃষ্ণে স্থখ দিতে ।
দেহ সঁপি সেবয়ে পরম আনন্দেতে ॥
অতএব তদীয় সম্ভব বৃন্দাবন ।
ভাগবতগণ-চূড়ামণিতে গণন ॥

শ্রীরাসমৃত্তিকো—

তদীয়াস্তলনী-শাস্ত্র-মধুরা বৈষ্ণবানন্দঃ ॥

তুলসী, শাস্ত্রাদি, মধুরা এবং বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণাত্মক ।

আর কতকগুলি স্থানের মহিমা কহিব ।
অধিক কহিতে মোর শক্তি নহিব ॥
যে যে লীলা যে যে স্থানে লীলার সহিত ।
কিঞ্চিৎ বর্ণিব বখানকতি উচিত ॥
যোগ-ক্রোশ বৃন্দাবন প্রিয়স্থান হয় ।
বখা মাতা পিতা বন্ধ প্রেমসীর চর ॥

বিশেষ পরমশ্রেষ্ঠ বন-কুন্ড আদি ।
রাধাসহ মিলনের স্থখের অবধি ॥
বৃন্দাবনকুমি হয় চিত্তামনিময় ।
কল্পবৃক্ষময় যত বৃক্ষ-লতাচর ॥
সুরতি বতেক লক্ষ লক্ষ গাভীগণ ।
লক্ষ লক্ষ লক্ষী কৃষ্ণসেবাগরারণ ॥

অন্যসংহিতায়াম্—

চিত্তামনিপ্রকরসদৃশ কল্পবৃক্ষ—
লক্ষাবৃতেষু সুরতীরতিগালয়ন্তম্ ।
লক্ষীসত্তশতসত্তমসেবামানং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

চিত্তামনি-সমূহে রচিত, লক্ষ লক্ষ কল্প-বৃক্ষোপরি
যশিত মনোহর স্থানে শত সহস্র লক্ষীবারা সাদরে
সেবামান সুরতি বায়ু দ্বারা উপসেবিত অথবা বহুল
গাভীগণের প লনকারী আদিপুরুষ গোবিন্দের সেবা
করি ।

সৎ-চিৎ-আনন্দময় শ্রীম বৃন্দাবন ।
রাধাকৃষ্ণ বিহারের পরম মোহন ॥
মহারামহলী হয় বসুনাগুলিনে ।
ধাঁহা রাসক্রীড়া শতকোটি গোপী সনে ॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা পরমপ্রেমসী ।
তাহার রহস্ত গুন প্রবণসরসী ॥
বৃন্দাবনসৌভাগ্য শ্রীরাধিকার গুণ ।
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা পরমমোহন ॥
শরৎ-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রের উদয় ।
বৃন্দাবনশোভা যে তা কহনে না যায় ॥
চন্দ্রের কিরণে তরু ঝলমল করে ।
ছায়া মধ্যে মধ্যে শাখা চন্দ্র উজ্জ্বলারে ॥
মল্লিকা মালতী সুখী অশোক চম্পক ।
কুল করবীর নবমল্লী কুববক ॥
মানা পুষ্প প্রকৃষিত শ্রেণীবন্ধমতে ।
ঝামরিয়া রচে তাতে ভঙ্গ বৃখে বৃখে ॥
সৌগন্ধ তাহাতে হয় কাম উদ্বীপন ।
আনন্দ কোতুক তাহে চন্দ্রের কিরণ ।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অঙ্গ মধুবিন্দু করে ।
নামাবর্ণ নানাজাতি শোভে ধরে ধরে ॥
নানা পক্ষ নানা বৃক্ষ নানামত শ্রেণী ।
মধুর কোকিল কুল আদি কহে ধনি ॥

শুক শারী কৃষ্ণগুণ গায় প্রেমাম্বলে ।
 মধুর মধুরী নাচে নানা ছন্দে বন্ধে ॥
 স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষ নীল লতার বেষ্টিত ।
 নীলবর্ণ বৃক্ষ স্বর্ণলতার শোভিত ॥
 রতনের পুষ্পগুচ্ছাসমূহ তাহার ।
 মণিবৎ ফল তাহে অপূৰ্ণ শোভয় ॥
 নানা-রত্নময় বৃক্ষ শ্রেণী দুই দিকে ।
 রতনে অঙ্কিত পথ হয় মধ্যভাগে ।
 দুই পার্শ্বে মধ্যো মধ্যো সরোবর হয় ।
 চারিদিকে ষাট নানারূপ মণিময় ॥
 রতনের বৃক্ষ চারিদিকে হিন্দোলা ।
 হেম-মণিময় তাহে চমকে চপলা ॥
 সরোবর প্রকুলিত কুমুদ কমল ।
 স্বর্ণ নীল রক্ত শ্বেত পরম বিরল ॥
 ভ্রমর গুঞ্জে তাতে শ্রবণসুখদ ।
 নানাভাতি পক্ষী মেলি করয়ে শবদ ॥
 রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে বিহরে কোতুকে ।
 হেরিয়া বৃক্ষাদি পশু পক্ষী পায় সুখে ॥
 যমুনার তীরে হেমমণিতে অঙ্কিত ।
 মণিময় ষাট স্থানে স্থানে মনোহীত ॥
 দুই পার্শ্বে ষাটের শোভয়ে রত্নবোদি ।
 কতক শোভা যে তাহে নাহিক অবধি ॥
 দ্বানকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে ।
 তৈল গন্ধ মর্দন করেন বঁস সাতে ॥
 কৃষ্ণসনে জলক্রীড়া করেন যখন ।
 সখীসহ জল ফেলাফেলি হয় রণ ॥
 তথা দাণ্ডাইয়া সেবাপরা সখীগণ ।
 রহস্ত দেখেন কহে ঠঙ্কিতবচন ॥
 যমুনার দুই তীরে নব্রহ্মান বৃক্ষ ।
 নানা ফল ফুল শোভে ডাকে নানা পক্ষ ॥
 কুমুদ কঙ্কার পদ্ম প্রকুলিত জলে ।
 নির্মল সুস্বিচ্ছ জলে হংস আদি বুলে ॥
 পুষ্পের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে আইসে যায় অলি মধুমিত ॥
 তীরে নানা লতা বৃক্ষ কুঞ্জ শোভা করে ।
 যাতে রাধা শ্রাম নিত্য আনন্দে বিহরে ॥
 কেতকী চম্পক নাগকেশর বকুল ।
 অশোক কিংকর নীপ কদম্ব পাকুল ॥
 নানাভাতি বৃক্ষলতা মিলিয়া সুন্দর ।
 পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জ শোভয়ে বিস্তর ॥

তাহার যে শোভা তার বর্ণন না হয় ।
 অন্যের কা কথা ব্রজা শিবা না পারয় ॥
 লতার নির্মিত গৃহ লতা খাম খুঁটি ।
 দালান তেওয়ারি ঘর অতি পরিপাটি ॥
 লতার তোরণ তাকে পুষ্প প্রকুলিত ।
 স্বয়ং গঠন তাহে নানা শ্রী নির্মিত ॥
 কমল কঙ্কার পারিজাত জাতি বৃথী ।
 রজন মল্লিকা আদি নানা পুষ্পপাতি ॥
 সুন্দর যে লতা স্নিগ্ধ পত্রের সহিত ।
 গৃহের ভিতর উচ্চ-অধতে শোভিত ॥
 নানা রত্নভঙ্গিতে দেওয়াল-প্রায় রূপে ।
 সুন্দর গঠনে রহে চারিদিকে ব্যাপে ॥
 স্বর্ণেতে অড়াও মণি মুকুতার ন্যায় ।
 শোভা করে হেরি চিত্ত চমৎকার হয় ॥
 লতাময় পুষ্প-বৃক্ষ শোভে নানাবর্ণে ।
 তোরণ কবাট দ্বার বধা মণি-স্বর্ণে ॥
 উপরেতে লতাময় শত শত চূড়া ।
 চৌদিকে বিকসিত নানাপুষ্পে বেড়া ॥
 অপূৰ্ণ গঠন অলৌকিক শোভা তার ।
 পুষ্পের কলস প্রতি চূড়াতে শোভয় ॥
 নানা পক্ষীগণ বসি ডাকয়ে মধুর ।
 ঝাঁকে ঝাঁকে উঠি মধু পিরাসে ভ্রমর ॥
 কুঞ্জে । ভিতর স্থল মণিরত্নময় ।
 তার মধ্যে সিংহাসন পদ্মাকৃতি হয় ॥
 চতুর্দিকে অষ্টদল রতন-নির্মাণ ।
 ললিতাদি অষ্ট সখী বসিবার স্থান ॥
 মধ্যকিঙ্করেতে রাধা-কৃষ্ণ বিরাজয় ।
 ত্রৈলোক্যমোহন শোভা চমৎক'রময় ॥
 কুঞ্জ আদি-শোভা দেবে বর্ণিতে না পারে ।
 বনে প্রেমী ভক্ত রাধাকৃষ্ণের কিঙ্করে ॥
 মো-হেন ভকতিহীন জনার হৃদয় ।
 তাহাতে অবোধ মূর্খসুন্দর করম ॥
 শরদ জ্যেষ্ঠা নিশি বনশোভা হেরী ।
 উৎসাহ হইল কেলি সহ ব্রজনারী ॥
 শরত-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রিমা হেরিয়া ।
 উদ্যপনা রাধামুখ চন্দ্রিমা হইয়া ॥
 বংশীবটতলে গিয়া মুরলী বাজায় ।
 লক্ষ্য করি ব্রজের রমণীগণচয় ॥
 মোহন মধুর কলধ্বনি রসময় ।
 কুলের রমণী সাতে অনঙ্গে মাতয় ॥

কুলধর্ম-রক্ষা ছিতি বাহির করয় ।
 লজ্জা ভয় অভিমান গৌরব ছাড়য় ॥
 ছুতাজ বজন বহুবাক্য বগণ ।
 তপতুল্য করাইয়া করে আকর্ষণ ॥
 মুরলীর ধনি শুনি ব্রজবধুগণ ।
 কতক'-আদি যে গোপী কোটি অগণন ॥
 মোহিত হইয়া সবে ছুটিয়া ধাইল ।
 গুরুভর লোকলজ্জা গণন না কৈল ॥
 কেহ বা বন্ধনে কেহ দ্বন্দ্ব আবর্তনে ।
 কেহ ছিল নিজ গুরুজন্য সেবনে ॥
 অন্ন পরিবেশনে আছিল কেহ কেহ ।
 ভোজনে আছিল কেহ গুরুজন সহ ॥
 অন্তের বালকে দ্বন্দ্বপান করাইতে ।
 আছিল কেহ বা নিজ বেশ রচনাতে ॥
 বেই বেই যেইমত যেখানে আছিল ।
 অমনি চলিল কোন অপেক্ষা না কৈল ॥
 ভোজনে আছিল আচমন না করিল ।
 পরিবেশনের থালী অমনি রাখিল ॥
 বালকে ভূমেতে ডারি গুরুসেবা তেজি ।
 ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মজি ॥
 উৎকর্ষার বেশ-বিপর্যয় কার হৈল ।
 ভ্রমে চরণের ভূষা করেছে পরিণ ॥
 কণ্ঠের যে হার-মতি চরণে পরিণ ।
 চক্ষে না অঙ্গন দিয়া স্থানে রাখিল ॥
 অঙ্গ-আবরণ বস্ত্র কটিতে পরিণ ।
 কটির ঘাঘরা বস্ত্র মস্তকে উড়িল ॥
 ছুটিয়া বাইতে উন্নতের স্থার ব্রজ ।
 পদ-আতরণে জড়াইয়া গেল বস্ত্র ॥
 ধসাইয়া লইতে সে ব্যাজ না সহিল ।
 হিচড়িয়া টানি লইতে ছিড়িয়া রহিল ॥
 এইমত প্রতি ধরে ধরে গোপীগণ ।
 ধাইয়া চলিল লক্ষ্য করি বংশীগান ॥
 যথা কৃষ্ণচন্দ্র রহে বংশীবটতটে ।
 ঘেরিল যাইয়া সবে তাঁহার নিকটে ॥
 হেথা কোন কোন গোপ কোন গোপীগণে ।
 বাইতে না দিল ধরি রাখিল সদনে ॥
 গৃহের ভিতর রাখে যার কছ করি ।
 তাঁহার সবার পূর্বে পাইলেন হরি ॥
 শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁরা প্রাণ তেরাগিল ।
 তৎকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাইয়া মিলিল ॥

বিচ্ছেদেতে তীব্রতাগ অন্ত নাশিল ॥
 পরম নিরুতি হৈল শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া ॥
 কিঞ্চিৎ সাধনে তাঁ-সবার নান ছিল ।
 তে কারণ ঈদৃক বে বাধা জনমিল ॥
 উৎকর্ষাতে প্রেমপরাকর্ষা জনমিল ।
 যেহেতুক বিরহেতে প্রাণত্যাগ কৈল ॥
 যদি বল ব্রজে অন্য স্বভাবত সিদ্ধ ।
 সাধনে নান ইহা বড়ই বিকল্প ॥
 তাহার সিদ্ধান্ত শুন আচার্য্য-টীকাতে ।
 যেযুক্তি কহিল সে বিকল্প নহে তাতে ॥
 প্রেমপরাকর্ষা সাধনের সিদ্ধদশা ॥
 ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তযোগ্য সেই মহাধশা ॥
 সেই প্রেম হৈতে যদি কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ।
 থাকিতে শরীর তার পড়ে যথা তথা ॥
 তথাপিহ ব্রজে তেঁহ জনম লভিয়া ।
 যে অপেক্ষা থাকে সেই স্থানে পূর্ণ হৈয়া ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণ পায় নিজ নিজ ভাবে ।
 ইহা অসম্ভব নহে বিচারি বুঝিবে ॥
 প্রেমভাব পঞ্চ আর কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ।
 আমাত্র পঞ্চাত্ম স্বাভাবিকভাবে যথা ॥
 বস্ত্র এক কিন্তু যাত্রা স্বাভাবিক বিশেষ ।
 তথা সে অপক প্রেম আর পরিশেষ ॥
 সেই আত্ম পারিকর্য্য স্নানাদি সেই হয় ।
 তথা যে অপক প্রেম পঞ্চতাকে পায় ॥
 আর এক যুক্তি টীকা আচার্য্য কহয় ।
 বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা প্রকটসময় ॥
 প্রাকৃতিক ব্যক্তি ব্রজে করিতে মন ।
 পারয়ে তাহার সাক্ষী যার দৈত্যগণ ॥
 অতএব অন্ত-যে-দেশীয় গোপকন্তা ।
 ব্রজগোপ বিবাহিতা যে-হেতুক যত্না ॥
 ব্রজগোপ-বনিতা শ্রীকৃষ্ণভোগ্যা যোগ্য ।
 অতএব দেহ তেজি গোপীসম স্নান ॥
 চিদানন্দময়দেহ কৃষ্ণ প্রেমানন্দ ।
 পরম-পূর্ণার্থ-পরাকর্ষা স্নানকন্দ ॥
 পাইলা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ সর্ব-গোপী-সহ ।
 মিলিয়া ঘেরিল সবে করিগা উৎসাহ ॥
 কৃষ্ণসঙ্গে রজ অঙ্গসঙ্গ অভিলাষে ।
 হাব-ভাব-লীলা-কলাবলাস প্রকাশে ॥
 গোপিকার প্রেম-আর্তি-আগ্রহ বুঝিতে ।
 কল্পনা-বিলাপ-আদি কৌতুক দেখিতে ॥

ভজি করি কৃষ্ণচন্দ্র উদাসীন-স্মার ।
 উপেক্ষাবচন কহে অরসজ্ঞ-প্রার ॥
 এ যোর রজনী কুলরমণী হইয়া ।
 বনে কেনে আগমন কিসের লাগিয়া ॥
 বনশোভা দেখিতে কি আমারে দেখিতে ।
 দেখিলে চলিয়া বাহ স্বগৃহে তুরিতে ॥
 এ মহে উচিত কুলবতী নারীগণে ।
 রজনীতে গৃহ তেজি বাইতে বিপিনে ॥
 স্বামি-আদি-গুরুসেবা জীগণের ধর্ম ।
 অতএব ঘরে গিয়া সাধ নিজ কর্ম ॥
 কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শুনি গোপীগণ ।
 ঈর্ষ্য হইল কোথ মানি অপমান ॥
 কহে অহে ধুষ্ট মোরা তোমার নিকটে ।
 না আসি আইনু মোরা যমুনার তটে ॥
 কুসুম-টোটন করি বাইব গৃহেতে ।
 তুমি কেনে এত হৈলে উৎকণ্ঠিত চিতে ॥
 তবে কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল পুষ্প তুলি ।
 ল'য়া গৃহেতে যাও আমি তাহি বলি ॥
 মানস্তরে গোপীগণ ফিরে বাইতে চাহে ।
 না চলে চরণ কিছু ইজিতেতে কহে ॥
 অবিদগ্ধ কেমত তুমি হে নিষ্ঠুরাই ।
 তোমার নিকটে মোরা কভু আসি নাট ॥
 নবীন যুবতীবৃন্দ বিদগ্ধা রূপসী ।
 কুলবতী না'ী মোরা বনমধ্যে আসি ॥
 নির্জনে নবীন যুবা তুমি যে আছহ ।
 দেখিয়া ফাঁফর হৈনু এবে বাই গৃহ ॥
 পুন কৃষ্ণ কহে শীঘ্র বাহ নিজগৃহে ।
 তবে গোপী হৃৎথেতে কান্দিয়া কিছু কহে ॥
 বংশীধ্বনিতে আকর্ষিয়া মো সবারে ।
 কুল-গৃহ-স্বামী-আদি করাইয়া দূরে ॥
 আনিয়া এখন কহ নিষ্ঠুর বচন ।
 গৃহেতে না যাব আর তেজিব জীবন ॥
 মন্থন-অনলে তপ্ত দেহ মো-সবার ।
 জুড়াও তাপিত অঙ্গ শিরে দিয়া কর ॥
 গোপিকার অমুরাগ দেখি কৃষ্ণচন্দ্র ।
 প্রেমের উৎকর্ষ বুঝি হইল আনন্দ ॥
 আপনাকে সাপরাধি মানি পুন কহে ।
 তোমা-সবার উপেক্ষা আমার কভু নহে ॥
 যতক কহিনু যে বুঝিতে পার নাহি ।
 এত কহি সেই বাক্য ফিরাইয়া কহি ॥

প্রতিকূল অর্থ অমূলক ব্যাখ্যা করি ।
 গোপিকারে শুনাইয়া তুলিলা শ্রীহরি ॥
 তাহ' শুনি গোপীগণ আনন্দিত হৈয়া ।
 মুচকি হাসিয়া দিলা খোমটা টানিয়া ॥
 তবে কৃষ্ণ প্রত্যেকে সবারে আলিঙ্গিয়া ।
 পুলিনে লইয়া পেনা বিহার লাগিয়া ॥
 পরম উৎসাহে গোপীগণ প্রেমানন্দে ।
 মত্ত হৈল কৃষ্ণমনে কলারসমদে ॥
 হেনকালে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ যে প্রেমসী ।
 তারে নিয়া অন্তর্দান হৈল ব্রজশশী ॥
 কৃষ্ণে না দেখিয়া গোপী চারিপানে চার ।
 আচম্বিতে বজ্র যেন পড়িল মাথার ॥
 হাহাকার করি সবে লোঠায় ধরনী ।
 বিরহে কাতর কান্দে যতক রমণী ॥
 কৃষ্ণ-অনেষণে ফিরে বিভোল হইয়া ।
 বৃক্ষ-আদি-গণে পুছে প্রলাপ করিয়া ॥
 আশ্র পনস জম্বু কপিথ পিয়াল ।
 কৃষ্ণ দেখিয়াছ কোথা তোমরা সকল ॥
 উত্তর নাহিক যদি দিলা বৃক্ষগণ ।
 তবে কহে তোমরা না কবে বিবরণ ॥
 তুমি-সব হও কৃষ্ণসখার সমান ।
 তে কারণে মো-সবারে করিলে গোপন ॥
 আগে গিয়া কহে পুন তুলসি কল্যাণি ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়া সৌভাগ্যের ধনী ॥
 তুমি মো-সবার হও সখীর সমান ।
 কৃষ্ণ কোথা কহি হৃৎথে কর পরিজ্ঞান ॥
 তেঁহ যদি না কহিলা আগে চলি যার ।
 কৃষ্ণপদ-চিহ্ন তথা দেখিবারে পার ॥
 মধ্যে মধ্যে কোন রমণীর পদচিহ্ন ।
 হোরি ঈর্ষ্য-মানে মতি হৈল দৈন্ত ॥
 ললিতাদি সখী পুন বুঝিলা মরম ।
 ইহ রাধা মো-সবার সখী প্রিয়তম ॥
 হরিষ হইল তাহে বিমর্ষ বিচ্ছেদে ।
 সৌভাগ্য তাহার সবে প্রশংসে আহ্লাদে ॥
 প্রতিপক্ষগণ নিম্নে সপত্নীত্ব-ভাবে ।
 যার যেই ভাবে নিন্দা-জ্ঞতি করে সবে ॥
 আগে দেখে কুসুমিত বৃক্ষের তলাতে ।
 ছিন্নভিন্ন পুষ্প বিতরিয়া চারিভিতে ॥
 তাহা দেখি বিতর্ক করয়ে সবে মেলি ।
 এই পুষ্পতরু হৈতে কৃষ্ণ পুষ্প তুলি ॥

সেই ভাগ্যবতী প্রেমসীর বেশ কৈল ।
 প্রণয়ে তাহার মনোরথ পূরাইল ॥
 প্রিয়ামুখে ভুগ পড়ে তাহা নিবারিতে ।
 ভাল ভাজি নিল পুষ্প শুচ্ছের সহিতে ॥
 উন্মত্তের প্রায় পুন কহে লভাগণে ।
 তোমরা যে হও মোর সখীর সমানে ॥
 কৃষ্ণকে দেখেছ কেহ এ পথে যাইতে ।
 এক যে পরমশ্রেষ্ঠ প্রেমসী সহিতে ॥
 তোমা-সবা মনে ক্রীড়া কৈল এই স্থানে ।
 যে-হেতুক সিন্ধু প্রফুল্লিত পুষ্পমানে ॥
 বনমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচারিল ।
 গোপী সহ রাস বিহারের বাজা হৈল ॥
 কিন্তু সকলেরে বঞ্চিত রাখিল লইয়া ।
 অন্তর্দীন কৈল সবারকারে হুঃখ দিয়া ॥
 পুন গিয়া মিলিলেও রাখিল-সহিত ।
 ঈর্ষাদি করিবে রূপ না হবে উচিত ॥
 অতএব ইহারেও ছাড়ি অন্তর্দীন ।
 করি যে সবার প্রতি হইবে সমান ॥
 এত ভাবি স্বক্কে চড়া দোষ ছল করি ।
 অন্তর্দীন কৈল তাঁরে বনে ছাড়ি হরি ॥
 কৃষ্ণ বিরহতে ভেঁহ কাঁদে হইয়া ।
 কান্দয়ে বিভোল চিত্ত ভূমেতে পড়িয়া ॥
 হেথা গোপীগণ সবে যাইতে যাইতে ।
 বিরহিনী তাঁহাদের দেখয়ে সন্মুখেতে ॥
 শঠতা বুঝিয়া কৃষ্ণ সবাই নিশ্চয়ে ।
 মুখ মুছাইয়া গলে ধরিয়া কান্দয়ে ॥
 তাঁহারে লইয়া পুন কৃষ্ণ অঘোষিতে ।
 চলিল পাগলপ্রায় কান্দিতে কান্দিতে ॥
 যাবৎ আছিল জ্যোৎস্না তাবৎ চলিল ।
 ঘোর অন্ধকার বন দেখিয়া ফিরিল ॥
 পুন বনু'র চর-পুলিনে আসিয়া ।
 লীলামুকরণ করে তাহার্য্য পাইয়া ॥
 কেহ ত পূতনাবধ শকটভঞ্জন ।
 কেহ বস্ত্র তুলি ধরে গিরি গোবর্জন ॥
 ইত্যাদি করিয়া লীলা কতকণ করি ।
 কৃষ্ণবিরহের বেগ সহিতে না পারি ॥
 উচ্চস্বরে কান্দে বহু বিলাপ করিয়া ।
 উর্দ্ধমুখে কৃষ্ণমুখচন্দ্র সঙরিয়া ॥
 হে কৃষ্ণ হে গোপীনাথ মদনমোহন ।
 অবিলম্বে দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥

নবধন জিনি রূপ শ্রীচন্দ্রবদন ।
 না দেখিয়া এই দেখ নিকাশে জীবন ॥
 আমরা সুদূর তব ব্রজের রমণী ।
 গোপিকানন্দন ব্রজে নহ কি আপনি ॥
 অতএব মো সবার মুখ নিরখিয়া ।
 দরশন দেহ নাথ করুণা করিয়া ॥
 গোপীকার ক্রন্দন করুণা শুনি হরি ।
 আপনারে অপরাধী মানি শীঘ্র করি ॥
 'আইলা তথায় যথা গোপী প্রলাপয়ে ।
 সে যে চমৎকার রূপ বর্ণন না করে ।

মহর-গমনে আইসে, অজভক্তি রসরসে,
 মন্দ মন্দ হাসিতে বদন ।
 পীতাম্বর বনমালা, কুচি সূচিকুণ কালা,
 শোভা মনমথের মদন ॥
 পরম স্নানরূপ, সুবিন্দু রসকূপ,
 নারীগণ-মন-মোহনীয়া ।
 চরণে নূপুর বাজে, নানা অতরণ সাজে,
 রূপ কোটি মদন জিনিয়া ॥
 দূরে হৈতে গোপীগণ, ছেরি চমকিত মন,
 চঞ্চল নয়ানে সবে চ'হে ।
 দারিদ্রের হারাধন, পাইলে যথা দৃষ্ট মন,
 প্রাণ যথা আইসে মৃতদেহে ॥
 তেমতি শ্রীকৃষ্ণধন, পাইয়া গোপিকাগণ,
 ধাইয়া চলিল উর্দ্ধ্বাসে ।
 কার আলুয়াইল কেশ, কার ছিন্নভিন্ন বেশ,
 পড়ি গেল উত্তরীয় বাসে ॥
 উন্মত্ত-পাগলী-প্রায়, শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে যার,
 প্রেম্যানন্দে বাহুফুটি নাই ।
 কেহ গিয়া কণ্ঠ ধরে, কেহ ধরে গিয়া করে,
 কেহ ত বসন ধরে বাই ॥
 কেহ আলিঙ্গন করে, কেহ পদ ধরি করে,
 হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াইল ।
 করপদমে চুষন, করে কেহ ধনেঘন
 চর্কিত তাম্বুল কেহ লৈল ॥
 কোন শ্রেষ্ঠ প্রেমসী, কোথাবশে মুখশশী
 জুড়ি করিয়া ভূরভক্তি ।
 নাসায় অঙ্গুলি দিয়া, শ্রীমুখে নয়নানিরা
 দূরে থাকি সহ নিজ সঙ্গী ॥

বনে যে ভেজিয়া গেলা, হৃৎ অপরমান দিলা
তাহা মনে স্মরণ করিয়া ॥
সহজে স্বভাব-বাসা, উৎকট-কুটিল-প্রেমা,
নানাবেশে রহে দাড়াইয়া ॥
ললিতা স্নানস্বীয়, তাহার পার্শ্বেতে থাকি,
কৃষ্ণরূপ স্নানময় নিধি ।
নয়ান-ধারায় করি, হৃদয় মাঝারে ভরি,
অস্তরে হেরয়ে আঁখি মুদি ॥
নিজ দেহ পানিরিয়া, স্নানসিদ্ধি ডুবি গৈলা,
ধ্যানে তপাকরিত্ব হৈলা ।
বিশাখাদি সখীগণ, নিরখি শ্রীসজ্জানন,
চিত্র-পুস্তলিকা-প্রায় ভেলা ॥
স্বভাব যেমন যার, মধ্যাঙ্গগলতা আর,
ধীরমধ্যা-আদি করি যত ।
ভেমতি সবার রীতি, স্বভাবত কৃষ্ণপীতি,
প্রাণিল সবার সেইমত ॥
তার মধ্যে বামা অতি, স্নানমধ্যা-স্বভাব-মতি,
যেহ দূরে লুকুটি করিয়া ॥
নয়ান অর্পিয়া রহে, মানে কিছু নাহি কহে,
তার ভাবে স্নানী কৃষ্ণ-হিয়া ॥
অস্তরে আনন্দ-মতি, বাহ্যে তার কিছু রীতি,
প্রকাশিয়া অপরাধ মানি ।
ষোড়শের স্তুতি করি, আলিঙ্গয়ে হৃদে ধরি,
কৃষ্ণস্পর্শে জুড়াইল পরানী ॥
* সর্বহৃৎ গেল দূরে, ভাসি স্নানসিদ্ধিনীয়ে,
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়া রহিল ।
ললিতাদি নিজগণ, হেরিয়া আনন্দ মন, *
প্রিয়সখী-সৌভাগ্য জানিল ॥
তবে কৃষ্ণ হর্ষমনে, যতেক গোপিনীগণে,
রাস-বিলাস-হেতু লৈয়া ।
চৌদিকে রমণীবৃন্দ, হেমময় সেই ইন্দু,
তার মধ্যে চলয়ে রসিয়া ॥
পুলিন স্রম্য স্থান, বালুকার যত ভাগ,
তাহে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ ।
ঝলমল শোভা করে, যাতে কৃষ্ণমন হরে,
তথা চলে হইয়া উন্নাস ॥

গোপীগণ সবে মেলি, পুন ছাড়ি যাবে বলি,
কেহ বস্ত্র ধরে কেহ কর ।
কেহ কেহ করে করে, মণ্ডলী করিয়া ধরে,
পাছে হার হই পুনর্কার ॥

তবে কৃষ্ণ গোপী-সহ পুলিনে যাইয়া ।
অদভুত রাসলীলা রচনা করিয়া ॥
নাচয়ে গোপিকা-সহ ত্রিমণ্ডলী করি ।
মধ্যে এক মূর্ত্যে নাচে রাধা-সহ হরি ॥
ত্রিমণ্ডলী পংক্তি তার অদভুত কখন ।
অঁত চমৎকার তার না হয় বর্ণন ॥
হুই হুই গোপী মধ্যে কৃষ্ণ এক এক ।
সর্বগোপী-মধ্যে কৃষ্ণ প্রত্যেক প্রত্যেক ॥
অসংখ্য গোপিকা ৭৩ কোটি শঙ্ক মাজ ।
অসংখ্য-প্রকাশে কৃষ্ণ বিহরে সর্বত্র ॥
এইমত ত্রিমণ্ডলী প্রিয়গণ সনে ।
মণ্ডলীর মধ্যে হয় মঞ্জরীর গণে ॥
দাসিকাদি করি নানা বাস্তবস্ত্র লৈয়া ।
বাসার স্তার বাস্তে আনন্দিত হিয়া ॥
এইমত চমৎকৃত মণ্ডলী বান্ধিয়া ।
অলাতচক্রে তার নাচয়ে ভ্রমিয়া ॥
বর্ষল-আকার তিন মণ্ডলীতে হরি ।
গোপীসঙ্গে নাচে নানা রঙ্গরস ভরি ॥ *

গোপী মাঝে মাঝে, শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে,
সে শোভা কহা নাহি যায় ।
হেমমতে জড়িত মহামরকত,
যথা শোভে মণিচয় ॥
নাগরী সমূহ, নগরের সহ,
বাহু দিয়া বাহুমূলে ।
নাচে নানা রঙ্গে, রসের তরঙ্গে,
মুরজ-মৃদঙ্গ তালে ॥
নুপুর কিকিণী, বলয়ার ধ্বনি,
সুমধুর কোলাহলে ।
বীণা-বেণু-গান, শ্রুতি রসারন,
হৃকুল রাসমণ্ডলে ॥

গৃহমধ্যে শোভয়ে পরম চমৎকার ।
 রাধাকৃষ্ণ সখীগণে করয়ে বিহার ॥
 রাধিকার বেশ বনাইল কৃষ্ণচন্দ্র ।
 তাহা হেরি সখীগণ পাইলা আনন্দ ॥
 চিকিণি লইয়া করে কেশ আঁচড়িল ।
 লোটন বাক্সিয়া মল্লিকার মালা দিল ॥
 কস্তুরীর পত্রবল্লী হৃদয়ে লিখিল ।
 মণি মুক্তা হার হীরা কণ্ঠে পরাইল ॥
 নয়নে কজ্জল নাসে তিলক স্নন্দর ।
 চিবুকে কস্তুরীবিন্দু দিল মনোহর ॥
 সিঁথায় সিন্দূর নাসে মতি পরাইয়া ।
 পুনঃপুন হেরে মুখ মোহিত হইয়া ॥
 করেছে কঙ্কণ আদি চরণে নুপুর ।
 পরাইয়া অঙ্গে লেপে চন্দন কপূর ॥
 আপনি সাজায় পুন আপনি হেরয়ে ।
 চন্দ্রসুধাপানে যেন চকোর মাতর ॥
 সখীগণ বদনে বসন দিয়া হাসে ।
 সুখামুখী স্নলজ্জিত মুখ পানে বাসে ॥
 ঈষৎ হাসিয়া সখীগণ পানে চাহে ।
 সে শোভা হেরিয়া কৃষ্ণ অনিমিখে রহে ॥
 দুজনায় ভক্তি হেরা দুজনে মোহিত ।
 সখীগণ তাহা হেরি হৈল চমকিত ॥
 সখীগণ আনন্দউল্লাসরসে ভরি ।
 উঠায় কোতুক এক সুরঙ্গ মাধুরী ॥
 শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহ বিবাহ-ঘোড়ন ।
 হাসি হাসি করে সবে পরম মোহন ॥
 মস্তকে টোপর কৃষ্ণে বর সাজাইয়ে ।
 দাঁড় করাইল আনি ছাউনিতলায়ে ॥
 গাঁঠি-ছড়া বাকি দেয় দৌহার বসনে ।
 হুলুহলু ধ্বনি করে কোন গোপীগণে ॥
 মালা বদল করি দৌহা-গলে দেয় ।
 হাসিয়া চলিয়া পড়ে কেহ কার গায় ॥
 অন্তরে কিশোরীজীর পরম আনন্দ ।
 বাছে রোষ করি সখীগণে কহে মন্দ ॥
 হা রে ছার পামরি পরপুরুষচারিণি ।
 কলঙ্কিনি মিলজ্জা কুলের খাঁকারিণি ॥
 তোরা গিয়া বিতা পরপুরুষেতে কর ।
 মুই কুলবতী হই যাই নিজ ঘর ॥

বসনের গাঁঠি মোর থসাইয়া দে ।
 ধর্ম বাঁচাইয়া মুই গৃহে যাই যে ॥
 বনে আনি নিজ মনস্কাম পুরাইলি ।
 কুলের রমণী মোর কুলে দিলি কালী ॥
 আর ত তোদের সঙ্গে কোথাও না যাব ।
 তোমা সবার রীত ঘরে যাইয়া কহিব ॥
 এত শুনি সখীগণ কহয়ে মুচকি ।
 তুমি কুলবতী সত্য বটে বটে সখি ॥
 কালিয়ার অঙ্গসঙ্গে পতিব্রতা হৈলে ।
 এখনি করিয়া ব্রত কুঞ্জ হৈতে আইলে ॥
 লজ্জিত হইয়া প্যারী বদন ফিরায় ।
 কৃষ্ণ প্রদানন্দিত সেই ভক্তি দেখায় ॥
 বর সাক্ষি সখীমাঝে দাঁড়ায় আপনে ।
 কোতুকী হইয়া চাহে বাকিম নয়নে ॥
 প্রণয়কোন্দল শুনি সখীগণ-সহ ।
 প্রেমানন্দে অশ্রু কম্প পুলকিত দেহ ॥
 রাধাকৃষ্ণ বিবাহমঙ্গল-গান করি ।
 সখীগণ নাচয়ে চৌদিক ফিরি ফিরি ॥
 ক্রোধভক্তি করি যেরে চলি যায় প্যারী ।
 ফিরাইয়া আনে গিয়া কেহ আশুসারি ॥
 ললিতা ভৎসয়ে ভক্তি করি সখীগণে ॥
 মুচকি হাসিয়া কহে মটকি নয়নে ॥
 মোর প্রিয়সখীর সহিত করি বাদ ।
 শ্রীনন্দনন্দন-সাথে দেহ পরিবাদ ॥
 এত কহি গাঢ় আলিঙ্গন সখীসনে ।
 করি প্রেমানন্দে দৌহে হৈলা অচেতন ॥
 কুঞ্জগৃহে কৃষ্ণসনে প্যারীয়ে লইয়া ।
 আনন্দিত হৈল সবে বামে বসাইয়া ॥
 পরম আনন্দ নিধুবনেতে হইল ।
 বিবাহকোতুক এক বড় রস হৈল ॥
 সেই নিধুবন মোরে কৃপাদৃষ্টি কর ।
 স্বরূপ প্রকাশি মোর হৃদয়ে বিহর ॥
 বৃন্দাবনে গহ্বর বন রাধারাগ ।
 পরম শোভিত হেরি জন্মে অমুরাগ ॥
 পরে দাবানলকুণ্ড দাব অগ্নি পান ।
 করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজগণে কৈল জ্ঞান ॥
 উত্তরে বরাহদেব গরুড় সহিত ।
 পরে শ্রীশোভনি-মুনির আশ্রম শোভিত ॥
 কালিহুদ হরত পরম মহাভীষ ।
 পূর্বতীরে কদম্বের বৃক্ষ হিত নিত্য ॥

শ্রীশ্রীভক্তমালি গ্রন্থ ।

যে 'কদম্ববৃক্ষ' হৈতে কৃষ্ণ কাঁপ দিয়া ।
 নৃত্য কৈল কালি'নাগের মাথায় চড়িয়া ॥
 রাতে সেই বনমধ্যে নন্দরাজ-আদি ।
 তৃষ্ণার্ত হইয়া জল কৈল কুপ খুদি ॥
 নন্দকুপ নাম তার অদ্যাপি বিরাজে ।
 নর্প হৈতে কৃষ্ণ ছাড়াইলা নন্দরাজে ॥
 প্রবোধানন্দ-সরস্বতী শ্রীগোবিন্দ-গুণ ।
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে বর্ণন ॥
 আর শ্রীলব্ধাবন শতক যে নামে ।
 করিলে যেহ যাতে সাধুমন রমে ॥
 সেই সরস্বতী গোস্বামীয়ে যে সমাধ ।
 তথা কালি দমন লীলা করেন আশ্বাদ ॥-
 কালিদমনমূর্ত্তি তথাই প্রকাশ ।
 শ্রীঅঙ্গে বেষ্টিত হয় কালি'নাগ-পাশ ॥
 হেরিয়া বন্ধন সেই বিদরয়ে হিয়া ।
 নাগপত্নী স্তুতি করে চৌদিক বেড়িয়া ॥
 দাদশ আদিত্য টীলা তাহার নিকটে
 দাদশ আদিত্য আইলা যমুনার তটে ॥
 হুদ হৈতে কৃষ্ণ হবে উঠিয়া টীলাতে ॥
 অতিশয় শ্রীতে অঙ্গ লাগিল কাঁপিতে ॥
 দ্বাদশ সূর্য্য কৃষ্ণসেবার কারণ ।
 আসি তাপ দিয়া কৈল শীতনিবারণ ॥
 দাদশ আদিত্য টীলা তাহাতে ধোয়াতি ।
 দাদশ আদিত্যঘাট যমুনার তথি ॥
 আদিত্যের তাপে পুন ঘর্ম্ম যে হইল ।
 স্রোতে বহি ঘর্ম্ম গিয়া যমুনার মিলিল ॥
 প্রভঞ্জন নামে মহাতীর্থ হৈল সেই ।
 জবাটবী তাহার কিঞ্চিৎ দূরে যাই ॥
 শ্রীমতীর সূর্য্যপূজা জবাপুষ্পোদ্যান ।
 কৃষ্ণ সহ তথা হয় নবীন মিলন ॥
 দাদশ আদিত্য টীলা উপরি গোস্বামী ।
 শ্রীল-সনাতন স্থান যেই লোকস্বামী ॥
 মহাপ্রভু তথা জগদানন্দের পাঠাইলা ।
 প্রভুর কারণ স্থান তথায় করিলা ॥
 তথা শ্রীমদানন্দমোহন প্রকটিল ।
 শ্রীমদানন্দমোহন মহা রূপা প্রকাশিলা ॥
 গোস্বামীর সমাজ হয় নিকটে তাহার ।
 কৃষ্ণপ্রেমমূর্ত্তি হয় দর্শনে যাহার ॥
 টীলার পূর্বেতে যে অষ্টৈতবট নাম ।
 শ্রীঅষ্টৈতবটু যথা করিলা বিদ্রাম ॥

তথায় অষ্টৈত প্রভুর মূর্ত্তির প্রকাশ ।
 অনেক করেন ভাগবতগণ বাস ॥
 যুগলঘাট নাম তার পূর্বাঙ্গিকে হয় ।
 যুগলকিশোর শ্রীমন্দিরে বিরাজয় ॥
 পরেতে বিহার ঘাট বনভূমি আসি ।
 গোপী সহ বিহরিলা বৃন্দাবনশাশী ॥
 পূর্বেতে ধুমরঘাট তপস্বীর বেশে ।
 সখাসঙ্গে জীড়া কৈল কোতুহ-আবেশে ॥
 তাঁরে আমলীর বৃক্ষ পুরাতনী হয় ।
 তলে বসি রাধাবাম শ্রীকৃষ্ণ অপয় ॥
 দূরেতে ভ্রমরঘাট তাঁরে পুষ্পোদ্যান ।
 ভ্রমর ঝঞ্ঝারে বহু কদম্বের বন ॥
 বনবিহারে সমে রাধাকুসৌরভে ।
 অলিগণ পুষ্পজ্ঞান পড়ে মধুলোভে ॥
 পাণিতল দিয়া ধনী নিবারিতে চাহে ।
 কমল বস্ত্র পুন বৈসে গিয়া তাহে ॥
 ভয়ে ভীত অলিগণ নিবারিতে নারি ।
 কৃষ্ণের বসনাঙ্গলে লুকাইয়া গৌরী ॥
 তাহে আনন্দিত হৈল কৃষ্ণচন্দ্রহিয়া ।
 চূষন করিল কত চিবুক ধরিয়া ॥
 ভ্রমরঘাটেতে প্যারীসঙ্গে কত রঙ্গে ।
 রসের লতিকা সব সঙ্গীগণ সঙ্গে ॥
 পরে কেশিঘাট তথা কেশিদৈত্য মারি ।
 অঙ্গমার্জ্জুনাদি কৈল যে ঘাটে উতারি ॥
 ধীর সমীরণ তন্তু পরে স্রশোভন ।
 শীতল স্রমিষ বহে মলয়াপবন ॥
 শ্রীরাধাকৃষ্ণবিহারের অতি প্রিয়স্থান ।
 মণিকর্ণিকার ঘাট কদম্বের বন ॥
 শ্রীমন্ গোবিন্দাণ যেহ পণ্ডিত গোস্বামি ॥
 ধীর বশীভূত শ্রীমন্ গোবিন্দ নিতাই ॥
 তাহার সমাজ আর শ্রামরায়জীর ।
 বিরাজয়ে সেই শুভ শ্রীধীরসমীর ॥
 তথা আক্ষারিয়া বট লুকলুকানি খেলা ।
 ছলে রাধা কৃষ্ণসনে বিহার করিলা ॥
 শ্রীমন্ আচার্য্য প্রভু চৈতন্য অভেদ ।
 যাহার আশ্রয়ে ভবপ্রহি হয় ছেদ ॥
 ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ অবশ্রম মিলয় ।
 বৃন্দাবনে গোবিন্দের পূর্ব্ব আজ্ঞা হয় ।
 যেহ লক্ষ গ্রহি লৈয়া গৌড়দেশ গেলা ।
 স্বমামুখ্য প্রেমভক্তি লোকে প্রচারিলা ॥

তাঁহার সমাজ তথা সুলভ বিরাজে ।
 আর ছর চক্রবর্তী সেই পুরীমাঝে ॥
 শ্রীরাধামাধবজীউ কৈশোর সুরতি ।
 জয়দেব ঠাবুরের পরম পিরীতি ॥
 আসিতে চাহিলা তেঁহ ব্রজে নিজধাম ।
 ছোট হৈলা সেবকের পুরাইতে কাম ॥
 জয়দেব ঝুলির ভিতর করি নিয়া ।
 বৃন্দাবন আসি ধীরসমীরে স্থাপিয়া ॥
 জয়পুরের রাজা নিয়া গেলা নিজস্থলে ।
 সেবা কৈলা পরে তাঁর সিজিপ্রাপ্তি-হৈলে ॥
 তাঁহার মন্দির ধীরসমীরে আঁহর ।
 প্রতিবিম্ব-মূর্তি সে মন্দিরে বিরাজয় ॥
 অগ্রে শ্রীবক্রেত্বর পণ্ডিত গোস্বামীর ।
 সমাজ তথায় রহে সাধুগণ ধীর ॥
 পরে শ্রীশবংশীবট পরম মহিমা ।
 যার গুণকীর্তনে নাহিক হয় সীমা ॥
 মণিকর্ণিকা ষাট তাহার নিকটে ।
 মুনিকথাগণ শ্রবণ করি বৈসে তটে ॥
 উপরে গোবিন্দবট কৃষ্ণধামজে ॥
 ক্রীড়ারস কোতুক করয়ে নানারঙ্গে ।
 ঈশানে শ্রীমহাদেব গোপেশ্বর নাম ।
 বাঁহার দর্শনমাত্র পূরে সর্বকাম ॥
 কৃষ্ণমনে সখাভাবে নৃত্য য়েঁহ কৈলা ।
 গোস্বামীরে কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে কহিলা ॥
 পরেতে পুর্লনে হয় মহারাসস্থলী ।
 শত শত সাধু সন্ত রহে কুতূহলী ॥
 তথায় গমনমাত্র জন্ময়ে বিরতি ।
 তৎকণাৎ পায় সেই কৃষ্ণভক্তিশক্তি ॥
 দিবানি নি স্থানে স্থানে হরিসংকীর্তন ।
 হইতেছে শ্রীল ভগ তের পঠন ॥
 চৌদিক বেড়িয়া কৃষ্ণসেবা দেবালয় ।
 নানামহোৎসব যাত্রা নিতি নিতি হয় ॥
 জ্ঞানগুণরি নাম করি কেহ কহে ।
 নিকটে গভীর বন মন হরে তাহে ॥
 দ্বাপরযুগের বৃক্ষ নৌকনের স্থায় ॥
 বনশোভা চমৎকার নানা পক্ষ পায় ॥
 দর্শনমাত্র হয় কৃষ্ণ উদ্দীপন ।
 সাধুকুপা বিনে তাহা নহে দর্শন ॥
 পরে রাধাবাগ পূর্বে পানিঘাট দূরে ।
 কত দেবালয় কহি গ্রামের ভিতরে ॥

অনন্ত অপার সব কথা নাহি যায় ।
 কিঞ্চিৎ কহিব যাহা ক্ষুরয়ে জিহবার ॥
 গদাধর চৈতন্ত সুলভ দর্শন ।
 অতিচমৎকার রূপ পাশুপদলন ॥
 শ্রীমুসিংহদেব আর শ্রীনন্দনানন্দ ।
 জ্ঞানকীরমণ বাধা গোকুল-আনন্দ ॥
 শ্রীরাধাবিনোদ দুই মেবা গোস্বামীর ।
 শ্রীল লোকনাথ য়েঁহ পরম সুধীর ॥
 মহাপ্রভু রূপা করি দাস গোস্বামীরে ।
 গোবর্দ্ধন শিলা দিলা সেবা করিবারে ॥
 সেই শিলা অস্ত্রপি গোকুলানন্দে হয় ।
 বংশীবদনরূপে দেখাছিল তাই ॥
 লোকনাথ-গোস্বামীর সমাজ তথায় ।
 যার শিষ্য শ্রীমন্ ঠাকুর মহাশয় ॥
 শ্রীরাধারমণজীউ ভুবনমোহন ।
 অলৌকিক রূপ চমৎকার দর্শন ॥
 শ্রীমন্ গোপালভট্ট গোস্বামীর গুণে ।
 শালগ্রাম হইল রূপ প্রকাশে আপনে ॥
 শ্রীল গোপীনাথজীউ বৃন্দাবনাধীশ ।
 শ্রীরাধা জাকবীতীর জীবনের ঈশ ॥
 শ্রীমধুপণ্ডিত গোস্বামীর যে সমাধি ।
 তথাই দর্শনে ঘুচে মনের বিবাদ ॥
 জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীজীর কুঞ্জ ।
 প্রভুর পার্শ্বদ য়েঁহ মহিমাতে পুঞ্জ ॥
 বিদ্যমঙ্গলজীর আমলীতলা স্থান ।
 যথায় পাইলা সাধু কৃষ্ণদর্শন ॥
 ব্রহ্মকুণ্ড তথা ব্রহ্মা তপস্তা করিলা ।
 চৌদিক বেড়িয়া সাধুগণ বাস কৈলা ॥
 দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দূরে গৌরাজ নিতাই ।
 কাকালের প্রভু করি কহয়ে সবাই ॥
 কুণ্ডে উত্তরে হয় অশোকের বৃক্ষ ।
 বৈশাখমাসের যে বাদলী শুক্লপক্ষ ॥
 বহু পুষ্পগুচ্ছ তাহে হয় বিকসিত ।
 সাধুর প্রত্যক্ষ হয় অন্তে অবিসিত ॥
 ব্রহ্মকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাজী উঠিলা ।
 এবে কাম্যবনে য়েঁহ বাইরা রহিলা ।
 রাজা জয়সিংহ জয়পুরে লৈয়া যায় ।
 কাম্যবন গিয়া তথা বিশ্রাম করয় ॥
 রাজ্যে রহি প্রাতঃকালে গমন উদ্বেগে ।
 লইয়া বাইতে চাহে তুলি ব্রথযোগে ॥

উঠাইতে নাহি পারে দশজনে ধরি ।
 বাবার বাসনা নহে হইলেন ভারী ॥
 আশ্রয় বুঝিয়া রাজা নিরন্তর হইল ।
 তথায় মন্দির আদি বানাইয়া দিল ॥
 সেই হৈতে বৃন্দাজীউ রহে কাণ্ডবনে ॥
 গৌরাজী স্তম্ভরী চান্দ বলকে বদনে ॥
 যোগপীঠ উত্তরে শ্রীগোপাল আছিল ।
 ছোট গিঞে কৃপা করি সাক্ষী দিতে গেল ॥
 গুড়দেশে অস্তাবধি বিরাজ করয় ।
 সাক্ষীগোপাল বাল খ্যাতি তার হয় ॥
 যোগপীঠে তাঁহার যে মন্দির অস্তাপি ।
 আছরে বৈষ্ণবগণ তাহে সেবা স্থাপি ॥
 দক্ষিণে শ্রীহনুমান গোবিন্দের দ্বারী ।
 তাঁহার মহিমা অতি চমৎকারকারী ॥
 একদিন অঙ্গে বর্ষ বাহিয়া চলিল ।
 তাহা দেখি ভয়ে লোক কম্পাবিত হৈল ॥
 পরে বৃন্দাবনে কালযবন আইল ।
 কতল করিয়া শোক মারিতে লাগিল ॥
 ছবুভদ্রলন শ্রীল বীর হনুমান্ ।
 পরমদয়াল সাধুস্বভাব মহান্ ॥
 ব্রজবাসিন্দনে হিংসা করে ছরাচার ।
 দেখিয়া করিলা এক শব্দ চীৎকার ॥
 এচণ্ড চীৎকার সিংহনাদ শব্দ শুনি ।
 যবন কতকগুলো মরিল অমনি ॥
 গলাইয়া কতকগুলো গেল দেশান্তর ।
 ব্রজবাসী স্তম্ভ হৈল গেল বিষ ডর ॥
 পূর্বেতে সমাধিকুঞ্জ স্তম্ভর প্রাচীন ।
 সমাজ শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামীর ॥
 ধীর নামে মিলে কৃষ্ণ ভকতি রতন ।
 পরম দয়ালু বেঁহ পতিতপাবন ॥
 কানীশ্বর গোস্বামীজী তাহার বামেতে ।
 প্রভুর সতীর্থ বেঁহ পিরীতি প্রভূতে ॥
 মোক্ষ হরিদাস গোসাঞি তাহার দক্ষিণে ।
 এবং যে সমাজ বহু গোস্বামীর গণে ॥
 পূর্বে বেণুকূপ সখাগণের সহিতে ।
 তৃফাতুর হৈলা কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে ॥
 বেণুর কোশল ধ্বনি করিলা তখন ।
 কূপ প্রকাশিয়া তথা কৈল অলপান ॥
 বেণুকূপ তার নাম রহয়ে একটি ।
 তাহার দক্ষিণে স্থান নাম ব্রজবাটী ॥

সখাসঙ্গে মল্লযুদ্ধ করি তথা-গেলা ।
 নিকটে চরণকূপ চরণে খুদিল ॥
 তথায় ওলালডাঙ্গা করি খাত স্থান ।
 ওলাল খেলিলা তথা সহ গোপীগণ ॥
 তাহার কিকিৎদ্বরে এক বৃক্ষ হয় ।
 কাটিবার হেতু কেহ চোট দিল তার ॥
 অস্ত্রের আঘাতে রক্ত দেখিতে লাগিল ।
 ভয়ে না কাটিল আর বিশ্বয় হইল ॥
 রায়ে স্বপ্নে কহে বৃক্ষ মুই বহু ক্ষণে ।
 আরাধনা করি বাস কৈলু ব্রজভূমে ॥
 হিংসা না করিহ মোর করিহু মিনতি ।
 এমত জানিবে ব্রজে যত বৃক্ষজাতি ॥
 দাক্ষিণে গোবিন্দকুণ্ড মহিমা অপার ॥
 রাধাকৃষ্ণ-বিহারের স্থান মনোহর ॥
 নারদ-ঠাকুর বৃন্দাবনজীর আজ্ঞায় ।
 স্থান করি গোপীকূপ হইলা তথায় ॥
 গোপীর আবেশে নিজ পূর্ব পাসরিলা ।
 বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখিতে পাইলা ॥
 নিভৃত-নিকুঞ্জ পুরে অতি রমণীয় ।
 শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই স্থান অতিপ্রিয় ॥
 নিতানি বিহার তাতে অনুভব হয় ।
 প্রাতে পুষ্পশয্যা ছিন্নভিন্ন দেখা যায় ॥
 তার পূর্বে ব্যাগঘেরা নির্জন কানন ।
 তহুত্তরে শ্রীঅধৈত-প্রভু-দর্শন ॥
 নিকটে শ্রীপোর্নমাসী যোগমায়া বন ।
 কৃষ্ণলীলা-অনুকূল অপূর্ব দর্শন ॥
 (তথায় চিড়িয়া-কুঞ্জ শ্রীনন্দনন্দন ।
 সাধ করি সখা-সহ চিড়িয়া পালন ॥
 কুঞ্জবিহারি-জীউ অপূর্ব দর্শন ।)
 পরে শ্রীগোবিন্দকুঞ্জ পরমমোহন ॥
 গোলকুঞ্জে রঘুনাথ-ভট্ট যে গোসাঞি ।
 শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন সদাই ॥
 উত্তরে শিঙ্গারবট পূর্ব যে কথিত ।
 পার্শ্বে শ্রীলোটনকুঞ্জ পরমমহত ॥
 শ্রীরাধিকা মান করি তথায় আসিয়া ।
 পড়িয়া রহিলা ভূমে কেশ আলুরাইয়া ॥
 কৃষ্ণ আসি আদর করিয়া উঠাইয়া ।
 আপন হস্তেতে দিলা লোটন বাকিয়া ॥
 নিকটে শ্রীজীবগোস্বামীর প্রাণধন ।
 রাধা-দামোদরকৃষ্ণ পরমমোহন ॥

গোবিন্দীকে কৃষ্ণচন্দ্র করুণা করিয়া ।
 নিজ পদচিহ্ন দিলা শিলাতে ধরিয়া ॥
 অদ্যাপি তাঁর সেবা শ্রীমন্নিবে হয় ।
 ভাগ্যবান্ লোক সব বাইরা দেখয় ॥
 শ্রীমদ-শ্রীকৃষ্ণ-গোসাঞি গুরু-শিষ্যো ।
 হই পাশ্বে দোহাকার সমাজে একাশে ॥
 রূপ-গোবিন্দীর পদ ধৌত স্থান হয় ।
 তাঁর রক্ত-স্পর্শ অতি ভাগ্যোতে মিলয় ॥
 নিকটে আছেন চেকুলা শ্রীরাধামাধব-
 বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর বড়ই প্রভাব ॥
 পরে আশীতলা-যথা পতিতপাবন ।
 গৌরাক বসিলা যবে আইলা বৃন্দাবন ॥
 অদ্যাপি সে আশী-বৃক্ষ আছে বর্তমান ।
 মহা প্রভু তাঁর তলে পরমশোভন ॥
 বড়-ভুজ মহাপ্রভু তথায় বিরাজে ।
 দুইে শ্রীমন্মুন্সর কিশোরী সহ রাজে ॥
 নৈমিত্তে শ্রীমহাদেব বনধণ্ডি স্থান ।
 বৃন্দাবনে বাস করি আনন্দে মগন ॥
 দুইে গিরা বোগপীঠ গোবিন্দ আলয় ।
 মঙ্গলরী ধ্যান যথা সাধকে করয় ॥
 চকুর-শিরোমণি আদি বহু দেবালয় ।
 অসংখ্য গগন সব কথা নাহি যায় ॥
 নিতৃত-নিকুঞ্জ-বন পরমমোহন ।
 একদিন কৃষ্ণ তাহে করি আগমন ॥
 প্যারী আগমন পথ করি নিরীক্ষণ ।
 বৃন্দায় সহিত কহে কথোপকথন ॥
 কথায় কথায় নিদ্রা আকর্ষণ হৈল ।
 অলসে বালিশে হেলি তথা সুমাইল ॥
 হেনকালে সখীসঙ্গে প্যারীজী আইলা ।
 কৃষ্ণবৃন্দচন্দ্র হেরি আনন্দিত হৈলা ॥
 নিঃশব্দ করিয়া কৃষ্ণপার্শ্বেতে বসিরা ।
 সখীসহ বৃহ বৃহ মুচকি হাসিরা ॥
 কৃষ্ণের করেতে হৈতে মুরলী লইল ।
 স্বদরে তাবিরা প্রেম-আনন্দে ভাসিল ॥
 পুন করে ধরি সেখে উলটি পালটি ॥
 শ্রবণ করিয়া তাঁর গান পরিপাটি ॥
 যে মধুর-গানে কুলবতীর কুল নাশে ।
 রহিতে না দেয় ঘো-সবারে গৃহবাসে ॥
 লোকলজ্জা হাকাইরা বনে আকর্ষণ ।
 তোমারি এ গুণ তুমি কুবন-বিজয় ॥

এতেক তাবিরা কিছু কহরে সুন্দরী ।
 তুই হৈছ তোমার এ সব গুণ হেরি ॥
 অতএব তোমারে কিছু আশীর্বাদ করি ।
 যামা হৈতে আমা-সবার মঙ্গল বিচারি ॥
 বশোবস্ত হও তুমি নিশ্চিন্ত হইরা ।
 আর মুহুর্ত হও মুখর মুচিরা ॥
 কদর তোমার পুর হউক বাটিতি ।
 অন্তরের কোর বাউ সুখে কর স্থিতি ॥
 অচিরে এ সব মঙ্গল যে হউক ।
 সর্বচ্ছিত্ত নাশি নিধি প্রসন্ন হউক ॥
 তোমার কদর পুর হৈলে সবার ।
 মঙ্গল যে হয় থাকে ধর্মের বিচার ॥
 তাহা শুনি বৃন্দাজিউ হাসিরা কহয় ।
 বড় ত করিলে তুমি আশীষ উহার ॥
 যদি পুর ছিদ্মনাশ মুহুর্ত হৈলে ।
 তবে কি উহার তুমি বংশীধ রাখিলে ॥
 জাগিরা শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনি আনন্দিত ।
 প্যারী-বৃন্দচন্দ্র হেরি পুলকিত চিত ॥
 হাস-পরিহাসে বড় কৌতুক হইল ।
 রাধাকৃষ্ণে মিলি প্রেমসাগরে ভাসিল ॥
 নিতৃত-নিকুঞ্জে-বনে সদাই বিহার ।
 অতএব তাঁহার যে মহিমা অপার ॥
 সংক্ষেপে কহিল বৃন্দাবন-গুণান ।
 কিঞ্চিৎ মহিমা আর করিব বর্ণন ॥
 শাস্ত্রের শাসন কতকগুলি এবে লিখি ।
 বিজয়তম জন ইহা বুঝিবে নিরখি ॥
 ভাষা-অর্থ লিখিতে যে পুস্তক বাড়র ।
 যে-যেতুক কেবল লিখিছে লোকচর ॥

শ্লোকাঃ—

বৈকুণ্ঠ কোটিকোটিপ্রগুণিতমপি নো বদ্রজোলেশ-
 যাজং,
 প্রোদ্রীলংসৌভগং তন্নবমপি লভতে
 তদ্ব্যভাবোজ্জলারঃ ।
 কুর্কীরন্ তক্তিকোটিভগবতি স্তু তথা-
 প্যাকৃতপ্রেমমূর্ত্তেঃ,
 শ্রীরাধার অতৈক্যরতিদুরধিগমাং নোমি
 বৃন্দাটবীং তাম্ ॥

যে বৃন্দাবনে রক্তকণা হইতে অসীম সৌভাগ্য-
 মহিমা প্রোদ্রীলিত হইতেছে, বৈকুণ্ঠকে কোটি কোটি

ওথে ওপাতিত করিলেও যে বৃন্দাবনের সেই
রজঃকণ'র কণামাত্রও লাভ করিতে পারে না, আর
শ্রীকৃষ্ণভক্তির কোটি রূপের অবতারণা করিলেও যে
বৃন্দাবন অদ্ভুত প্রেমমুষ্টি শ্রীরাধ'র অতন্তবৃন্দের
পক্ষে অতীব দুর্গম, সেই বৃন্দারণ্যকে কোটি নমস্কার ।

রে রে সংসারমগ্নাচা । শিকামেকান্ততঃ শৃণু ।
বদীচ্ছসি স্তব্ধং সাক্ষং বাসং কুরু মধে : পুরে ॥
বদীচ্ছঃ পারসংসারং বহিষ্কর মাধুরং কুরু ।
নৌকা সা প্রেরকঃ ক্রকো ভোঃ শিবে ! পারকারকঃ ॥
অহো লোকো মহানকো নেত্রযুক্তো ন পশতি ।
মাধুরে বিভ্রমানেহপি সংসৃতিং ভজতে সদা ॥
মাধুরীং বোনিমতুলাং লজ্জা ভাগ্যন্ত বোগতঃ ।
বৃষ্টেবার্হুগতং তেষাং ন দৃষ্টা মথুরাপুরী ॥
তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি ।
বজ্র তজ্জ মৃত্যু দেবি মুক্তিং যাস্তি ন চাস্তথা ॥

রে সংসারমুগ্ধ ধনি । অন্ততঃ মদীর একটি
উপদেশ মনোবোগ পূরক আকর্ষণ কর । যদি
অপার সুখলালসা কর, তবে মথুরায় অবস্থিতি কর ।
যদি হৃদয় ভব সাগর পার হইতে চাও, তবে মথুরা-
পুরীকেই তরঙ্গী কর । মথুরাপুরী ভবসাগর পারের
একমাত্র নৌকারূপ এবং শ্রীকৃষ্ণই উহার কর্ণধার ।
মথুরাপুরী বিভ্রমানে থাকিতেও অগজজনচক্রায়ান্ হই-
য়াও মোহাক্রান্তা নিবন্ধন সংসারকেই সর্বদা ভজনা
করে, যাঁহারা মথুরা-পুরী দর্শন না করিয়াছে,
তাঁহাদের আয়ু বৃথাই কর হইয়াছে । হে দেবি !
মথুরার যে কোন তীর্থে, গৃহে, চত্বরে, পথে বা
যেখানে সেখানে মৃত্যু হইলে ভীষণ যে মুক্তিপ্রাপ্ত
হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

বিনা সাংখ্যেন বোগেন বিনা স্বাভাবিচিন্তনম্ ।
বিনা ব্রততপোদাতৈঃ প্রয়ো বৈ প্রাণিনামিহ ॥
“মথুরায়াং বসিষামি যান্তামি মথুরামহম্ ।
ইতি যত্র ভবেদবুদ্ধিঃ সোহপি বদ্ধাধিপত্যতে ॥
সর্বদৃষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাস্থবিনাশিতাঃ ।
লজ্জাপমৃত্যবো যে চ মাধুরে হরিলোকগাঃ ॥
ত্রৈলোক্যবর্তিতীর্ণানাং সেবনাদ্ভুতভা হি বা ।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাঙ্গর্শনমাত্রতঃ ॥”
ঐত্যা নৃত্য কীর্তিতা চ বাহিতা প্রেক্ষিতা পতা ।
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাতীর্ণা নৃণাম্ ॥

সাংখ্য, বোগ, স্বরূপ-স্বাভাব-চিন্তা, ব্রত, তপন ও
তপস্যা বিনা এই মথুরাধামে শ্রেষ্ঠোলাভ হইয়া
থাকে । “আমি মথুরায় বাস করিব,” “আমি মথু-
রায় যাইব,” যাঁহার মনে এইরূপ বুদ্ধির উদয় হয়,
তিনিও ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হন ; এই মথুরাধামে
সর্বদৃষ্ট, পশু কর্তৃক নিহত, অগ্নিদগ্ধ ও জলনিমগ্ন হইয়া
যাঁহাদের অপমৃত্যু হয়, তাঁহারাও বৈকুণ্ঠে গমন
করেন । ত্রৈলোক্য-মধাবর্তী সমুদায় তীর্থের সেবা
করিয়াও বাহ্য প্রাপ্ত হওয়া য় না, মথুরা ভূমি স্পর্শ-
মাত্রই পরম আনন্দময়ী প্রেমসিদ্ধি লাভ হইয়া
থাকে । ঐশ্র্য, স্বত, কীর্তিত, বাহিত, প্রেক্ষিত, পত,
স্পৃষ্ট, আশ্রিত বা সেবিত হইলে মথুরাপুরী জনগণের
অতীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে ।

অহো অভাগ্যং লোকস্ত ন পীতং যমুনাজলম্ ।
গৌ-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে বজ্র ক্রীড়তি কংসহা ॥

যেখানে কংসারি শ্রীকৃষ্ণ গো, গোপ ও
গোপিকাগণের সহিত কেনি-ক্রীড়া-রসে নিমগ্ন
রহিয়াছেন, যে লোক সেই যমুনাজল পান না করিল,
তাঁহার কি দুর্ভাগ্য ।

বৃন্দাবনে নিতালীলা শ্রীল-ভাগবতে ।
শ্রীল-ভকদেব কহে গদগদ চিতে ।
এবং শ্রীলকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়ি অচ্যুতরে ।
কত্ব এক পদ নাহি বাহ ধামান্তরে ॥
তবে যে মথুরা-দ্বারাবতীতে গমন ।
প্রকাশ-রূপেতে নয় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

শ্রীভাগবতে—

অয়তি জননিবাসো দেবকীঅশ্রবাদো,
যদ্বয়পরিষৎ বৈদেহীতিব্রতধর্মম্ ।
স্থিরচরবৃদ্ধিনয়ঃ স্ত্যগ্নিতশ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্জয়ন্ কামদেবম্ ॥

যিনি নিখিলজনগণের আশ্রয়-স্বরূপ, দেবকী-
গর্ভসম্মাত বলিয়া যাঁহার খ্যাতি, যিনি বান্দবগণের
সহিত অধর্ম বিনষ্ট করিয়া সমস্ত প্রাণীর সংসার-দুঃখ
নিরাকৃত এবং স্ত্যগ্নিত, শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য ব্রজবনিতা
ও পুরজীগণের কামদেববর্জন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ
সর্বোপরি বিরাজমান হইতেছেন ।

ভয়ে —

কৃষ্ণোহন্তো বহুসমুত্তো যন্ত গোপেন্দ্রনন্দনঃ ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি ॥

বহুবংশসমুত্ত শ্রীকৃষ্ণ, পৃথক্, আর বিনি
গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া
এক পাদও অস্ত্রস্থানে গমন করেন নাই ।

মহুযাজনমে স্বার্থ শ্রীকৃষ্ণভজন ।
অস্ত্র আশ্রয়-আদি সব অকারণ ॥
যশ শ্রীবর্ণাশ্রমাচার-আদি যত ।
পরিশ্রমমাত্র সর্ব ধর্ম তপ ত্রত ॥
হরিগুণ-শ্রী-গাদি বিস্তৃত য জন ।
আশ্রয় নাহিক যার শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥

বাদ্যে—

যশঃপ্রিয়মে পরিশ্রমঃ পরো,
বর্ণাশ্রমাচারতপঃ শ্রুতানিষু ।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
গুণানুবাদশ্রবণাদরাগভিঃ ॥

বর্ণাশ্রমাচার, তপশ্চরণ এবং শাস্ত্রজ্ঞান কেবলমাত্র
যশ ও ঐশ্বর্যালাভের জন্য ; কিন্তু শ্রীধর-পাদ-পদ্ম-
গুণানুবাদ-শ্রবণে অবিস্মৃতি লাভ হইয়া থাকে ।

ইতি শ্রীভক্তমালা শ্রীবৃন্দাবনমহিমাবর্ণনং
ষড়্বিংশ-মালা ॥২৬॥

সপ্তবিংশ মালা ।

—*—

এই শ্লোক ও কলশ্রুতি ।

জয় শ্রীচৈতন্যহারি জয় নিত্যানন্দ ।
জয় ঐশ্বর্যচক্রে জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এবে গ্রন্থ-অনুযায়ী বৈকুণ্ঠের নাম ।
কীৰ্ত্তন করিব সর্বমঙ্গলের ধাম ॥
যাহার শ্রবণে সর্বগ্রন্থের শ্রবণ ।
কল মিলে শুভ কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ ॥

প্রথম মালায় হরগুণা-বন্দন ।
মঙ্গলাচরণ গ্রন্থমহিমা-কথন ॥
নাভাজীর প্রথম অবস্থা বে কাহিনী ।
গুরুকৃপা হৈতে হৈলা কৃষ্ণভক্তি-ধনি ॥
দ্বিতীয় মালায় মহাপ্রভুর চরণ ।
স্বরূপ করিয়া কৈল ভক্তগুণগান ॥
শ্রীদাস-গোস্বামী শ্রীল-রূপ সনাতন ।
ভট্ট গোস্বামীর মধুপণ্ডিতের গুণ ॥
যথাক্রমে আছে শ্রীল-নাভাজী বর্ণন ।
তেমতি বর্ণিলু নাহি আনি দোষ-গুণ ॥
তৃতীয়ে শ্রীল-গৌরচন্দ্রের পার্শ্বদ ।
স্বরূপবর্ণন যাতে নাহিক বিবাদ ॥
চতুর্থ-মালায় কৃষ্ণাদেশ ভাগবত ।
অজামিল আর শ্রীল বৈকুণ্ঠ পার্শ্বদ ॥
জয় বিজয়-আদি কথনা গুরুদ ।
যোল মহাভাগবত প্রিয় নিজপুর ॥
হনুমান্ বিভীষণ স্তম্ভগা শবরী ।
অটায়ু শ্রীঅশ্বরীষ তাঁর লক্ষ নারী ॥
সুদামা ব্রাহ্মণ আর চন্দ্রহাসরাজা ।
প্রধান ভক্তগুণ ভক্তো মহাৎজা ॥
পঞ্চম মালায় শ্রীল-কুন্ডলী জ্যোৎস্না ।
শ্রুতদেব মহাপাত্র সত্যব্রত আদি ॥
রাজা শ্রীপ্রাচীনবর্হি বাজীকি-ধর ।
কল্লাজদ রাণী হরিশ্চন্দ্র মহাশয় ॥
বিক্রান্তী মধুরধ্বজ অলক রাজন ।
রক্তিদেব রাজা যৈহ রহে অনশন ॥
ষষ্ঠ-মালাতে পুরু ইন্দ্রাক্ষ প্রভৃতি ।
গুরুরাজ চর্চামধ্যে চৈতন্ত ভক্তি ॥
নিমি নব বোগেশ্বরের গুণের বর্ণন ।
পরীক্ষিত আদি নবা ভক্তাদ-যাজন ॥
পুন মহারাজা পরীক্ষিতের কথন ।
শুকদেব গোস্বামীর গুণের বর্ণন ॥
সপ্তম-মালায় শ্রীল প্রহ্লাদ-চারিত্র ।
অষ্টমে অক্ষুর বাল যশ যে পবিত্র ।
অগস্ত্য পুলহ আদি মহর্ষিচরণ ।
আর শ্রীমহাভাগবতশাস্ত্র-গুণগান ॥
অষ্টাদশ স্মৃতি আর পুরাণ কথন ।
শ্রীরামচন্দ্র পার্শ্বদাদি-গুণগান ॥
নবম শ্রীনন্দরাজ শ্রীযশোদা মাতা ।
আর ব্রজপরিবর গোপ-গোপী বধা ॥

বশমেতে সপ্তদীপে যত তত্ত্ব হয় ।
 মমকার কার-মনে সবাকার পারি ॥
 বৈকুণ্ঠের অষ্ট কলী শ্রীঅন্ন-বিজয় ।
 চারি সপ্তদার তত্ত্ব চারি মহাশয় ॥
 শ্রীসপ্তদার তথা বাধ্য সপ্তদার ।
 আদ্যোপান্ত বত গুরুপ্রাণলী বিস্তার ॥
 পুন রামানুজ স্বামীর চরিত্র বর্ণন ।
 মন্ত্র প্রকাশিতা কৈল জীব নিস্তারণ ॥
 শিষ্য শ্রীশিষ্য তাঁর দেবাচার্য্য আদি ।
 আর নিম্নাচার্য্য বীর প্রতাপ অবধি ॥
 রামানুজ স্বামীর জামাতা লালচাৰ্য্য ।
 মৃত বৈষ্ণবেও বেহ করিলা সৎকার্য্য ॥
 একাধশে গুরুতত্ত্ব এক শিষ্য বীর ।
 কমল কুটিল পদতলে বারবার ॥
 শ্রীজ-বণিক পুত্র মরিবে জানিয়া ।
 বাচাইল বৈষ্ণব-চরণোদক দিয়া ॥
 কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের জ্বর উদরে ।
 অন্নে যে বালক তাহারেও পূজা করে ॥
 বিহ্বলজী আপন পিতা স্নেহে সাধুরে ।
 বৈকুণ্ঠ বাইতে দেখি ভক্তি নতি করে ॥
 অঙ্গদাস-স্থানে রাজা মানসিংহ আইল ।
 নিজ প্রয়োজন ছাড়ি দৃকপাত না কৈল ॥
 শঙ্কর-আচার্য্য ভক্তি-অর্থ আচ্ছাদিলা ।
 লোক বিড়ম্বিত পাছে কৃষ্ণতত্ত্ব হৈলা ॥
 মামদেব ছিপি অতি মহানু আশয় ।
 বাহার অনেক লীলা লোকাভীত হয় ॥
 স্বামশ-মাল'র শ্রীল-অন্নদেব ঠাকুর ।
 অর্জুন মিশ্র আর স্বামী শ্রীধর ॥
 শ্রীবিষমঙ্গল এই চারি মহাশয় ।
 চারি সমতুল-গুণ অগতে ঘোষণ ॥
 অন্নোদশে বর্ণন শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ ।
 বাৎসল্যে শ্রীকৃষ্ণ কৈলা লালন-পালন ॥
 গুরুভি নামেতে বিশ্র কৃষ্ণে বশ কৈল ॥
 প্রতিমা হইয়া অন্ন তোজন করিল ॥
 এক রাজপুত্র কতু বাক্য না কহিল ।
 যোগাতোমুখা বলি লে কে জান দিল ॥
 হরিন্দাস বৈষ্ণবী যে ব্রাহ্মগণপেয়ে ।
 বৈষ্ণব করিল গ্রামগুরু সবাকারে ॥
 বিষ্ণুপুরী গোবামী শ্রীজগন্নাথ বীরে ।
 শ্রেবাক্য কহিলা আনিলা নিজপুরে ॥

জ্ঞানদাস বণিক তত্ত্ববিষয়ে ভেদ দিয়া ।
 বেদপাঠ করাইল অন্নে বুঝাইয়া ॥
 ত্রিলোক-বণিক-প্রোমে বশীকৃত হৈলা ।
 আপনি আইলা হরি বলি টহলিয়া ॥
 বল্লভ আচার্য্য বীর দর্প চূর্ণ করি ।
 পশ্চাৎ করিলা কৃপা গোবিন্দ শ্রীধর ॥
 তত্ত্বদাস রাজা গীতাভরণ তনিয়া ।
 রাবণে মারিব বলি চাঙ্গিল ধাইয়া ॥
 লীলা অমুকরণ শ্রীপুরুষোত্তমে কেহ ।
 করিতে নৃসিংহবেশ-কাড়ে তার মেহ ॥
 রতিবস্ত বাই কৃষ্ণের বন্ধন তনিয়া ॥
 প্রাণ তেরাগিল বাই অসহ হইয়া ॥
 পুরুষোত্তমবাসী রাজা অপরাধী মানি ॥
 কাটিলেন কোন ছলে আপনার পাণি ॥
 কন্দর্পবাই নাম বীর অপূর্ণ খিচুড়ি ।
 ধাইলা শ্রীজগন্নাথ পরম আদরি ॥
 চতুর্দশ মালার শিলাপিঙ্গার বর্ণন ।
 তত্ত্ব তত্ত্বনিষ্ঠ এক রাজার কথন ।
 অন্য এক ভক্তনিষ্ঠ রাজার মহিলা ।
 বৈষ্ণবের অমুরাগে পুজি বিষ দিলা ॥
 মায়া আর ভাগিনা মিলিয়া হই অন্ন ।
 রজন্য-ঠাকুরের মন্দির বানান ॥
 এক যে রাজার অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি ছিল ।
 ছয়রূপে হরি তার ব্যাধি ভাল কৈল ॥
 মীননাথ রাজ্যলোভে আসক্ত হইল ।
 গৌরিনাথ শিষ্য তারে উদ্ধার করিল ॥
 মহাজন সদাশ্রমী ভাগবত ছিল ।
 পুজি মারি হরি তারে পরীক্ষা করিল ॥
 জুরন-চৌহানে হরি কৃপাবান হৈলা ।
 তলোয়ার বিষয়েতে লজ্জা নিবারিলা ॥
 রূপ-চতুর্ভূজ পূজারির অমুরোধে ।
 পাকা চুল শিরে ধরে রাজার বিবাহে ॥
 কমধুজ নাম সাধু বনেতে আছিল ।
 মৃত্যু হৈলে হনুমান বীর গতি কৈল ॥
 অন্নমল রাজন দৃঢ় ভক্তিনিয়মেতে ।
 কিকিৎ ধর্ম্মতা নৈল আগদকালেতে ॥
 গোপ তত্ত্ব চুরি গেল মহিব বাহার ।
 হরি পুন আনি দিলা গৃহেতে তাহার ॥
 নিফিলন বিপ্র সেই বৈষ্ণব-সেবা কৈলা ।
 দহ্যবৃত্তি করি তারে হরি দেখা দিলা ॥

শ্রী শ্রী শ্রী-সাক্ষীগোপাল-প্রসঙ্গ ।
 ছোট বিপ্র বড় বিপ্র দৌহাকার রত্ন ॥
 গোপালের নাকে মুক্তা পরাইল রানী ।
 তাঁহার বাৎসল্যতাব অপূর্ণ কাহিনী ॥
 রামদাস রণছোড় ঠাকুর লইয়া ।
 পলাইল ঠাকুরের সম্মতি পাইয়া ॥
 নন্দদাস গৃহে মৃত বাছুর ডারিল ।
 ডুড়ি দিয়া সাধু তারে জাগাইয়া দিল ॥
 অহলজীউ বৈষ্ণবেরে আস্র খাওয়াইল ।
 রাজ-বাগিচার আস্র ক্রাপনে পড়িল ॥
 বারমুখী বেত্রা বৈষ্ণব-দর্শনে ।
 বৈষ্ণব হইল লাঠাইয়া নিজ ধনে ॥
 ভক্ত প্রিয় রাজা ডোম-তাড় যে বৈষ্ণবে ।
 পূজিলা অনেক অর্থে বড় ভক্তিভাবে ॥
 ভক্ত রানী স্বামীর গোপন কৃষ্ণভক্তি ।
 প্রচার করিয়া প্রকাশিলা নিজশক্তি ॥
 গুরুনিষ্ঠ গুরুদৃষ্টে মরিয়া বাঁচিল ।
 করীরজী ছলে রামনাম মন্ত্র লৈল ॥
 ঘোড়শ-মালায় কইদাসের কথন ।
 গুরু রামানন্দ ধীরে করিল মোচন ॥
 পিগাজীউ শক্তি উপাসনা করি ঘুরে ।
 স্ত্রী সহ মহাতাগবত হৈলা পরে ॥
 সপ্তদশ মালায় গোবিন্দ কবিরাজ ।
 চান্দরায় দেবকী নন্দন ভক্তরাজ ॥
 ইহারা ছাড়িয়া শক্তি উপাসনা-তত্ত্ব ।
 বৈষ্ণব হইলা হৈল বড়ই মহত্ব ॥
 অষ্টাদশে রবীন্দ্রনারায়ণ মহারাজ ।
 বৈষ্ণব হইয়া কৈল অলৌকিক কাজ ॥
 উনবিংশতি মালায় শ্রীল শ্রীরামচন্দ্র ।
 কবিরাজ শ্রীআচার্য্যপ্রভুর সম্বন্ধ ॥
 জগন্নাথী মাধোদাস জগন্নাথে সখ্য ।
 সুরদাস ভাগবত গানশক্তি মুখ্য ॥
 শ্রীকেশবভট্টজীউ বড় কার্য্য কৈল ।
 প্রতিকূল যবনেরে দমন করিল ॥
 হরিন্যাসজীউ দীক্ষা দেবীরে যে দিল ।
 বালদান জীবহত্যা বারণ করিল ॥
 বিংশতি মালায় শ্রীল জিগুরাদাসের ।
 বড়ই মহিমা যার জাড়াও বজ্রের ॥
 নাথজীর শীতনিবারণ বাতে হৈল ।
 কৃষ্ণদাস দিল্লী দৈতে জিলাপি খাওয়াইল ॥

শ্রীবিষ্ঠলদাস কৃষ্ণপ্রেমের বিভবোলে ।
 ছাত বৈতে লক্ষ দিরা পড়ে ভূমিতলে ॥
 নাগর-ভট্ট তীর্থরাজ কৃন্দাবনে ।
 দেখাইলা জিবেরী প্রকট অঙ্গজনে ॥
 পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন গুণগান ।
 ফণীর আকার বেণী শ্রীমতী দেখান ॥
 ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হরিবংশ নাম ।
 রাধাবল্লভজীর আদি গুরু অভিরাম ॥
 হরিন্দাসস্বামী বৈহ নিধুবনবাসী ।
 বঙ্কবেহারীর যারে হৈল কৃপাশ্রয় ॥
 হরিনাম ব্যাস যের বড় অধিকারী ।
 যার যণ গায় অজাপিহ ব্রজ ভরি ॥
 অ'ল-ভগবান নিত্য রাস যে দেখিল ।
 সধনা বাঁহারে জগন্নাথ কৃপা কৈল ॥
 কানীশ্বর গোস্বামীজী ভুবনপাবন ।
 খে জেজীউ যিনি আস্র করিলা ভোজন ॥
 একবিংশতি মালায় রাকা-বাঁকা দৌহে ।
 ভগবান্ দিল অর্থ ধূল দিল তাহে ॥
 বড়ভক্ত রক্ষাহেতু দেবী মহামায়া ।
 চোরগণে নষ্ট কৈল প্রতিম কাটিয়া ॥
 জিলোক সোণার রূপে শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।
 সোণার কমল নিয়া দিল রাজ্যস্থানে ॥
 প্রতাপকন্ডের গুণ অমৃতের সার ।
 প্রভুতে যে অহুয়াগ নাহি পারাপার ॥
 শ্রীগোবিন্দদাস স্বামী নাথজী সহিত ।
 সখা যে পরম ভাব ব্রজের উচিত ॥
 কৃষ্ণদাস গুণামালী গুণরাদি দেশে ।
 ভক্তি প্রকাশিলা শ্রীচৈতন্য-উপদেশে ॥
 মধুরামশ্রীয়ে রঘুনাথ গোপীনাথ ।
 রামদাস আদি করি অনেক মহত ॥
 স্ত্রী সাধুগণ সীতাকালি আর গঙ্গা ।
 উমা ভাটিয়ানী আদি বহু প্রেমে রাজা ॥
 গণেশদেবরানী যার উকতেতে চুরি ।
 মারিয়া বৈষ্ণববেশে আসি কৈল চুরি ॥
 নাথজীউ জগৎ যে পবিত্র করিলা ।
 জগন্নাথ যারে পূর্ণকৃপা প্রকাশল ॥
 দ্বাবিংশতি মালায় নরসী ভক্ত উপাখ্যান ।
 শ্রীরামশ্রীয়ে বৈহ করিলা দর্শন ॥
 অদম ভক্ত হঠ করি রাজা সনে ।
 হীরা পরাইল জগন্নাথে প্রাণগণে ॥

করিরি রাজা মহাশয়ের বর্ণন ।
 তাঁড় বৈকুণ্ঠের বেঁহ পূজিলা চরণ ॥
 মীরাবাই শ্রীকৃষ্ণ সহিত ভেট কৈল ।
 রণছোড়লী পৃথ্বীন ধ নুপে কুণা কৈল ॥
 মধুকর সাহা গাথা-অঙ্গে দেখি ভেখ ।
 পূজা করিলেন তার করিয়া বিবেক ॥
 প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তিমাগে আইলা ।
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ যে বর্ণনা ॥
 অরোবিশেষ চোর কৃষ্ণমস্তকের প্রভাবে ।
 পরীকার জিতিল প্রশংসে পাছে সবে ॥
 মুরারি চামারগতি বৈষ্ণব জানিয়া ।
 মুসিকমুরারিজীউ কৃতার্থ মানিয়া ॥
 তাহার চরণোদক করিলেন পান ।
 শ্রীকুলসীদাস বেঁহ প্রেতে কৈল জ্ঞান ॥
 করমানন্দ ধীর নামে প্রেমভক্তি হয় ।
 কালভঞ্জে নাথজীর কুণার উদয় ॥
 পরশুরাম বিপ্র সর্বভ্যাগ যে করিলা ।
 গদাধর ভট্ট জীব-গোপ্যমৌকে মিলিলা ॥
 চতুর্বিংশতি মাংস এক ব্যাঘ্র ভক্ত হৈল ।
 মাধবসিংহের রাণী উদ্দেশ দিল ॥
 বিছুরনামেতে ভক্ত বিনে বীজ জল ।
 খেতে জন্মাইলা শত্রু মহিমা বিরল ॥
 চতুর গোরাঙ্গী নাম সাধু মহামতি ।
 শুককে সর্বস্ব দিয়া বৃন্দাবনো স্থিতি ॥
 পুন শ্রীকীর্তীজীর মহিমা কথন ।
 পর-উপকার কৈল ব্যাধি উপশম ॥
 কেবলকুবা যে সাধু কুপের ভিতর ।
 একমাস থাকিয়া আইলা পুন বর ॥
 হরিদাস বণিক বৃন্দাবনগমনেতে ॥
 পথে শ্রীকৃষ্ণান্ন পাইলা দেখিতে ॥
 করমেতি বাই বৃন্দাবন পাইলেন ।
 প্রেমনিধি আগে হরি দিয়া ধরিলেন ॥
 ভক্ত কেবলরাম বহু উচ্চারিল ।
 নরবর-রাজার পাংগা চরণ কাটিল ॥
 অগদেব পামনেরে কৃষ্ণতরু জানি ।
 রাজকন্যা একান্ত করিয়া কৈল স্বামী ॥
 গজবিংশতি মাংস কৃষ্ণদাস নাম ।
 কৃষ্ণ আগে নাচিতে নাচিতে অবিরাম ॥
 নুপুর খসিল জানি শ্রীকৃষ্ণ আপনি ।
 পরাইয়া দিল নৃত্যরসভঙ্গ জানি ॥

অন্য কৃষ্ণদাস ব্যাঘ্রে আতিথ্য করিলা ॥
 নিজ পাদ কাটিয়া খাইতে তারে দিল ॥
 গদাধর ভক্ত কিছু না করে সফর ।
 তখনি লাগায় ভোগ কৃষ্ণে বাহা পার ॥
 ভগবান্ ভক্তিनिष्ठ রাজাব শাসনে ।
 বিরাম না কৈল মালা তিলক ধারণে ॥
 সর্বস্ব শুককে দিয়া স্তবাহ দেওয়ান ।
 বাহির হইল দ্বী-পুরুষ দুই জন ॥
 লাক্ষ্মণতি এই ভক্তি অধিকারী বড় ।
 শুক-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবেতে এক ভাব মূঢ় ॥
 বড়বিশ মালার শ্রীল বৃন্দাবনধাম ।
 সহিত শ্রীকৃষ্ণগীলা অমৃত সমান ॥
 মহিমাবর্ণন শুভ স্তবদ মধুর ।
 মধুরেতে সমাপন রসময় পূর ॥
 ইহা সবার শ্রীচরণে লইয়া শরণ ।
 কৃষ্ণদাস ভক্তি মাগে করিয়া কীর্তন ॥

ইতি শ্রীভক্তমালা ভক্তগণ-নামকীর্তন
 সপ্তবিংশ মালা ॥ ১৭ ॥

ফলশ্রুতি ও উপসংহার ।

অর শ্রীচৈতন্য হরি অর নিত্যানন্দ ।
 অরাধিতচন্দ্র অর গৌরভক্তবৃন্দ ॥
 অর রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

ভক্তমালা রত্নমালা, মনস্থজে পরি পলে,
 ভূষণ করহ নিজদেহে ।
 যে রত্নকিরণছবি, আগে কোটা শশী রবি,
 শোভা শুণ কাস্তি সম নহে ॥
 রবি বাহে আলোক করে অন্তর শুধিতে নারে,
 আনন্দজনক শশিগুণ ।
 প্রাকৃত আনন্দলেন, দরশনমাত্র শেব,
 জিহবে লহ্যারী অতি নূন ॥
 ভক্তমালা রত্নবরে, অন্তর উজ্জল করে,
 নিত্যানন্দলাগরে ভাগ্য ।
 হেন ভক্তমালা পরি, সদর উজ্জল করি,
 হৃদোন্মেষ করহ আশর ॥

যে রতন বর্গ মর্ত্য, পাশে নাহি যে অর্থ,
যাহা লাগি দেব-নাগ বুঝে ।
হেন যে রতন ধন, নাভাজী করিয়া পণ,
প্রকাশিলা দিল মর্ত্য নরে ॥
অতএব ভক্তমাল, কর্ণে করি কুণ্ডল,
নিরবধি রাখহ ধরিয়া ।
এ হেন রতন আগে, চিন্তামণি দাস্ত মাগে,
নাহি পায় মরমে বুঝির ॥
অতএব বাহা চাহ, চতুর্কর্গ মাগি লহ,
ধেনেমাত্র পাইবে হেলায় ।
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন, সকল ধনের ধন,
যদি পাবে করহ আশ্রয় ॥
তাপত্রয় যাবে দূরে, এড়াবে সংসার ঘোরে,
পরম নিবৃত্তি হবে চিতে ।
সকল অনর্থ যাবে, প্রেমানন্দ সুখ পাবে,
ত্রাকানন্দ তুচ্ছ যাহা হৈতে ॥
সুন্দর বিচার কর, প্রবেশ করিয়া হের,
ভক্ত মালে কি অর্থ মিলয় ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত ভক্তি, জগত ছল ভ শক্তি,
মিলে কৃষ্ণদাস গুণ গায় ॥

ভক্তমাল শ্রবণেতে বধার্থ যে ফল ।
হরিভক্তি মিলে মন করিয়া নির্মল ॥
ইহার সন্দেহ নাহি দেখহ ভাবিয়া ।
বিচার করহ ভাই গাঢ় চিন্ত দিয়া ॥
ভক্তগুণের গুণ কর্ত্ত বিবেক স্বভাব ।
ভক্তি আচরণ অসুরাগ প্রেমভাব ॥
ভনিয়া মাত্র ত চিত্ত নির্মল হইয়া ।
লোভ জন্মে হরিপদ ভজন লাগিয়া ॥
দিশরবিদ্রাগ জন্ম অনিত্য সংসার ।
এ সব সদ্বোধ তার জন্মে হঠাৎকার ॥
নিকাম ভকতি হয় শুদ্ধ যে পিরোতি ।
ক্রমে বাড়ি যায় ভক্তি রাগ প্রেম রতি ॥
সকল জ্ঞান বার আনন্দ জনমে ।
সর্ব গুণ সদাচার তার দেখে রমে ॥
আনুযায় গ্রাহে সর্বতত্ত্ব বিব্রাজয় ।
অতএব সর্বতত্ত্ব ইথে বেদ্য হয় ॥
বৈষ্ণবের গুণগান শ্রবণ মনন ।
বৈষ্ণবের মানদান চরণ-সেবন ॥

এই সে পরম কৃষ্ণভক্তির প্রধান ।
বৈষ্ণবে পূজিলে হয় কৃষ্ণের সম্মান ॥
বিন ভক্তপূজা কৃষ্ণপূজা নহে সিদ্ধ ।
ভক্তপূজা কৈলে কৃষ্ণ হৃদে হয় বস ॥
ইহার প্রমণ ব'হ পূর্বেতে বর্ণিল ।
দৃঢ়তর বিশ্বাসেতে শাস্ত্র যে কহিল ॥
অতএব একান্ত যে শরণ্য জানিয়া ।
কৃষ্ণদাস গায় গুণ ভরসা করিয়া ॥
ভক্তমাল নাভাজীউ গ্রহন করিল ।
চারিযুগের ভক্ত-নাম-গুণ প্রকাশিল ॥
অগণ্য ভক্তের নামমাল্য যে গাঁথিয়া ।
পতিত জনার গলে দিল পরাইয়া ॥
তাহার বিস্তর টীকা প্রিয়দাস সাধু ।
বর্ণন করিলা অতি সুমধুর স্বাদ ॥
তার মধ্যে কতকগুলি ভক্তের মহিমা ।
গাইলাম সর্ব্বারম্ভে না পাইয়া সীমা ॥
অগ্র-পশ্চাত ক্রম মত নাহি আদি ।
বৈষ্ণবের গুণগান এইমাত্র মানি ॥
গুণলীলাবর্ণনে যে অধিকতর কম ।
নাহি জানি কিছু মুই সমান বিষম ॥
ইহাতে যে অপরাধ বৈষ্ণব গোসাঞি ।
না লবে ঠাকুর মোর নিবেদন এই ॥
জিহ্বায় কহাও যাহা তাহি মুই কহি ।
তোমার অধীন প্রভু স্বতন্ত্র নহি ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর কুলের ঠাকুর
কবে মুই হব এব পাছের কুহুর ॥
হে প্রভু করুণা দৃষ্টি কর অধমেয়ে ।
দস্তে তুণ ধরি কৃপা করহ পায়েরে ॥
চরণে ভকতি দেহ নিবেদন করি ।
নিজ-গুণলেশ দেহ দরাদৃষ্টে হেরি ॥
অসংখ্য অপার কোটি বৈষ্ণবের গণ ।
ছোট বড় বন্দি মুই সবার চরণ ॥
বৈষ্ণব চরণধূলি মস্তকে ধারণ ।
করি মুই এই মোর ভজন-সাধন ॥
বৈষ্ণবের সূর্য্যত কৃষ্ণের সূর্য্যি হয় ।
বেদশাস্ত্রে সাধুমাগে ফুকারিয়া কর ॥
বৈষ্ণবের প্রতি যেই অনুয়া করয় ।
সর্ব্ব-অমল-ধাম সেই বার কর ॥
হরির চরণ আশ যে জন করিবে ।
অর্পণ করহ মতি একান্ত বৈষ্ণবে ॥

বৈকবে উপেক্ষা করি কৃষ্ণেরে ভজয় ।
 কৃষ্ণ তারে কোপ করি উপেক্ষা করয় ॥
 কুপুত্র যেমন পিতৃধনে অর্হি নহে ।
 সেই ভক্ত ভেমতি শ্রীমুখে কৃষ্ণ কহে ॥
 অতএব ভক্তমাল ভক্ত কথা সার ।
 পরম ঐশ্বর্য হৃদয় মাণিক আমার ॥
 করে বস্তু তপ জপ করে জ্ঞান বল ।
 ভক্তমাল মহাবল আমার কেবল ॥
 ভক্তমাল গৌড়ভাষাচ্ছন্দে কৈমু গান ।
 নাতাজীর শ্রীচরণ হৃদে ধরি ধ্যান ॥
 বর্ণনের দোষ-গুণ বিচার করিতে ।
 গ্রাহ নাহি হইবেক বিজ্ঞের সভাতে ॥
 তথাচ আদর করিবেন সাধুগণ ।
 যে হেতু বৈষ্ণবের মহিমা বর্ণন ॥
 অদোষদরশী সাধুগণমাত্র হন ।
 সহস্র বে দোষ করে শুণেতে গণন ॥
 অতএব সাধুগণ নিন্দা না করিব ।
 সাধুর সম্বন্ধে লোক গ্রহণ করিব ॥
 নাতাজীর আজ্ঞা ইহ ভক্তমাল গ্রহ ।
 ৩ নিম্নক পাবণ্ড আর বে জন বিপদ ॥
 অবৈষ্ণব নাস্তিক বৈষ্ণবে অবিশ্বাস ।
 তাহেও না শুনাবে নাহি কহিবে আত্মস
 তাহাতে যে অপরাধ হইবে প্রচুর ।
 তার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ কর দূর ॥
 হে কৃষ্ণ হে অগরাধ শ্রীমধুসূদন ।
 দস্তে তুণ করি করি এই নিবেদন ॥
 বরক অগ্নিতে পুড়ে মরি সেই সুখ ।
 সর্পে দংশে ব্যাঘ্রে খার তাহে নাহি ছুখ ॥
 বরক কুড়ীয়ে খাউ জলে ডুবাইয়া ।
 তথাপিহ ভয় নাহি এই মোর হিয়া ॥
 কিছু বে বৈকব প্রতি বিমুখ বে জন ।
 যে অধম বৈষ্ণবের করয়ে নিন্দন ॥
 বৈষ্ণবের অপমান ভ্রমে যেই করে ।
 অপরাধ করি যে না করে পরিহারে ॥
 তার সঙ্গে সঙ্গ যেন কত নাহি হয় ।
 তার অঙ্গ জল যেন খাইতে নাহি হয় ॥
 বৈকব গোলাঞি কৃষ্ণরসে আনন্দিত ।
 অতএব গাই কিছু মধুর সঙ্গীত ॥
 ভ্রমণ করিয়া ইহা মোরে প্রীত হও ।
 অতীতার ভরি মোরে দাস করি সঙ্গ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসগীত ।

রাধাকুণ্ডলীয়ে কুণ্ড, কলগলভিকাপুণ্ড,
 পুন্দ্রশ্রেনী পরমসুন্দর ।
 সৌরভে আমোর অতি, নানাবর্ণে নান, জ্যোতি,
 বাঁকে বাঁকে গুহরে ভ্রমর ॥
 তার মধ্যে রাধাশ্রাম, দুহু রূপ অমুগাম,
 জিভুবন যাহার নিহনি ।
 শ্রাম নব কাদম্বিনী, রাই তাহে সৌধামিনী,
 কিংবা হেমজড়ী নীলমণি ॥
 কিংবা বর্ণ-কুবলয়, ভ্রমর পশিরা তার
 মধুপান করয়ে উল্লাসে ।
 কিংবা পূর্ণ সুধাকর, উগারি অমৃতধার,
 প্রকাশয়ে নবধনপাশে ॥
 হাসির অমৃতধার, দৌহে দৌহা পরম্পর,
 পান করি আনন্দিত হিয়া ।
 রসিক নাগর হরি, রসিকা কিশোরী-গৌরী,
 মস্ত রসমাগরে ডুবিয়া ॥
 শ্রাম-শ্রীঅঙ্গের শোভা, রাই শ্রীবদনে আভা,
 রাই প্রতিবিম্ব শ্রাম-অঙ্গে ।
 পরম আশ্চর্য্য হেরি, সখীগণ ঠারঠারি,
 করিয়া দেখয়ে রসরঙ্গে ॥
 কিশোর বরেন শ্রাম, কিশোরী রূপের ধাম,
 দৌহা রূপে করিয়াছে আলো ।
 পরম আনন্দে রমে, কিশোরী কিশোরবাসে,
 অপরূপ সাজিয়াছে ভালো ॥
 পরিহাস রসরঙ্গ, নানারস অদভঙ্গ,
 প্রিয়সঙ্গে আনন্দহিরোলে ।
 হাসি হাসি কহে রাণী, কি শোভা তাহাতে জানি,
 গজমতি হোলে নাসাতলে ॥
 তা দেখে নাগরবরে, দেহ না ধরিতে পারে,
 রসে ডুবি আপনা পাসরে ।
 শত শত চুষে সুখ, পাইয়া পরমসুখ,
 কৃষ্ণদাস আনন্দ অন্তরে ।

মধুরেতে সমাপন ভক্তমাল গ্রহ ।
 যথাশক্তি বর্ণিল জানিয়া সাধুগণ ॥
 রাধাকৃষ্ণমাধুরী যে পাইয়া কিঞ্চিৎ ।
 ভক্তমাল গ্রহোক্তম করিল পুরিত ॥
 ভক্তমাল মহামন্ত্র কৃষ্ণপ্রেমহেতু ।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ।

৩৩৭

চক্ষুর যে হবে গাঢ়চিন্তে বিচারিবে ।
ভক্তমালপাঠাদিতে প্রেমধন পাবে ॥
ভক্তের চরিত্র শুনি কব'র যাইবে ।
সর্ব-অপরাধ ছুটি ভক্তি সকারিবে ॥
প্রলোভ অগ্নিবে কৃষ্ণচরণারবিন্দে ।
প্রেমীয় সিক্তনীরে তাসিবে আনন্দে ॥

অতএব ভক্তমাল অবশ্য যে পাঠ্য ।
সেবা-পূজা ইষ্টতম প্রোতবা বরিষ্ট ॥
পদে পদে চমৎকার কর্ণ-ব্রসায়ন ।
মহিমা অতুল যাতে ভুবনপাবন ॥
শ্রীলকৃষ্ণচৈতন্য-চরণ করি আশ ।
ভক্তমাল প্রতিবিম্ব কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ সমাপ্ত

॥ ৐ শ্রীহরি ৐ ॥

